অষ্টাঙ্গ-হৃদয়।

মহর্ষিকল্প শ্রীমদ্ বাগ্ভট বিরচিত।

চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা, ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্তাদি গ্রন্থ সম্পাদক ও অনুবাদক
আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ, আয়ুর্ব্বেদ-প্রদীপ, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি গ্রন্থকার

৺দেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ

ও

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলাষ্ট্রীট, ধন্বন্তরিষ্টীমমেশিনযন্ত্রে
শ্রীদীননাথ দেব দ্বারা
মুদ্রিত।

১৩২৩ সাল।

ভূমিকা

মহর্ষিকল্প বাগ্‌ভটাচার্য্য বিরচিত অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও যাহাতে অষ্টাঙ্গহৃদয়ের গূঢ়ার্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এরূপ প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় গ্রন্থখানি অনূদিত হইয়াছে। কেবল মূলের অনুবাদ দ্বারা ইহার বহুস্থানের ভাবগ্রহণ করা কঠিন, সেই জটিল স্থান সমূহ সাধারণের অনায়াসগম্য করিবার জন্য ইহাতে মূলের অনুবাদ ব্যতীত টীকার অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গহৃদয় যেরূপ সারবান্ গ্রন্থ, তাহাতে ইহার এইরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদের অভাব সকলেই অনুভব করিতেন, এবং আয়ুর্ব্বেদহিতৈষী ব্যক্তিগণ আমাদিগকে এই অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন, তাঁহাদের অনুরোধ ও উক্ত অভাবপরিপূরণ জন্য আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম ও বিপুল ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক ইহা প্রকাশ করিলাম, আশা করা যায় ইহা দ্বারা আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণ যথেষ্ট উপকার লাভ করিবেন।

আমাদের দেশে আত্রেয়সম্প্রদায় ও ধন্বন্তরিসম্প্রদায় ভেদে দ্বিবিধ চিকিৎসক ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলি দেখিতে পাওয়া যায়, আত্রেয়সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ চিকিৎসাপ্রধান এবং ধন্বন্তরি-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ সকল শল্যপ্রধান, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে ছিলনা। তাহাতে দোষ এই হইত যে কেবল চরকাদি চিকিৎসা-প্রধান গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিলে সুশ্রুতাদি কথিত বর্ত্মসন্ধিসিতাসিতাদিগত রোগ সমূহের সংজ্ঞাজ্ঞানও হইত না, হেতু লিঙ্গ ঔষধজ্ঞান ত দূরের কথা। পরন্তু কেবল সুশ্রুতাদির ন্যায় শল্যপ্রধান গ্রন্থ পাঠ করিলে চিকিৎসা বিষয়ে তাদৃশ সূক্ষ্ম জ্ঞান জন্মিত না, তাহাতে অনেক জটিল রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসকদিগকে যে অনেক সময় অসুবিধা ভোগ করিতে হইত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দারুণ অসুবিধা দূর করিবার জন্য জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য্য বাগ্‌ভট অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক প্রথম সংগৃহীত অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ হইতে নাতিসংক্ষেপ বিস্তরে এই অষ্টাঙ্গ হৃদয় প্রণয়ন করেন। ইহাতে চরকোক্ত চিকিৎসা ও সুশ্রুতাদি কথিত রোগাভিধান এই উভয় বিষয় একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় উক্তবিধ একপক্ষতাদোষ দূরীভূত হইয়াছে।

বিশেষতঃ উভয় সম্প্রদায়ের শল্যপ্রধান ও চিকিৎসাপ্রধান গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইতে যথেষ্ট সময়ক্ষেপ করিতে হইত। তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি বহু পরিশ্রম ব্যতীত এই সকল বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতেন না, সাধারণ ব্যক্তিগণের ইহা হৃদয়ঙ্গম করা ত অতীব গুরুহ ব্যাপার ছিল। ইহাতে ফলও অনেক সময় ভিন্নরূপ হইয়া দাড়াইত। কিন্তু অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মত সহজবোধ্য করিয়া একত্র সঙ্কলিত হওয়ায় সকলেই ইহা অনায়াসে অভ্যাস করিতে পারেন এবং সময়েরও অযথা অপচয় হয় না, সেই জন্য আয়ুর্ব্বেদ অনুশীলনকারী ব্যক্তিমাত্রেই অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের পক্ষপাতী। ফলতঃ অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ চিকিৎসাগ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রে বিরল। কেবল এই একখানি মাত্র গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে

আয়ুর্ব্বেদের গূঢ়মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। দেশের কল্যাণ ও আয়ুর্ব্বেদের প্রচারার্থ এইরূপ সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও যাহাতে বিশুদ্ধ ও সাধারণের নিকট আদৃত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটী করা হয় নাই। এক্ষণে সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে সর্ব্বসাধারণে এই গ্রন্থের আলোচনায় যথেষ্ট লাভবান্ হইবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দেশপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ধন্বন্তরিকল্প মদগ্রজ পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি স্বয়ং দেখিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে গ্রন্থখানি শীঘ্র সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টাও ছিল। তাঁহার চির আদরের সেই অষ্টাঙ্গ হৃদয়, এতদিন পরে প্রকাশিত হইল কিন্তু তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাই আমাদের মর্ম্মান্তিক কষ্টের কারণ। তাঁহারই উপদেশ মত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। আমাদের অপর পুস্তকের ন্যায় ইহাতেও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহারও সম্পাদকরূপে তাঁহার নাম সংযোজিত হইল।

উপসংহারে বক্তব্য যে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক আয়ুর্ব্বেদ পারদর্শী ভক্তিভাজন কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর শর্ম্ম কবিরত্ন মহাশয় এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীকুঞ্জ বিহারী ধন্বন্তরি মহাশয় এই পুস্তকের সংস্করণ ও অনুবাদাদিবিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

অস্মৎসহোদর কবিরাজ শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সেন এই পুস্তকের সকল বিষয়েই আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র গুপ্ত ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকট এবিষয়ে যে উপকার পাইয়াছি তাহা আজীবন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিব।

মৎপুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ এবং মদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সত্যব্রত সেন কবিরাজ ও শ্রীমান্ বলাই চাঁদ সেন কবিরাজ এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যসকল যথেষ্ট উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করায় আমি অতীব আনন্দলাভ করিয়াছি। ইতি

আয়ুর্ব্বেদবিদ্যালয়।
১লা বৈশাখ ১৩২৩ সাল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সূচীপত্র।

সূত্রস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

শারীরস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শারীরস্থান সম্পূর্ণ।

নিদান-স্থান।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নিদানস্থান সম্পূর্ণ।

চিকিৎসিতস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

চিকিৎসিতস্থান সম্পূর্ণ।

কল্প স্থান।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কল্পস্থান সম্পূর্ণ।

উত্তরস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

উত্তরস্থান সম্পূর্ণ।

অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সুচীপত্র সমাপ্ত।

অষ্টাঙ্গহৃদয়।

সূত্রস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

মনুষ্য গজ তুরঙ্গাদি সমস্ত জীব শরীরে অনুগত, জন্মসহ জাত, ঔৎসুক্য মোহ ও অরতি জনক, রাগ দ্বেষ লোভাদি রূপ অশেষ প্রকার ব্যাধি সমূহের বিনাশক, সেই অপূর্ব্ব (যাহার পূর্ব্বে আর কেহ নাই অর্থাৎ প্রথম) অথবা আশ্চর্য্যভূত বৈদ্য শ্রীভগবানকে প্রণাম করি ॥ ১

ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া অতঃপর আমরা আয়ুষ্কামীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয় ধন্বন্তরি প্রভৃতি মহর্ষিগণ বলিয়াছেন। (অর্থাৎ আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন তদ্ভিন্ন স্বমতি পরিকল্পিত কোন কথাই এই সংগ্রহে বলিব না) ॥ ২

যিনি ধর্ম্ম অর্থ ও সুখের উপায় স্বরূপ জীবন অভিলাষ করেন, তাঁহার আয়ুর্ব্বেদোপদেশ সমূহে পরম যত্ন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩

প্রথমে ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ স্মরণ করিয়া প্রজাপতি দক্ষকে শিক্ষা প্রদান করেন। তৎপরে প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রকে, ইন্দ্র আত্রেয় ধন্বন্তরি নিমি প্রভৃতি মুনিগণকে এবং আত্রেয়াদি মুনিগণ অগ্নিবেশ প্রভৃতিকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিয়াছিলেন। অগ্নিবেশাদি ছয়জন ঋষি যথা—অগ্নিবেশ, ভেড়, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি ইঁহারা—স্বকীয় নামে পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা বিস্তৃত (প্রণয়ন) করেন। অগ্নিবেশাদি কৃত অতি বিস্তৃত সেই সমস্ত সংহিতা হইতে সারতর বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া আমি নাতিসংক্ষিপ্ত ও নাতিবিস্তৃতভাবে এই অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেছি। অগ্নিবেশাদি কৃত সংহিতা সকল অতি বিস্তৃত বলিয়া সকলের উপযোগী নহে। কারণ অতিবিস্তীর্ণ গ্রন্থ পাঠবোধাদিতে দুর্গ্রহ হইয়া পড়ে, অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থেও অল্পবুদ্ধিদিগের উপকার হয় না, সেই জন্য এই অষ্টাঙ্গহৃদয় রচিত হইল, ইহা অতি সংক্ষিপ্ত বা অতি বিস্তৃত নহে ॥ ৪।৫

আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গ ; এই অষ্টাঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থিত। যথা—কায়-চিকিৎসা, বাল-চিকিৎসা, গ্রহ-চিকিৎসা, ঊর্দ্ধাঙ্গ-চিকিৎসা, শল্য-চিকিৎসা, বিষ-চিকিৎসা, রসায়ন-চিকিৎসা ও বাজীকরণ-চিকিৎসা ॥ ৬

সংক্ষেপতঃ বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ। রসাদি ধাতুকে দূষিত করিয়া রোগোৎপাদনে সমর্থ হয় বলিয়া ইহাদিগকে দোষ বলা হইয়াছে। ইহারা বিকৃত হইলে শরীরকে নষ্ট করে এবং অবিকৃত থাকিলে শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। প্রথমে বিকৃত দোষের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, চিকিৎসক ইহাদের প্রকৃত্যবস্থানে সর্ব্বদা যত্ন করিবেন ॥ ৭

এক্ষণে দোষের বিশিষ্ট স্থান কথিত হইতেছে। বাতাদি দোষসমূহ সর্ব্বদেহব্যাপী হইলেও ইহারা হৃদয় ও নাভির অধঃ মধ্য ও ঊর্দ্ধদেশে বিশেষ ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বায়ু নাভির নিম্নদেশে, পিত্ত হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থানে এবং কফ হৃদয়ের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিতি করে।

সকল কাল ব্যাপী হইলেও দোষের নির্দ্দিষ্টকালত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। বয়স দিন রাত্রি ও ভোজনের অন্ত মধ্য ও আদিতে যথাক্রমে বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকোপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ বয়স দিন রাত্রি ও আহারের প্রথমে কফের, মধ্যে পিত্তের ও অন্তে বায়ুর প্রকোপ হয় ॥ ৮

অধুনা অগ্নির স্বরূপ কথিত হইতেছে। বাতাদি দোষের উৎকর্ষে জাঠরাগ্নি যথাক্রমে বিষম তীক্ষ্ণ ও মন্দ এবং উহাদের সমতায় সম হইয়া থাকে। অর্থাৎ বায়ুর আধিক্যে বিষমাগ্নি, পিত্তাধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি, কফাধিক্যে মন্দাগ্নি এবং ত্রিদোষের সাম্যে সমাগ্নি হয়। এই প্রকার দোষের উৎকর্ষে কোষ্ঠও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যথা—বাতোৎকর্ষে ক্রূরকোষ্ঠ, পিত্তোৎকর্ষে মৃদুকোষ্ঠ এবং কফোৎকর্ষে মধ্য কোষ্ঠ। দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থাতেও কোষ্ঠ মধ্য হইয়া থাকে ॥ ৯

প্রকৃতির স্বরূপ। বাতাদি দোষত্রয় দ্বারা হীন মধ্য ও উত্তম এই ত্রিবিধ প্রকৃতি হয়। গর্ভাধান কালে গর্ভজনক শুক্রশোণিতে বায়ুর উৎকর্ষ থাকিলে হীনপ্রকৃতি, পিত্তের উৎকর্ষে মধ্য প্রকৃতি এবং কফের উৎকর্ষে উত্তম প্রকৃতি হয়। দোষের সমতা থাকিলে সম প্রকৃতি হইয়া থাকে। আর শুক্র শোণিতে দুই দুই দোষের উৎকর্ষ থাকিলে অপর তিন প্রকার মিশ্র প্রকৃতি জন্মে। যথা বাতপিত্তজা, বাতশ্লেষ্মজা ও পিত্তশ্লেষ্মজা প্রকৃতি। সমুদায়ে সাতপ্রকার প্রকৃতি। তন্মধ্যে সমপ্রকৃতি শ্রেষ্ঠ ও দ্বিদোষপ্রকৃতি গর্হিত। এ স্থলে কথা হইতেছে যে, বাতাদি দোষের আধিক্যই বিকৃতি, ইহা গর্ভনাশক। অতএব গর্ভনাশক সেই বিকৃত বাতাদি দোষ, গর্ভোৎপাদক শুক্রশোণিত গত হইলে তদ্দ্বারা কিরূপে শরীরের উৎপত্তি হইবে ? কারণ বিকৃতি কোন কালেই প্রকৃতির কারণ হইতে পারে না। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে যে, যেমন বিষ প্রাণনাশক হইলেও তাহাতে বিষ-কীটের জন্ম হয়, সেইরূপ দূষণ-স্বভাব প্রমাণাধিক দোষ, জন্মাদিতে শুক্রার্ত্তবস্থ হইলেও তদ্দ্বারা শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রকৃতি দোষ হইতে শরীরোৎপত্তির বাধা হয় না ॥ ১০।১১

ইদানীং দোষ সমূহের স্বরূপ কথিত হইতেছে। বায়ু—রূক্ষ, লঘু, শীতল, খর (অমসৃণ), সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামী) ও চঞ্চল। পিত্ত—ঈষৎ স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ (শীঘ্রকারি), উষ্ণ, লঘু, বিস্র (মৎস্যগন্ধবৎ আমগন্ধি), সর (ব্যাপ্তিশীল) ও দ্রব। কফ—স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, মন্দ (বিলম্বে

কার্য্যকারক), শ্লক্ষ্ণ (অপরুষ), মৃৎস্ন (পিচ্ছিল, যাহা অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিলে চট্ চট্ করে) ও স্থির। স্বপ্রমাণাধিক বা ক্ষীণ দোষদ্বয়ের সংযোগকে সংসর্গ এবং দোষত্রয়ের সংযোগকে সন্নিপাত বলে॥ ১২

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু। এই রসাদি সপ্ত পদার্থ শরীরকে ধারণ করে বলিয়া ধাতু নামে অভিহিত হয়। আর বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক ইহারা দূষিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে দূষ্যও বলা যায়। মল মূত্র ও স্বেদাদিকে মল কহে। ইহারাও বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক দূষিত হয় বলিয়া দূষ্য নামে কথিত হইয়া থাকে। অতএব রসাদি সাতটী পদার্থের দূষ্য সংজ্ঞা ও ধাতুসংজ্ঞা, এবং মলমূত্রাদির মল সংজ্ঞা ও দূষ্য সংজ্ঞা উভয়ই নির্দ্দিষ্ট হইল। শরীরস্থ সর্ব্বপ্রকার দোষ ধাতু ও মলাদির সহিত তৎসমানধর্ম্মবিশিষ্ট দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের সংযোগ হইলে তাহাদের বৃদ্ধি এবং বিপরীতভাবান্বিত দ্রব্যাদির ব্যবহারে তাহাদের ক্ষয় হয়॥ ১৩

রস ছয় প্রকার। যথা—মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায়। রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ইহাদিগকে রস বলে। এই সকল রস, পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রস যথাক্রমে বলবর্দ্ধক অর্থাৎ কষায় রস অপেক্ষা কটুরস, কটুরস অপেক্ষা তিক্তরস বলবর্দ্ধক। এই ক্রমে মধুর রস সর্ব্বাপেক্ষা বলজনক, এবং কষায় রস সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বলোৎপাদক॥ ১৪

এই ছয় প্রকার রসের মধ্যে আদ্য ত্রিবিধ রস অর্থাৎ মধুর অম্ল ও লবণরস বায়ুকে নাশ করে। তিক্ত কটু ও কষায় রস কফকে এবং কষায় তিক্ত ও মধুর রস পিত্তকে নষ্ট করিয়া থাকে। অপর, তিক্ত কটু ও কষায়রস বায়ুকে, মধুর অম্ল ও লবণরস কফকে এবং অম্ল লবণ ও কটুরস পিত্তকে বর্দ্ধিত করে॥ ১৫

উক্ত রসসমূহের আশ্রয় দ্রব্য। দ্রব্য তিন প্রকার যথা—শমন, কোপন ও স্বস্থহিত। তন্মধ্যে যে সকল দ্রব্য কুপিত দোষের শান্তি করে, তাহাদিগকে শমন দ্রব্য কহে। যথা তৈল ঘৃত মধু প্রভৃতি। আর যে দ্রব্য বাতাদিদোষ রসাদি ধাতু ও মূত্রাদি মলপদার্থকে কুপিত করে, তাহাদিগকে কোপন কহে। যথা দুগ্ধ মৎস্য প্রভৃতি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য। আর যাহা স্বপ্রমাণস্থিত দোষ ধাতু ও মলপদার্থ সমূহের সাম্য রক্ষা করে তাহাকে স্বস্থহিত বলে। যথা রক্তশালি যব গোধূম প্রভৃতি। এই সমস্ত দ্রব্যে শীতোষ্ণভেদে দ্বিবিধ বীর্য্য অবস্থিত। যে সকল দ্রব্যে (বিংশতি প্রকার গুণের মধ্যে) শীতগুণের আধিক্য তাহাদিগকে শীতবীর্য্য এবং যাহাতে উষ্ণগুণের উৎকর্ষ তাহাদিগকে উষ্ণবীর্য্য বলে। দ্রব্যের শক্তিকে বীর্য্য কহে। দ্রব্যের বিপাক ত্রিবিধ; যথা—মধুরবিপাক, অম্লবিপাক ও কটুবিপাক। ভুক্ত দ্রব্য জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে যে রসান্তরের উৎপত্তি হয় তাহাকে বিপাক বলে। মধুর ও লবণরসের বিপাক মধুর, অম্লরসের বিপাক অম্ল এবং কটু তিক্ত ও কষায় রসের বিপাক কটু॥ ১৬

দ্রব্যের গুণ। দ্রব্যে বিংশতিপ্রকার গুণ অবস্থিত। যথা—গুরু, মন্দ, হিম, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, সান্দ্র (ঘন), মৃদু, স্থির, সূক্ষ্ম ও বিশদ এই দশটি এবং ইহাদের বিপরীত যথাক্রমে লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, খর, দ্রব, কঠিন, সর, স্থূল ও পিচ্ছিল এই দশটী; সমুদায়ে বিংশতি প্রকার॥ ১৭

রোগকারণ। শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণান্বিত ত্রিবিধ কাল, শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ ও কায়-বাক্য-মনশ্চেষ্টারূপ ক্রিয়া ইহাদের হীন-যোগ, মিথ্যা-যোগ ও অতিযোগ রোগের প্রধান কারণ এবং কাল অর্থ ও কর্ম্মের সম্যক্ যোগ আরোগ্যের কারণ। কালের হীনযোগ অর্থাৎ স্বরূপ হানি, যথা শীতকালে অল্পশীত, গ্রীষ্মকালে অল্প গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে অল্প বর্ষা। কালের মিথ্যাযোগ অর্থাৎ ঋতু স্বভাবের বৈপরীত্য, যেমন শীতকালে অতিশয় উষ্ণতা, গ্রীষ্মকালে অতিশীত, বর্ষাকালে অবৃষ্টি। কালের অতিযোগ (স্বলক্ষণাতিশয্য) যথা শীতকালে অতি শীত, গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি। এই সকল রোগের কারণ। এই কালের সম্যক্ যোগ অর্থাৎ যথাস্বরূপে স্থিতি আরোগ্যের হেতু। অর্থের (রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহের) অল্প-সংযোগকে হীনযোগ, অত্যন্ত সংযোগকে অতিযোগ এবং পুরুষের অনভিমত ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহের সংযোগকে মিথ্যাযোগ বলে। ইন্দ্রিয়ার্থের হীনাতিমিথ্যাযোগ রোগের এবং সম্যক্ যোগ আরোগ্যের কারণ। কায়াদি (শারীরিক বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ) কর্ম্মের অল্প প্রবৃত্তিকে হীনযোগ, অতিপ্রবৃত্তিকে অতিযোগ এবং বিপরীত প্রবৃত্তিকে (অনুপস্থিত বেগে বেগপ্রদান ও রাগদ্বেষাদিকে) মিথ্যা যোগ কহে। কায়াদি কর্ম্মের এই হীনাদি যোগ রোগের কারণ এবং সম্যক্ যোগ আরোগ্যের হেতু॥ ১৮

রোগ ও আরোগ্য। বাতাদি দোষের বৈষম্য (অর্থাৎ স্বপ্রমাণ হইতে এক দোষের দ্বিদোষের বা ত্রিদোষের বৃদ্ধি বা ক্ষয়) রোগ এবং উহাদের সমভাব আরোগ্য। এই রোগ দুই প্রকার ; যথা—নিজ ও আগন্তুজ। বাতাদি দোষ হইতে নিজ রোগ এবং অভিঘাতাদি বাহ্যকারণ হইতে আগন্তুজ রোগ উৎপন্ন হয়। উভয়ের বিশেষত্ব এই যে, নিজ রোগে প্রথমে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হয়, তৎপরে রোগ উৎপাদন করে, আর আগন্তু রোগে প্রথমে রোগের উৎপত্তি হয়, তৎপরে দোষের প্রকোপ হইয়া থাকে॥ ১৯

নিজ ও আগন্তু রোগসমূহের শরীর ও মনোভেদে দ্বিবিধ অধিষ্ঠান। অর্থাৎ কতকগুলি রোগ শরীরকে আশ্রয় করিয়া এবং কতকগুলি রোগ মনকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। জ্বর রক্তপিত্ত কাস প্রভৃতি শরীরাশ্রিত এবং মদমূর্চ্ছা সন্ন্যাস প্রভৃতি রোগ মনোঽধিষ্ঠিত। রজোগুণ ও তমোগুণ এই দুইটী মনের দোষ অর্থাৎ ইহারা মানসিক ব্যাধির হেতু॥ ২০

দর্শন স্পর্শন ও প্রশ্নদ্বারা রোগিকে পরীক্ষা করিবে। অর্থাৎ দর্শন দ্বারা কাস মেহাদি পীড়িত ব্যক্তির পীত শুক্ল বর্ণ, লক্ষণ, প্রমাণ, উপচয়, কান্তি ও মলমূত্রবমনাদি ; নাড়ী ও শরীর স্পর্শ করিয়া জ্বর, গুল্ম, বিদ্রধি, শৈত্য, উষ্ণতা, স্তব্ধতা, খরত্ব প্রভৃতি এবং প্রশ্ন দ্বারা শূল, অরুচি, বমি, বেদনা, কোষ্ঠের মৃদুতা বা কাঠিন্য পরীক্ষা করিবে। নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সংপ্রাপ্তি দ্বারা রোগ পরীক্ষা করিতে হয়॥ ২১

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ভূমি ও দেহ ভেদে দেশ দ্বিবিধ। মস্তক হস্তপদাদিকে দেহদেশ বলে। ভূমিদেশ অতঃপর বর্ণনা করিব॥ ২২

ভূদেশ ত্রিবিধ। যথা জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ। তন্মধ্যে জাঙ্গলদেশ বাতবহুল, আনূপদেশ কফভূয়িষ্ঠ ও সাধারণ দেশ সমমল অর্থাৎ বাতাদিসমদোষবিশিষ্ট॥ ২৩

ক্ষণ-দণ্ডাদি ও ব্যাধির সামনিরামাদি অবস্থা ভেদে কাল দ্বিবিধ। এই কালদ্বয় ভেষজের যোগকারক অর্থাৎ ঔষধের প্রয়োজনসম্পাদনে সামর্থ্য উৎপাদক। কালভেদের প্রয়োজন এই যে, শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ কালে এবং রোগের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগের বিধান আছে। কাল যথা—পূর্ব্বাহ্নে বমন, মধ্যাহ্নে বিরেচন ইত্যাদি। ব্যাধির অবস্থা বিশেষে যথা—দোষের আম অবস্থায় পাচন, নিরামাবস্থায় শমন ইত্যাদি। এই অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহা আরোগ্যপ্রদ হইয়া থাকে। ঔষধ সাধারণতঃ দুই প্রকার ; যথা—শোধন ও শমন। যাহা শরীরস্থ কুপিত দোষকে বহির্নিঃসারিত করিয়া রোগের শান্তি করে তাহাকে শোধন ঔষধ এবং যাহা স্বস্থানস্থিত কুপিত দোষের সমতা করে তাহাকে শমন ঔষধ কহে॥ ২৪

শরীরস্থ দোষ বায়ু পিত্ত ও কফের যথাক্রমে শোধনরূপ প্রধান ঔষধ বস্তি বিরেচন ও বমন এবং শমনরূপ প্রধান ঔষধ তৈল ঘৃত ও মধু। বাতে বস্তি, পিত্তে বিরেচন ও কফে বমন প্রধান শোধন এবং বায়ুতে তৈল, পিত্তে ঘৃত ও কফে মধু প্রধান শমন॥ ২৫

বুদ্ধি (বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভাব সমূহের হিতাহিতবিভাগকারিণী), ধৈর্য্য (চিত্তের স্থিরতা, অচাঞ্চল্য) ও আত্মবিজ্ঞান (যোগাভ্যাস ও সমাধি দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ বিজ্ঞান) প্রভৃতি, মনোদোষ-(রজস্তমোগুণ)-সমুত্থ কামাদিজ রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ২৬

ভিষক্, ঔষধ, পরিচারক ও রোগী এই পাদচতুষ্টয় চিকিৎসার অঙ্গ। এই অঙ্গচতুষ্টয় প্রত্যেকে চারি চারিটী গুণযুক্ত হইলে কার্য্যকর হইয়া থাকে। চিকিৎসকের প্রাধান্য হেতু অগ্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ ঔষধাদি পাদত্রয় চিকিৎসকের অধীন॥ ২৭

উক্ত পাদচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের চারিটি করিয়া গুণ বর্ণিত হইতেছে—

চিকিৎসক চিকিৎসা কার্য্যে নিপুণ, গুরুর নিকট হইতে গৃহীত-শাস্ত্রার্থ, বহুশ অভ্যস্তকর্ম্মা ও শুচি (অলোভী) হইবেন। ঔষধ—বহুকল্প (অর্থাৎ স্বরস কল্ক চূর্ণাদি ভেদে যাহার নানা প্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে), বহুগুণান্বিত, সম্পন্ন (প্রশস্ত ভূমিজাত ও কীটাদি কর্ত্তৃক অনুপহত) ও যোগ্য (যাহা ব্যাধি দেশ কাল দোষ দূষ্য দেহ বয়স ও বলাদি বুঝিয়া প্রয়োগ করা যায়) এই চতুর্গুণান্বিত হইবে। পরিচারক—অনুরক্ত (আতুরের দৃঢ়ভক্ত), শুচি (শুদ্ধান্তঃকরণ), দক্ষ (সকল কার্য্যে চতুর) ও বুদ্ধিমান হইবে। আর রোগী—ধনবান্, বৈদ্যের বশীভূত, জ্ঞাপক (রোগের কারণ ও যন্ত্রণা প্রভৃতি জানাইতে সমর্থ) ও সত্ত্ববান্ (ধৈর্য্যযুক্ত) হইবেন। উক্ত ষোড়শগুণান্বিত পাদচতুষ্টয় রোগশান্তির গুণবৎ কারণ বলিয়া জানিবে॥ ২৮।২৯

সুখসাধ্য ব্যাধির লক্ষণ। রোগী তরুণবয়স্ক ও সংযতচিত্ত হইলে এবং তাহার শরীর সর্ব্বৌষধক্ষম (তীক্ষ্ণ মধ্য ও মৃদুরূপ সর্ব্ববিধ শোধন ও শমন ঔষধ সহ্য করিতে সমর্থ) হইলে, আর রোগের নিদান পূর্ব্বরূপ ও রূপ অল্প হইলে, রোগ অল্পদিন জাত, উপদ্রবরহিত, বাতাদি এক দোষজনিত একমার্গগত ও অমর্ম্মগ (হৃদয় বস্ত্যাদি মর্ম্ম বর্জ্জিত স্থানে উৎপন্ন) হইলে, রসাদি দূষ্যপদার্থ, দেশ, ঋতু ও প্রকৃতি, রোগারম্ভক দোষের তুল্য গুণান্বিত না হইলে, বৈদ্যাদি পাদচতুষ্টয়ের সংযোগ হইলে এবং গ্রহসকল অনুকূল থাকিলে রোগ সুখসাধ্য হইয়া থাকে॥ ৩০।৩১

কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি লক্ষণ। যে রোগ শস্ত্রাগ্নিক্ষার প্রভৃতি চিকিৎসাদ্বারা প্রশমিত হয়, বা মহান্ উপায়ে ও দীর্ঘকালে যাহার প্রশম হয়, তাহাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি কহে। আর যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সাধ্যলক্ষণ সমূহের সঙ্কীর্ণতা (বৈপরীত্য) প্রকাশ পায়, যেমন রোগী যুবা কিন্তু সংযতাত্মা (নির্লোভ) নহে, কিংবা রোগী সংযতচিত্ত কিন্তু রোগটী মর্ম্মস্থানজাত অথবা রোগির দেহ সর্ব্বৌষধক্ষম কিন্তু রোগী বৃদ্ধ, বা রোগী যুবা কিন্তু তাহার দেহ সর্ব্বৌষধক্ষম নহে, এই প্রকার বৈপরীত্য ঘটিলে তাহাকেও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি কহে।

যাপ্যব্যাধির লক্ষণ। যে সকল ব্যাধি পূর্ব্বোক্ত সুখসাধ্য ব্যাধিসমূহের বহু বিপরীত লক্ষণান্বিত এবং আয়ুর শেষ থাকায় রোগীকে নষ্ট করিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে যাপ্য রোগ কহে। হিতজনক আহার বিহারের নিয়ত সেবন অভ্যাস দ্বারা ইহাদিগকে যাপ্য রাখিতে হয় ॥ ৩২

প্রত্যাখ্যেয় ব্যাধি লক্ষণ। যে সকল রোগে পূর্ব্বোক্ত যাপ্য লক্ষণের (আয়ুর শেষরূপ লক্ষণের) অত্যন্ত বিপর্য্যয় ঘটে, এবং যে সকল রোগ মজ্জশুক্রাদি গম্ভীর ধাতুগত, মর্ম্মসন্ধিজাত, ঔৎসুক্য মোহ ও অরতিপ্রদ, দৃষ্টরিষ্ট (যাহাতে নিশ্চিত মরণ জ্ঞাপক লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে) ও শীঘ্র ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি নাশক, তাহাদিগকে অচিকিৎস্য বা প্রত্যাখ্যেয় রোগ কহে ॥ ৩৩

যে সকল রোগী সাধ্য-রোগাক্রান্ত হইলেও চিকিৎসার অনুপযোগী, তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। যাহারা রাজা ও চিকিৎসক কর্ত্তৃক দ্বিষ্ট, বা রাজা ও চিকিৎসককে দ্বেষ করে, যে ব্যক্তি স্বয়ং আপনার শত্রু, যে সকল ব্যক্তি উপকরণ (চিকিৎসোপযোগী অঙ্গ) বিহীন, ব্যগ্র (অন্য কার্য্যে আসক্তচিত্ত), চিকিৎসকের অবিধেয় (অবাধ্য), হীনায়ুঃ (যাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে), ক্রূরকর্ম্মা, শোকাতুর, ভীরু, কৃতঘ্ন (যাহারা উপকৃত হইয়াও অপকার করে) ও বৈদ্যাভিমানী (অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ না হইয়াও আপনাকে চিকিৎসক বলিয়া জ্ঞান করে), তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে না ॥ ৩৪

অতঃপর সুখস্মরণার্থ এই তন্ত্রের অধ্যায় সকল বলিতেছি। আয়ুষ্কামীয়, দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা, রোগানুৎপাদনীয়, দ্রবদ্রব্যবিজ্ঞানীয়, অন্নস্বরূপবিজ্ঞানীয়, অন্নসংরক্ষা, মাত্রাশিতীয়, দ্রব্যাদি-বিজ্ঞানীয়, রসভেদীয়, দোষাদিবিজ্ঞানীয়, দোষভেদীয়, দোষোপক্রমণীয়, দ্বিবিধোপক্রমণীয়, শোধনাদিগণ সংগ্রহ, স্নেহবিধি, স্বেদবিধি, বমনবিরেচনবিধি, বস্তিবিধি, নস্যবিধি, ধূমবিধি, গণ্ডূষবিধি, আশ্চ্যোতনাঞ্জনবিধি, তর্পণপুটপাকবিধি, যন্ত্রবিধি, শস্ত্রবিধি, শিরাব্যধবিধি, শল্যাহরণবিধি, শস্ত্রকর্ম্মবিধি ও ক্ষারাগ্নিকর্ম্মবিধি এই ত্রিশটী অধ্যায় সূত্রস্থানে আছে।

অতঃপর শারীরস্থান বলিতেছি। গর্ভাবক্রান্তি, গর্ভব্যাপৎ, অঙ্গবিভাগ, মর্ম্মবিভাগ, বিকৃতিবিজ্ঞানীয় ও দূতবিজ্ঞানীয়, শারীরস্থানে এই ছয়টী অধ্যায়। নিদান স্থানে সর্ব্বরোগ নিদান, জ্বরনিদান, রক্তপিত্ত-কাসনিদান, শ্বাসহিক্কানিদান, রাজযক্ষ্মাদিনিদান, মদাত্যয়াদিনিদান, অর্শোনিদান, অতিসারগ্রহণীদোষনিদান, মূত্রাঘাতনিদান, প্রমেহনিদান, বিদ্রধিবৃদ্ধিগুল্মনিদান, উদরনিদান, পাণ্ডুশোথবিসর্পনিদান, কুষ্ঠ-শ্বিত্র-ক্রিমিনিদান, বাতব্যাধিনিদান ও বাতশোণিত-নিদান, এই ষোড়শ অধ্যায় উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৫—৪০

অতঃপর চিকিৎসাস্থান বলিতেছি। চিকিৎসা স্থানে দ্বাবিংশতি (বাইশটী) অধ্যায় আছে; যথা,—জ্বরচিকিৎসা, রক্তপিত্তচিকিৎসা, কাসচিকিৎসা, শ্বাস-হিক্কাচিকিৎসা, রাজযক্ষ্ম-চিকিৎসা,

ছর্দ্দিহৃদ্রোগ-তৃষ্ণা চিকিৎসা, মদাত্যয়চিকিৎসা, অর্শশ্চিকিৎসা, অতীসারচিকিৎসা, গ্রহণী-চিকিৎসা, মূত্রাঘাত-চিকিৎসা, প্রমেহচিকিৎসা, বিদ্রধিবৃদ্ধিচিকিৎসা, গুল্মচিকিৎসা, উদর-চিকিৎসা, পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা, শ্বয়থুচিকিৎসা, বিসর্পচিকিৎসা, কুষ্ঠচিকিৎসা, শ্বিত্রকৃমি-চিকিৎসা, বাতব্যাধ্যাদিচিকিৎসা ও বাতশোণিতচিকিৎসা। অতঃপর কল্পসিদ্ধিস্থান বলিতেছি। বমনকল্প, বিরেচনকল্প, বমনবিরেচনব্যাপৎসিদ্ধি, বস্তিকল্প, বস্তিব্যাপৎসিদ্ধি ও ভেষজকল্প এই ছয়টী অধ্যায় কল্পসিদ্ধিস্থানের অন্তর্গত॥ ৪১—৪৪

বালোপচরণীয়, বালাময়প্রতিষেধ, বালগ্রহপ্রতিষেধ, ভূতবিজ্ঞানীয়, ভূতপ্রতিষেধ, উন্মাদ-প্রতিষেধ, অপস্মারপ্রতিষেধ, বর্ত্মরোগবিজ্ঞানীয়, বর্ত্মরোগপ্রতিষেধ, সন্ধিসিতাসিতরোগবিজ্ঞানীয়, সন্ধিসিতাসিতরোগপ্রতিষেধ, দৃষ্টিরোগবিজ্ঞানীয়, তিমিরপ্রতিষেধ, লিঙ্গনাশপ্রতিষেধ, সর্ব্বাক্ষিরোগ-বিজ্ঞানীয়, সর্ব্বাক্ষিরোগপ্রতিষেধ, কর্ণরোগবিজ্ঞানীয়, কর্ণরোগপ্রতিষেধ, নাসারোগবিজ্ঞানীয়, নাসারোগপ্রতিষেধ, মুখরোগবিজ্ঞানীয়, মুখরোগপ্রতিষেধ, শিরোরোগবিজ্ঞানীয়, শিরোরোগ-প্রতিষেধ, ব্রণবিজ্ঞানীয়, সদ্যোব্রণপ্রতিষেধ, ভগ্নপ্রতিষেধ, ভগন্দরপ্রতিষেধ, গ্রন্থ্যর্ব্বুদশ্লীপদা-পচীনাড়ীবিজ্ঞানীয়, গ্রন্থ্যর্ব্বুদশ্লীপদাপচীনাড়ীপ্রতিষেধ, ক্ষুদ্ররোগবিজ্ঞানীয়, ক্ষুদ্ররোগপ্রতিষেধ, গুহ্যরোগবিজ্ঞানীয়, গুহ্যরোগপ্রতিষেধ, বিষপ্রতিষেধ, সর্পবিষপ্রতিষেধ, কীটলূতাদিবিষ-প্রতিষেধ, মূষিকালর্কবিষপ্রতিষেধ, রসায়নাধ্যায় ও বাজীকরণাধ্যায় এই চল্লিশটী অধ্যায় উত্তর-তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

সমুদায়ে এই একশতবিংশ অধ্যায় সূত্র, নিদান, শারীর, চিকিৎসা, কল্প সিদ্ধি ও উত্তরতন্ত্রে বর্ণিত আছে॥ ৪৫—৪৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দিনচর্য্যানামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব,—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

স্বস্থব্যক্তি নিজ আয়ুঃপরিপালনার্থ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রির চারিদণ্ড অবশেষ থাকিতে) শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবেন। পরে শরীরের অবস্থা বুঝিয়া অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ জীর্ণ হইয়াছে বা অজীর্ণ আছে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া মলমূত্রত্যাগাদি শৌচক্রিয়া সমাপনান্তে দন্তধাবন করিবেন। আকন্দ, বট খদির, করঞ্জ বা অর্জ্জুনাদির কিংবা কটু, তিক্ত ও কষায় রসান্বিত অন্য কোন বৃক্ষের কাষ্ঠিকার কোমল অগ্রভাগ দন্তদ্বারা উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া তদ্দ্বারা এমনভাবে দন্তমার্জ্জন করিবে—যেন দন্তের মাংসে কোনরূপ আঘাত না লাগে॥ ২।৩

যাহাদের অজীর্ণ, বমি, শ্বাস, কাস, জ্বর, অর্দ্দিত, তৃষ্ণা, মুখপাক, হৃদ্রোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও কর্ণরোগ আছে, তাহাদের দন্তধাবন নিষিদ্ধ॥ ৪

তৎপরে (দন্তধাবনের পর) চক্ষুর নিত্য হিতকারক রসাঞ্জন নেত্রে প্রয়োগ করিবে। (পাঠান্তর নিত্য রসাঞ্জন ব্যবহার করিলে চক্ষুর্দ্বয় সুস্নিগ্ধ, ঘনপক্ষবিশিষ্ট, বিমল, মনোজ্ঞ, সূক্ষ্ম-বস্তু দর্শনক্ষম ও ব্যক্তত্রিবর্ণ অর্থাৎ সুব্যক্তশ্বেতকৃষ্ণরক্ত হইয়া থাকে)। চক্ষুঃ তেজোময়, তেজোবিরোধী শ্লেষ্মা চক্ষুর ভয়ের কারণ, অতএব নেত্রে সঞ্চিত জলস্রাবার্থ সপ্তাহের পর রসাঞ্জন প্রয়োগ হিতকর ॥ ৫

অঞ্জন গ্রহণের পর নস্যগ্রহণ, গণ্ডূষধারণ, ধূমপান ও তাম্বুল ভক্ষণ করিবে ॥ ৬

ক্ষতরোগী, রক্তপিত্তরোগী, রুক্ষব্যক্তি, উৎকুপিতচক্ষুঃ, (যাহাদের চক্ষু দিয়া জল বা পিচুটি পড়ে), বিষার্ত্ত, মূর্চ্ছার্ত্ত বা মদাত্যয় রোগাক্রান্ত কিংবা শোষরোগী ইহাদের পক্ষে তাম্বুল অপথ্য ॥ ৭

প্রতিদিন তৈলাভ্যঙ্গ করিবে (অভ্যাসবশতঃ দুই এক দিন অন্তর তৈল মাখিলেও তাহাতে দোষ হয় না)। নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিলে জরা শ্রান্তি ও বায়ুর নাশ, দৃষ্টির প্রসন্নতা, শরীরের পুষ্টি, আয়ুর বৃদ্ধি, ত্বকের সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তা এবং সুনিদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৮

মস্তক কর্ণদ্বয় ও পাদদ্বয়ে বিশেষভাবে তৈল মাখিবে। কফরোগী অজীর্ণরোগী ও কৃতসংশুদ্ধি (যাহাদের বমন বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন করা হইয়াছে) ব্যক্তির পক্ষে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ ॥ ৯

শরীরের আয়াসজনক কার্য্যকে ব্যায়াম কহে। ব্যায়াম হইতে শরীর লঘু, কর্ম্মে সমর্থ, সুবিভক্ত ও দৃঢ় হয় এবং অগ্নির দীপ্তি ও কফের ক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ১০

বাতপিত্তরোগী (বায়ুরোগ, পিত্তরোগ বা বাতপিত্তজ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি), বালক (ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক), বৃদ্ধ (সত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক) ও অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ব্যায়াম নিষিদ্ধ। বলবান্ ও স্নিগ্ধভোজিপুরুষের অর্দ্ধশক্তিতে (পরিশ্রমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) ব্যায়াম কর্ত্তব্য। শীত ও বসন্তকাল ব্যায়ামের উপযুক্ত সময়। অন্য ঋতুতে অল্প ব্যায়াম করিবে। ব্যায়ামের পর সমস্ত শরীর সুখকররূপে মর্দ্দন করাইতে হয় ॥ ১১।১২

অতিব্যায়াম দ্বারা তৃষ্ণা, ক্ষয়রোগ, প্রতমক শ্বাস, রক্তপিত্ত, শ্রান্তি, ক্লান্তি, কাস, জ্বর ও বমিরোগ জন্মে ॥ ১৩

ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, পথশ্রম, স্ত্রীসহবাস, হাস্য, ভাষণাদি ও সাহস এই সকল বিষয়ের অতিসেবন দ্বারা মানব, অতিবৃহৎকায় গজকে আক্রমণকারী সিংহের ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সিংহ যেমন অতিবল হস্তীকে আক্রমণ করিয়া নষ্ট হয় তদ্রূপ মনুষ্য বলাতিরিক্ত ব্যায়ামাদি করিলে তদ্দারা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪

ব্যায়ামের পর উদ্বর্ত্তন করিতে হয়। (তৈলাভ্যঙ্গের পর পেষিত আমলকী হরিদ্রাদি দ্বারা গাত্র মর্দ্দন করাকে উদ্বর্ত্তন কহে।) উদ্বর্ত্তন কফহারক, মেদের বিলয়কারক, শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক ও ত্বকের প্রসন্নতাজনক ॥ ১৫

উদ্বর্ত্তনের পর স্নান কর্ত্তব্য। স্নান দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, শুক্র, আয়ুঃ, উৎসাহ ও বলের বৃদ্ধি এবং কণ্ডু, মল, শ্রান্তি, স্বেদ, তন্দ্রা, পিপাসা, দাহ ও পাপের নাশ হয় ॥ ১৬

গরম জল দ্বারা অধঃকায়ের পরিষেক করিলে শরীরের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্দারা মস্তক পরিষিক্ত করিলে কেশ ও চক্ষুর বলহানি হইয়া থাকে ॥ ১৭

অর্দ্দিত, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কর্ণরোগ, অতিসার, আধ্মান, পীনস ও অজীর্ণরোগে এবং ভোজনের পর স্নান গর্হিত ॥ ১৮

পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে হিতকর পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক বেগপ্রদান করিবে না, এবং বেগ উপস্থিত হইলে তাহা ত্যাগ না করিয়া অন্য কার্য্য করিবে না। কোন সাধ্যরোগ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার না করিয়া অন্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না॥ ১৯

সমস্ত প্রাণিরই সুখজনক কর্ম্মসকল অভিপ্রেত, কিন্তু ধর্ম্ম বিনা সুখোৎপত্তি হয় না। অতএব সকলেরই ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া উচিত॥ ২০

শুভকার্য্যে উপদেশাদিদ্বারা যাঁহারা সহায়তা করেন, সেই কল্যাণ-মিত্রদিগকে বিনীতভাবে ভজনা করিবে। আর পাপ-মিত্রদিগের (পাপজনক কার্য্যে সাহায্যকারীদের) নিকট হইতে দূরে থাকিবে অর্থাৎ তাহাদিগকে দূর হইতে বর্জ্জন করিবে॥ ২১

কায়িক বাচিক ও মানসিক ভেদে পাপকর্ম্ম দশ প্রকার। তন্মধ্যে হিংসা (প্রাণিহত্যা) চৌর্য্য ও গুরুপত্নী গমনাদি নিষিদ্ধ কামসেবা এই তিন প্রকার কায়িক পাপ; পৈশুন্য (পরস্পর ভেদকারক বাক্য), পরুষ (কঠোর) বাক্য, মিথ্যা বচন ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ এই চারিটি বাচিক পাপ এবং প্রাণিহত্যার চিন্তা, পরগুণাদিতে অসহিষ্ণুতা ও নাস্তিকতা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ। হিংসাদি এই দশবিধ পাপকর্ম্ম কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করিবে॥ ২২

অবৃত্তি (জীবিকোপায় রহিত) ও ব্যাধি বা শোক কর্ত্তৃক পীড়িত ব্যক্তিদিগের যথাশক্তি উপকার করিবে। সৎ বা অসাধু ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, কীট-পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণিদিগকেও আত্মবৎ জানিবে॥ ২৩

দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, চিকিৎসক, রাজা ও অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিবে। যাচকদিগকে প্রত্যাখ্যান দ্বারা বিমুখ করিবে না, পরুষবচনাদি দ্বারা পরিভব করিবে না এবং তাহাদের অবমান করিবে না॥ ২৪

অপকারপরায়ণ শত্রুর প্রতিও উপকারপরায়ণ হইবে। সুতরাং উপকারির যে উপকার করিবে ইহাতে আর বক্তব্য কি? সম্পৎকালে ও বিপৎকালে সমচিত্ত হইবে অর্থাৎ সম্পৎকালে বিরক্ত এবং বিপৎকালে বিষণ্ণ হইবে না। হেতুতে ঈর্ষ্যা করিবে, ফলে ঈর্ষ্যা করিবে না অর্থাৎ এই ব্যক্তি এমন বিদ্বান্ ও দাতা আমি কেন ইঁহার মত না হইব? এইরূপ হেতুতে ঈর্ষ্যা করা ভাল। কিন্তু অমুক ব্যক্তির এমন বস্ত্র অলঙ্কারাদি আছে, আমার নাই—এপ্রকার ফলে ঈর্ষ্যা করা উচিত নহে॥ ২৫

কোন প্রস্তাবকালে হিতকর পরিমিত সত্য ও মনোজ্ঞ বাক্য বলিবে। আলাপকালে প্রথমে কথা বলিবে। কথা কহিবার সময় সুমুখ (ভ্রূকুটী-হীন), সুশীল প্রশ্রয়ী ও করুণার্দ্রচিত্ত (মাতা যেমন পুত্রের প্রতি করুণার্দ্র সেইরূপ) হইবে॥ ২৬

একাকী সুখী হইবে না। সকলকে একবারে বিশ্বাসও করিবে না বা একবারে অবিশ্বাসও করিবে না॥ ২৭

অমুক ব্যক্তি আমার শত্রু বা আমি অমুকের শত্রু, একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। নিজের অপমান বা প্রভুর স্নেহহীনতা কাহাকেও বলিবে না॥ ২৮

পরারাধননিপুণ ব্যক্তি লোকের প্রকৃতি বুঝিয়া যে যাহাতে পরিতুষ্ট হয়, তাহার প্রতি সেই রূপ ব্যবহার করিবেন॥ ২৯

জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে কুৎসিত অন্ন দ্বারা পীড়িত করিবে না কিংবা প্রলোভন বস্তু দ্বারা ইহাদিগের বিলাস বর্দ্ধিত করিবে না। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটীকে ত্রিবর্গ কহে। ত্রিবর্গশূন্য কোন উদ্যম করিবে না। যাহা উক্ত ত্রিবর্গের অবিরোধী এইরূপ কার্য্য করিবে॥ ৩০

সর্ব্বধর্ম্মে (সকল প্রকার আচার ব্যবহারে) মধ্যমা বৃত্তির অনুসরণ করিবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে একান্ত আসক্তি ভাল নহে। নখ রোম শ্মশ্রু যথাবিধি (ছোট করিয়া) কর্ত্তন করিবে। পাদদ্বয় ও মলমার্গ সমূহ নির্ম্মল রাখিবে॥ ৩১

নিত্য স্নান ও সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করিবে। অনুদ্ধত উজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ (জীর্ণ মলিন বস্ত্রাদি বর্জ্জিত) বেশ ধারণ করিবে। সর্ব্বদা রত্ন (হীরক পদ্মরাগাদি মণি), সিদ্ধমন্ত্র (অপরাজিতাদি কবচ) ও মহৌষধি বাহু গ্রীবাদিতে ধারণ করিবে॥ ৩২

ভ্রমণকালে ছত্র ও পাদুকা ব্যবহার করিবে এবং সম্মুখে চারিহস্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিবে। কোন বিশেষ কষ্টসাধ্য কার্য্যোপলক্ষে রাত্রিতে যাইতে হইলে হস্তে যষ্টি মস্তকে উষ্ণীষ ও সঙ্গে একজন সাহায্যকারী লোক লইবে॥ ৩৩

চৈত্য (বিশিষ্ট দেবতাধিষ্ঠিত অশ্বত্থাদি বৃক্ষ), পূজ্য ব্যক্তি (গুরু পুত্রাদি), দেবগৃহাদির ধ্বজা এবং অপ্রশস্ত চণ্ডালাদি ইহাদের ছায়া এবং ভস্ম, তুষ, অশুচিদ্রব্য (বিষ্ঠাদি), শর্করা (কাঁকর), লোষ্ট্র, দেবার্চ্চনাস্থান ও স্নানভূমি অতিক্রম করিবে না॥ ৩৪

বাহুদ্বারা সন্তরণ পূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইবে না। অগ্নিরাশির অভিমুখে গমন করিবে না। সন্দিগ্ধ নৌকা (শিথিল বন্ধন জীর্ণ বা অতিভারাক্রান্ত যে নৌকায় পার গমনে সন্দেহ হইবে সেই নৌকা), উচ্চ-বৃক্ষ বা অশ্বাদি দুষ্টযানে আরোহণ করিবে না॥ ৩৫

হস্তাদি দ্বারা মুখ না ঢাকিয়া হাঁচিবে না, হাসিবেনা ও হাই তুলিবে না। অকারণে নাক ঝাড়িবে না এবং মাটীতে দাগ কাটিবে না॥ ৩৬

হস্তপদাদি দ্বারা বিরুদ্ধ চেষ্টা (বিকৃত ভঙ্গী) করিবে না। উৎকট ভাবে অধিকক্ষণ উপবেশন করিবে না। পরিশ্রমের (ঘর্ম্মোৎপত্তির) পূর্ব্বেই শরীর বাক্য ও মনের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে॥ ৩৭

ঊর্দ্ধজানু হইয়া অধিকক্ষণ থাকিবে না। রাত্রিতে তরুতলে, চত্বরে (তে-মাথায় অথবা যেখানে নগরবাসী বা গ্রামবাসী লোকেরা মিলিত হইয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহে, তাহাকে চত্বর বলে), চৈত্যসমীপে, চতুষ্পথে (চৌরাস্তায়) ও দেবগৃহে থাকিবে না॥ ৩৮

বধ্যভূমি, নির্জ্জন স্থান, জনশূন্য গৃহ ও শ্মশানে দিবসেও গমন করিবে না। রাত্রিতে এই সকল স্থানে অবশ্য যাইবে না। সূর্য্যকে সর্ব্বপ্রকারে দেখিবে না অর্থাৎ উদিত, অস্তগমনোন্মুখ বা জল ও আদর্শে প্রতিবিম্বিত কিংবা রাহুগ্রস্ত সূর্য্যকে দেখিবে না॥ ৩৯

সূক্ষ্ম দ্রব্য, প্রদীপ্ত (অগ্নিশিখাদি), অপবিত্র ও অপ্রিয় বস্তু অনবরত দেখিবে না। দ্বিজগণ মদ্য বিক্রয়, মদ্যের সন্ধান (চোয়ান) ও আদান প্রদান করিবেন না॥ ৪০

পূর্ব্বদিকের বায়ু ও আতপ এবং ধূলি, তুষার ও রুক্ষ বায়ু বর্জ্জন করিবে। বক্রদেহ হইয়া হাঁচিবে না, উদ্গার তুলিবে না, কাসিবে না, ভোজন করিবে না ও মৈথুন করিবে না। নদীকূলের ছায়া ও রাজদ্বিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিবে। দুষ্ট হস্তী প্রভৃতি ব্যাল, সর্পাদি দংষ্ট্রী ও গোমহিষাদি শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণীর নিকটে যাইবে না। কুল শীলাদিহীন ব্যক্তির, অসাধু ব্যক্তির ও অতি নিপুণ ব্যক্তির (অতিগণনা পরায়ণ ব্যক্তির) সেবা করিবে না। উত্তম ব্যক্তির সহিত বিগ্রহ করিবে না। সন্ধ্যাকালে ভোজন, স্ত্রীসঙ্গ, নিদ্রা, অধ্যয়ন ও চিন্তা করিবে না। শত্রুর অন্ন, যজ্ঞীয় অন্ন, কথকচারণাদি দ্বারা ব্যাপ্ত স্থানের অন্ন, বেশ্যার অন্ন ও দোকানের (হোটেলের) অন্ন ভোজন করিবে না। অঙ্গ সমূহের দ্বারা মুখের দ্বারা ও নখের দ্বারা বাদ্য করিবে না। হস্ত ও কেশ কম্পিত করিবে না। জল, অগ্নি ও পূজ্য ব্যক্তিগণের মধ্য দিয়া যাইবে না। শবোদ্ভূত ধূম গ্রহণ করিবে না। মদ্যে অত্যন্ত আসক্ত হইবে না। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না ও স্বাধীনতা দিবে না॥ ৪১—৪৪

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সকল কার্য্যে লোকই উপদেষ্টা। অতএব সাংসারিক সকল বিষয়ে লোকের অনুকরণ করিবে। অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ লোক যেমন ব্যবহার করেন সেই প্রকার ব্যবহার করিবে॥ ৪৫

সকল জীবে দয়া, দান এবং কায় বাক্য ও চিত্তের দমন, পরপ্রয়োজনে স্বার্থবুদ্ধি (পরের কাজ নিজের ভাবিয়া সম্পাদন) এইগুলি পর্য্যাপ্ত সদ্বৃত্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সদাচার॥ ৪৬

সম্প্রতি আমার দিন রাত্রি কি ভাবে যাইতেছে অর্থাৎ আমার কার্য্য ভাল কি মন্দ হইতেছে, এই বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ করিলে মানব দুঃখভাগী হয় না॥ ৪৭

সংক্ষেপে সদাচার সমূহ কথিত হইল। যিনি এই সকল সদাচার পালন করেন, তিনি আয়ুঃ, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, যশঃ ও স্বর্গাদি শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৪৮

অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ে সূত্রস্থানে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমরা ঋতুচর্য্যা নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুইটী মাসে এক একটি ঋতু গণনা করা যায়। ঋতু ছয়টি; যথা—শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত। মাঘ ও ফাল্গুন শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত॥ ২

ইহার মধ্যে শিশিরাদি তিনটি ঋতুকে অর্থাৎ শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুকে উত্তরায়ণ বলে। কারণ এই সময়ে সূর্য্য উত্তর পথে গমন করিয়া থাকেন। এই সময়ে সূর্য্যদেব প্রত্যহ মনুষ্য-দিগের বল আদান (গ্রহণ) করেন বলিয়া উত্তরায়ণকে আদান কালও বলা যায় ॥ ৩

এই কালে মার্গ স্বভাব হেতু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও রুক্ষ গুণান্বিত সূর্য্য এবং বায়ু পৃথিবীর সোমগুণ সমূহ বিনাশ করিয়া থাকেন। সেই জন্য (সূর্য্য ও বায়ু অত্যন্ত রুক্ষ হয় বলিয়া) এই সময় তিক্ত কষায় ও কটুরস যথাক্রমে বলবান্ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শিশিরে তিক্ত, বসন্তে কষায় ও গ্রীষ্মে কটু রস প্রধান হইয়া থাকে। এই রূপে ভূমির সৌম্যগুণের হানি ও রুক্ষ রসের বৃদ্ধি হয় বলিয়া আদান কাল আগ্নেয়।

বর্ষা প্রভৃতি তিনটী ঋতুকে দক্ষিণায়ন কহে। দক্ষিণায়নে সূর্য্য দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া থাকেন। ইহাকে বিসর্গ কালও বলে। এই কাল প্রাণিদিগকে নিত্য বল প্রদান করিয়া থাকে। বিসর্গকালের সোমগুণবাহুল্য হেতু এই সময়ে চন্দ্র বলবান্ ও সূর্য্য হীনবল হইয়া থাকেন। শীতল মেঘ বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা মহীতল শান্ততাপ হওয়ায় অম্ল লবণ ও মধুর রস যথাক্রমে বলবান্ ও স্নিগ্ধ হয়। (বর্ষাকালে অম্ল, শরৎকালে লবণ ও হেমন্ত কালে মধুর রস প্রবল হইয়া থাকে) ॥ ৪—৬

প্রাণিদিগের বল হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে অধিক, বর্ষা ও গ্রীষ্মে অল্প এবং শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে মধ্য হয় ॥ ৭

হেমন্ত শিশির চর্য্যা।

হেমন্ত ঋতুতে বিসর্গকাল হেতু বর্দ্ধিত বল পুরুষের লোমকূপাদি মার্গ সকল শীতদ্বারা সংরুদ্ধ হওয়ায় জঠরাগ্নি বহির্গত হইতে না পারিয়া প্রবল হইয়া থাকে। সেই সময়ে আহারাদির অল্পতা হইলে পাচকাগ্নি বায়ু-প্রেরিত হইয়া রসাদি ধাতুসমূহকে পাক করে, সেই জন্য হেমন্তে ধাতুপাক নিবারণার্থ মধুরাম্ললবণ রস বহুল আহার করিবে ॥ ৮।৯

এই ঋতুতে রাত্রির দীর্ঘতাবশতঃ প্রাতঃকালে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। অতএব প্রত্যূষে অবশ্য কর্ত্তব্য মলমূত্রাদি দিনচর্য্যোক্ত ক্রিয়া সমূহ সম্পাদন করিয়া যথোক্ত (তৈলাভ্যঙ্গাদি) বিধান সকল পালন করিবে ॥ ১০

এ সময়ে বাতঘ্ন তৈল (বলা তৈলাদি) দ্বারা অভ্যঙ্গ বিশেষতঃ মস্তকে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন, অভ্যঙ্গের পর শরীর মর্দ্দন (টেপান), ব্যায়াম নিপুণ ব্যক্তির সহিত যুক্তিপূর্ব্বক বাহুযুদ্ধ ও পাদযুদ্ধ (পাদ বিমর্দ্দন) কর্ত্তব্য। বাহুযুদ্ধ ও পাদাঘাত (পা কষাকষি করা) তৈলাভ্যঙ্গের পূর্ব্বে করাই উচিত ॥ ১১

ব্যায়ামের পর কষায় দ্রব্য (লোধ্রাদি) মাখিয়া শরীরের স্নেহ তৈলাদি অপনয়ন করিবে। [illegible] যথাবিধি স্নান করিবে। স্নানের পর শরীর, কুঙ্কুম কস্তুরী দ্বারা অনুলিপ্ত ও অগুরু ধূপে ধূপিত করিবে ॥ ১২

হেমন্তকালে অতিশয় স্নিগ্ধ মাংস রস, মেদুর মাংস, গুড়জাত মদ্য, অচ্ছসুরা (সুরামণ্ড), সুরা এবং গোধূম, পিষ্টক (তণ্ডুলচূর্ণ), মাষকলাই, ইক্ষু ও দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন নানাবিধ উপাদেয়

খাত, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, বসা (মাংস স্নেহ) ও তৈল প্রভৃতি দ্রব্য সেবন করিবে। ঈষদুষ্ণ জল শৌচকার্য্যে (হস্ত পদাদি প্রক্ষালনার্থ) ব্যবহার করিবে। গালিচা, মৃগচর্ম্ম, পট্টবস্ত্র, প্রবেণী ও বনাত্ প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিবে এবং শাল প্রভৃতি লঘুভার (হাল্কা) গরম কাপড় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে আবৃত করিবে। যুক্তিপুর্ব্বক সূর্য্যকিরণ ও অগ্নিতাপ সেবন এবং সর্ব্বদা পাদত্রাণ (জুতা) ব্যবহার করিবে॥ ১৫

পীবরোরুনিতম্বা, পীনস্তনী, যৌবনমদমত্তা, অগুরু প্রভৃতি ধুপ কুঙ্কুম ও যৌবনোম্মায় উষ্ণাঙ্গী প্রিয়তমা প্রমদা শীতহরণ করিতে সমর্থা॥ ১৬

এ সময়ে অঙ্গারতাপ সন্তপ্ত গর্ভগৃহে (গৃহের ভিতর যে গৃহ, তাহাকে গর্ভগৃহ বলে) ও ভূগৃহে (পাতাল ঘর) বাস করিলে শীতকালের পরুষতা জনিত দোষ কখনই সঙ্ঘটিত হইতে পারে না॥ ১৭

হেমন্ত কালের যে সকল বিধি উক্ত হইল, শীতকালেও এই সকল বিধিই বাহুল্যরূপে পালন করিবে। কারণ, শীতকালে শীত ও আদান কালজ রুক্ষতা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে॥ ১৮

বসন্ত চর্য্যা।

শীতকালে ঋতুস্বভাব হেতু কফ সঞ্চিত হয়। সেই সঞ্চিত কফ বসন্তকালে সূর্য্য কিরণ দ্বারা তাপিত ও দ্রবীভূত হইয়া জঠরাগ্নিকে নষ্ট করে। তজ্জন্য নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব সত্বর সেই সঞ্চিত কফের নাশ করিবে॥ ১৯

তীক্ষ্ণ বমন, নস্য ও বিরেচনাদি, লঘু ও রুক্ষ ভোজন, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন এবং পাদাঘাত রূপ ব্যায়াম দ্বারা উল্বণ শ্লেষ্মাকে জয় করিয়া তৎপরে স্নান ও কর্পূর চন্দন অগুরু কুঙ্কুমাদি দ্রব্য গাত্রে অনুলেপন করিবে। পুরাতন যব বা গোধূম, মধু ও জাঙ্গল পশু পক্ষী প্রভৃতির শূল্য মাংস (শিক্কাবাব্) ভোজন করিবে। অতঃপর উৎকৃষ্ট আম্রের রস মিশ্রিত, প্রিয়া কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ পানানন্তর প্রদত্ত, প্রিয়াধর সংসর্গে সুরভি ও প্রিয়তমার নেত্রোৎপলে প্রতিবিম্বিত নির্দ্দোষ আসব অরিষ্ট সীধু মাধ্বীক ও মাধব নামক মদ্য সমবয়স্ক বন্ধুগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে পান করিবে। বসন্তকালে শুঁঠের সহিত সিদ্ধ জল বা অসন-চন্দনাদির সার সিদ্ধ জল, মধুযুক্ত জল অথবা মুতার সহিত সিদ্ধ জল পান করিবে॥ ২০—২৪

যে উপবন দক্ষিণানিল দ্বারা সুশীতল, যাহার চারিদিকে জল প্রণালী সমূহ নিত্য প্রবাহিত, বৃক্ষের ঘনত্ব হেতু যাহার কোনস্থানে সূর্য্যকিরণ ঈষদ্দৃষ্ট বা একবারে অদৃষ্ট, যে স্থান বজ্রমরকতাদি মণি বদ্ধভূমি দ্বারা কান্তিমান, যাহা কোকিল সমূহ দ্বারা মুখরিত, রতিক্রিয়ার নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান সংবলিত, নানাবিধ পুষ্পবান্ বৃক্ষে সুশোভিত ও সুগন্ধি, এইরূপ কাননে নানাপ্রকার আনন্দবর্দ্ধক কথা দ্বারা মধ্যাহ্নকাল সুখে অতিবাহিত করিবে॥ ২৫।২৬

গুরুপাক, শীতল, অম্ল, মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্য এবং দিবা নিদ্রা এই ঋতুতে বর্জ্জন করিবে॥ ২৭

গ্রীষ্মচর্য্যা।

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেব অতিতীক্ষ্ণাংশু হইয়া জগতের স্নেহপদার্থকে হরণ করেন। সেই হেতু এসময়ে প্রত্যহ শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়ায় বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব এ ঋতুতে লবণ কটু অম্ল

দ্রব্য, ব্যায়াম ও সূর্য্যকিরণ ত্যাগ করিবে এবং লঘুপাক স্নিগ্ধ শীতল ও দ্রব দ্রব্য বিশেষতঃ বহুল পরিমাণে মধুর দ্রব্য সেবন করিবে॥ ২৮।২৯

সুশীতল জলে স্নান করিয়া সশর্কর শক্তু জলে গুলিয়া তাহা পান করিবে। এ সময়ে মদ্য পান করিবে না। যদি একান্ত পক্ষে মদ্য পান করিতে হয়, তাহা হইলে অতি অল্প মাত্রায় পান করিবে অথবা অনেকটা জল মিশাইয়া পান করিবে। ইহার অন্যথা করিলে শোথ, শরীরের শিথিলতা, দাহ ও মোহ হইয়া থাকে॥ ৩০—৩২

কুন্দ সদৃশ বা চন্দ্র সদৃশ শুক্লবর্ণ শালিতণ্ডুলের অন্ন জাঙ্গল মাংসের সহিত ভোজন করিবে। অনতিঘন মাংসরস, রসালা রাগ ও যাড়ব সেবন করিবে। পঞ্চসারাখ্য পানক (সরবৎ) কদলী ফল ও কাঁঠালের খণ্ড সহ একত্র ও অম্লরসযুক্ত করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহা মৃৎশুক্তি (মাটীর খুড়ি) দ্বারা পান করিবে। পাটলা পুষ্পে সুবাসিত কর্পূর মিশ্রিত সুশীতল জল পান করিবে॥ ৩৩—৩৫

রাত্রিতে শশাঙ্ক কিরণ নামক ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া চন্দ্র ও নক্ষত্র কিরণে শীতল, শর্করা সংযুক্ত মহিষদুগ্ধ পান করিবে। কর্পূরনাড়িকা নামক ভক্ষ্য দ্রব্যকে শশাঙ্ককিরণ কহে॥ ৩৬

যে উপবনে আকাশচুম্বি সুবৃহৎ শাল ও তাল বৃক্ষ দ্বারা সূর্য্যরশ্মি বদ্ধ হইয়াছে, যে স্থানে দ্রাক্ষা স্তবক সমূহ মাধবীলতা দ্বারা আশ্লিষ্ট হইয়াছে, সেই উপবনে সুগন্ধি শীতল জল দ্বারা সিচ্যমান পটালি (পরদা) বিশিষ্ট এবং সহকারের কিশলয় ও ফলগুচ্ছ পরিব্যাপ্ত বংশাদি নির্ম্মিত গৃহে, বিকসিত পুষ্পপল্লব শোভিত সুকুমারস্পর্শ কদলীপত্র, কহ্লার, মৃণাল পদ্ম ও কুমুদ পুষ্প বিরচিত শয্যায় মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যতাপার্ত্ত হইয়া শয়ন করিবে। অথবা যে স্থানে পুত্তস্ত্রীর (কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত স্ত্রীর আকৃতিবিশিষ্ট ছবিকে পুস্ত কহে) স্তন হস্ত ও বদন হইতে উশীর সুবাসিত বারি পতিত হইতেছে, এবংবিধ ধারাগৃহে (ফোয়ারাযুক্ত গৃহে) মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য-তাপার্ত্ত হইয়া শয়ন করিবে॥ ৩৭—৪০

এই সময়ে স্বস্থচিত্ত চন্দনানুলিপ্তদেহ ও মাল্যধারী ব্যক্তি অতি সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং মদন ব্যাপারে নির্লিপ্ত হইয়া চন্দ্রকিরণবিচ্ছুরিত সৌধের উপর রাত্রিকালে অবস্থান করিবে। জলসিক্ত শাড়ী, তালবৃন্ত (ময়ূরপিচ্ছাদিকৃত তালবৃন্তসদৃশ ব্যজন বিশেষ) বিস্তৃত পদ্মপত্র, মৃদুসঞ্চালিত জলকণবর্ষি শীতল বায়ুর উৎক্ষেপ (ব্যজন বিশেষ, কেহ বলেন চামর), স্ফটিক কর্পূরগ্রথিত মালা, মল্লিকামালা, হরিচন্দনলাঞ্ছিত মুক্তাহার, মনোরম অব্যক্ত মধুরভাষী শিশু সারিকা ও শুকপক্ষী, এবং মৃণালবলয়ধারিণী প্রস্ফুটিতপদ্ম শোভিতা রমণীয়া দয়িতা গণ, সঞ্চারিণী পদ্মিনীর ন্যায় উক্ত স্বস্থচিত্ত ব্যক্তির ক্লান্তি হরণ করিয়া থাকে। স্বস্থচিত্ত বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সন্তপ্তচিত্ত ব্যক্তির কিছুতেই শান্তি হয় না॥ ৪১—৪৫

বর্ষাচর্য্যা।

আদান (উত্তরায়ণ) কালে মানবের শরীর গ্লানিযুক্ত ও অগ্নি মন্দ হয়। বর্ষাকালে কালস্বভাবহেতু যুগপৎ কুপিত বাতাদি দোষ দ্বারা সেই মন্দ অগ্নি আরও হীন হইয়া থাকে। এসময়ে দোষ সকল কিরূপে কখন একদা কুপিত হয় তাহা কথিত হইতেছে। বর্ষাকালে যখন আকাশ জলভারাক্রান্ত মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, সেই সময়ে দোষসমূহের দুষ্টি হইয়া থাকে।

তুষারযুক্ত বায়ু এবং গ্রীষ্মসন্তাপের পর সহসা শীতল জল দ্বারা বায়ু, ভূবাষ্প ও কালস্বভাবে অম্লপাক জল দ্বারা পিত্ত এবং মলিন (লূতাকর্দ্দমাদি দ্বারা কলুষিত) জল দ্বারা অগ্নি অতিশয় নষ্ট হয় বলিয়া শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬।৪৭

পরস্পর দূষণশীল এই বাতাদি দোষ সমূহ দূষিত হয় বলিয়া বর্ষাকালে যাহা সাধারণ অর্থাৎ বাতাদি দোষের যুগপৎ শান্তিকারক ও জাঠর-অগ্নির উদ্দীপক সেই সমস্ত সেবন করিবে ॥ ৪৮

সাধারণ বিধি। বর্ষাকালে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া নিরূহ বস্তি গ্রহণ করিবে। এই সময়ে পুরাতন ধান্য (যব গোধূমাদি), যথাবিধি সাধিত মাংস রস, জাঙ্গল মাংস (হরিণাদি), মুদ্গাদিকৃত যূষ, পুরাতন মধু ও মার্দ্বীক অরিষ্ট, সচললবণ ও পঞ্চকোল চূর্ণ মিশ্রিত দধির মাত্, বৃষ্টির জল, কূপের জল এবং সিদ্ধজল সেবন করিবে। অত্যন্ত দুর্দ্দিনে (মেঘ বৃষ্টির দিনে) অম্ল, লবণ ও ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত মধুমিশ্রিত লঘুপাক শুষ্কদ্রব্য আহার করিবে ॥ ৪৯।৫০

এ সময়ে পাদচারী হইবে না অর্থাৎ পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইবে না, সর্ব্বদা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার ও ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিবে। বাষ্প শীত ও জলকণা বর্জ্জিত সৌধপৃষ্ঠে বাস করিবে। নদীর জল, উদমন্থ (জল দ্বারা আলোড়িত ও ঘৃত মিশ্রিত ছাতু) দিবানিদ্রা ব্যায়াম ও আতপ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫১।৫২

শরৎচর্য্যা।

বর্ষাকালে বায়ু ও বৃষ্টিজন্য শৈত্য দ্বারা মানবগণের শরীর শীতসহ হয়। তৎপরে শরৎকালে সহসা সূর্য্যকিরণ দ্বারা উক্তবিধ শরীর সন্তপ্ত হইলে বর্ষাসঞ্চিত পিত্ত শরৎকালে কুপিত হইয়া থাকে। অতএব এসময়ে পিত্তশান্তির জন্য তিক্ত ঘৃত পান বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ করিবে ॥ ৫৩

শরৎকালে ক্ষুধার্ত্তব্যক্তি তিক্ত মধুর ও কষায় রসান্বিত অন্ন ভোজন করিবে। এসময়ে শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ, চিনি, আমলকী, পটোল, মধু ও জাঙ্গলমাংস পথ্য ॥ ৫৪

এই ঋতুতে হংসোদক পান করিবে। যে জল সমস্ত দিন সূর্য্যকিরণ দ্বারা তপ্ত, এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্রকিরণে বা নক্ষত্র কিরণে শীতীকৃত ও অগস্ত্যনক্ষত্র দ্বারা নির্ব্বিষীকৃত তাহাকে হংসোদক কহে। ইহা পবিত্র, নির্ম্মল (অকলুষ), বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মঘ্ন, অনভিষ্যন্দি ও অরুক্ষ। স্নান পানাদি কার্য্যে এই জল অমৃততুল্য ॥ ৫৫।৫৬

এ সময়ে প্রদোষকালে চন্দন ও উশীর অনুলেপন পূর্ব্বক কর্পূর, মুক্তা মাল্য ও বসন পরিধানে সুশোভিত হইয়া সৌধের উপর সৌধ-ধবলা চন্দ্রিকা সেবন করিবে ॥ ৫৭

নীহার, ক্ষার, তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন, দধি, তৈল, বসা, সূর্য্যতাপ, তীক্ষ্মমন্থ, দিবানিদ্রা, ও পূর্ব্ববায়ু এই দশটী শরৎকালে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫৮

শীতকালে ও বর্ষাকালে মধুর অম্ল ও লবণ রস, বসন্তকালে কটু তিক্ত ও কষায় রস, নিদাঘ সময়ে মধুর রস ও শরৎকালে মধুর তিক্ত কষায় রস সেব্য ॥ ৫৯

সাধারণতঃ শরৎ ও বসন্ত কালে রুক্ষ অন্নপান ও অন্ত ঋতুতে (হেমন্ত শিশির গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে) স্নিগ্ধ অন্নপান, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে শীতল অন্নপান এবং হেমন্ত শিশির বসন্ত ও বর্ষা কালে উষ্ণ অন্নপান সেবন করিবে ॥ ৬০

সর্ব্বদা সকল রসই অর্থাৎ মধুরাদি ছয়প্রকার রসই সেবনাভ্যাস কর্ত্তব্য। তবে যে ঋতুতে যে যে রসের বিশেষ বিধান করা হইয়াছে, সেই ঋতুতে সেই সেই রস অধিক পরিমাণে সেবন করিতে হইবে॥ ৬১

ঋতুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দুই সপ্তাহ অর্থাৎ পূর্ব্ব ঋতুর শেষ এক সপ্তাহ এবং পরবর্ত্তী ঋতুর প্রথম সপ্তাহ এই সপ্তাহদ্বয় কাল ঋতু-সন্ধি নামে অভিহিত হয়। এই সময়ে ক্রমশঃ পূর্ব্বঋতু নির্দ্দিষ্ট বিধি ত্যাগ এবং পরঋতু নির্দ্দিষ্ট বিধি সেবন করিবে। কারণ হঠাৎ অভ্যস্ত ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সেবন করিলে অসাত্ম্যজ (অনুচিত আহার জন্য) রোগসমূহ জন্মিতে পারে। অতএব সহসা অভ্যস্ত ত্যাগ বা অনভ্যস্ত শীলন কর্ত্তব্য নহে॥ ৬২।৬৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা রোগানুৎপাদনীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

বায়ু (অধোবায়ু), মল, মূত্র, ক্ষব (হাঁচি), তৃষ্ণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, কাস, পরিশ্রমজ শ্বাস, জৃম্ভা (হাই), অশ্রু, বমি ও শুক্র ইহাদের বেগ ধারণ করিবে না॥ ২

অধোবায়ু রোধ করিলে গুল্ম, উদাবর্ত্ত, বেদনা (উদরাদি স্থানে পীড়া), গ্লানি, বায়ু মূত্র ও মলের বিবদ্ধতা, দৃষ্টিনাশ, অগ্নিনাশ ও হৃদ্রোগ জন্মিয়া থাকে। ৩

অধোবায়ুরোধজনিত রোগে স্নেহপ্রয়োগ, স্বেদপ্রদান, ফলবর্ত্তি, বস্তিক্রিয়া এবং বায়ুর অনুলোমকারী যে কোন পান ও ভোজন হিতকর॥ ৪

মলবেগ ধারণ করিলে পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন (পায়ের ডিমে বেষ্টনবৎ পীড়া), প্রতিশ্যায, শিরোরোগ, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি (ঊর্দ্ধগ বায়ুজন্য হিক্কাদিরোগ), পরিকর্ত্ত (গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া), হৃদয়ে ভার বোধ ও মুখ দিয়া মল নির্গম এবং পূর্ব্বোক্ত গুল্মাদি রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৫

মূত্রবেগ ধারণ করিলে অঙ্গভঙ্গ (গা মোড়া) অশ্মরী, বস্তি লিঙ্গ ও কুঁচকীতে বেদনা হয় এবং অপান বায়ু ও মলবেগধারণ জন্য রোগ সকল প্রায়ই জন্মিয়া থাকে। বাতাদিরোধ জন্য রোগ সমূহে ফলবর্ত্তি প্রয়োগ, বাতঘ্ন তৈলের অভ্যঙ্গ, বাতহরদ্রব্যসাধিত জল দ্বারা দ্রোণী পূর্ণ করিয়া সেই দ্রোণীতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া অবস্থান, স্বেদ ও বস্তিক্রিয়া হিতকর। পুরীষরোধ জন্য রোগের বিশেষ চিকিৎসা এই যে, ইহাতে মলভেদক অন্নপান ও পূর্ব্বোক্ত বর্ত্ত্যাদি হিতকর। ৬।৭

মূত্রবেগ ধারণ জনিত রোগে ভোজনের পূর্ব্বে ও ভোজ্য দ্রব্য জীর্ণান্তে উত্তম মাত্রায় ঘৃত পান করিবে। এই স্নেহ যোজনাদ্বয়কে অবপীড়ক কহে। (যে পরিমিত স্নেহ অহোরাত্রে জীর্ণ হয়, তাহাকে উত্তমা মাত্রা বলে।)॥ ৮

উদগারের বেগ ধারণ করিলে অরুচি, কম্প, বক্ষঃস্থল ও হৃদয়ের স্তব্ধতা, উদরাধ্মান, কাস ও হিক্কা এই সকল রোগ জন্মে। ইহাতে হিক্কার ন্যায় চিকিৎসা করিবে॥ ৮।৯

হাঁচির বেগ রোধ করিলে শিরোবেদনা, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য, মন্যাস্তম্ভ ও অর্দ্দিত নামক বাত-ব্যাধি জন্মে। এই সকল রোগে তীক্ষ্ণ ধূম, তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ আঘ্রাণ (মরিচাদির ঘ্রাণ লওয়া), তীক্ষ্ণ নস্য ও সূর্য্যদর্শন দ্বারা রোগিকে হাঁচাইবে। আর স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে॥ ১০।১১

তৃষ্ণাবেগ নিগ্রহে শোষ, অঙ্গাবসাদ, বাধির্য্য, সম্মোহ (মূর্চ্ছা), ভ্রম ও হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয়। এই সমুদায় রোগে সর্ব্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া প্রশস্ত॥ ১২

ক্ষুধার বেগ ধারণ করিলে অঙ্গভঙ্গ, অরুচি, গ্লানি, কার্শ্য, শূল, ভ্রমরোগ (পাঠান্তরে—নেত্রবৈবর্ণ্য) উপস্থিত হয়। ইহাতে স্নিগ্ধ উষ্ণ লঘু ও অল্প ভোজন ব্যবস্থা করিবে॥ ১৩

নিদ্রার বেগ নিগ্রহ করিলে মোহ, মস্তক ও চক্ষুতে ভার বোধ, আলস্য, জৃম্ভা, শরীরের জড়তা, গ্লানি, ভ্রম, অপরিপাক, তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ ও বাতজ রোগ সমূহ উৎপন্ন হয়। ইহাতে নিদ্রা ও হস্তপদাদির সুখজনক মর্দ্দন প্রশস্ত॥ ১৪

কাস বেগ রোধ করিলে কাসের বৃদ্ধি, শ্বাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, শোষ ও হিক্কা রোগ জন্মে। ইহাতে কাসচিকিৎসিতোক্ত বিধি বাহুল্যরূপে কর্ত্তব্য॥ ১৫

শ্রমজনিত শ্বাসের বেগ ধারণ করিলে গুল্ম, হৃদ্রোগ ও মোহ উপস্থিত হয়। ইহাতে বিশ্রাম ও বাতঘ্ন চিকিৎসা প্রশস্ত॥ ১৬

জৃম্ভার (হাই) বেগ ধারণে হাঁচীর বেগধারণজনিত রোগ সমূহ উৎপন্ন হয়। ইহাতে বায়ুনাশক চিকিৎসাবিধি অবলম্বন করিবে॥ ১৭

অশ্রুর বেগ রোধ করিলে পীনস, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, মন্যাস্তম্ভ, অরুচি, ভ্রম ও গুল্ম রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে নিদ্রা, মদ্যপান ও প্রিয়কথা সকল হিতকর॥ ১৮

বমির বেগ ধারণ করিলে বিসর্প, কোঠ (বোল্‌তা দষ্ট স্থানের ন্যায় লালবর্ণ কঠিন শোথ), কুষ্ঠ, নেত্ররোগ, কণ্ডূ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কাস, শ্বাস, হৃল্লাস, ব্যঙ্গ (মেচেতা) ও শোথ রোগ জন্মে। এই সকল রোগে গণ্ডূষধারণ, ধূমপান, উপবাস, রুক্ষান্ন ভোজন করিয়া তাহা বমি করা, ব্যায়াম, রক্তমোক্ষণ, বিরেচন এবং ক্ষার ও লবণ মিশ্রিত তৈলের অভ্যঙ্গ প্রশস্ত॥ ১৯।২০

শুক্রবেগ রোধ করিলে শুক্রস্রাব, গুহ্যদেশে বেদনা ও শোথ, জ্বর, হৃদয়ে বেদনা, মূত্ররোধ, অঙ্গভঙ্গ, কোষবৃদ্ধি, অশ্মরী ও ধ্বজভঙ্গ রোগ হইয়া থাকে। শুক্রবেগ রোধ জনিত রোগে কুক্কুট মাংস, সুরা, শালিতণ্ডুলের অন্ন, বস্তিকার্য্য, তৈলাদির অভ্যঙ্গ, অবগাহন, বস্তিশুদ্ধিকারক (কুষ্মাণ্ডাদি) দ্রব্য সহ সিদ্ধ দুগ্ধ ও প্রিয়তমা স্ত্রী এই সকল ব্যবস্থা করিবে॥ ২১।২২

বেগরোধির অসাধ্য লক্ষণ। পূর্ব্বোক্ত বেগধারণ জন্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি পিপাসা ও শূলবেদনায় অতি পীড়িত এবং দুর্ব্বল হয় অথবা বিষ্ঠা বমন করে, তাহা হইলে সে রোগিকে ত্যাগ করিবে॥ ২৩

মলমূত্রাদির বেগের উদীরণ করিলে অর্থাৎ অনুপস্থিত বেগে বলপূর্ব্বক বেগ প্রদান করিলে অথবা উপস্থিত বেগ ধারণ করিলে কেবল যে পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহ উৎপন্ন হয় তাহা নহে; ইহাতে সকল প্রকার রোগই জন্মিয়া থাকে। বেগ ধারণ জন্য রোগ সমূহের মধ্যে যে

সকল রোগ বাহুল্যরূপে হয়, তাহাদেরই চিকিৎসা বলা হইল। তদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার ব্যাধি বেগ ধারণ হেতু জন্মিয়া থাকে। তাহাতে বায়ুও বিশেষরূপে কুপিত হয়। অতএব সেই সমস্ত রোগে বায়ুর অনুলোমকর অন্ন পান ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ২৪।২৫

ইহকালে এবং পরকালে নিজ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া লোভ ঈর্ষ্যা দ্বেষ মাৎসর্য্য ও রাগাদির বেগ সর্ব্বদা ধারণ করিবেন ॥ ২৬

যথাসময়ে বায়ু পিত্ত কফ ও পুরীষাদি মলের শোধন (বমন বিরেচনাদি) বিষয়ে যত্নবান্ হইবে ; অর্থাৎ যে মলের যে শোধন কাল, সেই কালে সেই মল শোধন করিবে। যেহেতু সেই সকল মল শোধনাভাবে অত্যন্ত সঞ্চিত ও কুপিত হইয়া প্রাণনাশক হইয়া থাকে। (অত্যন্ত সঞ্চিত বলায় বুঝিতে হইবে যে যখন বাতাদি দোষ সকল অত্যন্ত সঞ্চিত হয়, তখন তাহাদের অন্য চিকিৎসা অপেক্ষা শোধন চিকিৎসাই প্রশস্ত) ॥ ২৭

দোষ সকল লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা প্রকৃতিস্থ হইলেও কোনও সময়ে প্রকুপিত হয় ; কিন্তু সংশোধন দ্বারা শোধিত হইলে তাহা আর পুনঃ প্রকুপিত হইতে পারে না ॥ ২৮

অতঃপর (সংশোধনের পর) কাল-দেশ-বল-শরীর-আহার-সাত্ম্য-সত্ত্ব-প্রকৃতিজ্ঞ চিকিৎসক যথাক্রমে (রসায়ন-বাজীকরণোক্তক্রমে) যথাযোগ্য দৃষ্টফল রসায়ন ও বৃষ্যযোগসমূহ প্রয়োগ করিবেন ॥ ২৯

সংশোধন দ্বারা মানব কর্শিত-দেহ হইলে পুষ্টিজননার্থ তাহাকে শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, গোধূম কৃত খাদ্য, মুগের যূষ, মাংস ও ঘৃতাদি আহার্য্য দ্রব্য সকল—শুঁঠ, পিপুল, আদা, দারুচিনি ও এলাচ প্রভৃতি হৃদ্য এবং অগ্নিবর্দ্ধক ভৈষজ্যযোগে রুচিকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক করিয়া ক্রমে ক্রমে আহার করিতে দিবে। আর অভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তন স্নান নিরূহবস্তি ও স্নেহবস্তি যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩০।৩১

এইরূপে সংশোধনাদি-সেবী ব্যক্তি (পূর্ব্বে শোধন, তৎপরে বৃংহণ, তৎপরে রসায়ন ও তদনন্তর বাজীকরণ) স্বাস্থ্য এবং সমস্ত অগ্নির (ভূতাগ্নি ধাত্বগ্নি ও জঠরাগ্নি এই ত্রয়োদশ বিধ অগ্নির) পটুতা, বুদ্ধি, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের বিমলতা, স্ত্রীগমনসামর্থ্য ও দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩২

আগন্তু রোগ। ভূতগ্রহ, বিষ, বায়ু, অগ্নি, ক্ষত ও ভঙ্গাদিজাত জ্বরাদি রোগকে এবং কাম ক্রোধ ও ভয়াদিকে আগন্তু রোগ কহে। স্বাস্থ্যবিধি পালন করিলেও এই সকল আগন্তু রোগ উৎপন্ন হইতে পারে ॥ ৩৩

আগন্তুরোগ-চিকিৎসা। অসাত্ম্য আচরণ ত্যাগ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম, স্মৃতি (অতীত অবস্থা স্মরণ), দেশ কাল ও আত্মস্বরূপ (বাতপ্রকৃত্যাদি) জ্ঞান ও সদ্বৃত্তের অনুষ্ঠান এই গুলি, বাতাদি দোষজ ও আগন্তুজ রোগসমূহের অনুৎপত্তির এবং উৎপন্নরোগের শান্তির সংক্ষিপ্ত বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৩৪।৩৫

মলের শোধনকাল। হেমন্ত ও শীতকালের সঞ্চিত দোষ (কফ) বসন্তকালে, গ্রীষ্মকালের [illegible] (বায়ু) বর্ষাকালে এবং বর্ষাকালের সঞ্চিত দোষ (পিত্ত) শরৎকালে [illegible] সংশোধন করিলে ঋতুজনিত রোগ সকল কখনও উৎপন্ন হয় না ॥ [illegible]

সর্ব্বদা হিতকর আহার বিহার সেবী, সমীক্ষ্যকারী (যিনি ইহা করিলে এইরূপ হইবে এই বিবেচনা করিয়া অযুক্ত বর্জন ও যুক্ত গ্রহণ করেন), ইন্দ্রিয়াদি বিষয়সমূহে অনাসক্ত, দাতা, সর্ব্বজীবে সমদর্শী, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাশীল ও আপ্তোপসেবী (যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সেবাপরায়ণ) ব্যক্তি অরোগ হইয়া থাকেন ॥ ৩৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

অতঃপর আমরা দ্রবদ্রব্যবিজ্ঞানীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

তোয়বর্গ ।

আকাশ হইতে পতিত হইবামাত্র বস্ত্রাদি দ্বারা গৃহীত বৃষ্টির জলকে গাঙ্গ-জল কহে। গাঙ্গ-জল ওজোবৃদ্ধিকারক, ক্লান্তিনাশক, হৃদ্য, আহ্লাদজনক, বুদ্ধিপ্রবোধক, স্বচ্ছ, অব্যক্তরস (অনভিব্যক্ত ষড়্রস), আস্বাদসুখজনক, স্পর্শে ও বীর্য্যে শীতল, লঘু ও অমৃতোপম। এই জল সূর্য্য কিরণ চন্দ্র কিরণ ও বায়ুর সম্পর্কে, এবং দেশ ও কাল ভেদে হিতকর বা অহিতকর হইয়া থাকে। (গাঙ্গ-জল আনূপদেশ বা জাঙ্গল দেশে অথবা শ্বেতকৃষ্ণাদি পাত্রে পতিত হইলে কিংবা শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুভেদে গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ২।৩

রৌপ্যপাত্রস্থ শালিতণ্ডুলের শুভ্র অন্ন যে বৃষ্টিজল দ্বারা সিক্ত হইলে ক্লিন্ন বা বিবর্ণ হয় না, তাহাকে গাঙ্গ-জল কহে। এই গাঙ্গ-জল পান করিবে। আর ইহার বৈপরীত্য ঘটিলে অর্থাৎ উক্ত অন্ন বৃষ্টিজল দ্বারা ক্লিন্ন ও বিবর্ণ হইলে তাহাকে সামুদ্র-জল কহে। এই সামুদ্রজল আশ্বিন মাস ভিন্ন অন্য সময়ে পান করিবে না ॥ ৪

রজতাদি সুপাত্রস্থিত অদূষিত গাঙ্গ-জল সর্ব্বদা পান করিবে। গাঙ্গজলের অভাবে তদ্গুণ-বহুল (স্বচ্ছাদি গুণযুক্ত) অন্য জল পান করিবে। যে জল কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকাবিশিষ্ট বিস্তৃত স্থানে অবস্থিত, যে জল সূর্য্যকিরণ ও বায়ুদ্বারা সম্যক্ প্রকারে আক্রান্ত এবং নির্ম্মল তাহা গাঙ্গজলের অভাবে পেয় ॥ ৫

যে জল কর্দ্দম দ্বারা আবিল (ঘোলাটে) এবং শৈবাল তৃণ ও পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, যে জলে কখনও সূর্য্য বা চন্দ্রের কিরণ পতিত হয় না, যাহাতে বায়ু সঞ্চালিত হয় না, যে জল সদ্যোবৃষ্ট বা ঘন (অস্বচ্ছ), গুরু, ফেনিল, কীটযুক্ত, উষ্ণ অথবা যে জল অতিশৈত্য হেতু দন্তগ্রাহী (যাহা পান করিলে দাঁত কন্ কন্ করে) তাহা পান করিবে না ॥ ৬

আন্তরীক্ষ জল বর্ষাভিন্ন অন্য ঋতুতে পান করিবে না। কিন্তু বর্ষাকালেও প্রথম বৃষ্টির জল পান করা [illegible] কারণ প্রথম বৃষ্টির জল লূতাদি কীটের লালা মল মূত্র ও বিষসম্পর্কে দূষিত [illegible] বর্ষাকালে আন্তরীক্ষের জল আর লূতাদি সংস্পর্শ দূষিত [illegible] করিবে না) ॥

পশ্চিমসমুদ্রগামিনী বেগবতী ও নির্ম্মলসলিলা নদীর জল পথ্য। ইহার বিপরীতলক্ষণান্বিতা নদীর জল অপথ্য ॥ ৮

হিমালয় ও মলয় পর্ব্বত সঞ্জাত নদীসমূহের মধ্যে যে সকল নদীর জল স্রোতোবেগে প্রস্তর-খণ্ডের উপর পতিত হইয়া তাহার আস্ফালন দ্বারা আক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ায় শুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাদের জল সুপথ্য। আর যে সকল নদীর জল স্থির (স্রোতোহীন), তাহাদের জল অপথ্য। এই সকল স্থিরসলিলা নদীর জল পান করিলে ক্রিমিরোগ, শ্লীপদরোগ, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ ও শিরোরোগ জন্মিয়া থাকে ॥ ৯

প্রাচ্য (গৌড়), অবন্তি (মালবদেশ) ও কোকণদেশজ নদীসকলের জল পান করিলে অর্শোরোগ, মহেন্দ্র পর্ব্বতজাত নদীর জল পানে উদর ও শ্লীপদ রোগ, সহ্য ও বিন্ধ্যপর্ব্বতোদ্ভূত নদীসমূহের জল পান করিলে কুষ্ঠ পাণ্ডু ও শিরোরোগ জন্মিয়া থাকে। পারিপাত্র গিরিজাত নদীর জল দোষনাশক, বলজনক ও পুরুষত্ববর্দ্ধক। সমুদ্রের জল ত্রিদোষ-কারক ॥ ১০।১১

জাঙ্গল আনুপ ও শৈলময় দেশের গুণানুসারে তত্তদ্দেশজাত কূপ তড়াগাদির (কূপ, সরোবর, তড়াগ, চৌণ্ট্য (লতাপ্রতানাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র শিলাময় গর্ত্তকে চৌণ্ট্য কহে) প্রস্রবণ, ঔদ্ভিদ, বাপী ও নদী) জলের গুণাগুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন—জাঙ্গল দেশীয় কূপাদিতে জল অধিক থাকে না বলিয়া তাহা লঘু এবং অনুপদেশজাত কূপাদিতে জল অধিক থাকে বলিয়া তাহা গুরু হইয়া থাকে। আর পার্ব্বতীয় দেশস্থ কূপাদিতে জল অত্যল্প থাকে বলিয়া তাহা লঘুতর হয় ॥ ১২

যাহাদের অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, পাণ্ডু, উদর, অতিসার, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ ও শোথ রোগ আছে, তাহাদিগের জল পান করা বিধেয় নহে। তবে পিপাসা সহ্য করিতে না পারিলে অতি অল্প মাত্রায় জল পান করা কর্ত্তব্য। আর সুস্থব্যক্তিগণেরও শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে অল্পমাত্রায় জল পান করা কর্ত্তব্য ॥ ১৩

ভোজন করিতে বসিয়া প্রথমে জল পান করিলে শরীর কৃশ, ভোজন মধ্যে জল পান করিলে শরীর সম ও ভোজনান্তে জল পান করিলে শরীর স্থূল হইয়া থাকে ॥ ১৪

শীতল জল দ্বারা মদাত্যয় গ্লানি মূর্চ্ছা বমি শ্রান্তি (স্বেদ) ভ্রম তৃষ্ণা উষ্ণতা দাহ রক্তপিত্ত ও বিষজ রোগসমূহ নিরাকৃত হয় ॥ ১৫

উষ্ণজল—অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিকর (পাঠান্তরে স্বরবর্দ্ধক), লঘু ও মূত্রশোধক। হিক্কা, উদরাধ্মান, বায়ু ও শ্লেষ্মজনিত রোগ, নবজ্বর, কাস, আমদোষ, পীনস, শ্বাস ও পার্শ্ববেদনায় এবং সদ্যো বমন বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়ার পর উষ্ণ জল প্রশস্ত ॥ ১৬

ক্বথিত শীতল (গরম করিয়া ঠাণ্ডা করা) জল অনভিষ্যন্দি (কফকারক নহে) ও লঘু। [illegible] পিত্তসংসৃষ্ট বা কফসংসৃষ্ট জ্বর রোগে অর্থাৎ বাতপৈত্তিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক রোগে এবং সান্নিপাতিক রোগে হিতকর। কিন্তু এই জল বাসি হইলে তাহা ত্রিদোষকারক হইয়া থাকে। (পাঠান্তর—জল প্রাণিগণের প্রাণ। সমস্ত বিশ্বই জলময়, অতএব অত্যন্ত পিড়িত ব্যক্তিগণও [illegible] জলপান বন্ধ করিবে না। কারণ, দারুণ পিপাসায় সময় জল না দিলে মূর্চ্ছায়

[illegible] প্রভৃতি রোগ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। বহু কিংবা ব্যাধিত কৌন-ব্যক্তিরই জল ভিন্ন জীবন রক্ষার উপায় নাই॥) ১৭

নারিকেল জল—স্নিগ্ধ, মধুর রস, বৃষ্য, হিম (শীতবীর্য্য), লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বস্তিশোধক এবং তৃষ্ণা পিত্ত ও বায়ুর নাশক॥ ১৮

বর্ষাকালে আন্তরীক্ষ জল অত্যন্ত পথ্য কিন্তু নদীর জল অতি অপথ্য॥ ১৯

ক্ষীরবর্গ।

(তোয়বর্গের পর দুগ্ধবর্গ কথিত হইতেছে। কারণ অন্যান্য বর্গোক্তদ্রব্য অপেক্ষা দুগ্ধ বহুজনের উপযোগী ও উপকারী, আজন্মসাত্ম্য এবং জীবনাদিগুণবিশিষ্ট।)

প্রায় সমস্ত দুগ্ধই মধুর বিপাক ও মধুর রস, স্নিগ্ধ, ওজস্কর, ধাতুবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক, শুক্রকারক, শ্লেষ্মজনক, গুরু ও শীতল। তন্মধ্যে গব্যদুগ্ধ—রসায়ন, জীবনের হিতকারক, উরঃক্ষত ও ক্ষীণের হিতকর, মেধাবর্দ্ধক, বলকর, স্তন্যজনক ও সারক। ইহা শ্রম, ভ্রম, মত্ততা, অলক্ষ্মী, শ্বাস, কাস, অতিশয় পিপাসা, ক্ষুধা, জীর্ণজ্বর, মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তপিত্ত নাশ করে॥ ২০—২২

মাহিষ দুগ্ধ—গুরুপাক ও শীতবীর্য্য। ইহা অত্যগ্নি ও নিদ্রাহীন ব্যক্তিদের পক্ষে হিতকর॥ ২৩

ছাগদুগ্ধ—শোষ জ্বর শ্বাস রক্তপিত্ত ও অতিসার নাশক। আর ছাগলে অল্প জল পান ব্যায়াম ও কটুতিক্ত ভোজন করে বলিয়া ইহাদের দুগ্ধ লঘুপাক হইয়া থাকে॥ ২৪

উষ্ট্রীদুগ্ধ—ঈষৎ রুক্ষ, উষ্ণ, লবণরস, অগ্নির দীপক ও লঘু। ইহা বায়ু, কফ, আনাহ, কৃমি, শোথ, উদর ও অর্শোরোগে হিতকর॥ ২৫

মানুষীদুগ্ধ (স্তনদুগ্ধ)—তর্পণ আশ্চোতন ও নস্য রূপে ব্যবহার করিলে বায়ু পিত্ত রক্ত ও অভিঘাত জন্য নেত্ররোগ সকল প্রশমিত হয়।

মেষীদুগ্ধ—উষ্ণবীর্য্য, অহৃদ্য ও বাতব্যাধিনাশক। কিন্তু ইহাদ্বারা হিক্কা শ্বাস পিত্ত ও কফ জন্মিয়া থাকে॥ ২৬

হস্তিনীদুগ্ধ—শরীরের স্থিরতাকারক।

অশ্ব প্রভৃতি একশফ প্রাণীর দুগ্ধ—অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, ঈষদম্ললবণ রস, লঘু, শরীরের জড়তা কারক ও শাখা (বাহু উরু প্রভৃতি) গত বাতনাশক॥ ২৭

অপক্ব (কাঁচা) দুগ্ধ—শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরুপাক। যুক্তিপূর্ব্বক সিদ্ধ (অর্দ্ধ পরিমিত জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামান) দুগ্ধ—লঘুপাক ও শ্লেষ্মনাশক। অতিশয় সিদ্ধ করা দুগ্ধ অর্থাৎ ঘন দুগ্ধ অতিগুরুপাক। ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃততুল্য॥ ২৮

দধি—অম্লবিপাক ও অম্লরস, মলসংগ্রাহক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক ও রুচিজনক; ইহা মেদঃ [illegible] কফ [illegible] পিত্ত রক্ত অগ্নি ও শোথের উৎপাদক। অরুচি রোগে, [illegible] [illegible] [illegible] মূত্রকৃচ্ছ্রে দধি [illegible]। [illegible] দধি (মাখন তোলা দই) [illegible]রোগে [illegible]॥ [illegible]

রাত্রিকালে এবং বসন্ত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দধি খাইবে না। উষ্ণ দধি ভোজন করিবে না। মুদ্গযূষ, মধু, ঘৃত, চিনি অথবা আমলকীর রস ইহাদের কোন একটীর সহিত না মিশাইয়া দধি সেবন করিবে না। প্রতিদিন দধি খাইবে না। মন্দজাত দধি খাইবে না। এই সকল নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া দধি সেবন করিলে জ্বর, রক্তপিত্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ ও ভ্রমরোগ জন্মিয়া থাকে ॥ ৩১।৩২

তক্র—লঘুপাক. কষায়াম্লরস, অগ্নিদীপক এবং ইহা কফ, বায়ু, শোথ, উদর, অর্শঃ, গ্রহণী-রোগ, মূত্রবিবন্ধ, অরুচি, প্লীহা, গুল্ম, ঘৃতব্যাপৎ (ঘৃতপানজনিত রোগ), গরবিষ ও পাণ্ডু-রোগের নাশক ॥ ৩৩

দধির মাৎ—তক্রের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট ; অধিকন্তু ইহা লঘু, সারক, মলমূত্রাদির স্রোতো-বিশোধক ও বিষ্টম্ভ নাশক ॥ ৩৪

নূতন নবনীত (টাট্‌কা মাখন)—শুক্রজনক, শীতবীর্য্য, বর্ণকারক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, মলসংগ্রাহি এবং বায়ু পিত্ত রক্তদুষ্টি ক্ষয় অর্দ্দিত ও কাস রোগের নাশক।

দুগ্ধোত্থ নবনীত—মলসংগ্রাহক এবং রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগের নাশক ॥ ৩৫

ঘৃত—বুদ্ধি স্মৃতি মেধা অগ্নি বল আয়ুঃ শুক্র ও চক্ষুর হিতকর। বালক বৃদ্ধ অপত্যার্থী ব্যক্তিদিগের, কান্তি সৌকুমার্য্য ও সুস্বর কামনাকারী লোকদিগের এবং ক্ষত, ক্ষীণ, বীসর্পাক্রান্ত শস্ত্র বা অগ্নিদ্বারা পীড়িত জনগণের পক্ষে ঘৃত প্রশস্ত। ইহা বায়ু পিত্ত বিষদোষ উন্মাদরোগ শোষ জ্বর ও অলক্ষ্মীর নাশক। স্নেহসমূহের মধ্যে ঘৃত উৎকৃষ্ট। ইহা শীতবীর্য্য, বয়ঃস্থাপক এবং যোগসংস্কারাদি দ্বারা বহু শক্তিবিশিষ্ট ও সহস্রকার্য্যকারক হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৮

পুরাতন ঘৃত—মদ অপস্মার মূর্চ্ছা শিরোরোগ কর্ণরোগ নেত্ররোগ ও যোনিগত ব্যাধি নাশ করে। ইহা ব্রণের শোধন ও রোপণ ॥ ৩৯

কিলাট পীযূষ কূর্চ্চিকা ও মোরণাদি দুগ্ধবিকৃতি সমূহ বলকারক, শুক্রজনক, নিদ্রাকারক, কফবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভি, গুরুপাক ও অগ্নিনাশাদি দোষ জনক। (অম্ল দুগ্ধ ও অধিক পরিমিত তক্রদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যকে কিলাট, সদ্যঃপ্রসূত গাভীর দুগ্ধ কৃত দ্রব্যকে পীযূষ, দধি ও তক্র কৃত পদার্থকে কূর্চ্চিকা এবং ক্ষীরসদৃশ পদার্থ বিশেষকে মোরণ কহে) ॥ ৪০

গব্য দুগ্ধ ও ঘৃত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আবিক (ভেড়ার) দুগ্ধ ও ঘৃত নিন্দিত ॥ ৪১

ইক্ষুবর্গ।

ইক্ষুরস—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, কফবর্দ্ধক, মূত্রজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত-নাশক, মধুরবিপাক, মধুর রস ও সারক। ইক্ষুর অগ্রভাগ ঈষৎ লবণরসান্বিত। দন্তচর্ব্বিত ইক্ষুর রস শর্করাতুল্য মধুর রস ও গুণযুক্ত ॥ ৪২

ইক্ষুর মূল অগ্রভাগ ও কীটভক্ষিতাদি অংশসমূহ মলমিশ্রিত অবস্থায় যন্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়িত হয় এবং কিছুকাল বাহিরে থাকায় বিকৃতি প্রাপ্ত হয় বলিয়া যন্ত্রপীড়িত ইক্ষুরস বিদাহি গুরু-পাক ও বিষ্টম্ভী হইয়া থাকে ॥ ৪৩

পৌণ্ড্রক (পুঁড়ি) ইক্ষুরস সমস্ত ইক্ষুরস অপেক্ষা শৈত্য মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণে শ্রেষ্ঠ। বংশ নামক ইক্ষুর রস ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ বিশিষ্ট। শতপর্ব্বক, কান্তার ও নৈপালাদি ইক্ষু সমূহ বংশক ইক্ষু অপেক্ষা যথাক্রমে হীনগুণান্বিত। ইহাদের রস ঈষৎ ক্ষারযুক্ত, ঈষৎ কষায়রস, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য ও কিঞ্চিৎ বিদাহী॥ ৪৪।৪৫

ফাণিত (মাৎগুড়)—গুরুপাক (ইক্ষুরস অপেক্ষা গুরু), অভিষ্যন্দী (শ্লেষ্মজনক), ত্রিদোষ জনক ও মূত্রবিশোধক॥ ৪৬

ধৌত (সংস্কারাদি দ্বারা নির্ম্মল) গুড়—কিঞ্চিৎ কফকারক ও মলমূত্রনিঃসারক। অধৌত (সমল) গুড় প্রভৃতি ক্রিমি মজ্জা রক্ত মেদঃ মাংস ও কফজনক॥ ৪৭

পুরাতন গুড় হৃদ্য ও পথ্য। নূতন গুড় শ্লেষ্মজনক ও অগ্নিমান্দ্যকারক॥ ৪৮

মৎস্যণ্ডিকা, খণ্ড (খাঁড়) ও সিতা (চিনি মিছরী) এই সকল দ্রব্য—বৃষ্য, বাতঘ্ন, ক্ষতক্ষীণ ও রক্তপিত্ত রোগে হিতকর এবং ধৌত গুড় অপেক্ষা উত্তরোত্তর অধিক গুণ বিশিষ্ট॥ ৪৯

দুরালভার চিনি—পূর্ব্বোক্ত চিনির ন্যায় গুণান্বিত এবং তিক্ত-মধুর-কষায়রসবিশিষ্ট॥ ৫০

সর্ব্বপ্রকার শর্করাই দাহ তৃষ্ণা বমি মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত নাশক॥ ৫১

ইক্ষুবিকারের (ইক্ষুরস জাত দ্রব্য সমূহের) মধ্যে শর্করা শ্রেষ্ঠ এবং ফাণিত নিকৃষ্ট॥ ৫২

শর্করাযোনি প্রসঙ্গে মধুর গুণ কথিত হইতেছে—মধু চক্ষুর হিতকারক, ছেদি (যে দ্রব্য নিজের তীক্ষ্ণতাহেতু শরীরস্থ পিণ্ডিতভাব সমূহকে ছেদন করে তাহাকে ছেদি কহে), রূক্ষ, কষায়মধুর রস, বায়ুবর্দ্ধক এবং তৃষ্ণা, শ্লেষ্মা, বিষদোষ, হিক্কা, রক্তপিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বমি, শ্বাস, কাস ও অতিসার রোগের নাশক। ইহা ব্রণের সংশোধক, সংযোজক ও রোপক। মধুজাত শর্করা মধুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট॥ ৫৩।৫৪

মধু উষ্ণ করিয়া পান করিলে বা স্বয়ং উষ্ণার্ত্ত হইয়া মধু পান করিলে কিংবা উষ্ণদেশে, উষ্ণকালে অথবা উষ্ণ দ্রব্যের সহিত মধু সেবন করিলে প্রাণ নষ্ট হয়॥ ৫৫

বমন ও নিরূহণ কার্য্যে উষ্ণ মধু নিষিদ্ধ নহে। কারণ উহা (উষ্ণমধু) পরিপাক হইবার পূর্ব্বেই উদর হইতে বহির্গত হইয়া যায়॥ ৫৬

তৈলবর্গ।

সমস্ত তৈলই স্বকারণ-সমগুণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ যে তৈল যে দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতে তত্তদ্দ্রব্যের গুণ বিদ্যমান থাকে। তৈলের মধ্যে তিল তৈল প্রধান। ইহা তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ি (ব্যাপ্তিশীল), ত্বকের দোষজনক, চক্ষুর অহিতকর, সূক্ষ্মস্রোতোগামি, উষ্ণবীর্য্য, কফাজনক, কৃশব্যক্তির পুষ্টিকারক, স্থূলব্যক্তির কর্শক, মলের কাঠিন্যসম্পাদক ও ক্রিমিঘ্ন। তিল তৈল সংস্কার বিশেষে (অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের সহিত পাকাদি দ্বারা সংস্কৃত হইলে) সর্ব্বদোষ-নাশক হইয়া থাকে॥ ৫৭।৫৮

এরণ্ড তৈল—ঈষৎ তিক্তকটু ও মধুর রস, মলনিঃসারক, গুরুপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিচ্ছিল, আমগন্ধি, এবং ব্রধ্ন (কুঁচকী বা বাঘী), গুল্ম, বায়ু, কফ, উদররোগ ও বিষমজ্বরের নাশক। ইহাদ্বারা কটী গুহ্যদেশ কোষ্ঠ ও পৃষ্ঠ দেশস্থিত শোথ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

রক্ত এরণ্ড (লাল ভেরেণ্ডা) তৈল—অতিশয় তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিচ্ছিল ও আমগন্ধ বিশিষ্ট॥ ৫৯।৬০

সর্ষপতৈল—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু, রক্তপিত্তজনক, কফঘ্ন, শুক্রনাশক ও বাতাপহ। ইহা কোঠ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ ও ক্রিমি নাশ করে॥ ৬১

বহেড়ার তৈল—মধুররস, শীতল, কেশের হিতকর, গুরুপাক ও বাতপিত্তনাশক॥ ৬২

নিম্বতৈল—তিক্তরস এবং ক্রিমি কুষ্ঠ ও কফের বিনাশক। ইহা অতিশয় উষ্ণবীর্য্য নহে॥ ৬৩

মসিনার তৈল ও কুসুম বীজের তৈল—উষ্ণবীর্য্য, ত্বগ্‌দোষজনক ও কফপিত্তকারক॥ ৬৪

বসা (শুদ্ধমাংসের স্নেহ, চর্ব্বি) ও মজ্জা বাতঘ্ন, বলকর ও পিত্তকফজনক। প্রাণিগণের মাংসের যে গুণ, তাহাদের বসা ও মজ্জারও সেইরূপ গুণ হইয়া থাকে। বসা ও মজ্জার ন্যায় মেদেরও গুণ জানিবে॥ ৬৫

মদ্যবর্গ।

মদ্য—ঈষৎ মধুর তিক্ত কটুকান্বিত অম্লরস, সামান্য কষায়রস, অম্লবিপাক, অগ্নির উদ্দীপক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মনের তুষ্টি ও শরীরের পুষ্টিকারক, মলঃনিঃসারক, লঘু, স্বরবর্দ্ধক, আরোগ্যকারক, প্রতিভাপ্রদ, বর্ণজনক, নষ্টনিদ্র (যাহাদের নিদ্রা হয় না) বা অতিনিদ্র (যাহাদের অধিকনিদ্রা হয়) ব্যক্তিগণের হিতকর, রক্তপিত্তদূষক, কৃশ ও স্থূল ব্যক্তিদিগের হিতকর, রূক্ষ, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, স্রোতোবিশোধক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। যুক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি পীত মদ্যের এই সকল গুণ জানিবে। কিন্তু ইহা অযথা পীত হইলে বিষের ন্যায় অনিষ্টকারী হইয়া থাকে॥ ৬৬—৬৮

নূতন মদ্য গুরুপাক ও ত্রিদোষজনক। পুরাতন মদ্য লঘুপাক ও ত্রিদোষনাশক॥ ৬৯

উষ্ণ আহারবিহারাদি উপচারের পর, বিরেচনের পর বা ক্ষুধার সময় মদ্য পান কর্ত্তব্য নহে। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা অতিশয় মৃদু মদ্য অথবা অল্প সম্ভার বিশিষ্ট (যথোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা অল্প পরিমিত দ্রব্যদ্বারা সন্ধিত) মদ্য কিংবা কলুষ (অস্বচ্ছ) মদ্য পান করিবে না॥ ৭০

সুরানামক মদ্য—স্নিগ্ধকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, মেদোজনক, রক্তবর্দ্ধক, স্তন্যকারক এবং মূত্র ও কফপ্রদ। ইহা গুল্ম উদর অর্শঃ গ্রহণী ও শোষ রোগ নষ্ট করে॥ ৭১

বারুণী মদ্য সুরার ন্যায় গুণ বিশিষ্ট এবং হৃদ্য, লঘু ও তীক্ষ্ণ। ইহাদ্বারা শূল, কাস, বমি, শ্বাস, মলমূত্রাদির বিবন্ধ, আধ্মান ও পীনস রোগ নষ্ট হয়॥ ৭২

বৈভীতকী সুরা (বহেড়া ফল জাতমদ্য)—লঘু, পথ্য ও নাতিতীব্র মদ (তীব্র মত্ততা জন্মায় না)। ইহা ক্ষত পাণ্ডু ও কুষ্ঠ রোগে অত্যন্ত বিরুদ্ধ নহে॥ ৭৩

(যব-সুরা বিষ্টম্ভী গুরুপাক রূক্ষ ও অতিদোষবর্দ্ধক অধিক পাঠ)

অরিষ্ট—যথাদ্রব্যগুণ অর্থাৎ যে দ্রব্য হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়াছে, সেই দ্রব্যের যে গুণ, তজ্জাত অরিষ্টেরও সেই গুণ জানিবে। সমস্ত মদ্য অপেক্ষা ইহা অধিক গুণবিশিষ্ট। অরিষ্ট সেবনে গ্রহণীদোষ, পাণ্ডুরোগ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোষ, শোথ, উদররোগ, জ্বর, গুল্ম, প্লীহা ও কৃমি রোগ নষ্ট হয়। ইহা কটু ও কষায় রস এবং বাতবর্দ্ধক॥ ৭৪

মার্দ্বীক মদ্য (দ্রাক্ষারসোদ্ভব মদ্য)—লেখন, হৃদ্য, মধুররস, মলনিঃসারক, অন্য মদ্য অপেক্ষা অল্প পরিমাণে পিত্ত ও বায়ু বর্দ্ধক এবং পাণ্ডু মেহ অর্শঃ ও ক্রিমিরোগনাশক। ইহা অতি উষ্ণবীর্য্য নহে॥ ৭৫

খার্জ্জূর মদ্য—মার্দ্বীকমদ্য অপেক্ষা অল্পান্তরগুণ (কিঞ্চিৎ বিশেষ গুণ) বিশিষ্ট। ইহা বায়ুজনক ও গুরুপাক॥ ৭৬

শার্কর (শর্করাজাত) মদ্য—সুগন্ধি, মধুররস, হৃদ্য ও লঘু। ইহা অতিমত্ততাজনক নহে।

গৌড় (গুড়জাত) মদ্য—তৃপ্তিকারক ও অগ্নিদীপক। ইহা মল মূত্র ও বায়ুর নিঃসারক॥ ৭৭

সীধু (অপক্ক ইক্ষুরস জাত মদ্য)—বাতপিত্তজনক, ঘৃতাদি স্নেহ সেবন জনিত রোগ ও শ্লেষ্মজরোগ নাশক। পক্ক ইক্ষুরস জাত সীধু—মেদোরোগ, শোথ, উদর ও অর্শোরোগ নিবারক। উভয় প্রকার সীধুর মধ্যে পক্কেক্ষুরস কৃত সীধু শ্রেষ্ঠ॥ ৭৮

মধ্বাসব (মধুকৃত মদ্য) ছেদী (পিণ্ডিত মলের ছেদক), তীক্ষ্ণ এবং মেহ পীনস ও কাস রোগ নাশক॥ ৭৯

শুক্ত (আচার বিশেষ)—রক্তপিত্ত ও কফের উৎক্লেদক (বহির্গমনোন্মুখতা কারক), বাতানুলোমক, অত্যুষ্ণবীর্য্য, অতিরুক্ষ, অতিতীক্ষ্ণ, অতিঅম্ল, হৃদ্য, অতিশয় রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শীতল স্পর্শ এবং পাণ্ডুরোগ নেত্ররোগ ও কৃমি রোগ নাশক॥ ৮০

গুড়শুক্ত, ইক্ষুরসজ শুক্ত, মদ্যশুক্ত ও মার্দ্বীক শুক্ত ইহারা উত্তরোত্তর লঘু অর্থাৎ গুড়শুক্ত অপেক্ষা ইক্ষুরস কৃত শুক্ত লঘু, ইক্ষুরসজ শুক্ত অপেক্ষা মদ্যশুক্ত লঘু। মার্দ্বীক শুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা লঘু॥ ৮১

কন্দ মূল ফল ও কাণ্ডাদি দ্রব্য কোন শুক্তে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে তাহা শুক্তের ন্যায় গুণযুক্ত হইয়া থাকে॥ ৮২

শাণ্ডাকী নামক আর এক প্রকার সন্ধিত পদার্থ আছে তাহা এবং কালান্তরে অম্লীভূত হইয়াছে এরূপ অন্য আসব—রুচিকর ও লঘু। (মুলার শাক ও সর্ষপ শাকের কাথ করিয়া তাহাতে কালজীরা ও রাইসর্ষপ মিশাইয়া সন্ধানোক্ত বিধানে রাখিলে কিছুদিন পরে তাহা অম্ল রস হইয়া থাকে, ইহাকে শাণ্ডাকী কহে॥) ৮৩

ধান্যাম্ল (কাঞ্জিকভেদ)—ভেদক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক, স্পর্শে শীতল, শ্রান্তি ও ক্লান্তি নাশক, রুচিকর, অগ্নির উদ্দীপক, বস্তির বেদনানাশক, আস্থাপনে প্রশস্ত, হৃদ্য, লঘু, বাতঘ্ন ও কফনাশক। (২ সের আউস ধান্য কুটিয়া ৮ সের জলের সহিত একটী হাঁড়িতে ভিজাইয়া তাহা ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিবে। ১৫ দিন পরে ভূগর্ত্ত হইতে তুলিয়া ছাকিয়া লইবে। ইহাকে ধান্যাম্ল কহে।) (অধিক পাঠ—সতুষ ও নিস্তুষ যবকৃত সৌবীরক ও তুষোদক নামক কাঁজী—ধান্যাম্লের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। অধিকন্তু ইহারা ক্রিমি রোগ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট করিয়া থাকে॥) ৮৪

গো, ছাগ, মেষ, মহিষ, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভের মূত্র—পিত্তজনক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, লবণানুরস (অল্পলবণ রস) ও কটু। এই সকল জন্তুর মূত্রদ্বারা ক্রিমি শোথ উদর

আনাহ, শূল, পাণ্ডুরোগ, কফরোগ, বায়ুরোগ, গুল্ম, অরুচি, বিষদোষ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ ও অর্শোরোগ নষ্ট হয়॥ ৮৫।৮৬

এই প্রকারে জল দুগ্ধ ইক্ষু তৈল ও মদ্য বর্গদ্বারা দ্রবদ্রব্যের বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল॥ ৮৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা অন্নস্বরূপ বিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (অন্নের স্বরূপ অর্থাৎ রসবীর্য্য বিপাক প্রভাব গুণ ও কর্ম্মাদি)॥ ১

শূকধান্যবর্গ।

রক্তশালি (দাদ্‌খানি), মহাশালি (রামশালি), কলম, তূর্ণক (মগধে আজব নামে প্রসিদ্ধ), শকুনাহৃত, সারামুখ (কৃষ্ণশূক), দীর্ঘশূক, রোধ্রশূক, সুগন্ধক (গন্ধশালি নামে খ্যাত), (পুণ্ড্র, পাণ্ডুক, পুণ্ডরীক, প্রমোদী (রাঁধুনী পাগল), গৌরশালি, লাঙ্গল, লোহবাল, কর্দ্দম, শীতভীরু অধিকপাঠ) পতঙ্গ ও তপনীয় প্রভৃতি শালিধান্য সমূহ এবং অন্যান্য যে সকল শালি রক্ত শালির তুল্য, সেই সমস্ত শালিধান্য—মধুর রস, মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বদ্ধ ও অল্প মলকারক, কষায়ানুরস, পথ্য, লঘু, মূত্রজনক ও শীতবীর্য্য। শূকধান্য সমূহের মধ্যে রক্তশালি শ্রেষ্ঠ। ইহা তৃষ্ণা ও ত্রিদোষের নাশক॥ ২।৪

রক্তশালি অপেক্ষা মহাশালি, মহাশালি অপেক্ষা কলম এবং কলম অপেক্ষা তূর্ণক প্রভৃতি ধান্যসকল যথাক্রমে হীন গুণ॥ ৫

যবক, হায়ন, পাংসু, বাষ্প ও নৈষধক প্রভৃতি শালি ধান্য সমূহ—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অম্লবিপাক, শ্লেষ্মপিত্তবর্দ্ধক ও মলমূত্রনিঃসারক। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অপেক্ষাকৃত নিন্দিত॥ ৬

যেমন শালি ধান্যের মধ্যে রক্তশালি শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ব্রীহিধান্যের মধ্যে ষষ্টিক ধান্য শ্রেষ্ঠ। ইহা স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলসংগ্রাহী, মধুররস, ত্রিদোষনাশক, শরীরের স্থিরতাকারক (জ্বরশ্রমজন্য-গ্লানিনাশক), ও শীতবীর্য্য। গৌরবর্ণ ও কৃষ্ণগৌরবর্ণভেদে এই ষষ্টিক ধান্য দুই প্রকার। তন্মধ্যে গৌরষষ্টিকই শ্রেষ্ঠ। এই ষষ্টিক অপেক্ষা মহাব্রীহি, কৃষ্ণব্রীহি, জতুমুখ, কুক্কুটাণ্ড, পালাপ্য, পারাবতক শূকর বরক উদ্দালক চীন শারদ দুর্দ্দর গন্ধন ও কুরুবিন্দ এই সকল ধান্য ক্রমশঃ হীনগুণ বিশিষ্ট॥ ৭—৯

এই ষষ্টিকাদি ভিন্ন অন্য ব্রীহি—মধুর রস অম্লবিপাক পিত্তজনক গুরুপাক বহুমলমূত্রকারক ও উত্তাপজনক। পাটল নামক ধান্য অত্যন্ত ত্রিদোষ বর্দ্ধক॥ ১০

কঙ্গু কোদো নীবার ও শ্যামা প্রভৃতি তৃণধান্য সমূহ—শীতবীর্য্য লঘুপাক বাতজনক লেখন ও কফপিত্তনাশক ॥ ১১

তৃণধান্যের মধ্যে প্রিয়ঙ্গু—ভগ্নসন্ধানকারক পুষ্টিকারক ও গুরুপাক। কোদোধান্য—অত্যন্ত মলসংগ্রাহক শীতস্পর্শ ও বিষনাশক ॥ ১২

উদ্দালক—উষ্ণবীর্য্য এবং নীবার ধান্য—শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

যব—রুক্ষ শীতবীর্য্য গুরুপাক মধুর রস সারক মল ও বায়ুবর্দ্ধক বৃষ্য শরীরের স্থিরতা-সম্পাদক এবং মূত্র মেদঃ পিত্ত শ্লেষ্মা পীনস শ্বাস কাস উরুস্তম্ভ কণ্ঠরোগ ও চর্ম্মরোগ-নাশক। অন্য যব ইহা অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত; বংশজাতযব অর্থাৎ বাঁশের চাউল—রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য ॥ ১৩।১৪

গোধূম—শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, জীবন (ওজোবর্দ্ধক), বাতপিত্তনাশক, ভগ্ন-সংযোজক, মধুর রস, সারক ও শরীরের স্থিরতাকারক ॥ ১৫

নন্দীমুখী নামক গোধূম—শীতবীর্য্য, মধুরকষায় রস, লঘুপাক ও সুপথ্য ॥ ১৬

শিম্বীধান্যবর্গ।

মুগ অড়হর ও মসূর প্রভৃতিকে শিম্বীধান্য কহে। শিম্বীধান্য—স্রোতঃসমূহের বিবন্ধকারক, কসায়মধুর রস, মলসংগ্রাহি, কটুবিপাক, শীতবীর্য্য ও লঘু। ইহা মেদোরোগ শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্ত-জনিতরোগে এবং প্রলেপে ও পরিষেকে হিতকারক ॥ ১৭

শিম্বীধান্য সমূহের মধ্যে মুগ শ্রেষ্ঠ, ইহা অল্প বায়ুজনক, মটর অত্যন্ত বাতবর্দ্ধক; রাজমাষ (বরবটী)—বাতজনক রুক্ষ গুরুপাক ও বহুমলকারক ॥ ১৮

কুলত্থকলাই—অম্লবিপাক, উষ্ণবীর্য্য ও অত্যন্ত রক্তপিত্তজনক। ইহা শুক্র অশ্মরী শ্বাস পীনস কাস অর্শঃ কফ ও বায়ু নষ্ট করে ॥ ১৯

নিষ্পাব (রাজশিম্বী)—গুরুপাক, সারক, বিদাহী, বাতজনক, পিত্তকর, রক্তবর্দ্ধক, স্তন্য-জনক ও মূত্রকারক। ইহা দৃষ্টিশক্তি, শুক্র, কফ, শোথ ও বিষদোষের নাশক ॥ ২০

মাষকলাই—স্নিগ্ধ, সারক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন ও মধুররস, ইহা বল শ্লেষ্মা মল ও পিত্তজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং শুক্রবিরেচক ॥ ২১

কাকাণ্ডোলা (কাঠশিম) ও আলকুশীর বীজ মাষকলায়ের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট ॥ ২২

তিল—উষ্ণবীর্য্য, ত্বকের হিতকারক, স্পর্শে শীতল, কেশবর্দ্ধক, বলকারক, গুরুপাক, কটুবিপাক, অল্পমূত্রকারক, এবং মেধা অগ্নি কফ ও পিত্তের জনক ॥ ২৩

মসিনা—স্নিগ্ধ, মধুরতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তজনক, গুরুপাক, কটুবিপাক এবং দৃষ্টিশক্তি ও শুক্রনাশক। কুসুম্ভবীজ মসিনার ন্যায় গুণবিশিষ্ট ॥ ২৪

মাষকলাই শিম্বীধান্যের মধ্যে এবং যবক শূকধান্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ॥ ২৫ ॥

নূতনধান্য অভিষ্যন্দি (শ্লেষ্মবর্দ্ধক)। এক বৎসরের পুরাতন ধান্য—লঘু। যে সকল সূপ্য (মুদ্গাদি) স্বল্পকাল জাত তাহাও লঘু। নিস্তুষ এবং ভৃক্তিভর্জ্জিত মুদ্গাদি অতীব লঘু হইয়া থাকে ॥ ২৬

কৃতান্নবর্গ।

মণ্ড পেয়া বিলেপী ও অন্ন ইহাদের পূর্ব্বপূর্ব্বটী যথাক্রমে লঘু। অর্থাৎ অন্ন অপেক্ষা বিলেপী লঘু, বিলেপী অপেক্ষা পেয়া লঘু; মণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। মণ্ড—হিতকর, বাতানুলোমক, দোষের পাচক, রসরক্তাদি ধাতুসমূহের সমতাকারক, স্রোতঃসমূহের মৃদুতাকারক ও স্বেদজনক। ইহা দ্বারা তৃষ্ণা গ্লানি ও দোষশেষ (বমন বিরেচনাদি ক্রিয়ার পর অল্পাবশিষ্টদোষ) নষ্ট এবং অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়॥ ২৭।২৮

পেয়া—ক্ষুধা তৃষ্ণা ও তজ্জন্য গ্লানি, দুর্ব্বলতা, কুক্ষিরোগ ও জ্বর নষ্ট করে। ইহা বাতাদি-দোষের অনুলোমক সুপথ্য অগ্নিদীপক ও পাচক॥ ২৯

বিলেপী—মলসংগ্রাহিণী, হৃদ্যা, তৃষ্ণাঘ্নী ও অগ্নিদীপনী, ইহা ব্রণরোগী নেত্ররোগী ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের পক্ষে এবং বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধদেহ ব্যক্তিদের ও যাহারা তৈলাদি স্নেহপান করিয়াছে তাহাদের পক্ষে হিতকর॥ ৩০

উত্তমরূপে ধৌত তণ্ডুলের সুসিদ্ধ ও প্রস্রুত (ফেনগালান) উষ্ণ অন্ন লঘুপাক। চিতাপ্রভৃতি আগ্নেয় ঔষধের কাথের সহিত সাধিত অন্ন অতিলঘু। যুক্তিপূর্ব্বক ভর্জ্জিত তণ্ডুলের অন্ন অতিলঘুতম। আর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত অন্ন অর্থাৎ অধৌত তণ্ডুলের অপক্ক অপ্রস্রুত ও শীতল অন্ন, অগ্নিমান্দ্যজনক দ্রব্যের কাথ সহ সিদ্ধ অন্ন, অভৃষ্ট তণ্ডুলের অন্ন গুরুপাক এবং দুগ্ধ ও মাংসাদির সহিত সিদ্ধ অন্ন অতিগুরু॥ ৩১

এইপ্রকারে দ্রব্য, সংস্কার, সংযোগ ও পরিমাণাদির দ্বারা অন্নের গুরুত্ব ও লঘুত্ব নির্দ্দেশ করিবে। দ্রব্য দ্বারা যথা—রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন লঘু, আশুধান্যাদি ও তাহার অন্ন গুরু। পাকাদি সংস্কার দ্বারা যথা—শূল্যমাংস লঘু, অন্য প্রকারে পক্বমাংস গুরু, অথবা আশু ধান্যের অন্ন গুরু, তাহার খৈ লঘু। সংযোগ দ্বারা যথা—আগ্নেয় ঔষধের কাথ সহ সিদ্ধ অন্ন লঘু, দুগ্ধ মাংসাদির সহিত সিদ্ধ অন্ন গুরু। পরিমাণ দ্বারা যথা—গুরুপাক অন্ন অল্প পরিমাণে সেবিত হইলে লঘু এবং লঘু অন্ন বহুপরিমাণে ভোজন করিলে গুরুপাক হইয়া থাকে। আদিশব্দ দ্বারা দেশাদি বুঝিতে হইবে। যেমন জাঙ্গল দেশোৎপন্ন তণ্ডুলের অন্ন লঘু এবং আনূপদেশ জাত তণ্ডুলের অন্ন গুরুপাক। এইরূপে সমস্ত ভক্ষ্যাদি বিষয় অবগত হইবে॥ ৩২

মাংসের রস—পুষ্টিকারক, তৃপ্তিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও ব্রণনাশক॥ ৩৩

মুগের যুষ—ব্রণরোগী কণ্ঠরোগী ও নেত্ররোগিদিগের পক্ষে এবং বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ ব্যক্তিদের পক্ষে হিতকর॥ ৩৪॥

কুলথকলায়ের যূষ—বাতানুলোমক এবং গুল্ম তুণী ও প্রতুণী রোগ নাশক॥ ৩৫

তিলের ও তিলের খইলের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, শুষ্কশাক, অঙ্কুরিত শস্যের অন্ন ও শাণ্ডাকী বটক এই সকল দ্রব্য দৃষ্টিশক্তি নাশক, ত্রিদোষজনক গ্লানিকারক ও গুরুপাক॥ ৩৬

রসালা—পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বলজনক ও রুচিকর॥ ৩৭

পানক (সরবৎ)—তৃপ্তিকারক, গুরুপাক, বিষ্টম্ভি (মলস্তম্ভক), মূত্রজনক, হৃদ্য এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি ও ক্লান্তিনাশক। পানক যে দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত হয়, সেই দ্রব্যের যে গুণ, তজ্জাত পানকেরও সেই গুণ জানিবে॥ ৩৮

মাষসূপ (মাষকলায়ের যূষ) প্রভৃত অভ্যন্তর মলকারক।

খৈ—অগ্নির উদ্দীপক, লঘুপাক ও শীতবীর্য্য। ইহাদ্বারা পিপাসা, বমি, অতিসার, মেহ, মেদোদোষ, কফ, কাস ও পিত্ত প্রশমিত হয়॥ ৩৯

চিপিটক (চিড়ে)—গুরুপাক, বলজনক, কফবৰ্দ্ধক ও বিষ্টম্ভ কারক॥ ৪০

ধানা—মলস্তম্ভক, রুক্ষ, তৃপ্তিকারক, লেখন ও গুরুপাক। ভাজা যব বা তণ্ডুল প্রভৃতিকে ধানা কহে॥ ৪১

সক্তু, (ছাতু) লঘুপাক। ইহা ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি নেত্ররোগ ও ব্রণরোগ নাশ করে। অধিক জল সংযুক্ত পানযোগ্য ছাতুকে সন্তর্পণ কহে! ইহা সদ্যো বলবৰ্দ্ধক॥ ৪২

উদকান্তরিত ছাতু খাইবেনা অর্থাৎ ছাতু খাইবার সময় মধ্যে মধ্যে বারংবার জল পান করিবেনা। দিবসে দুইবার ছাতু খাইবেনা। রাত্রিতে ছাতু খাইবেনা। কেবল ছাতু (জলাদি রহিত শুষ্ক ছাতু) খাইবেনা। আহারের পর ছাতু খাইবেনা। ছাতু দন্তে কাটিয়া খাইবেনা (অর্থাৎ ছাতুতে অল্পপরিমাণে জল দিয়া শক্ত ডেলার মত করিয়া তাহা খাইবেনা।) ও বহুপরিমাণে ছাতু খাইবেনা॥ ৪৩

পিণ্যাক (তিলকল্ক, তিলের খইল)—গ্লানিকর, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী ও নেত্ররোগ জনক॥ ৪৪

বেসবার—গুরুপাক স্নিগ্ধ বলকারক ও পুষ্টিবৰ্দ্ধক। মুদ্গাদিজাত বেসবার গুরুপাক। যে দ্রব্য দ্বারা বেসবার প্রস্তুত হয় সেই দ্রব্যের যে গুণ তজ্জাত বেসবারেরও সেই গুণ জানিবে। (অস্থিরহিত মাংস পিষিয়া তাহাতে শুঁঠ ধনে জীরা হিং ও ঘৃতাদি মিশ্রিত করিয়া পাক করিলে তাহাকে বেসবার কহে। আর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আদার কুচি ও মুগ প্রভৃতির বেসন দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যকে মুদ্গাদিজ বেসবার কহে। ইহাকে পূরণও বলে)॥ ৪৫।৪৬

একদ্রব্যজাত পিষ্টকাদি সংস্কার বিশেষে গুরুপাক বা লঘুপাক হইয়া থাকে। যেমন—কেবল মুগের পিষ্টক ঘুঁটের আগুণে সিদ্ধ হইলে যেরূপ গুণবিশিষ্ট হয়, কাঠখোলায় পাক করিলে তদপেক্ষা লঘু হইয়া থাকে এবং কাঠখোলায় সিদ্ধ পিষ্টক অপেক্ষা ভ্রাষ্ট্র (ভাজনাখোলায়) পক্ক তদপেক্ষা কন্দুপক্ক তাহার অপেক্ষা অঙ্গার পাচিত পিষ্টক লঘু হইয়া থাকে॥ ৪৭

মাংসবর্গ।

হরিণ (গৌরবর্ণ), এণ (কৃষ্ণসার), কুরঙ্গ (সুন্দর চক্ষুর্বিশিষ্ট), ঋষ্য (নীলাণ্ড), গোকর্ণ (তাম্রবর্ণ গোবৎ), মৃগমাতৃকা (কুরঙ্গ-স্ত্রীভেদ, ভেঙ্গুনী), শশ (খরগোশ) শম্বর (মৃদুলোম-বিশিষ্ট মৃগ), চারুষ্ক (ক্ষুদ্রমৃগ), শরভ (অষ্টপদী মৃগবিশেষ) এবং কালপুচ্ছ ও পৃষত প্রভৃতিকে মৃগ কহে॥ ৪৮

লাব, বৰ্ত্তীক (বটের), বাৰ্ত্তীর, রক্তবৰ্ম্মক, কুক্কুভ (বন্যকুক্কুট), গৌরতিত্তির, চক্রবাক, চকোর, উৎক্রোশ, ভারুই, বৰ্ত্তিকা, তিত্তিরি, ক্রকর, ময়ূর, কুক্কুট, বকর, গোনৰ্দ্দ (কাক), গিরিবর্ত্তিকা, দাঁড়কাক, ইন্দ্রাভ (কাকবিশেষ) ও হংস এই একবিংশতি প্রকার পক্ষীকে বিষ্কির কহে, ইহারা খাদ্যদ্রব্য সকল বিকীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদের নাম বিষ্কির॥ ৪৯।৫০

জীবঞ্জীবক, দাত্যূহ (ডাক বা ডাবুক), ভৃঙ্গরাজ, শুক, শারিকা, লাট, কোকিল, হারীত, কপোত ও চটক প্রভৃতি পক্ষিদিগকে প্রতুদ কহে। যাহারা চঞ্চুদ্বারা আহত করিয়া (ঠোক্‌রাইয়া) ভক্ষণ করে তাহাদিগকে প্রতুদ বলিয়া থাকে।

ভেক, গোসাপ, সর্প ও সজারু প্রভৃতি প্রাণিদিগকে বিলেশয় কহে। গর্ত্তে বাস করে বলিয়া ইহাদের নাম বিলেশয় ॥ ৫১।৫২

গো, গর্দ্দভ, অশ্বতর, উষ্ট্র, অশ্ব, চিতাবাঘ, সিংহ, ভল্লুক, বানর, বিড়াল, ইন্দুর, ব্যাঘ্র, বৃক (নেকড়েবাঘ), বভ্রু (বেজী), তরক্ষু, খ্যাকশিয়াল, শৃগাল, বাজপক্ষী, নীলকণ্ঠ, কুক্কুর, কাক, শশঘ্নী (হাড়িয়াবাজ), ভাস (শিখাবিশিষ্ট গৃধিনী), কুরর, গৃধিনী, পেচক, কালচটক, ফিঙ্গা ও মধুহা (পাপিয়া) এই সকল পশু ও পক্ষিদিগকে প্রসহ কহে। যাহারা সহসা বলপূর্ব্বক ভক্ষণ করে তাহাদিগকে প্রসহ কহিয়া থাকে ॥ ৫৩—৫৪

বরাহ, মহিষ, ন্যঙ্কু, রুরু (হরিণবিশেষ), রোহিত (লালবর্ণ হরিণ), হস্তী, সৃমর (অশ্বের মত হরিণ), চমর-মৃগ, গণ্ডার ও গবয় (গলকম্বল হীন গোসদৃশ জন্তু) ইহাদিগকে মহামৃগ কহে ॥ ৫৫

হংস, সারস, কলহংস, বক, কারণ্ডব (শুক্লহংস), প্লব (কস্লাড়), বলাকা, উৎক্রোশ, চক্রবাক, মদ্‌গু (জলকাক, পানকৌড়ী), কোঁচ বক ও রক্তশীর্ষ প্রভৃতি পক্ষীসমূহ জলচর। ৫৬

রোহিত, পাঠীন, কচ্ছপ, কুম্ভীর, কাঁকড়া, ঝিনুক, শঙ্খ, উদ্র (উদ্‌বিড়াল), শামুক, পুঁটী, বাইন, চাঁদা, চুলুকী, নক্র (কুম্ভীরভেদ ঘড়িয়াল), মকর, শিশুমার (শুশুক), তিমিঙ্গিল, রাজী (সমুদ্রমৎস্যবিশেষ) ও চিলিচিম প্রভৃতি জলচর সমূহ মৎস্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মৃগ হইতে মৎস্য পর্য্যন্ত এই আট প্রকারকে শাস্ত্রকারগণ মাংস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৫৭।৫৮

এই পূর্ব্বোক্ত আটপ্রকার যোনির মধ্যে ছাগল ও ভেড়ার নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কারণ ইহাদের বাসস্থানের স্থিরতা নাই, ইহারা কখন জাঙ্গলদেশে কখন অনূপদেশে বাস করে, বাসস্থানের অস্থিরতা নিবন্ধন ইহাদের কোন বর্গ নিশ্চিত হইল না ॥ ৫৯

উক্ত অষ্টবিধ বর্গের মধ্যে প্রথম তিনটী অর্থাৎ মৃগ, বিষ্কির ও প্রতুদবর্গ জাঙ্গল, শেষ তিনটী মহামৃগ জলচর ও মৎস্যবর্গ আনূপ এবং মধ্য দুইটী বিলেশয় ও প্রসহবর্গ উভয়চর নামে খ্যাত ॥ ৬০

জাঙ্গল মাংস—মলের কাঠিন্য সম্পাদক, শীতবীর্য্য, এবং পিত্তপ্রধান-বাতমধ্য-কফানুগ সন্নিপাতরোগে হিতকর ॥ ৬১

খরগোশ—অগ্নিদীপক, কটুবিপাক, মলসংগ্রাহক, রুক্ষ ও শীতবীর্য্য ॥ ৬২

বর্ত্তকাদির মাংস—ঈষদুষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকারক। ইহাদের মধ্যে তিত্তিরি মাংস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা মেধাজনক, অগ্নিদীপক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মলসংগ্রাহক, কান্তিজনক ও বাতোল্বণ সন্নিপাত নাশক ॥ ৬৩

ময়ূরের মাংস—বিশেষ পথ্য নহে কিন্তু কর্ণরোগে, নেত্ররোগে, স্বরভঙ্গে ও বয়ঃস্তম্ভনে ইহা পথ্য। বন্য-কুক্কুটের মাংস ময়ূর মাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, অধিকন্তু ইহা শুক্রবর্দ্ধক। গ্রাম্য-কুক্কুটের মাংস শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরুপাক ॥ ৬৪

ক্রকর ও উপচক্রের মাংস—মেধাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক ও হৃদয়ের হিতকর। কাণ কপোতের মাংস—গুরুপাক, ঈষৎ লবণরস ও ত্রিদোষজনক। চটক—শ্লেষ্মবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও অত্যন্ত শুক্রজনক॥ ৬৫

বিলেশয়াদি বর্গ সকল উত্তরোত্তর অধিকতর গুরপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মধুররস, মূত্রজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, বাতঘ্ন ও কফপিত্তজনক॥ ৬৬

উক্ত বর্গসমূহের মধ্যে মহামৃগবর্গ শীতবীর্য্য। প্রসহবর্গ মধ্যে যাহারা ক্রব্যাদ অর্থাৎ আম-মাংসভোজী (মার্জ্জার গৃধ্র, পেচক প্রভৃতি) তাহারা ঈষৎ লবণরস কটুবিপাক ও মাংসবর্দ্ধক। ইহারা জরা অর্শঃ গ্রহণী ও শোষ রোগে অত্যন্ত হিতকর॥ ৬৭

ছাগমাংস—অনতিশীতবীর্য্য, ঈষৎ গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও অল্পদোষপ্রকোপক। ইহা মনুষ্যমাংসের সমান গুণবিশিষ্ট বলিয়া মাংসবর্দ্ধক ও অনভিষ্যন্দি, কেবল ছাগমাংস মাত্র মনুষ্যমাংসের তুল্যগুণ নহে, ছাগশরীরের অন্যান্য রক্তাদি ধাতুও মনুষ্যশরীরস্থ রক্তাদি ধাতুর সমানগুণ বিশিষ্ট॥ ৬৮

মেষমাংস—ছাগমাংসের বিপরীত গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা অত্যুষ্ণ, অতিগুরু, অতিস্নিগ্ধ, অতি দোষজনক ও অভিষ্যন্দি কিন্তু পুষ্টিকারক॥ ৬৯

গোমাংস—শুষ্ককাস, শ্রান্তি, অত্যগ্নি, বিষমজ্বর, পীনস, কার্শ্য ও বাতজাদি রোগসমূহ নষ্ট করে॥ ৭০

মহিষমাংস—উষ্ণবীর্য্য, গুরপাক, নিদ্রাজনক এবং শরীরের পুষ্টি ও দৃঢ়তাকারক।

বরাহমাংস—মহিষমাংসের ন্যায় গুণযুক্ত। অধিকন্তু ইহা শ্রান্তিনাশক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও বলপ্রদ॥ ৭১

মৎস্য অত্যন্ত কফজনক, চিলিচীম মৎস্য ত্রিদোষকারক। (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পরবর্ত্তী বর্গ সমূহ উত্তরোত্তর অধিক গুরু উষ্ণ স্নিগ্ধ ও মধুর; তদনুসারে মৎস্য অতিগুরু, অত্যুষ্ণ, অতিস্নিগ্ধ অতিমধুর অতিমূত্র ও শুক্রকারক, অতিবলজনক, অতিবাতঘ্ন ও অতিকফ-পিত্তকারক। এস্থানে পুনরায় কফজনক বলায় বুঝিতে হইবে যে মৎস্য সমূহ অতীব কফবর্দ্ধক।)

লাব রোহিতমৎস্য গোসাপ ও এণ ইহারা স্ব স্ব বর্গ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ বিষ্কির বর্গের মধ্যে লাবপক্ষী, মৎস্যবর্গের মধ্যে রোহিতমৎস্য, বিলেশয় বর্গের মধ্যে গোসাপ ও মৃগবর্গে এণ শ্রেষ্ঠ॥ ৭২

সদ্যোহত তরুণবয়স্ক জন্তুর বিশুদ্ধ (স্নায়ু অস্থি বিরহিত) মাংস ভোজন করিবে। আর স্বয়ং-মৃত, দুর্ব্বল, অত্যন্ত চর্ব্বিযুক্ত, জন্তুর মাংস কিংবা অজ্ঞাত ব্যাধি দ্বারা মৃত বা জলমগ্ন হইয়া মৃত কিংবা বিষ ভোজনে মৃত জন্তুর মাংস ভোজন করিবে না॥ ৭৩

পুরুষজাতির সম্মুখের মাংস এবং স্ত্রীজাতির পশ্চাদ্ভাগের মাংস গুরুপাক। গর্ভিণীর সকল ভাগের মাংসই গুরুপাক।

চতুষ্পাদ জন্তুদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির এবং বিহঙ্গদিগের মধ্যে পুরুষ জাতির মাংস লঘুপাক॥ ৭৪

মস্তক, স্কন্ধ, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ, কটী ও পাদদ্বয় এই সকল স্থানের মাংস এবং আমাশয় ও পক্কাশয় ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটী যথাক্রমে গুরপাক। (অর্থাৎ মস্তক সর্ব্বাপেক্ষা গুরু এবং পক্কাশয় সর্ব্বাপেক্ষা লঘু)॥ ৭৫

রক্তাদি (রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র) ধাতু সমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর ধাতু যথাক্রমে গুরুতর জানিবে। মাংস অপেক্ষা অণ্ডকোষ, লিঙ্গ, যকৃৎ ও গুহ্যদেশ অধিকতর গুরু॥ . ৭৬

শাকবর্গ।

আক্‌নাদি, শঠী, কালকাসুন্দা, শুষুনী, মটর, রাজশাক (ক্ষীরুই) ও বেতো ইহাদের শাক ত্রিদোষ নাশক, লঘুপাক ও মলসংগ্রাহক॥ ৭৭

উক্ত শাকসমূহের মধ্যে সুষুনীশাক অগ্নিবর্দ্ধক ও বলজনক। রাজশাক—শ্রেষ্ঠ, গ্রহণীরোগ ও অর্শোরোগ নাশক। বেতোশাক (লাল বেতো) মলভেদক॥ ৭৮

কাকমাচী শাক—ত্রিদোষঘ্ন, কুষ্ঠনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, মল-নিঃসারক ও স্বরবর্দ্ধক। আমরুল—অম্লরস, অগ্নিদীপক, উষ্ণবীর্য্য, মলসংগ্রাহক ও লঘু। ইহা গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, বায়ু ও শ্লেষ্ম রোগে হিতকর॥ ৭৯

পলতা, সাতলা, নিম্ব, মহাকরঞ্জ, সোমরাজী, গুলঞ্চ, বেতাগ্র (বেতের ডগি), বৃহতী, বাসক, কুন্তলী (সূক্ষ্মতিল-জাতি), তিলপর্ণিকা, মণ্ডূকপর্ণী (থুলকুড়ী), কাঁকরোল, করোলা, ক্ষেতপাপড়া, নালিতা, মটর, গোজিয়া, বেগুণ, কুড়চি, করীর (মরজ বৃক্ষবিশেষ), কুলক (গাব), নন্দীবৃক্ষ (পাকুড়), পাঠা, কাঁচড়া শাক, কঠিল্ল (দীর্ঘপত্রা পুনর্নবা, কেহ বলেন উচ্ছে), কেঁউ, শীত (বিজয়সার), ধুঁতুল ও কমলাগুঁড়ি ইহাদের শাক তিক্তরস, কটুবিপাক, মল-সংগ্রাহক, বায়ুজনক ও কফ পিত্ত নাশক॥ ৮০—৮২

পলতা-শাক—হৃদয়ের পক্ষে হিতকর, ক্রিমিনাশক, মধুর বিপাক ও রুচিবর্দ্ধক।

বৃহতী ও কণ্টকারী শাক—পিত্তজনক, অগ্নির উদ্দীপক, মলভেদক ও বাতঘ্ন॥ ৮৩

বাসকপত্র—বমি ও কাস নষ্ট করে। ইহা অত্যন্ত রক্তপিত্ত নাশক।

করোলাপত্র—অল্প কটুরসযুক্ত অগ্নিবর্দ্ধক ও অতিশয় কফঘ্ন॥ ৮৪

বেগুনের পত্র—কটুতিক্তমধুররস, উষ্ণবীর্য্য, বাতকফঘ্ন, ঈষৎ ক্ষারগুণবিশিষ্ট, অগ্নিজনক, হৃদয়হিত, রুচিকর ও ঈষৎ পিত্তজনক॥ ৮৫

করীর—উদরাধ্মানকারক এবং কষায়-মধুর-তিক্তরস।

ধুঁতুল ও হাকুচপত্র—মলভেদক ও অগ্ন্যুদ্দীপক॥ ৮৬

তণ্ডুলীয় (চাঁপানটে) শাক—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মধুর-রস, মধুরবিপাক ও লঘু। ইহা মদ পিত্ত বিষ ও রক্তদুষ্টির বিনাশক।

মুঞ্জাতপুষ্পশাক—স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, গুরু, মধুররস, পুষ্টিকারক, অত্যন্ত শুক্রকারক ও বায়ু-পিত্ত নাশক॥ ৮৭

পালংশাক—গুরুপাক ও মলনিঃসারক। পুঁইশাক—মদরোগ নাশক, গুরুপাক ও মল-নিঃসারক। চঞ্চুশাক—পালংশাকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং মলসংগ্রাহক॥ ৮৮

ভূমিকুষ্মাণ্ড—বাতপিত্তঘ্ন, মূত্রকারক, মধুররস, শীতবীর্য্য, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, সুস্বরকারক, গুরুপাক, বৃষ্য ও রসায়ন॥ ৮৯

জীবন্তীশাক—চক্ষুর হিতকারক, সর্ব্বদোষনাশক, মধুররস ও শীতবীর্য্য॥ ৯০

কুষ্মাণ্ড, লাউ, তরমুজ, কর্কারু (কুষ্মাণ্ডভেদ), কাঁকুড়, ঢেঁড়স, শশা, বাখারী ও ভিখুর—বাতশ্লেষ্মজনক, মলভেদক, বিষ্টম্ভী (উদরের স্তব্ধতাকারক), অভিষ্যন্দী, মধুররস, মধুরবিপাক ও গুরুপাক॥ ৯১

লতাফল সমূহের মধ্যে কুষ্মাণ্ড শ্রেষ্ঠ। ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক, মূত্রাশয়শোধক ও শুক্রবর্দ্ধক। শশা—অতিশয় মূত্রকারক॥ ৯২

লাউ—অতিশয় রুক্ষ ও মলসংগ্রাহক। তরমুজ কাঁকুড় ও ভিকুর—কচি হইলে শীতবীর্য্য, ও পিত্তনাশক হইয়া থাকে; কিন্তু পক্ক হইলে ইহার বিপরীত গুণান্বিত হয়॥ ৯৩

শীর্ণবৃন্ত (খরমুজ)—ঈষৎ ক্ষারগুণান্বিত, পিত্তজনক, বায়ু ও কফনাশক, রুচিপ্রদ, অগ্নিদীপক, হৃদয়-হিত, লঘু এবং অষ্ঠীলা ও আনাহরোগ নাশক॥ ৯৪

মৃণাল (সূক্ষ্মমৃণাল), বিস (স্থূলমৃণাল), পদ্মমূল, কুমুদকন্দ, রক্তোৎপলের মূল, মাণকচু, মাষক, কেলূট (কেমুককন্দ), পানিফল, কেশুর, ক্রৌঞ্চাদন (কমলদণ্ড বা ঘেঁচু) ও পদ্মবীজ—ইহারা রুক্ষ, গ্রাহি, শীতবীর্য্য ও গুরুপাক॥ ৯৫

কলমী শাক, মার্ষ (নটেশাক), কুটিঞ্জর (বনবাস্তক), ঘলঘসিয়া শাক, চিল্লী (সাদা বেতোশাক), লট্টাক (করঞ্জভেদ), নুনেশাক, কুক্কুট (সুষুণিশাকভেদ), গড়গড়ে, জীবন্তীশাক, জ্ঝুঞ্ঝুরুক (শাকবিশেষ), চাকুন্দে, যবশাক (বেতোভেদ), সুবর্চ্চলা (হুড়হুড়ে), সর্ব্বপ্রকার আলু ও সূপ্য (মুগ প্রভৃতি পত্র) এবং যষ্টিমধু ইহারা ঈষৎ লবণান্বিত মধুর রস, রুক্ষ, বাতশ্লেষ্মজনক, গুরুপাক, শীতবীর্য্য ও মলমূত্র নিঃসারক। এই সকল শাক প্রায় উদরে স্তব্ধীভূত হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগকে সিদ্ধ করিয়া নিংড়াইয়া রস ফেলিয়া দিবে। পরে অধিক মাত্রায় ঘৃত তৈলাদি স্নেহ সংযোগে পাক করিবে। এইরূপে পাক করিলে অতিদোষজনক হয় না॥ ৯৬—৯৮

ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট চিল্লিশাকের (বেতোভেদ) গুণ বেতোশাকের ন্যায় জানিবে।

গণিয়ারী ও বরণ (সালবৃক্ষবিশেষ) ইহাদের শাক মধুররস, কিঞ্চিৎ তিক্ত ও বাতশ্লেষ্মনাশক॥ ৯৯

দ্বিবিধ পুনর্নবা (শ্বেত ও রক্ত) ও কালশাক—ঈষৎ ক্ষারগুণান্বিত, কটুতিক্তরস, অগ্নিদীপক ও ভেদক। ইহারা গরবিষ, শোথ, বায়ু ও শ্লেষ্মাকে নষ্ট করে॥ ১০০

করঞ্জের অঙ্কুর—অগ্নিদীপক, বাতশ্লেষ্মঘ্ন ও সারক। শতমূলীর অঙ্কুর—তিক্তরস, শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক॥ ১০১

বংশাঙ্কুর (বাঁশের কোঁড়)—রুক্ষ, বিদাহী ও বায়ুপিত্তজনক।

পত্তুর (শালিঞ্চ) শাক—অগ্নিদীপক, তিক্তরস, এবং প্লীহা অর্শঃ কফ ও বায়ুর নাশক॥ ১০২

কাসমর্দ্দ (কালকাসুন্দা)—কৃমি, কাস ও কফোৎক্লেদ (গা বমি করা) নষ্ট করে। ইহা সারক।

কুসুম্ভশাক—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অম্লরস, গুরুপাক, পিত্তকারক ও সারক॥ ১০৩

সর্ষপশাক—গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মলমূত্রের বিবদ্ধতাকারক ও ত্রিদোষজনক॥ ১০৪

যে মূলা কচি ও অব্যক্তরস (যাহাতে মধুরাদি কোন রস স্পষ্ট প্রকাশ হয় নাই)—তাহা ঈষৎ ক্ষারবিশিষ্ট, অল্প তিক্ত, ত্রিদোষনাশক, লঘুপাক, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য এবং গুল্ম, কাস, ক্ষয়রোগ, শ্বাস, ব্রণরোগ, নেত্ররোগ, গলরোগ, স্বরভেদ, অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ত্ত ও পীনস রোগের শান্তিকারক। বড়মূলা—কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষজনক, গুরুপাক ও অভিষ্যন্দী। মূলা ঘৃততৈলাদি স্নেহ পদার্থ সহ সিদ্ধ করিলে বায়ুনাশক হইয়া থাকে। শুষ্কমূলা—বায়ু ও শ্লেষ্ম নাশক। আর সর্ব্বপ্রকার কাঁচা মূলা ত্রিদোষজনক॥ ১০৫-১০৭

পিণ্ডালু (চুপড়ি আলু)—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক ও বাতশ্লেষ্মঘ্ন।

শ্বেত তুলসী, সজিনা, কৃষ্ণ তুলসী, ক্ষুদ্রপত্র শ্বেত তুলসী, রাই, গন্ধতৃণ, ফণিজ্জক (তীব্রগন্ধ তুলসী বিশেষ), বাবুই তুলসী, জম্বীর (গন্ধতুলসী, নাগদনা) ও ধনে তুম্বুরু আদা প্রভৃতির চাটনী—মলসংগ্রাহক, বিদাহি, কটুরস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, রুচিকারক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, বাতাদি দোষের উৎক্লেশ কারক, এবং দৃষ্টি শুক্র ও কৃমি নাশক॥ ১০৮।১০৯

কাল তুলসী—হিক্কা, কাস, শ্রম, শ্বাস, পার্শ্ববেদনা ও দুর্গন্ধ নিবারক।

সুমুখ (কটুপত্র তুলসী) কিঞ্চিদ্‌বিদাহী, গরদোষ ও শোথ নাশক।

আর্দ্রিকা—তিক্ত মধুররস ও মূত্রকারক। ইহা পিত্তবর্দ্ধক নহে॥ ১১০

লশুন—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, কটুবিপাক, সারক, হৃদ্য, কেশের হিতকর, গুরুপাক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, রুচিজনক, অগ্নিদীপক ও রক্তপিত্তজনক। ইহা কিলাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, মেহ, ক্রিমি, কফ, বায়ু, হিক্কা, পীনস, শ্বাস ও কাস রোগ নষ্ট করে। (পাঠান্তরে ইহা রসায়ন)॥ ১১১।১২

পলাণ্ডু—রসুন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ। ইহা কফজনক ও কিঞ্চিৎ পিত্তকারক। কফবাতার্শোরোগির স্বেদকার্য্যে ও ভোজনে পেঁয়াজ প্রশস্ত॥ ১১৩

গাজর—তীক্ষ্ণবীর্য্য ও মলসংগ্রাহক। ইহা পিত্তরোগির হিতকর নহে।

ওল—অগ্নির দীপক, রুচিকারক, কফঘ্ন, বিশদ (নির্ম্মলত্বকারক), লঘুপাক। ইহা অর্শো-রোগির সুপথ্য।

ভূকন্দ—অত্যন্ত দোষবর্দ্ধক॥ ১১৪

পত্রশাক, পুষ্পশাক, ফলশাক, ডাঁটাশাক ও কন্দশাক ইহারা যথাক্রমে গুরুপাক। অর্থাৎ পত্রশাক অপেক্ষা পুষ্পশাক, তদপেক্ষা ফলশাক ইত্যাদিক্রমে গুরু॥ ১১৫

সর্ব্বপ্রকার শাকের মধ্যে জীবন্তীশাক শ্রেষ্ঠ এবং সর্ষপ শাক সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট॥ ১১৬

ইতি শাকবর্গ।

ফলবর্গ।

যত প্রকার ফল আছে তন্মধ্যে দ্রাক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা শুক্রবর্দ্ধক,চক্ষুর হিতকর,মলমূত্রনিঃসারক, মধুর রস, মধুর বিপাক, ঈষৎ কষায়, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য ও গুরুপাক। দ্রাক্ষা—বায়ু, রক্তপিত্ত, মুখ-তিক্ততা, মদাত্যয়, তৃষ্ণা, কাস, শ্রম, শ্বাস, স্বরভেদ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নষ্ট করে॥ ১১৭।১১৮

মধুররসান্বিত দাড়িম—পিত্তপ্রধানত্রিদোষনাশক। অম্ল দাড়িম—পিত্তের অবিরোধী (অর্থাৎ ইহা পিত্তকে প্রশমিত বা প্রকুপিত করে না), অনতি উষ্ণ ও বাতশ্লেষ্মনাশক। সকলপ্রকার দাড়িম—হৃদ্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক, রুচিজনক ও অগ্নিবর্দ্ধক॥ ১১৯

কদলী, খেজুর, কাঁটাল, নারিকেল, ফল্‌সা, আমড়া, তাল, গাম্ভারীফল, ক্ষীরিণী, মৌলফল, সৌবীর বদর, অঙ্কোল্ল (বিল্ব), কাকডুমুর, শেলু, বাদাম, পেস্তা, আখ্‌রোট, দন্তীফল, আঁকোড় ফল, উরুমাণ (পশ্চিমে ইহাকে সায়ীফল বলে) ও পিয়ালফল—ইহারা গুরুপাক, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত প্রসাদক, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং দাহ ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশক॥ ১২০—১২২

তালফল—পিত্তকারক। গাম্ভারীফল—সারক, শীতবীর্য্য, মলমূত্রের বিবন্ধনাশক, কেশের হিতকর, মেধাবর্দ্ধক ও রসায়ন। বাদাম প্রভৃতি ফল সমূহ—উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তজনক, মল-নিঃসারক, অতিশয় বায়ুনাশক ও স্নিগ্ধ; পিয়ালফল—অনুষ্ণবীর্য্য; পিয়ালফলের মজ্জা—মধুর রস, শুক্রজনক ও বাতপিত্তনাশক। কোলমজ্জা—(কুলের আঁটির শাঁস) পিয়ালমজ্জার ন্যায় গুণবিশিষ্ট; অধিকন্তু ইহা পিপাসা, বমি ও কাসনাশক॥ ১২৩ ১২৫

পক্ববিল্ব—দুষ্পাচ্য, দোষবর্দ্ধক, পূতিবায়ুজনক (বাতকর্ম্মে দুর্গন্ধ করে)। কচিবেল—অগ্নি-দীপক এবং কফ ও বায়ু নাশক। উক্ত উভয় প্রকার বিল্বই মলমূত্রাদির সংগ্রাহক॥ ১২৬

কাঁচা কয়েতবেল—স্বরঘ্ন ও দোসজনক; পাকা কয়েতবেল—দোষনাশক এবং হিক্কা ও বমি নিবারক। কাচা পাকা সমস্ত কয়েতবেলই মলসংগ্রাহক ও বিষনাশক॥ ১২৭

জাম—গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, শীতবীর্য্য, অত্যন্ত বায়ু কারক, মলমূত্রসংগ্রাহক, স্বরের অহিত কারক ও কফপিত্তনাশক॥ ২২৮

কচি আম—বায়ুজনক ও রক্তপিত্তকারক। বদ্ধাস্থি (যাহার আঁটি হইয়াছে এমন) আম—কফপিত্তজনক। পাকা আম—গুরুপাক, বাতঘ্ন, মধুরাম্লরস, শ্লেষ্মজনক ও শুক্রবর্দ্ধক॥ ১২৮

বৃক্ষাম্ল (তেঁতুল)—মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু ও বাতশ্লেষ্মনাশক॥ ১২৯

শাঁইফল—গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, কেশঘ্ন ও রুক্ষ।

পীলুফল—পিত্তজনক, কফবাতনাশক, মলভেদক এবং প্লীহা, অর্শঃ কৃমি ও গুল্মরোগ নাশক। যে পীলু ঈষৎ তিক্ত ও মধুর রস তাহা কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য ও ত্রিদোষনাশক॥ ১৩০।১৩১

মাতুলুঙ্গ (টাবালেবু) ত্বক্—তিক্তকটুরস, স্নিগ্ধ ও বায়ুনাশক। ইহার শাঁস পুষ্টিকারক, মধুর রস, বাতপিত্তঘ্ন ও গুরুপাক। মাতুলুঙ্গের কেশর—লঘুপাক এবং কাস, শ্বাস, হিক্কা, মদাত্যয়, মুখশোষ, বায়ু, শ্লেষ্মা, মলবদ্ধতা, বমন, অরুচি, গুল্ম, উদর, অর্শঃ শূল ও মন্দাগ্নি নাশক॥ ১৩২।১৩৩

ভেলার ত্বক্ ও শাঁস—পুষ্টিকারক, মধুর রস ও শীতবীর্য্য। ইহার আঁটি অগ্নিসম তীক্ষ্ণ (গাত্রে লাগিলে ফোস্কা হয়), মেধাবর্দ্ধক ও অত্যন্ত বাতশ্লেষ্মনাশক॥ ১৩৪

পারেবত (পেয়ারা) ফল দুই প্রকার, মধুর ও অম্ল। মধুর পারেবত শীতবীর্য্য এবং অম্ল পারেবত উষ্ণবীর্য্য; ইহারা গুরুপাক, রুচিকারক ও অত্যগ্নিপ্রশমক।

কাঁচা আরুক ফল—মধুর রস ও রুচিজনক। পক্ক আরুক ফল—কিঞ্চিদুষ্ণবীর্য্য, কিঞ্চিৎ গুরুপাক ও কিঞ্চিৎ দোষ জনক। ইহা শীঘ্র জীর্ণ হয়॥ ১৩৫।১৩৬

দ্রাক্ষা ফলসা ও করমচা ইহারা কাঁচা অবস্থায় অম্ল রস, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন ও মলনিঃসারক॥ ১৩৭

কুল, শেয়াকুল, ডেলোমান্দার, আমড়া, আরুক, নারঙ্গীলেবু, জামীর, তূঁদ ও মৃগলিণ্ডিক ইহারা কাঁচা অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত দ্রাক্ষাদি ফলের ন্যায় অম্লাদিগুণবিশিষ্ট। করমচা পক্ক ও শুষ্ক হইলে অতিপিত্তকারক হয় না॥ ১৩৮

শুষ্ক তেঁতুল ও কুল—অগ্নির উদ্দীপক, ভেদক, লঘুপাক, তৃষ্ণা পরিশ্রম ও ক্লান্তির নাশক, এবং কফ ও বায়ুর পক্ষে হিতকর॥ ১৩৯

সমস্ত ফলের মধ্যে লকুচ (ডেহুমাদার) অপকৃষ্ট। ইহা সর্ব্বদোষজনক॥ ১৪০

যে ধান্য—হিম, প্রবৃদ্ধ বায়ু (ঝড়), আতপ, দুষ্ট বায়ু (পূর্ব্ব বায়ু) ও সর্পাদির লালামূত্র প্রভৃতি দ্বারা দূষিত, যাহা কীটযুক্ত (পোকাধরা), জলমগ্ন, বিপরীত ভূমিতে জাত, বা অসময়ে (অন্য ঋতুতে) উৎপন্ন, যাহা অন্য বিজাতীয় ধান্য মিশ্রিত কিংবা যাহা অতি পুরাতনত্ব প্রযুক্ত হীনবীর্য্য সে সকল ধান্য পরিত্যাগ করিবে। যে সকল শাক রুক্ষ, তৈলাদি না দিয়া কেবল জলে (কিংবা কাঁজি প্রভৃতিতে) সিদ্ধ, অকোমল, অসঞ্জাত রস ও শুষ্ক তাহা পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু শুষ্ক মূলা পরিত্যাজ্য নহে। ফল সকলও উক্তরূপ দূষিত হইলে বা কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করিবে না। কেবল কাঁচাবেল গ্রহণ করিবে। ইহা প্রশস্ত॥ ১৪১-১৪৩

ইতি ফলবর্গ।

লবণবর্গ।

সর্ব্বপ্রকার লবণ—বিষ্যন্দি (পিণ্ডীভূত কফাদির বিলীনতা কারক), সূক্ষ্মস্রোতোগামী, মলমূত্রাদির নিঃসারক, বাতঘ্ন, পাকী (অন্তর্ব্রণের পাক কারক), তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক ও পিত্তশ্লেষ্মজনক॥ ১৪৪

লবণের মধ্যে সৈন্ধবলবণ—ঈষৎ মধুর রস, বৃষ্য, হৃদ্য, ত্রিদোষনাশক, লঘু, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, চক্ষুষ্য, কিঞ্চিৎ বিদাহী ও অগ্নিদীপক॥ ১৪৫

সচল লবণ—লঘু, হৃদয়ের হিতকর, সুগন্ধি, উদ্গার শোধক, কটুবিপাক, মলাদির বিবদ্ধতা নাশক, অগ্নিদীপক ও রুচিজনক॥ ১৪৬

বিট্‌লবণ—ঊর্দ্ধ ও অধোগত কফ এবং বায়ুর অনুলোমক, অগ্নিদীপক ও মলমূত্রাদির বিবন্ধনাশক। ইহা দ্বারা আনাহ, বিষ্টম্ভ, শূল ও উদরের ভার নষ্ট হয়॥ ১৪৭

সামুদ্র লবণ—মধুরবিপাক, গুরুপাক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

ঔদ্ভিদ লবণ—ঈষৎ তিক্তান্বিত কটুরস, ক্ষারগুণযুক্ত, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও উৎক্লেদি (দোষের উৎক্লেশজনক) ॥ ১৪৮

কাললবণ—সৌবর্চ্চল লবণের ন্যায় গুণবিশিষ্ট কিন্তু সুগন্ধহীন।

রোমকলবণ—লঘু। পাঙ্গালবণ—ঈষৎ ক্ষারযুক্ত, শ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক।

লবণের প্রয়োগ কালে সৈন্ধবাদি প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ একটী লবণের প্রয়োগ থাকিলে কেবল সৈন্ধব প্রয়োগ করিবে। লবণদ্বয় বলা থাকিলে সৈন্ধব ও সচল এবং লবণত্রয় উক্ত থাকিলে সৈন্ধব সচল ও বিট্ লবণ এইরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১৪৯

যবক্ষার—গুল্ম, হৃদ্রোগ, গ্রহণীরোগ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, আনাহ, গলরোগ, শ্বাস, অর্শোরোগ, কফ ও কাস নষ্ট করে ॥ ১৫০

সর্ব্বপ্রকার ক্ষারই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমিনাশক, লঘুপাক, রক্তপিত্তদূষক, পাককারী, ছেদী (মেদঃশ্লেষ্মাদির গ্রন্থি ছেদক), হৃদয়ের অপ্রিয়, বিদারণ (পক্ক স্ফোটকাদির বিদারক), এবং কটু ও লবণ রস বাহুল্য হেতু শুক্র ওজঃ কেশ ও চক্ষুর অহিতকর ॥ ১৫১

হিঙ্গু (হিঙ্)—বায়ু কফ আনাহ ও শূলের নাশক, পিত্তপ্রকোপক, কটুবিপাক, কটুরস, রুচিজনক, অগ্নিদীপক, পাচক ও লঘুপাক ॥ ১৫২

হরীতকী—কষায়রসপ্রধান, মধুরবিপাক, রুক্ষ, লবণরসহীন (ইহাতে লবণ ব্যতীত পাঁচটীরস আছে, তন্মধ্যে কষায় রস অধিক), লঘুপাক, অগ্নির দীপ্তিকারক, পাচক, মেধাবর্দ্ধক, অত্যন্ত বয়ঃস্থাপক, উষ্ণবীর্য্য, সারক, বায়ুর হিতকর এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বলপ্রদ। ইহাদ্বারা কুষ্ঠ, বৈবর্ণ্য, স্বরবিকার, পুরাতন বিষমজ্বর, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগ, কামলা, গ্রহণীরোগ, শোষ, শোথ, অতিসার, মেদোরোগ, মোহ, বমি, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, কফপ্রসেক, অর্শঃ, প্লীহা, আনাহ, গরদোষ, উদররোগ, মলমূত্রাদির স্রোতোবিবন্ধ, গুল্ম, উরুস্তম্ভ, অরুচি এবং কফবাতজনিত যাবতীয় রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫৩—১৫৬

আমলকী—হরীতকীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট। বিশেষ এই যে, ইহা শীতবীর্য্য অম্লরস ও পিত্তশ্লেষ্মনাশক।

বহেড়া—কটুবিপাক, শীতবীর্য্য, কেশের পক্ষে হিতকর এবং হরীতকী ও আমলকী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণবিশিষ্ট ॥ ১৫৭

ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া মিলিত এই তিনটী দ্রব্যের নাম ত্রিফলা) অত্যন্ত রসায়নী, ব্রণরোপণী এবং অক্ষিরোগ নাশিনী। ইহা দ্বারা কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ, ক্লেদ (ব্রণাদির স্রাব), মেদোরোগ, মেহ, কফ ও রক্তদুষ্টি নষ্ট হয় ॥ ১৫৮

গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাচ মিলিত এই দ্রব্যত্রয়ের নাম ত্রিজাতক; ইহাদের সহিত নাগকেশর মিলিত করিলে তাহাকে চাতুর্জাতক বলে। এই ত্রিজাতক ও চাতুর্জ্জাতক পিত্তপ্রকোপক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, ও রুচিকারক ॥ ১৫৯

মরিচ—কটুরস, কটুবিপাক, কফঘ্ন ও লঘুপাক ॥ ১৬০

কাঁচা পিপুল—শ্লেষ্মজনক, মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক ও স্নিগ্ধ। শুষ্ক পিপ্পলী—কাঁচা পিপুলের বিপরীত গুণযুক্ত অর্থাৎ শ্লেষ্মনাশক, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য ও লঘুপাক, এবং স্নিগ্ধ, বৃষ্য,

মধুরবিপাক ও সারক। ইহা দ্বারা বায়ু, শ্লেষ্মা, শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। পিপ্পলী এবংবিধ গুণবিশিষ্ট হইলেও রসায়ন বিধি ভিন্ন ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করিবে না॥ ১৬১।১৬২

শুঁঠ—অগ্নিদীপক, বৃষ্য, মলসংগ্রাহক, হৃদয়-প্রিয়, মলমূত্রাদির বিবন্ধনাশক, রুচিকর, লঘুপাক, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও বাতশ্লেষ্মনাশক॥ ১৬৩

আদা শুঁঠের ন্যায় গুণযুক্ত। শুঁঠ পিপুল ও মরিচ এই তিনটীকে ত্রিকটু কহে। ত্রিকটু সেবনে স্থৌল্য, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, শ্লীপদ ও পীনস রোগ নষ্ট হয়॥ ১৬৪

চৈ ও পিপুলমূল মরিচ হইতে কিঞ্চিৎ অল্পগুণবিশিষ্ট। অর্থাৎ ইহারাও কটুরস, কটু-বিপাক, কফঘ্ন ও লঘুপাক॥ ১৬৫

চিতা অগ্নিতুল্য গুণকারী অর্থাৎ পাকে অত্যন্ত উষ্ণ। ইহা শোথ অর্শঃ কৃমি ও কুষ্ঠ রোগ নষ্ট করে॥ ১৬৬

মরিচ ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি দ্রব্যকে (অর্থাৎ পিপুল, পিপুল মূল, শুঁঠ, চৈ ও চিতা) পঞ্চ-কোল কহে। ইহা গুল্ম, প্লীহা, উদর, আনাহ ও শূলনাশক এবং অতিশয় অগ্নির দীপক॥১৬৭

বেল, গাম্ভার, গণিয়ারী, পারুল ও শোণা মিলিত এই সকল দ্রব্যের মূলের ছালকে মহাপঞ্চমূল বলে। মহাপঞ্চমূল—কষায়তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও বাতশ্লেষ্মনাশক॥ ১৬৮

মিলিত বৃহতী, কণ্টকারী, শালপাণি, চাকুলে ও গোক্ষুর এই পাঁচটী দ্রব্যকে স্বল্প পঞ্চমূল কহে। ইহা মধুররস, মধুরবিপাক, নাতিশীতোষ্ণ ও ত্রিদোষনাশক॥ ১৬৯

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ড, মুগানি ও মাষাণি এই পাঁচটীকে মধ্যম পঞ্চমূল কহে। ইহা বাত-শ্লেষ্মনাশক, অল্পপিত্তজনক ও সারক॥ ১৭০

শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, জীবক ও ঋষভক এই পাঁচটীকে জীবনাখ্য পঞ্চমূল কহে। এই পঞ্চমূল—চক্ষুর হিতকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বাতপিত্ত নাশক॥১৭১

কুশ, কাস, ইক্ষু, শর ও শালিধান্য ইহাদের মূলকে তৃণপঞ্চমূল কহে। ইহা পিত্তজিৎ॥ ১৭২

নিত্য ব্যবহার্য্য শূকধান্য বর্গ, শিম্বীধান্য বর্গ, কৃতান্নবর্গ, মাংস বর্গ, শাকবর্গ, ফলবর্গ ও ঔষধ বর্গ সংক্ষেপে কথিত হইল। অর্থাৎ যাহা প্রতিদিন সেব্য, তাহা কিঞ্চিন্মাত্র বলা হইল। নতুবা মাত্রা, সংযোগ, ক্রিয়া, দেশ ও কালাদিভেদে পৃথক্ ভাবে বর্ণনা করিলে গ্রন্থের গৌরব হইয়া পড়ে॥ ১৭৩

ইতি বিবিধৌষধি বর্গ।

ইতি সূত্রস্থানে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা অন্নপানরক্ষাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। অন্নপান পথ্য হইলেও যদি তাহা বিষাদি দ্বারা দুষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই অন্নপান সেবনে রোগ বা মৃত্যু হইতে পারে ; অতএব অন্নরক্ষাধ্যায় কথিত হইতেছে ॥ ১

রাজা রাজবাটীর সমীপবর্ত্তিস্থানে বৈদ্যকে বাস করাইবেন। তাহা হইলে বৈদ্য সকল সময়ে রাজার অন্নপানশয্যামাল্যাদি বিষয়ে অবহিত হইতে পারিবেন ॥ ২

সকলেরই অন্নপানাদি বিষাদি হইতে রক্ষা করা অবশ্য উচিত ; তবে রাজার অন্ন পান শয়ন বস্ত্র গন্ধ রত্ন মাল্য প্রভৃতি বিষসংস্পর্শ হইতে বিশেষভাবে রক্ষণীয়, কারণ যোগ (অলব্ধ অন্নবস্ত্রাদির লাভোপায়) ও ক্ষেম (লব্ধ অন্নবস্ত্রাদির রক্ষণ) রাজার অধীন ; এবং ধর্ম্ম অর্থ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ যোগক্ষেমের অধীন। (এ বিষয়ে রাজার প্রাধান্য থাকায় এবং রাজার গুপ্তশত্রু অধিক বলিয়া তাঁহারই অন্নপানাদি বিশেষভাবে রক্ষা করিতে বলা হইল) ॥ ৩

বিষদুষ্ট অন্নের লক্ষণ—বিষযুক্ত অন্ন বিলেপীর ন্যায় গাঢ় ও অবিস্রাবী (ফেন নির্গত হয় না)। ইহা অনেক বিলম্বে পাক হয়। সদ্যঃ পক্ব অন্ন পর্য্যুষিতবৎ (বাসীভাতের ন্যায়) প্রতীত হয়। বিষযুক্ত অন্ন হইতে ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় নানাবর্ণবিশিষ্ট বাষ্প নির্গত হয়। ইহা বর্ণ গন্ধ ও রসাদিহীন, ক্লেদযুক্ত এবং চন্দ্রকব্যাপ্ত (ময়ূরপিচ্ছের চাঁদের ন্যায় নানাবর্ণযুক্ত)। এই অন্ন:সেবনে মোহ মূর্চ্ছা ও প্রসেক (শ্লেষ্মনিষ্ঠীবন) হয় ॥ ৪ । ৫

ব্যঞ্জন পরীক্ষা—বিষাক্ত সূপাদি (দধি দাড়িম রসাদির দ্বারা সংস্কৃত হইলেও) শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার ঝোল দেখিতে মলিন হয় এবং তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়িলে তাহা হীনাঙ্গ অতিরিক্তাঙ্গ বা বিকৃতাঙ্গ দৃষ্ট হয় অথবা একবারেই দেখা যায় না। বিষযুক্ত ব্যঞ্জনে ফেন ঊর্দ্ধরেখা সীমন্ত তন্তু ও বুদ্‌বুদের উৎপত্তি হয়। এবং রাগ ষাড়ব শাক ও মৎস্যমাংসাদি বিচ্ছিন্ন ও বিরস হইয়া থাকে ॥ ৬ । ৭

বিষাক্ত মাংস রসে নীলবর্ণ রেখা, দুগ্ধে তাম্রবর্ণ, দধিতে শ্যাববর্ণ, তক্রে ঈষৎ নীলাভ পীতবর্ণ, ঘৃতে জল সদৃশ, মদ্য ও জলে কৃষ্ণবর্ণ, মধুতে সবুজবর্ণ, তৈলে ঈষৎ লোহিতবর্ণ, দধির মাতে কপোতবর্ণ ও তুষোদকে কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখা যায়।

বিষযুক্ত অপক্বফল পক্ব হয় এবং পক্বফল পচিয়া যায়। আর্দ্রদ্রব্য মলিন ও শুষ্কদ্রব্য বিবর্ণ হইয়া থাকে। বিষাক্ত মৃদু ও কঠিন দ্রব্যের স্পর্শ-বিপর্য্যয় হয় অর্থাৎ মৃদু দ্রব্য কঠিনস্পর্শ ও কঠিন দ্রব্য মৃদুস্পর্শ হইয়া থাকে ॥ ৮—১০

বিষদুষ্ট মাল্যের পুষ্পের অগ্রভাগ স্ফুটিত হয় এবং ইহা ম্লান ও স্বগন্ধহীন হইয়া থাকে। বস্ত্রে কৃষ্ণবর্ণ চক্রাকার দাগ হয় এবং প্রান্তস্থ সূত্রসমূহ বিশীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১১

লৌহাদি ধাতু সমূহ, মুক্তা, কাষ্ঠ, প্রস্তর খণ্ড ও হীরক মরকতাদি রত্ন সমূহ বিষযুক্ত হইলে মলিন (পঙ্কলিপ্তবৎ), চিক্কণতাশূন্য, শৈত্যাদিস্পর্শহীন ও হীনপ্রভ হইয়া থাকে। মৃত্তিকার পাত্র বিষযুক্ত হইলে প্রভাযুক্ত হয় ॥ ১২

বিষদাতার লক্ষণ—বিষপ্রদাতার মুখ শুষ্ক ও শ্যাববর্ণ হয়। সে ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করে। নিজের দোষ শঙ্কা করিয়া ঘামিয়া উঠে, কাঁপে, ত্রস্ত হয়, ভীত (উদ্বেগযুক্ত) হয়, স্তম্ভাদির অন্তরালে আত্মগোপন করিতে গেলে স্খলিতপদ হয় এবং বারংবার হাই তুলিতে থাকে। (এতদ্ব্যতীত সে ব্যক্তি অস্থানে হাস্য করে এবং কিছু জিজ্ঞাসা করিলে অসম্বন্ধ উত্তর দেয়, কিংবা উত্তর দেয়ই না, কিছু বলিতে গেলে মোহপ্রাপ্ত হয়, আঙ্গুল ফুটায়, মাথা চুলকায়, ঠোঁট চাটে, মাটীতে আঁক্ পাড়ে, এক জায়গায় স্থির থাকে না, বিপরীত আচরণ করে, কোন কাজ উপলক্ষ্য করিয়া সে স্থান হইতে পলাইতে চেষ্টা করে, এইগুলিও বিষদাতার লক্ষণ)॥ ১৩

সবিষ অন্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি একাবর্ত্ত হইয়া জলিতে থাকে। চট্‌চট্ করিয়া শব্দ হয়। ইহার ধূম ও শিখা ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় অনেক বর্ণ বিশিষ্ট হয় অথবা একবারে শিখা দেখা যায় না এবং অগ্নি হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। এই ধূম লাগিলে প্রসেক, লোমাঞ্চ, শিরঃপীড়া, পীনস ও দৃষ্টির আকুলতা প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে॥ ১৪

বিষাক্ত অন্ন আহার করিলে মক্ষিকা মরিয়া যায়। (মক্ষিকা সবিষ অন্নে বসে না, বসিলে সদ্যই মরিয়া থাকে)। কাক ক্ষীণস্বর হয়। বিষ দুষ্ট অন্ন দেখিলে শুকপক্ষী, দাত্যূহ (ডাহুক), ও সারিকা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে, হংস গতিভ্রষ্ট হয়, জীবঞ্জীব গ্লানিযুক্ত হয় (কাহারও মৃত্যুও হয়), চকোরের চক্ষু বিবর্ণ হয়। ক্রৌঞ্চের মত্ততা জন্মে। কপোত, কোকিল, কুক্কুট ও চক্রবাক প্রাণত্যাগ করে, বিড়াল উদ্বিগ্ন হয়, বানর মলত্যাগ করে। ময়ূর হৃষ্ট হয়, তজ্জন্য বিষও মন্দ তেজ হইয়া থাকে। এই প্রকারে পরীক্ষা দ্বারা অন্নকে বিষাক্ত জানিয়া তাহা এমন ভাবে দূরে নিক্ষেপ করিবে, যেন তদ্দারা ক্ষুদ্র জন্তুও বিপন্ন না হয়॥ ১৪-১৮

বিষ-সংযুক্ত অন্ন হস্তাদি দ্বারা স্পর্শ করিলে কণ্ডু, অঙ্গ বিশেষে বা সর্ব্বাঙ্গে দাহ, জ্বর, শূল, স্ফোটক, স্পর্শশক্তিহীনতা, শোথ এবং নখ ও রোমের চ্যুতি এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বিষস্পর্শজনিত কণ্ডু প্রভৃতি রোগে বিষঘ্ন ঔষধের কাথ দ্বারা পরিষেক করিবে। এবং বেণার মূল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বিট্‌খদির, তালীশপত্র, কুড়, গুলঞ্চ ও তগরপাদুকা এই সকল দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা প্রশস্ত॥ ১৯।২০

বিষাক্ত অন্ন মুখগত হইলে লালাস্রাব, জিহ্বা ও ওষ্ঠের জড়তা, মুখ মধ্যে দাহ, চিমিচিমিবদ্ বেদনা, দন্তহর্ষ, রসজ্ঞানাভাব ও হনুস্তম্ভ (চোয়াল ধরিয়া যাওয়া) এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বেণার মূল প্রভৃতির কাথ দ্বারা গণ্ডূষ ধারণ ও বিষনাশক সমস্ত ক্রিয়া হিতকর॥ ২১

বিষান্ন আমাশয়গত হইলে স্বেদ, মূর্চ্ছা, উদরাধ্মান, মত্ততা, ভ্রম, রোমহর্ষ, বমি, দাহ, চক্ষুর অবসাদ, হৃদয়ের স্তব্ধতা ও শরীরে নানাবর্ণ বিশিষ্ট বিন্দু বিন্দু চিহ্নোৎপত্তি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। বিষ-দুষ্ট অন্ন পক্কাশয়গত হইলে নানাবর্ণের বমি, মূত্র ও মল নির্গত হয়। ইহাতে তন্দ্রা, কার্শ্য, পাণ্ডুতা, উদর রোগ ও বলক্ষয় হইয়া থাকে। আমাশয়গত বিষে ও পক্কাশয়গত বিষে রোগিকে যথাযোগ্য বমন এবং বিরেচন দিয়া বিষ দোষ শান্তির জন্য হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটভী (কাঁটা শিরীষ), গুড়, নিসিন্দা, শিম, রাঁধুনী, দুর্ব্বা, কাঁটানটে বা ক্ষুদেনটের মূল,

কুক্কুটের ডিম ও সোমরাজী বীজ এই সকল দ্রব্য যুক্তিপূর্ব্বক নস্য অঞ্জন ও পানার্থ প্রয়োগ করিবে ॥ ২২ ২৫

বিষভোজি ব্যক্তিকে বমনবিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ-দেহ করিয়া যথা সময়ে হৃদয় শুদ্ধির জন্য সূক্ষ্ম তাম্র চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইবে। হৃদয় শুদ্ধ হইলে পর, অর্দ্ধ তোলা পরিমিত স্বর্ণ চূর্ণ প্রয়োগ করিবে ॥ ২৬

সুবর্ণ-সেবির শরীরে পদ্মপত্রে জলের ন্যায় বিষ সংলগ্ন হয় না। পরন্তু ইহা দ্বারা আয়ু-বর্দ্ধিত হয়। বিষদোষ নাশার্থ যে সকল ব্যবস্থা কথিত হইল, গরবিষ নাশার্থও সেই সমস্ত বিধি অবলম্বন করিবে ॥ ২৭

বিরুদ্ধ আহারও বিষতুল্য ও গরতুল্য জানিবে। অর্থাৎ বিষ বা গরবিষ সেবনে যেমন রোগ বা মৃত্যু হয়, বিরুদ্ধ আহার দ্বারাও সেই রূপ রোগ বা মৃত্যু হইয়া থাকে। সেই জন্য বিরুদ্ধ আহারের বিষয় বলা যাইতেছে ॥ ২৮

মাষকলাই, মধু, দুগ্ধ, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন, মৃণাল, মূলা ও গুড় এই সাতটী দ্রব্যের সহিত আনূপ মাংস বিরুদ্ধ হয়। আনূপ মাংসের মধ্যে মৎস্য বিশেষতঃ চিলিচিম মৎস্য দুগ্ধের সহিত অতীব বিরুদ্ধ (চিলিচিম মৎস্যের গাত্রে আঁইস ও লালবর্ণ রেখা থাকে এবং ইহার চক্ষু রক্ত বর্ণ হয়। এই মৎস্য প্রায়ই ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে।) ॥ ২৯

দুগ্ধের সহিত সর্ব্বপ্রকার অম্ল এবং পক্ক বা অপক্ক সর্ব্বপ্রকার ফল বিরুদ্ধ (মুনি বলেন, দুগ্ধসহ সমস্ত ফল বিরুদ্ধ হয় না, নিম্নলিখিত ফল গুলি বিরুদ্ধ হইয়া থাকে ; যথা—আম (অম্ল), আমড়া, ডেলোমান্দার, করমচা, মোচা, জামির, কুল, কোশাম্র, চাল্‌তা, জাম, কয়েতবেল, তেঁতুল, পারেবত, আখ্‌রোট, কাঁটাল, নারিকেল, দাড়িম ও আমলকী এবং এই প্রকার অন্যান্য ফল সকল।) ॥ ৩০

কুলত্থ কলাই, বরক (চীনাধান), কাঙ্গণীধান্য, বল্ল (শিম্বীধান্য বিশেষ) ও বনমুগ—ইহারা দুগ্ধসহ বিরুদ্ধ ॥ ৩১

মূলা প্রভৃতি কাঁচা জিনিস খাইয়া দুগ্ধ পান করিবে না ॥ ৩২

বরাহ মাংস শজারু মাংসের সহিত, হরিণ ও কুক্কুটের মাংস দধির সহিত, কাঁচা মাংস পিত্তের সহিত, মূলা মাষকলায়ের যূষের সহিত, মেষ মাংস কুসুমশাকের সহিত, অঙ্কুরিত শস্যের অন্ন মৃণালের সহিত, ডেলোমাদারের ফল—মাষকলায়ের যূষ গুড় দুগ্ধ দধি ও ঘৃতের সহিত, কদলীফল তক্র দধি বা তালফলের সহিত, কাকমাচী শুঁঠ পিপুল মধু বা গুড়ের সহিত অথবা মৎস্য সন্তলন পাত্রে কিংবা শুণ্ঠীভাণ্ডে সিদ্ধ কাকমাচী বা ইচ্ছামত যে কোন পাত্রে সিদ্ধ ও পর্য্যুষিত কাকমাচী ভোজন করিবে না ॥ ৩৩—৩৬

মৎস্য-সন্তলন তৈলে (মাছ ভাজা তেলে) পাক করা পিপুল ত্যাগ করিবে। কাঁসার পাত্রে যে ঘৃত দশ দিন পর্য্যন্ত থাকে, সে ঘৃত পরিত্যাজ্য। ভেলা সেবন কালে উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য ত্যাগ করিবে ॥ ৩৭

ভাস পক্ষীর শূল্যমাংস (শিক্‌কাবাব্‌) বিরুদ্ধ। তক্র সাধিত কম্পিল্ল (কমলাগুঁড়ি) বিরুদ্ধ জানিবে। (সংগ্রহে এ বিষয়ে কিছু অধিক বলা হইয়াছে ; যথা—সৌবীরের সহিত তিলশস্কুলী

(তিল পিঠা), দুগ্ধের সহিত লবণ, মাখনের সহিত শাক, নূতন দ্রব্যের সহিত পুরাতন, অপক্ক দ্রব্যের সহিত পক্ক দ্রব্য, উষ্ণাভিতপ্ত হইয়া সহসা জলাবগাহন প্রভৃতি বিরুদ্ধ ; ইহা তত্তদ্‌গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ।) ॥ ৩৮

পায়স, সুরা ও খিচুড়ী একত্র খাইবে না। মধু ঘৃত বসা তৈল ও জল এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে দুই দুইটী বা তিন তিনটী করিয়া একত্র পান করা বিরুদ্ধ। যেমন মধু ঘৃত, মধু বসা, মধু তৈল ও মধু জল ; তিনটী—মধু ঘৃত তৈল ইত্যাদি ॥ ৩৯

মধু ও ঘৃত ভিন্নাংশে পান করিয়াও যদি বৃষ্টির জল অনুপান করা যায়, তাহা হইলে বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। মধু ও পদ্মবীজ অথবা মাধ্বীক মদ্য খর্জ্জুরাসব ও শার্কর মদ্য একত্র পান বিরুদ্ধ। পায়স ভোজনের পর মন্থ (জলে গোলা ছাতু) পান কিংবা কটুতৈল সাধিত হরিদ্রা (শাক বিশেষ, দেখিতে সর্পচ্ছত্রের ন্যায় পীতবর্ণ) খাওয়া বিরুদ্ধ ॥ ৪০

পুঁইশাক তিল কল্কের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে অতিসার হয় ॥ ৪১

বকপক্ষীর মাংস বারুণীমদ্যের সহিত কিংবা কুল্মাষের (অর্দ্ধসিদ্ধ মুদ্‌গাদির) সহিত সেবন বিরুদ্ধ। আর এই বকমাংস যদি শূকরের বসায় ভাজিয়া খাওয়া যায়, তাহা হইলে সদ্যঃ প্রাণ নষ্ট হয় ॥ ৪২

এইরূপ তিত্তিরি ময়ূর গোসাপ লাবপক্ষী ও কপিঞ্জল (চাতক) ইহাদের মাংস এরণ্ডকাষ্ঠের অগ্নিতে এরণ্ড তৈল সহ সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলেও সদ্যঃ মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৪৩

হরিয়াল পক্ষীর মাংস হারিদ্র শলাকায় গাঁথিয়া হরিদ্রার অগ্নিতে পাক করিয়া আহার করিলে কিংবা ঐ মাংস ভস্ম ধূলিতে ধূসরিত করিয়া মধুসহ ভোজন করিলে সদ্যঃ মৃত্যু হয় ॥ ৪৪।৪৫

সমস্ত দ্রব্যের বিরুদ্ধ সংগ্রহ করিয়া লেখা অসাধ্য ; কারণ দ্রব্য অনন্তবিধ। সুতরাং সংক্ষেপে লক্ষণ বলা যাইতেছে। যে সকল অন্ন পান বা ঔষধ, দোষ সমূহকে স্বস্থান হইতে চালিত করিয়া শরীর হইতে বহির্নিঃসারিত করিতে পারে না, সংক্ষেপে তাহাদিগকে বিরুদ্ধ বলা যায়। এই বিরুদ্ধাহারজনিত রোগ—বমনবিরেচনাদিরূপ শোধন এবং দোষের ও তৎকৃত বিকারের বিপরীতগুণযুক্ত ঔষধ দ্বারা শমন করা কর্ত্তব্য। অথবা বিরুদ্ধ দ্রব্যের বিপরীত গুণযুক্ত দ্রব্য সেবন দ্বারা শরীরের এরূপ সংস্কার করা উচিত, যাহাতে সেবিত বিরুদ্ধ দ্রব্যও বিকৃতি উৎপাদন করিতে সমর্থ না হয় ॥ ৪৬।৪৭

যাহারা ব্যায়ামশীল, স্নিগ্ধ ও বৃষ্য আহার সাত্ম্য, দীপ্তাগ্নি, তরুণ বয়স্ক ও বলশালী, তাহাদের পক্ষে বিরুদ্ধ ভোজন পীড়াজনক হয় না। অথবা নিত্য সেবন করায় বিরুদ্ধ দ্রব্য যাহাদের সাত্ম্য হইয়াছে, তাহাদের কিংবা অল্পমাত্র বিরুদ্ধ ভোজনে রোগ জন্মে না ॥ ৪৮

অপথ্য অন্নপানাদি অভ্যস্ত হইলে তাহা কিরূপে ত্যাগ করিতে হইবে এবং পথ্য অন্নপানাদি কিরূপে অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে। অপথ্য অন্নপানাদি অভ্যস্ত হইলে তাহা পাদ (সিকি) পরিমাণে এক দুই ও তিন অন্ন কাল ব্যবধান করিয়া ত্যাগ করিবে এবং সেই অনুপাতে সুপথ্য সেবন করিবে। অভ্যস্ত অপথ্য দ্বারা তৎকালে কোন অনিষ্ট না হইলেও পরিণামে অশুভই হইয়া থাকে ; তজ্জন্য তাহা ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অত্যন্ত কুপথ্য অধিক দিনের

অভ্যস্ত হইলে তাহা চতুর্থাংশ (সিকি) পরিমাণে ত্যাগ না করিয়া ষোড়শাংশ (এক আনা) পরিমাণে ত্যাগ করিবে এবং সেই রূপ মাত্রায় সুপথ্য অভ্যাস করিবে। নতুবা চিরাভ্যস্ত অপথ্য হঠাৎ ত্যাগ করিলে ও অনভ্যস্ত সুপথ্য সহসা সেবন করিলে তদ্দ্বারা নানা বিকার জন্মিতে পারে। অপথ্য ও পথ্য যেরূপে ত্যাজ্য বা নিষেব্য তাহা স্পষ্টরূপে বলিতেছি—প্রথম অন্নকালে কুপথ্যের এক পাদ (চতুর্থাংশ) ত্যাগ করিবে এবং তৎপরিবর্ত্তে সুপথ্যের এক পাদ প্রদানপূর্ব্বক চতুষ্পাদ পূর্ণ করিয়া ভোজন করিবে। দ্বিতীয় অন্নকালে সম্পূর্ণরূপে অপথ্য সেবন করিবে (সুপথ্য সেবন করিবে না।) তৃতীয় অন্নকালে অভ্যস্ত কুপথ্যের অর্দ্ধাংশ ত্যাগ করিয়া সুপথ্য দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবে। চতুর্থ ও পঞ্চম অন্নকালে সুপথ্য না খাইয়া সম্পূর্ণ কুপথ্যই সেবন করিবে। ষষ্ঠ অন্নকালে অভ্যস্ত কুপথ্যের পাদত্রয় ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সুপথ্যের পাদত্রয় প্রদান করিয়া সেবন করিবে। তৎপরে সপ্তম অষ্টম ও নবম অন্ন কালে কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া সমস্ত অপথ্যই ভোজন করিবে। অনন্তর দশম অন্নকালে সম্পূর্ণ পথ্য সেবন করিবে এবং অপথ্য একবারে পরিত্যাগ করিবে। অধিক দিনের অভ্যস্ত অপথ্য সাত্ম্য হওয়ায় পাদ পরিমাণে ত্যাগ করিলে যদি শরীরে কোন যন্ত্রণা হয় বা অগ্নিমান্দ্যাদি পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পাদ (চতুর্থাংশ) পরিমাণে ত্যাগ না করিয়া পাদ-পাদ (ষোড়শাংশ অর্থাৎ এক আনা) পরিমাণে অপথ্য ত্যাগ ও সুপথ্য সেবন করিবে ; ইহারও নিয়ম পূর্ব্ববৎ জানিবে। অর্থাৎ প্রথম অন্নকালে সুপথ্য এক আনা সেব্য। দ্বিতীয় অন্নকালে কুপথ্য ষোল আনাই সেবন কর্ত্তব্য। তৃতীয় অন্নকালে সুপথ্য দুই আনা ও কুপথ্য চৌদ্দ আনা সেব্য, চতুর্থ ও পঞ্চম অন্নকালে সম্পূর্ণ কুপথ্যই সেব্য। ষষ্ঠ অন্ন কালে তিন আনা সুপথ্য ও তের আনা কুপথ্য সেবন করিতে হইবে। তৎপরে সপ্তম অষ্টম ও নবম অন্নকালে সমস্ত অপথ্য সেব্য। দশম অন্নকালে চারি আনা (পাদ) সুপথ্য ও বার আনা (ত্রিপাদ) অপথ্য সেবনীয়। এইরূপে যতদিন সুপথ্যের ষোড়শ ভাগ (ষোল আনা) পূর্ণ না হয়, ততদিন এক দুই বা তিন অন্নকাল ব্যবধান করিয়া সেবন করিবে॥ ৪৯

এই পূর্ব্বোক্ত ক্রম বর্জ্জন করিয়া সহসা অপথ্য ত্যাগ ও পথ্য সেবন করিলে সাত্ম্যত্যাগ জনিত ও অসাত্ম্য সেবন জনিত রোগ হইয়া থাকে। কারণ কুপথ্য অধিকদিন অভ্যস্ত হইলে তাহা সাত্ম্য (শরীরের অনুকূল) হয় এবং সুপথ্যও বহুদিন ত্যাগ করিলে তাহা অসাত্ম্য (স্বাস্থ্যের অনুপযোগী) হইয়া থাকে॥ ৫০

নিয়মানুসারে অপথ্য ত্যাগ ও পথ্য সেবন করিলে তদ্দ্বারা সুফল দর্শে। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম দ্বারা অপথ্যাভ্যাস জনিত দোষ সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে আর পুনরায় উৎপন্ন হয় না এবং পথ্য সেবন জনিত গুণসমূহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়॥ ৫১

অত্যন্ত সন্নিহিত, দূষণস্বভাব বাতাদিদোষসমূহকে, অহিত আহারাদি দ্বারা পুনরায় দূষিত করা বিদ্বান্ ব্যক্তির উপযুক্ত নহে। (অতএব অহিতাহার সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়)॥ ৫২

স্তম্ভ দ্বারা যেরূপ গৃহ ধৃত হয়, তদ্রূপ যুক্তিপূর্ব্বক সেবিত আহার নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা নিত্য শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে। এই তিনটীর মধ্যে আহারের বিষয় ঋতুচর্য্যাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। জ্বরাদি চিকিৎসাতেও বলা হইবে। নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় এখানে বলা যাইতেছে॥ ৫৩।৫৪

আরোগ্য, রোগ, পুষ্টি, কৃশতা, বল, দুর্ব্বলতা, পুরুষত্ব, ক্লীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞানতা, জীবন ও মরণ এই সমস্ত নিদ্রার অধীন জানিবে॥ ৫৫

অকালে নিষেবিত নিদ্রা, অতিনিদ্রা ও অল্পনিদ্রা, এই ত্রিবিধ দুষ্ট-নিদ্রা কালরাত্রির ন্যায় সুখ ও আয়ুঃ নষ্ট করিয়া থাকে॥ ৫৬

রাত্রিজাগরণ রুক্ষ, এবং দিবানিদ্রা স্নিগ্ধ, কিন্তু বসিয়া ঝিমান রুক্ষ বা শ্লেষ্মকারী নহে। (অপি শব্দের সামর্থ্যে এইরূপ অর্থ লব্ধ হয়—রাত্রিজাগরণও রুক্ষ কিন্তু দিবাভাগ অগ্নিগুণ-বহুল বলিয়া দিবসে জাগরণ অতিশয় রুক্ষ। আর দিবানিদ্রা স্নিগ্ধ কিন্তু সৌম্যকাল বলিয়া রাত্রিতে নিদ্রা অতিশয় স্নিগ্ধ। কাহারও অপতর্পণরূপ (রুক্ষ) জাগরণ হিতকর, কাহারও সন্তর্পণরূপ (স্নিগ্ধ) নিদ্রা প্রশস্ত)॥ ৫৭

গ্রীষ্মকালে বায়ুর সঞ্চয়, আদান কালের রুক্ষতা ও রাত্রির অল্পতা হেতু দিবানিদ্রা হিতকর। কারণ দিবানিদ্রা সন্তর্পণ অতএব স্নিগ্ধ ; সুতরাং তাহাদ্বারা বায়ুর শান্তি হয় ও রুক্ষতা নষ্ট হয় ; এবং রাত্রির অল্পতা হেতু এসময়ে নিদ্রা সম্পূর্ণ হয় না, দিবানিদ্রায় তাহারও পূরণ হয়। গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য ঋতুতে দিবানিদ্রায় কফ ও পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তবে যাহারা অধিকভাষণ (কথা কহা), অশ্বাদি যানে গমনাগমন, পথপর্য্যটন, মদ্যপান, স্ত্রীসেবা, ভারবহন ও ব্যায়ামাদি-দ্বারা ক্লান্ত ; ক্রুদ্ধ, শোকার্ত্ত বা ভীত ; যাহারা শ্বাস হিক্কা ও অতিসার রোগাক্রান্ত ; যাহারা বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল, ক্ষীণ, খড়্গাদিদ্বারা ক্ষত, পিপাসার্ত্ত, শূলরোগগ্রস্ত, অজীর্ণপীড়িত, দণ্ডাদি দ্বারা অভিহত ও উন্মত্ত এবং যাহাদের দিবানিদ্রা অভ্যস্ত, তাহাদিগকে সকল ঋতুতেই দিবসে নিদ্রা যাইতে দিবে। কারণ দিবানিদ্রা দ্বারা ইহাদের ধাতু সাম্য হয়, এবং দিবা নিদ্রাজনিত শ্লেষ্মদ্বারা শরীরও পুষ্ট হইয়া থাকে। (ভাষ্যযানাদিক্লান্ত ব্যক্তির বায়ু অতিশয় কুপিত হয়, তাহার শান্তির জন্য, শ্বাস হিক্কাদির বেগ বিস্মরণার্থ, বৃদ্ধাদির যথাযথ সন্তর্পণার্থ, অজীর্ণগ্রস্ত ও দিবাস্বপ্নাভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের ধাতুবৈষম্যনাশার্থ দিবানিদ্রা অনুমোদিত হইয়াছে)॥ ৫৮—৬০

মেদস্বী, কফবহুল ও নিত্য ঘৃততৈলাদিবহুল-আহার-সেবী ব্যক্তিদের গ্রীষ্মকালেও দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। বিষার্ত্ত ও কণ্ঠরোগী রাত্রিতেও কদাচ শয়ন করিবে না॥ ৬১

অকালনিদ্রায় মোহ, জ্বর, স্তৈমিত্য (শরীরের উৎসাহশূন্যতা), পীনস, শিরোরোগ, শোথ, বমনভাব, মলমূত্রাদির পথরোধ ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। অকাল নিদ্রাজনিত উক্ত রোগসমূহের প্রতিকারার্থ উপবাস, বমন, স্বেদ ও নাবন (নস্য) ঔষধ প্রযোজ্য। অতিনিদ্রায় তীক্ষ্ণ বমন, তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ নস্য, লঙ্ঘন, চিন্তা, স্ত্রীসংসর্গ, শোক, ভয় ও ক্রোধ হিতকর। এই সমস্ত ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়ায় নিদ্রা নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬২—৬৪

নিদ্রানাশ হেতু অঙ্গমর্দ্দ, মস্তকের গুরুত্ব, জৃম্ভা (হাই উঠা), শরীরের জড়তা, গ্লানি, ভ্রম (গা ঘোরা), অপরিপাক ও তন্দ্রা এবং বাতজ রোগ সকল জন্মিয়া থাকে। যেহেতু সম্যক্ সেবিত ও অসম্যক্ নিষেবিত নিদ্রার এই সমস্ত গুণ ও দোষ দেখা যাইতেছে ; অতএব শয়ন-কাল অতিক্রম না করিয়া রাত্রিতে দুই প্রহর বা তিন প্রহর অভ্যাসানুসারে নিদ্রা যাইবে। যদি কোন কারণবশতঃ রাত্রিজাগরণ করিতে হয়, তাহা হইলে পরদিন প্রাতঃকালে অভুক্তা-বস্থায় পূর্ব্বরাত্রি জাগরণের অর্দ্ধেক কাল নিদ্রা যাইবে॥ ৬৫।৬৬

মন্দনিদ্র ব্যক্তির (যাহাদের নিদ্রা কম হয় তাহাদের পক্ষে) দুগ্ধ, মদ্য, মাংসরস, দধি, তৈলাভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান এবং মস্তক কর্ণ ও চক্ষুর তর্পণ হিতকারক। কান্তার বাহুলতার আলিঙ্গন, মনের নির্বৃতি (শান্তি), কর্ত্তব্যকর্ম্মের সম্পাদন এবং মনের অনুকূল বিষয় সমূহ যথেষ্ট নিদ্রা-সুখপ্রদ অর্থাৎ ইহারা নিদ্রাসুখ প্রদান করে॥ ৬৭।৬৮

ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, মৈথুনাভিলাষশূন্য, সন্তোষতৃপ্ত ব্যক্তির নিদ্রা যথাসময়ে সমাগত হয়॥ ৬৯

অনুত্তানা (পার্শ্বাদিস্থিতা), রজস্বলা, অপ্রিয়া, অপ্রিয়াচারিণী, দুষ্ট ও সঙ্কীর্ণ যোনিবিশিষ্টা, অতিস্থূলা, অতিকৃশা, সদ্যঃপ্রসূতা, গর্ভিণী, পরস্ত্রী কিংবা বর্ণিনী (ব্রহ্মচারিণী) স্ত্রীতে উপগত হইবে না। অর্থাৎ মৈথুন বিষয়ে ইহারা নিষিদ্ধ। অন্য যোনিতে (পশ্বাদি যোনিতে) গমন করিবে না। গুরুগৃহ, দেবালয়, রাজসদন, চৈত্যস্থান, শ্মশান-ভূমি, দুষ্টনিগ্রহ স্থান, চত্বর, জল ও চতুষ্পথ এই সকল স্থানে স্ত্রীসঙ্গম করিবে না। পর্ব্বদিনে (সংক্রান্তি অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি দিনে), যোনিভিন্ন অন্য অঙ্গে (জঘন মুখাদিতে) ও দিবসে মৈথুন করিবে না। মৈথুন কালে উত্তেজনাবশে মস্তকে ও হৃদয়ে আঘাত করিবে না। অতিভুক্ত, অধৈর্য্য, ক্ষুধার্ত্ত, দুঃস্থিতাঙ্গ (হস্তপদাদি যথাযথভাবে স্থাপন না করিয়া), পিপাসার্ত্ত, বালক, বৃদ্ধ, রোগী ও মলমূত্রাদির বেগাক্রান্ত ব্যক্তির মৈথুন কর্ত্তব্য নহে॥ ৭০—৭৩

হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে বাজীকরণ ঔষধ সেবন দ্বারা তৃপ্ত (সঞ্জাত-সন্তর্পণ) হইয়া যথেচ্ছ মৈথুন করিবে। শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে তিন দিন অন্তর এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে পনর দিন অন্তর স্ত্রীসঙ্গম করিবে॥ ৭৪

পূর্ব্বোক্ত বিধির অন্যথাচরণ করিয়া স্ত্রীসহবাস করিলে ভ্রম, ক্লান্তি, উরুদ্বয়ের দৌর্ব্বল্য, বল ধাতু ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় এবং অকালে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৭৫

স্ত্রীতে সংযত (নিয়মানুসারে স্ত্রীসঙ্গকারী) ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি, মেধা, আয়ুঃ, আরোগ্য, শরীরের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়শক্তি, যশঃ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এবং তাহারা মন্দজরা হয় অর্থাৎ জরা তাহাদিগকে শীঘ্র আক্রমণ করে না॥ ৭৬

স্ত্রীসহবাসের পর স্নান, চন্দনাদি অনুলেপন, শীতল বায়ু সেবন, খণ্ড (চিনি, খাঁড়) কৃত খাদ্য, শীতল জল, দুগ্ধ, মাংসের ক্বাথ, মুদ্গাদির যূষ, সুরা বা প্রসন্না (মদ্যবিশেষ) পান করিবে। তৎপরে নিদ্রা যাইবে। ইহাতে রতিজনিত গ্লানি দূরীভূত ও শরীর পুনর্ব্বার তেজোযুক্ত হইবে॥ ৭৭

যে রাজা আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ, সদাচারসম্পন্ন, চিকিৎসা নিপুণ ও দয়ালু চিকিৎসকের উপর সম্পূর্ণভাবে নিজ দেহরক্ষার ভার সমর্পণ করেন, তিনি বিপুল পরাক্রমশালী, দীর্ঘায়ুঃ এবং স্বাস্থ্য কীর্ত্তি ও প্রভাব সম্পন্ন হইয়া স্বকীয় কুশলের ফলভাগী হইয়া থাকেন। (অর্থাৎ এবম্ভূত ব্যক্তির সর্ব্বদাই মঙ্গল হইয়া থাকে)॥ ৭৮

সূত্রস্থানে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা মাত্রাশিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ ব ছিলেন॥ ১

সকল সময়েই (কি স্বস্থাবস্থায় কি আতুরাবস্থায়) পরিমিত-ভোজী হইবে। কারণ, পরিমিত আহারই জঠরাগ্নির প্রবর্ত্তক। গুরুই হউক বা লঘুই হউক, সকল দ্রব্যই মাত্রাকে অপেক্ষা করে। গুরুপাক দ্রব্যের অর্দ্ধতৃপ্তি এবং লঘুপাক দ্রব্যের তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন হিতকর। যে ব্যক্তির যে পরিমাণ আহার সুখে সম্পূর্ণ জীর্ণ হয়, তাহাই তাহার মাত্রাপ্রমাণ (আহারের পরিমাণ) জানিবে॥ ২।৩

হীনমাত্র (অল্পপরিমিত) ভোজন করিলে বল পুষ্টি ও ওজোধাতু বর্দ্ধিত হয় না। অধিকন্তু তাহা সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের কারণ হইয়া থাকে। অতিমাত্র ভোজন সম্যক্ জীর্ণ না হওয়ায় বায়ু পিত্ত ও কফ দোষকে শীঘ্র প্রকুপিত করিয়া থাকে॥ ৪

(কুপিত দোষত্রয় দ্বারা যেরূপে অলসক ও বিসূচিকা রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা বলা যাইতেছে) সেই অজীর্ণদুষ্ট আহার কর্ত্তৃক রুদ্ধমার্গত্বহেতু বাতাদি দোষত্রয় পীড্যমান ও এককালে প্রকুপিত হইয়া উক্ত আম অন্নে প্রবেশ করে এবং তাহাকে স্রোতঃপথে বিষ্টব্ধ করিয়া অলসক নামক রোগ উৎপাদন করে। কিংবা সেই দুষ্ট অন্নকে সহসা অকালে ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দ্বারা নিঃসারিত করিয়া বিসূচিকা রোগ জন্মায়। এই অলসক ও বিসূচিকা রোগ অজিতাত্মা (পেটুক) লোকদিগেরই হইয়া থাকে॥ ৫।৬

অলসক রোগে দুষ্ট আহার-দ্রব্য বমন দ্বারা বা বিরেচন দ্বারা বহির্নির্গত হয় না, পরিপাকও প্রাপ্ত হয় না, আমাশয়েই অলসীভূত হইয়া থাকে, সেই জন্য এই রোগকে অলসক কহে॥ ৭

বিসূচিকা রোগে বাতাদি দোষের অত্যন্ত প্রকোপ হেতু নানা প্রকার বেদনার সহিত গাত্র যেন সূচী দ্বারা বিদ্ধ হইতে থাকে, সেই জন্য ইহাকে বিসূচিকা কহে। (বিবিধ বিকারের সূচিকা বলিয়াও ইহাকে বিসূচিকা বলা যায়।) বিসূচিকা রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে শূল, ভ্রম, আনাহ, কম্প ও স্তব্ধতাদি (আদিপদে অঙ্গোদ্বেষ্টন মুখশোষ প্রভৃতি) লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পিত্তের আধিক্য থাকিলে জ্বর, অতিসার, অন্তর্দ্দাহ, পিপাসা ও মূর্চ্ছাদি উপদ্রব এবং কফের আধিক্য থাকিলে বমি, অঙ্গের গুরুতা, বাক্‌রোধ, শ্লেষ্মষ্ঠীবন ও ক্ষবথু প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশিত হইয়া থাকে॥ ৮।৯

দুর্ব্বল, মন্দাগ্নি ও মলমূত্রাদির বেগধারণশীল ব্যক্তির ভুক্ত অন্ন, বায়ুদ্বারা বিশেষভাবে পীড়িত, আমাশয় মধ্যে শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধ হওয়ায় অলসীভূত ও বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক ক্ষোভিত হইয়া শল্যরূপে অবস্থিতি করে এবং বমি ও অতিসার ভিন্ন তীব্র শূলাদি উপদ্রব সকল প্রকাশ করে। ইহাকে অলসক কহে। আর বাতাদি দোষ সমূহ অত্যন্ত দূষিত এবং দুষ্ট ও অপক্ক অন্ন দ্বারা রুদ্ধস্রোত হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে গমন পূর্ব্বক সমস্ত শরীরকে দণ্ডের ন্যায় স্তম্ভিত করিলে তাহাকে

দণ্ডালসক কহে। এই দণ্ডালসক রোগ আশুপ্রাণনাশক; সুতরাং ইহাকে ত্যাগ করিবে॥ ১০।১২

বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন ও অজীর্ণভোজনকারী ব্যক্তিদিগের বিষলক্ষণ লালাস্রাবাদি লক্ষণান্বিত বিষসংজ্ঞক অতিকষ্টপ্রদ যে আমদোষ উৎপন্ন হয়, তাহা বিষতুল্য আশুপ্রাণনাশক ও বিরুদ্ধ চিকিৎস্য বলিয়া বর্জ্জন করিবে। (বিষের চিকিৎসায় শীতক্রিয়া করিতে হয়, আমে উষ্ণ চিকিৎসা কর্ত্তব্য; কিন্তু বিষলক্ষণযুক্ত আমে শীত বা উষ্ণ উভয় চিকিৎসাই বিরুদ্ধ; কারণ বিষের চিকিৎসায় আমের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব বিরুদ্ধ-চিকিৎস্য বলিয়া ইহা বর্জ্জনীয়॥) ১৩

অলসক চিকিৎসা। পূর্ব্বোক্ত সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ অবগত হইয়া সাধ্যলক্ষণান্বিত অল্পদুষ্ট অলসীভূত আম (অপক্ব অন্ন) বমন ঔষধ দ্বারা শীঘ্র বহির্নিষ্কাশিত করিবে (ইহাতে পরিপাক কালের অপেক্ষা করিবে না।) বমনার্থ বচ লবণ ময়নাফল চূর্ণ গরমজল সহ পান করাইবে। পরে স্বেদ এবং গুহ্যদেশে মল ও বায়ুর অনুলোমক ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। আমদোষবশে অঙ্গ সকল খেঁচিয়া ধরিলে সেই সকল অঙ্গে বিশেষরূপে স্বেদ দিয়া তাহা (উক্ত অঙ্গ সকল) বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে॥ ১৪।১৫

বিসূচিকা রোগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে পার্ষ্ণি (গোড়ালী) দ্বয় তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করিবে, এবং রোগিকে সেই দিন উপবাস করাইয়া পেয়াদিক্রমে পথ্য প্রদান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে॥ ১৬

অজীর্ণ রোগে শূলবৎ তীব্র বেদনা হইলেও শূলনাশক ঔষধ বা বিসূচিকায় ভেদবমি নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ, তখন জাঠরাগ্নি আমকর্ত্তৃক অবসন্ন থাকাতে দোষ ও ভুক্তদ্রব্যকে পরিপাক করিতে পারে না, পরন্তু সেই দোষ ঔষধ ও ভুক্তদ্রব্যের ব্যাপত্তি সহসা রোগিকে বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব এ অবস্থায় শূলঘ্ন ঔষধ না দিয়া পূর্ব্বোক্ত বমনকারক ঔষধ উষ্ণজলসহ পান করাইবে॥ ১৭

অজীর্ণ রোগির ভুক্ত অন্ন, উপবাসাদি দ্বারা জীর্ণ হওয়ার পরও যদি উদর স্তব্ধ ও ভারবিশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে দোষ-শেষের পরিপাকার্থ ও অগ্নির দীপনার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। (ইহাতে কি প্রকার ঔষধ প্রযোজ্য, তাহা কথিত হইতেছে) অপতর্পণ (উপবাস বা লঘ্বশন) দ্বারা আমজনিত রোগসমূহের (আলস্য, শরীরের জড়তা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির) উপশম হইয়া থাকে। অতএব দেশ কাল ও অগ্ন্যাদি বিবেচনা করিয়া ত্রিবিধ (অল্প মধ্য ও মহৎ ভেদে) দোষে ত্রিবিধ ঔষধ (অপতর্পণরূপ) প্রয়োগ করিবে। এই ত্রিবিধ দোষের মধ্যে অল্প দোষে লঙ্ঘন দিবে (তদ্দ্বারা জাঠরাগ্নি ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া অল্প দোষ শীঘ্র প্রশমিত হইবে।) মধ্যদোষে লঙ্ঘন ও পাচন এবং মহাদোষে বমনাদি শোধন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সংশোধন ঔষধ দ্বারা দোষ সমূহ সমূলে উন্মূলিত হইয়া থাকে॥ ১৮।২০

যেমন সন্তর্পণ জনিত আমদোষ নিদান-বিপরীত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হয়, এইরূপে জ্বরাতিসারাদি অন্যান্য রোগেরও নিদান-বিপরীত চিকিৎসা করিবে। যথা—স্নিগ্ধভোজন-জনিত রোগে অপতর্পণ, শীতজনিত রোগে উষ্ণক্রিয়া ইত্যাদি। এই প্রকারে চিকিৎস্যমান হইলেও অর্থাৎ হেতু-বিপরীত চিকিৎসা করিলেও যদি ব্যাধির অনুবন্ধ থাকে, তাহা হইলে হেতু বিপরীত

ঔষধ না দিয়া যথাযথ যে ব্যাধির যে ঔষধ, ব্যাধি বিপরীত সেই ঔষধ প্রদান করিবে। যথা—অতিসারে স্তম্ভন—মসূর যূষ, প্রমেহে—হরিদ্রা প্রভৃতি। ইহাদ্বারা বুঝা গেল যে, অল্পবল ব্যাধি নিদান বিপরীত চিকিৎসা দ্বারা এবং মধ্যবল ব্যাধি নিদান ও ব্যাধির বিপরীত ঔষধ দ্বারা প্রশান্ত হয়। কেবল যে হেতুব্যাধি বিপরীত ঔষধই চিকিৎসায় প্রযোজ্য তাহা নহে, তদ্দ্বারা ব্যাধির শান্তি না হইলে মহাবল ব্যাধিতে হেতুব্যাধিবিপরীতার্থকারী ঔষধও প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন মদাত্যয়ে মদ্যপান, অতিসারে বিরেচন ইত্যাদি। (বিপরীতার্থকারী শব্দের অর্থ এই যে, যাহা হেতুর বা ব্যাধির বা উভয়ের সমানধর্ম্মী হইয়াও কোন বিশেষ শক্তি বশতঃ বিপরীত কার্য্য করে, তাহাকে হেতু-ব্যাধি-বিপরীত বলা যায়। এই ত্রিবিধ চিকিৎসা দ্বারা আম দোষের পাক ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইলে যুক্তিপূর্ব্বক অভ্যঙ্গ স্নেহপান ও বস্ত্যাদি উপযুক্ত মাত্রায় (যাহাতে অগ্নিমান্দ্যাদি উপদ্রব উপস্থিত না হয়) প্রয়োগ করিবে ॥ ২১।২২

কফহেতু আমাখ্য অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। এই আমাজীর্ণে অক্ষিকূট ও গণ্ডদেশে শোথ, প্রসেক (মুখ দিয়া জল উঠা), বমনভাব ও শরীরের গুরুত্ব হয় এবং সদ্যোভুক্তের ন্যায় উদ্‌গার উঠে। বায়ুর আধিক্যে বিষ্টব্ধাজীর্ণ রোগ জন্মে। ইহাতে উদরে শূল, মল বিবদ্ধতা, আধ্মান ও শরীরের অবসন্নতা হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্যে বিদগ্ধ নামক অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়; বিদগ্ধাজীর্ণে পিপাসা, মোহ, গাত্রঘূর্ণন, অম্লোদ্‌গার ও দাহ হয় ॥ ২৩।২৪

এই ত্রিবিধ অজীর্ণের মধ্যে আমাজীর্ণে লঙ্ঘন, বিষ্টব্ধাজীর্ণে অত্যন্ত স্বেদ এবং বিদগ্ধাজীর্ণে বমন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। অথবা অবস্থা বিশেষে দোষানুসারে যাহা হিতকর বুঝিবে তাহাই প্রয়োগ করিবে। যেমন আমাজীর্ণে লঙ্ঘন ও স্বেদ এবং বিদগ্ধেও লঙ্ঘন ও স্বেদ ইত্যাদিক্রমে চিকিৎসা কর্ত্তব্য ॥ ২৫

স্রোতঃসমূহে লীন প্রভূত আমদোষ হইতে বিলম্বিকা রোগ জন্মে। ইহাতে কফের ও বায়ুর অনুবন্ধ থাকে এবং পূর্ব্বে আমাজীর্ণের যে সকল লক্ষণ বলা গিয়াছে, সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার চিকিৎসাও আমাজীর্ণের ন্যায় জানিবে। (বিশেষত্ব এই যে, কফাধিক্যে আমাজীর্ণ রোগ হয়, তাহাতে কফঘ্ন লঙ্ঘনাদি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু বিলম্বিকা বাতশ্লেষ্মজ রোগ, ইহাতে উভয় দোষের প্রতিষেধক ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ কর্ত্তব্য ॥) ২৬

ভুক্তদ্রব্যের সারভাগকে রস কহে, এই রস পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্তরূপে পরিণত হয়। যদি অগ্নির দৌর্ব্বল্য হেতু এই রস সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ না হইয়া অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহা হইলে একপ্রকার অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাকে রসশেষাজীর্ণ কহে। ইহাতে উদ্‌গারশুদ্ধি (পূতি বা অম্ল উদ্‌গার রাহিত্য), অন্নে অশ্রদ্ধা ও হৃদয়ে ব্যথা হইয়া থাকে। রসশেষাজীর্ণে রোগী দিবসে অল্পক্ষণ নিদ্রা যাইবে। অপর সমস্ত অজীর্ণ রোগীকে অভুক্তাবস্থায় শরীর লঘু না হওয়া পর্য্যন্ত দিবসে যথেচ্ছ নিদ্রা যাইতে দিবে। নিদ্রান্তে যখন রোগীর ক্ষুধা হইবে, তখন তাহাকে অল্প পরিমাণে লঘু পথ্য ভোজন করাইবে ॥ ২৭

অজীর্ণ রোগের সাধারণ লক্ষণ।—মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা বা অতি প্রবৃত্তি, শরীরের গ্লানি, বায়ুর প্রতিলোমতা, বিষ্টম্ভ (কুক্ষি দেশে আধ্মান), গুরুগাত্রতা ও মোহ এইগুলি অজীর্ণের সাধারণ লক্ষণ ॥ ২৮

অজীর্ণ রোগের কারণান্তর। কেবল অধিক মাত্রায় ভোজনই যে আমদোষের (অজীর্ণের) উৎপত্তির কারণ তাহা নহে ; অপ্রিয়, বিষ্টম্ভি, দগ্ধ, অপক্ক, গুরুপাক, রুক্ষ, শীতল, শুষ্ক বা বহুজলমিশ্রিত অন্নও জীর্ণ হয় না বলিয়া তাহা অজীর্ণের কারণ হইয়া থাকে, আরও শোক ক্রোধ এবং ক্ষুধাদি দ্বারা (আদি পদে লোভ ভয় প্রভৃতি বুঝিতে হইবে) উপতপ্ত ব্যক্তিরও অন্ন জীর্ণ না হওয়ায় অজীর্ণের কারণ হয় ॥ ২৯।৩০

• পথ্য ও অপথ্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে তাহাকে সমশন এবং ভোজনের কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায় ভোজন করিলে তাহাকে অধ্যাশন কহে। আর কখন অকালে, কখন বহুপরিমাণে, বা কখন অল্প পরিমাণে ভোজন করিলে তাহাকে বিষমাশন কহে। এই ত্রিবিধ অশন (অনশন, অধ্যাশন ও বিষমাশন) গুল্মাদি ঘোর ব্যাধির বা মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ॥ ৩১।৩২

স্নানের পর পিতৃলোকের তর্পণ, দেবলোককে অন্ন ব্যঞ্জনাদি নিবেদন এবং অতিথি বালক ও গুরুজনদিগকে ভোজ্য প্রদান দ্বারা তৃপ্ত করিয়া অশ্ব বৃষ পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ প্রাণী ও ভৃত্যাদির আহারের ব্যবস্থা করিবে। পরে হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিজের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বেশ ক্ষুধা বোধ হইলে আহারের উপযুক্ত কালে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া শুদ্ধাচার ও ভক্তজন কর্ত্তৃক পরিবেশিত সাত্ম্য (স্বাস্থ্যের অনুকূল), শুচি, হিতকর, ঘৃতাদি স্নেহ যুক্ত, ঈষদুষ্ণ, লঘুপাক, ষড়্রসযুক্ত অথচ মধুররসপ্রধান, দ্রববহুল (দুগ্ধদধিযুক্ত), হৃদ্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি তন্মনস্ক হইয়া ইষ্ট ব্যক্তির সহিত ভোজন করিবে। ভোজনকালে ভোজ্য দ্রব্যের নিন্দা করিবে না, কথা কহিবে না এবং অতি দ্রুত বা অতিবিলম্ব করিয়া ভোজন করিবে না ॥ ৩৩—৩৫

ভোজ্য দ্রব্য—তৃণ কেশ মক্ষিকাদি যুক্ত, পুনরায় উষ্ণীকৃত, শাক বহুল, মাষাদি নিকৃষ্ট অন্নভূয়িষ্ঠ, অতি উষ্ণ বা অতিলবণযুক্ত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। কিলাট, দধিকূর্চ্চিকা, ক্ষারদ্রব্য, শুক্ত, কচিমূলা, কৃশ পশুর মাংস, শুষ্ক মাংস এবং শূকর, ভেড়া, গো, মৎস্য ও মহিষ মাংস, মাষকলাই, শিম্, শালূক, মৃণাল, পিষ্টক, অঙ্কুরিত শস্যের অন্ন, শুষ্কশাক, যবক ও মাৎগুড় নিয়ত সেবন করিবে না। (ইহা দ্বারা মধ্যে মধ্যে ইহাদের ভোজন নিষিদ্ধ নহে) ॥ ৩৬—৩৮

শালিতণ্ডুলের অন্ন, গম, যব, ষষ্টিক ধান্যের চাউল, জাঙ্গলদেশজ পশুপক্ষীর মাংস, হরীতকী, আমলকী, দ্রাক্ষা, পটোলী, মুগ, চিনি, ঘৃত, বৃষ্টির জল, দুগ্ধ, মধু, দাড়িম, সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সর্ব্বদা সেবন করিবে। দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য রাত্রিতে ঘৃত ও মধুসহ ত্রিফলাচূর্ণ সেবন করিবে। কেবল যে উক্ত দ্রব্যসমূহ নিত্য ব্যবহার করিবে তাহা নহে, এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে ঋতুচর্য্যাদিতে যে সকল স্বাস্থ্যকর অন্নপানাদি উক্ত হইয়াছে এবং চিরতা প্রভৃতি রোগোচ্ছেদকর যে সকল বিষয় পরে বলা হইবে, তাহাও সর্ব্বদা সেবন করিবে ॥ ৩৯—৪১

মৃণাল, ইক্ষু, কদলী, কাঁঠাল, আম্র, লড্ডুক, মোহনভোগ প্রভৃতি এবং গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মধুররস, মন্দ ও স্থিরগুণান্বিত দ্রব্য আহারের প্রথমে ভোজন করিবে। আহারের মধ্যে অম্ল ও লবণরস বহুল দ্রব্য এবং আহারান্তে লঘু তীক্ষ্ণ রুক্ষ কটুরস ও সারক দ্রব্য সকল আহার করিবে ॥ ৪২

উদরের চারি অংশ কল্পনা করিয়া তাহার দুই অংশ অন্ন দ্বারা, এক অংশ জল দ্বারা পূরণ করিয়া বাতাদির আশ্রয়স্বরূপ চতুর্থ অংশ অবশিষ্ট রাখিবে। (অর্থাৎ অন্ন পানাদি দ্বারা চতুর্থ ভাগ পূর্ণ করিবে না) ॥ ৪৩

যব ও গোধূম জাত ভোজ্য ভোজন করিয়া এবং মদ্য, দধি, বিস ও মধু পান করিয়া শীতল জল অনুপান করিবে। পিষ্টকাদি দ্রব্য ভোজন করিয়া ঈষৎ উষ্ণজল অনুপান কর্ত্তব্য। শাক ও মুদ্গাদিকৃত দ্রব্য ভোজনের পর দধির মাৎ, তক্র, বা অম্ল কাঞ্জিক, কৃশ ব্যক্তিদের পুষ্টির জন্য সুরা, স্থূল ব্যক্তিদের কর্ষণ জন্য মধুমিশ্রিত জল, শোষরোগে মাংসরস, মাংস ভোজনান্তে ও মন্দাগ্নিতে মদ্য অনুপান হিতজনক। ব্যাধি, বমনবিরেচনাদি ঔষধ, পথশ্রম, অধিকবাক্যকথন, স্ত্রীসেবা, উপবাস, আতপ ও ভারবহনাদি কর্ম্মদ্বারা ক্ষীণ এবং বৃদ্ধ ও বালকগণের পক্ষে দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় সুপথ্য। (অর্থাৎ অমৃতের ন্যায় বল বর্ণ ওজঃ কান্তি ও আয়ুঃ প্রভৃতির জনক) ॥ ৪৪—৪৬

অনুপানের বিষয় বিশেষভাবে বলিয়া এক্ষণে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে—যে সকল দ্রব্য ভক্ষ্যদ্রব্যের গুণের বিপরীতগুণবিশিষ্ট অথচ অবিরোধী, সেই অনুপান সকল সময়ে প্রশস্ত। বিপরীত গুণ যথা—স্নিগ্ধ দ্রব্যের রূক্ষ অনুপান, রূক্ষ দ্রব্যের স্নিগ্ধ, উষ্ণের শীত, শীতের উষ্ণ ইত্যাদি। অবিরোধী বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনুপান বিপরীতগুণান্বিত হইলেও তাহা যেন দুগ্ধের সহিত অম্লের ন্যায় বিরুদ্ধ সম্বন্ধ না হয় ॥ ৪৭

অনুপানের কার্য্য।—অনুপান দ্বারা মনের হর্ষ (উৎসাহ), শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহের তৃপ্তি, সর্ব্বশরীরে অন্নরসের ব্যাপ্তি, অঙ্গের দৃঢ়তা এবং পিণ্ডীভূত অন্নের শৈথিল্য ক্লিন্নতা ও পরিপাক হইয়া থাকে ॥ ৪৮

ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে, শ্বাস, কাস, উরঃক্ষত, পীনস, স্বরভেদরোগে এবং সতত সঙ্গীতকারী ও বহুভাষি ব্যক্তিদের পক্ষে অনুপান হিতকর নহে। (ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগাদিতে অনুপান প্রদান করিলে তাহা আমাশয়কে দূষিত ও উরঃকণ্ঠস্থিত আহারজ স্নেহকে আশ্রয় করিয়া অভিষ্যন্দ অগ্নিমান্দ্য বমি প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে) ॥ ৪৯

যাহাদের শরীর আম বিসর্পাদি রোগে ক্লিন্ন, যাহারা মেহ, নেত্ররোগ, গলরোগ ও ব্রণরোগে আক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে পেয় দ্রব্য ত্যাগ করা উচিত। আর সুস্থ বা অসুস্থ সকল ব্যক্তিরই পান ও ভোজনের পর অধিক বাক্য বলা, পথশ্রম (পথ হাঁটা), শয়ন, আতপ বা বহ্নি সেবন, যানারোহণ, উল্লম্ফন ও অশ্বাদি বাহনে গমন পরিত্যাজ্য ॥ ৫০

আহার কাল—মলমূত্র সম্পূর্ণরূপে নিঃসারিত, হৃদয় নির্ম্মল, বাতাদি দোষ সকল স্ব স্ব পথগামী, উদ্গার বিশুদ্ধ (স্রোতোমুখ সমূহ বিশুদ্ধ), ক্ষুধা উদ্দীপ্ত, অধোবায়ু নিঃসৃত, জঠরাগ্নি উদ্রিক্ত, ইন্দ্রিয়সমূহ বিশদ ও দেহ সুলঘু হইলে আহারবিধিনির্দ্দিষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিবে। ইহাই আহারের উপযুক্ত সময়। (ইহার পূর্ব্বে বা পরে ভোজন করা উচিত নহে) ॥ ৫১

সূত্রস্থানে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

———

নবম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দ্রব্যাদি বিজ্ঞানীয় (রসবীর্য বিপাকাদিবিজ্ঞানীয়) অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব— যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

রস বীর্য্য বিপাক ও প্রভাবাদির মধ্যে দ্রব্যই প্রধান। কারণ দ্রব্যই রসবীর্য্যাদির আশ্রয়। দ্রব্য ভিন্ন রসাদি থাকিতে পারে না। অতএব দ্রব্যই প্রধান ॥ ২

হরীতক্যাদি স্থাবর ও ছাগাদি জঙ্গম সমস্ত দ্রব্যই পঞ্চভূতাত্মক। তাহারা পৃথিবীকে আধারীকৃত করিয়া উৎপন্ন হয়; জল তাহাদের উৎপত্তির প্রধান কারণ; তদ্ভিন্ন অগ্নি বায়ু ও আকাশের সমবায় সম্বন্ধে সেই দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিশেষ (ভিন্নত্ব ও নানাস্বভাবত্ব) হইয়া থাকে। সুতরাং সকল দ্রব্যই পৃথিবী জল অগ্নি পবন ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন বলিয়া পঞ্চভূতাত্মক। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, যদি সমস্ত দ্রব্যই পঞ্চভূতাত্মক তাহা হইলে এই দ্রব্য পার্থিব এই দ্রব্য আপ্য এরূপ বলা হয় কেন? এই হেতু বলা যাইতেছে যে, যে দ্রব্যে যে ভূত অধিক পরিমাণে থাকে, সেই ভূতের নামানুসারে দ্রব্যেরও সংজ্ঞা হয়। যেমন—যাহাতে পৃথিবীর আধিক্য আছে তাহাকে পার্থিব, যাহাতে জলের ভাগ অধিক আছে তাহাকে জলীয় ইত্যাদি বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া হয় ॥ ৩.৪

ভূত সমূহের সম্মিলনে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া কোন দ্রব্যই একরসবিশিষ্ট নহে অর্থাৎ সকল দ্রব্যই অনেক রসবিশিষ্ট। দ্রব্যের ন্যায় রসও পাঞ্চভৌতিক, সেই জন্য প্রতি দ্রব্যে মধুরাদি নানারসের স্বাদ উপলব্ধি হয়। তবে আধিক্যানুসারে কেহ মধুর কেহ লবণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দ্রব্য সমূহ একরসবিশিষ্ট নহে বলিয়া জ্বরাদি রোগ সকলও একদোষবিশিষ্ট হয় না। কারণ মধুরাদি রসভেদে বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া থাকে; সুতরাং সকল রোগেই ত্রিদোষের প্রকোপ অনুভূত হয়। তবে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষানুসারে রোগের নাম হইয়া থাকে। যেমন সমস্ত জ্বর ত্রিদোষজ হইলেও বায়ুর আধিক্যে বাতিক, পিত্তের আধিক্যে পৈত্তিক ইত্যাদি।

রস ও অনুরস লক্ষণ—যে দ্রব্যে যে রস স্পষ্টরূপে রসনেন্দ্রিয়ে উপলব্ধ হয়, তাহাকে সেই রসবিশিষ্ট বলা যায়। আর তাহাতে যে রস অস্পষ্ট ভাবে অনুভূত হয়, তাহাকে অনুরস কহে। আরও, যে রস ব্যক্তরসাস্বাদনের কিঞ্চিৎ পরে অনুভূত হয়, তাহাকেও অনুরস বলা গিয়া থাকে ॥ ৫।৬

পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতাত্মক ও রসাশ্রয় দ্রব্যে গুরু লঘু প্রভৃতি গুণ সকল বিদ্যমান থাকে। মধুরাদি রসে গুর্ব্বাদি গুণ আশ্রিত নহে; তবে সাহচর্য্যবশতঃ মধুরাদি রসে গুর্ব্বাদিগুণ সমূহের ব্যপদেশ করা যায়। (যে দ্রব্যে মধুর রস আছে, তাহাতেই গুরুগুণ এবং যে দ্রব্যে অম্ল রস আছে, তাহাতে লঘুগুণ দেখা যায়। এইরূপ রস ও গুণ পরস্পর সহচর ভাবে একত্র থাকে বলিয়া মধুর রস গুরু অম্লরস লঘু এইরূপ কল্পনা করা যায়। ফল কথা, রসে গুর্ব্বাদি গুণ থাকে না।) ॥ ৭

এই পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্য সমূহের মধ্যে পার্থিব দ্রব্য গুরু, স্থূল, স্থির (কঠিন) ও গন্ধ গুণ বহুল। (পার্থিব দ্রব্যে অন্যান্য গুণ বিদ্যমান থাকিলেও গুরুত্বাদি গুণের আধিক্য থাকে।) ইহা দ্বারা শরীরের গুরুতা, স্থৈর্য্য, নিবিড়তা ও পুষ্টি সংসাধিত হয়॥ ৮

আপ্য দ্রব্য—দ্রব, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, মৃদু, ঘন ও রসগুণ বহুল। এই জলীয় দ্রব্য স্নিগ্ধকর, স্রাবজনক, ক্লেদকারক, আহ্লাদজনক ও মলাদির বিবন্ধকারক॥ ৯

আগ্নেয় দ্রব্য—রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, বিশদ, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামী) ও রূপগুণবহুল। ইহা দ্বারা শরীরে দাহ, কান্তি, বর্ণপ্রকাশ ও পরিপাক হয়॥ ১০

বায়ব্য দ্রব্য—রুক্ষ, বিশদ, লঘু ও স্পর্শগুণবহুল। ইহা শরীরের রৌক্ষ্য, লঘুত্ব, বৈশদ্য, বিচার ও গ্লানিকারক॥ ১১

নাভস দ্রব্য—সূক্ষ্ম, বিশদ, লঘু ও শব্দগুণবহুল। ইহা শৌষির্য্যকারী (পিণ্ডীভূত দ্রব্যে ছিদ্র করে।) ও লঘুত্বজনক। এই পঞ্চভূতারব্ধ-গুর্ব্বাদিগুণযোগ হেতু এবং নানা প্রয়োজন ও নানাযুক্তি বশতঃ জগতে এমন কোন দ্রব্য দেখা যায় না, যাহা ঔষধ নহে। অর্থাৎ ধূলি বালি প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই ঔষধ বলিয়া গণ্য॥ ১২

যে দ্রব্যে অগ্নি ও বায়ুর ভাগ অধিক থাকে, তাহা প্রায়ই উর্দ্ধগামী হয় ; যেমন মদনফলাদি বমনকারক দ্রব্য। আর যাহাতে পৃথিবী ও জলের ভাগ অধিক থাকে, তাহা প্রায় অধোগামী হইয়া থাকে ; যেমন তেউড়ী প্রভৃতি॥ ১৩

দ্রব্য বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা বলা হইল। অতঃপর রসভেদীয়াধ্যায়ে রসের প্রকার ভেদ সকল উপদেশ দিব। বহুবক্তব্য হেতু এখানে বলা হইল না॥ ১৪

এক্ষণে বিপাকাদি হইতে বীর্য্যের প্রাধান্য হেতু প্রথমে বীর্য্যের কথা বলা যাইতেছে। কোন কোন তন্ত্রকার দ্রব্যাশ্রিত বীর্য্য আট প্রকার বলিয়া থাকেন ; যথা—গুরু, স্নিগ্ধ, হিম, মৃদু, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ। মহর্ষি চরক বলেন—দ্রব্যের যে স্বভাব দ্বারা কোন ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়, সেই স্বভাবই বীর্য্যপদবাচ্য। দ্রব্য হইতে যে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহা বীর্য্যকৃত জানিবে। কারণ হীনবীর্য্য দ্রব্য কোন কাজ করিতে পারে না॥ ১৫।১৬

রস বিপাকাদিতে বীর্য্যসংজ্ঞা না দিয়া গুর্ব্বাদি আটটি গুণে যে বীর্য্যসংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যথার্থই হইয়াছে। কারণ বীর্য্যেরই কার্য্যকরণে সামর্থ্য দৃষ্ট হয়। আর সমগ্র গুণের মধ্যে ঐ আটটী গুণই সারভূত (চিরস্থায়ী, জঠরাগ্নিসংযোগেও ইহারা মধুরাদি স্বভাব ত্যাগ করে না), অন্য মন্দ সান্দ্রাদি গুণ হইতে অধিক শক্তিশালী এবং ব্যবহারার্থ উহারা (গুর্ব্বাদি গুণই) প্রধান ও রসাদির অগ্রে গ্রহণীয়। বিশেষতঃ গুর্ব্বাদি গুণ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বহু দ্রব্য ও রসাদির গ্রহণ হইয়া থাকে। এই জন্য উক্ত গুর্ব্বাদি গুণাষ্টক বীর্য্য নামে অভিহিত হয়॥ ১৭

পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহের বৈপরীত্য হেতু রসাদির বীর্য্য সংজ্ঞা হয় না। অর্থাৎ রসাদিতে সারত্ব নাই (কারণ জঠরাগ্নি সংযোগে রসের পরিবর্ত্তন হইয়া রসান্তরোৎপত্তি হয়)। রসাদিতে শক্ত্যুৎকর্ষ নাই (কারণ, রসস্থ গুর্ব্বাদি শক্তি দ্বারাই রস স্বকর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হয়)। আর ব্যবহারার্থ গুর্ব্বাদির ন্যায় রসাদির মুখ্যত্ব বহুগ্রহণত্ব ও অগ্রগ্রহণত্ব নাই। এই সমস্ত কারণে রসাদিতে বীর্য্য সংজ্ঞা হয় না। সুতরাং গুর্ব্বাদিই বীর্য্য॥ ১৮

অপর আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বলেন—শীত ও উষ্ণ ভেদে বীর্য্য দ্বিবিধ। গুর্ব্বাদি অষ্টবিধ বীর্য্য তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—নানাত্মক জগৎ যেমন ব্যক্ত (স্থূল, দৃশ্যপদার্থ, সাংখ্যমতে মহদাদি) ও অব্যক্ত (সূক্ষ্ম, সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ) কোন ধর্ম্মকে অতিক্রম করে না অর্থাৎ কোন গুণকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ দ্রব্য (স্থাবরজঙ্গমাদি) নানাস্বভাব হইলেও তাহা মহাবলবান্ অগ্নি ও সোম গুণকে কখনই অতিক্রম করে না। দ্রব্য সমূহের কতিপয় আগ্নেয় ও কতিপয় সৌম্য। অতএব আগ্নেয় দ্রব্য উষ্ণবীর্য্য ও সৌম্যদ্রব্য শীতবীর্য্য। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য বীর্য্য নাই॥ ২০

উষ্ণ ও শীতবীর্য্য দ্রব্যের মধ্যে উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য—ভ্রম, তৃষ্ণা, গ্লানি, স্বেদ, দাহ, শীঘ্রপাক, এবং বায়ু ও কফের শান্তি করে। শীতবীর্য্য দ্রব্য—আহ্লাদজনক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক, স্তম্ভক ও রক্তপিত্তের বিশুদ্ধতাকারক॥ ২১

বিপাক লক্ষণ—জঠরাগ্নিসংযোগে মধুরাদি রসের পরিপাক হওয়ার পর যে রসবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে মুনিগণ বিপাক বলিয়া থাকেন॥ ২২

গুড়াদি মধুররস এবং সৈন্ধবাদি লবণরস পরিপাক হইয়া মধুররস হয়, সেই জন্য ইহাদিগকে মধুরবিপাক বলে। অম্লরসের অম্লবিপাক হয়। তিক্ত কটু ও কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু হইয়া থাকে। (প্রায় শব্দদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও হয়; যেমন শুঁঠ আদা পিপুল প্রভৃতি কটুরস দ্রব্য বিপাকে মধুর হইয়া থাকে। ব্রীহি মধুর রস হইলেও তাহার অম্লবিপাক হয়)॥ ২৩

মধুরাদি রসের বিপাকজনিত যে রস উপলব্ধ হয়, তাহা জিহ্বাগ্রাহ্য রসের অর্থাৎ দ্রব্যের স্বাভাবিক রসের সহিত তুল্য ফল। যেমন—মধুররসবিশিষ্ট কোন দ্রব্য বায়ুনাশক, তেমনি কটুরসবিশিষ্ট কোনদ্রব্য (শুঁঠ প্রভৃতি)—যাহার বিপাক মধুর হয়, তাহাও বাতঘ্ন হইবে। রস বীর্য্য ও বিপাকাদির মধ্যে কোন কোন দ্রব্য রসদ্বারা শুভ বা অশুভ কর্ম্ম সম্পাদন করে; যেমন মধুতে কষায় রস আছে বলিয়া তাহা পিত্তকে দমন করে। কোন কোন দ্রব্য বিপাক দ্বারা শুভাশুভ কার্য্য করে; যেমন মধু কটুবিপাক বলিয়া কফকে নষ্ট করে। কোন দ্রব্য গুণান্তরে (যেমন কাঁজি অম্লরস হইলেও রুক্ষতাগুণে কফ নাশ করে), কোন দ্রব্য বীর্য্যদ্বারা (যেমন কষায়তিক্তরসান্বিত মহৎপঞ্চমূল উষ্ণবীর্য্য বলিয়া বায়ুকে নাশ করে, কিন্তু পিত্তের শান্তি করিতে পারে না) এবং কোন কোন দ্রব্য প্রভাবদ্বারা শুভ বা অশুভ কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন সুরা অম্লরস ও উষ্ণবীর্য্য হইলেও প্রভাববশতঃ স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক হয়॥ ২৪

কার্য্যনিষ্পত্তি বিষয়ে রসাদির সমশক্তিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—রস, বিপাক, বীর্য্য ও প্রভাব ইহাদের মধ্যে যাহা দ্রব্যে অতিপ্রবল ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা অপর দুর্ব্বলকে পরাভূত করিয়া কর্ম্মকরণে কারণস্বরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ রসবিপাকাদির মধ্যে যদি দ্রব্যে বিপাকাদি অপেক্ষা রসের প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে রস দুর্ব্বল বিপাকাদিকে পরাভব করিয়া স্বয়ং কার্য্যসম্পাদনে কারণ হয়। এইরূপ বিপাকাদিবিষয়েও জানিবে। আর পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের সংযোগস্থলে বলবান্ গুণ অল্পগুণকে পরাজিত করে। অর্থাৎ বলবানেরই কর্ম্মকর্তৃত্ব

দেখা যায়। যেমন—দুগ্ধ শীতবীর্য্য, সুতরাং ইহার দ্বারা বায়ুর প্রকোপ হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু তাহা না হইয়া ইহাতে মধুর রসজন্য স্নেহ গৌরবাদি গুণের আধিক্য থাকায় তদ্দারা বায়ুর শান্তিই হইয়া থাকে, শীতবীর্য্যজন্য ক্রিয়া হয় না॥ ২৫।২৬

যে দ্রব্যে রসবিপাকাদির মধ্যে কাহারও উৎকর্ষ নাই, পরন্তু রসাদির বলের পরস্পর সাম্য আছে, সেখানে কার্য্যসম্পাদনে কাহার কর্ত্তৃত্ব হইবে, তাহা বলা যাইতেছে—যদি রসাদির বলের সাম্য থাকে তাহা হইলে বিপাক রসকে, বীর্য্য রস ও বিপাককে এবং প্রভাব রস বীর্য্য ও বিপাক এই তিনটাকে অভিভূত করিয়া কার্য্যনিষ্পত্তির কারণ হইয়া থাকে, ইহাই রসাদির স্বাভাবিক শক্তি। (এবিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে—যেমন মধু মধুররসবিশিষ্ট কিন্তু বিপাকে কটুরস ; এই কটুবিপাক দ্বারা মধুররস অভিভূত হয়, সেইজন্য মধুর রসের বাতশমনরূপ কার্য্য হইতে পারে না, অধিকন্তু কটুবিপাক জন্য বায়ুর প্রকোপই হইয়া থাকে। মহিষের মাংস মধুররস ও মধুরবিপাক ; কিন্তু ইহা উষ্ণবীর্য্য বলিয়া তদ্দারা রস ও বিপাকের শক্তি পরাভূত হয় সেইজন্য উহা পিত্তশমনরূপ রসবিপাকের কার্য্য না করিয়া উষ্ণবীর্য্য জন্য পিত্তের দুষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ সুরা অম্লরস অম্লবিপাক ও উষ্ণবীর্য্য হইয়াও প্রভাব বশতঃ ক্ষীরজনক হইয়া থাকে)॥ ২৭

প্রভাবের কার্য্য—দুইটী দ্রব্যের মধ্যে রস, বীর্য্য ও বিপাকের সাম্য থাকিলেও যে একটী দ্রব্য সামান্য কার্য্য করে ও আর একটী দ্রব্য বিশিষ্ট কার্য্য করে, সেই বিশিষ্ট কার্য্য প্রভাবজ বলিয়া জানিবে। রস বীর্য্য ও বিপাকাদি গুণ অপেক্ষা অধিকশক্তিশালী দ্রব্যের স্বভাবকে প্রভাব কহে। উদাহরণ যথা—দন্তী রস বীর্য্য ও বিপাকে চিতার তুল্য হইলেও প্রভাববশতঃ উহা বিরেচনী, চিতা বিরেচক নহে। মৌলফলের সহিত রসাদিতে তুল্য হইলেও দ্রাক্ষা বিরেচনী, কিন্তু মৌল বিরেচক নহে। দুগ্ধ ও ঘৃত রস বীর্য্য বিপাকে তুল্যগুণ হইলেও ঘৃত অগ্নির দীপক কিন্তু দুগ্ধ অগ্নিদীপক নহে। ঘৃতের অগ্নিদীপকত্ব গুণ প্রভাবজ॥ ২৮।২৯

এই প্রকারে দ্রব্য রস বীর্য্যাদির কর্ম্ম সামান্যভাবে (অর্থাৎ কারণানুরূপভাবে) বলা হইল। পুনর্ব্বার বিচিত্র কারণারব্ধ দ্রব্যবিশেষে কর্ম্মের যেরূপ ভেদ হয়, তাহা বলিব। (কতকগুলি দ্রব্য রসাদির সমানকারণারব্ধ, কতকগুলি দ্রব্য বিচিত্রকারণারব্ধ। যে মহাভূতদ্বারা রসাদি উৎপন্ন হয়, তদাশ্রিত দ্রব্যও সেই মহাভূত দ্বারা উৎপন্ন হইলে তাহাকে সমানকারণারব্ধ দ্রব্য বলে। ইহা দ্বারা রসাদির অনুগুণ কার্য্য হয়। আর প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্ম প্রেরিত নানা প্রকার সন্নিবেশযুক্ত যে মহাভূত পরিণাম—যাহাতে রসাদির উৎপত্তি হেতু ও তদাশ্রিত দ্রব্যের উৎপত্তি হেতু পৃথক্—তাহাকে বিচিত্র প্রত্যয়ারব্ধ দ্রব্য বলে। ইহা দ্বারা রসাদির অনুগুণ কার্য্য হয় না। এ বিষয়ে গ্রন্থকার উদাহরণ দিয়েছেন। যথা—মধুর রস ও গুরুগুণ উভয়ই বায়ুনাশক, গোধূমে মধুর রস ও গুরত্ব উভয় গুণ থাকাতে উহা বায়ু নাশ করে, অতএব গোধূমের বায়ুনাশকত্ব গুণ সমানকারণারব্ধ, সেই জন্য ইহাতে কারণানুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু যবেও মধুর রস ও গুরুগুণ থাকিলেও উহা বায়ুনাশক না হইয়া বায়ুবর্দ্ধক হইয়া থাকে। অতএব যব বিচিত্রকারণারব্ধ, সেইজন্য ইহাতে কার্য্য ভেদ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা রসাদির অনুগুণ কার্য্য হয় না)। এইরূপ দুগ্ধ ও মৎস্য উভয়ই মধুর রস, সুতরাং উভয়ই শীতবীর্য্য হওয়া উচিত, কিন্তু মৎস্য

উষ্ণবীর্য্য ও দুগ্ধ শীতবীর্য্য। সিংহ ও শূকর উভয়ই মধুর রস, সুতরাং উভয়ই শীতবীর্য্য হওয় উচিত, কিন্তু সিংহ কটুবিপাক ও শূকর মধুরবিপাক। অতএব যে সকল দ্রব্য রসাদির সমানকারণারব্ধ তাহাদের রসোপদেশেই গুণ নির্দ্দিষ্ট হইবে। আর এইরূপ দ্রব্যই বহুতর। বিচিত্র প্রত্যয়ারব্ধ দ্রব্য অল্পমাত্র, তাহার প্রত্যেকটির উল্লেখ করা যাইবে॥ ৩০।৩১

সূত্রস্থানে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা রসভেদীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রস ছয় প্রকার; এক্ষণে তাহাদের বিবরণ কথিত হইতেছে। পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের দুই দুইটীর আধিক্যে যথাক্রমে মধুরাদি ছয়প্রকার রস উৎপন্ন হয়। যথা—ক্ষিতি ও জলের আধিক্যে মধুর রস, ক্ষিতি ও অগ্নির আধিক্যে অম্লরস, জল ও অগ্নির আধিক্যে লবণ রস, আকাশ ও বায়ুর আধিক্যে কটুরস, অগ্নি ও বায়ুর আধিক্যে তিক্তরস এবং ক্ষিতি ও বায়ুর আধিক্যে কষায় রস উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ২

স্বস্ব লক্ষণ ভিন্ন রসবিশেষের জ্ঞান হয় না, সেই জন্য ছয় প্রকার রসের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। যে রস আস্বাদন করিলে মুখ উপলিপ্ত, শরীর আহ্লাদযুক্ত ও ইন্দ্রিয় সমূহ প্রসন্ন হয়, তাহাকে মধুর রস কহে। ইহা পিপীলিকাদির প্রিয়। (প্রমেহাদি রোগে মূত্রগন্ধে পিপীলিকা উপগত হইলে মধুর রসের অনুমান দ্বারা মধুমেহত্বাদি রোগ জানা যায়)। যে রস আস্বাদন করিলে মুখ হইতে জলস্রাব, রোমাঞ্চ, দন্তহর্ষ, এবং চক্ষু ও ভ্রূর সঙ্কোচ হয়, তাহা অম্লরস। যে রস আস্বাদন করিলে মুখস্রাব এবং কপোলে ও গলদেশে দাহ হয়, তাহাকে লবণ রস বলে। (ইহা অন্নের রোচক)। তিক্তরস আস্বাদনে মুখ বিশদ (পৈচ্ছিল্যযুক্ত) ও রসনেন্দ্রিয় নষ্ট হয় অর্থাৎ তৎকালে জিহ্বার অন্য রসগ্রহণ শক্তি লুপ্ত হয়। কটুরস আস্বাদন করিলে জিহ্বা অগ্নিশিখাস্পর্শের ন্যায় চিমিচিমি বেদনা দ্বারা উদ্বেজিত হয়, এবং চক্ষু, নাসিকা ও মুখ দিয়া জল পড়ে, আর কপোল দেশ জ্বলিয়া যায়। কষায়রস আস্বাদনে জিহ্বার জড়তা ও কণ্ঠস্রোত বিবদ্ধ হয়॥ ৩—৭

মধুরাদি রসের লক্ষণ সমূহ কথিত হইল। এক্ষণে তাহাদের যথাযথ কার্য্য সকল বলা যাইতেছে। মধুররস আজন্ম সাত্ম্য (বাল্যকাল হইতেই মধুররসবিশিষ্ট দুগ্ধাদি পান জন্য মধুর রস অভ্যস্ত হইয়া যায়) বলিয়া উহা রসাদি ধাতু সমূহের বল অতীব বর্দ্ধিত করে। মধুর রস—বালক, বৃদ্ধ, উরঃক্ষত ও ক্ষীণ ব্যক্তিগণের হিতকর, বর্ণ কেশ ও ইন্দ্রিয় সমূহের পক্ষে প্রশস্ত, ওজোবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, স্বরবর্দ্ধক, স্তনদুগ্ধজনক, ভগ্নসন্ধানকারক, গুরুপাক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, জীবনহিত, স্নিগ্ধ এবং পিত্ত বায়ু ও বিষ নাশক। মধুর রস অতি সেবিত হইলে মেদ ও কফ জন্য রোগ সমূহ যথা—স্থৌল্য, অগ্নিমান্দ্য, সন্ন্যাস, মেহ, গণ্ড ও অর্ব্বুদাদি রোগ জন্মে॥ ৮।১০

অম্লরস—অগ্নিদীপ্তিকারক, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, পাচক, রুচিকর, উষ্ণবীর্য্য, শীতস্পর্শ, তৃপ্তিজনক, ক্লেদক, লঘুপাক, কফজনক, রক্তপিত্তকারক এবং মূঢ় বায়ুর অনুলোমক অর্থাৎ বিমার্গগত বায়ুকে স্বপথে আনয়ন করে। ইহা অতি সেবিত হইলে শরীরের শৈথিল্য, তিমির (নেত্র রোগ বিশেষ), ভ্রম (গা ঘোরা), কণ্ডু, পাণ্ডুরোগ, বিসর্প, শোথ, বিস্ফোট, পিপাসা ও জ্বর উৎপন্ন হয়॥ ১১।১২

লবণরস—ভুক্ত দ্রব্যের স্তব্ধতা, সংঘাত (পিণ্ডীভূতত্ব) ও মলাদির বিবন্ধনাশক, অগ্নিকারক, স্নেহন, স্বেদজনক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক, গ্রন্থ্যাদির ছেদক ও ভেদক। ইহা অতি সেবিত হইলে বাতরক্ত, খালিত্য (টাক্), পালিত্য (কেশের অকালপক্কতা), বলি (মাংসের লোলতা), তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও বিসর্প রোগ উৎপাদন এবং বল নষ্ট করে॥ ১৩।১৪

তিক্তরস—স্বয়ং অরোচিষ্ণু কিন্তু অরুচিনাশক। ইহাদ্বারা ক্রিমি, তৃষ্ণা, বিষদোষ, কুষ্ঠ, মূর্চ্ছা, জ্বর, উৎক্লেশ (বমন ভাব), দাহ, কফ ও পিত্ত নষ্ট হয়। তিক্তরস ক্লেদ মেদ বসা মজ্জা মল ও মূত্রের শোধক এবং লঘুপাক, মেধ্য, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, স্তন্য ও কণ্ঠবিশোধক। ইহা অতি সেবিত হইলে ধাতুক্ষয় ও বায়ুজনিত রোগ সমূহ আনয়ন করে॥ ১৫।১৬

কটুরস—ব্রণরোপক, স্নেহ মেদ ও ক্লেদ শোষক, অগ্নির দীপক, পাচক, রুচিজনক, শোধক, অন্নের শোষক (বিদাহকারক), মলাদির বিবন্ধনাশক, স্রোতঃপ্রসারক ও কফঘ্ন। ইহা দ্বারা গল রোগ, উদর্দ্দ, কুষ্ঠ, অলসক ও শোথ নষ্ট হয়। কটুরস (ঝাল) অতি সেবিত হইলে তৃষ্ণা, শুক্রক্ষয়, বলনাশ, মূর্চ্ছা, শরীরের সঙ্কোচ, কম্প এবং কটী ও পৃষ্ঠাদিতে বেদনা উৎপন্ন হয়॥ ১৭—১৯

কষায়রস—পিত্তশ্লেষ্মঘ্ন, গুরুপাক, রক্তবিশোধক, পীড়ক (ব্রণাদিকে পীড়িত করিয়া স্রাব নিঃসারণ করে), ক্ষত রোপক, শীতবীর্য্য, ক্লেদ ও মেদের শোষক, আম-স্তম্ভক, মলসংগ্রাহক, অতিরুক্ষ ও ত্বক্‌পরিষ্কারক। ইহা অতি সেবিত হইলে বিষ্টম্ভ, আধ্মান, হৃদ্রোগ, পিপাসা, কার্শ্য, ধ্বজভঙ্গ, স্রোতোরোধ ও গলগ্রহরোগ উৎপাদিত হয়॥ ২০।২১

মধুর স্কন্ধ। ঘৃত, স্বর্ণ, গুড়, আক্‌রোট, কদলী, দারুচিনি, (পাঠান্তরে—তালফল), ফলসা, শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, কাঁঠাল, পিয়ালফল, ত্রিবিধ বেড়েলা (শ্বেত বেড়েলা পীত বেড়েলা ও গোরক্ষ চাকুলে), মেদা, মহামেদা, শালপানি, চাকুলে, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, জীবক, ঋষভক, মৌলফল, যষ্টিমধু, তেলাকুচা, ভুঁইকুমড়া, থুলকুড়ি, বড় থুলকুড়ি, শ্বেত ভূমিকুষ্মাণ্ড, বংশলোচন, ক্ষীরিণী (স্বর্ণক্ষীরী), গাম্ভারী, মহাসহা, ক্ষুদ্রসহা, দুগ্ধ, ইক্ষু, গোক্ষুর, মধু ও দ্রাক্ষাদিকে মধুরগণ কহে। (দ্রাক্ষাদি আদি শব্দ দ্বারা তৃণ পঞ্চমূল, মেদ, মজ্জা, তৈল, মধুরদাড়িম্ব, পদ্মবীজ, শিঙ্গাড়া, অশ্বগন্ধা, শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর), মৃণাল, কেশুর, নারিকেল, খেজুর, তালমাতী প্রভৃতি দ্রব্য মধুরস্কন্ধের অন্তর্গত জানিবে)॥ ২২—২৪

অম্লস্কন্ধ। আমলকী, তেঁতুল, ছোলঙ্গলেবু, অম্ল বেতস, অম্লদাড়িম, রৌপ্য, তক্র (তাম্রক), চুক্র, পারেবত, দধি, আম্র, আমড়া, চাল্‌তে, কয়েত বেল ও করমচা, ইহারা অম্লবর্গ। এতদ্ব্যতীত ডেলোমান্দার, কুল বদর দধির মাৎ কাঁজি প্রভৃতি আরও অনেক দ্রব্য অম্লবর্গে গৃহীত হইয়াছে॥ ২৫

লবণস্কন্ধ। সৈন্ধব, সচল, কাল, বিট্, করকচ, ঔদ্ভিদ, রোমক ও ক্ষারি লবণ, সীস ও ক্ষার (যবক্ষারাদি) ইহারা লবণ বর্গের অন্তর্গত॥ ২৬

তিক্তস্কন্ধ। পটোলী, বলাডুমুর, বালা, বেণামূল, চন্দন, চিরতা, নিম, কট্‌কী, তগর-পাদুকা, অগুরু, কুড়চি, করঞ্জ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, মূর্ব্বা, আকনাদি, আপাং, কাংস্য, লৌহ, গুলঞ্চ, দুরালভা, বৃহৎ পঞ্চমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, রাখালশশা, আতইচ ও বচ ইহারা তিক্তস্কন্ধে পরিগণিত॥ ২৭।২৮

কটুকস্কন্ধ। হিং, মরিচ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চকোল ও শ্বেততুলসী প্রভৃতি, হরিতক (আদা প্রভৃতি) ছাগাদির পিত্ত ও মূত্র এবং ভেলা ইহাদিগকে কটুবর্গ কহে। (সংগ্রহোক্ত মনঃশিলা, সর্ষপ ও কুষ্ঠাদি দ্রব্যও কটুকস্কন্ধের অন্তর্গত জানিবে)॥ ২৯

কষায়স্কন্ধ। হরীতকী, বহেড়া, শিরীষ, খদির, মধু, কদম্ব, যজ্ঞডুমুর, মুক্তা, প্রবাল, রসাঞ্জন, গিরিমাটী, কচিকয়েতবেল (কেহ বলেন—বালা ও কয়েতবেল), খর্জ্জুর, মৃণাল, পদ্ম ও উৎপলাদি (আদিশব্দে প্রিয়ঙ্গু লোধ প্রভৃতি বোদ্ধব্য) এইগুলি কষায় বর্গ॥ ৩০

সম্প্রতি মধুরাদি বর্গের গুণ কথিত হইতেছে—মধুর দ্রব্য প্রায়ই শ্লেষ্মজনক ; কেবল পুরাতন শালিধান্য, যব, মুগ, গোধূম, মধু, চিনি ও জাঙ্গল মাংস ইহারা শ্লেষ্মবর্দ্ধক নহে॥ ৩১

প্রায় সমস্ত অম্লরস দ্রব্যই পিত্তজনক ; কেবল দাড়িম ও আমলকী পিত্তজনক নহে। সমস্ত লবণ দ্রব্য প্রায়ই চক্ষুর অহিতকারক ; কেবল সৈন্ধব লবণ চক্ষুর হিতকর। গুলঞ্চ ও পটোল ভিন্ন প্রায় সমস্ত তিক্তদ্রব্য এবং শুঁঠ পিপুল ও রসুন ব্যতীত প্রায় সমস্ত কটু দ্রব্য অত্যন্ত অবৃষ্য ও বায়ুর প্রকোপক। কষায়রস দ্রব্য প্রায়ই শীতবীর্য্য ও মলের স্তম্ভন ; কেবল হরীতকী শীতবীর্য্য ও স্তম্ভতকারক নহে॥ ৩২—৩৪

কটু অম্ল ও লবণরস যথাক্রমে উত্তরোত্তর উষ্ণবীর্য্য ; অর্থাৎ কটু উষ্ণ, অম্ল উষ্ণতর ও লবণ উষ্ণতম। আর তিক্ত কষায় ও মধুর রস ক্রমশঃ উত্তরোত্তর শীতবীর্য্য অর্থাৎ তিক্ত শীতবীর্য্য, কষায় শীতবীর্য্যতর ও মধুর শীতবীর্য্যতম॥ ৩৫

তিক্ত কটু ও কষায়রস, পূর্ব্ববৎ যথোত্তর রুক্ষ ও মলস্তম্ভক এবং লবণ অম্ল ও মধুর রস ইহারা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে স্নিগ্ধ ও মলমূত্রবাত-নিঃসারক॥ ৩৬।৩৭

লবণরস অপেক্ষা কষায়রস গুরুতর এবং কষায় অপেক্ষা মধুর রস অত্যন্ত গুরু। অম্লরস লঘু, অম্লরস অপেক্ষা কটুরস লঘুতর ও কটু অপেক্ষা তিক্তরস লঘুতম॥ ৩৮।৩৯

এক্ষণে শরীর ধারণের উপযোগিত্বহেতু, রস সমূহের স্থূলতঃ সপ্তপঞ্চাশৎ (৫৭) প্রকার সংযোগ ও ত্রিষষ্টি (৬৩) প্রকার কল্পনা বিভাগ করা যাইতেছে॥ ৪০

মধুরাদি ছয় রস দ্বিকসংযোগে অর্থাৎ দুই দুইটী রসের সংযোগে ক্রমে এক এক রস হীন হইয়া পঞ্চদশ প্রকার যোগ হয়, যথা—মধুর অম্ল, মধুর লবণ। তন্মধ্যে মধুর রসের পাঁচপ্রকার, মধুর রস ত্যাগ করিয়া অম্লরসের চারিপ্রকার, মধুর অম্ল ত্যাগ করিয়া লবণ রসের তিন প্রকার, মধুর অম্ল ও লবণরস ত্যাগ করিয়া তিক্তরসের দুই প্রকার ও মধুরাদি রস চতুষ্টয় ত্যাগ করিয়া কটুরসের একপ্রকার, সমুদায়ে পঞ্চদশ প্রকার সংযোগ হইয়া থাকে। আর ত্রিক সংযোগে ক্রমে এক একটী হীন হইয়া মধুর রস দশ প্রকারে, অম্লরস ছয় প্রকারে, লবণ রস তিন প্রকারে

ও তিক্তরস এক প্রকারে সমুদায়ে বিংশতি প্রকারে সংযুক্ত হয়। চতুষ্ক রস সংযোগে একএকটী হীন হইয়া মধুর রসের দশপ্রকার, অম্লরসের ছয় প্রকার ও লবণ রসের এক প্রকার সমুদায়ে পঞ্চদশ প্রকার সংযোগ হয়। পঞ্চক সংযোগে মধুর রস পাঁচ প্রকারে ও অম্লরস এক প্রকারে সমুদায়ে ছয় প্রকারে সংযুক্ত হয়। আর মধুরাদি ছয় রস সম্মিলনে এক প্রকার, সমুদায়ে ৫৭ প্রকার রস সংযোগ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অসংযুক্ত রস ছয় প্রকার লইয়া ত্রিষষ্টি প্রকারে রস কল্পনা করা যায়। এক্ষণে স্পষ্টার্থ প্রত্যেকের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—দ্বিক-সংযোগে পঞ্চদশ প্রকার যথা—১ মধুর অম্ল ২ মধুর লবণ, ৩ মধুর তিক্ত, ৪ মধুর কটুক ও ৫ মধুর কষায় (মধুর রসের ৫ প্রকার) ; ১ অম্ল লবণ, ২ অম্ল তিক্ত, ৩ অম্ল কটুক, ৪ অম্ল কষায় (অম্লরসের ৪ প্রকার) ; ১ লবণ তিক্ত, ২ লবণ কটু, ৩ লবণ কষায় (লবণ রসের ৩ প্রকার) ; ১ তিক্তকটু ও ২ তিক্ত কষায় (তিক্তরসের ২ প্রকার) এবং কটু কষায় (কটুরসের ১ প্রকার) ; সমুদায়ে ১৫ প্রকার। ত্রিক সংযোগে ২০ প্রকার যথা—১ মধুর অম্ললবণ, ২ মধুর অম্ল তিক্ত, ৩ মধুর অম্ল কটু, ৪ মধুর অম্ল কষায়, ৫ মধুর লবণ তিক্ত, ৬ মধুর লবণ কটু, ৭ মধুর লবণ কষায়, ৮ মধুর তিক্ত কটু, ৯ মধুর তিক্ত কষায়, ১০ মধুর কটু কষায় (মধুরের দশসংযোগ) ; ১ অম্ল লবণ তিক্ত, ২ অম্ল লবণ কটু, ৩ অম্ল লবণ কষায়, ৪ অম্ল তিক্ত কটু, ৫ অম্ল তিক্ত কষায়, ৬ অম্ল কটু কষায় (অম্লের ছয় সংযোগ) ; ১ লবণ তিক্ত কটু, ২ লবণ তিক্ত কষায়, ৩ লবণ কটু কষায় (লবণ রসের ৩টী সংযোগ) ; ১ তিক্ত কটু কষায় (তিক্তের একটী সংযোগ) ; সমুদায়ে বিংশতি যোগ। চতুষ্ক রস সংযোগ ১৫ প্রকার যথা—১ মধুরাম্ল লবণ তিক্ত, ২ মধুরাম্ল লবণ কটু, ৩ মধুরাম্ল লবণ কষায়, ৪ মধুরাম্ল তিক্ত কটু, ৫ মধুরাম্ল তিক্ত কষায়, ৬ মধুরাম্ল কটু কষায়, ৭ মধুর লবণ তিক্ত কটু, ৮ মধুর লবণ তিক্ত কষায়, ৯ মধুর লবণ কটু কষায়, ১০ মধুর তিক্ত কটু কষায় (মধুরের দশসংযোগ) ; ১ অম্ল লবণ তিক্ত কটু, ২ অম্ললবণ তিক্ত কষায়, ৩ অম্ললবণ কটু কষায়, ৪ অম্লতিক্ত কটু কষায় (অম্লের ৪টী) ; ১ লবণ তিক্ত কটু কষায় (লবণরসের ১টী) সমুদায়ে পঞ্চদশযোগ। পঞ্চকসংযোগ ছয় প্রকার যথা—১ অম্ললবণতিক্তকটুকষায় (অম্লের একটী যোগ), ১ মধুরলবণ তিক্ত কটু কষায়, ২ মধুরাম্লতিক্তকটুকষায়, ৩ মধুরাম্ল লবণ কটু কষায়, ৪ মধুরাম্ল লবণ তিক্ত কষায়, ৫ মধুরাম্ল লবণ তিক্তকটু (মধুর রসের পাঁচ প্রকার যোগ) সমুদায়ে ছয় প্রকার ; আর মধুরাদি ছয় রসের মিলনে একপ্রকার ; এইরূপে সমুদায়ে রসসংযোগ ৫৭ প্রকার কথিত হইল। তৎসহ অসংযুক্ত রস ছয়টী (মধুর অম্ল লবণ তিক্ত কটু কষায়) মিলিত করিলে ৬৩ প্রকার রসকল্পনা পরিগণিত হয়॥ ৪১।৪২

সংক্ষেপে রসভেদ নিরূপণ। পঞ্চকরসের যোগ ৬ প্রকার, অসংযুক্ত রস ৬ প্রকার, চতুষ্ক রসসংযোগ ১৫ প্রকার, দ্বিকরসসংযোগ ১৫ প্রকার, ত্রিকরসসংযোগ ২০ প্রকার, ছয়টী রস মিলিয়া একপ্রকার, এই সমুদায়ে ৬৩ প্রকার রস কল্পনা উক্ত হইয়াছে॥ ৪৩

পূর্ব্বোক্ত ত্রিষষ্টিবিধ রসভেদ কল্পনা স্থূলভাবে (মোটামুটি ভাবে) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যদি রসভেদ সমূহ রস অনুরস ও রসদিগের তারতম্যানুসারে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে অসংখ্য প্রকার হইয়া থাকে। এই রসভেদ সকল বাতাদিদোষ ও হরীতক্যাদি ভেষজ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ৪৪

সূত্রস্থানে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দোষাদিবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব ; ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (দোষাদির আদি পদে ধাতু ও মল গ্রাহ্য ; তাহাদের বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাকৃতভাবে, বৈকৃতভাবে ও স্বরূপতঃ সম্যক্ জ্ঞান) ॥ ১

দোষ (বাতাদি), ধাতু (রসরক্তাদি) ও মল (মূত্র-পুরীষাদি) ইহারা দেহের মূল (অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা শরীর উৎপন্ন ও রক্ষিত হইয়া থাকে)। তন্মধ্যে অবিকৃত বায়ু উৎসাহ (সর্ব্বকার্য্যে উদ্যোগ), প্রশ্বাস, নিঃশ্বাস, বাচিক কায়িক ও মানসিক চেষ্টা, বেগপ্রবৃত্তি (মল-মূত্র-বাতাদির বহির্নির্গমন), ধাতুসমূহের সম্যক্ গতি ও ইন্দ্রিয় সকলের পটুত্ব দ্বারা এই শরীরকে অনুগৃহীত করে ; অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ বায়ু দ্বারা উৎসাহাদি ব্যাপার সমুদায় সুন্দররূপে সম্পন্ন হওয়ায় শরীরের উপকার হয়। অবিকৃত পিত্ত পরিপাক, উষ্মা (উষ্ণতা), দৃষ্টিশক্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি, প্রভা, মেধা, বুদ্ধি, পৌরুষ ও দেহের কোমলতা দ্বারা শরীরের উপকার করে। এইরূপ অবিকৃত শ্লেষ্মা দেহের স্থিরতা, স্নিগ্ধতা, সন্ধিবন্ধন ও ক্ষমাগুণ প্রভৃতি দ্বারা শরীরের উপকার করে ॥ ২—৪

রসাদি সাতটী ধাতুর প্রীণনাদি সাতটী শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ক্রমশঃ বলা যাইতেছে। যথা—রসের প্রীণন (ইন্দ্রিয় সমূহের প্রসন্নতাপূর্ব্বক মনের প্রীতিসম্পাদন), রক্তের জীবন (ওজোবর্দ্ধন), মাংসের লেপন (লিপ্ততাকরণ), মেদের স্নেহন (নেত্রাদিতে স্নিগ্ধতাসম্পাদন), অস্থির দেহধারণ, মজ্জার পূরণ (স্নেহের দ্বারা অস্থি-ছিদ্রের পূরণ) এবং শুক্রের গর্ভোৎপাদন এইগুলি শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। (এতদ্ব্যতীত রসাদির অন্যান্য মধ্যম কর্ম্ম যথা—রসের দৃষ্টিরক্তপুষ্ট্যাদি, রক্তের বর্ণপ্রসাদমাংসপোষণাদি কর্ম্ম অবগত হইবে) ॥ ৫

মলসমূহের প্রধান কর্ম্ম বলা যাইতেছে—পুরীষের প্রধান কর্ম্ম শরীরধারণ, মূত্রের প্রধান কর্ম্ম আভ্যন্তর ক্লেদনিঃসারণ, ঘর্ম্মের প্রধান কার্য্য ক্লেদবিধারণ (ও কেশ রোমাদির রক্ষণ।) বায়ু বর্দ্ধিত হইলে শরীরের কার্শ্য, কৃষ্ণবর্ণতা, উষ্ণাভিলাষ, কম্প, আনাহ, মলবদ্ধতা, বলহানি, নিদ্রানাশ, ইন্দ্রিয়শক্তির লোপ, প্রলাপ, ভ্রম ও দীনতা (উৎসাহহীনতা) এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পিত্ত বর্দ্ধিত হইলে মল মূত্র নেত্র ও ত্বকের পীতবর্ণতা, অতি-ক্ষুধা, অতি-তৃষ্ণা, দাহ ও নিদ্রাল্পতা হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা প্রবৃদ্ধ হইলে অগ্নিমান্দ্য, প্রসেক (লালাদি স্রাব), আলস্য, শরীরের গুরুত্ব, ত্বগাদির শ্বেতবর্ণতা, শৈত্য, অঙ্গের শিথিলতা, শ্বাস, কাস ও অতিনিদ্রা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয় ॥ ৬—৮

রস বর্দ্ধিত হইলে উহা প্রবৃদ্ধ শ্লেষ্মবৎ অগ্নিমান্দ্যাদি জন্মাইয়া থাকে। রক্ত প্রবৃদ্ধ হইলে বিসর্প, প্লীহা, বিদ্রধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, রক্তপিত্ত, গুল্ম, উপকুশ (দন্তরোগ বিশেষ), কামলা, ব্যঙ্গ (মেচেতা), অগ্নিমান্দ্য, সংমোহ, এবং ত্বক্ নেত্র ও মূত্রের রক্তবর্ণতা হইয়া থাকে ॥ ৯

মাংস বর্দ্ধিত হইলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, গণ্ডস্থল উরু ও উদরের বৃদ্ধি এবং কণ্ঠাদি স্থানে অধিমাংস নামক রোগ এই সকল উপস্থিত হয়। মেদোধাতু বর্দ্ধিত হইলে

উক্ত গলগণ্ডাদি রোগ সমূহ এবং অল্প পরিশ্রমে অধিক শ্রান্তি ও শ্বাস জন্মে। ইহাতে পাছা স্তন ও উদর ঝুলিয়া পড়ে॥ ১০

অস্থি প্রবৃদ্ধ হইলে অধ্যস্থি ও অধিদন্ত রোগ জন্মে। মজ্জা বর্দ্ধিত হইলে নেত্র ও দেহের গৌরব এবং অঙ্গুলি সন্ধিতে স্থূলমূল ও কৃচ্ছ্রসাধ্য পিড়কা সমূহ উৎপন্ন হয়॥ ১১

শুক্র বর্দ্ধিত হইলে অত্যন্ত স্ত্রীকামতা ও শুক্রাশ্মরী রোগ জন্মে॥ ১২

পুরীষ বর্দ্ধিত হইলে উদরে আধ্মান (ফাঁপ), আটোপ (গুড় গুড় করিয়া পেট ডাকা), ভার ও বেদনা হইয়া থাকে॥ ১৩

মূত্র বর্দ্ধিত হইলে বস্তিদেশে বেদনা (টন্‌টনানি) হয় এবং প্রস্রাব করিলেও বোধ হয় যেন প্রস্রাব করা হয় নাই (অর্থাৎ মূত্রত্যাগ না করিলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, প্রস্রাব করিলেও সেই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।) ১৪

স্বেদ প্রবৃদ্ধ হইলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, শরীরে দৌর্গন্ধ্য ও গাত্রকণ্ডূ হয়। নেত্রমল ও নাসাকর্ণাদির মল বর্দ্ধিত হইলে তত্তৎ মলের বাহুল্য হেতু সেই সকল মলাশয়ের গুরুতা কণ্ডূ ও ক্লেদাদি উপ[illegible] জন্মে॥ ১৫

বাতাদি বর্দ্ধিত হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা বলিয়া এক্ষণে উহারা ক্ষীণ হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করে তাহা বলা যাইতেছে।

বায়ু ক্ষীণ হইলে (স্ব-প্রমাণ অপেক্ষা হীন হইলে) অঙ্গের অবসাদ (কার্য্যে অসামর্থ্য), বাক্যের অল্পতা, শারীরিক চেষ্টার ন্যূনতা, জ্ঞানের অভাব এবং শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইলে অগ্নিমান্দ্যাদি যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে॥ ১৬

পিত্ত ক্ষীণ হইলে অগ্নিমান্দ্য, শীতবোধ ও কান্তির হানি হইয়া থাকে।

কফ ক্ষীণ হইলে ভ্রম (পাঠান্তরে—শ্রান্তিবোধ), হৃদয় মস্তক প্রভৃতি শ্লেষ্মস্থান সমূহের শূন্যতা, হৃদ্রোগ এবং সন্ধি সকলের শিথিলতা হইয়া থাকে॥ ১৭

রস-ধাতু ক্ষীণ হইলে শরীরের রুক্ষতা, ভ্রম (পাঠান্তরে—শ্রম), শোষ, গ্লানি ও শব্দাসহিষ্ণুতা (উচ্চশব্দ শ্রবণে বিরক্তি) হয়। রক্ত ক্ষীণ হইলে অম্লদ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, শীতাভিলাস, শিরাশৈথিল্য ও রুক্ষতা ; মাংস ক্ষীণ হইলে নেত্রের গ্লানি, সন্ধি-বেদনা এবং গণ্ডস্থল ও স্ফিকের (পাছার) শুষ্কতা ; মেদঃ ক্ষীণ হইলে কটীদেশের স্পর্শানভিজ্ঞতা,প্লীহার বৃদ্ধি ও অঙ্গের কৃশতা; অস্থি ক্ষীণ হইলে অস্থি সমূহে সূচীবেধবদ্ বেদনা এবং দন্ত কেশ ও নখাদির পতন ; মজ্জা ক্ষীণ হইলে অস্থি সমূহে ছিদ্র, ভ্রম ও অন্ধকার দর্শন ; শুক্র ক্ষীণ হইলে মৈথুন সময়ে বিলম্বে শুক্রের বা রক্তের স্খলন, কোষদ্বয়ে অত্যন্ত বেদনা এবং লিঙ্গে ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি অর্থাৎ লিঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা হইয়া থাকে॥ ১৮—২১

পুরীষ ক্ষীণ হইলে বায়ু শব্দের সহিত কুক্ষিতে ভ্রমণ করে, এবং অন্ত্র সমূহকে বেষ্টনবৎ পীড়ায় পীড়িত করিয়া ঊর্দ্ধে গমনাগমন করে, ইহাতে হৃদয় ও পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা হয়॥ ২২

মূত্র ক্ষীণ হইলে অতি কষ্টে বিবর্ণ বা রক্তমিশ্রিত মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। স্বেদ কমিয়া গেলে রোম সমূহের পতন, রোমের স্তব্ধতা ও চর্ম্মের স্ফুটন (চর্ম্ম ফাটা ফাটা) হয়॥ ২৩

অতি সূক্ষ্ম দূষিকাদি মল সমূহের ক্ষয়লক্ষণ সহজে বোধগম্য হয় না ; তবে তত্তৎ মলাশয়ের শুষ্কতা, তোদ, শূন্যতা ও লাঘব দ্বারা উহাদের ক্ষয় লক্ষণ অবগত হইবে॥ ২৪

দোষ ধাতু ও মল সমূহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় লক্ষণ বিস্তৃত ভাবে বলিয়া এক্ষণে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে—দোষ ধাতু ও মল ইহাদের মধ্যে যে পদার্থ যে গুণযুক্ত, শরীরে যদি তাহার বিপরীত গুণের ক্ষয় দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেই পদার্থের বৃদ্ধি এবং যদি বিপরীত গুণের বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহা হইলে সেই পদার্থের ক্ষয় হইয়াছে জানিতে হইবে। যেমন—বায়ুর গুণ রুক্ষ শীত লঘু প্রভৃতি ; ইহার বিপরীত গুণ স্নিগ্ধ উষ্ণ ও গুরুত্বাদি। শরীরে যদি রুক্ষাদি গুণের বিপরীত স্নিগ্ধাদি গুণের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে বুঝিবে বায়ুর বৃদ্ধি হইয়াছে। আর যদি স্নিগ্ধাদি গুণের বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বুঝিবে বায়ুর ক্ষয় হইয়াছে। এই প্রকারে বিবেচনা পূর্ব্বক ধাতু ও মল সমূহের বৃদ্ধি বা ক্ষয় নির্ণয় করিবে। মলের বৃদ্ধি ক্ষয় জানিবার আরও একটী উপায় আছে—পুরীষাদি মলের বিবদ্ধতা দ্বারা তাহাদের বৃদ্ধি এবং তাহাদের অতি প্রবর্ত্তন দ্বারা ক্ষয় অবগত হইবে॥ ২৫

মল পদার্থের ক্ষয় ও বৃদ্ধি উভয়ই পীড়াকর হইলেও তন্মধ্যে মলবৃদ্ধি অপেক্ষা মলক্ষয় অধিক পীড়াকর। কারণ মল দ্বারা দেহ রক্ষিত হইয়া থাকে, মলের বৃদ্ধিও প্রায়ই ঘটে ; সুতরাং মল বৃদ্ধি অভ্যস্ত, সেইজন্য ইহা তেমন পীড়াকর হয় না ; আর মলক্ষয় সর্ব্বদা ঘটে না, সুতরাং ইহা অনভ্যস্ত, অনভ্যস্ত বিষয় অধিক পীড়াকর হইয়া থাকে॥ ২৬

দোষাদির আশ্রয়াশ্রয়িভাব প্রদর্শিত হইতেছে—বাতাদির মধ্যে বায়ু অস্থিতে আশ্রিত, পিত্ত স্বেদ ও রক্তে স্থিত এবং কফ, রস মাংস মেদ মজ্জা শুক্র মূত্র ও পুরীষাদিতে অবস্থিত। অর্থাৎ বায়ু আশ্রয়ী, অস্থি আশ্রয়। পিত্ত আশ্রয়ী স্বেদ ও রক্ত আশ্রয় এবং শ্লেষ্মার আশ্রয় রসাদি পদার্থ, রসাদির আশ্রয়ী শ্লেষ্মা। এই প্রকার পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাব থাকায় যে ঔষধাদি একের (আশ্রয়ের বা আশ্রয়ির) বর্দ্ধক বা ক্ষয়কর তাহা অন্যেরও (তদাশ্রয় বা তদাশ্রয়িরও) বর্দ্ধক বা ক্ষয়কর হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্রয়াশ্রয়িভাবাপন্ন হইলেও অস্থি এবং বায়ুর পক্ষে এ নিয়ম নহে। কারণ স্নিগ্ধ মধুরাদি বৃংহণ দ্রব্য দ্বারা অস্থির বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা বায়ুর হ্রাস হইয়া থাকে। আর রুক্ষ-তিক্তাদি অপতর্পণ দ্বারা বায়ুর বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাতে অস্থির ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব যাহা অস্থির বর্দ্ধক বা ক্ষয়কর, তাহা তদাশ্রয়ী বায়ুর বর্দ্ধক বা ক্ষয়কর হয় না। প্রায়ই স্নিগ্ধমধুরাদি সন্তর্পণ দ্বারা দোষাদির বৃদ্ধি হয়, তাহা শ্লেষ্মানুগামী, আর তদ্বিপরীত রুক্ষতিক্তাদি অপতর্পণ দ্বারা দোষাদির ক্ষয় হয়, তাহা বাতানুগামী। অতএব দোষধাতুসম্বন্ধি বৃদ্ধি ও ক্ষয়সম্ভূত রোগ সমূহের যথাক্রমে লঙ্ঘন ও বৃংহণ ঔষধ দ্বারা সত্বর প্রতিকার করিবে। অর্থাৎ দোষাদির বৃদ্ধিজনিত রোগের লঙ্ঘন দ্বারা এবং ক্ষয়জনিত রোগের বৃংহণ দ্বারা শীঘ্র চিকিৎসা করিবে (কারণ বিলম্বে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে)। কিন্তু বায়ুর বৃদ্ধি বা ক্ষয় জনিত রোগের চিকিৎসা ইহার বিপরীত ক্রমে করিতে হইবে অর্থাৎ বায়ুর বৃদ্ধি জনিত রোগের সন্তর্পণ দ্বারা এবং বায়ুর ক্ষয় জনিত রোগের অপতর্পণ দ্বারা চিকিৎসা কর্ত্তব্য॥ ২৭—৩০

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রবৃদ্ধ রস ও শ্লেষ্মা উভয়ের লক্ষণ একই প্রকার ; সুতরাং উভয়ের চিকিৎসাও যে একই প্রকার তাহাও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে, সেই জন্য এখানে পুনরায় তাহা বলা হইল না। এক্ষণে রক্তাদি ধাতুর বৃদ্ধি ও ক্ষয় জনিত রোগের চিকিৎসা বিশেষ ভাবে বলা যাইতেছে। রক্তবৃদ্ধিজনিত রোগের রক্তস্রাব ও বিরেচন দ্বারা ; মাংসবৃদ্ধিজনিত রোগের শস্ত্র ক্ষার ও অগ্নি কর্ম্ম দ্বারা, মেদোবৃদ্ধিজনিত রোগের স্থৌল্য চিকিৎসা (দ্বিবিধোপক্রমণীয়োক্ত)

বিধানে, মেদঃক্ষয়জনিত রোগের কার্শ্য চিকিৎসা দ্বারা, অস্থিক্ষয়জনিত রোগের তিক্ত দ্রব্য সংযুক্ত দুগ্ধ, ঘৃত ও বস্তি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। (এস্থলে কথা হইতেছে যে, যে দ্রব্য বাতজনক তাহা অস্থিক্ষয় জন্য বিকারের বর্দ্ধক, অতএব অস্থিক্ষয় জন্য রোগে তিক্তদ্রব্য সংযুক্ত ক্ষীরাদির উপযোগ অনুচিত; কারণ তিক্তরস বাতবর্দ্ধক। সেইজন্য বলা হইতেছে যে, যে দ্রব্য স্নিগ্ধ শোষণ ও খরত্বোৎপাদক তাহা অস্থির:বর্দ্ধক, কারণ অস্থি খরস্বভাব। এমন একটী জিনিস নাই যাহা স্নিগ্ধ ও শোষক, সেইজন্য তিক্তদ্রব্য যুক্ত ক্ষীর ঘৃত ও বস্তি প্রয়োগ করিতে বলা গেল; ক্ষীর ঘৃত তিক্তদ্রব্য সাধিত হইলে তাহা খর স্বভাব হইয়া থাকে সুতরাং অস্থিরও বর্দ্ধক হয়।) (অধিক পাঠের অর্থ—মজ্জা ও শুক্রক্ষয় জনিত রোগে মধুর ও শীতল দ্রব্য ভোজন, বমনাদি পঞ্চকর্ম্মদ্বারা শুদ্ধি, মৈথুন, ব্যায়াম ও অন্যান্য শুক্রশোধক বিষয় হিতকর।) ৩১।৩২

পুরীষবৃদ্ধিজনিত রোগের চিকিৎসা অতিসারের চিকিৎসানুসারে করিতে হইবে। মলক্ষয় জনিত রোগে মেষ ও ছাগের মধ্যভাগের মাংস, কুল্মাষ (হিঙ্গু ঘৃতাদি যুক্ত অর্দ্ধসিদ্ধ মাষকলাই প্রভৃতি দ্বারা কৃত খাদ্যবিশেষ, ঘুগ্‌নী), যব, মাষকলাই, বরবটী প্রভৃতি মলবর্দ্ধক দ্রব্য প্রয়োগ করিবে॥ ৩৩

মূত্রবৃদ্ধিজনিত রোগে মেহের ন্যায় চিকিৎসা এবং মূত্রক্ষয়জনিত ব্যাধিতে মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। স্বেদক্ষয়জ রোগে ব্যায়াম, তৈলাভ্যঙ্গ, স্বেদপ্রয়োগ ও মদ্যপান হিতকর॥ ৩৪

স্বস্থানস্থ (পক্বাশয় ও আমাশয় মধ্যবর্ত্তী) জাঠরাগ্নির যে সকল অংশ রসাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাদের মান্দ্য হইলে ধাতুবৃদ্ধি এবং দীপ্তি হইলে ধাতুক্ষয় হইয়া থাকে। (পাচক পিত্তকে জাঠরাগ্নি বলে। এই জাঠরাগ্নির যে অংশ রসাদি ধাতুতে থাকে তাহাকে ধাত্বগ্নি কহে।)॥ ৩৫

পূর্ব্ব ধাতু বর্দ্ধিত হইলে পর ধাতুকে বর্দ্ধিত করে অর্থাৎ রসধাতু বর্দ্ধিত হইলে রক্তকে বর্দ্ধিত করে, রক্ত প্রবৃদ্ধ হইলে মাংসকে বর্দ্ধিত করে ইত্যাদি। আর পূর্ব্ব ধাতু ক্ষীণ হইলে পর ধাতুকে ক্ষীণ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ রসক্ষয়ে রক্তক্ষয় ইত্যাদি ক্রম জানিবে।)॥ ৩৬

মিথ্যাযোগ অযোগ ও অতিযোগ যুক্ত মধুরাদি রস দ্বারা বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া রসরক্তাদি ধাতুসমূহকে দূষিত করে। পরে ঐ দুষ্ট দোষ ও ধাতু উভয়ে পুরীষাদি মলকে দূষিত করিয়া থাকে। শরীরের অধোভাগে মলমার্গ দুইটী যথা গুহ্যদেশ ও লিঙ্গ বা যোনি; মস্তকে সাতটী যথা দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও একটী মুখবিবর; এতদ্ভিন্ন শরীরের যাবতীয় লোমকূপ এই সমস্ত মলের মার্গ। যে যে মলের যে যে মার্গ, সেই মলজনিত রোগ সেই সেই মার্গে প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৩৭

ওজোলক্ষণ। রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতু সমূহের যে শ্রেষ্ঠ তেজঃপদার্থ, তাহাকে ওজঃ কহে। ওজঃপদার্থের প্রধান স্থান হৃদয় হইলেও ইহা সমস্ত শরীরব্যাপী। ওজোবলেই দেহের স্থিতি অর্থাৎ ওজই জীবনের আশ্রয়। ইহা স্নিগ্ধ, সোমগুণবহুল, বিশুদ্ধ (মলরহিত) ও ঈষৎ রক্তাভ পীতবর্ণ। ওজঃপদার্থের নাশ হইলে নিশ্চিত মৃত্যু হয়। আর ওজঃ বিদ্যমান থাকিলে মনুষ্য জীবিত থাকে। ওজঃ হইতে শরীরসংশ্রিত বিবিধ ভাব নিষ্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৩৮।৩৯

ক্রোধ, ক্ষুধা, চিন্তা, শোক ও পরিশ্রমাদি দ্বারা ওজঃপদার্থের ক্ষয় হইয়া থাকে। ওজঃক্ষয় হইলে মানব ভীত, দুর্ব্বল, নিরত চিন্তাপরায়ণ, ব্যথিতেন্দ্রিয়, কান্তিহীন, বিষণ্ণমনা, রুক্ষ ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। ওজঃক্ষয়ে জীবনীয় ঔষধ, দুগ্ধ, মাংসরস ও ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ওজো বর্দ্ধিত হইলে দেহের তুষ্টি পুষ্টি ও বলের সম্যক্ বৃদ্ধি হয় ॥ ৪০।৪১

পুরুষ যে অন্নে দ্বেষ করে সেই দ্বিষ্ট অন্ন ত্যাগ করিয়া এবং যে অন্ন অভিলাষ করে সেই অভিলষিত অবিরোধী অন্ন সেবন করিয়া সেই সেই দোষের বৃদ্ধি ও ক্ষয়কে জয় করিবে। (অর্থাৎ যে দোষের বৃদ্ধি হইলে যে দ্রব্যে অশ্রদ্ধা হয় তাহা ত্যাগ করিয়া সেই দোষের বৃদ্ধিকে জয় করিবে এবং যে দোষের ক্ষয় হইলে যে দ্রব্যের প্রতি অভিলাষ জন্মে তাহা ভোজন করিয়া সেই ক্ষয়কে নষ্ট করিবে।) ॥ ৪২

দ্বেষ্যান্ন ত্যাগ ও ইষ্টান্ন ভোজন দ্বারা কি হেতু দোষের বৃদ্ধি ও ক্ষয় নষ্ট হয় তাহা বলা যাইতেছে। দোষ সমূহ বর্দ্ধিত হইলে বিপরীতগুণবিশিষ্ট দ্রব্যে এবং ক্ষীণ হইলে সমানগুণান্বিত দ্রব্যে প্রায়ই রুচি জন্মাইয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তি তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না। (যেমন বায়ু বর্দ্ধিত হইলে স্নিগ্ধাম্লমধুর দ্রব্যে এবং বায়ু ক্ষীণ হইলে রুক্ষকষায়াদি দ্রব্যে অভিলাষ হয়। পিত্ত প্রবৃদ্ধ হইলে শীতমধুররুক্ষতিক্তকষায় দ্রব্যে এবং ক্ষীণ হইলে অম্ল লবণ কটু দ্রব্যে প্রীতি হয়। শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইলে রুক্ষাম্লকটুতিক্ত দ্রব্যে এবং ক্ষীণ হইলে স্নিগ্ধাম্ললবণ দ্রব্যে রুচি হইয়া থাকে। সেই জন্য বিপরীতগুণান্বিত দ্রব্যের সেবন দ্বারা দোষের বৃদ্ধি এবং সমানগুণান্বিত দ্রব্য সেবন দ্বারা দোষের ক্ষয় ও জয় করিবে। কখন কখনও ইহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে, সেই জন্য মূর্খ ব্যক্তি দোষের হ্রাস বৃদ্ধি স্থির করিতে পারে না।) ॥ ৪৩

দোষ সকল বর্দ্ধিত হইলে স্বকীয় বলানুসারে স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ করে এবং ক্ষীণ হইলে নিজ নিজ লক্ষণ ত্যাগ করে। আর সমদোষ (স্বপ্রমাণস্থদোষ) শরীরানুকূল স্বকীয় কর্ম্ম (উৎসাহাদি) সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৪

যে সকল দোষ সমভাবে স্বপ্রমাণে অবস্থিত হইলে শরীরের বৃদ্ধি করে, সেই সকল দোষই বৈষম্যাবস্থা (ক্ষয় বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হইলে শরীর নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব হিতজনক আহার বিহারাদি দ্বারা সেই দোষকে ক্ষয় বা বৃদ্ধি হইতে রক্ষা করিবে। অর্থাৎ দোষের বর্দ্ধক বা ক্ষয়কারক আহারবিহারাদি করিবে না ॥ ৪৫

সূত্রস্থানে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দোষভেদীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (দোষের ভেদজ্ঞান না থাকিলে দোষবিজ্ঞান হয় না। পূর্ব্বে দোষবিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে ইহা বলা হয় নাই বলিয়া সম্প্রতি দোষভেদীয় অধ্যায় বলা যাইতেছে।) ॥ ১

বায়ুর অবস্থিতিস্থান ছয়টী ; যথা—পক্কাশয়, কটী, উরু, কর্ণ, অস্থি ও ত্বক্। তন্মধ্যে পক্কাশয় বায়ুর বিশেষ স্থান অর্থাৎ প্রধান অবস্থিতিস্থান ॥ ২

পিত্তের স্থান—নাভি, আমাশয়, স্বেদ, লসীকা (জলসদৃশ পদার্থ), রক্ত, রস, চক্ষু ও ত্বক্। এতন্মধ্যে নাভি প্রধান স্থান। (ত্বক্ বায়ু ও পিত্ত উভয়েরই স্থান) ; অগ্নির সখা বায়ু, আর পিত্তই অগ্নি ; সুতরাং সখিত্বনিবন্ধন উভয়ের একস্থানে স্থিতি বিরুদ্ধ নহে।) ॥ ৩

শ্লেষ্মার স্থান—বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, মস্তক, ক্লোম, পর্ব্বস্থান সমূহ, আমাশয়, রস, মেদ, নাসিকা ও জিহ্বা। তন্মধ্যে বক্ষঃস্থলই শ্লেষ্মার প্রধান স্থান ॥ ৪

বায়ু এক মাত্র হইলেও প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানভেদে উহা পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়া কার্য্যভেদে পাচক, পূজক, গায়ক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বায়ু একমাত্র হইয়াও কার্য্যভেদে প্রাণাদি নামবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর মধ্যে প্রাণ-বায়ু মস্তকস্থ হইয়াও বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশে বিচরণ করে। ইহা বুদ্ধি, হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও চিত্তের ধারক এবং ষ্ঠীবন, হাঁচি, উদ্গার ও নিঃশ্বাস জনক। ইহা দ্বারা ভুক্ত অন্ন উদর মধ্যে প্রবেশ করে ॥ ৫

উদান বায়ুর স্থান বক্ষঃস্থল। উদান বায়ু বক্ষঃস্থলস্থ হইলেও নাসিকা নাভি ও গলদেশে বিচরণ করে। ইহা দ্বারা বাক্যের প্রবর্ত্তন, কার্য্যে উদ্যম, উৎসাহ, বল, বর্ণ ও স্মৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬

ব্যান বায়ু প্রধানতঃ হৃদয়স্থ হইয়াও সমস্ত দেহে বিচরণ করে। ইহা মহাবেগবান্। প্রাণির গমন, অঙ্গের অধঃক্ষেপ ও উদ্ধক্ষেপ, চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষ এবং জৃম্ভাদি সমস্ত ক্রিয়া ব্যান বায়ু দ্বারা সম্পাদিত হয় ॥ ৭

সমান বায়ু পাচকাগ্নির সমীপস্থ। ইহা কোষ্ঠের সর্ব্বত্র বিচরণ করে, অপক্ক অন্নকে আমাশয়ে ধারণ করে, পরিপাক করে, কঠিন ভুক্তদ্রব্যকে পাকার্থ বিভাগ করে এবং মলমূত্রাদিকে অধোনিঃসারণ করে ॥ ৮

অপান বায়ুর প্রধান স্থান গুহ্যদেশ। অপান বায়ু গুহ্যদেশস্থ হইয়াও শ্রোণি, বস্তি, লিঙ্গ ও উরুদেশে বিচরণ করে। ইহা শুক্র আর্ত্তব মল মূত্র ও গর্ভকে বহির্নিঃসারণ করিয়া থাকে। (বায়ুর ভেদ পাঁচ প্রকার কথিত হইল।) ॥ ৯

বায়ুর ন্যায় পিত্তও পাঁচপ্রকার। সেই পাঁচপ্রকার পিত্তের মধ্যে যাহা পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যগত, এবং যাহা পঞ্চভূতাত্মক হইলেও আগ্নেয় গুণাধিক্য হেতু (তজ্জন্য সোমগুণ নষ্ট হওয়ায়) কঠিন হইয়া পাকদাহাদি ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা অগ্নি নামে অভিহিত হয়, তাহাকে পাচক পিত্ত

কহে। এই পাচক পিত্ত অন্নকে পরিপাক করে, সার ও মল পদার্থকে পৃথক্ বিভাগ করে এবং স্বস্থানে থাকিয়া (আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যে থাকিয়া) অবশিষ্ট রঞ্জকাদি (ধাতুস্থ) পিত্তদিগের বল বর্দ্ধিত করিয়া উপকার করিয়া থাকে ॥ ১০—১২

যে পিত্ত আমাশয়স্থিত, তাহা রসকে রঞ্জিত (রক্তবর্ণ) করে বলিয়া রঞ্জক পিত্ত নামে অভিহিত হয়।

যে পিত্ত হৃদয়স্থিত, তাহাকে সাধক-পিত্ত কহে। বুদ্ধি মেধা ও অভিমানাদি দ্বারা অভিলষিত বিষয়ের সাধন করে বলিয়া ইহা সাধক নামে খ্যাত। চক্ষুঃস্থ পিত্ত কৃষ্ণ গৌর প্রভৃতি রূপ আলোকন করে বলিয়া আলোচক নামে এবং ত্বগ্‌গত পিত্ত ত্বকের ভ্রাজন (দীপন) হেতু ভ্রাজক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (ভ্রাজক পিত্ত অভ্যঙ্গ লেপ ও পরিষেকাদি পাক করে) ॥ ১৩।১৪

শ্লেষ্মাও পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে যাহা উরঃস্থ, তাহা স্বকীয় শক্তি দ্বারা ত্রিক ভাগের (পৃষ্ঠাধারের, মেরুদণ্ডের নিম্ন স্থানের), অন্নবীর্য্য (রস) দ্বারা ও নিজবীর্য্য দ্বারা হৃদয়ের এবং স্বস্থানস্থ (বক্ষঃস্থিত) হইয়া অম্বুকর্ম্ম দ্বারা (ক্লেদ-শ্লেষ্মাদিদ্বারা) সন্ধিস্থানাদি অন্যান্য শ্লেষ্ম-স্থানের অবলম্বন অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্মে তাহাদের সামর্থ্য উৎপাদন করে বলিয়া অবলম্বক নামে অভিহিত হয়। যে শ্লেষ্মা আমাশয়ে অবস্থিত, তাহা কঠিন অন্ন সমূহকে ক্লিন্ন করে বলিয়া ক্লেদক নামে খ্যাত। জিহ্বাস্থিত শ্লেষ্মদ্বারা মধুরাদি রসের বোধ হয় বলিয়া তাহাকে বোধক কহে। শিরঃস্থ শ্লেষ্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের তৃপ্তিকর বলিয়া তর্পক নামে অভিহিত। আর সন্ধিস্থিত শ্লেষ্মা সন্ধি সকলকে সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখে বলিয়া শ্লেষ্মক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে ॥ ১৫—১৭

অবিকৃত বাতাদি দোষ সমূহ সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও প্রায়ই তাহাদের পূর্ব্বোক্ত পৃথক পৃথক্ স্থান ও কর্ম্ম সকল জানিবে ॥ ১৮

দোষের বিকৃতি বলিতে দোষের বৃদ্ধি ও ক্ষয় বুঝা যায়। বৃদ্ধিও চয়প্রকোপভেদে দুই প্রকার। দোষাদিবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে সামান্যতঃ বৃদ্ধি ও ক্ষয় লক্ষণ বলা হইয়াছে; এক্ষণে চয় প্রকোপরূপ বৃদ্ধিনিদান সংক্ষেপে কথিত হইতেছে—রুক্ষাদি বাতগুণসমূহ, (বিরুদ্ধ) উষ্ণগুণযুক্ত হইয়া বায়ুর সঞ্চয় ও শীতগুণান্বিত হইয়া বায়ুর প্রকোপ করে। অপিচ স্নিগ্ধাদিগুণ সকল উষ্ণ গুণযুক্ত হইয়া বায়ুর প্রশম করিয়া থাকে। তীক্ষ্ণাদি পিত্তগুণ সকল শীতগুণযুক্ত হইয়া পিত্তের সঞ্চয় ও উষ্ণগুণযুক্ত হইয়া পিত্তের প্রকোপ করে। আর মন্দাদিগুণসমূহ শীতগুণযুক্ত হইয়া পিত্তের প্রশম করিয়া থাকে। স্নিগ্ধাদিগুণ সকল শীতগুণযুক্ত হইয়া শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও উষ্ণগুণযুক্ত হইয়া শ্লেষ্মার প্রকোপ করে এবং রুক্ষাদিগুণসমূহ উষ্ণগুণযুক্ত হইয়া কফের প্রশম করিয়া থাকে ॥ ১৯—২১

স্ব স্ব স্থানে দোষের যে বৃদ্ধি, তাহাকে চয় কহে। দোষের চয় হইলে দোষবর্দ্ধক কারণে দ্বেষ ও তাহার বিপরীতগুণে অভিলাষ জন্মে। অর্থাৎ বায়ুর চয় হইলে বাতবর্দ্ধক রুক্ষাদি কারণে দ্বেষ জন্মে, এবং তদ্বিপরীত স্নিগ্ধাদি গুণে অভিলাষ জন্মিয়া থাকে। বৃদ্ধি কারণে দ্বেষ ও বিপরীত গুণে ইচ্ছা এই দুই [illegible]

পিত্ত শ্লেষ্মার বিষয়ে

উন্মার্গগামী হইলে

সমূহ নিজ নিজ লক্ষণ প্রকাশ করে এবং স্বাস্থ্যহানি ও রোগোৎপত্তি করিয়া থাকে। (প্রকুপিত দোষ সকলের লক্ষণ পূর্ব্বে দোষাদিবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে এবং বাতব্যাধি নিদানে বলা যাইবে। দোষ সকল যখন সমত্বাবস্থায় স্বস্থানে অবস্থিতি করে এবং কোনরূপ রোগোৎপত্তি করে না, তখন তাহাকে প্রশম কহে) ॥ ২২

গ্রীষ্মাদি ঋতুত্রয়ে যথাক্রমে বায়ুর চয় প্রকোপ ও প্রশম হইয়া থাকে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে বায়ুর চয়, বর্ষাঋতুতে বায়ুর প্রকোপ এবং শরৎকালে বায়ুর প্রশম হইয়া থাকে। এইরূপ বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে যথাক্রমে পিত্তের চয় প্রকোপ ও প্রশম এবং শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে কফের চয় প্রকোপ ও প্রশম হইয়া থাকে ॥ ২৩

লঘু রুক্ষ গুণান্বিত গ্রীষ্মকালে লঘু ও রুক্ষ ওষধি (যবশালিগোধূমাদি) সেবনহেতু লঘুরুক্ষস্বভাব বায়ু আদান কাল জন্য লঘুরুক্ষগুণযুক্ত দেহে সঞ্চিত হইয়া থাকে ; কালের উষ্ণতাবশতঃ প্রকুপিত হয় না। (বায়ু শীতগুণযুক্ত, উষ্ণগুণ তাহার বিরোধী, বিরুদ্ধগুণ সংযোগে প্রকোপ অসম্ভব। তবে লঘু রুক্ষাদি তুল্য গুণ দ্বারা কেবলমাত্র বায়ুর সঞ্চয় হইয়া থাকে) ॥ ২৪

বর্ষাকালে জল ও ওষধি সকল অম্লপাক হয়, পিত্তও অম্লরসান্বিত ; সেইজন্য তুল্যগুণ যোগে পিত্তের সঞ্চয় হয় মাত্র, বর্ষাকালের শৈত্যবশতঃ উষ্ণগুণযুক্ত পিত্তের প্রকোপ হইতে পারে না ॥ ২৫

এইরূপ স্নিগ্ধশীতস্বভাব শিশিরকালে স্নিগ্ধ ও শীতগুণযুক্ত ওষধি ও জল সেবাহেতু তুল্যগুণান্বিত কফ স্নিগ্ধ ও শীতল দেহে সঞ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ সময়ে কফ ঘনীভূত থাকায় প্রকুপিত হইতে পারে না ॥ ২৬

কালস্বভাববশতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাতাদি দোষের চয়প্রকোপাদি হইয়া থাকে। কিন্তু অন্নপানাদি আহার সামর্থ্যে কাল অপেক্ষা না করিয়া দোষ সমূহের সত্বই সঞ্চয় প্রকোপাদি হয়। আবার আহারাদি বশে দোষ সকলের চয়াদিকালেও চয় প্রকোপ প্রশমাদি হয় না। তজ্জন্য কাল অপেক্ষা আহারাদিরই প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭

যেমন গিরিনদী প্রভৃতির জলবেগ সমবিষম সমস্ত স্থানকে অকস্মাৎ প্লাবিত করে এবং অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ কুপিত দোষ সকল সহসা আপাদমস্তক সমস্ত দেহকে ব্যাপ্ত করে এবং ক্রমশঃ মন্দ মন্দ ভাবে কমিয়া থাকে ॥ ২৮

কুপিত মল সমূহ (বায়ু পিত্ত কফ) অনেক প্রকার ও অসংখ্য রোগ উৎপাদন করিয়া শরীরকে সন্তাপিত করিয়া থাকে। সেই অসংখ্য রোগের প্রত্যেকের নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসা স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দেশ করা অসাধ্য ; অতএব সাধারণ ভাবে কথিত হইতেছে ॥ ২৯

বাতাদি দোষ সমূহই জ্বর অতীসার প্রভৃতি সমস্ত রোগের উৎপত্তির একমাত্র কারণ। দৃষ্টান্ত যথা—পক্ষী যেমন সমস্ত দিন সকল দিকে পরিভ্রমণ করিয়াও নিজের ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, অথবা এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাদি নানা প্রকার ভূতবিকার সমূহ যেমন সত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে অতিবর্ত্তন করে না, সেইরূপ স্বীয় ধাতুবৈষম্যনিমিত্ত রোগ সমূহও দোষত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারে না অর্থাৎ দোষসম্বন্ধ ভিন্ন কখনই রোগের উৎপত্তি হয় না। এই সকল দোষের প্রকোপ বিষয়ে তিনটী কারণ ; যথা—অসাত্ম্য-ইন্দ্রিয়ার্থ-সংযোগ

(অনুপযোগী রূপ রসাদির সংযোগ), শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণ দুষ্ট কাল, এবং ইহজন্মে ও পরজন্মে কৃত দুষ্কার্য্য। এই কারণ ত্রয়ের প্রত্যেকটী আবার হীনযোগ মিথ্যাযোগ ও অতিযোগ ভেদে তিন প্রকারে ভিন্ন হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের অল্প সংযোগ বা অসংযোগকে হীনযোগ কহে। যেমন শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, এই শব্দের অল্পশ্রবণ বা একেবারে অশ্রবণকে হীনযোগ বলে। চক্ষুর বিষয় রূপ, এই রূপের অল্প দর্শন বা একবারে অদর্শনকে হীনযোগ কহে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই নিয়ম জানিবে। আর স্বকীয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের অতিসংসর্গকে অতিযোগ কহে। অতিসূক্ষ্ম, অতিদীপ্তিশালী, অতিভৈরব, অতি নিকটবর্ত্তী বা অতি দূরবর্ত্তী, অপ্রিয় ও বিকৃতাদি রূপ দর্শনকে দর্শনেন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ বলা যায়। এই মিথ্যাযোগ তিমিরাদি নেত্ররোগের কারণ বলিয়া অতি দারুণ। এইরূপ অতি উচ্চ, পরুষ, ইষ্টবিনাশ ও ভীষণাদি শব্দ-শ্রবণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ। পূতিবিষ্ঠাদি অনিষ্ট গন্ধের আঘ্রাণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ। এই প্রকার যথাযথ ভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ জানিবে। কাল তিন প্রকার—শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। এই কালত্রয়ে শীতগ্রীষ্মাদির অল্পতা হইলে হীনযোগ, অধিক হইলে অতিযোগ ও বিপরীতলক্ষণ ঘটিলে তাহাকে মিথ্যাযোগ কহে॥ ৩০—৩৭

কালের ন্যায় কর্ম্মও ত্রিবিধ, যথা—কায়িক বাচিক ও মানসিক। কায়িকাদি কর্ম্মের হীন (অল্প) প্রবৃত্তিকে হীনযোগ,অতিপ্রবৃত্তিকে অতিযোগ এবং মলমূত্রাদির অনুপস্থিত বেগে বেগদান, উপস্থিত বেগ ধারণ, বিষমভাবে অঙ্গন্যাসাদি কার্য্যকরণ, উভয়লোকবিরুদ্ধ কার্য্য, বিষম পতন ও বিষম স্খলনাদি ব্যাপার সমূহকে মিথ্যাযোগ কহে। অর্দ্ধভুক্ত ব্যক্তির যে বাক্যালাপ তাহা বাচিক কর্ম্মের মিথ্যাযোগ। রাগ দ্বেষ ও ভয়াদি মানসিক কর্ম্মের মিথ্যাযোগ। দিনচর্য্যাধ্যায়োক্ত প্রাণাতিপাতাদি (হিংসা চৌর্য্য প্রভৃতি) দশবিধ নিন্দিত কর্ম্ম যথাযথ কায়িক বাচিক ও মানসিক মিথ্যাযোগ। আর ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে কৃত নিন্দিত সমস্ত কার্য্যই মিথ্যাযোগ॥ ৩৮—৪০

এই সমস্ত হীনযোগাদি দোষ সমূহের প্রকোপে নিদান। এই নিদান দ্বারা কুপিত দোষ সকল নানারূপে শাখা কোষ্ঠ অস্থি ও সন্ধিস্থলে বিবিধ ব্যাধি জন্মাইয়া থাকে॥ ৪১

রক্তাদি ছয় প্রকার ধাতু ও ত্বক্‌কে শাখা কহে। শাখা বাহ্য রোগ সকলের স্থান। শাখাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া মষক, ব্যঙ্গ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অলজী ও অর্ব্বুদ (বিসর্প বিদ্রধি) প্রভৃতি এবং অর্শঃ গুল্ম ও শোথাদি রোগ সমূহকে বাহ্যরোগ কহে॥ ৪২

মহাস্রোত এবং আমাশয় ও পক্বাশয়ের আশ্রয় অভ্যন্তর ভাগকে কোষ্ঠ বলে। বমি, অতিসার, কাস, শ্বাস, উদর, জ্বর, শোথ, অর্শঃ, গুল্ম, বিসর্প ও অন্তর্বিদ্রধি এই সকল রোগ কোষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে আভ্যন্তর রোগ কহে॥ ৪৩

মস্তক হৃদয় ও বস্ত্যাদি মর্ম্মস্থান, অস্থি সমূহের সন্ধি, এবং অস্থিনিবদ্ধ শিরা স্নায়ু কণ্ডরা ও ধমনী প্রভৃতিকে মধ্যম রোগ মার্গ কহে। এই মধ্যম রোগমার্গে যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, মূর্দ্ধাদি রোগ (মস্তক হৃদয় ও বস্তিগত রোগ) এবং সন্ধি অস্থি ও ত্রিকদেশে শূল ও গ্রহ প্রভৃতি (বায়ুরোগ সকল) জন্মিয়া থাকে॥ ৪৪।৪৫

বায়ুর কার্য্য। সন্ধিভ্রংশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপ, ব্যধ (মুদ্গরাদিদ্বারা তাড়নবৎ ব্যথা), স্পর্শশক্তিহীনতা, অঙ্গের অবসাদ (কার্য্যে অসামর্থ্য), রুক্ (সততশূলবৎ বেদনা), তোদ (বিচ্ছিন্ন

শূলবৎ বেদনা), ভেদন (অঙ্গের বিদারণবৎ পীড়া), সঙ্গ (মলমূত্রাদির অনিঃসরণ ও বাক্যের বদ্ধতা), অঙ্গভঙ্গ, সঙ্কোচ (শিরাদির সঙ্কোচ), বর্ত্ত (পুরীষাদির পিণ্ডীকরণ), লোমাঞ্চ, তৃষ্ণা, কম্প, পরুষতা, অস্থির সচ্ছিদ্রতা, রসাদির শোষ, স্পন্দন (কিঞ্চিৎ চলন), বেষ্টন (রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টনবৎ পীড়া), স্তব্ধতা , কষায়াস্বাদ এবং শ্যাব ও অরুণ বর্ণ এই গুলি বায়ুর কার্য্য।

পিত্তের কার্য্য। দাহ (সর্ব্বাঙ্গ সন্তাপ), লৌহিত্য, উষ্ণতা, পাকিতা (অজীর্ণে পাককর্ত্তৃত্ব), স্বেদ, ক্লেদ, স্রাব, কোথ, অবসাদ, মূর্চ্ছন (ভ্রম), মদরোগ, কটু ও অম্লরস এবং পাণ্ডুর ও অরুণ-ভিন্ন বর্ণ এই সমস্ত পিত্তের কার্য্য॥ ৪৬—৪৮

শ্লেষ্মার কার্য্য। স্নিগ্ধতা, কাঠিন্য, কণ্ডূ (চুলকনা), শৈত্য, গৌরব, স্রোতঃসমূহের বদ্ধতা, অস্থ্যাদির উপলেপ, স্তৈমিত্য (শরীরের অপটুতা), শোথ, অপরিপাক, অতিনিদ্রতা, গাত্রের শ্বেতবর্ণতা, মধুর ও লবণ রস এবং চিরকারিতা (বিলম্বে কার্য্যনিষ্পত্তি) এই গুলি শ্লেষ্মার কার্য্য।

এইরূপে দোষ সমূহের সকল রোগ ব্যাপক যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল তাহা, ব্যাধির অবস্থা-বিভাগজ্ঞ সাবধান চিকিৎসক দর্শনস্পর্শনাদি দ্বারা রোগীদিগকে প্রতিক্ষণ সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া অবগত হইবেন॥ ৪৯—৫১

অভ্যাসহেতু (চিকিৎসাকর্ম্মে বারংবার প্রবর্ত্তন হেতু) কর্ম্মসিদ্ধিপ্রকাশক চিকিৎসা বিজ্ঞান জন্মে। কেবল অধ্যয়ন করিলেই চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মে না। সুবর্ণরত্নাদির সদসৎ জ্ঞান যেমন পুনঃপুনঃ দর্শন দ্বারা জন্মিয়া থাকে, কেবল রত্নশাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে রত্ন জ্ঞান হয় না, সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞান ও সর্ব্বদা আতুর দর্শন হেতু কর্ম্মসিদ্ধিদায়ক চিকিৎসাজ্ঞান জন্মিয়া থাকে॥ ৫২

ব্যাধিসমূহ তিন প্রকার। তন্মধ্যে কতকগুলি ব্যাধি দৃষ্টাপচার (ইহ জন্মকৃতব্যাধিহেতু) হইতে, কতকগুলি আত্মকৃত প্রাক্তন অশুভ কর্ম্ম হইতে এবং কতিপয় রোগ এই উভয় মিশ্র হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৫৩

যে দোষের যে নিদান (যেমন বাতাদিদোষের লঘুরুক্ষাদি নিদান), সেই নিদান-কুপিত দোষ হইতে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাকে দোষজ (দৃষ্টাপচারজ) ব্যাধি ; হেতু ব্যতিরেকে যে রোগ জন্মে, তাহাকে কর্ম্মজ এবং অল্প হেতুতে প্রবল পূর্ব্বরূপাদি যুক্ত যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে দোষকর্ম্মজ রোগ বলে॥ ৫৪

এই ত্রিবিধ রোগের মধ্যে দোষজব্যাধি, নিদানবিপরীত দ্রব্যাদি সেবন দ্বারা, কর্ম্মজব্যাধি কর্ম্মক্ষয় দ্বারা এবং উভয়জন্মা অর্থাৎ দোষকর্ম্মজ ব্যাধি, দোষ ও কর্ম্ম এই উভয়ের ক্ষয় হেতু বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৫৫

ব্যাধির ত্রৈবিধ্য বর্ণন করিয়া এক্ষণে দ্বৈবিধ্য প্রদর্শিত হইতেছে। ব্যাধি দুই প্রকার, যথা— স্বতন্ত্র (প্রধান) ও পরতন্ত্র (অপ্রধান)। পরতন্ত্র ব্যাধি আবার দুই প্রকার, যথা—রোগের পূর্ব্বজাত পূর্ব্বরূপসংজ্ঞ এবং পশ্চাৎ জাত উপদ্রবসংজ্ঞক। (স্বনিদানকুপিত দোষদ্বারা উৎপন্ন ব্যাধিকে স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র ব্যাধি উৎপন্ন হইবার পরে বা পূর্ব্বে তাহার পরিকর স্বরূপ যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগকে পরতন্ত্র ব্যাধি কহে)॥ ৫৬

স্বতন্ত্র ব্যাধিসমূহের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে জন্ম ও উপশম হয় এবং তাহাদের লক্ষণ সকল স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু পরতন্ত্র ব্যাধিসমূহ ইহার বিপরীত। অর্থাৎ ইহাদের জন্ম ও উপশম শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মে হয় না এবং লক্ষণ স্পষ্ট নহে। রোগের ন্যায় বাতাদি মল সকলও স্বতন্ত্র পরতন্ত্র ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে। অতএব অবহিত হইয়া প্রতিরোগে বিকৃতিপ্রাপ্ত সেই দোষ সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে॥ ৫৭।৫৮

প্রধান (স্বতন্ত্র) ব্যাধির শান্তিতে পরতন্ত্র (অপ্রধান) ব্যাধির শমতা হইয়া থাকে। পরতন্ত্র ব্যাধির পৃথক্ চিকিৎসা করিতে হয় না। তবে যদি কোন সময়ে অপ্রধান ব্যাধির প্রশম না হয়, তাহা হইলে প্রধান ব্যাধির চিকিৎসার পর প্রধান-চিকিৎসা লক্ষণ অনুসারে অপ্রধান ব্যাধি বা দোষের চিকিৎসা করিবে। কিন্তু উপদ্রব যদি বলবান্ হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার প্রতিকার করিবে। প্রধানের চিকিৎসার অপেক্ষা করিবে না। কারণ ব্যাধি-ক্লিষ্টশরীরের পক্ষে ইহা অতিশয় পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। ফলকথা এই পরতন্ত্র ব্যাধিসকল হীনবল, প্রধান ব্যাধির প্রশমে তাহাদেরও প্রশম হয়; কিন্তু যে পরতন্ত্র ব্যাধি পশ্চাৎ উৎপন্ন হইলেও প্রধান ব্যাধির চিকিৎসায় শান্তি না হয়, তাহাদের পশ্চাৎ চিকিৎসা করিবে। পরন্তু পরতন্ত্র ব্যাধি বলবান্ হইলে প্রথমেই তাহার চিকিৎসা করিবে। কারণ উহা অতি পীড়াকর হইয়া থাকে॥ ৫৯।৬০

রোগের নাম নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে চিকিৎসকের কখনও লজ্জিত হওয়া উচিত নহে। কারণ সকল রোগের নাম নির্দ্দিষ্ট নাই। বিবেচনা করিয়া দোষানুসারে তাহাদের চিকিৎসা করিবে॥ ৬১

বাতাদির অন্যতম কোন একটী কুপিত দোষ কারণভেদে এবং স্থানান্তরে গমন করিয়া অনন্ত রোগ উৎপাদন করে। সেইজন্য রোগের প্রকৃতি (উপাদান কারণ বাতাদি দোষ), স্থানবিশেষ ও নিদানবিশেষ বুঝিয়া শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করিবে॥ ৬২।৬৩

বাতাদি দোষ ও ঔষধের সম্যক্ আলোচনপূর্ব্বক যে চিকিৎসক দূষ্য, দেশ, বল, কাল, অগ্নি, বাতাদি প্রকৃতি, বয়স, সত্ব, সাত্ম্য ও আহার এই দশটী এবং ইহাদের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পৃথগ্বিধ অবস্থাসকল সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা বিষয়ে প্রবৃত্ত হন, তিনি কখনও বিফলমনোরথ হয়েন না॥ ৬৪।৬৫

চিকিৎসা বিষয়ে কেবল দূষ্যাদি পরীক্ষ্য নহে। গুরু লঘু ভেদে ব্যাধিরও পরীক্ষা করা উচিত, তাহাই কথিত হইতেছে—সত্ব (ধৈর্য্য), দেহ (বৃহৎ ক্ষুদ্র স্থূল সূক্ষ্মাদি), বল ও দৌর্ব্বল্য হেতু কখন কখন ব্যাধিসকল বিপরীতভাবে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ গুরুতর রোগকে অল্পলক্ষণযুক্ত এবং হীনবল ব্যাধিকেও প্রবললক্ষণযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। (রোগির যদি সত্ব বল ও দেহ উত্তম হয় তাহা হইলে প্রবল ব্যাধি দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়, আর যদি সত্ববলাদি অধম হয় তাহা হইলে দুর্ব্বল ব্যাধিও প্রবল বলিয়া বোধ হয়), অতএব ব্যাধির গুরুত্ব ও লঘুত্ব নির্ণয় বিষয়ে সাবধান হইবে॥ ৬৬

কুৎসিত চিকিৎসক, ব্যাধির লক্ষণমাত্র দেখিয়া গুরুতর ব্যাধিকে লঘু মনে করে এবং চিকিৎসা বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য গুরু ব্যাধিতে অল্পমাত্র বা অল্পবীর্য্য

সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করায় তাহা হীনযোগবশতঃ ব্যাধিসকলকে অতিশয় উদীর্ণবেগ করে। আবার লঘু ব্যাধিতে মাত্রাধিক বা উগ্রবীর্য্য সংশোধন ঔষধ প্রযুক্ত হওয়ায় তাহা অতিযোগ হেতু কেবল যে রোগোৎপাদক দোষকেই নষ্ট করে তাহা নহে, শরীরকেও নষ্ট করিয়া থাকে। এই হেতু (রোগের গতি দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া) সতত অভিযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা ও আয়ুর্ব্বেদানুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া দোষ দূষ্যাদি সমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া যাহাতে নিশ্চয় রোগের শান্তি হয়, এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ৬৭—৭০

অতঃপর আমরা বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের বিবিধভেদ অনুসারে বাতাদি দোষসমূহের বর্ণন করিব। স্বপ্রমাণাধিক পৃথক্ দোষ তিন প্রকার। যথা—বৃদ্ধ বায়ু, বৃদ্ধ পিত্ত ও বৃদ্ধ কফ। দোষসংসর্গ তিন প্রকার; এই সংসর্গে (দ্বন্দ্বে) নয় প্রকার দোষ-ভেদ হইয়া থাকে। যথা সমান বৃদ্ধিদ্বারা তিন প্রকার এবং একের আতিশয্যে ছয় প্রকার। সমানবৃদ্ধি যথা—সমবৃদ্ধ বাতপিত্ত, সমবৃদ্ধ বাতশ্লেষ্ম এবং সমবৃদ্ধ পিত্তশ্লেষ্ম। একের আতিশয্যে যথা—বাত বৃদ্ধ, পিত্ত বৃদ্ধতর; পিত্ত বৃদ্ধ, বায়ু বৃদ্ধতর; কফ বৃদ্ধ, পিত্ত বৃদ্ধতর; পিত্ত বৃদ্ধ কফ বৃদ্ধতর; কফ বৃদ্ধ, বাত বৃদ্ধতর; বাত বৃদ্ধ, কফ বৃদ্ধতর; সমুদায়ে নয় প্রকার সংসর্গ ভেদ জানিবে॥ ৭১—৭৩

তিন দোষের বৃদ্ধিতে সন্নিপাত ত্রয়োদশ প্রকার হয়। তন্মধ্যে দুই দোষের আধিক্যে তিন প্রকার, এক দোষের আধিক্যে তিন প্রকার, এবং তিন দোষেরই তুল্যাধিক্যে এক প্রকার ও দোষত্রয়ের তারতম্যভেদে ছয় প্রকার, সমুদায়ে ত্রয়োদশ প্রকার। যথা—কফ বৃদ্ধ বাতপিত্ত অধিক বৃদ্ধ ১, পিত্ত বৃদ্ধ বাতকফ অধিক বৃদ্ধ ২, বাত বৃদ্ধ পিত্তকফ অতিবৃদ্ধ ৩, পিত্তকফ বৃদ্ধ বাত অতিবৃদ্ধ ৪, বাতকফ বৃদ্ধ পিত্ত অতিবৃদ্ধ ৫, বাতপিত্ত বৃদ্ধ কফ অতিবৃদ্ধ ৬, বাতপিত্তকফ তুল্য বৃদ্ধ ৭ প্রকার। (তরতমভেদে যথা) বাত বৃদ্ধ পিত্ত বৃদ্ধতর কফ বৃদ্ধতম (৮), বাত বৃদ্ধ কফ বৃদ্ধতর পিত্ত বৃদ্ধতম ৯, পিত্ত বৃদ্ধ কফ বৃদ্ধতর বাত বৃদ্ধতম ১০, পিত্ত বৃদ্ধ, বাত বৃদ্ধতর কফ বৃদ্ধতম ১১, কফ বৃদ্ধ বাত বৃদ্ধতর পিত্ত বৃদ্ধতম ১২, কফ বৃদ্ধ পিত্ত বৃদ্ধতর বাত বৃদ্ধতম ১৩, দোষের বৃদ্ধি অনুসারে সমুদায়ে এই পঁচিশপ্রকার দোষ-ভেদ জানিবে। এইরূপ ক্ষয়ভেদেও ২৫শ প্রকার দোষ-ভেদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে বৃদ্ধি শব্দস্থলে ক্ষীণশব্দ প্রয়োগ করিলে অনায়াসে ২৫শ প্রকার ভেদ জানা যাইবে। তথাপি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতেছে। যথা—(পৃথক্ ৩) ক্ষীণবাত ১, ক্ষীণপিত্ত ২, ক্ষীণকফ ৩; (দ্বন্দ্ব ৯) তুল্যক্ষীণ-বাতপিত্ত ৪, তুল্যক্ষীণ-বাতকফ ৫, তুল্যক্ষীণ-পিত্তকফ ৬; বাত ক্ষীণ পিত্ত ক্ষীণতর ৭, পিত্ত ক্ষীণ বাত ক্ষীণতর ৮, বাত ক্ষীণ কফ ক্ষীণতর ৯, কফ ক্ষীণ বাত ক্ষীণতর, ১০, কফ ক্ষীণ পিত্ত ক্ষীণতর ১১, পিত্ত ক্ষীণ কফ ক্ষীণতর ১২; (সন্নিপাত ১৩) বাত ক্ষীণ পিত্তকফ ক্ষীণতর ১৩, পিত্ত ক্ষীণ বাতকফ ক্ষীণতর ১৪, কফ ক্ষীণ বাত-পিত্ত ক্ষীণতর ১৫, বাতপিত্ত ক্ষীণ কফ ক্ষীণতর১৬, পিত্তকফ ক্ষীণ বাত ক্ষীণতর ১৭, বাতকফ ক্ষীণ পিত্ত ক্ষীণতর ১৮, তুল্যক্ষীণ বাতপিত্তকফ ১৯, কফক্ষীণ পিত্তক্ষীণতর বাতক্ষীণতম ২০, বাতক্ষীণ কফক্ষীণতর পিত্তক্ষীণতম ২১, পিত্তক্ষীণ কফ ক্ষীণতর বায়ু ক্ষীণতম ২২, কফ ক্ষীণ বায়ু ক্ষীণতর পিত্ত ক্ষীণতম ৩৪,বাতক্ষীণ পিত্তক্ষীণতর কফক্ষীণতম ২৪, পিত্তক্ষীণ বাতক্ষীণতর কফক্ষীণতম ২৫। বৃদ্ধি ও ক্ষয় ভেদে এই ৫০ প্রকার দোষ ভেদ বর্ণিত হইল। পুনশ্চ সন্নিপাতস্থ বাতাদি দোষের

মধ্যে এক দোষের বৃদ্ধি এক দোষের সমতা ও এক দোষের ক্ষয় দ্বারা অপর ছয়প্রকার দোষ ভেদ হইয়া থাকে। যথা—বাত বৃদ্ধ পিত্ত সম কফ ক্ষীণ ১, পিত্ত বৃদ্ধ বাত সম কফ ক্ষীণ ২, কফ বৃদ্ধ পিত্ত সম বাত ক্ষীণ ৩, কফ বৃদ্ধ বাত সম পিত্ত ক্ষীণ ৪, বাত বৃদ্ধ কফ সম পিত্তক্ষীণ ৫, পিত্ত বৃদ্ধ কফ সম বাতক্ষীণ ৬, এই প্রকার এক দোষের ক্ষয় ও দোষদ্বয়ের বৃদ্ধি দ্বারা ৩ প্রকার এবং ইহার বৈপরীত্যে অর্থাৎ দোষদ্বয়ের ক্ষয় ও এক দোষের বৃদ্ধি দ্বারা ৩ প্রকার সমুদায়ে ৬ প্রকার, যথা—বাত ক্ষীণ পিত্তকফ বৃদ্ধ ১, পিত্ত ক্ষীণ বাতকফ বৃদ্ধ ২, কফ ক্ষীণ বাতপিত্ত বৃদ্ধ ৩, বাতপিত্ত ক্ষীণ কফ বৃদ্ধ ৪, বাতকফ ক্ষীণ পিত্ত বৃদ্ধ ৫, পিত্তকফ ক্ষীণ বাত বৃদ্ধ ৬, এই দ্বাদশটী এবং পূর্ব্বোক্ত ৫০ সমুদায়ে ৬২ প্রকার দোষভেদ নির্ণীত হইয়াছে। ত্রিষষ্ঠ অর্থাৎ দ্বিষষ্টির পর যেটী গণনা করা যায়, সেটী আরোগ্যের কারণ। যেহেতু তাহাতে বাতাদি দোষ স্বপ্রমাণাবস্থায় থাকে। পূর্ব্বোক্ত ৬২ প্রকার দোষ ভেদ রোগের হেতু। কারণ দোষের বৈষম্যই রোগের নিদান॥ ৭৪—৭৭

দোষ সমূহের কেবল যে দ্বিষষ্টি প্রকারই ভেদ হইয়া থাকে, তাহা নহে। রসরক্তাদি সপ্তধাতুর সংসর্গে, তাহাদের ক্ষয় সমতা ও বৃদ্ধি ভেদে এবং তারতম্যানুসারে দোষ ভেদ অনন্তবিধ হইয়া থাকে। (কেবল রসাদি ধাতুর সংসর্গে চারিশত একচল্লিশ প্রকার হয়। পুরীষাদি সংসর্গে ও ক্ষীণতমাদি ভেদে দোষ অনন্ত প্রকার হইতে পারে।) শিষ্যব্যুৎপত্তির জন্য কেবল উক্ত ভেদ প্রদর্শিত হইল। অতএব অবহিতচিত্ত হইয়া দোষসমূহের ভেদ যথাযথ লক্ষ্য করিবে। রসভেদ ও দোষভেদ অবগত হইলে চিকিৎসকের হেতু লক্ষণ ও চিকিৎসা বিষয়ে মোহ উপস্থিত হয় না॥ ৭৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দোষোপক্রমণীয় (বাতাদি দোষের উপক্রমণ অর্থাৎ চিকিৎসা) অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি ঋষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

প্রকুপিত বায়ুর চিকিৎসা। দোষ সকলের মধ্যে বায়ুই প্রধান। সেই জন্য প্রথমে বায়ুর চিকিৎসা কথিত হইতেছে। তৈল ঘৃতাদি স্নেহ প্রয়োগ, স্বেদপ্রয়োগ, মৃদু সংশোধন (অল্প বমন বিরেচন ; তীক্ষ্ণ বমনাদিতে বায়ু প্রকুপিত হয়), মধুর অম্ল লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন, তৈল অভ্যঙ্গ ও হস্তাদি দ্বারা তৈল মর্দ্দন, বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন, ত্রাসোৎপাদন, দশমূলকাথাদি দ্বারা সেক, পৈষ্টিক ও গৌড়িক মদ্যপান, স্নিগ্ধোষ্ণ বস্তি প্রয়োগ, বস্তিনিয়ম (শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্নেহপানাদি পঞ্চকর্ম্মের পর বস্তিদান), সুখশীলতা এবং অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক দ্রব্য সহ সিদ্ধ তিল প্রিয়াল প্রভৃতি নানা দ্রব্যের তৈল প্রয়োগ বিশেষতঃ পুষ্টমাংসের রস ও তৈলানুবাসন এই সমস্ত দ্বারা প্রকুপিত বায়ুর শান্তি হয়॥ ২—৪

প্রকুপিত পিত্তের চিকিৎসা। ঘৃত পান, মধুর ও শীতল দ্রব্য দ্বারা বিরেচন, মধুর তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট ভোজ্য ও ঔষধ সেবন, সুগন্ধ শীতল ও মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ, কণ্ঠে গুণ

নামক মুক্তাহার ও বক্ষে মণিহার ধারণ, কর্পূর চন্দন ও উশীর দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে অনুলেপন, প্রদোষ কাল, চন্দ্রকিরণ, সুধাধবলিত গৃহ, মনোরম সঙ্গীত, শীতল বায়ু, অযন্ত্রণমুখ মিত্র (যাহার মুখে কোন যন্ত্রণাসূচক বাক্য নাই, হাস্যমুখ মধুরকোমলভাষী), অব্যক্ত-মুগ্ধবচন পুত্র, প্রিয়া সুশীলা মনোনুকূলা স্ত্রী, শীতলজলধারাবিশিষ্ট গৃহাভ্যন্তর, উপবন, দীর্ঘিকা (গৃহ পুষ্করিণী), সৌম্যভাব সমূহ বিশেষতঃ দুগ্ধ ঘৃত পান ও বিরেচন এই সমস্ত দ্বারা প্রকুপিত পিত্তের শান্তি হয়। পিত্তার্ত্ত ব্যক্তি নিম্নলিখিত তৃণগৃহে (খড়ো ঘরে) অবস্থান করিবেন। তৃণ-গৃহ খানি সুন্দর সোপান পঙ্‌ক্তিবিরাজিত বিকচকমলসনাথ বিতত বিমল জলাশয়ের সমীপস্থ সৈকত পুলিনে অবস্থিত ও সমন্তাৎ দ্রুম পরিশোভিত হইবে ॥ ৫—১০

প্রকুপিত শ্লেষ্মার চিকিৎসা। বিধিপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন, রুক্ষ অল্প তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য কটুতিক্তকষায়রসান্বিত অন্ন, পুরাণ মদ্য, রমণানন্দে রাত্রিজাগরণ, নানাবিধ ব্যায়াম, চিন্তা, রুক্ষ মর্দ্দন, বিশেষতঃ বমন, যূষ, মধু, মেদোনাশক ঔষধ সমূহ, ধূমপান, উপবাস, গণ্ডূষধারণ, দুঃখজনক বাচিক শারীরিক ও মানসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান জনিত অসুখ এই গুলি প্রকুপিত শ্লেষ্ম-শান্তির সুখকর উপায় ॥ ১১—১৩

সংসর্গ দোষ চিকিৎসা।—বাতাদি প্রত্যেক দোষ উদ্দেশ করিয়া যে চিকিৎসা কথিত হইল, সংসর্গ ও সন্নিপাত স্থলে সেই চিকিৎসা যথাযথ ভাবে কল্পনা করিবে। অর্থাৎ বায়ু ও পিত্তের যে পৃথক্ চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা মিলিত করিয়া বাতপিত্ত সংসর্গ স্থলে প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাতস্থলেও এইরূপ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে ॥ ১৪

বাতপিত্তসংসর্গে গ্রীষ্ম ঋতুচর্য্যোক্ত চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে যেমন লবণ কটু অম্লরস এবং ব্যায়াম ও সূর্য্য-কিরণ পরিত্যাগ করিতে হয় এবং মধুর অন্ন প্রভৃতি সেবন করিতে হয়, বাতপিত্তসংসর্গেও সেইরূপ করিবে। বায়ু ও শ্লেষ্মার সংসর্গে প্রায় বসন্ত ঋতুচর্য্যাবিহিত তীক্ষ্ণ নস্য বমনাদিরূপ চিকিৎসা এবং কফ ও পিত্তের সংসর্গে প্রায় শরৎ ঋতুচর্য্যোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত শীতসেবা এবং বসন্তকালে তীক্ষ্ণ বমন নস্যাদি—উভয়ই ত অতিশয় বাতজনক, তবে কেমন করিয়া বাতপিত্তসংসর্গে গ্রীষ্মঋতুচর্য্যোক্ত ও বাতশ্লেষ্মসংসর্গে বসন্তঋতুচর্য্যোক্ত চিকিৎসা বিহিত হইতে পারে? সেই জন্য বলা হইতেছে যে, বায়ু যোগবাহী অর্থাৎ যখন যে দোষের সহিত মিলিত হয়, তখন সেই দোষের কার্য্য করে। সেই জন্য পিত্তের সহিত অবস্থিত বায়ুর পিত্তচিকিৎসা এবং কফের সহিত অবস্থিত বায়ুর কফ-চিকিৎসা স্বভাববশে করিতে হয়। গ্রীষ্মে কেবল যে শীতল সেবাই করিতে হয় এমন নহে, স্নিগ্ধাদি দ্রব্যও সেব্য। সেই হেতু বাতপিত্তে গ্রীষ্মকালোক্ত বিধি যুক্তিযুক্ত। কফপিত্ত সংসর্গে শরৎ ঋতুচর্য্যাবিহিত চিকিৎসা করিবে। সন্নিপাতস্থলে বর্ষাঋতুচর্য্যোক্ত বিধি অবলম্বন করিবে ॥ ১৫

সম্প্রতি চিকিৎসার কাল কথিত হইতেছে। সঞ্চয়কালেই বাতাদি দোষকে জয় করিবে। প্রকোপকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে না। দোষ সকল প্রথমেই ছিন্নমূল হইলে আর বিকার উৎপাদন করিতে পারে না। সর্ব্বদোষপ্রকোপে যে দোষ বলবান্, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে। কিন্তু এই উভয় চিকিৎসা যেন কুপিত অবশিষ্ট দোষের বিরোধী না হয়। কারণ

যে চিকিৎসা বর্ত্তমান ব্যাধিকে প্রশমিত করে অথচ অন্যান্য ব্যাধি উৎপাদন করে তাহা বিশুদ্ধ চিকিৎসা নহে। যে চিকিৎসা ব্যাধির শান্তিকারক অথচ অন্য দোষের প্রকোপক নহে, তাহাই শুদ্ধ চিকিৎসা। ১৬।১৭

দোষ সকল কি প্রকারে কোষ্ঠ হইতে শাখা (রক্তাদি ধাতু) অস্থি ও সন্ধিস্থানে গমন করে তাহা কথিত হইতেছে—ব্যায়াম, অগ্নি ও সূর্য্যকিরণজাত উষ্মার তীক্ষ্ণতা, অহিতাচরণ ও বায়ুর শীঘ্রগামিত্ব হেতু দোষসকল কোষ্ঠ হইতে রক্তাদি ধাতু, অস্থি ও মর্ম্মস্থানসমূহে গমন করে। (শাখাদি হইতে দোষের কোষ্ঠে প্রত্যাগমনে হেতু) স্রোতোমুখের বিশোধন (বিস্তার), দোষের বৃদ্ধি, অভিষ্যন্দি ভোজন, পাচনাদি দ্বারা দোষের পাক এবং বায়ুর নিগ্রহ এই সকল কারণে দোষ সকল রক্তাদি স্থান হইতে কোষ্ঠে প্রত্যাগত হইয়া থাকে ॥ ১৮.১৯

দোষ সমূহ স্থানান্তরগমন হেতু হীনশক্তি হইয়া যায়, সেই জন্য কোষ্ঠে গমন করিয়াই রোগোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। সেইস্থানে থাকিয়া পুনর্ব্বার রোগোৎপাদক হেত্বন্তরের প্রতীক্ষা করে। যখন তাহারা কাল দেশ দূষ্য ও অপথ্যাদি দ্বারা লব্ধবল হয়, তখনই অন্যাশ্রয়েও রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। অর্থাৎ কোষ্ঠস্থ দোষ শাখা মর্ম্মাদিতে ও শাখা-মর্ম্মাস্থিসন্ধিস্থ দোষ কোষ্ঠে রোগ জন্মায় ॥ ২০।২১

তন্মধ্যে দোষ সকল অন্যস্থানগত ও দুর্ব্বল হইলে তাহাদের নিজ চিকিৎসা না করিয়া স্থানিদোষসম্বন্ধিনী চিকিৎসা করিবে। আর প্রবল দোষ পরকীয় স্থানে গমন পূর্ব্বক স্থানিদোষকে অভিভূত করিয়া অবস্থিত হইলে তাহাদের নিজ চিকিৎসা করিবে। তাহা হইলে অন্যস্থানগত দুর্ব্বল দোষে স্থানিদোষসম্বন্ধিনী এবং প্রবল দোষে নিজ চিকিৎসা ইহাই কি নিয়ম ? এবিষয়ে কথা হইতেছে যে, স্থানিদোষ যাহাতে আগন্তুদোষের চিকিৎসা নিবৃত্তি হেতু বিকার করিতে না পারে, সেইরূপে স্থানিদোষের প্রতিকার করিয়া দুর্ব্বল আগন্তু দোষেরও শান্তি করিবে। আর অন্যস্থানগত দুর্ব্বল আগন্তুদোষে কেবল স্থানি-দোষের চিকিৎসা করিলেই চলিবে না, আগন্তু দোষেরও চিকিৎসা করিতে হইবে। স্থানিদোষ প্রবল আগন্তু দোষকর্ত্তৃক অভিভূত হইলে বিকার উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেই জন্য তখন তাহার প্রতিকার না করিয়া আগন্তু দোষেরই প্রতিকার করিবে ॥ ২২

তির্য্যক্‌গত দোষ সমূহ প্রায়ই রোগিকে দীর্ঘকাল পীড়িত করিয়া থাকে। সেই জন্য দেহাগ্নি-বলবিৎ চিকিৎসক তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাদের চিকিৎসা করিবে না। শাস্ত্রবিহিত প্রয়োগ দ্বারা তির্য্যগ্‌গত দোষের শান্তি করিবে, কিংবা যাহাতে শরীরের কোন কষ্ট না হয়, এরূপ ভাবে তাহাদিগকে ক্রমশঃ কোষ্ঠে আনয়ন করিবে। দোষসমূহ কোষ্ঠে আনীত হইলে কোষ্ঠের সমীপবর্ত্তী পথ দিয়া বমন বিরেচনাদি দ্বারা তাহাদিগকে নির্হরণ করিবে ॥ ২৩।২৪

সামমল লক্ষণ। স্রোতঃসমূহের রোধ, বলহানি, শরীরের গুরুত্ব, বায়ুর স্তব্ধতা, আলস্য (তন্দ্রা), অপরিপাক, মুখস্রাব, পুরীষাদির অপ্রবর্ত্তন, অরুচি ও গ্লানি এইগুলি আমরসযুক্ত দোষের লক্ষণ। নিরাম দোষের লক্ষণ ইহার বিপরীত ॥ ২৫

অগ্নির দুর্ব্বলতা হেতু অপরিপক্ব, বাতাদিদোষ দুষ্ট, আমাশয়গত, রসনামক যে আদ্য ধাতু, তাহাকে আম কহে। অন্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, যেমন কোদোধান্য হইতে

বি‍ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অতিদুষ্ট দোষসমূহের পরস্পর মিশ্রীভাব হেতু আমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই আমের সহিত সংযুক্ত, বাতাদিদ্বারা দূষিত দোষ ও দূষ্য পদার্থকে সাম কহে। জ্বরাদি যে সকল রোগ সেই সামদোষদূষ্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সামরোগ কহে॥ ২৬—২৮

অনির্হরণীয় সামদোষের নির্দ্দেশ। সামদোষ যদি সকল শরীরে ব্যাপ্ত, রসরক্তাদি ধাতু সমূহে লীন, স্বস্থান হইতে অচলিত হয়, তবে তাহাকে বমন বিরেচনাদি দ্বারা বিশোধিত করিবে না। কারণ, অপক্ক আম্রাদি ফল হইতে রস নিষ্কাশিত করিলে যেমন রসাশ্রয় ফলের নাশ হয়, সেইরূপ দুর্নির্হর সামদোষকে নিঃসারিত করিলে দোষাশ্রয় শরীরের নাশ হইয়া থাকে॥ ২৯

এরূপ অবস্থায় জ্বরচিকিৎসোক্ত অগ্নিদীপ্তিকর পাচন, স্নেহন এবং যথাবিধি স্বেদপ্রদান দ্বারা আমদোষ সকলের সংস্কার করিয়া যথাকালে রোগির বলানুসারে মৃদু মধ্য বা তীক্ষ্ণ-বমন বিরেচনাদি দ্বারা তাহাদিগকে দোষের সমীপবর্ত্তী পথ দিয়া নিষ্কাশিত করিবে॥ ৩০

কোন্ দোষের কোন্ পথ আসন্ন, তাহা কথিত হইতেছে। মুখ দ্বারা পীতদ্রব্য আমাশয় হইতে মলকে আশু নির্হরণ করে। ঘ্রাণ-পীত দ্রব্য ঊর্দ্ধজত্রু হইতে এবং গুহ্যদ্বার প্রযুক্ত দ্রব্য পক্বাশয় হইতে মলকে নিষ্কাশিত করিয়া থাকে॥ ৩১

উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখ আমদোষ যদি অধ বা ঊর্দ্ধমার্গ দ্বারা স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে স্তম্ভন ঔষধদ্বারা তাহাদিগকে ধারণ করিবে না। যেহেতু এই আমদোষ বিধৃত হইলে জ্বরাদি রোগকারক হইয়া থাকে। অতএব প্রথমে হিতভোজী হইয়া স্বয়ংপ্রবৃত্ত দোষসকলকে উপেক্ষা করিবে। অর্থাৎ ধারক ঔষধ সেবন না করিয়া, কেবল সুপথ্য ভোজন করিবে। আমদোষ সকল যদি বিবদ্ধ ও ঈষৎপ্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পাচন ঔষধ দ্বারা তাহাদের পরিপাক করিবে কিংবা নির্হরণ করিবে॥ ৩২।৩৩

সংশোধন কাল। গ্রীষ্মকালে সঞ্চিত বায়ু শ্রাবণ মাসে, বর্ষাকালে সঞ্চিত পিত্ত কার্ত্তিক মাসে এবং হেমন্ত ও শিশির কালে সঞ্চিত কফ চৈত্রমাসে নির্হরণ করিবে। দোষহরণ বিষয়ে ইহাই সাধারণ কাল; অতএব এই সময়ে শোধন যুক্তিযুক্ত॥ ৩৪

গ্রীষ্ম বর্ষা ও হেমন্ত কালে যথাক্রমে অতিশয় উষ্ণতা বৃষ্টি ও শীত হইয়া থাকে। সেই জন্য উহাদের সন্ধিকালে অর্থাৎ যে সময়ে শীত উষ্ণ ও বর্ষা সমভাবে থাকে, সেই সময়ে সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দুষ্ট বাতাদি দোষের নির্হরণ করিবে। প্রথম গ্রীষ্ম বর্ষা বা শীতকালে বমন বিরেচনাদি সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, গ্রীষ্মকালে কালস্বভাবে মানবগণ গ্লানিযুক্ত, প্রখর সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত, অতিরিক্ত পিপাসায় ব্যাকুল, অতি প্রবিলীন দোষ ও শিথিলশরীর হয়, সে সময়ে ঔষধ সমূহও উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য হয়, সুতরাং উক্তরূপ দেহে এইরূপ ঔষধ প্রযুক্ত হইলে তাহার অতিযোগ হইয়া থাকে। বর্ষাকালে অতিবৃষ্টিতে ভূমি ক্লিন্ন এবং অগ্নি ও শরীর দুর্ব্বল হয়, ঔষধ সকল জলপ্লাবিত-মূল হওয়ায় অল্পবীর্য্য ও ভূবাষ্পসম্বন্ধে বিদগ্ধ হয় সুতরাং তখন ঔষধের অযোগ হইয়া থাকে। শীতকালে অতিশয় শীত দ্বারা শরীর বাতবিষ্টব্ধ অতিস্নিগ্ধ ও গুরুদোষাক্রান্ত হয়, ঔষধ সমূহও উষ্ণস্বভাব হইলেও শৈত্যসংযোগে মন্দবীর্য্য হওয়ায়

তাহার অযোগ হইয়া থাকে ; অতএব এই তিন ঋতুতে সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না ॥ ৩৫

স্বস্থব্যক্তিদের সম্বন্ধে এই সংশোধন কাল উক্ত হইল। কিন্তু আত্যয়িক রোগে ব্যাধি অনুসারে সংশোধন কাল নির্দ্দেশ করিবে। যদি হেমন্ত গ্রীষ্মাদি অতি শীতোষ্ণাদি কালে সংশোধন সাধ্য কোন রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শীতোষ্ণবৃষ্টির প্রতিকার করিয়া অর্থাৎ কৃত্রিম ঋতুগুণ উৎপাদন করিয়া (যেমন হেমন্ত কালে গৃহাভ্যন্তরে অগ্নিস্থাপনাদি ও গ্রীষ্মকালে ধারা গৃহাদি করিয়া) সংশোধনাদি ক্রিয়া করিবে। চিকিৎসা কাল অতিক্রম করিবে না, কারণ আত্যয়িক ব্যাধি প্রাণনাশক হইতে পারে ॥ ৩৬।৩৭

সম্প্রতি ঔষধ সেবনের কাল কথিত হইতেছে। ঔষধ সেবনের কাল দশপ্রকার ; যথা— অনন্ন ঔষধ সেবন, আহারের অনতি পূর্ব্বে ঔষধ সেবন, আহারের মধ্যে ও শেষে ঔষধ সেবন, কবলান্তরে (দুই গ্রাসের মধ্যে), গ্রাসে গ্রাসে (গ্রাসের সহিত মিশ্রিত করিয়া), মুহুর্মুহুঃ ও অন্নের সহিত ঔষধ সেবন, সামুদ্গ অর্থাৎ আহারের পূর্ব্বে ও পশ্চাৎ ঔষধ সেবন এবং রাত্রিতে শয়ন কালে ঔষধ সেবন ॥ ৩৮

রোগ যদি প্রবল এবং রোগী যদি বলবান্ হয়, তাহা হইলে কফপ্রধান রোগে অনন্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; কারণ শূন্যোদরে সেবিত ঔষধ অতিবীর্য্য হইয়া থাকে। অপান বায়ু কুপিত হইলে আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঔষধ সেব্য। সমান বায়ু প্রকুপিত হইলে আহারের মধ্যে ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। ব্যান বায়ু বিগুণ হইলে পূর্ব্বাহ্ণ ভোজনের পরে এবং উদান বায়ু প্রকুপিত হইলে সায়ং ভোজনের শেষে ঔষধ সেবন করিবে। প্রাণ বায়ু প্রকুপিত হইলে গ্রাস-গ্রাসান্তরে অর্থাৎ গ্রাস মিশ্রিত ঔষধ দুই গ্রাসের মধ্যে সেবনীয়। বিষ বমি হিক্কা তৃষ্ণা শ্বাস ও কাস রোগে মুহুর্মুহুঃ ঔষধ সেব্য। অরোচক রোগে নানাবিধ বিচিত্র ভোজ্যের সহিত ঔষধ প্রযোজ্য। কম্প আক্ষেপ হিক্কা রোগে রোগিকে লঘু ভোজন করাইয়া সামুদ্গ (ভোজনের পূর্ব্বে ও পশ্চাৎ) ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে রাত্রিতে শয়ন কালে ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৯—৪২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দ্বিবিধোপক্রমণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

চিকিৎস্য বিষয়ের দ্বিবিধত্ব হেতু চিকিৎসাও দুই প্রকার। এক প্রকার সন্তর্পণরূপ চিকিৎসা ও অপর প্রকার অপতর্পণরূপ চিকিৎসা। সন্তর্পণের পর্য্যায় বৃংহণ এবং অপতর্পণের পর্য্যায় লঙ্ঘন। যাহার দ্বারা শরীরের বৃহত্ত্ব হয় তাহাকে বৃংহণ এবং যদ্দ্বারা দেহের লাঘব হয় তাহাকে লঙ্ঘন বলে। প্রায়ই ভূমি-জলাত্মক দ্রব্য সন্তর্পণ এবং অগ্নি বায়ু ও আকাশাত্মক দ্রব্য অপতর্পণ হইয়া থাকে ॥২—৪

স্নেহন রুক্ষণ স্বেদন ও স্তম্ভন এই যে চারি প্রকার কর্ম্ম, ইহারাও সন্তর্পণাপতর্পণরূপ দ্বৈবিধ্য অতিক্রম করে না। কারণ, পৃথিব্যাদি ভূত সমূহ সন্তর্পণ ও অপতর্পণ ভেদে দুই প্রকার বলিয়া উক্ত স্নেহনাদি কর্ম্মচতুষ্টয়ও সন্তর্পণ অপতর্পণের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে ॥৫

পূর্ব্বোক্ত বৃংহণ ও লঙ্ঘনের মধ্যে লঙ্ঘন দুই প্রকার; যথা—শোধন ও শমন। যে ঔষধ অভ্যন্তরস্থ বাতাদি দোষকে শরীর হইতে বহির্নিষ্কাশিত করে তাহাকে, শোধন কহে। শোধন পাঁচ প্রকার; যথা—নিরূহবস্তি, বমন, বিরেচন, শিরোবিরেচন ও রক্তস্রাব। আর যে ঔষধ শরীরস্থ বাতাদি দোষকে বহির্নিষ্কাশিত করে না এবং সমান দোষকেও উৎক্লেশিত করে না, অথচ বিষম দোষের সমতা করে, তাহাকে শমন কহে। শমন সাত প্রকার; যথা—পাচন, দীপন, ক্ষুধা-নিগ্রহ, তৃষ্ণা-নিগ্রহ, ব্যায়াম, আতপ ও বায়ু ॥ ৭

বৃংহণ দ্রব্য কেবল বায়ুর বা পিত্তযুক্ত বায়ুরই শমন; কোপন নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বৃংহণ দ্রব্য শরীরের বৃহত্ত্বকারক এবং লঙ্ঘন দ্রব্য শরীরের লঘুতা-সম্পাদক। শোধন ও শমনভেদে লঙ্ঘন দুই প্রকার হইয়া থাকে। কতকগুলি বৃংহণ দ্রব্য শোধনস্বভাববশতঃ শোধনও হইয়া থাকে যেমন দুগ্ধ প্রভৃতি। এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে যে, শোধন দ্রব্য কেবল বায়ু বা পিত্তযুক্ত বায়ুর প্রকোপকই হইয়া থাকে, শমন কিরূপে হইবে? সেই জন্য মূলে বিশেষ অর্থে 'তু' শব্দ এবং অবধারণার্থে এব শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাহার নিরসন করা হইতেছে —ইহার অভিপ্রায় এই যে, শোধনস্বভাব বৃংহণই কেবল বায়ুর বা পিত্তযুক্ত বায়ুর শমন কিন্তু শোধনরূপ লঙ্ঘন কেবল বায়ুর বা পিত্তযুক্ত বায়ুর শোধন বা প্রকোপন হয় ॥ ৮

বৃংহণীয় নির্দ্দেশ। যাহারা ব্যাধি, ঔষধ সেবন, মদ্যপান, স্ত্রীসঙ্গ বা শোক দ্বারা কর্শিত-দেহ; যাহারা ভারবহনে, পথশ্রমে ও উরঃক্ষত রোগে ক্ষীণ; যাহারা রুক্ষ-দেহ, দুর্ব্বল, বাতপ্রধান ধাতু, গর্ভিণী, নবপ্রসূতা, বালক বা বৃদ্ধ তাহাদিগকে এবং গ্রীষ্মকালে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি দ্বারা বৃংহিত (পুষ্ট) করিবে। বৃংহণ দ্রব্য যথা—মাংস, ক্ষীর, চিনি, ঘৃত এবং মধুরস্নিগ্ধ বস্তি, সুনিদ্রা, শয্যাসুখ (খট্বা শয়ন জনিত সুখ), অভ্যঙ্গ, স্নান, চিত্তের অনাকুলত্ব ও হর্ষণ ॥ ৯।১০

লঙ্ঘনীয় নির্দ্দেশ। যাহারা মেহ, আমদোষ, জ্বর, ঊরুস্তম্ভ, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিদ্রধি, প্লীহা, শিরঃপীড়া, কণ্ঠরোগ ও নেত্ররোগ দ্বারা আক্রান্ত; যাহারা অতিস্নিগ্ধ ও স্থূল তাহাদিগকে এবং হেমন্ত শিশির ঋতুতে অপর সমস্ত রোগিকে লঙ্ঘন দিবে অর্থাৎ লঙ্ঘন দ্বারা তাহাদের দেহের লাঘব করিবে ॥১১

এই লঙ্ঘনীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা অতিস্থূল, অতিবলবান্, পিত্তাধিক বা শ্লেষ্মাধিক, তাহারা যদি আমদোষ জ্বর অর্শঃ বমি অতিসার হৃদ্রোগ মলবিবদ্ধতা শরীরের গৌরব উদ্গার ও হৃল্লাস (উপস্থিত বমনবেগ) প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সংশোধনাখ্য লঙ্ঘন দ্বারা লঙ্ঘিত করিবে। যাহারা মধ্য-স্থৌল্যবলাদিযুক্ত ও আমদোষাদিরোগাক্রান্ত তাহাদিগকে প্রথমে প্রায় পাচন ও দীপন নামক লঙ্ঘন দ্বারা লঙ্ঘিত করিবে। আর যাহারা হীন-স্থৌল্যবলাদিযুক্ত ও আমদোষাদিরোগ-পীড়িত, তাহাদিগকে ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিগ্রহ (ক্ষুধাতৃষ্ণার বেগধারণরূপ লঙ্ঘন) দ্বারা লঙ্ঘিত করিতে হইবে। যাহারা মধ্যবল, বাতাদি দোষে পীড়িত

ও দৃঢ় শরীর, তাহাদিগকে বায়ু আতপ ও ব্যায়াম রূপ লঙ্ঘন দিবে। আর অল্পবল বাতাদি দোষার্ত্ত ব্যক্তিকেও উক্ত বাতাদিরূপ লঙ্ঘন দিবে॥১২—১৪

লঙ্ঘন যোগ্য ব্যক্তিদিগকে (অর্থাৎ যাহারা মেহ, আমদোষ প্রভৃতি লঙ্ঘনসাধ্য রোগগ্রস্ত) বৃংহণ করিবে না। কিন্তু বৃংহণ যোগ্য ব্যক্তিগণ যদি লঙ্ঘনসাধ্য জ্বরাদি রোগে আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মৃদু লঙ্ঘন প্রয়োগ করিবে। অথবা দেশ কাল বল সত্ত্ব ও সাত্ম্য অনুসারে যুক্তিপূর্ব্বক সন্তর্পণাপতর্পণাদি মিশ্র চিকিৎসা করিবে॥১৫

সম্যক্ বৃংহিত হইলে বল ও পুষ্টি লাভ হয় এবং বৃংহণসাধ্য রোগ সকলের শান্তি হইয়া থাকে॥ ১৬

সম্যক্ লঙ্ঘনে ইন্দ্রিয় সকলের বৈমল্য, মলমূত্রের বিসর্গ, শরীরের লঘুতা, আহারে রুচি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার এককালে উদয়, হৃদয় উদ্গার ও কণ্ঠের বিশুদ্ধি, ব্যাধির মৃদুতা, উৎসাহ ও তন্দ্রানাশ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়॥১৭

বৃংহণ ও লঙ্ঘন অযথা মাত্রায় (মাত্রার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া) সেবন করিলে অতিস্থৌল্য ও অতিকার্শ্য প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। এক্ষণে অতিস্থৌল্যাদি রোগ ও তাহার ঔষধ বর্ণন করিতেছি॥১৮

অতিবৃংহণ দ্বারা অতিস্থৌল্যাদি ও অতিলঙ্ঘন দ্বারা অতিকার্শ্যাদি বক্ষ্যমাণ রোগ সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥১৯

অতিবৃংহণে অতিস্থৌল্য, অপচী, মেহ, জ্বর, উদররোগ, ভগন্দর, কাস, সন্ন্যাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, আমদোষ ও কুষ্ঠাদি অতি কঠিন রোগ সমূহ উৎপন্ন হয়॥২০

অতিবৃংহণজ অতিস্থৌল্যাদি রোগে মেদ বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক সর্ব্বপ্রকার অন্নপান হিতকর। কুলত্থকলায়, জুর্ণ (তৃণধান্যবিশেষ জনার), শ্যামাধান, যব, মুগ, মধুমিশ্রিত জল, দধির মাত, মথিত (তক্রবিশেষ), অরিষ্ট, চিন্তা, বমন বিরেচনাদি শোধন, রাত্রি জাগরণ, মধুর সহিত ত্রিফলা, গুলঞ্চ, হরীতকী বা মুতা লেহন এবং গণিয়ারী রসসহ রসাঞ্জন, বৃহৎ পঞ্চমূল, গুগ্গুলু ও শিলাজতুর প্রয়োগ, এবং বিড়ঙ্গ শুঁঠ যবক্ষার কান্তলৌহ চূর্ণ মধু যব ও আমলকীচূর্ণ সমভাগে একত্র মিশাইয়া সেবন, এই সকল অতিস্থৌল্য দোষনাশক॥২১—২৪

(ব্যোষাদিশক্তু প্রয়োগ।) ত্রিকটু, কটকী, ত্রিফলা, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ, আতইচ, শালপাণি, হিং, সচল লবণ, জীরা, যোয়ান, ধনে, চিতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, হবুষ, আকনাদি, কেউমূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ; মধু ঘৃত ও তিলতৈল প্রত্যেকে চূর্ণ-সমষ্টির সমান, এই সমস্ত দ্রব্যের ১৬ গুণ যবের ছাতু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতিস্থৌল্যাদি সর্ব্বপ্রকার রোগ, তদ্বিধ অন্যান্য রোগ এবং হৃদ্রোগ কামলা শ্বিত্র শ্বাস কাস ও গলগ্রহ প্রশমিত হয়। এই যোগ বুদ্ধি মেধা ও স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক এবং মন্দাগ্নির দীপক॥ ২৫—২৮

অতি লঙ্ঘন হেতু অতিকার্শ্য, ভ্রম, কাস, তৃষ্ণাধিক্য, অরোচক এবং শরীরের স্নেহ পদার্থ, পাচক অগ্নি, নিদ্রা, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, শুক্র ওজঃ ক্ষুধা ও স্বরের ক্ষয়, বস্তি হৃদয় মস্তক জঙ্ঘা উরু ত্রিকস্থান ও পার্শ্বদেশে বেদনা, জ্বর, প্রলাপ, উদ্গারাদি ঊর্দ্ধবায়ু, গ্লানি,

বমি, পর্ব্বস্থানে ও অস্থিতে ভঙ্গবৎ বেদনা, মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয় ॥ ২৯।৩০

অতিস্থৌল্য অপেক্ষা অতিকার্শ্য বরং শ্রেষ্ঠ, কারণ অতি স্থূল ব্যক্তির ঔষধ নাই। বৃংহণ কিংবা লঙ্ঘন কোন ঔষধেই অতিস্থৌল্য নিবারণ হয় না। ইহার কারণ এই যে, মেদ অগ্নি ও বায়ুনাশক ঔষধ স্থূল ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত, কিন্তু যাহা মেদোনাশক তাহা অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতনাশক। আর বৃংহণ দ্বারা স্থূল ব্যক্তির মেদ অতিশয় বর্দ্ধিত হয়; লঙ্ঘন দ্বারা যদিও মেদোনাশ হয়, কিন্তু তাহাতে অগ্নি ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং মাংসক্ষীরাদি বৃংহণ বা কোদোধান ও শ্যামাধান্য প্রভৃতি লঙ্ঘন কোন ঔষধই স্থূল ব্যক্তির উপযোগী নহে ॥ ৩১

মধুর স্নিগ্ধ দ্রব্যের তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন দ্বারা কার্শ্য অনায়াসে নষ্ট হয়। আর অতি বিপরীত কটু তিক্ত কষায় রস বহুল দ্রব্য সেবন দ্বারা স্থৌল্য অতিকষ্টে নিবারিত হয়, অতএব স্থৌল্য অপেক্ষা কার্শ্যই ভাল। স্থূল ও কৃশ ব্যক্তির যদি বৃংহণসাধ্য তুল্য রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্থূল ব্যক্তির সেই রোগ চিকিৎসাবিরোধহেতু সহজে প্রশমিত হয় না। কারণ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বৃংহণ ঔষধ স্থূল ব্যক্তির উপযোগী নহে। কিন্তু কৃশ ব্যক্তির সেই পীড়া অনায়াসে নিবারিত হয়, কারণ কৃশ ব্যক্তির বৃংহণই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অপিচ স্থূল ও কৃশ ব্যক্তির লঙ্ঘন সাধ্য বিসূচিকাদি কোন রোগ উপস্থিত হইলে সেই রোগ স্থূল ব্যক্তির পক্ষে বিরুদ্ধোপক্রম বলিয়া কষ্টসাধ্য হয়। কারণ লঙ্ঘন স্বেদ প্রভৃতি দ্বারা এই রোগের শান্তি হয়, কিন্তু স্থূল ব্যক্তির পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। আর বৃংহণ চিকিৎসা করিলে আম বর্দ্ধিত হওয়ায় পীড়া আরও কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু অবিরুদ্ধ চিকিৎসা বলিয়া কৃশ ব্যক্তির উক্ত পীড়া লঙ্ঘনাদি দ্বারা অনায়াসে নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং স্থৌল্য অপেক্ষা কার্শ্যই প্রশস্ততর ॥ ৩২

কার্শ্য চিকিৎসা। কার্শ্যরোগে সর্ব্বপ্রকার বৃংহণ (পুষ্টিকর) পান অন্ন ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে। চিন্তারাহিত্য, মনের তুষ্টি, সন্তর্পণ (পুষ্টিকর ঘৃতাদি বহুল) আহার ও অতিনিদ্রা এই সকল কারণে কৃশ মানব বরাহের ন্যায় পুষ্ট হয় ॥ ৩৩

মাংসের ন্যায় দেহবৃদ্ধিকর অপর কোন দ্রব্যই নাই। বিশেষতঃ মাংসাশী পশুপক্ষীর মাংস অতীব পুষ্টিকর। কারণ তাহা মাংস দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৪

যাহা গুরুপাক ও অপতর্পণ তাহা স্থূল ব্যক্তির পক্ষে হিতকর এবং যাহা লঘুপাক ও সন্তর্পণ (যেমন শালিধান্য ষষ্টিক মৃগ লাব কপিঞ্জল মাংস) তাহা কৃশ ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত। যব ও গোধূম উভয়ের পক্ষে হিতকর। অর্থাৎ স্থূল ব্যক্তির উপযোগী দ্রব্যাদি সংযোগ ও সংস্কার দ্বারা প্রস্তুত যব স্থূল ব্যক্তির এবং কৃশ ব্যক্তির উপযোগী দ্রব্যসংযোগ সংস্কার দ্বারা প্রস্তুত গোধূম কৃশ ব্যক্তির পক্ষে হিতজনক ॥ ৩৫

এক্ষণে শঙ্কা হইতেছে অতিসার জ্বর গুল্ম প্রভৃতি রোগের বহুপ্রকারত্ব হেতু তাহাদের চিকিৎসাও বহু প্রকার হইবে, তাহা হইলে চিকিৎস্য বিষয়ের দ্বিত্ব হেতু দুই প্রকার চিকিৎসা কথিত হইতেছে এ কথা কেন বলা হইল? তদুত্তরে বলা যাইতেছে—বাতাদি দোষের গতিভেদ বশতঃ জ্বরাদি রোগ সকল নানাপ্রকার হইলেও যেমন বৃংহণ লঙ্ঘন সাধ্যত্ব, সামত্ব বা নিরামত্বকে অতিক্রম করে না, সেইরূপ চিকিৎসা সমূহও গ্রাহি ও ভেদি প্রভৃতি ভেদানুসারে ভিন্ন

হইলেও সন্তর্পণ অপতর্পণরূপ চিকিৎসাদ্বয়কে অতিক্রম করে না। অর্থাৎ চিকিৎসা যতপ্রকারই হউক না কেন, তাহা সন্তর্পণ বা অপতর্পণরূপ চিকিৎসার অন্তর্বর্ত্তী হইবেই ॥ ৩৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা শোধনাদিগণ সংগ্রহ অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

শোধন চারি প্রকার—বমন বিরেচন আস্থাপন ও শিরোবিরেচন। তন্মধ্যে প্রথমে বমনকারক ঔষধ সমূহ কথিত হইতেছে।—ময়নাফল, যষ্টিমধু, তিতলাউ, নিম, তেলাকুচা, রাখালশশা, তিক্তশশা, কুড়্চি, মূর্ব্বা, ঘোষাফল, বিড়ঙ্গ, জলবেতস, চিতা, ইন্দুরকাণি, ঝিঙ্গা, পীতঝিঙ্গা (ঘোষাভেদ), করঞ্জ, পিপুল, সৈন্ধব লবণ, বচ, এলাইচ ও সর্ষপ এই দ্রব্যগুলি বমনকারক। ইহাদের মধ্যে ময়নাফল রাখালশশা প্রভৃতির ফল, যষ্টিমধু বেতস প্রভৃতির মূল এবং অপরের ফল পত্র পুষ্প বমন কার্য্যে ব্যবহৃত হয় ॥ ২

বিরেচন দ্রব্য যথা—দন্তী, তেউড়ী, ত্রিফলা, রাখালশশা বিশেষ (হিন্দী গোমক সংস্কৃত গবাক্ষী), মনসাসিজ, শঙ্খিনী (যবতিক্তা), নীলবৃহ্মা, লোধ, সোন্দাল, কমলাগুঁড়ি, স্বর্ণক্ষীরী, দুগ্ধ ও মূত্র এই দ্রব্যগুলি বিরেচনার্থ ব্যবহৃত হয় ॥ ৩

নিরূহণ দ্রব্য যথা—মদনফল, কুড়্চি, কুড়, ঘোষা, যষ্টিমধু, বচ, দশমূল, দেবদারু, রাস্না, যব, মৌরি, ধামার্গব (ঘোষাভেদ), কুলথ কলায়, মধু, লবণ ও তেউড়ী ॥ ৪

শিরোবিরেচক দ্রব্য—বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রা, ধূনা, শিরীষবীজ, বৃহতী বীজ, সজিনা বীজ, মৌলসার, সৈন্ধবলবণ, শুষ্ক রসাঞ্জন, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ ও হিঙ্গুপত্রী ॥ ৫

দেবদারু, তগরপাদুকা, কুড়, দশমূল, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে এই ভদ্রদার্ব্বাদিগণ এবং বক্ষ্যমাণ বীরতরাদি ও বিদার্য্যাদিগণ বায়ুনাশক ॥ ৬

দূর্ব্বাদিগণ। দূর্ব্বা, দুরালভা, নিম, বাসক, আলকুশী, গুন্দ্রা, (হোগলাবিশেষ), শতমূলী, শীতপাকী (কুঁচবিশেষ) ও প্রিয়ঙ্গু, এই দূর্ব্বাদিগণ, আর বক্ষ্যমাণ ন্যগ্রোধাদি, পদ্মকাদি ও সারিবাদিগণ এবং শালপানি, চাকুলে, পদ্ম ও কুটন্নট (কৈবর্ত্ত মুতা) ইহাঁরা পিত্তনাশক ॥ ৭

আরগ্বধাদি, অর্কাদি, মুষ্ককাদ্য, অসনাদি, সুরসাদি, মুস্তাদি ও বৎসকাদি এই গণগুলি শ্লেষ্মনাশক ॥ ৮

জীবনীয়গণ। জীবন্তী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, মুগানি, মাষাণি, ঋষভক, জীবক ও যষ্টিমধু ইহাদিগকে জীবনীয়গণ কহে। এগুলি জীবনীয়গণের উদাহরণ মাত্র, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপ মধুর শীত স্নিগ্ধাদি গুণান্বিত দুগ্ধ ইক্ষু দ্রাক্ষা আখরোট প্রভৃতি জীবনবর্দ্ধক দ্রব্যগুলিকেও জীবনীয়গণের মধ্যে অবধারণ করিবেন ॥ ৯

বিদার্য্যাদিগণ। ভূমিকুষ্মাণ্ড, এরণ্ড, বিছুটী, শ্বেত পুনর্নবা, দেবদারু, মুগানি, মাষাণি, আলকুশী, জীবনাখ্য পঞ্চমূল (শতমূল, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, জীবক ও ঋষভক), হ্রস্ব-পঞ্চমূল (শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর), অনন্তমূল ও হংসপাদী ইহাদিগকে বিদারীগণ কহে। এই বিদার্য্যাদিগণ হৃদ্য, পুষ্টিকারক, বাতপিত্তনাশক এবং শোষ গুল্ম অঙ্গমর্দ্দ উর্দ্ধশ্বাস ও কাস নিবারক॥ ১০।১১

সারিবাদিগণ। অনন্তমূল, বেণামূল, গাম্ভারী, মৌল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও ফল্‌সা ইহাদিগকে সারিবাদিগণ কহে। ইহা দাহ রক্তপিত্ত পিপাসা ও জ্বরের শান্তি কারক॥ ১২

পদ্মকাদিগণ। পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, বৃদ্ধি, বংশলোচন, ঋদ্ধি, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও গুলঞ্চ এই পদ্মকাদিগণ এবং পূর্ব্বোক্ত জীবনীয়গণোক্ত দশটী দ্রব্য, ইহারা স্তন্যজনক, বাতপিত্তঘ্ন, প্রীণন, জীবন, হিতকর, বৃংহণ ও বৃষ্য॥ ১৩

পরূষকাদিগণ। ফল্‌সা, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কট্‌ফল, নির্ম্মলীফল, কর্ণিকার, দাড়িম ও শাকবৃক্ষ (সেগুন) এই পরূষকাদিগণ পিপাসা মূত্ররোগ (পাঠান্তরে—মূর্চ্ছারোগ) ও বায়ুনাশক॥ ১৪

অঞ্জনাদিগণ। (স্রোতোঽঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন ভেদে) দুই প্রকার অঞ্জন, প্রিয়ঙ্গু, জটামাংসী, পদ্ম, উৎপল, রসাঞ্জন, এলাইচ, যষ্টিমধু ও নাগকেশর এই অঞ্জনাদি বিষ অন্তর্দাহ ও পিত্ত নাশক॥ ১৫

পটোলাদিগণ। পটোল, কট্‌কী, চন্দন, মৌলবৃক্ষ, গুলঞ্চ ও আক্‌নাদি এই পটোলাদিগণ কফ পিত্ত কুষ্ঠ জ্বর বিষ বমি অরুচি ও কামলা রোগ নষ্ট করে॥ ১৬

গুড়ূচ্যাদিগণ। গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, নিম, ধনে ও রক্তচন্দন এই গুড়ূচ্যাদিগণ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বমি দাহ ও তৃষ্ণা নাশক এবং অগ্নিদীপক॥ ১৭

আরগ্বধাদিগণ। সোন্দাল, ইন্দ্রযব, পাটলি (পারুল) গুড়কামাই, নিম (টীকাকারের মতে পালিধামাদার), গুলঞ্চ, মূর্ব্বা, স্রুববৃক্ষ (বৈচ অথবা কণ্টকারী), আক্‌নাদি, চিরতা, ঝাঁটী, পটোল, করঞ্জ, ডহর করঞ্জ, ছাতিম, চিতা, সুষবী, (অজশৃঙ্গী, কৃষ্ণজীরা, করলা), ময়না ফল, বাণ (রামশর) ও ঘোণ্টা (সুপারীবিশেষ) ইহাদিগকে আরগ্বধাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে বমি, কুষ্ঠ, বিষ, জ্বর, কফ, কণ্ডু ও প্রমেহ নিবারিত ও দুষ্টব্রণ বিশোধিত হয়॥ ১৮।১৯

অসনাদিগণ। পিয়াশাল, তিনিশ, ভূর্জ্জপত্র, অর্জ্জুন, ডহরকরঞ্জ, খদির, শ্বেতখদির, শিরীষ, শিংশপা (শিশু), মেড়াশিঙী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা, তালবৃক্ষ, পলাশ, অগুরু, সেগুন, শাল, সুপারী, ধাওয়া, ইন্দ্রযব, ছাগকর্ণ ও অশ্বকর্ণ (শালভেদ) ইহাদিগকে অসনাদিগণ কহে। অসনাদিগণ শ্বিত্র কুষ্ঠ কফ ক্রিমি পাণ্ডুরোগ প্রমেহ ও মেদোদোষ বিনাশক॥ ২০।২১

বরুণাদিগণ। বরুণ, সহচরদ্বয় (রক্তপুষ্প ও পীতপুষ্প), শতমূলী, চিতা, মূর্ব্বা, বিল্ব, অজশৃঙ্গী, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটাকরঞ্জ ও বিষকরঞ্জ, জয়ন্তী, হরীতকী, সজিনা, কুশ ও হিতাল (হেন্তাল) ইহাদিগকে বরুণাদিগণ কহে। এই গণ কফ, মেদোদোষ, অগ্নিমান্দ্য, অধো-বায়ু (পাঠান্তরে—আঢ্যবাত), শিরঃশূল, গুল্ম ও অন্তর্বিদ্রধি নষ্ট করে॥ ২২।২৩

উষকাদিগণ। উষক (কল্লরনামক ক্ষার মৃত্তিকা), তুঁতে, হিং, হিরাকস (ধাতুকাসীস ও পুষ্পকাসীস দ্বিবিধ), সৈন্ধবলবণ ও শিলাজতু ইহারা উষকাদিগণ। ইহা দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, গুল্ম, মেদ ও কফ রোগ নষ্ট হয়॥ ২৪

বীরতরাদিগণ। উশীর, গণিয়ারী, বুক (ঈশ্বর মল্লিকা), বাসক, পাষাণভেদী, গোক্ষুর, ইৎকট (ইকড়গাছ), ঝিণ্টা, বাণ (নীলঝিণ্টী), কেশে, বাঁদরা, নল, স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ কুশ, গুণ্ঠ (বৃন্ততৃণ), গুন্দ্রা (হোগলা), শোণা, ক্ষীরমোরট, কুরণ্ট (পীতঝাঁটী), করম্ভ (রাখালশশা), পার্থা (সূর্য্যমুখী); ইহাদিগকে বীরতরাদিগণ কহে। বীরতরাদিগণ বাতজ রোগসমূহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত এবং তজ্জন্য বেদনা নাশক॥ ২৫।২৬

রোধ্রাদিগণ। লোধ, সাবর লোধ, পলাশ (শটী), জিঙ্গিনী (কৃষ্ণশাল্মলী), দেবদারু, কট্‌ফল, রাস্না (কাহারও মতে অপরাজিতা), কদম্ব, রম্ভা, অশোক, এলবালুক, কৈবর্ত্তমুতা ও মোচা (শল্লকী); ইহারা রোধ্রাদিগণ। এই গণ মেদ ও কফনাশক, যোনিদোষনিবারক, দোষমলাদির স্তম্ভক, বর্ণ-হিত ও বিষঘ্ন॥ ২৭।২৮

অর্কাদিগণ। আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, হাতিশুঁড়া, লাঙ্গলী, বামুনহাটী, রাস্না, বিছুটী, নাটাকরঞ্জ, আপাং, পীততৈলা (কাকাদনী গুড়কামাই), করঞ্জ, শ্বেতা (কিণিহী), মহাশ্বেতা (পালিন্দী) ও ইঙ্গুদী ইহাদিগকে অর্কাদিগণ কহে। এই গণ কফ মেদোদোষ ও বিষনাশক, ক্রিমি ও কুষ্ঠশমক এবং ব্রণশোধক॥ ২৯।৩০

সুরসাদিগণ। শ্বেত তুলসী, কৃষ্ণ তুলসী, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, কৃষ্ণার্জ্জক (ক্ষুদ্রপত্রকৃষ্ণতুলসী), বিড়ঙ্গ, খরবুস (তুলসীভেদ), ইন্দুরকানি, কট্‌ফল, কালকাসুন্দা, অপামার্গ, সরসী (তুম্বর পত্রিকা শ্বেততেউড়ী), বামুনহাটী, কামুকা (অতিমুক্তলতা), কাকমাচী, ভূমিকদম্ব, বিষমুষ্টি (কুঁচিলা বা মহানিম), গন্ধতৃণ ও ভূতকেশী ইহাদিগকে সুরসাদিগণ কহে। এই সুরসাদিগণ ব্যবহারে শ্লেষ্মা মেদ কৃমি প্রতিশ্যায় অরুচি শ্বাস ও কাস প্রশমিত এবং ব্রণ বিশোধিত হয়॥ ৩১।৩২

মুষ্ককাদিগণ। ঘণ্টাপারুল, মনসাসিজ, ত্রিফলা, চিতা, পলাশ, ধাওয়া, শিশুগাছ; ইহাদিগকে মুষ্ককাদিগণ কহে। ইহা দ্বারা গুল্ম, মেহ, অশ্মরী, পাণ্ডুরোগ, মেদোরোগ, অর্শঃ, কফ ও শুক্রনাশক। ৩৩

বৎসকাদিগণ। বৎসক (ইন্দ্রযব), মূর্ব্বা, বামুনহাটী, কট্‌কী, মরিচ, আতইচ, মনসাসিজ, এলাইচ, আকনাদি, কৃষ্ণজীরা, শোনাফল (মতান্তরে—শোণা ও ময়না ফল), যমানী, শ্বেতসর্ষপ, বচ, জীরা, হিং, বিড়ঙ্গ, বনযমানী ও পঞ্চকোল ইহাদিগকে বৎসকাদিগণ কহে। এই গণ বায়ু কফ মেদ পীনস গুল্ম জ্বর শূল ও অর্শোরোগ নষ্ট করে॥ ৩৪।৩৫

বচাদি ও হরিদ্রাদিগণ। বচ, মুতা, দেবদারু, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী ইহাদিগকে বচাদিগণ এবং হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, চাকুলে ও ইন্দ্রযব ইহাদিগকে হরিদ্রাদিগণ কহে। এই গণদ্বয় আমাতিসার মেদ কফ আঢ্যবাত ও স্তন্যদোষ নিবারক॥ ৩৬।৩৭

প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও অম্বষ্ঠাদিগণ। প্রিয়ঙ্গু, স্রোতোঽঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন, পদ্মচারিণী (বামুনহাটী) পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, শিমুল, শাল্মলীনির্য্যাস, লজ্জালুলতা, পুন্নাগ (রক্তকেশরবৃক্ষ), চন্দন ও ধাতকী (ধাইফুল); ইহাদিগকে প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ কহে। অম্বষ্ঠা (ময়ূরশিখা, পুদিনা), যষ্টিমধু,

বরাক্রান্তা, নন্দীবৃক্ষ (গয়া অশ্বথ), পলাশ, কচ্ছুরা (ধন্বযবাসক, দুরালভাভেদ), লোধ, ধাইফুল, বিল্বপেশিকা (বিল্বমজ্জা বা বেলশুঁঠ), শোনা ও পদ্মকেশর ; ইহাদিগকে অম্বষ্ঠাদিগণ কহে। এই দুইটী গণ পক্কাতিসারনাশক, ব্রণসন্ধানকারক, ব্রণরোপক ও পিত্তনাশক ॥ ৩৮—৪০

মুস্তাদিগণ। মুতা, বচ, চিতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটুকী, কাকতিক্তা (কাকজঙ্ঘা), ভেলা, আকনাদি, ত্রিফলা, বিষ (শুক্লকন্দ), কুড়, ছোট এলাইচ ও শ্বেতবচ। এই মুস্তাদিগণ যোনিরোগ ও স্তন্যদোষ নাশক এবং মলপাচক ॥ ৪১

ন্যগ্রোধাদিগণ। বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, লোধ, পট্টিয়া লোধ, বড়জাম, ছোটজাম, অর্জ্জুন, কপীতন (আমড়া) শ্বেত খদির, পাকুড়, আম, বেতস, পিয়াল, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ, কুল, কদম্ব, তিন্দুকী (গাব), যষ্টিমধু ও মোচফল ইহারা ন্যগ্রোধাদিগণ। এই গণ ব্রণের হিতকারী, মল-সংগ্রাহী, ভগ্নসংযোজক এবং মেদ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও যোনিরোগের শান্তিকারক ॥ ৪২।৪৩

এলাদিগণ। ছোটএলাচ, বড় এলাচ, তুরুষ্ক (কৃত্রিম নির্য্যাসবিশেষ, শিলারস), কুড়, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু, মাংসী (নলদ, উশীর), বালা, ধ্যামক (রোহিষ তৃণ), স্পৃক্কা (গন্ধপিড়িং), চোরপুষ্পী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, তগরপাদুকা, স্থৌণেয় (গেঁঠেলা), জাতীরস (গন্ধবোল), নখী, ব্যাঘ্রনখ (সমুদ্রজ দ্রব্যবিশেষ), দেবদারু, অগুরু, শ্রীবাস (সরল নির্য্যাস), কুঙ্কুম, চণ্ডা (শঙ্খপুষ্পী,) গুগ্‌গুলু, ধুনা, কুন্দুরুখোটী, পুন্নাগ ও নাগকেশর ; এই এলাদিগণ বায়ু কফ বিষদোষ কণ্ডু পিটিকা ও কোঠ নাশক এবং বর্ণপ্রসাদক ॥ ৪৪।৪৫

শ্যামাদিগণ। শ্যামমূলা তেউড়ী, দন্তী, ইন্দুরকানি, পট্টিয়া লোধ, শ্বেত তেউড়ী, শঙ্খিনী (যবতিক্তা, শঙ্খপুষ্পী), চর্ম্মকষা (বা ব্রাহ্মী), স্বর্ণক্ষীরী (কঙ্কুষ্ঠ নামক ধাতুবিশেষ ?), ইন্দ্রবারুণী (রাখাল শশা), আপাং, কমলাগুঁড়ি, গুলঞ্চ, করঞ্জ, বস্তান্ত্রী (বৃষগন্ধা, ছাগলবেঁটে), সোন্দাল, ইক্ষু ও পীলুফল ; এই শ্যামাদিগণ ব্যবহারে গুল্ম, বিষদোষ, অরুচি, কফ, হৃদ্রোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় ॥ ৪৬

এই ৩৩টী বর্গ বা তেত্রিশ প্রকার যোগ কথিত হইল। ইহাদের মধ্যে কোন দ্রব্য পাওয়া না গেলে তৎসদৃশ অন্য দ্রব্য (অর্থাৎ রস বীর্য্য ও বিপাকে তৎসদৃশ) প্রয়োগ করিবে। এবং অযৌগিক দ্রব্য ত্যাগ করিবে। উক্ত গণের সমস্তদ্রব্যই যে সংগ্রহ করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা নহে। দেশ কাল ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া এক দুই বা বহু দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। এবং কোন দ্রব্য তত্তদ্‌রোগে অনুপযোগী বুঝিলে তাহা ত্যাগ করিবে ॥ ৪৭

এই বর্গ সকল দোষ দূষ্য বয়স ও বল বিবেচনা করিয়া কল্ক ক্বাথ স্নেহ ও লেহাদিরূপে পানে নস্যে অনুবাসনে লেপে ও অভ্যঙ্গাদিতে বাহ্য বা আভ্যন্তর প্রযুক্ত হইলে অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য রোগসমূহ নাশ করে ॥ ৪৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা স্নেহবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥১

গুরু, শীত, সর, স্নিগ্ধ, মন্দ, সূক্ষ্ম, মৃদু ও দ্রব গুণান্বিত ঔষধ সমূহ প্রায়ই স্নেহন এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ লঘু, উষ্ণ, স্থির, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, স্থূল, কঠিন ও সান্দ্র গুণান্বিত দ্রব্য সকল প্রায় বিরুক্ষণ ॥ ২

(প্রায় শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে কোন ২ স্থলে ইহার ব্যভিচারও হয়; যেমন—সর্ষপ তৈল ও ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি লঘু হইলেও এবং মৎস্য মহিষ মাংসাদি উষ্ণ হইলেও স্নেহন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আর যব, বরবটী প্রভৃতি গুরু-শীত-সরাদিগুণযুক্ত হইলেও বিরুক্ষণ হইয়া থাকে। ইত্যাদি।)

সর্ব্বপ্রকার স্নেহের মধ্যে ঘৃত মজ্জা বসা ও তৈল শ্রেষ্ঠ। আবার এই ঘৃতাদি চারিটী স্নেহের মধ্যে ঘৃতই উৎকৃষ্ট। কারণ ঘৃত সংস্কারের অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ ঘৃত যে যে দ্রব্যের সহিত পাক করা যায় তাহাদের গুণ গ্রহণ করে পরন্তু স্বকীয় শৈত্যাদিগুণ ত্যাগ করে না। মজ্জা বসা তৈল ইহারা সংস্কারবশে স্বকীয় গুণ ত্যাগ করিয়া থাকে। সেই জন্য ঘৃত সমস্ত স্নেহ হইতে উত্তম ॥৩

উক্ত স্নেহ চতুষ্টয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অধিকতর পিত্তঘ্ন এবং পর পরটী অধিকতর ইতরঘ্ন অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মঘ্ন। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে যথাপূর্ব্ব বলায় বসা পিত্তঘ্ন মজ্জা পিত্তঘ্নতর এবং ঘৃত পিত্তঘ্নতম। তৈল কাহারও পূর্ব্বে নহে বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। যথোত্তর বলায় মজ্জা বাতশ্লেষ্মঘ্ন বসা বাতশ্লেষ্মঘ্নতর ও তৈল বাতশ্লেষ্মঘ্নতম। এ স্থলে ঘৃতকে ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ ঘৃত কাহারও পরে নহে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, যদিও ইতরঘ্ন বলায় বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়কেই পাওয়া যায় তথাপি শ্লেষ্মার স্নেহ নিষিদ্ধ থাকায় উক্ত মজ্জাদিগকে কেবল বাতঘ্ন বুঝিতে হইবে। আর যদি ইতরশব্দে শ্লেষ্মাও বুঝিতে হয় তাহা হইলে শুদ্ধ মজ্জাদিকে শ্লেষ্মঘ্ন না বুঝিয়া দ্রব্যান্তরসংস্কৃত মজ্জাদিকে শ্লেষ্মনাশক বুঝিতে হইবে। ঘৃত অপেক্ষা তৈল গুরুপাক, তৈল অপেক্ষা বসা গুরুতর এবং বসা অপেক্ষা মজ্জা গুরুতম ॥ ৪

দুইটী স্নেহ দ্বারা যমক স্নেহ, তিনটী স্নেহদ্বারা ত্রিবৃত স্নেহ এবং চারিটী স্নেহ দ্বারা মহাস্নেহ সংজ্ঞা হয়। (যমক স্নেহ যথা—ঘৃততৈল, ঘৃত বসা ইত্যাদি। ত্রিবৃত স্নেহ ঘৃততৈল বসা ইত্যাদি) ॥৫

স্নেহার্হনির্দ্দেশ অর্থাৎ স্নেহযোগ্য ব্যক্তির নির্দ্দেশ। যাহারা স্বেদযোগ্য (যাহাদিগকে স্বেদ দিতে হইবে), সংশোধনার্হ (যাহাদিগকে বমন বিরেচনাদি সংশোধন প্রদান করিতে হইবে), মদ্যপান স্ত্রীসঙ্গ বা ব্যায়ামে আসক্ত, চিন্তাশীল, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল, কৃশ, রুক্ষশরীর, ক্ষীণরক্ত, ক্ষীণশুক্র, বাতপীড়িত, অভিষ্যন্দ বা তিমিররোগাক্রান্ত এবং যাহারা অতিকষ্টে নেত্র উন্মীলন করে, তাহাদিগকে স্নেহ প্রয়োগ করিবে।

অস্নেহ্য নির্দ্দেশ। যাহারা অতিমন্দাগ্নি বা তীক্ষ্ণাগ্নি, অতিস্থূল, অতিদুর্ব্বল, যাহারা উরুস্তম্ভ, অতিসার, আমদোষ, গলরোগ, গরোদর, মূর্চ্ছা বমি অরুচি শ্লেষ্মদোষ তৃষ্ণা বা মদ্য দ্বারা পীড়িত, যাহারা প্রসূতগর্ভা, তাহাদিগকে স্নেহ প্রয়োগ করিবে না। নস্য বস্তি বা বিরেচন ক্রিয়ার পরও স্নেহ প্রযোজ্য নহে॥ ৬—৮

চারি প্রকার স্নেহের মধ্যে যে স্নেহ যাহাদের পক্ষে হিতকর, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। বুদ্ধি স্মৃতিশক্তি মেধা ও অগ্নি আকাঙ্ক্ষাকারিদের পক্ষে ঘৃত প্রশস্ত। গ্রন্থি নাড়ীব্রণ ক্রিমি শ্লেষ্মা মেদ ও বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের এবং যাহারা শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তা কামনা করে ও যাহারা ক্রূরকোষ্ঠ তাহাদের পক্ষে তৈল প্রশস্ত। যাহারা বায়ু আতপ পথপর্য্যটন ভারবহন স্ত্রীসঙ্গ ও ব্যায়াম দ্বারা ক্ষীণধাতু, যাহারা রুক্ষদেহ ক্লেশসহ ও তীক্ষ্ণাগ্নি, যাহাদের স্রোতঃ সমূহ বায়ু দ্বারা আবৃত, তাহাদের পক্ষে বসা ও মজ্জা প্রশস্ত। বিশেষতঃ সন্ধি, অস্থি, মর্ম্ম ও কোষ্ঠ বেদনায় দাহ ও আঘাত জন্য পীড়ার বেদনায়, যোনি-ভ্রংশজনিত বেদনায়, এবং কর্ণরোগে ও শিরো-রোগে বসাই শ্রেষ্ঠ॥৯—১১

এক্ষণে কোন্ ঋতুতে কোন স্নেহ সেবন করা উচিত, তাহা কথিত হইতেছে। প্রাবৃট্ কালে (বর্ষাকালে) তৈল, শরৎকালে ঘৃত এবং বসন্তকালে বসা ও মজ্জা স্নেহনার্থ প্রশস্ত। সাধারণ ঋতুতে (ঋতুলক্ষণ সকল যখন সমভাবে থাকে, শ্রাবণাদি মাসে) আকাশ মণ্ডল মেঘাদি শূন্য ও পরিষ্কার থাকিলে দিবসে সংশোধনের পূর্ব্বে তৈলাদি স্নেহ চতুষ্টয় প্রয়োগ করিবে। তৈল যে কেবল বর্ষাকালেই প্রয়োগ করিতে হইবে, এমন নহে। ব্যাধির অবস্থা বিশেষে যদি সত্বর স্নেহ ক্রিয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে হেমন্ত শিশিরকালেও সংশোধনের পূর্ব্বে স্নেহনার্থ তৈল প্রয়োগ করা যায়। কেবল শরৎকালেই ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা নহে ; গ্রীষ্মকালেও রাত্রিতে ঘৃত প্রয়োগ করিবে। আর পিত্ত বা বায়ুর প্রকোপ অথবা সংসর্গ কিংবা কুপিত বাত বা পিত্ত জন্য রোগ স্নেহসাধ্য হইলে গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে ঘৃত প্রয়োগ করিবে। এইরূপ পিত্তাধিক সংসর্গে (বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্ম) বা তজ্জনিত রোগেও গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে ঘৃত প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ইহার অন্য আচরণ করিলে অর্থাৎ শীতকালে রাত্রিতে ঘৃত প্রয়োগ করিলে বাতশ্লেষ্মজ রোগ এবং গ্রীষ্মকালে দিবসে তৈল প্রয়োগ করিলে পিত্তজনিত রোগ জন্মিয়া থাকে। বসা ও মজ্জার অনিশ্চিত স্বরূপ হেতু এরূপ বিশেষ নিয়ম কিছু কথিত হয় নাই॥ ১২—১৫

স্নেহোপযোগ বিধি। ঘৃতাদি স্নেহ সমূহ যুক্তিপূর্ব্বক (মাত্রা কাল ক্রিয়া ভূমি দেহ দোষ প্রভৃতি বুঝিয়া) ভক্ষ্য ভোজ্যাদি অন্নের সহিত বা ত্রিবিধ বস্তিক্রিয়া, নস্য, অভ্যঙ্গ, গণ্ডূষ, মূর্দ্ধতর্পণ, কর্ণপূরণ বা অক্ষিতর্পণে (তর্পণ পুটপাকাদিতে) প্রয়োগ করিবে॥ ১৬

ত্রিষষ্টিপ্রকার রসভেদের সহিত স্নেহপ্রয়োগ এবং রস ব্যতিরেকে কেবল মাত্র স্নেহ প্রয়োগ এই চতুঃষষ্টি প্রকার স্নেহ প্রয়োগ কল্পনা হইয়া থাকে। ভক্ষ্যদ্রব্যের ও রসভেদের সহিত প্রযুক্ত হওয়ায় এবং শিরোবিরেচন ও মূর্দ্ধকর্ণাক্ষি-তর্পণে অল্পমাত্র প্রযুক্ত হওয়ায় স্নেহ পদার্থের গুণ অভিভূত হয়, সেই জন্য স্নেহ প্রয়োগ কল্পনা চতুঃষষ্টি প্রকার হইয়া থাকে॥ ১৭

যথোক্ত কারণাভাবে (অর্থাৎ পূর্ব্বে ৬৪ প্রকার স্নেহপ্রয়োগ কল্পনার যে হেতু কথিত হইয়াছে তাহার অভাবে) অচ্ছপেয় স্নেহকে স্নেহপ্রয়োগ কল্পনা বলা যায় না। এস্থলে

আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্ব্বে চতুঃষষ্টি প্রকার স্নেহ প্রয়োগ কল্পনার মধ্যে অচ্ছপেয় স্নেহের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু এখানে অচ্ছপেয় স্নেহকে স্নেহপ্রয়োগ কল্পনা বলা যাইতেছে না, সুতরাং পূর্ব্বাপর বিরোধ হইল? ইহার মীমাংসা এই যে, অচ্ছপেয় স্নেহকে (শুদ্ধ স্নেহপানকে) কল্পনা বলা যাইবে না, কিন্তু মূর্দ্ধাক্ষিকর্ণতর্পণাদি নিমিত্ত যে অচ্ছস্নেহ পান, তাহাই স্নেহপ্রয়োগ কল্পনা বলিয়া অভিহিত হইবে। সর্ব্বপ্রকার স্নেহপানের মধ্যে অচ্ছপেয় স্নেহই প্রশস্ত, কারণ ইহা দ্বারা শরীরের স্নেহক্রিয়া (তর্পণ মার্দ্দবাদি) আশু সাধিত হইয়া থাকে॥ ১৮

স্নেহের ত্রিবিধ মাত্রা লক্ষণ। স্নেহের মাত্রা ত্রিবিধ। হ্রস্ব মধ্যম ও উত্তম মাত্রা। যে মাত্রা দুই প্রহরে জীর্ণ হয় তাহাকে হ্রস্বমাত্রা, যাহা চারিপ্রহরে জীর্ণ হয় তাহাকে মধ্যম মাত্রা এবং যে মাত্রা আটপ্রহরে পরিপাক প্রাপ্ত হয় তাহাকে উত্তম মাত্রা কহে। এই ত্রিবিধ মাত্রার মধ্যে প্রথমে হ্রসীয়সী মাত্রা (যাহা হ্রস্ব মাত্রা অপেক্ষা শীঘ্র জীর্ণ হয়) প্রয়োগ করিবে। দোষাদি বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ দোষ ভেষজ দেশ বল কাল শরীর আহার সত্ত্ব সাত্ম্য ও প্রকৃতি বুঝিয়া প্রথমে হ্রস্ব মাত্রা ক্রমে মধ্যম ও উত্তম মাত্রা প্রয়োগ করিবে। অজ্ঞাতকোষ্ঠ পুরুষকে প্রথমেই অধিক মাত্রায় স্নেহ পান করাইলে অনেক স্থলে বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। সেই জন্য প্রথমে ত্রিবিধ মাত্রার মধ্যে হ্রসীয়সী মাত্রাই প্রযোজ্য॥ ১৯

সম্প্রতি শোধন শমন ও বৃংহণ ভেদে ত্রিবিধ স্নেহের কাল মাত্রা ও লক্ষণ কথিত হইতেছে। পূর্ব্বদিনের আহার জীর্ণ হইলেই ক্ষুধার অপেক্ষা না করিয়া শোধনার্থ (বিরেচনার্থ) বহুমাত্রায় অচ্ছস্নেহ (কেবল স্নেহ) পান করাইবে। ক্ষুধার সময় স্নেহ পান করাইলে তাহা জঠরাগ্নির দীপ্তিহেতু শোধন কার্য্য না করিয়াই জীর্ণ হইয়া যায়। শমন স্নেহ রোগের শান্তির জন্য প্রয়োগ করা হয়। ক্ষুধার সময় অন্নাদি ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত না মিশাইয়া শমনার্থ কেবল স্নেহ মধ্যম মাত্রায় সেবন করাইবে। কারণ তৎকালে স্রোতঃসমূহ বিশুদ্ধ থাকায় পীত স্নেহ সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া যত্র তত্রস্থ কুপিত দোষের শমন করিয়া থাকে॥ ২০।২১

বৃংহণ স্নেহ মাংসরস মদ্যাদির এবং ভক্তের সহিত অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। এই সভক্ত (অন্নমিশ্রিত) স্নেহ বালক বৃদ্ধ পিপাসার্ত্ত স্নেহদ্বেষী মদ্যপায়ী নিত্য স্ত্রীসঙ্গরত নিত্যস্নেহসেবী মন্দাগ্নি সুখী ক্লেশভীরু মৃদুকোষ্ঠ অল্পদোষান্বিত ও কৃশ ব্যক্তিদের পক্ষে এবং গ্রীষ্মাদি উষ্ণকালে হিতকর॥ ২২।২৩

এই স্নেহ, ভোজনের পূর্ব্বে সেবিত হইলে শরীরের অধোভাগের ভোজনের মধ্যকালে সেবিত হইলে দেহের মধ্যভাগের এবং ভোজনের পর সেবন করিলে শরীরের ঊর্দ্ধভাগের রোগনাশ ও বলবৃদ্ধি করিয়া থাকে॥ ২৪

অচ্ছস্নেহ পান করিয়া উষ্ণ জল অনুপান করিবে। উষ্ণজল অনুপান করিলে পীত স্নেহ সুখে পরিপাক পায় এবং স্নেহলিপ্ত মুখেরও শুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু উষ্ণবীর্য্য তৌবর স্নেহ (তৈল) বা ভল্লাতক তৈল পান করিয়া উষ্ণ জল অনুপান করিবে না। স্নেহপানের অনেকক্ষণ

পরে যদি জীর্ণাজীর্ণ শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় উষ্ণজল পান করিবে। তাহাতে পীতস্নেহ ব্যক্তির উদ্‌গারের শুদ্ধি, শরীরের লঘুতা এবং আহারে রুচি হইয়া থাকে ॥ ২৫।২৬

স্নেহপানের পূর্ব্বদিন, স্নেহপান দিবসে এবং স্নেহপান করিয়া, মুদ্গযূষাদিযুক্ত উষ্ণ অন্ন বা কেবল দ্রবোষ্ণ পেয়াদি এবং অনভিষ্যন্দি (যাহা কফকর নহে), ঈষৎ স্নিগ্ধ ও অসঙ্কর (যাহা সংযোগবিরুদ্ধ বা অপথ্যমিশ্রিত নহে) অন্ন অল্প মাত্রায় ভোজন করাইবে। যতদিন স্নেহ পান করিবে ততদিন এবং স্নেহপানের পর আরও ততদিন উষ্ণজল ব্যবহার করিবে, ব্রহ্মচারী (স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত) হইবে, রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে, মলমূত্রাদির বেগধারণ করিবে না এবং ব্যায়াম, ক্রোধ, শোক, হিম, সূর্য্য ও অগ্নির তাপ, প্রবল বায়ু, যানে গমন, পথশ্রম, অধিক বাক্যকথন, দীর্ঘকাল উপবেশন, অতিনীচ বা অতি উচ্চ বালিসে মস্তক স্থাপন, দিবানিদ্রা, ধূম ও ধূলি বর্জ্জন করিবে। বমন বিরেচনাদি সমস্ত কার্য্যে এবং ব্যাধিক্ষীণ ব্যক্তিদের পক্ষেও প্রায় এই নিয়ম। কিন্তু শমন স্নেহপানের পর বিরিক্তবৎ বিধি অবলম্বনীয়। (অর্থাৎ বিরেচনান্তে যেমন পেয়াদিক্রম পালন করিতে হয়, সেইরূপ বিধান কর্ত্তব্য) ॥ ২৭—৩১

মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তি তিন দিন এবং ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি সাত দিন সাধারণতঃ অচ্ছস্নেহ পান করিবে। মধ্য কোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে ছয় দিন অচ্ছ-স্নেহ পান ব্যবস্থা। যদি তিন দিন স্নেহপানের পর সম্যক্ স্নিগ্ধ লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে চারিদিন বা পাঁচদিন পর্য্যন্ত স্নেহপান করিবে। ফলতঃ যতদিন স্নিগ্ধলক্ষণ সম্যক্ উপস্থিত না হয়, তত দিন স্নেহ পান করিতে হইবে। সপ্তাহ পর্য্যন্তই যে স্নেহপানের নিয়ম তাহা নহে, সপ্তাহের পরও স্নেহপান করা যায়। তবে সপ্তাহের পর স্নেহপান করিতে হইলে এক দিন বিশ্রাম করিয়া পুনরায় স্নেহ পান করিতে হয়। স্নিগ্ধলক্ষণ প্রকাশের পরও স্নেহ পান করিলে তাহা সাত্ম্যীভূত (অভ্যস্ত) হয় ; সুতরাং তাহাতে কোন ফল দর্শে না অর্থাৎ ঐ স্নেহ, মলাদি নিঃসারণ করিতে পারে না ॥ ৩২

সম্যক্‌স্নিগ্ধাদির লক্ষণ। সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে বায়ুর অনুলোম, অগ্নির দীপ্তি, মলের স্নিগ্ধতা ও শৈথিল্য, স্নেহোদ্বেগ ও ক্লান্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু রুক্ষ হইলে ইহার বিপরীত লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া থাকে। অতিস্নিগ্ধ হইলে শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং নাসিকা মুখ ও গুহ্য দ্বার দিয়া স্রাব নির্গত হইয়া থাকে ॥ ৩৩

অনুচিত মাত্রায় ও অকালে (গ্রীষ্মাদি নিষিদ্ধ কালে) স্নেহ পান করিলে, অহিত স্নেহ (যে স্নেহ যাহার পক্ষে নিষিদ্ধ) এবং অনুপযুক্ত আহার ও বিহারের (পূর্ব্বোক্ত) সহিত স্নেহ পান করিলে শোথ, অর্শঃ, তন্দ্রা, স্তব্ধতা, সংজ্ঞাহীনতা, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমনবেগ, শূল, আনাহ ও ভ্রমাদি উপদ্রব জন্মে ॥ ৩৪

স্নেহব্যাপচ্চিকিৎসা। স্নেহবিধিভ্রংশ হইলে ক্ষুধারোধ, তৃষ্ণানিগ্রহ, বমন, স্বেদ, রুক্ষ পান, রুক্ষ অন্ন ও রুক্ষ ঔষধ, তক্র, অরিষ্ট, খল (ব্যঞ্জন বিশেষ), উদ্দাল (শালিধান্য বিশেষ), যব, শ্যামাধান্য, কোদোধান্য, পিপুল, ত্রিফলা, মধু, হরীতকী, গোমূত্র ও গুগ্‌গুলু এবং দোষানুসারে প্রতি রোগের যে যে ঔষধ তত্তদধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৫।৩৬

বিরুক্ষণের সম্যক্ কৃতাতিকৃত লক্ষণ। সম্যকৃকৃত বিরুক্ষণের ও অতিকৃত বিরুক্ষণের লক্ষণ, সম্যক্ কৃত লঙ্ঘনের ও অতিকৃত লঙ্ঘনের লক্ষণের ন্যায় জানিবে। অর্থাৎ সম্যক্ কৃত লঙ্ঘনের বিমলেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ, তাহাই সম্যকৃকৃত বিরুক্ষণের লক্ষণ এবং অতিকৃত লঙ্ঘনের কার্শ্যাদি যে সকল লক্ষণ, অতিকৃত বিরুক্ষণেরও সেই লক্ষণ জানিবে॥ ৩৭

স্নেহপানান্তে স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ দ্রব ও উষ্ণ জাঙ্গলমাংসরস ভোজন করাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে। স্বেদ গ্রহণের তিন দিন পরে বিরেচন দিবে। আর যদি স্নেহপানের পর বমনই উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ ভোজন করাইয়া স্বেদ দিবে এবং স্বেদগ্রহণের একদিন পরে কফজনক ক্ষীর মৎস্যাদি দ্রব্য সেবন দ্বারা কফকে উৎক্লেশিত করিয়া বমন দিবে॥ ৩৮

মাংসল মেদস্বী শ্লেষ্মবহুল বিষমাগ্নি ও স্নেহাভ্যস্ত ব্যক্তিদিগকে শোধনার্থ স্নেহপ্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমে রুক্ষ ক্রিয়া করিয়া তৎপরে স্নেহপ্রয়োগ করিতে হইবে এবং স্নেহপ্রয়োগের পর তাহাদের শোধনকার্য্য করিবে। এই নিয়মে স্নেহ ক্রিয়া করিলে স্নেহব্যাপত্তি ঘটে না। অপিচ সেই পীত স্নেহ অসাত্ম্যতা প্রাপ্ত হইয়া বাতাদি দোষ ও পুরীষাদিকে নিঃসারিত করিতে সমর্থ হয়। দীর্ঘকাল সেবনে স্নেহ সাত্ম্য হইলে তাহা মলাদি নিঃসারণ করিতে পারে না কিন্তু উক্ত নিয়মে স্নেহ পান করিলে তাহা অসাত্ম্যতা প্রাপ্ত হওয়ায় মলাদিকে সহজে নিঃসারিত করিয়া থাকে॥ ৩৯।৪০

বালক বা বৃদ্ধ প্রভৃতিকে এবং যাহারা স্নেহপান কালে পরিহার্য্য (শীতল জল প্রভৃতি) পরিত্যাগে অসমর্থ, তাহাদিগকে অনুদ্বেগকর নিম্নলিখিত সদ্যঃস্নেহন যোগ সমূহ প্রয়োগ করিবে॥ ৪১

প্রভূত মাংসরস, স্নেহভর্জ্জিত পেয়া, স্নেহ (ঘৃতাদি) ও ফাণিত (গুড়বিশেষ) যুক্ত তিল চূর্ণ, কৃশরা (খিচুড়ি), উষ্ণ ও ঘৃতমিশ্রিত ক্ষীরপেয়া সগুড় দধিসর এবং পঞ্চপ্রসৃতিকা পেয়া (ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা ও তণ্ডুল প্রত্যেক ১ প্রসৃত অর্থাৎ ১৬ তোলা) সমুদায়ে এই সাত-প্রকার স্নেহন যোগ সদ্যঃস্নিগ্ধতাকারক। লবণবহুল ঘৃতাদিও সদ্যঃস্নেহন। কারণ লবণরস স্রোতঃসমূহের স্রাবক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, অরুক্ষ, উষ্ণ ও ব্যবায়ী (যাহা সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক পায় তাহাকে ব্যবায়ী কহে।)॥ ৪২—৪৪

কুষ্ঠ শোথ ও প্রমেহ রোগী স্নেহনযোগ্য হইলেও তাহাদিগকে গুড় আনূপমাংস দুগ্ধ তিল মাষকলায় সুরা ও দধি স্নেহনার্থ প্রদান করিবে না॥ ৪৫

ত্রিফলা পিপুল হরীতকী ও গুগ্‌গুলু প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা বিপাচিত তত্তদধিকারোক্ত অবিকারি স্নেহ সকল উক্ত কুষ্ঠাদি রোগে স্নেহনার্থ প্রয়োগ করিবে॥ ৪৬

যাহারা নানাবিধ রোগে ক্ষীণ-দেহ, তাহাদিগকে অগ্নিদীপক ও দেহের পুষ্টিকর স্নেহ সমূহ প্রদান করিবে॥ ৪৭

নিত্য স্নেহসেবনশীল ব্যক্তির জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত, কোষ্ঠ বিশুদ্ধ, রসরক্তাদি ধাতুসমূহ বর্দ্ধিত, ইন্দ্রিয়সমূহ স্বস্থ এবং জরা অল্প হয়। স্নেহসেবী ব্যক্তি শতায়ুঃ ও বলবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে॥ ৪৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা স্বেদবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

স্বেদ চারিপ্রকার; যথা—তাপ-স্বেদ, উপনাহ-স্বেদ, উষ্ম-স্বেদ ও দ্রব-স্বেদ।

তাপ-স্বেদ। বস্ত্র লৌহফাল হস্ততল ও বালুকা কাংস্যপাত্রাদি অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া যে স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকে তাপস্বেদ কহে॥ ২

উপনাহস্বেদ। কেবল বায়ুতে বচ, কিণ্ব (সুরাবীজ), শুল্ফা, দেবদারু, ধান্য (এখানে সাধারণভাবে ধান্য শব্দের উল্লেখ থাকিলেও তিল, মসিনা, মাষকলায় প্রভৃতি স্বেদোপযোগী স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য গ্রাহ্য), কুষ্ঠ অগুরু প্রভৃতি সমস্ত গন্ধদ্রব্য, রাস্না, এরণ্ডমূল, আমিষ (মাংসাদি) ইহাদিগকে শিলাতে পেষিত ও অধিক লবণ মিশ্রিত, ঘৃতাদি স্নেহ, চুক্র (অম্ল) তক্র বা দুগ্ধ দ্বারা আপ্লুত এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। শ্লেষ্মসংযুক্ত বায়ুতে সুরসাদি গণোক্ত দ্রব্যের এবং অম্লপিত্তযুক্ত বায়ুতে পদ্মকাদিগণোক্ত দ্রব্যের স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে। এই স্বেদদ্বয়েও লবণ ঘৃতাদি পূর্ব্ববৎ মিশ্রিত করিতে হইবে। এই স্বেদের নাম উপনাহ স্বেদ (চলিত কথায় পুলটিশ); ইহাকে শাল্বণ স্বেদও বলে। পীড়িত অঙ্গে পূর্ব্বোক্ত উপনাহ (পুলটিস্ বা প্রলেপ) দিয়া স্নিগ্ধ উষ্ণবীর্য্য মৃদু ও দুর্গন্ধরহিত চর্ম্মপট্ট দ্বারা অভাবে বাতঘ্ন এরণ্ডপত্রাদি দ্বারা কিংবা রেশমী বস্ত্র বা বস্ত্রাদি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। রাত্রির বন্ধন দিবসে খুলিয়া দিবে এবং দিবসে বান্ধিলে তাহা রাত্রিতে খুলিয়া দিবে॥৩—৫

উষ্মস্বেদ। উৎকারিকা (যব মাষকলায় এরণ্ডবীজ প্রভৃতি দ্রব্য পিষ্ট ও স্বিন্ন করিয়া মোহন ভোগের ন্যায় করিলে তাহাকে উৎকারিকা বলে), লোষ্ট্র, খাপরা, প্রস্তর, ধূলি, পত্রসমূহ, ধান্য, ঘুঁটে চূর্ণ, বালুকা অথবা তুষ ইহাদিগকে নানা উপায়ে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা দেশ কাল ও দোষদূষ্যানুসারে স্বেদ দেওয়াকে উষ্মস্বেদ বলে। উষ্মস্বেদপ্রয়োগ বিধি—লোষ্ট্র, প্রস্তর খণ্ড প্রভৃতিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অগ্নিবর্ণ করিবে পরে তাহা সাঁড়াশী দ্বারা ধরিয়া দোষানুসারে জল কাঁজি বা শুক্তাদিতে মগ্ন করিবে, তদুদ্ভূত বাষ্প দ্বারা স্বেদ দিবে। অথবা গোময়াদি পিণ্ডীকৃত ও উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে, ইহাকে পিণ্ডস্বেদ বলে। কিংবা এরণ্ডাদিপত্রযুক্ত যবাদি দ্রব্য কাঁজির সহিত একটী কলসীতে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। এবং রোগিকে বায়ুশূন্য স্থানে কম্বলাদি বেষ্টিত করিয়া একখানি খাটিয়ায় এরণ্ডপত্রাদি বিছাইয়া তদুপরি বসাইবে এবং তন্নিম্নে উক্ত কলসী স্থাপন করিয়া তাহার মুখ খুলিয়া দিয়া ভাপরা লইবে অথবা উক্ত কলসী নিকটে স্থাপন করিয়া ঘন বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়া তাহার স্বেদ লইবে। এইরূপ নানা উপায়ে উষ্মস্বেদ দেওয়া যাইতে পারে॥ ৬

দ্রবস্বেদ। সজিনা, বেণা, এরণ্ড, করঞ্জ, নিসিন্দা, তুলসী, শিরীষ, বাসক, বাঁশ, আকন্দ, মালতী ও সোন্দাল, ইহাদের পত্র সমূহ, বচাদিগণোক্ত দ্রব্য সকল, আনূপ ও জলজ মাংস এবং দশমূল ইহাদের সমস্ত গুলিকে অথবা যাহা পাওয়া যায় সেই দ্রব্য গুলিকে কুট্টিত, দোষানুসারে

ঘৃতাদি স্নেহ সংযুক্ত এবং সুরা শুক্ত জল দুগ্ধাদি দ্বারা সিদ্ধ করিয়া একটী হাঁড়ি গর্গরী বা বাঁশের নলের মধ্যে পুরিবে, তৎপরে পীড়িত গাত্র স্নেহাক্ত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ সহ্যমত উষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেচন করিবে॥ ৭—৯॥

সর্ব্বাঙ্গগত বাতরোগে কিংবা অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি পীড়ায় রোগী পূর্ব্বোক্ত সুখোষ্ণ দ্রব পূর্ণ কোন একটী কুণ্ডে বা টবে অবগাহন করিয়া থাকিবে॥ ১০

স্নেহপান ও স্নেহাভ্যঙ্গ দ্বারা অভ্যন্তরে ও বাহিরে স্নিগ্ধ হইয়া পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে বায়ু শূন্য স্থানে বসিয়া স্বেদ গ্রহণ করিবে॥ ১১

রোগের অবস্থা, রোগির অবস্থা এবং দেশ ঋতু ও ধাতু বুঝিয়া মধ্য উৎকৃষ্ট বা হীন স্বেদ প্রয়োগ করিবে। কফার্ত্ত ব্যক্তি রুক্ষ হইয়া অর্থাৎ কোন রূপ স্নেহ ব্যবহার না করিয়া রুক্ষ স্বেদ লইবে। শ্লেষ্মবাতে রুক্ষস্নিগ্ধ স্বেদ অর্থাৎ কোন অঙ্গে রুক্ষ ও কোন অঙ্গে স্নিগ্ধ স্বেদ গ্রহণ করিবে। আমাশয়গত বাতে প্রথমে রুক্ষ স্বেদ পশ্চাৎ স্নিগ্ধ স্বেদ এবং পক্বাশয়গত বাতে প্রথমে স্নিগ্ধ স্বেদ পশ্চাৎ রুক্ষ স্বেদ লইবে। স্থানানুরোধে এইরূপ স্বেদ প্রয়োগ করিতে হয়; কারণ আমাশয় কফের স্থান, বায়ু তথায় আগন্তু, সেই জন্য প্রথমে রুক্ষস্বেদ দ্বারা কফের শান্তি করিয়া পশ্চাৎ বায়ুশান্তির জন্য স্নিগ্ধ স্বেদ দিতে হয়। আর পক্বাশয় বায়ুর স্থান, কফ তথায় আগন্তু, সেই জন্য বায়ুশান্তির নিমিত্ত প্রথমে স্নিগ্ধ স্বেদ পশ্চাৎ কফশান্তির জন্য রুক্ষ স্বেদ প্রদান করিতে হয়॥ ১২।১৩

বঙ্ক্ষণদ্বয়ে অল্প স্বেদ দিবে। চক্ষুর্দ্বয় মুষ্ক ও হৃদয়ে স্বেদ অতি অল্প মাত্র দিবে অথবা একবারেই দিবে না। স্বেদ দিতে দিতে যখন দেখিবে শীত ও বেদনা অপগত হইয়াছে এবং হস্তপদাদি অঙ্গের কোমলতা জন্মিয়াছে, তখন বুঝিবে সম্যক্ স্বেদ দেওয়া হইয়াছে। সম্যক্‌স্নিগ্ধ ব্যক্তির অঙ্গ অল্প অল্প মর্দ্দন করিয়া তাহাকে উষ্ণজলে স্নান করাইবে। পরে স্নেহোক্ত বিধি পালন করাইবে॥ ১৪

স্বেদাতিযোগ লক্ষণ। অধিক মাত্রায় স্বেদ প্রয়োগ করিলে পিত্তরক্তের প্রকোপ, পিপাসা, মূর্চ্ছা, স্বরভেদ, অঙ্গাবসাদ, ভ্রম (অজ্ঞানতা), সন্ধিপীড়া, জ্বর, শ্যাব ও রক্তবর্ণ মণ্ডল সমূহের উৎপত্তি ও বমি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে স্তম্ভন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। আর বিষ ক্ষার অগ্নি অতিসার বমন ও মোহ পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষেও স্তম্ভন ঔষধ প্রশস্ত॥ ১৫।১৬

যে সকল দ্রব্য গুরু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, তাহারা প্রায়ই স্বেদন (প্রায় শব্দের অভিপ্রায় এই যে, ভয় শোকাদি গুরু না হইলেও স্বেদন হইয়া থাকে)। ইহার বিপরীতগুণান্বিত দ্রব্যসমূহ অর্থাৎ লঘু মৃদু ও শীতল দ্রব্য স্তম্ভন। আর দ্রব স্থির সর স্নিগ্ধ রুক্ষ ও সূক্ষ্ম গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ স্বেদন এবং মসৃণ রুক্ষ সূক্ষ্ম সর ও দ্রবগুণান্বিত দ্রব্যসকল স্তম্ভন॥ ১৭

সংক্ষেপতঃ তিক্ত কষায় ও মধুর রস প্রায়ই স্তম্ভন হয়। অতিস্বেদজনিত রোগসমূহের নাশ হেতু রোগী যখন লব্ধবল হইবে, তখনই জানিবে সম্যক্ স্তম্ভিত হইয়াছে॥ ১৮

অতিস্তম্ভিত লক্ষণ। দেহের স্তব্ধতা, ত্বক্ ও স্নায়ুর সঙ্কোচ, কম্প, হৃদয়বেদনা, বাক্যের অবসন্নতা, হনুগ্রহ এবং পাদ হস্ত ওষ্ঠ ও ত্বকের শ্যাববর্ণতা এইগুলি অতিস্তম্ভিতের লক্ষণ॥ ১৯

অস্বেদার্হ নির্দ্দেশ। যাহারা অতিস্থূল, রুক্ষ, দুর্ব্বল, মূর্চ্ছিত, [illegible] কৃশ, মদ্যপানজনিত রোগাক্রান্ত এবং তিমিররোগ, উদররোগ, বিসর্প, কুষ্ঠ, শোষ ও বাতরক্তরোগে পীড়িত; যাহারা দুগ্ধ দধি স্নেহ ও মধু পান করিয়াছে; যাহাদের গুহ্যদেশ অতিসাররোগে ভ্রষ্ট বা ক্ষারাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে; যাহারা কৃতবিরেচন, গ্লানিযুক্ত, ক্রোধ শোক ও ভয়ান্বিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণাকাতর, কামলা পাণ্ডু মেহ ও পিত্তরোগে পীড়িত; যাহারা গর্ভিণী ঋতুমতী বা প্রসূতা (রক্তস্রাবযুক্তা) তাহাদিগকে স্বেদ দিবে না। তবে ইহাদের প্রাণান্তকর বিসূচিকাদি কোন রোগ যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মৃদুস্বেদ প্রয়োগ করিবে॥ ২০—২২

স্বেদার্হ নির্দ্দেশ। শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, হিক্কা, আধ্মান, বিবন্ধ, স্বরভেদ, বাতব্যাধি, শ্লেষ্ম-দুষ্টি, আমদোষ, স্তব্ধতা, গৌরব, অঙ্গমর্দ্দ, কটী পার্শ্ব পৃষ্ঠ ও কুক্ষিদেশে বেদনা, হনুগ্রহ, মুষ্ক-বৃদ্ধি, খল্লী (খাইল ধরা) রোগ, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, বাতকণ্টক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, শুক্রাঘাত ও উরুস্তম্ভ, এই সকল রোগে তত্তদ্ রোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিভাগানুসারে যথাযথ স্বেদ দিবে। অর্থাৎ অবস্থানুসারে কখন তাপস্বেদ কখন উপনাহস্বেদ কখন উষ্মস্বেদ কখন বা দ্রবস্বেদ দিবে॥ ২৩—২৫

মেদঃকফাবৃত বাতে অনাগ্নেয় স্বেদ হিতকর। অনাগ্নেয় স্বেদ যথা—বায়ুশূন্য গৃহ, ব্যায়াম, কম্বলাদি গুরু প্রাবরণ, ভয়, যুদ্ধ, ক্রোধ, প্রচুর মদ্যপান, ক্ষুধা, আতপ ও উপনাহ। উপনাহ স্বেদ দুই প্রকার; একপ্রকার আগ্নেয়, অপর প্রকার অনাগ্নেয়। বচ কিণ্ব প্রভৃতি দ্বারা যে উপনাহ স্বেদ তাহা আগ্নেয় এবং স্নিগ্ধ উষ্ণবীর্য্য মৃদু চর্ম্মপট্টাদি দ্বারা যে উপনাহ স্বেদ তাহা অনাগ্নেয়॥ ২৬।২৭

যে সকল দোষ স্নেহক্লিন্ন, কোষ্ঠগত বা ধাতুগত, স্রোতোলীন, শাখাগত (হস্তপদাদিগত) ও অস্থিসন্ধিত, তাহাদিগকে স্বেদ দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া ও কোষ্ঠে আনিয়া বমন বিরেচনাদি শুদ্ধি দ্বারা সম্যক্ নির্হৃত করিবে॥ ২৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা বমন-বিরেচনবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

কেবল কফরোগে বা কফপ্রধান সংযোগে (বাতকফাদিতে) বমন এবং কেবল পিত্তে বা পিত্ত-প্রধান সংযোগে (বাতপিত্তাদিতে) বিরেচন করাইবে। বিশেষতঃ নবজ্বর, অতিসার, অধোগ রক্তপিত্ত, রাজযক্ষ্মা, কুষ্ঠ, মেহ, অপচী, গ্রন্থি, শ্লীপদ, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, হৃল্লাস (বমন ভাব), বীসর্প, স্তন্যদোষ ও ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষরূপে বমন করাইবে॥ ২।৩

অবমনার্হ নির্দ্দেশ। গর্ভিণী, রুক্ষধাতু, ক্ষুধিত, নিত্যদুঃখিত, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ, স্থূল, হৃদ্রোগী, ক্ষতরোগী, দুর্ব্বল, নিরন্তর বমনকারী এবং প্লীহা, তিমিররোগ, ক্রিমিকোষ্ঠ, ঊর্দ্ধগ

বাতরক্ত, স্বরভেদ,মূত্রাঘাত, উদর, গুল্ম, দুর্ব্বাত,অত্যগ্নি, অর্শঃ,উদাবর্ত্ত, ভ্রম, অষ্ঠীলা, পার্শ্ববেদনা ও বাত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এবং দত্তবস্তি (অর্থাৎ যাহাকে বস্তি দেওয়া হইয়াছে) ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। কিন্তু যদি উক্ত অবমনার্হদের অজীর্ণ ও বিরুদ্ধ ভোজন দোষ থাকে বা ইহারা যদি বিষ বা গর বিষ ভোজন করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাদিগকেও বমন করাইবে॥ ৪—৭

পূর্ব্বোক্ত গর্ভিণী হইতে দুর্ব্বল: পর্য্যন্ত এই একাদশ ব্যক্তিকে এবং আমজ্বরীকে কেবল যে বমন দিবে না তাহা নহে, ইহাদের ধূমগ্রহণ ও গণ্ডূষধারণাদিও নিষিদ্ধ। অজীর্ণরোগাক্রান্ত ব্যক্তিরও ধূমগ্রহণ গণ্ডূষধারণ এবং তর্পণাদি নিষিদ্ধ। (মূলে 'প্রায়' শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝিতে হইবে যে সদ্যোভুক্তজ্বরিত ব্যক্তি এবং সদ্য অজীর্ণাক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্যবস্থানুসারে বমন দিতে হইবে। অষ্টমমাস গর্ভিণীর নিরূহ বর্জ্জনীয়)॥ ৮

বিরেকসাধ্য রোগ নির্দ্দেশ। গুল্ম, অর্শঃ, বিস্ফোট, ব্যঙ্গ, কামলা, জীর্ণজ্বর, উদর, গরবিষ, বমি, প্লীহা, হলীমক, বিদ্রধি, তিমিররোগ, কাচ ও অভিষ্যন্দ নামক নেত্ররোগ, পক্বাশয় বেদনা, যোনি ও শুক্রাশয় গত রোগ, কোষ্ঠগত ক্রিমিরোগ, ব্রণ, বাতরক্ত, উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, মূত্রাঘাত ও মলবদ্ধতা এই সকল রোগে এবং বমনপ্রকরণোক্ত কুষ্ঠ হইতে উর্দ্ধজত্রুগত রোগ পর্য্যন্ত যে সকল রোগ বমনার্হ, সেই সকল রোগে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। কিন্তু নবজ্বরী, অল্পাগ্নি, অধোগরক্তপিত্ত রোগী, ক্ষতপায়ু ব্যক্তি, অতিসারী, শল্যযুক্ত, আস্থাপিত, ক্রূরকোষ্ঠ, অতিস্নিগ্ধ ও শোষরোগিকে বিরেচন দিবে না॥৯—১২

বমন বিধি। সাধারণ কালে (শ্রাবণাদিমাসে) বমনার্হ রোগিকে যথাবিধি স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। পরে বমনের পূর্ব্ব দিন মৎস্য মাষকলাই ও তিলাদি ভোজন করাইয়া বমনার্হ ব্যক্তির কফকে উৎক্লিষ্ট (স্বস্থান হইতে চালিত) করিবে। পর দিন অর্থাৎ বমন দিনে রোগির সুনিদ্রা ও ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ জীর্ণ হইয়াছে বুঝিলে পূর্ব্বাহ্ণে স্বস্ত্যয়নাদি মঙ্গলাচরণ ও দেব ব্রাহ্মণ অগ্নি গুরু ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পূজা করিয়া রোগিকে পূর্ব্ব মুখে উপবেশন করাইবে এবং মৃদু মধ্যাদি কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া রোগোপযুক্ত ভৈষজ্যমাত্রা মূলোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত এবং মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। বমন দিনে আহার করিবে না। অবস্থা বিশেষে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ আহার অর্থাৎ পেয়ার সহিত ঘৃত পান করিবে। বমনার্হ রোগী যদি বৃদ্ধ বালক দুর্ব্বল ক্লীব (দুঃখাসহিষ্ণু) বা ভীরু হয়, তাহা হইলে রোগানুসারে তাহাকে অগ্রে মদ্য দুগ্ধ ইক্ষুরস বা মাংসরস আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন ঔষধ দিবে। ঔষধ সেবনানন্তর রোগী তন্মনা হইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবে। পরে বমনবেগ ও মুখস্রাব হইলে রোগী জানুপ্রমাণ আসনে উপবিষ্ট হইয়া অনায়াসে অঙ্গুলি বা এরণ্ডাদি নাল গলমধ্যে প্রবেশ করাইয়া অপ্রবৃত্ত বেগের প্রেরণ ও প্রবৃত্ত বেগের প্রবর্ত্তন করিয়া বমন করিবে। অঙ্গুলি বা নাল গলদেশে এরূপ ভাবে প্রয়োগ করিবে, যেন গলদেশে কোনরূপ পীড়া না হয়। বমন কালে বমনকারী ব্যক্তির উভয় পার্শ্ব ও ললাট দেশ ধারণ করিয়া থাকিবে এবং পৃষ্ঠদেশ ও নাভি প্রতিলোমভাবে পীড়ন করিবে।

তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য ও কটু দ্রব্য দ্বারা কফে, মধুর ও শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্তে এবং স্নিগ্ধ অম্ল ও লবণ দ্বারা বায়ুযুক্ত কফে বমন করাইবে। যতক্ষণ পিত্তদর্শন বা কফনাশ না হয়, ততক্ষণ বমন করাইতে হইবে॥ ১৩—২৩

হীনবেগবিশিষ্ট ব্যক্তি পিপুল আমলকী শ্বেতসর্ষপ ও লবণ জল সেবন করিয়া বারংবার বমি করিবে। বমন ঔষধ সেবন দ্বারা যদি সম্যক্ বমনবেগ উপস্থিত না হয় কিংবা মধ্যে মধ্যে এক একবার বমন বেগ হয় অথবা কেবল মাত্র দোষাদি রহিত ঔষধের বমন হয়, তাহা হইলে তাহাকে অযোগ বলে। অযোগ হেতু নিষ্ঠীবন, কণ্ডু, কোঠ ও জ্বরাদি রোগ জন্মে ॥২৪।২৫

বমনের সম্যক্ যোগ হইলে কফ পিত্ত ও বায়ু বিবন্ধরহিত হইয়া ক্রমশঃ নির্গত হইয়া থাকে। আর অতিযোগ হইলে ফেন চন্দ্রক ও রক্তযুক্ত বমন হয়। জীবশোণিতের নির্গম হেতু রোগির ক্ষীণতা, দাহ, কণ্ঠশোষ, অন্ধকার দর্শন, ভ্রম ও দারুণ বায়ুরোগ জন্মে এবং মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ॥২৬।২৭

সম্যক্ যোগদ্বারা বমিত ব্যক্তিকে ক্ষণকাল শীতল বায়ু সেবনাদি দ্বারা আশ্বস্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত (স্নিগ্ধ মধ্য ও তীক্ষ্ণভেদে) ত্রিবিধ ধূমের অন্যতম এক প্রকার ধূমপান করাইবে। অনন্তর স্নেহপানবিধি সমূহ (উষ্ণোদকোপচার, ব্রহ্মচারী ইত্যাদি) পালন করিতে উপদেশ দিবে ॥ ২৮

অতঃপর বমিত রোগী পূর্ব্বাহ্নে বা সায়াহ্নে ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন পেয়াদিক্রমে ভোজন করাইবে। পেয়াদিক্রম কথিত হইতেছে—প্রধান মধ্য ও হীন শুদ্ধিতে শুদ্ধ ব্যক্তি তিন ভোজনকাল, দুই ভোজনকাল ও এক ভোজনকাল পেয়া, বিলেপী, অসংস্কৃত ও সংস্কৃত যূস এবং মাংসরস ভোজন করিবে। অর্থাৎ প্রধান শোধনে শুদ্ধব্যক্তি প্রথমদিন দুই ভোজনকালে দুইবার পেয়া পান করিবে। দ্বিতীয় দিন এক ভোজনকালে পেয়া এবং বৈকালে বিলেপী, তৃতীয় দিন দুইবারই বিলেপী, চতুর্থ দিবসে দুই ভোজনকালে অসংস্কৃত (শুণ্ঠীলবণাদি) রহিত মুদ্গাদি যূস, পঞ্চম দিবসে প্রথম ভোজনকালে সংস্কৃত যূস ও দ্বিতীয় ভোজনকালে অসংস্কৃত মাংসরস ; ষষ্ঠদিনে একবার অসংস্কৃত মাংসরস ও একবার সংস্কৃত মাংসরস ভোজন করিবে। পরে সপ্তম দিবসে স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমশঃ ভোজন করিবে। প্রধান শুদ্ধিতে শুদ্ধব্যক্তিকে যেমন তিনবার পেয়া তিনবার বিলেপী এই নিয়মে পথ্য দেওয়া যায়, সেইরূপ মধ্যশুদ্ধিতে শুদ্ধব্যক্তিকে দুইবার পেয়া দুইবার বিলেপী এই নিয়মে দুই অন্নকাল এবং হীনশুদ্ধিতে শুদ্ধব্যক্তিকে একবার পেয়া একবার বিলেপী এই নিয়মে এক অন্নকাল পথ্য প্রদান করিবে ॥ ২৯।৩০

পেয়াদিক্রমে পথ্য দেওয়ার ফল এই—যেমন বাহিরের অল্প অগ্নি, তৃণ গোময় কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা ক্রমশঃ সন্ধুক্ষ্যমাণ হইয়া মহান্ স্থির ও সর্ব্বপচ হয়, সেইরূপ বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ ব্যক্তির জঠরাগ্নি পেয়াদিক্রমে পথ্যদ্বারা ক্রমশঃ উদ্দীপ্যমান হইয়া বর্দ্ধিত স্থিত ও সর্ব্বপচ হইয়া থাকে ॥৩১

হীন বমনে চারিবার বেগ, মধ্য বমনে ছয়বার বেগ এবং প্রধান বমনে আটবার বেগ তন্ত্রজ্ঞগণের অভিপ্রেত। এইরূপ হীন বিরেচনে দশ বার, মধ্য বিরেচনে কুড়িবার এবং শ্রেষ্ঠ বিরেচনে ত্রিশবার বেগ অভিলষিত। বিরেচিত বস্তুর পরিমাণ এইরূপ—যথা হীন বিরেচন বস্তুর পরিমাণ এক প্রস্থ ; মধ্য বিরেচনের দুই প্রস্থ এবং প্রধান বিরেচনের চারি প্রস্থ। (বিরেচনের অর্দ্ধপরিমিত বমন হইবে) ॥ ৩২

পিত্তের অবসান পর্য্যন্ত বমন করিবে অর্থাৎ পিত্ত নিঃসরণ হইলে বমন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে জানিবে। বিরেচনের অর্দ্ধমাত্রায় বমন করিতে হয়। কফান্ত বিরেচন কর্ত্তব্য

অর্থাৎ যখন দেখিবে বিরেচনে কফ নির্গত হইতেছে তখন বুঝিবে বিরেচনকার্য্য সম্যক্‌কৃত হইয়াছে। মলসংযুক্ত তুইটী বা তিনটী বেগ ত্যাগ করিয়া বিরেচনের এবং পীত ঔষধ ত্যাগ করিয়া বমনের সংখ্যা গণনা করিতে হয়॥ ৩৩

অনন্তর এই বমিত ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া শ্লেষ্মকাল গত হইলে উহার কোষ্ঠ মৃত্ন মধ্য বা ক্রূর তাহা সম্যক্ অবগত হইয়া বিরেচন করাইবে। বহুপিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তির কোষ্ঠ মৃত্ হয়। মৃত্নকোষ্ঠ ব্যক্তির তুগ্ধ পানদ্বারা বিরেচন হইয়া থাকে। বাতবহুল ব্যক্তির কোষ্ঠ ক্রূর হয়। ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির শ্যামা ত্রিবৃৎ কুষ্কুষ্ঠ স্নুহীক্ষীর প্রভৃতি সেবনে অতিকষ্টে বিরেচন হইয়া থাকে। কষায় মধুরদ্রব্য ও আরগ্বধাদি দ্বারা পিত্তপ্রধান, কটুদ্রব্য দ্বারা কফপ্রধান এবং স্নিগ্ধোষ্ণ লবণ ও এরণ্ডতৈলাদি দ্বারা বায়ুপ্রধান ব্যক্তিকে বিরেচন দিবে। বিরেচন না হইলে রোগিকে উষ্ণজল পান করাইবে এবং তাহার উদরে পাণিতাপ দ্বারা স্বেদ দিবে। ইহাতেও বিরেচন অল্প হইলে তৎপর দিন ভোজনের পর বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে॥ ৩৪—৩৭

অদৃঢ়স্নেহ-কোষ্ঠ ব্যক্তি পুনর্ব্বার স্নেহস্বেদ দ্বারা সংস্কৃতশরীর হইয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিরেচন বিধি সকল স্মরণ পূর্ব্বক দশদিন পরে যৌগিক বিরেচন ঔষধ পান করিবে॥ ৩৮

বিরেচনের অযোগের ও সম্যক্ যোগের লক্ষণ। হৃদয় ও কুক্ষিদেশের অশুদ্ধি, অরুচি, শ্লেষ্ম ও পিত্তের উৎক্লেশ, কণ্ডু, বিদাহ, গাত্রে পিড়কা নির্গম, পীনস, মলবদ্ধতা, অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি, এইগুলি অযোগের লক্ষণ এবং ইহার বৈপরীত্য অর্থাৎ হৃদয় ও কুক্ষির শুদ্ধি, আহারে রুচি প্রভৃতি সম্যক্ যোগের লক্ষণ॥ ৩৯

অতি বিরেচনের লক্ষণ। অতি বিরিক্ত ব্যক্তির মল পিত্ত কফ ও বায়ু ক্রমশঃ নির্গত হওয়ার পর শ্লেষ্ম ও পিত্তরহিত, শ্বেত কৃষ্ণ বা লোহিত বর্ণ, অথবা মাংসধাবন জলতুল্য বা মেদঃখণ্ডসদৃশ জল নিঃসৃত হয়। আর গুদভ্রংশ, তৃষ্ণা, ভ্রম, চক্ষুর অন্তঃপ্রবেশ ও অতিবমন জন্য রোগসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৪০

সম্যক্ বিরিক্ত ব্যক্তিকে ধূম ব্যতীত বমনোক্ত যাবতীয় বিধি পালন করাইবে। তৎপরে বমিতব্যক্তির ন্যায় পেয়াদিক্রমে পথ্য দিয়া যথাকালে প্রকৃতি ভোজন করাইবে॥ ৪১

পীত-ভেষজ ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য, দেহ অকৃশ অথচ দোষতুর্ব্বল ও বিরেচন দ্বারা অশোধন হইলে এবং ঔষধের জীর্ণলক্ষণ প্রকাশ না পাইলে তাহাকে লঙ্ঘন করাইবে। লঙ্ঘন করাইলে ইহাদের স্নেহ স্বেদ ও ঔষধের উৎক্লেশ এবং বিবদ্ধতাদ্বারা কোন ক্লেশ হয় না॥ ৪২

বমন বিরেচনাদি সংশোধন, রক্তমোক্ষণ, স্নেহপ্রয়োগ ও লঙ্ঘনদ্বারা অগ্নি মন্দ হয়। সেই জন্য পেয়াদিক্রমে পথ্য প্রদান করিবে। তাহাতে অগ্নির দীপ্তি হইবে॥ ৪৩

যাহাদের পিত্ত ও শ্লেষ্ম অল্প নিঃসৃত হয়, যাহারা মদ্যপায়ী, অথবা যাহারা বাতপিত্তপ্রধান, তাহাদিগকে পেয়া পান করাইবে না। তাহাদের পক্ষে লাজশক্তুকৃত তর্পণাদিক্রম হিতকর॥ ৪৪

বিরেচন ঔষধের ন্যায় বমন ঔষধের পাককাল প্রতীক্ষা করা হয় না কেন—তাহা কথিত হইতেছে। বমন ঔষধ অপক্ক অবস্থায় এবং বিরেচন ঔষধ পচ্যমান অবস্থায় দোষ সমূহকে নির্হরণ করে, সেই জন্য বমন ঔষধের পরিপাক কাল প্রতীক্ষা করিতে হয় না॥ ৪৫

দুর্ব্বল ও বহুদোষান্বিত ব্যক্তির যদি দোষ পাক হেতু স্বয়ং (আপনা আপনিই) বিরেচন হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিরেচন না দিয়া ভেদনীয় দ্রব্য সাধিত ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিবে॥ ৪৬

দুর্ব্বল, পূর্ব্বে শোধিত, অল্পদোষ, কৃশ ও অপরিজ্ঞাতকোষ্ঠ ব্যক্তিকে মৃদুবীর্য্য অল্প বিরেচন ঔষধ পান করাইবে। বিরেচন ঔষধ বারংবার সেবন করা ভাল, তথাপি বহুপরিমিত তীক্ষ্ণ বিরেচন ঔষধ একবারে পান করা উচিত নহে। যেহেতু তাহা দুর্ব্বলব্যক্তির প্রাণসংশয়কারী। বারংবার প্রযুক্ত বিরেচন ঔষধ, বহুপরিমিত সচল দোষকেও অল্পে অল্পে নির্হরণ করে। ইহাতে সম্যক্ বিরেচন হয় অথচ রোগির বল নষ্ট হয় না ৪৭—৪৮

মৃদুবীর্য্য ঔষধ দ্বারা দুর্ব্বল ব্যক্তির সেই অল্প দোষের সংশমন করিবে। কারণ সেই সকল দোষ অনির্হৃত হইলে রোগিকে চিরকাল ক্লেশ দেয় বা তাহার প্রাণ নাশ করিয়া থাকে॥ ৪৯

মন্দাগ্নি ও ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে ক্ষারলবণ-সাধিত ঘৃত পান করাইয়া তাহার অগ্নিকে উদ্দীপিত ও কফবায়ুর নাশ করিবে, পরে সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ৫০

রুক্ষ, বদ্ধবাত, ক্রূরকোষ্ঠ, ব্যায়ামশীল ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের বিরেচন ঔষধ বিরেচন না করিয়াই জীর্ণ হয়। সেই জন্য তাহাদিগকে প্রথমে বস্তি প্রদান করিবে অথবা তীক্ষ্ণ ফলবর্ত্তি প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ মল নিঃসারণ করিবে, পরে এরণ্ড তৈল বিল্দুঘৃতাদি স্নিগ্ধ বিরেচন ঔষধ সেবন করাইবে। বস্তি বা ফলবর্ত্তি দ্বারা কিঞ্চিৎ মল প্রবৃত্ত হইলে স্নিগ্ধ বিরেচন দ্বারা সুখে অবশিষ্ট মল নির্গত হইয়া থাকে॥ ৫১।৫২

বিষ, অভিঘাত, পিড়কা, কুষ্ঠ, শোথ, বিসর্প, কামলা, পাণ্ডু ও মেহরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে ঈষৎ স্নিগ্ধ করিয়া বিরেচন দিবে। বিষাদি পীড়িতাদি ঈষৎ স্নিগ্ধ সমস্ত রোগিকেই স্নেহ বিরেচন এবং স্নেহভাবিত ব্যক্তিদিগকে রুক্ষ বিরেচন দ্বারা শোধিত করিবে॥ ৫৩

বমনাদি কর্ম্মের মধ্যে মধ্যে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। (প্রথমে স্নেহ স্বেদ, তৎপরে বমন, পুনঃ স্নেহ স্বেদ পরে বিরেচন, পুনর্ব্বার স্নেহ স্বেদ অনন্তর অনুবাসন, পুনশ্চ স্নেহ স্বেদ তৎপরে নিরূহবস্তি প্রযোজ্য।) কর্ম্মান্তে শরীরের বলাধানার্থ স্নেহ প্রয়োগ করিবে॥ ৫৪

বস্ত্রের মল যেমন স্নেহস্বেদ দ্বারা পতনোন্মুখ হইয়া অপনীত হয়, সেইরূপ শারীরিক মল স্নেহ স্বেদ দ্বারা উৎক্লিষ্ট হইয়া শোধন ঔষধ দ্বারা হৃত হইয়া থাকে॥ ৫৫

যেমন শুষ্ককাষ্ঠ নোয়াইতে গেলে তাহা বিদীর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ স্নেহস্বেদ অভ্যাস না করিয়া সংশোধন ক্রিয়া করিলে শরীরও নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫৬

সংশোধন ক্রিয়া সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে বুদ্ধির প্রসন্নতা, অগ্নির দীপ্তি, ইন্দ্রিয় সমূহের বল, ধাতুর স্থিরতা ও দীর্ঘকালে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়॥ ৫৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা বস্তিবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

বাতপ্রধান দোষে বা কেবল বাতে বস্তি প্রয়োগ করিবে। সকল প্রকার চিকিৎসার মধ্যে বস্তিই প্রধানতম। বস্তি তিন প্রকার; যথা—নিরূহ অন্বাসন ও উত্তর বস্তি। (যাহা [illegible] উত্তরমার্গদ্বারা প্রযুক্ত হয়, তাহাকে উত্তরবস্তি কহে।) গুল্ম, আনাহ, খুড়বাত, প্লীহা, [illegible] অতীসার, শূল, জীর্ণজ্বর, প্রতিশ্যায়, শুক্রবিবদ্ধতা, অনিলরোধ, মলবিবন্ধ, [illegible] রজোনাশ ও দারুণ বায়ুরোগ সকল নিরূহবস্তি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ এই সকলরোগে নিরূহ বস্তি প্রযোজ্য। (কষায়দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে নিরূহ বলে।)॥ ২—৪

অতিস্নিগ্ধ, অত্যন্ত কৃশ, বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ, কৃতনস্য, কৃতাহার ও অল্পবল ব্যক্তিকে; উরঃক্ষত, আমাতীসার, বমি, কাস, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, হিক্কা, উদরাধ্মান, বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর, দকোদর, কুষ্ঠ ও মধুমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে; সপ্তমাস গর্ভিণীকে এবং যাহাদের গুহ্যদেশে শোথ হইয়াছে, তাহাদিগকে আস্থাপন (নিরূহ) বস্তি দিবে না॥ ৫।৬

যাহারা আস্থাপন যোগ্য, তাহাদিগকে অনুবাসন বস্তি (স্নেহবস্তি) দিবে। বিশেষতঃ যাহারা অতিবহ্নি, রুক্ষ বা কেবল বাতপীড়িত, তাহাদিগকে অবশ্য স্নেহবস্তি দিতে হইবে। যাহারা আস্থাপন বস্তির অনুপযুক্ত, তাহারা অনুবাসন বস্তিরও অযোগ্য। আর পাণ্ডু, কামলা, মেহ, পীনস, প্লীহা, মলভেদ, গুরুকোষ্ঠতা, কফোদর, অত্যন্তস্থৌল্য, কৃমিকোষ্ঠতা, আঢ্যবাত, অপচী, শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ, অভিষ্যন্দসেবী, পীতবিষ বা গরবিষপায়ী ব্যক্তি ও নিরন্ন-কোষ্ঠ ব্যক্তি অনুবাসনার্হ নহে। অর্থাৎ ইহাদিগকে স্নেহবস্তি দিবে না॥ ৭—৯

নিরূহ ও অনুবাসনের যন্ত্রলক্ষণ। নিরূহ ও অনুবাসনের নেত্র (নল), স্বর্ণাদি ধাতু, শিশুপ্রভৃতি কাষ্ঠ, হস্তী প্রভৃতির অস্থি ও বংশদ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহা গোপুচ্ছের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কোমল, সরল, গাত্রে ছিদ্ররহিত ও গুলিকাসদৃশ মুখবিশিষ্ট হইবে। (ইহা দ্বারা স্নেহকল্কাদি দ্রব্য অপানদেশে নীত হয় বলিয়া ইহাকে নেত্র কহে।)

নেত্র-পরিমাণ। এক বৎসরের ন্যূন বয়স্কের নেত্র পরিমাণ পাঁচ অঙ্গুলি, ছই হইতে [illegible] বৎসর বয়স্কের ছয় অঙ্গুলি, সাত বৎসর বয়স্কের সাত অঙ্গুলি, দ্বাদশবর্ষ বয়স্কের আট অঙ্গুলি, ষোড়শ বর্ষ বয়স্কের নব অঙ্গুলি, এবং বিংশ বর্ষের পর হইতে বার অঙ্গুলি। এই যে নেত্রপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, ইহা একবারে বর্দ্ধিত করিতে হইবে না। বর্ষান্তরে অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী বর্ষ সকল [illegible] বিবেচনা করিয়া এবং বয়স বল ও শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ক্রমশঃ নেত্রের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে হইবে। নেত্রের দৈর্ঘ্য বিষয়ে যে অঙ্গুলি-পরিমাণ কথিত হইল, [illegible] আতুরের অঙ্গুলি-পরিমাণ বুঝিতে হইবে॥ ১০—১২

নেত্রের মূলভাগের স্থৌল্য আতুরের অঙ্গুষ্ঠসদৃশ এবং অগ্রভাগের স্থূলতা [illegible] [illegible] হইবে॥ ১৩

অন্য প্রকারে নেত্রস্থৌল্য পরিমাণ কথিত হইতেছে। পূর্ণ এক বৎসর বয়সে নেত্রমূলের স্থূলতা এক অঙ্গুল হইবে; বয়োবৃদ্ধি অনুসারে সিকি পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া ক্রমশঃ তিন অঙ্গুল পর্য্যন্ত করিবে। অর্থাৎ একবর্ষ হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত এক অঙ্গুলি ছিদ্র, সপ্তম বর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ১।০ অঙ্গুলি, দ্বাদশ বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১॥০ অঙ্গুলি, ষোড়শবর্ষে ১৷৷০ অঙ্গুলি, সপ্তদশ বর্ষে ২ অঙ্গুলি, অষ্টাদশ বর্ষে ২।০ অঙ্গুলি, ঊনবিংশ বর্ষে ২॥০ অঙ্গুলি, বিংশ বর্ষে ২৷৷০ অঙ্গুলি এবং এক বিংশ বর্ষ হইতে ৩ অঙ্গুল ছিদ্র হইবে। তিন অঙ্গুলির অধিক ছিদ্র হইবে না। ইহা উৎকর্ষ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইল। মধ্যমছিদ্রের বিষয় পূর্ব্বে (১৩ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে। একবৎসরের ন্যূন বয়স্কের নেত্রমূল-ছিদ্র অর্দ্ধাঙ্গুল করিতে হইবে। নেত্রের অগ্রভাগের ছিদ্র—মুদ্গ, মাস, মটর, স্বিন্ন মটর ও কুল পরিমিত হইবে। অর্থাৎ প্রথম হইতে ছয়বর্ষ পর্য্যন্ত মুদ্গবাহী, সপ্তমবর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মাষবাহী, দ্বাদশবর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কলায়বাহী, ষোড়শবর্ষ হইতে বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্বিন্নকলায়বাহী এবং একবিংশ বর্ষ হইতে কর্কন্ধুবাহী ছিদ্র হইবে। এক বৎসরের কম বয়স্কের পক্ষে মুদ্গবাহী ছিদ্র হইবে না। ছিদ্র অনুসারে নেত্রের স্থূলতা স্বয়ং কল্পনা করিয়া লইতে হইবে॥ ১৪

বস্তিনেত্র গুদনাড়ীর ভিতরে অধিক প্রবেশ করিতে না পারে, সেই জন্য নেত্রের প্রান্তভাগে মূলচ্ছিদ্র প্রমাণ অনুসারে ছত্রাকার একটী কর্ণিকা নিবদ্ধ করিবে এবং আঘাত নিবারণার্থ নেত্রাগ্র বস্তিদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। বস্তিপুট বান্ধিবার জন্য নেত্রের মূলদেশে আতুরাঙ্গুল প্রমাণে ২ অঙ্গুলি অন্তর দুইটী কর্ণিকা নিবিষ্ট করিবে। সেই কর্ণিকাদ্বয়ান্তরে ছাগ মেষ মহিষ হরিণ প্রভৃতির বস্তি (মূত্রাশয়), সূত্রদ্বারা উত্তমরূপে বান্ধিবে। যেন নেত্রে ঔষধ ঢালিলে তাহা অনায়াসে বস্তির মধ্যে নিপতিত হয়, বাহির হইয়া না যায়। বস্তিচর্ম্ম স্নেহ-মর্দ্দিত, হরীতক্যাদির কষায়দ্বারা রঞ্জিত, তনু এবং ছিদ্র গ্রন্থি দুর্গন্ধ ও শিরাবিহীন হইবে॥ ১৫—১৭

ছাগাদির বস্তি না পাইলে তদভাবে অঙ্ক পাদ (ছাগহরিণাদির অবয়ব বিশেষ) অথবা ঘনবস্ত্র নেত্রে যোজনা করিবে॥ ১৮

নিরূহমাত্রা। প্রথম বৎসরে নিরূহের মাত্রা ১ পল হইবে। (এই নিয়মে ছয় মাসের শিশুকে অর্দ্ধপলাদি মাত্রা দিতে হইবে।) এক বৎসরের পর প্রতিবৎসর ১ পল করিয়া মাত্রা বর্দ্ধিত করিবে। ইহাতে দ্বাদশ বৎসরে দ্বাদশ পল হইবে। ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর দুইপল করিয়া মাত্রা বাড়াইবে। অষ্টাদশ বর্ষে নিরূহ মাত্রা ২৪ পল হইবে। এই ২৪ পল মাত্রা ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ৭০ বৎসরের পর হইতে নিরূহ মাত্রা দশপ্রসৃতের (২০ পলের) অধিক হইবে না॥ ১৯।২০

অনুবাসন মাত্রা। যে যে বয়সে নিরূহের যে যে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা তাহার (নিরূহের) চতুর্থাংশ হইবে। অর্থাৎ যে বয়সের নিরূহের মাত্রা ১ পল, সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা ১ কর্ষ হইবে॥ ২১

আস্থাপনার্হ (নিরূহণ যোগ্য) ব্যক্তিকে প্রথমে স্নিগ্ধ স্বিন্ন ও বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ করিবে। পরে রোগী লব্ধবল ও অনুবাসন যোগ্য হইলে তাহাকে প্রথমেই (আস্থাপনের

পূর্ব্বেই) অনুবাসন বস্তি দিবে। হেমন্ত শিশির ও বসন্তকালে দিবসে অনুবাসন বস্তি দিবে। কোন কোন আচার্য্য বলেন—হেমন্তাদি ঋতু ভিন্ন অন্য ঋতুতে—গ্রীষ্ম প্রাবৃট্ ও শরৎ ঋতুতে—রাত্রিতে অনুবাসন দিবে, কিন্তু ধন্বন্তরি সম্প্রদায় কোন ঋতুতেই রাত্রিকালে অনুবাসন দিতে বলেন না। অনুবাসন বস্তিদানের পূর্ব্বে রোগিকে তৈলাভ্যঙ্গ, স্নান, অভ্যস্ত ভোজনের পাদহীন (চতুর্থাংশ কম) হিতকর লঘু কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধরুক্ষ দ্রবোষ্ণত্বাদিগুণযুক্ত সানুপান পান ভোজন,পদব্রজে ভ্রমণ ও মল মূত্রত্যাগ করাইয়া অনতি উচ্চ অনুচ্ছীর্ষ সুখকর শয্যায় বামপার্শ্বে শয়ন করাইবে। শয়নকালে বামপদ প্রসারিত ও তাহার উপর দক্ষিণ পদ সঙ্কুচিত করিয়া থাকিবে। ২২—২৫

অনন্তর এইরূপে শয়ন করিলে রোগির গুহ্যদেশ ও বস্তিনেত্র তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে এবং নেত্রমুখে ফুৎকার দ্বারা উচ্ছ্বাস বায়ু প্রবেশ করাইয়া নেত্রমুখ টিপিয়া গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে, তৎপরে অনতিদ্রুত নাতিবিলম্বিত অনতিবেগ বা নাতিমন্দভাবে অকম্পিত হস্তে পৃষ্ঠ-বংশাভিমুখে একবার পীড়ন করিবে, তাহাতে সমস্ত দ্রব্য গুহ্যদেশে যাইবে, কেবল অল্প স্নেহ বস্তিতে অবশিষ্ট রাখিবে, কারণ স্নেহের শেষ থাকিলে তাহাতে বায়ু থাকিবে॥ ২৬—২৮

স্নেহ অতি প্রদত্ত হইলে রোগিকে উত্তান ভাবে (চিৎ করিয়া) শয়ন করাইবে, তাহার স্ফিক্ (পাছা) দ্বয়ে হস্ত ও রোগির পাঞ্চি দ্বারা আঘাত করিবে এবং পায়ের দিক্ হইতে শয্যাকে তিনবার উত্তোলন করিবে॥ ২৯

তৎপরে উপাধানে মস্তক রাখিয়া প্রসারিত দেহ রোগির পাঞ্চিদেশে মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিবে, এবং তাহার গাত্র তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, শরীর বেদনার্ত্ত হইলে শীঘ্র স্নেহ নির্গত হইবে না। যদি স্নেহ শীঘ্র বহির্গত হইয়া যায় তাহা হইলে অপর স্নেহ প্রয়োগ করা আবশ্যক, কারণ শরীরাভ্যন্তরে থাকিতে না পারিলে উহা কার্য্যকারক হয় না অর্থাৎ স্নেহন কার্য্যে সমর্থ হয় না। রোগী দীপ্তাগ্নি ও নিবৃত্তস্নেহ হইলে তাহাকে সায়ংকালে লঘু মাত্রায় ভোজন করাইবে॥ ৩০—৩২

স্নেহের চরম নিবৃত্তিকাল তিন প্রহর। যদি তিন প্রহরের মধ্যে স্নেহ নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে অহোরাত্র উপেক্ষা করিবে। ইতোমধ্যে স্নেহাকর্ষণের জন্য চেষ্টা করিবে না। অহোরাত্রের পর অর্শশ্চিকিৎসিতোক্ত ফলবর্ত্তি অথবা বস্তিকল্পোক্ত তীক্ষ্ণবস্তি দ্বারা স্নেহাগমনার্থ যত্ন করিবে॥ ৩৩

শরীরের অতি রুক্ষতা হেতু যদি স্নেহ বিনির্গত না হয় এবং তজ্জন্য শরীরের জড়তা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দোষ উপস্থিত না করে, তাহা হইলে স্নেহনিষ্কাশনে যত্ন না করিয়া রাত্রিতে উপবাস দিবে এবং পরদিন প্রাতঃকালে ধনে ও শুঁঠের ঈষদুষ্ণ কাথ বা কেবল গরম জল পান করাইবে॥ ৩৪

সেই রোগিকে পুনর্ব্বার তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে অনুবাসন বস্তি দিবে। অথবা জঠরাগ্নির শক্তি বুঝিয়া—যতদিনে স্নেহের পরিপাক হয়, তত দিন পরে—অনুবাসন বস্তি প্রদান করিবে। প্রবল বাতবিশিষ্ট, ব্যায়ামনিত্য, দীপ্তাগ্নি ও রুক্ষ ব্যক্তিদিগকে প্রত্যহ স্নেহবস্তি দিবে॥ ৩৫

এই প্রকারে তিন চারিবার অনুবাসন বস্তি প্রদান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হইবে। তৎপরে স্রোতোবিশুদ্ধির জন্য শোধন নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে। কিন্তু শরীর স্নিগ্ধ না হইলে রুক্ষ অর্থাৎ নিরূহ বস্তি না দিয়া স্নেহন বস্তিই দিবে॥ ৩৬

অনুবাসনের পর তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে শুভ নক্ষত্রে বলি মঙ্গলাদি কার্য্য করিয়া মধ্যাহ্ন কাল কিঞ্চিৎ অতিক্রান্ত হইলে দোষ ঔষধ সাত্ম্য বলাদি বিবেচনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বহু চিকিৎসকের সহিত আলোচনা পূর্ব্বক ত্যক্তমল ও কিঞ্চিৎ বুভুক্ষিত আতুরকে বস্তি প্রদান করিবে। নিরূহ বস্তি প্রদানের পূর্ব্বে রোগিকে স্নেহ ও স্বেদ দিতে হইবে॥ ৩৭।৩৮

নিরূহ কল্পনা। নিরূহ কল্পনার্থ বস্তিকল্পোক্ত দ্রব্যের বিংশতি পল এবং মদন ফল আটটী একত্র যোড়শ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। রোগির ধাতু বায়ুপ্রধান হইলে এই ক্বাথের সহিত চতুর্থাংশ স্নেহ, পিত্তপ্রধান বা স্বস্থ হইলে ষষ্ঠাংশ স্নেহ এবং কফাধিক হইলে অষ্টমাংশ স্নেহ মিশ্রিত করিবে। নিরূহ দ্রব্যের পরিমাণ মোট ২৪ পল। অতএব বাতে ৬ পল, পিত্তে ও স্বস্থে ৪ পল এবং কফে ৩ পল স্নেহ মিশ্রিত করিতে হয়। বায়ু পিত্ত বা কফের আধিক্যে অথবা স্বস্থ অবস্থায় সর্ব্বত্র কল্কের পরিমাণ অষ্টমাংশ অর্থাৎ ৩ পল হইবে। অথবা কল্কদ্রব্য এরূপ ভাবে কল্পনা করিবে যাহাতে বস্তিদ্রব্য অতি পাত্‌লা বা অতি ঘন না হয়। ইহাতে গুড় এক পল (৮ তোলা) মিশাইতে হইবে এবং মধু ও সৈন্ধব লবণাদি (আদি শব্দে মাংসরস সুরা আসব ঘৃত দুগ্ধ ও কাঁজি প্রভৃতি গ্রহণীয়) যুক্তিপূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে (মধু ৪ পল ও সৈন্ধব লবণ ২ তোলা, কোন স্থলে যবক্ষার ২ তোলা এই যুক্তি অনুসারে মিশ্রণ কর্ত্তব্য)। তদনন্তর সমস্ত ঔষধ দ্রব্য একত্র বাষ্পস্বেদে তপ্ত, মন্থন দণ্ড দ্বারা মথিত ও আলোড়িত এবং ব্রহ্মদক্ষেত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া বস্তিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। এই ক্বাথাদি মিশ্র দ্রব্য নাত্যুষ্ণ, নাতি শীতল, নাতি স্নিগ্ধ, অনতিরুক্ষ, অনতিতীক্ষ্ণ, অনতি মৃদু, নাতি তরল, অনতি গাঢ়, অন্যূন, অনতিমাত্র, অলবণ, অনতি লবণ, অনম্ল ও নাত্যম্ল হওয়া আবশ্যক। বস্তিবিদ্ অপর পণ্ডিতগণ স্বস্থাবস্থায় নিম্নলিখিতরূপে মাত্রা স্থির করিয়া থাকেন—যথা স্নেহ ও মধু প্রত্যেক ৩পল, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, কল্কের পরিমাণ ২ পল, অবশিষ্ট দ্রব পদার্থ ১০ পল। সম্প্রতি নিরূহাবয়ব দ্রব্য সকলের সংযোজন বিধি কথিত হইতেছে। প্রথমে একটী পাত্রে মধু রাখিয়া তদুপরি লবণ দিয়া মর্দ্দন, লবণ মিশ্রিত হইলে ক্রমশঃ স্নেহ, তৎপরে কল্ক ও ক্বাথ মিশ্রিত করিবে। এইরূপ সংযোজনে দ্রব্যসকল সমরসতা প্রাপ্ত হইয়া নিরূহের সম্যক্ উপযোগী হইবে॥ ৩৯—৪৬

নিরূহ বস্তি প্রদত্ত হইবার পরই রোগী উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) বালিশে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে, এবং নিরূহবেগে দত্তাবধান হইবে। বেগ উপস্থিত হইলে উৎকটক (উবু) ভাবে উপবেশন করিয়া বেগ ত্যাগ করিবে॥ ৪৭

বস্তি বেগাগমের চরমকাল এক মুহূর্ত্ত। একমুহূর্ত্তের মধ্যে নিরূহ প্রত্যাগত না হইলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। সেই জন্য শীঘ্র অর্থাৎ মুহূর্ত্ত পরেই তাহাকে বাতাদির অনুলোমকর, স্নেহ ক্ষার গোমূত্র ও কাঞ্জিকাদির দ্বারা প্রকল্পিত, স্নিগ্ধতর, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য অন্য নিরূহ বস্তি প্রদান করিবে। বস্তিপ্রত্যাগমনার্থ ফলবর্ত্তিপ্রয়োগ, স্বেদক্রিয়া এবং ত্রাসনাদি কার্য্য সকল করিবে॥ ৪৮।৪৯

নিরূহ বস্তি স্বয়ং বিনা ক্লেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থবার বস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা যতক্ষণ সম্যক্ নিরূঢ় লক্ষণ প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ বস্তি প্রয়োগ করিতে

হইবে। কিন্তু উপরি-উক্ত ফলবর্ত্তি প্রয়োগাদি যত্নদ্বারা নিরূহ প্রত্যাবৃত্ত হইলে অন্য বস্তি প্রয়োগ করা উচিত নহে॥ ৫০

সম্যক্ নিরূহ লক্ষণ বিরিক্তবৎ জানিবে অর্থাৎ সম্যক্‌বিরেচনের হৃৎকুক্ষিশুদ্ধিপ্রভৃতি যে লক্ষণ, সম্যক্ নিরূহেরও সেই লক্ষণ অবগত হইবে। নিরূহের সম্যক্ যোগ হইলে রোগিকে ঈষদুষ্ণজলে স্নান করাইয়া জাঙ্গল মাংসের অঘন রসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। নিরূহ-বস্তি, বাতবিকারশান্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেই জন্য নিরূহ বস্তির পর মাংসরস ও অন্ন সুপথ্য॥ ৫১

নিরূহবস্তি দ্বারা দোষসমূহ প্রচলিত হওয়ায় যে সকল রোগ উপস্থিত হয়, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ও মাংসরসযুক্ত অন্নভোজনে তাহাদের শান্তি হইয়া থাকে। অতএব এই বিধি অবশ্য পালনীয়॥ ৫২

নিরূহান্তে বাতপীড়িত ব্যক্তিকে সদ্যঃ (সেই দিনেই) অনুবাসন বস্তি দিবে। স্নেহ পানের সম্যক্‌যোগ, হীনযোগ ও অতিযোগ লক্ষণের ন্যায় অনুবাসনেরও সম্যক্ যোগ, হীন যোগ ও অতিযোগ লক্ষণ অবগত হইবে॥ ৫৩

অনুবাসনের অপর সম্যক্‌যোগলক্ষণ—অনুবাসনের স্নেহ, কোষ্ঠাভ্যন্তরে অল্পক্ষণ অবস্থিত হইয়া মলের সহিত নির্গত এবং বায়ু অনুলোমগামী হইলে তাহাকে সিদ্ধ (অভিমত কার্য্যকারি) অনুবাসন কহে॥ ৫৪

শ্লেষ্মবিকারে একটী বা তিনটী, পিত্তজ রোগে পাঁচটী বা সাতটী এবং বাতজরোগে নয়টী বা এগারটী স্নেহবস্তি প্রকল্পনা করিবে। প্রয়োজন হইলে ইহার অধিকও অযুগ্ম স্নেহবস্তি কল্পনা করা যায়। স্নেহবস্তি প্রদানের পর পুনর্ব্বার আস্থাপন বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৫৫

আস্থাপন ক্রিয়ার পর শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিকে মুদ্গাদিযূষের সহিত, পিত্তপ্রধান ব্যক্তিকে দুগ্ধের সহিত এবং বাত-প্রধান ব্যক্তিকে মাংসরসের সহিত অন্ন পথ্য দিবে॥ ৫৬

বাতবিষয়ে একটী স্নিগ্ধবস্তি হিতকর। দশমূলাদির ক্বাথে তেউড়ীচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া তাহা তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ, মধুর অম্ল লবণ রসান্বিত ও উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা একটী বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৫৭

পিত্ত বিষয়ে মধুর ও শীতল দুইটী বস্তি প্রযোজ্য। ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথে পদ্মকাদিগণের কল্ক, চিনি, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও মধু মিশাইয়া তদ্দ্বারা দুইটী বস্তি দিবে॥ ৫৮

কফ বিষয়ে তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও কটুরস যুক্ত তিনটী বস্তি প্রদেয়। আরগ্বধাদিগণের ক্বাথে বৎস-কাদি গণের কল্ক, মধু ও গোমূত্র মিশাইয়া রুক্ষ অবস্থায় তদ্দ্বারা ৩টী বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৫৯

সন্নিপাতেও তিনটী বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ তিনটী বস্তি দ্বারা যথাক্রমে তিন দোষ নিরাকৃত হয়। এই হেতু অন্য চিকিৎসকগণ তিনটীর অধিক বস্তি ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা বলেন যে, তিনটী বস্তি দ্বারা বাতাদি তিনটী দোষ নির্বর্ত্তিত হয়, চতুর্থ দোষ নাই, সুতরাং কাহাকে লক্ষ্য করিয়া চতুর্থ বস্তি দেওয়া যাইবে॥ ৬০।৬১

অপর চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, দোষের উৎক্লেশন শোধন ও শমন এই তিন প্রকার বস্তিই ক্রমশঃ কল্পনা করিবে॥ ৬২

দোষ ঔষধ ও সাত্ম্যাদি বশে উক্ত সমস্ত মতই প্রামাণ্য। ফলকথা, যতক্ষণ সম্যক্ নিরূহ লক্ষণ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তি প্রদান করিবে। তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে না ইহাই গ্রন্থকারের অভিমত॥ ৬৩।৬৪

এক্ষণে কর্ম্মবস্তি কালবস্তি ও যোগবস্তিবিশেষ কথিত হইতেছে। প্রথমে একটী স্নেহবস্তি ও শেষকালে পাচটি স্নেহবস্তি এবং মধ্যে দ্বাদশটী আস্থাপন ও দ্বাদশটী অনুবাসনবস্তি, এই ত্রিশটী বস্তি কর্ম্মবস্তি নামে অভিহিত হয়। কালবস্তি পঞ্চদশ প্রকার, প্রথমে একটী স্নেহবস্তি ও শেষে তিনটী স্নেহবস্তি এবং পাঁচটী নিরূহ বস্তিদ্বারা অন্তরিত ৬টী স্নেহবস্তি সমুদায়ে পঞ্চদশ বস্তি। যোগবস্তি আটটী। তিনটী নিরূহ ও তিনটী অনুবাসন বস্তি এবং প্রথমে একটী ও শেষে একটী স্নেহবস্তি এই আটটী বস্তিকে যোগবস্তি বলে॥ ৬৫.৬৬

কেবল স্নেহবস্তি বা কেবল নিরূহ বস্তি অতিশয় ব্যবহার করিবে না। কারণ, কেবল স্নেহ বস্তি অধিক ব্যবহার করিলে উৎক্লেশ ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে এবং কেবল নিরূহবস্তি অধিক ব্যবহৃত হইলে বায়ুর প্রকোপ হয়। সেই কারণে নিরূঢ় ব্যক্তিকে অনুবাসন বস্তি এবং অনুবাসিত ব্যক্তিকে নিরূহবস্তি প্রদান করিতে হয়। এইরূপ স্নেহন ও শোধন যুক্তি দ্বারা বস্তি প্রযুক্ত হইলে তাহা বাতাদিত্রিদোষনাশক হইয়া থাকে॥ ৬৭—৬৯

মাত্রাবস্তি। দুই প্রহরে পরিপাক প্রাপ্ত হয় এরূপ স্নেহপানের হ্রস্বমাত্রার সমান স্নেহবিশিষ্ট বস্তিকে মাত্রাবস্তি কহে। এই মাত্রাবস্তি, বালক বৃদ্ধ পথশ্রান্ত ভারবাহী স্ত্রীপ্রসক্ত ব্যায়ামশীল চিন্তাপরায়ণ বাতভগ্নবল অল্পাগ্নি নৃপ ধনী ও সুখী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা শীলনীয়। কারণ মাত্রা-বস্তি দোষরয় অনির্যন্ত্রণ বলজনক মলভেদক ও সুখকারী॥ ৭০।৭১

উত্তরবস্তি। স্ত্রীলোক বা পুরুষের বস্তিস্থানে রোগ হইলে তাহাদিগকে দুইটী বা তিনটী আস্থা-পন বস্তিদ্বারা শুদ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের যোনি ও গর্ভাশয়ে এবং পুরুষদিগের লিঙ্গে উত্তরবস্তি প্রদান করিবে॥ ৭২

উত্তরবস্তির নেত্র (নল) আতুরের অঙ্গুলির দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমিত দীর্ঘ হইবে। (স্ত্রীলোক-দিগের বস্তিনেত্র দশ অঙ্গুল)। ইহা গোলাকার, গোপুচ্ছসদৃশ, মসৃণ, দৃঢ়, স্বর্ণাদি ধাতু নির্ম্মিত এবং কুন্দ করবীর ও জাতী পুষ্পের বৃন্তোপম হইবে। ইহার মূলভাগে ও মধ্যে কর্ণিকা সন্নিবিষ্ট থাকিবে এবং অগ্রভাগের ছিদ্র শ্বেতসর্ষপ প্রবেশ যোগ্য হইবে॥ ৭৩.৭৪

এই নেত্রে মৃদু ও লঘু বস্তি যোজনা করিবে। উত্তরবস্তির স্নেহের পরিমাণ ৪ তোলা, অথবা বয়স বল সত্ত্ব ও দেহ সাত্ম্যাদি বিবেচনা করিয়া স্নেহের মাত্রা কল্পনা করিবে॥ ৭৫

অতঃপর নিরূহ বস্তিবিধানে মঙ্গলাচরণ করিয়া রোগিকে স্নান এবং স্নেহ বস্তিবিধানে ভোজন করাইবে। পরে জানুসম উচ্চ কোমল আসনে সরলভাবে উপবেশন করাইয়া, স্রোতঃ-শুদ্ধির জন্য অগ্রে তাহার স্তব্ধ ও ঋজুভাবে অবস্থিত লিঙ্গে সূক্ষ্ম শলাকা ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইবে। শলাকাদ্বারা লিঙ্গ শুদ্ধ হইলে সেবনী লক্ষ্য করিয়া লিঙ্গান্ত পর্য্যন্ত গুহ্যদেশের ন্যায় নিষ্কম্পভাবে নেত্র প্রয়োগ করিবে। তৎপরে বস্তিপুটপীড়নদ্বারা স্নেহ প্রবিষ্ট হইলে হস্ত ও পার্ষ্ণি দ্বারা স্ফিক্ প্রদেশে আঘাতাদি স্নেহবস্তির নিয়ম সকল পালন করিবে॥ ৭৬—৭৮

এই নিয়মে তিনবার বা চারিবার উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহার বিধি নিষেধ সম্যক্ প্রয়োগ ও ব্যাপদাদি সমস্তই অনুবাসন বস্তির ন্যায় জানিবে ॥ ৭৯

স্ত্রীলোকদিগের উত্তরবস্তি বিধি কথিত হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে ঋতুকালে উত্তরবস্তি প্রদান করিবে। কারণ, সে সময়ে যোনিমুখ বিবৃত থাকায় অনায়াসে উত্তরবস্তির স্নেহ গ্রহণ করিতে পারে। অন্য সময়ে যোনি সংবৃত থাকায় স্নেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, সেই জন্য ঋতুকালই উত্তরবস্তি প্রদানের প্রশস্ত সময়। তবে কোন আত্যয়িক ব্যাধি—যথা যোনিভ্রংশ, যোনিশূল, যোনিব্যাপৎ, অসৃগ্‌দরাদি পীড়া—উপস্থিত হইলে ঋতুকালের অপেক্ষা না করিয়া অন্যকালেও উত্তরবস্তি প্রদান করিবে ॥ ৮০

স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার্য্য বস্তিনেত্রের দৈর্ঘ্য দশাঙ্গুল। নেত্রের অগ্রভাগের ছিদ্র মুদ্গপ্রবেশ যোগ্য। অপর অংশ পূর্ব্বোক্ত বস্তির ন্যায় করিতে হইবে। ইহা অপত্যমার্গে চারি অঙ্গুলি পরিমাণে এবং মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে মূত্রপথে দুই অঙ্গুলি পরিমাণে প্রবেশ করাইবে। বালিকাদিগের এক অঙ্গুলি পরিমাণে প্রবেশিত করিবে ॥ ৮১

স্ত্রীলোকদের উত্তরবস্তিতে স্নেহের মধ্যম মাত্রা ৮ তোলা এবং বালিকাদিগের মধ্যম মাত্রা ৪ তোলা ॥ ৮২

উত্তরবস্তি গ্রহণকালে রোগিণী পাদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া ও ঊর্দ্ধজানু হইয়া উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিবে। স্নেহের মাত্রা এক তোলা দুই তোলা ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া দিবারাত্রির মধ্যে ৩।৪ বার বস্তিপ্রয়োগ করিবে। এইরূপ ৩ দিন বস্তি দিতে হইবে। তৎপরে তিন দিন বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত ক্রমে তিন দিন উত্তরবস্তি প্রদান করিবে ॥ ৮৩।৮৪

উত্তম শুদ্ধিদ্বারা বমনের একপক্ষ পরে বিরেচন, বিরেচনের একপক্ষ পরে নিরূহ বস্তি, নিরূহ বস্তির দিনেই অনুবাসন বস্তি, এবং বিরেচনের সপ্তাহ পরে অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিতে হয় ॥ ৮৫

স্নেহস্বেদ দ্বারা দোষ ও ধাতুসমূহের সংমিশ্রণ হেতু বস্তি, কি প্রকারে কেবল দোষ সমূহেরই নির্হরণ করে, ধাতুসমূহের নির্হরণ করে না, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। যেমন বস্ত্র, কুসুম্ভকুঙ্কুমাদিযুক্ত জল হইতে কেবল বর্ণ মাত্র গ্রহণ করে, কুসুম্ভাদিগ্রহণ করে না, সেইরূপ বস্তিও স্নেহস্বেদ দ্বারা দ্রবীকৃত শরীরে এক লোলীভূত দোষধাতু হইতে কেবল দোষকেই নির্হরণ করিয়া থাকে ॥ ৮৬

শাখা (হস্তপদ), কোষ্ঠ, মর্ম্মস্থান, ঊর্দ্ধজত্রু, সর্ব্বাঙ্গ ও অবয়ব ইহাদের কোন স্থানে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহাদের জন্ম বিষয়ে বায়ু ভিন্ন অন্য কোন শ্রেষ্ঠ হেতু নাই। কারণ বায়ুই উক্ত রোগ সমূহের উৎপত্তি বিষয়ে প্রধান কারণ। (ঊর্দ্ধাঙ্গজ রোগ—মুখরোগাদি, সর্ব্বাঙ্গজ—জ্বরাদি, অবয়বজ—শ্বিত্রাদি) ॥ ৮৭

বায়ুই প্রধান কারণ কেন, তাহা কথিত হইতেছে। বায়ুই সঞ্চিত পুরীষ শ্লেষ্মা ও পিত্তাদি দোষ সমূহের বিক্ষেপকারক ও সংহারক। পিত্ত বা শ্লেষ্মদ্বারা বায়ু কখন বিক্ষিপ্ত বা সংহৃত হয় না। অতএব বায়ুই রোগোৎপত্তি বিষয়ে প্রধান। সেই প্রবৃদ্ধ বায়ুর শমনার্থ বস্তি ভিন্ন অন্য ঔষধ নাই ॥ ৮৮

দোষপ্রধান বায়ুর শমনার্থ বস্তিই প্রধান বলিয়া পণ্ডিতগণ বস্তিকেই চিকিৎসার অর্দ্ধেক বলিয়া থাকেন। কোন কোন চিকিৎসক বস্তিকে সম্পূর্ণ চিকিৎসাই বলিয়া থাকেন। সেইরূপ নিজ ও আগন্তুজরোগ সমূহের উৎপাদক রক্তের ঔষধ বলিয়া শিরাব্যধকেও চিকিৎসার্দ্ধ বা সম্পূর্ণ চিকিৎসা বলা যায়॥ ৮৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা নস্যবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥১

পঞ্চকর্ম্মকথন-প্রস্তাবে বমন, বিরেচন, অনুবাসন ও নিরূহ বর্ণন করিয়া এক্ষণে নস্য বিধিঃ কথিত হইতেছে। ঊর্দ্ধজত্রুগত বিকারে (শিরোরোগ প্রভৃতিতে) নস্য বিশেষ হিতকর। নাসিকা মস্তকের দ্বারস্বরূপ, সেই দ্বার দিয়া নস্য মস্তকে ব্যাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ সমূহকে নাশ করে। নস্য তিন প্রকার; যথা বিরেচন, বৃংহণ ও শমন নস্য॥ ২

বিরেচন নস্য নিম্নলিখিত রোগে প্রযোজ্য। শিরঃশূল, শিরোজাড্য, অভিষ্যন্দ, গলরোগ, শোথ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ক্রিমি, গ্রন্থি, কুষ্ঠ, অপস্মার ও পীনস রোগে বিরেচন নস্য হিতকর॥ ৩

বৃংহণ নস্য। বাতজ শূল, সূর্য্যাবর্ত্ত, স্বরভঙ্গ, নাসাশোষ, মুখশোষ, বাগ্‌রোধ, কৃচ্ছ্রবোধ (কষ্টে নেত্রের উন্মীলন) ও অববাহুক রোগে বৃংহণ নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ৪

শমন নস্য। নীলিকা, ব্যঙ্গ, কেশশাত ও অক্ষিরাজি রোগে শমন নস্য প্রযোজ্য॥ ৫

যথাযোগ্য সর্ষপতৈলাদি যে যে স্নেহ, মরিচ শুণ্ঠী প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত ও কফঘ্ন কল্ক-কাথ-স্বরসাদি দ্বারা যুক্ত, তাহাদের দ্বারা এবং মধু লবণ ও আসব দ্বারা বিরেচন নস্য প্রস্তুত করা হয়॥ ৬

মরুদেশজ পশুপক্ষির মাংসরস বা রক্ত দ্বারা, খপুর নামক নির্য্যাস বিশেষ দ্বারা ও পূর্ব্বোক্ত অতীক্ষ্ণ স্নেহ দ্বারা বৃংহণ নস্য এবং পূর্ব্বকথিত ঘৃতাদি অতীক্ষ্ণ স্নেহ, মাংসরসাদি, দুগ্ধ বা জল দ্বারা শমন নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ৭

এই সকল নস্যভেদের মধ্যে স্নেহ-নস্য মাত্রাভেদে মর্শ ও প্রতিমর্শ নামে দ্বিবিধ উক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোন বস্তু ভেদ থাকে না। কেবল স্নেহের মাত্রানুসারে মর্শ বা প্রতিমর্শ নাম হয়। তীক্ষ্ণ (শুঠ্যাদি) দ্রব্যের কল্ক কাথ স্বরসাদি দ্বারা অবপীড় নস্য হয়। ইহার নাম শিরোবিরেচন॥ ৮

মরিচাদির চূর্ণ দ্বারা বিরেচন নস্য হয়। ইহার অপর নাম ধ্মান বা প্রধ্মান। এই নস্য প্রয়োগ করিবার নিয়ম—ষড়ঙ্গুল দীর্ঘ ও দ্বিমুখ বিশিষ্ট একটী নলের মধ্যে ঔষধ চূর্ণ পূরিয়া, নলের একমুখ নাসাছিদ্রে লাগাইয়া অন্য মুখে ফুৎকার দ্বারা ঔষধচূর্ণ নাসাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিবে ইহা। চূর্ণ বলিয়া বহুতর দোষকে নির্হরণ করিতে সমর্থ হয়॥ ৯

মর্শস্নেহের পরিমাণ। তর্জ্জনী অঙ্গুলির দুইটী পর্ব্ব তৈল মধ্যে ডুবাইয়া তুলিলে তাহা হইতে যতটুকু স্নেহ একবারে পতিত হয়, তাহাকে বিন্দু কহে। সেইরূপ দশবিন্দু আটবিন্দু বা ছয় বিন্দু, মর্শের উত্তম, মধ্যম ও অধম মাত্রা। মর্শের মাত্রা অপেক্ষা কল্কাদির মাত্রা যথাক্রমে দুইবিন্দু করিয়া ন্যূন হইবে অর্থাৎ কল্কস্বরসাদির উত্তম মাত্রা ৮বিন্দু, মধ্যম মাত্রা ৬বিন্দু ও অধম মাত্রা ৪ বিন্দু। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নস্য প্রয়োগ করিবে না। যাহারা জল, মদ্য, গরবিষ বা স্নেহ পান করিয়াছে অথবা পান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে—তাহাদিগকে, যাহারা ভুক্তভক্ত, শিরঃস্নাত বা স্নান করিতে ইচ্ছুক, স্রুতরক্ত, মলমূত্রাদিবেগ পীড়িত, নূতন প্রতিশ্যায় সূতিকারোগ শ্বাস ও কাস রোগে আক্রান্ত, বমনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ, দত্তবস্তি—তাহাদিগকে ও ঋতুবিপর্য্যয়াদি দুর্দ্দিনে নস্য দিবে না। তবে যদি আত্যয়িক রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অবশ্য নস্য প্রয়োগ করিতে হইবে। (পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণকে নস্য দিলে যে দোষ হয়, তাহা কথিত হইতেছে—তোয়াদি পীত ব্যক্তিদিগকে বা তোয়াদি পান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নস্য দিলে নাসারোগ, মুখরোগ, তিমির ও শিরোরোগ জন্মে। ভুক্তভক্ত (যাহারা ভোজন করিয়াছে) ব্যক্তিকে নস্য দিলে দোষ সমূহ উর্দ্ধস্রোতঃসমূহকে আবৃত করিয়া বমি শ্বাস কাস ও প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে। শিরঃস্নাত ব্যক্তির নস্য দ্বারা শিরোরোগ, নেত্ররোগ, কর্ণশূল, কণ্ঠরোগ, পীনস, হনুগ্রহ, মন্যাস্তম্ভ, অর্দ্দিত ও শিরঃকম্প রোগ জন্মে। স্নান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নস্য গ্রহণে মস্তকে দোষ সকল স্তিমিত হইয়া শিরোজাড্য, অরুচি ও পীনস রোগ জন্মাইয়া থাকে। ক্ষতরক্ত ব্যক্তির নস্য গ্রহণে দুর্ব্বলতা অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য হয়। নূতন প্রতিশ্যায়ে নস্য প্রদানে স্রোতোরোধ হেতু দুষ্ট প্রতিশ্যায়, কৃমি, কণ্ডু ও বিচর্চ্চিকা রোগ উৎপন্ন হয়। মলমূত্রাদি-বেগ-পীড়িত ব্যক্তির নস্য দ্বারা বেগধারণজ রোগ সমূহ বহুলরূপে প্রকাশ পায়। সূতিকা-রোগিণীর দুর্ব্বলতা প্রভৃতি ক্ষতরক্তের লক্ষণ জন্মে। শ্বাস ও কাসরোগে ব্যাধি বৃদ্ধি হয়। বমন বিরেচন শুদ্ধ ব্যক্তির শ্বাস, কাস, স্বরভেদ, শিরোগুরুত্ব, ক্রিমি, কণ্ডু প্রভৃতি ও দত্তবস্তি ব্যক্তির বিবৃতস্রোত হেতু শ্বাস কাসাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঋতুবিপর্য্যয়াদি দুর্দ্দিনে নস্য গ্রহণ করিলে সহসা শৈত্যহেতু শিরোরোগ, কম্প, স্তৈমিত্য, মন্যাস্তম্ভ, কণ্ঠরোগ ও প্রতিশ্যায়াদি নানারোগ জন্মে। এইরূপ নস্য দোষ জন্মিলে যথাযোগ্য স্থান ও দোষোদ্রেক দেখিয়া স্নেহস্বেদ, শিরোবিরেচন, মুখলেপ, সেক, তীক্ষ্ণ অবপীড়, ধূমপান ও গণ্ডূষধারণাদি চিকিৎসা করিবে)॥ ১০—১২

সম্প্রতি যে দোষে যে সময়ে নস্য দিতে হইবে তাহা বলা যাইতেছে। শ্লেষ্মরোগে প্রাতঃকালে, পিত্তরোগে মধ্যাহ্নে এবং বায়ুজন্য রোগে সায়ংকালে ও রাত্রিতে নস্য দিবে॥ ১৩

স্বস্থব্যক্তিকে শরৎ ও বসন্তকালে পূর্ব্বাহ্লে, শীতকালে মধ্যদিবসে, গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময় এবং বর্ষাকালে রৌদ্রের সময় নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ১৪

মস্তক বাতাভিভূত হইলে এবং হিক্কা, অপতানক, মন্যাস্তম্ভ ও স্বরভেদ রোগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নস্য দিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যরোগে একদিন অন্তর এক সপ্তাহকাল নস্য প্রয়োগ করিবে। সপ্তাহের পর আর নস্য প্রদান করিবে না॥ ১৫

নস্য প্রয়োগবিধি। প্রথমে রোগির মস্তক স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। অনন্তর মলমূত্রত্যাগ ও দন্তধাবনাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাধা করিয়া রোগী

নিবাত স্থানে শয়ন করিলে পুনরায় তাহার জত্রুর ঊর্দ্ধদেশে স্বেদ দিবে। তৎপরে রোগী উত্তান (চিৎভাবে) ও ঋজুদেহ হইয়া হস্তপদ প্রসারিত কিন্তু পাদদ্বয় কিছু উন্নত এবং মস্তক কিঞ্চিৎ নমিত করিয়া থাকিবে। তখন তাহার এক নাসাপুট বন্ধ করিয়া অন্য নাসাপুটে নল বা তুলার পলিতা দ্বারা উষ্ণজল তপ্ত ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে নিষেক করিবে, একসঙ্গে উভয় নাসাপুটে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না॥ ১৬—১৮

নস্য প্রয়োগের পর রোগির পাদতল, স্কন্ধ, হস্ত ও কর্ণাদি মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দনের পর সেই অবস্থায় উভয় পার্শ্বে শনৈঃ শনৈঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে। একপার্শ্বে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে সকল শিরা ঔষধ দ্বারা সম্যগ্‌রূপে ব্যাপ্ত হয় না॥ ১৯।২০

এই ক্রমে নস্য লওয়ার পর ঔষধ ক্ষয় হইলে প্রয়োজনানুসারে আরও দুইবার বা তিনবার নস্য লইবে॥ ২১

নস্য প্রদত্ত হইলে ঔষধ-বেগবশে যদি মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মস্তক ভিন্ন সমস্ত শরীরে শীতল জল সেচন করিবে।

বিরেচন নস্যের পর দেশ দোষ সাত্ম্যাদি বিবেচনা করিয়া স্নেহ প্রয়োগ করিবে॥ ২২

নস্যান্তে শতমাত্রা পরিমিত কাল উত্তানভাবে নিদ্রা যাইবে। তৎপরে উঠিয়া কণ্ঠশুদ্ধির জন্য ধূমপান করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের কবল ধারণ করিবে॥ ২৩

মস্তক সম্যক্‌ স্নিগ্ধ হইলে সুখোচ্ছ্বাস, সুখে নিদ্রা ও জাগরণ এবং নেত্রের পটুতা হয়। মস্তক রুক্ষ হইলে চক্ষুর স্তব্ধতা, নাসিকা ও মুখের শোষ এবং মস্তক শূন্য হয়। মস্তক অতি স্নিগ্ধ হইলে কণ্ডু, দেহের গুরুতা, প্রসেক, অরুচি ও পীনস হইয়া থাকে। সুবিরিক্ত হইলে চক্ষুর লঘুতা, স্বর ও মুখের বিশুদ্ধি, দুর্ব্বিরিক্ত হইলে রোগের আধিক্য এবং অতিবিরিক্ত হইলে কৃশতা হয়॥ ২৪—২৬

অকাল বর্ষণ হইলেও ক্ষত ক্ষীণ বালক বৃদ্ধ ও সুখী ব্যক্তিদিগকে প্রতিমর্শ নস্য প্রদান করিবে। কিন্তু যাহারা দুষ্টপীনসরোগাক্রান্ত, মদ্যপীত, দুর্ব্বলশ্রোত্র, কৃমিদূষিতমস্তক ও কুপিত প্রবল দোষাক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে প্রতিমর্শ নস্য প্রশস্ত নহে। কারণ মাত্রাল্পত্বহেতু প্রতিমর্শ—দোষের উৎক্লেশই করে, শান্তি করিতে পারে না॥ ২৭।২৮

প্রতিমর্শ নস্যের প্রয়োগকাল পঞ্চদশ; যথা—রাত্রি, দিবা, ভোজন, বমন, দিবানিদ্রা, পথ-পর্য্যটন, পরিশ্রম, মৈথুন, শিরোঽভ্যঙ্গ, গণ্ডূষ, প্রস্রাব, অঞ্জন, মলত্যাগ, দন্তধাবন ও হাস্য ইহাদের অন্তে দ্বিবিন্দু পরিমাণে প্রতিমর্শ নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ২৯

উক্ত পঞ্চদশ কালের মধ্যে প্রথম পাঁচটী কালের অন্তে প্রতিমর্শ নস্য দিলে স্রোতঃ-শুদ্ধি; পরোক্ত ত্রিবিধকালান্তে প্রতিমর্শ প্রদানে শ্রমনাশ, মনঃপ্রসাদ ও শিরোলাঘব; শিরোঽ-ভ্যঞ্জনাদি পঞ্চকালান্তে প্রতিমর্শ নস্যদানে দৃষ্টিশক্তির বল এবং দন্তধাবন ও হাস্যান্তে প্রদত্ত হইলে যথাক্রমে দন্তের দৃঢ়তা ও বায়ুর শান্তি হয়॥ ৩০

সপ্তম বর্ষের কম বয়সে এবং আশীবৎসরের অধিক বয়সে নস্য দিবে না। আঠার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ধূমপান, পাঁচবৎসর বয়সের পূর্ব্বে কবলধারণ, দশবৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং সত্তর বৎসর বয়সের পর বমন বিরেচনাদি শুদ্ধি ক্রিয়া করিবে না॥ ৩১

প্রতিমর্শ নস্য বস্তির ন্যায় আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত প্রশস্ত। নিত্য সেবন করিলে ইহা মর্শের ন্যায় গুণপ্রদ হয়। ইহাতে (উষ্ণোদকোপচার প্রভৃতি) কোন যন্ত্রণা নাই এবং মর্শের ন্যায় কোন রোগেরও (অক্ষিস্তব্ধতা শোষাদি) ভয় নাই॥ ৩২

মস্তক শ্লেষ্মার স্থান বলিয়া স্বস্থব্যক্তির শ্লেষ্মঘ্ন তৈলের নস্যই নিত্য ব্যবহার করা উচিত। অপর স্নেহসমূহ শ্লেষ্মবর্দ্ধক, সুতরাং তাহা নিত্য ব্যবহার্য্য নহে॥ ৩৩

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রতিমর্শ নস্য নিত্য সেবন করিলে মর্শের ন্যায় গুণকারী হয় অপিচ ইহাতে মর্শের ন্যায় নিয়মাদি পালন করিতে হয় না এবং কোন রোগেরও ভয় থাকে না। যদি উপকারিতা বিষয়ে তুল্যতা এবং পরিহারাদি না থাকে এইরূপ হয়, তাহা হইলে লোকে প্রতি-মর্শ ত্যাগ করিয়া কেন মর্শ ব্যবহার করিবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে— মর্শ আশুকারী (শীঘ্র দোষনির্হারক) এবং প্রতিমর্শ চিরকারী (বিলম্বে কার্য্যকারী); অতএব আশু কার্য্যকারিত্ব হেতু মর্শের গুণোৎকর্ষ এবং বিলম্বে কার্য্যকারিত্বহেতু প্রতিমর্শের গুণাপকর্ষতা উভয়ের এই মাত্র ভেদ। অতএব যে ব্যক্তি শীঘ্র সুখোচ্ছ্বাসাদি উপকার পাইতে ইচ্ছুক, তাহার মর্শ নস্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্নেহ বিষয়ে অচ্ছ-পান ও বিচারণা, রসায়নাধ্যায়ে কুটীপ্রবেশ ও বাতাতপিক বিধি এবং অনুবাসন ও মাত্রাবস্তিও চিরকারিত্ব শীঘ্রকারিত্বাদি গুণেই ভিন্ন হইয়া থাকে॥ ৩৪।৩৫

অণুতৈল।

জীবন্তী, বালা, দেবদারু, মুতা, দারুচিনি, বেণার মূল, অনন্তমূল, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রার ত্বক্, যষ্টিমধু, কৈবর্ত্তমুতা, অগুরু, ত্রিফলা, পৌণ্ডরীক, বিল্ব, উৎপল, কণ্টকারী, বৃহতী, সল্লকীনির্য্যাস, শালপানি, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, রেণুক, নাগকেশর ও পদ্মরেণু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শত গুণ বৃষ্টির জলে পাক করিবে এবং তৈলের দশগুণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ দ্বারা দশবার তৈল পাক করিবে। শেষ পাকে তৈলের সমান ছাগদুগ্ধ দিয়া পাক করিবে। এই তৈলকে অণুতৈল কহে। ইহা নস্য প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ। অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় স্রোতে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাকে অণুতৈল কহে॥ ৩৬।৩৭

যাহারা নিত্য নস্য ব্যবহার করে তাহাদের ত্বক্ স্কন্ধ গ্রীবা মুখ ও বক্ষঃস্থল ঘন (সংহতাবয়ব) উন্নত ও রমণীয়, ইন্দ্রিয় সকল দৃঢ় এবং কেশাদি পলিত বর্জ্জিত হয়॥ ৩৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা ধূমপানবিধি ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, ঊর্দ্ধজত্রুগত কফবাতজনিত রোগ সমূহের অনুৎপত্তির জন্য এবং সঞ্জাত উক্ত রোগসকলের প্রতিকারার্থ সর্ব্বদা ধূমপান করিবে॥ ২

স্নিগ্ধ মধ্য ও তীক্ষ্ণভেদে এই ধূম ত্রিবিধ। ইহা যথাক্রমে বাতজ বাতকফজ ও কফজরোগে প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ বাতে স্নিগ্ধ, বাতকফে মধ্য এবং কফে তীক্ষ্ণ ধূম প্রয়োগ করিবে। কিন্তু রক্তপিত্ত, উদর, মেহ, তিমির নামক নেত্ররোগ, ঊর্দ্ধগ বায়ুরোগ, উদরাধ্মান, পাণ্ডু ও রোহিণী নামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে, বিরিক্ত ও দত্তবস্তি ব্যক্তিদিগকে, মৎস্য মদ্য দধি দুগ্ধ মধু স্নেহ ও বিষভোজী ব্যক্তিদিগকে এবং মস্তকাভিঘাতে ও রাত্রিজাগরণে ধূম প্রয়োগ করিবে না॥ ৩।৪

অকালে (নিষিদ্ধ কালে), অথবা অতি মাত্রায় ধূমপান করিলে রক্তপিত্ত, আন্ধ্য, বাধির্য্য, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা (সংজ্ঞানাশ), মদ ও মোহ (চিত্তবিভ্রম) হয়। অযথা ধূমপান জনিত রক্তপিত্তাদি রোগে ঘৃত পান নস্য আলেপন ও পরিষেকাদি শীতল ক্রিয়া হিতজনক॥ ৫

ধূমপানের ত্রিবিধ কাল। ক্ষুত (হাঁচি), জৃম্ভা, মল ও মূত্রত্যাগ, স্ত্রীসেবা, শস্ত্রকর্ম্ম, হাস্য ও দন্তধাবন এই অষ্টবিধ কার্য্যের পর মৃদু স্নেহনাখ্য ধূমপান করিবে। এই অষ্টবিধ কার্য্যের সময় এবং রাত্রিভোজন ও নস্য (মধ্যম) গ্রহণের পর মধ্যম ধূমপান করিবে। নিদ্রা, নস্য (তীক্ষ্ণ) গ্রহণ, অঞ্জন ধারণ, স্নান ও বমনান্তে বিরেচন ধূমপান করিতে হইবে॥ ৬।৭

সম্প্রতি নেত্রস্বরূপ কথিত হইতেছে। বস্তিনেত্র নির্ম্মাণ করিতে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, ধাতু কাষ্ঠ অস্থি বেণু প্রভৃতি সেই সকল দ্রব্যদ্বারা ধূমনেত্র প্রস্তুত করিবে। ইহা ত্রিপর্ব্ববিশিষ্ট ও ঋজু হইবে। ধূমনেত্রের মূলভাগের ছিদ্র অঙ্গুষ্ঠপ্রবেশযোগ্য এবং অগ্রভাগের ছিদ্র কোলাস্থিপ্রবেশযোগ্য হইবে॥ ৮

ত্রিবিধ ধূমনেত্রের দৈর্ঘ্য। ধূমপায়ীর অঙ্গুলের ২৪ অঙ্গুল তীক্ষ্ণধূমের নেত্র, ৩২ অঙ্গুল স্নেহন ধূমের নেত্র এবং ৪০ অঙ্গুল মধ্য ধূমের নেত্র দীর্ঘ হইবে॥ ৯

ধূমপান বিধি। সরলভাবে উপবেশন পূর্ব্বক, ধূমপানে একাগ্রচিত্ত ও বিবৃতাস্য হইয়া নাসিকার একটী ছিদ্র টিপিয়া অপর ছিদ্রদ্বারা ধূমপান করিবে এবং পীতধূম মুখদ্বারা ত্যাগ করিবে। পুনর্ব্বার অন্য ছিদ্র টিপিয়া অপর ছিদ্রদ্বারা ধূমপান পূর্ব্বক মুখদ্বারা ত্যাগ করিবে। এইরূপ তিনবার ধূমপান করিতে হইবে॥ ১০

নাসাগত বা শিরোগত দোষ উৎক্লিষ্ট (স্বস্থানচলিত, বহির্গমনোন্মুখ) হইলে প্রথমে নাসিকা দ্বারা ধূমপান করিবে। উৎক্লিষ্ট না হইলে দোষের উৎক্লেশনার্থ অগ্রে মুখদ্বারা পশ্চাৎ নাসিকাদ্বারা ধূমপান করিবে। আর কণ্ঠগত দোষের উৎক্লেশনার্থ ইহার বিপরীত

ক্রম করিবে অর্থাৎ প্রথমে নাসিকাদ্বারা পশ্চাৎ মুখদ্বারা ধূমপান করিতে হইবে। মুখ বা নাসিকাদ্বারা পীত ধূম মুখ দিয়াই ত্যাগ করিবে। কারণ নাসিকাদ্বারা ধূম ত্যাগ করিলে দৃষ্টিনাশ তিমিরাদিরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধূমপান কালে এক একবারে তিনবার করিয়া ধূম গ্রহণ ও ত্যাগ করিবে; এইরূপ তিনবার ধূমপান করিতে হইবে॥ ১১--১৩

দিবসের মধ্যে স্নিগ্ধধূম একবার, মধ্য ধূম দুইবার এবং শোধন অর্থাৎ তীক্ষ্ণধূম তিন বা চারি বার পান করিবে। এই ত্রিবিধ ধূমের মধ্যে স্নিগ্ধ (প্রায়োগিক) ধূমে নিম্নলিখিত দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। যথা—অগুরু, গুগ্গুলু, মুতা, স্থৌণেয় (গেঁটেলা,) শৈলেয়, জটমাংসী, বেণামূল, বালা, কলমি দারুচিনি, রেণুক, যষ্টিমধু, বিল্বমজ্জা, এলবালুক, সরলনির্য্যাস, ধূনা, গন্ধ তৃণ, ময়না ফল, কৈবর্ত্তমুতা, শল্লকী, কুঙ্কুম, মাষকলাই, যব, কুন্দুরুক (গন্ধদ্রব্য বিশেষ), তিল, আখরোট ও নারিকেলাদি ফলের স্নেহ, খদির ও অসনাদির সারের স্নেহ, এবং মেদ মজ্জা বসা ও ঘৃত॥ ১৪—১৬

মধ্য (শমন) ধূমের দ্রব্য। যথা—শল্লকী, লাক্ষা, পৃথ্বিকা (ছোট এলাচ), পদ্ম, উৎপল এবং বট যজ্ঞডুমুর অশ্বত্থ পাকুড় ও লোধ ইহাদের ত্বক্, চিনি, যষ্টিমধু, হরিচন্দন ত্বক্, পদ্মকাষ্ঠ ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য এবং কুড় ও তগর বর্জ্জিত গন্ধ দ্রব্য সমূহ গ্রহণীয়। তীক্ষ্ণ (বিরেচন) ধূমে নিম্নলিখিত দ্রব্য গ্রহণীয়। যথা—লতা ফট্কী, হরিদ্রা, দশমূল, মনঃশিলা, হরিতাল, লাক্ষা, কাষ্ঠপাটলা, ত্রিফলা, এবং কুষ্ঠ তগরাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য সকল, শল্লকী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সকল ও বিড়ঙ্গাপামার্গাদি সংগ্রহোক্ত শিরোবিরেচন গণ॥ ১৭-১৯

ধূমবর্ত্তি প্রস্তুত বিধি। দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত একগাছি ইষীকা (কুশ বা কাশমূল অথবা শরকাণ্ড) দিবারাত্র জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ধূম বিধানোক্ত দ্রব্য সকল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পাঁচবার উক্ত ইষীকা প্রলিপ্ত করিবে। এরূপ ভাবে প্রলেপ দিতে হইবে যেন বর্ত্তি অঙ্গুষ্ঠবৎ স্থূল এবং যব মধ্য অর্থাৎ উহার মধ্যভাগ স্থূল ও দুই প্রান্ত সূক্ষ্ম হয়। এই বর্ত্তি ছায়াতে শুষ্ক করিয়া অভ্যন্তরস্থিত কুশ বা কাশমূল বাহির করিয়া ফেলিবে। তৎপরে স্নেহাভ্যক্ত করিয়া তাহার একপ্রান্ত ধূমনেত্রের মধ্যে প্রবেশ করাইবে এবং অপর প্রান্তে অগ্নি সংযোগ করিয়া তাহার ধূম পান করিবে॥ ২০।২১

কাসরোগির ধূমপান বিধি। দুই খানি শরার মধ্যে ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত কাসঘ্ন ঔষধ রাখিয়া উভয়ের সংযোগস্থল উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে।এবং উপরের শরার মধ্যে একটী ছিদ্র করিয়া উহাতে দশাঙ্গুল বা অষ্টাঙ্গুল একটী নল প্রবেশ করাইয়া দিবে। পরে ঐ শরাবসম্পুট নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে স্থাপন করিয়া যখন তাহা হইতে ঔষধের ধূম বাহির হইবে, তখন পূর্ব্বোক্ত নল মুখে দিয়া সেই ধূম পান করিবে॥ ২২

কাস শ্বাস পীনস স্বরভেদ মুখ ও নাসিকার দুর্গন্ধ, মুখের পাণ্ডুতা, অকালপক্কতাদি কেশ দোষ, কর্ণ মুখ ও নেত্রের স্রাব, কণ্ডু, বেদনা ও জড়তা এবং তন্দ্রা ও হিক্কা এই সকল রোগ ধূমপায়ীকে স্পর্শ করিতে পারে না॥ ২৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা গণ্ডূষাদিবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

স্নিগ্ধ, শমন, শোধন ও রোপণ এই চারি প্রকার গণ্ডূষ, ইহার মধ্যে স্নিগ্ধ গণ্ডূষ বাতে, শমন গণ্ডূষ পিত্তে ও শোধন গণ্ডূষ কফে প্রযোজ্য। রোপণগণ্ডূষ ব্রণঘ্ন অর্থাৎ ইহা ব্রণসাধনে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধ গণ্ডূষ মধুর-অম্ল-লবণ-রস-সাধিত স্নেহ দ্বারা, শমন গণ্ডূষ তিক্তকষায় ও মধুর ঔষধ দ্বারা, শোধন গণ্ডূষ তিক্ত-কটু-অম্ল-লবণ ও উষ্ণ বীর্য্য ঔষধ দ্বারা এবং রোপণ গণ্ডূষ কষায় ও তিক্তরস ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। এই সকল গণ্ডূষে ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ দুগ্ধ মধু জল শুক্ত মদ্য মাংসরস গোমূত্র ও ধান্যাম্ল এই সকল দ্রব্য যথাযথ কল্কের সহিত মিশ্রিত বা বিপক্ক করিয়া তাহা শীতল বা উষ্ণ অবস্থায় প্রয়োগ করিবে ॥ ২—৫

দন্তহর্ষ, দন্তচাল ও বাতিক মুখরোগে দোষানুসারে ঈষদুষ্ণ বা শীতল জল মিশ্রিত তিলকল্ক হিতকর। নিত্য গণ্ডূষধারণে তৈল অথবা মাংসরস প্রশস্ত ॥ ৬।৭

উষা ও দাহান্বিত মুখপাকে, আগন্তুজক্ষতে, বিষে অথবা ক্ষার বা অগ্নিদগ্ধে ঘৃত বা দুগ্ধের গণ্ডূষ হিতকর ॥ ৮

মধুর গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের বৈশদ্য (পিচ্ছিলতার অভাব) জন্মে, মুখক্ষতের সন্ধান হয় এবং দাহ ও তৃষ্ণার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৯

ধান্যাম্ল অর্থাৎ কাঁজির গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের বিরসভাব মল ও দৌর্গন্ধ্য নষ্ট হয়। ঐ ধান্যাম্ল লবণ বিহীন হইলে শীতবীর্য্য ও মুখশোষনাশক হইয়া থাকে ॥ ১০

ক্ষারযুক্ত জলের গণ্ডূষ ধারণ করিলে শীঘ্র শ্লেষ্মসঞ্চয় নষ্ট হয়। ঈষদুষ্ণ জলের গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের লঘুতা হয় ॥ ১১

বায়ু-প্রবাহরহিত সূর্য্যালোকযুক্ত স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক প্রথমে স্কন্ধ ও কন্ধরা স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ এবং পশ্চাৎ স্বেদিত ও মর্দ্দিত করিয়া কিঞ্চিৎ উন্নতমুখ হইয়া গণ্ডূষ ধারণ করিবে। গণ্ডূষদ্রব্য পান করিতে হয় না ॥ ১২

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ কফপূর্ণ থাকে অথবা নাক মুখ দিয়া স্রাব নির্গত হয়, তাবৎকাল গণ্ডূষ ধারণ করিতে হইবে। শরীর স্বস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ পাঁচ বা সাত বার গণ্ডূষ ধারণ করা উচিত। গণ্ডূষ ও কবলের ভেদ এই—দ্রবপদার্থ দ্বারা মুখ পূর্ণ হইলে যদি উহা সঞ্চালিত (নাড়িতে) করিতে না পারা যায় তাহা হইলে উহাকে গণ্ডূষ, এবং মুখস্থিত দ্রব্য সঞ্চারিত করিতে পারিলে তাহাকে কবল কহে ॥ ১৩

কবল ধারণ দ্বারা নিম্নলিখিত রোগ সমূহ বিশেষরূপে সাধ্য অর্থাৎ চিকিৎস্য হইয়া থাকে; যথা—মন্যা মস্তক কর্ণ মুখ ও নেত্র-রোগ, মুখপ্রসেক, কণ্ঠরোগসমূহ, মুখ শোষ, হৃল্লাস, তন্দ্রা, অরুচি ও পীনস ॥ ১৪

কল্ক রসক্রিয়া ও চূর্ণ এই তিন প্রকার প্রতিসারণ। শ্লেষ্মজন্য রোগে শোধন গণ্ডূষ বিহিত ঔষধ দ্বারা এই প্রতিসারণ প্রয়োগ করিতে হয়। (জলাদি পিষ্ট দ্রব্যকে কল্ক এবং মাক্ষিকাদি দ্বারা দ্রবীকৃত দ্রব্যকে রসক্রিয়া কহে) ॥ ১৫

মুখালেপ তিন প্রকার। যথা—দোষহর, বিষহর ও বর্ণকর। বাতশ্লেষ্ম দোষে উষ্ণ এবং এবং অন্যদোষে (পিত্তে বাতপিত্তে ও বিষে) অত্যন্ত শীতল মুখালেপ প্রশস্ত। মুখালেপের প্রমাণ তিন প্রকার; যথা—মুখলেপ অঙ্গুলির চতুর্ভাগ ত্রিভাগ ও অর্দ্ধ পরিমিত স্থূল (পুরু) হইবে। ঐ লেপ যতক্ষণ আর্দ্র থাকিবে ততক্ষণ মুখে রাখিবে। কারণ শুষ্ক লেপ ত্বক্‌কে দূষিত করিয়া থাকে। লেপ তুলিবার সময় উহাকে আর্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে, তৎপরে তৈলাদির অভ্যঙ্গ করিবে। মুখালেপী ব্যক্তি দিবানিদ্রা, অধিক বাক্য কথন, অগ্নি, আতপ, শোক ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। কারণ দিবানিদ্রাদি সেবনে কণ্ডু, ত্বকে শোথ, পীনস ও দৃষ্টিনাশাদি ভয় উপস্থিত হয় ॥ ১৬—১৮

পীনস অজীর্ণ হনুগ্রহ ও অরোচক রোগে, নস্য গ্রহণান্তে ও রাত্রি জাগরণে মুখালেপ প্রযোজ্য নহে। ইহা বিধিপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে অকালপালিত্য ব্যঙ্গ বলি তিমির ও নীলিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৯

হেমন্তাদি ছয় ঋতুতে ছয়টী মুখালেপ কথিত হইতেছে। হেমন্ত ঋতুতে কুল আঁটির শাঁস, বাসকমূল, শাবর লোধ ও শ্বেতসর্ষপ; শিশিরে বৃহতীমূল, কৃষ্ণতিল, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি ও নিস্তুষ যব; বসন্তে কুশমূল, কর্পূর বা চন্দন, বেণামূল, শিরীষ মৌরী ও বিড়ঙ্গ; গ্রীষ্মে কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, দূর্ব্বা, যষ্টিমধু ও চন্দন; বর্ষায় কৃষ্ণাগুরু, তিল, বেণামূল, জটামাংসী, তগর পাদুকা ও পদ্মকাষ্ঠ এবং শরৎকালে তালীশপত্র, ভদ্রমুতা, পুণ্ডরীক, যষ্টিমধু, কাশ, তগরপাদুকা ও অগুরুর প্রলেপ দিবে ॥ ২০—২২

মুখালেপশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় এবং মুখ পদ্মসদৃশ বিকসিত ও কোমল হইয়া থাকে ॥ ২৩

অভ্যঙ্গ সেক পিচু ও বস্তি এই চারিপ্রকার মূর্দ্ধতৈল ব্যবহৃত হয়। ইহারা উত্তরোত্তর বহুগুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ অভ্যঙ্গ অপেক্ষা পরিসেক, পরিসেক অপেক্ষা পিচু ও তদপেক্ষা বস্তি অধিক গুণযুক্ত ॥ ২৪

উক্ত চারিপ্রকার তৈল প্রয়োগের মধ্যে মস্তকের রুক্ষতা, কণ্ডু ও মলাদিশান্তির জন্য অভ্যঙ্গ; মস্তকের ব্রণ তোদ দাহ পাক ও ক্ষতাদি নিবারণার্থ পরিষেক; কেশশাত (চুল উঠিয়া যাওয়া), কেশভূমি স্ফুটন, ধূমনির্গমবৎ বেদনা ও নেত্রস্তম্ভ প্রশমার্থ পিচু (কাপাস তুলা তৈলে ভিজাইয়া ধারণ করাকে পিচু কহে) এবং প্রসুপ্তি, অর্দ্দিত, নিদ্রানাশ, নাসাশোষ, মুখশোষ, তিমির ও শিরোরোগে বস্তিস্নেহ প্রয়োগ করিবে ॥ ২৫।২৬

শিরোবস্তি বিধি। বমনাদিশুদ্ধ তৈলাভ্যক্ত ও স্বিন্ন ব্যক্তিকে অপরাহ্নে বা রাত্রিতে জানুসম উচ্চ ও কোমল আসনে উপবেশন করাইয়া তাহার মস্তকে দ্বাদশাঙ্গুলবিস্তীর্ণ, মস্তক-সম দীর্ঘ ও কর্ণ পর্য্যন্ত বন্ধনস্থানযুক্ত গব্য বা মাহিষ চর্ম্মপট্ট, বস্ত্র বেণিকা (কাপড়ের বেণীর ন্যায় দড়ি,) দ্বারা বান্ধিয়া দিবে। চর্ম্মপট্টের নিম্নে ললাটে বস্ত্র জড়াইয়া সন্ধিস্থান মাষকল্ক দ্বারা

প্রলিপ্ত করিবে। (অথবা মাসকল্ক লিপ্ত বস্ত্র কপালে বান্ধিয়া তাহার উপর চর্ম্মপট্ট বসাইয়া বান্ধিয়া দিবে।) তৎপরে ব্যাধির দোষানুসারে পক্ক তৈলাদি স্নেহ ঈষদুষ্ণ করিয়া মস্তকে (চর্ম্মপট্টের উপর দিয়া) কেশভূমির উপর দুই অঙ্গুলি যাবৎ নিষেচন করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ ও নাসিকার স্রাব না হয়, ততক্ষণ মস্তকে তৈল ধারণ করিতে হইবে। বাত প্রধান রোগে দশ সহস্র মাত্রা, পিত্তদুষ্টিতে অষ্টসহস্র মাত্রা, কফদুষ্টিতে ছয় সহস্র মাত্রা এবং স্বস্থ অবস্থায় এক সহস্র মাত্রা স্নেহ ধারণ করিতে হয়। শিরোবস্তি অপনীত করিয়া মুক্তস্নেহ ব্যক্তির স্কন্ধ গ্রীবাদি স্থান মর্দ্দন করিবে। এই স্নেহবস্তি সেবনের চরম সীমা এক সপ্তাহ॥ ২৭—৩০

কর্ণপূরণ। স্নেহ দ্বারা কর্ণপূরণ করিয়া কর্ণমূল মর্দ্দন করিবে। বেদনার লাঘব হইলে আর স্নেহ ধারণ করিবে না। সুস্থ অবস্থায় একশত মাত্রা পর্য্যন্ত কর্ণে স্নেহ ধারণ করিবে॥ ৩১

মাত্রার প্রমাণ। দক্ষিণ হস্তাগ্র দ্বারা জানু মণ্ডল আবর্ত্তন করিতে যে সময় লাগে, তাহা যদি নিমিষোন্মেষ কালের সমান হয়, তবে সেই সময়কে মাত্রা কহা যায়॥ ৩২

মূর্দ্ধতৈল ব্যবহারে কেশের পতন শুক্লতা পিঙ্গলবর্ণতা পরিস্ফুটন ও মস্তকের বায়ুরোগ সমূহ নষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, স্বর হনু ও মস্তকের বল জন্মে॥ ৩৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা আশ্চ্যোতনাঞ্জনবিধি ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগের চিকিৎসায় প্রথমে আশ্চ্যোতন (পরিষেক) হিতকর। কারণ ইহা দ্বারা নেত্রের বেদনা, সূচীবেধবৎ ব্যথা, কণ্ডূ, ঘর্ষ, অশ্রুপাত, দাহ ও রাগ (রক্তবর্ণতা) প্রশমিত হয়। বাতজনেত্র রোগে উষ্ণ, কফজ নেত্রে ঈষদুষ্ণ এবং রক্তপিত্তজ নেত্রে শীতল আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিবে॥ ২

আশ্চ্যোতন প্রয়োগ বিধি। চিকিৎসক, বায়ুপ্রবাহরহিত স্থানে রোগিকে বসাইয়া বাম হস্তদ্বারা তাহার নেত্র উন্মীলিত করিবে এবং দক্ষিণ হস্তে ঝিনুক বা কার্পাসবর্ত্তি দ্বারা ঔষধ লইয়া তাহা দুই অঙ্গুলি অন্তর হইতে কনীনিকায় (নেত্রতারায়) দশ বা বার বিন্দু পরিষেক করিবে। তৎপরে কোমল বস্ত্র দ্বারা নেত্র মুছিয়া, ঈষদুষ্ণ জল সিক্ত অপর বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাহাতে মৃদু স্বেদ দিবে। কফবাতজ নেত্ররোগে এই আশ্চ্যোতন হিতকর। পিত্ত বা রক্ত জন্য নেত্ররোগে ইহা প্রযোজ্য নহে॥ ৩।৪

আশ্চ্যোতন অতি উষ্ণ বা তীক্ষ্ণ হইলে তদ্দ্বারা বেদনা রক্তবর্ণতা ও দৃষ্টিনাশ; অতি শীতল হইলে নিস্তোদ স্তব্ধতা ও শূল বেদনা; মাত্রাধিক হইলে কষায়বর্ত্মতা (চক্ষুর পাতার রক্তবর্ণতা), ঘর্ষ (চক্ষুর পাতার পরস্পর সংশ্লেষ) ও নেত্রোন্মীলনে কৃচ্ছ্রতা; অত্যল্প মাত্র প্রযুক্ত হইলে রোগের বৃদ্ধি ও সংরম্ভ এবং অপরিস্রুত (মলযুক্ত) হইলে নেত্রক্ষোভ হইয়া থাকে॥ ৫।৬

নেত্রে প্রযুক্ত ঔষধ, অক্ষিকোষ-সম্বন্ধিস্রোত এবং মস্তক ঘ্রাণ ও মুখস্রোতে গমন করিয়া ঊর্দ্ধগ মল সমূহকে অপসারিত করে॥ ৭

আশ্চোতনের পর অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হয়। দোষসমূহ শরীরব্যাপী না হইয়া কেবল মাত্র নেত্রগত হইলে এবং অল্প শোথ, অতি কণ্ডু, পিচ্ছিলতা, মন্দঘর্ষ, অল্প অশ্রুপাত ও নেত্রমলের (পিচুটির) গাঢ়তা প্রভৃতি পক্ব লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে রোগিকে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। পিত্ত কফ রক্ত ও বায়ু পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে অঞ্জন বিশেষ উপকারী॥ ৮।৯

লেখন রোপণ ও দৃষ্টিপ্রসাদন ভেদে অঞ্জন তিন প্রকার। তন্মধ্যে লেখন—কষায় অম্ল লবণ ও কটুদ্রব্য দ্বারা, রোপণ—তিক্ত কষায়দ্রব্য দ্বারা এবং দৃষ্টিপ্রসাদন—মধুরশীতল দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। (যে অঞ্জন দ্বারা ছানি প্রভৃতি নেত্ররোগ চাঁচিয়া ফেলার মত ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায় তাহাকে লেখন অঞ্জন, যাহার দ্বারা অভিষ্যন্দাদি নেত্ররোগের সংরোহণ হয় তাহাকে রোপণ অঞ্জন এবং যে অঞ্জনে নেত্র প্রসন্ন হয় তাহাকে দৃষ্টি প্রসাদন অঞ্জন কহে। মধুরশীতল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ অঞ্জন সন্তপ্ত চক্ষুতে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে প্রত্যঞ্জন কহে)॥ ১০।১১

দশ অঙ্গুল পরিমিত দীর্ঘ মধ্যে সূক্ষ্ম ও উভয় মুখ মুকুলাকার এই প্রকার শলাকা অঞ্জন প্রদানার্থ প্রশস্ত। তাম্র নির্ম্মিত শলাকা লেখন কার্য্যে, কাল লৌহ নির্ম্মিত শলাকা ও অঙ্গুলি রোপণ অঞ্জনে এবং স্বর্ণ বা রজত নির্ম্মিত শলাকা প্রসাদন কার্য্যে প্রশস্ত॥ ১২।১৩

অঞ্জন কল্পনা তিনপ্রকার। যথা—পিণ্ডী, রসক্রিয়া ও চূর্ণ। দোষের আধিক্যে পিণ্ডী, মধ্যদোষে রসক্রিয়া এবং অল্প দোষে চূর্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে॥ ১৪

তীক্ষ্ণদ্রব্যকৃত পিণ্ডের পরিমাণ এক মটর মাত্র, মৃদুদ্রব্যকৃত পিণ্ডের পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ, রসক্রিয়ার পরিমাণ বিড়ঙ্গপরিমিত। তীক্ষ্ণ চূর্ণে দ্বিগুণ শলাকা ও মৃদু চূর্ণে তিনগুণ শলাকা ব্যবহার করিবে॥ ১৫

নিশাকালে, নিদ্রাবস্থায় ও মধ্যাহ্নে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। এবং উষ্ণ কিরণ দ্বারা ম্লান চক্ষুতেও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। রাত্রিকালে নিদ্রাহেতু এবং মধ্যাহ্নে পান ভোজন ও উষ্ণ সূর্য্যকিরণ হেতু দোষ সকল বর্দ্ধিত অন্যস্থলে গমন হেতু উৎপীড়িত ও কালের উষ্ণতা হেতু দ্রবীভূত হইয়া চক্ষুরোগ উৎপাদন করে। তাহার শান্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে মেঘাপগমে সূর্য্য প্রকাশকালে অঞ্জন দিবে॥ ১৬

অপর আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, দিবসে তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। কারণ তীক্ষ্ণাঞ্জন দ্বারা নেত্রের বিরেচন হওয়ায় নেত্র দুর্ব্বল হয়। এই দুর্ব্বল চক্ষু দিবসে সূর্য্যকিরণে অবসন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য রাত্রিকালে অঞ্জন দেওয়া উচিত। আগ্নেয়াদৃষ্টি রাত্রিতে তীক্ষ্ণাঞ্জন দ্বারা ক্ষোভিতা হইলেও রাত্রির সৌম্যত্ব এবং নিদ্রা দ্বারা পুনর্ব্বার তর্পিত হইয়া থাকে। অপিচ নেত্র শীতসাত্ম্য বলিয়া রাত্রির শৈত্যগুণেও স্নিগ্ধ হওয়ায় স্থিরতা লাভ করে। এই জন্য রাত্রিতে অঞ্জন দেওয়া বিধেয়॥ ১৭।১৮

কফের আধিক্য থাকিলে বা লেখনীয় শুক্রার্শ্মাদি রোগ উপস্থিত হইলে নাত্যুষ্ণ দিবসেও

চক্ষুতে তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অত্যুষ্ণ দিবসে মধ্যাহ্নাদিকালে তীক্ষ্ণ অঞ্জন দিবে না। কারণ কালের উষ্ণত্ব এবং অঞ্জনের তীক্ষ্ণত্ব হেতু দৃষ্টিনাশ হইতে পারে॥ ১৯

এস্থলে শঙ্কা হইতেছে যে, দিবসে তেজোময় সূর্য্যকিরণে তৈজস চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি হওয়া উচিত। যেহেতু সামান্য বৃদ্ধির কারণ। তাহা না হইয়া নেত্রজ্যোতিঃ নষ্ট হইবার কারণ কি? সেইজন্য বলা হইতেছে। যেমন পাষাণ হইতে লৌহের জন্ম হয়, এবং পাষাণের ঘর্ষণে (শাণ প্রস্তরে) লৌহের তীক্ষ্ণতা হয়, আবার সেই প্রস্তরেরই আঘাতে লৌহের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়, সেইরূপ তেজঃপদার্থ (অগ্নি হইতে) হইতে নেত্রের জন্ম, তেজঃ পদার্থের সম্যক্ যোগ (সূর্য্যসান্নিধ্য) হেতু নেত্রের তীক্ষ্ণতা এবং তাহার অতিযোগ হেতু নেত্রের উপঘাত হয়। অতএব উষ্ণ দিবসে উষ্ণ কালে অতিতীক্ষ্ণ অঞ্জন নেত্রে প্রয়োগ করিবে না॥ ২০

কেহ বলেন—রাত্রিতেও কফাধিক্য হেতু অতি শীতল নেত্রে (কণ্ডুপৈচ্ছিল্যাদিযুক্তে) তীক্ষ্ণ অঞ্জন হিতকর নহে। কারণ রাত্রির শৈত্যবশতঃ তৎকালপ্রযুক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জনও দোষস্রাবণ করিতে পারে না; অধিকন্তু নেত্রের স্তব্ধতা কণ্ডু ও জড়তাদি উৎপাদন করে। (অতএব পূর্ব্বোক্ত আগ্নেয়ী শীতসাত্ম্যা দৃষ্টি রাত্রির শৈত্যগুণে স্নিগ্ধ হওয়ায় স্থিরতা লাভ করে এই বাক্য সমীচীন নহে)॥ ২১

ভীত, বমিত, বিরিক্ত, সদ্যোভুক্ত, সঞ্জাতবেগ, ক্রুদ্ধ, নবজ্বরার্ত্ত, অতিসূক্ষ্ম ও ভাস্বরদ্রব্য দর্শন হেতু ক্লান্তচক্ষুঃ, শিরোরোগার্ত্ত, শোকপীড়িত, রাত্রিজাগরিত, শিরঃস্নাত, ধূমপায়ী, মদ্যপায়ী, অজীর্ণগ্রস্ত, অগ্নি ও সূর্য্যাতাপতপ্ত, দিবাসুপ্ত ও পিপাসিত ব্যক্তিদিগকে অঞ্জন দিবে না। অপিচ মেঘাচ্ছন্ন দিনেও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না॥ ২২।২৩

যে প্রকার অঞ্জন প্রযোজ্য নহে, তাহা কথিত হইতেছে। অতিতীক্ষ্ণ, অতিমৃদু, অত্যল্প, অত্যধিক, অতিতরল, অতিঘন, অতিকর্কশ, অতিশীতল ও অতিতপ্ত অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না॥ ২৪।২৫

অঞ্জনদ্বারা নেত্রদ্বয় অঞ্জিত হইলে দৃষ্টি-গোলক উন্মীলিত না করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষুর পাতা কিঞ্চিৎ চালিত করিয়া নেত্রস্থ অঞ্জন ক্রমশঃ সঞ্চালিত করিবে। তাহাতে তীক্ষ্ণ অঞ্জন সমস্ত নেত্রে ব্যাপ্ত হইবে। সহসা অর্থাৎ অবিধিপূর্ব্বক নিমেষ উন্মেষ, বর্ত্মদ্বারা নেত্রপীড়ন অথবা ক্ষালন করিবে না॥ ২৬

যখন ঔষধের ক্ষোভ অপগত ও নেত্র নির্বৃত হইবে, তখন ব্যাধি (অভিষ্যন্দাদি) দোষ (বাতাদি) ও ঋতুর (বসন্তাদি) উপযোগী জলদ্বারা নেত্রদ্বয় প্রক্ষালিত করিবে। প্রক্ষালনের পর বস্ত্রবেষ্টিত দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রোগির বাম নয়ন ঊর্দ্ধবর্ত্মে ধরিয়া শোধন করিবে এবং ঐরূপ বামাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নয়ন ঊর্দ্ধবর্ত্মে ধরিয়া পরিষ্কার করিবে। কারণ শোধন না করিলে বর্ত্মপ্রাপ্ত অঞ্জন হেতু দোষ কণ্ডুপ্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। নেত্রে কণ্ডু বা জড়তা হইলে তীক্ষ্ণ অঞ্জন বা ধূম প্রয়োগ করিবে। আর তীক্ষ্ণ অঞ্জন দ্বারা নেত্র অতিতপ্ত হইলে প্রত্যঞ্জন চূর্ণ হিতকর জানিবে॥ ২৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

অতঃপর আমরা তর্পণপুটপাকবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (আশ্চ্যোতন ও অঞ্জন প্রয়োগে নেত্র দুর্ব্বল হয়, তৎপ্রতিকারার্থ তর্পণাদি প্রয়োগ করা উচিত।) ॥ ১

তর্পণ-বিধি। চক্ষু ম্লান, স্তব্ধ, শুষ্ক, রুক্ষ, আঘাতপ্রাপ্ত, বাতপিত্তাক্রান্ত, কুটিল, শীর্ণপক্ষ্ম ও আবিলদৃষ্টি হইলে, কৃচ্ছ্রোন্মীলন, শিরাহর্ষ, শিরোৎপাত, তম, অর্জ্জুন, অভিষ্যন্দ, মন্থ, অন্যতোবাত, বাতপর্য্যয় ও শুক্ররোগে পীড়িত হইলে এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা, অশ্রুপাত, শূল বেদনা, শোথ ও দূষিকা (পিচুঁটীজমা) প্রশমিত হইলে রোগিকে বাতাতপধূলি প্রভৃতি শূন্যস্থানে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া তর্পণ প্রয়োগ করিবে। তর্পণ প্রয়োগের পূর্ব্বে বমন বিরেচন ও নস্য দ্বারা রোগির মস্তক ও দেহ শুদ্ধ করিয়া লইবে। বসন্তাদি সাধারণ কালে দোষ-দূষ্যানুসারে প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে তর্পণক্রিয়া করিতে হয় ॥ ২—৪

যবমিশ্র মাষকলাই বাটিয়া তদ্দ্বারা নেত্রকোষের বাহিরে উভয়পার্শ্বে দুই অঙ্গুলিমিত উচ্চ দৃঢ় ও সমান একটী পালী (আলবাল) প্রস্তুত করিবে। পরে যথাবিধি সিদ্ধ ঘৃত উষ্ণজলে দ্রবীভূত করিয়া নিমীলিত নেত্রোপরি (ঐ আলবালের মধ্যে) ঢালিয়া দিবে ॥ ৫।৭

নক্তান্ধ্য বাত তিমির ও কৃচ্ছ্রবোধাদি নেত্ররোগে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বসা প্রয়োগ করিবে। পক্ষ্মের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায় এতটুকু স্নেহ নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিতে করিতে মাত্রা গণনা করিবে। (নেত্রের উন্মেষ ও নিমেষ কালকে মাত্রা কহে।) বর্ত্মগত রোগে একশত মাত্রা, সন্ধিগত রোগে তিনশত মাত্রা, সিত রোগে পাঁচশত, কৃষ্ণগত রোগে সাতশত, দৃষ্টিগত রোগে আটশত মাত্রা এবং মন্থরোগে দশশত, বাতরোগে দশশত, পিত্তরোগে ছয়শত, স্বস্থবৃত্তে ছয়শত ও কফরোগে পাঁচশত মাত্রাকাল পর্য্যন্ত নেত্রে নিক্ষিপ্ত স্নেহ ধারণ করিবে ॥ ৮

উক্ত নিয়মে স্নেহধারণান্তে অপাঙ্গ দেশে পালীর দ্বার (পালীতে ছিদ্র) করিয়া সেই দ্বার দিয়া নেত্রোপরিস্থ স্নেহ বাহির করিয়া একটী পাত্রে রাখিবে। তৎপরে ধূমপান করিবে এবং আকাশ ও ভাস্বররূপাদি দর্শন করিবে না ॥ ৯

এই নিয়মে বায়ুতে প্রতিদিন, পিত্তে একদিন অন্তর, এবং কফে ও সুস্থাবস্থায় দুই দিন অন্তর তর্পণ প্রয়োগ করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত নেত্রের তৃপ্তি না হইবে, ততদিন এইরূপ তর্পণ প্রয়োগ করিবে ॥ ১০

তৃপ্তলক্ষণ। নেত্র সম্যক্ তৃপ্ত হইলে প্রকাশক্ষম (প্রভা ও জ্যোতির্ম্ময় বস্তু দর্শন সমর্থ), স্বচ্ছ বিশদ ও লঘু; অতৃপ্ত হইলে ইহার বিপরীতলক্ষণাক্রান্ত এবং অতিতৃপ্ত হইলে কণ্ডু পৈচ্ছিল্যাদি কফজ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ১১

স্নেহপানে স্নিগ্ধ শরীর যেমন ক্লান্ত হয়, সেইরূপ স্নেহপীত দৃষ্টিও ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া

থাকে। অতএব তর্পণের পর পূর্ব্বোক্ত রোগসমূহে দৃষ্টিবলাধানকারী পুটপাক প্রয়োগ করিবে ॥ ১২

বাতজ নেত্ররোগে স্নেহন পুটপাক, শ্লেষ্মযুক্ত বাতে লেখন পুটপাক হিতকর। দৃষ্টি-দৌর্ব্বল্যে বায়ু পিত্ত ও রক্তে এবং স্বস্থে প্রসাদন পুটপাক প্রযোজ্য ॥ ১৩

পুট-পাকের কল্পনা। ভূশয় (ব্যাঙ, গোসাপ প্রভৃতি), প্রসহ (গোগর্দ্দভাদি) ও আনূপ (মহামৃগ বারিচর প্রভৃতি) জন্তুগণের মেদ মজ্জা বসা ও মাংস এবং জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্য এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা স্নেহন পুটপাক কল্পনা করিবে ॥ ১৪

জাঙ্গল মৃগ (হরিণ প্রভৃতি) ও পক্ষির যকৃৎ মাংস এবং মুক্তা লৌহ তাম্র সৈন্ধব স্রোতোঞ্জন শঙ্খ সমুদ্রফেন ও হরিতাল এই সমস্ত দ্রব্য মস্তুদ্বারা পেষণ করিয়া লেখন পুটপাক এবং মৃগ-পক্ষির যকৃৎ মজ্জা বসা অন্ত্র হৃদয় মাংস মধুরবর্গোক্তদ্রব্য ও ঘৃত স্তনদুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রসাদন পুটপাক প্রস্তুত করিবে ॥ ১৫।১৬

মাংস ও ভেষজকল্ক প্রত্যেকে একপল পরিমাণে লইয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। পরে ঐ পিণ্ড স্নেহন পুটপাকার্থ এরণ্ড পত্রদ্বারা, লেখন পুটপাকার্থ বটপত্র দ্বারা এবং প্রসাদন পুটপাকার্থ পদ্মপত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া উহাতে মৃত্তিকাদ্বারা (বৃদ্ধ বৈদ্যগণের মতে কৃষ্ণমৃত্তিকাদ্বারা) দুই অঙ্গুলি স্থূল প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে পিণ্ডটী স্নেহনাদি পুটপাক ভেদে ধাওয়া, ধামনীকাষ্ঠ বা গোময় অগ্নিতে পুটপাক করিবে। (স্নেহন পুটপাকার্থ ধাওয়া কাষ্ঠের অগ্নিতে, লেখন পুটপাকার্থ ধামনী কাষ্ঠের অগ্নিতে ও প্রসাদন পুটপাকার্থ গোময় অগ্নিতে পুটপাক করিতে হয়।) পিণ্ডটী যখন অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ হইবে তখন সম্যক্ পক্ক হইয়াছে জানিয়া অগ্নি হইতে উত্তোলিত করিবে এবং পত্রাদি ত্যাগ করিয়া বস্ত্রদ্বারা নিঙড়াইয়া উহার রস গ্রহণ করিবে। এই রস নেত্রে তর্পণবৎ প্রয়োগ করিবে। লেখন পুটপাক একশত মাত্রা, স্নেহন দুইশত মাত্রা এবং প্রসাদন তিনশত মাত্রা কাল ধারণ করিবে। প্রসাদন পুটপাক শীতল এবং স্নেহন ও লেখন পুটপাক ঈষদুষ্ণ ব্যবহার্য্য ॥ ১৭—১৯

স্নেহন ও লেখন পুটপাক গ্রহণের পর স্নেহেরিত কফ শান্তির জন্য ধূমপান করিবে। ইহাদের সম্যক্ যোগ অযোগ ও অতিযোগ লক্ষণ, তর্পণের ন্যায় জানিবে। নস্যের অযোগ্য ব্যক্তিকে তর্পণ ও পুটপাক প্রয়োগ করিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত তর্পণ ও পুটপাক গ্রহণ করিবে, তাহার দ্বিগুণকাল পর্য্যন্ত হিতভোজী হইবে। রাত্রিকালে মালতী ও মল্লিকা পুষ্পদ্বারা চক্ষু বাঁধিয়া রাখিবে ॥ ২০।২১

নস্য অঞ্জন ও তর্পণাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে চক্ষুর সামর্থ্যের জন্য চেষ্টা করিবে। কারণ দৃষ্টি নষ্ট হইলে বিবিধরূপ জগৎ কেবল একমাত্র তমোময় রূপ ধারণ করে ॥ ২২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

অতঃপর আমরা যন্ত্রবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥১

শরীরের নানাস্থানে নিবিষ্ট নানাপ্রকার শল্যের আকর্ষণ ও দর্শনে যে উপায়, অর্শঃ ভগন্দর প্রভৃতি রোগে শস্ত্র ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিলে তৎসমীপবর্ত্তী স্বস্থ স্থান সমূহের শল্যবাধা হইতে রক্ষার যে উপায় ও বস্তিনস্যাদি কর্ম্মের জন্য যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহাদিগকে এবং ঘটিকা অলাবু শৃঙ্গ ও জাম্ববৌষ্ঠ সন্দংশ প্রভৃতিকে যন্ত্র কহে ॥ ২।৩

অনেক প্রকার আকৃতি ও কার্য্য বিশিষ্ট বিবিধ যন্ত্র আছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যানুসারে যন্ত্রের কল্পনা করিবে। এস্থলে স্থূল স্থূল যন্ত্রের উল্লেখ করিব। স্থূলযন্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি প্রয়োজনমত শেষ সূক্ষ্ম যন্ত্রের উৎপাদনে সমর্থ হইবেন ॥ ৪

স্বস্তিকযন্ত্র। যে পার্শ্বদ্বারা ধরিয়া শল্য উদ্ধার করা হয় সেই পার্শ্বকে যন্ত্রের মুখ কহে। স্বস্তিক যন্ত্র সমূহের মুখ কঙ্ক (হাড়গিলা) সিংহ ভল্লুক কাক গৃধ্র ও হরিণ প্রভৃতি পশু-পক্ষির মুখের ন্যায় করিতে হয়। আর ঐ পশুপক্ষীর নামানুসারে যন্ত্রের নামকরণ হইয়া থাকে। যেমন কঙ্কমুখ সিংহমুখ প্রভৃতি। স্বস্তিক যন্ত্র সকল অষ্টাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও প্রায়ই লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহাদের কণ্ঠদেশ কীলদ্বারা আবদ্ধ থাকে, এই কীলের প্রান্তভাগ মসূরের ন্যায় চেপ্টা। যন্ত্রের মূলভাগ (ধরিবার স্থান) অঙ্কুশের ন্যায় বক্র। এই স্বস্তিক যন্ত্রদ্বারা অস্থিগত শল্য আহরণ করা হয় ॥ ৫—৭

সন্দংশ যন্ত্র (সাঁড়াশী)। এই যন্ত্র দুই প্রকার। এক প্রকার মসূরপ্রান্ত কীলদ্বারা বদ্ধ, অপর একপ্রকার বিমুক্তমুখ (একপ্রান্তে সংযুক্ত), ইহা ষোড়শাঙ্গুলি দীর্ঘ। এই সন্দংশ-যন্ত্র ত্বক্ শিরা স্নায়ু ও মাংসগত শল্যের আহরণার্থ ব্যবহৃত হয়। আর এক প্রকার সন্দংশ যন্ত্র আছে, তাহা ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ, সূক্ষ্মশল্য (নাসারোমাদি) ও বর্ত্মাদিগত শল্য হরণার্থ ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥

মুচুণ্ডী। মুচুণ্ডী নামক যন্ত্র সূক্ষ্মদন্তবিশিষ্ট, সরল (অবক্র) ও মূলভাগে রুচক (অঙ্গুরীয়ক) দ্বারা বেষ্টিত। ইহা দ্বারা গম্ভীর ব্রণের মাংস ও ছিন্নাবশিষ্ট অর্ম্ম উদ্ধৃত্ত করা যায় ॥ ৮।৯

তালযন্ত্র। ইহা দুই প্রকার; মৎস্যগলতালবৎ একতালক ও দ্বিতালক। দ্বিতালক যন্ত্র দুই পার্শ্বে মৎস্যমুখসদৃশ ও একতালক যন্ত্র এক পার্শ্বে মৎস্যমুখ সদৃশ। ইহা ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ। এই যন্ত্রদ্বয় কর্ণগত ও নাড়ীব্রণস্থ শল্য আহরণার্থ ব্যবহৃত হয় ॥ ১০

নাড়ীযন্ত্র। নাড়ীযন্ত্র সমূহ বস্তিনেত্রের ন্যায় সচ্ছিদ্র এবং একমুখ বা অনেক মুখবিশিষ্ট। ইহা দ্বারা কর্ণাদি-স্রোতোগত শল্যের দর্শন, কণ্ঠাদি-স্রোতোগত রোগের দর্শন, শস্ত্রক্ষারাগ্নিব্যাহত স্থানের প্রক্ষালন, ঔষধ প্রণিধানাদির সৌকর্য্য এবং বিষদিগ্ধ অঙ্গাদির আচূষণ এই সকল

ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। নাড়ীযন্ত্রের দৈর্ঘ্য বিস্তার ও স্থূলত্ব স্রোতোরন্ধ্রের পরিমাণানুসারে করিতে হইবে॥ ১১।১২

দশ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ ও পাঁচ অঙ্গুলি পরিধি বিশিষ্ট নাড়ীযন্ত্র, কণ্ঠাভ্যন্তরস্থ শল্যের দর্শনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চমুখচ্ছিদ্রা নাড়ী চতুষ্কর্ণবিশিষ্ট বারঙ্গের সংগ্রহার্থ এবং ত্রিমুখচ্ছিদ্রা নাড়ী দ্বিকর্ণবারঙ্গের সংগ্রহার্থ ব্যবহৃত হয়। (শরাদি দণ্ড প্রবেশ যোগ্য শিখাকার কীলককে বারঙ্গ কহে)॥ ১৩

বারঙ্গ কর্ণের আকৃতি পরিধি ও দীর্ঘতা অনুসারে নাড়ীর আকারাদি হইবে। শরীরান্তর্গত শল্যের দর্শনার্থ এই প্রকার অপর নাড়ীও প্রস্তুত করিবে॥ ১৪

শল্যনির্ঘাতিনী নাড়ী। দ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ তিন অঙ্গুলি প্রশস্ত ছিদ্রযুক্ত এবং মুখ ভাগে পদ্মকর্ণিকার আকৃতি বিশিষ্ট নাড়ীকে শল্যনির্ঘাতিনী কহে। ইহা শল্যনির্ঘাতনার্থ ব্যবহৃত হয়॥ ১৫

অর্শোযন্ত্র। ইহা গোস্তনাকার, চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ ও পাঁচ অঙ্গুলি পরিধি বিশিষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের ছয় অঙ্গুলি পরিধি বিশিষ্ট। অর্শোরোগ দেখিবার জন্য দ্বিচ্ছিদ্র (উভয়পার্শ্বে ছিদ্রযুক্ত) যন্ত্র এবং শস্ত্রক্ষারাদি প্রয়োগের জন্য একছিদ্র যন্ত্র ব্যবহার্য্য। যন্ত্রমধ্যে ছিদ্র ৩ অঙ্গুলি দীর্ঘ, পরিধি অঙ্গুষ্ঠোদর বিস্তৃত। যন্ত্রের উপরে অর্দ্ধাঙ্গুল উন্নত একটী কর্ণিকা নিবদ্ধ থাকে। অর্শঃপীড়ন করিবার জন্য আর এক প্রকার যন্ত্র আছে, তাহাকে শমীযন্ত্র কহে। ইহা পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের ন্যায় কেবল ছিদ্রবিহীন।

ভগন্দর যন্ত্র। ইহাও অর্শোযন্ত্রের ন্যায়। ইহাতে ওষ্ঠ থাকিবে না। তবে অর্শোযন্ত্রে যে কর্ণিকা আছে, তাহা ছিদ্র হইতে ঊর্দ্ধে অর্দ্ধাঙ্গুল অপনয়ন করিবে॥ ১৬—১৮

নাসাযন্ত্র। নাসার্ব্বুদ ও নাসার্শঃ চিকিৎসার জন্য এক ছিদ্রবিশিষ্ট, দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ ও তর্জ্জনীর ন্যায় স্থূল নাসাযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা ভগন্দর যন্ত্রের ন্যায় ওষ্ঠরহিত॥ ১৯

অঙ্গুলিত্রাণক যন্ত্র। ইহা হস্তিদন্ত বা কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। এই যন্ত্র চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং অর্শোযন্ত্রের ন্যায় দ্বিচ্ছিদ্র ও গোস্তনাকৃতি হইবে। ইহাদ্বারা মুখ ব্যাদান করা যায়। দন্তাঘাত হইতে অঙ্গুলিকে রক্ষা করে বলিয়া এই যন্ত্রের নাম অঙ্গুলিত্রাণক॥ ২০

যোনিব্রণেক্ষণ যন্ত্র। ইহা দ্বারা যোনির অভ্যন্তরস্থক্ষতাদি দর্শন করা যায় বলিয়া ইহাকে যোনিব্রণেক্ষণ যন্ত্র কহে। এই যন্ত্র ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ, মধ্যে সুষির, মুদ্রাবদ্ধ (শলাকা চতুষ্টয়ের উপর একটী আংটীর মত থাকে, ইহা ইচ্ছামত সরাইয়া দেওয়া যায়), চারিখণ্ডে বিভক্ত (এই খণ্ড চতুষ্টয় মিলাইলে দেখিতে নাড়ীযন্ত্রের ন্যায় হয়) ও পদ্মের কোরকের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট, ইহার মূলদেশে চারিটী শলাকা চাপিলে (কোরকাকৃতি) মুখ বিকসিত হইয়া থাকে॥ ২১

নাড়ীব্রণের অভ্যঙ্গ ও প্রক্ষালন নিমিত্ত দুই প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রদ্বয় ৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও বস্তিযন্ত্রের ন্যায় বৃত্ত বা গোপুচ্ছাকৃতি বিশিষ্ট। ইহাদের ছিদ্র মূলে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ এবং মুখে কলায় প্রমাণ হইয়া থাকে। বস্তিযন্ত্রের অগ্রভাগে যেমন কর্ণিকা থাকে ইহাতে সেরূপ কর্ণিকা থাকে না; তবে মূলভাগে যে কোমল চর্ম্মের থলি (বস্তিপুটাকার) থাকে, তাহা বাঁধিবার জন্য দুইটী কর্ণিকা কৃত হইয়া থাকে॥ ২২

দকোদর যন্ত্র। জলোদর হইতে জল স্রাবণার্থ উভয় মুখ বিশিষ্ট নলিকা বা ময়ুরপুচ্ছের নল ব্যবহার করিবে।

ধূমযন্ত্র বা বস্ত্যাদি যন্ত্র সমূহ ধূমপানাদি অধ্যায়ে যথাযথ উল্লিখিত হইয়াছে॥ ২৩

শৃঙ্গযন্ত্র। দূষিত রক্ত ও দুষ্টস্তন্যাদির চূষণ নিমিত্ত শৃঙ্গযন্ত্র ব্যবহার্য্য। ইহা ১৮ অঙ্গুল দীর্ঘ ত্র্যঙ্গুলবিস্তার মুখ বিশিষ্ট, প্রান্তভাগে সর্ষপপ্রমাণ ছিদ্রযুক্ত, সম্যক্ বদ্ধ ও স্তনাগ্রের আকৃতির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট॥ ২৪

অলাবুযন্ত্র। ১২ অঙ্গুল দীর্ঘ ও আঠার ১৮ অঙ্গুলি স্থূল একটী শূন্যগর্ভ শুষ্ক লাউকে অলাবুযন্ত্র কহে। ইহার মুখ গোলাকার এবং তিন বা চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত। অলাবু যন্ত্রের মধ্যে প্রদীপ্ত বর্ত্তি রাখিয়া উহা রোগস্থানের উপর বসাইয়া দিতে হয়। ইহাদ্বারা দূষিত কফ ও রক্ত আকর্ষণ করা হয়॥ ২৫

ঘটীযন্ত্র। গুল্মের বিলয়ন ও উন্নমন কার্য্যে ঘটীযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ঘটীযন্ত্রের প্রয়োগ ও আকার অলাবুযন্ত্রের ন্যায় জানিবে। ইহাদ্বারাও দুষ্টশ্লেষ্মরক্ত অপহৃত হইয়া থাকে॥ ২৬

শলাকাযন্ত্র। শলাকাযন্ত্র সমূহ নানা প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট ও নানাকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কার্য্যানুসারে ইহাদের যথাযোগ্য প্রমাণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গণ্ডুপদের (কেঁচোর) ন্যায় মুখ বিশিষ্ট দুইপ্রকার শলাকা নাড়ীব্রণের শোধ অন্বেষণের নিমিত্ত ব্যবহার করা যায়। আর স্রোত হইতে শল্য আহরণের নিমিত্ত দুই প্রকার শলাকা ব্যবহৃত হয়, ইহারা ৮।৯ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও মসুর দলের ন্যায় মুখবিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৭।২৮

শঙ্কুযন্ত্র। শঙ্কুযন্ত্র ছয় প্রকার। তন্মধ্যে দুই প্রকার ষোড়শ বা দ্বাদশ অঙ্গুল দীর্ঘ এবং সর্পফণার ন্যায় মুখ বিশিষ্ট। ইহারা ব্যূহনকার্য্যে (শল্যের উর্দ্ধীকরণে) ব্যবহৃত হয়। আর দুই প্রকার দশ বা দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ শঙ্কু চালন কার্য্যে ব্যবহার করা যায়, ইহাদের মুখ শরপুঙ্খ (কাণ্ডনাজ) সদৃশ। আর দুইপ্রকার শঙ্কু বড়িশের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, ইহারা শল্যের আহরণ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে॥ ২৯

গর্ভশঙ্কু। শঙ্কুযন্ত্র অগ্রভাগে বক্র ও অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ হইলে তাহাকে গর্ভশঙ্কু কহে। ইহা দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের মূঢ়গর্ভ আকর্ষণ করা যায়॥ ৩০।৩১

সর্পফণাখ্যযন্ত্র। অশ্মরীর আহরণার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার মুখ সর্পফণার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে সর্পফণাখ্য যন্ত্র কহে।

শরপুঙ্খমুখযন্ত্র। শরপুঙ্খ (বাজপক্ষী বিশেষ) সদৃশ মুখবিশিষ্ট ও চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ যন্ত্র দ্বারা চলদন্ত বা ক্রিমিভক্ষিত দন্ত উৎপাটন করা যায়॥ ৩২

শলাকাযন্ত্র। ক্ষার ও ক্লেদাদির ধাবনার্থ ছয়প্রকার শলাকাযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহাদের অগ্রভাগে পাগড়ীর ন্যায় কার্পাস তুলা জড়ান থাকে। সামীপ্য ও দূরতানুসারে গুহ্যদেশে দশ ও দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ, নাসিকায় ছয় ও সপ্ত অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং কর্ণে আট ও নয় অঙ্গুলি দীর্ঘ শলাকা প্রয়োগ করা যায়। কর্ণশোধন যন্ত্রের প্রান্তভাগ অশ্বত্থপত্রসদৃশ এবং মুখ স্রুবের ন্যায় হইয়া থাকে॥ ৩৩।৩৪

স্থূল সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ ভেদে পৃথক্ পৃথক্ তিনপ্রকার শলাকা ও তিনপ্রকার জাম্ববৌষ্ঠ যন্ত্র ক্ষার প্রয়োগে ও অগ্নিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে যে শলাকা ব্যবহৃত হয় তাহার দণ্ড মধ্যভাগ

হইতে ঊর্দ্ধদেশে বৃত্তাকার এবং মূলে অর্দ্ধচন্দ্র সদৃশ। আর যে শলাকার মুখ কোলাস্থি খণ্ড সদৃশ (কুলের আঁটির আধ খানার মত) তাহা দ্বারা নাসার্শ ও নাসার্ব্বুদ দাহ করা যায়॥ ৩৫।৩৬

ক্ষার-ঔষধ প্রয়োগার্থ নিম্নমুখ এবং কনিষ্ঠ মধ্যম ও অনামিকা অঙ্গুলির নখের সমান প্রমাণ বিশিষ্ট তিন প্রকার শলাকা ব্যবহৃত হয়॥ ৩৭

মেঢ্রশোধন (উত্তরবস্তি) ও অঞ্জন নাবনাদি প্রয়োগার্থ যথোপযুক্ত যন্ত্র কথিত হইয়াছে॥ ৩৮

অণুযন্ত্র। অয়স্কান্ত রজ্জু বস্ত্র প্রস্তর মুদগর রেশম অন্ত্র (তাঁত) জিহ্বা কেশ শাখা নখ মুখ দাঁত কাল পাক হস্ত পাদ ভয় ও হর্ষ ইহাদিগকে অণুযন্ত্র কহে। উপায়বিৎ চিকিৎসক বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ঘাতনাদি ব্যাপারে এই সকল অণুযন্ত্র ব্যবহার করিবেন॥ ৪০

যন্ত্রকর্ম্ম। নির্ঘাতন (তাড়ন), উন্মথন (উন্মূলন), পূরণ, মার্গশুদ্ধি, সংব্যূহন (উর্দ্ধীকরণ), আহরণ, বন্ধন, পীড়ন, আচূষণ, উন্নমন, নামন, চাল, ভঙ্গ, ব্যাবর্ত্তন (ভিতরে ঘুরান) ও ঋজুকরণ এই সকল কার্য্য যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়॥ ৪১

কঙ্কমুখযন্ত্র শরীর প্রদেশে সুখে অবগাহন (প্রবেশ) করিয়া গ্রাহ্য শল্যকে সহজে গ্রহণ করিয়া উদ্ধার করে, ইহাকে শরীরের সকল অংশেই প্রয়োগ করা যায় এবং ইচ্ছামত নির্বর্ত্তন (ব্যাবর্ত্তন, ঘুরান ফিরান) করা যায় বলিয়া যন্ত্র সকলের মধ্যে কঙ্কমুখই প্রধান বলিয়া জানিবে॥৪২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা শস্ত্রবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

সাধারণতঃ শস্ত্রসকল ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ষড়্‌বিংশতি সংখ্যক হইয়া থাকে। কর্ম্মকুশল কর্ম্মকার দ্বারা সুধ্মাত সুতীক্ষ্ণ ও আবর্ত্তিত লৌহে এই সকল শস্ত্র প্রস্তুত করাইবে। শস্ত্র সকল সুরূপ, সুধার, লোমচ্ছেদনে সমর্থ, সুখগ্রাহী, অকরাল (সুদর্শন), সমাহিতমুখাগ্র (সুন্দর ফলা বিশিষ্ট), নীলোৎপলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট ও নাম সদৃশ রূপবিশিষ্ট হইবে। ইহাদিগকে সর্ব্বদা আপনার সমীপে রাখিবে। শস্ত্র সমূহের ফলা নিজ পরিমাণের অষ্টমাংশ হইবে। এই শস্ত্র স্থান বিশেষে ২।৩টী পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে॥ ২—৫

মণ্ডলাগ্রশস্ত্র। শস্ত্র সমূহের মধ্যে মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের ফলের (মুখাগ্রভাগের) আকৃতি তর্জ্জনীর অন্তর্নখ সদৃশ। পোথকী ও শুণ্ডিকা প্রভৃতি রোগে লেখন ও ছেদনার্থ ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে॥ ৬

বৃদ্ধিপত্র। ইহা ক্ষুরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং ছেদন ভেদন ও উৎপাটন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সরলাগ্র বৃদ্ধিপত্র উন্নত শোথে এবং অন্য প্রকার অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে নতাগ্র বৃদ্ধিপত্র গম্ভীর শোথে প্রয়োগ করিতে হয়॥ ৭

উৎপল পত্র ও অধ্যর্দ্ধধার শস্ত্র। এই শস্ত্রদ্বয় যথাক্রমে দীর্ঘমুখ ও হ্রস্বমুখ হইয়া থাকে অর্থাৎ উৎপলপত্র দীর্ঘমুখ এবং অধ্যর্দ্ধধার হ্রস্বমুখ। ইহারা ছেদন ও ভেদন কার্য্যে ব্যবহার্য্য।

সর্পাস্য। ইহার আকৃতি সর্পের মুখের ন্যায়। ইহার ফলা অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমিত। নাসার্শঃ ও কর্ণার্শঃ ছেদনে সর্পাস্য শস্ত্র প্রয়োজ্য। ভেদনার্থও ইহা ব্যবহার করা যায়॥ ৮

এষণী। নালীঘায়ের শোষ জানিবার জন্য এষণী নামক শস্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা ম কোমল-স্পর্শ ও গণ্ডূপদের (কেঁচোর) মুখের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। আর এক প্রকার এষণী নাড়ীব্রণের গতি ভেদন করিবার জন্য ব্যবহার করা যায়। ইহা সূচীমুখ ও মূলভাগে ছিদ্রবিশিষ্ট।

বেতসপত্র শরারিমুখ ও ত্রিকূর্চ্চক। বেতসপত্র নামক শস্ত্র ব্যধন কার্য্যে ব্যবহার্য্য। ইহা ছয় অঙ্গুলি পরিমিত। শরারিমুখ ও ত্রিকূর্চ্চক নামক শস্ত্রদ্বয় ব্রণের স্রাব কার্য্যে ব্যবহৃত হয়॥ ৯।১০

কুশাটা। কুশাটা নামক শস্ত্র মুখব্রণের স্রাবণার্থ প্রযুক্ত হয়। শরারিমুখ ও কুশাটা শস্ত্রের ফল দুই অঙ্গুল পরিমিত।

অন্তর্ম্মুখ অর্দ্ধচন্দ্রমুখ ও ব্রীহিমুখ শস্ত্র। অন্তর্ম্মুখ শস্ত্র কুশাটা শস্ত্রের ন্যায়। ইহার ফল দেড় অঙ্গুলি পরিমিত। অর্দ্ধচন্দ্রমুখ শস্ত্র অর্দ্ধচন্দ্রসদৃশ হইয়া থাকে। ইহাও কুশাটা শস্ত্রের ন্যায় স্রাবণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ব্রীহিমুখ শস্ত্র দেড় অঙ্গুলি ফলবিশিষ্ট। ইহা সিরা ও উদর বেধনার্থ ব্যবহৃত হয়॥ ১১।১২

কুঠারী শস্ত্র। ইহার দণ্ড বিস্তীর্ণ এবং মুখ গোদন্তসদৃশ ও অর্দ্ধাঙ্গুলমিত। কুঠারী শস্ত্র দ্বারা অস্থির উপরিস্থ শিরা বিদ্ধ করা যায়॥ ১৩

শলাকাশস্ত্র। ইহা তাম্র দ্বারা নির্ম্মিত হয়। শলাকা দুই মুখবিশিষ্ট। ইহার মুখের আকৃতি রক্ত ঝিণ্টি পুষ্পের মুকুলের ন্যায় জানিবে। লিঙ্গনাশ নামক নেত্ররোগ বিদ্ধ করিতে এই শস্ত্র ব্যবহার করা যায়।

অঙ্গুলিশস্ত্র। অঙ্গুলিশস্ত্রের ফল ভাগ অর্দ্ধাঙ্গুল দীর্ঘ; ইহা দেখিতে বৃদ্ধিপত্র বা মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের ন্যায়। অঙ্গুলিশস্ত্রের মুখ মুদ্রিকার (অঙ্গুরীয়ের) ভিতর হইতে বহির্গত। বৈদ্যের তর্জ্জনী অঙ্গুলির অগ্রপর্ব্বের প্রমাণ দ্বারা মুদ্রিকার প্রমাণ স্থির করিবে। এই শস্ত্র দ্বারা গলস্রোতোগত রোগের ছেদন ও ভেদন কার্য্য সাধিত হয়। ইহা প্রয়োগ কালে দীর্ঘ সূত্র দ্বারা মণিবন্ধে বান্ধিতে হয়॥ ১৪—১৬

বড়িশশস্ত্র। ইহার মুখ অঙ্কুশের ন্যায় বক্র; ইহা দ্বারা শুণ্ডিকা অর্শ্ম প্রভৃতি রোগ ধৃত হইয়া থাকে॥ ১৭

করপত্র। এই শস্ত্র খরধারবিশিষ্ট এবং দশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও দুই অঙ্গুলি বিস্তৃত। করপত্রের বা করাতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দন্ত থাকে এবং মুষ্টিবন্ধন (বাঁট) সুবদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৮

কর্ত্তরী (কাতারি)। ইহা দেখিতে কাঁচির ন্যায়; স্নায়ু সূত্র ও কেশ ছেদনার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়॥ ১৯

নখশস্ত্র (নরুণ)। ইহার এক মুখ বক্র অন্য মুখ ঋজুধার। ৯ অঙ্গুলি দীর্ঘ। নরুণ দ্বারা সূক্ষ্মশল্য কণ্টকাদির উদ্ধরণাদি, এবং নখ ছেদন, ভেদন প্রচ্ছন লেখন প্রভৃতি কার্য্য সাধিত থাকে॥ ২০

দন্তলেখন শস্ত্র। ইহা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। দন্তলেখন শস্ত্রের একদিকে ধার ও অন্য দিক আবদ্ধ। ইহা দ্বারা দন্তশর্করা শোধন (লেখন) করা যায়॥ ২১

সূচীশস্ত্র ও কূর্চ্চশস্ত্র। সূচীশস্ত্র সীবন কার্য্যে অর্থাৎ সেলাই করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সূচী তিনপ্রকার। সূচী সমূহ বর্ত্তুলাকার এবং ইহাদের পাশবন্ধন স্থান দৃঢ় ও গূঢ়। শরীরের মাংসল স্থানে ত্রিকোণ মুখবিশিষ্ট ও তিন অঙ্গুলি দীর্ঘ সূচী ব্যবহৃত হয়। অল্প মাংস স্থানে এবং সন্ধি ও অস্থির উপরিস্থিত ব্রণের সীবনার্থ দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ সূচী প্রয়োগ করা যায়। পক্বাশয় আমাশয় ও মর্ম্ম স্থানের ব্রণ সীবনার্থ ধনুকের ন্যায় বক্র, ব্রীহিসদৃশ মুখ বিশিষ্ট ও সার্দ্ধদ্ব্যঙ্গুল (আড়াই অঙ্গুলি দীর্ঘ) সূচী ব্যবহৃত হয়।

সূচীকূর্চ্চশস্ত্র।—চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ গোলাকার ৭।৮টী সূচী সমতল কোন কাষ্ঠফলকে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হইলে তাহাকে সূচীকূর্চ্চশস্ত্র কহে। ইহা নীলিকা ব্যঙ্গ কেশশাতন ইন্দ্রলুপ্ত ও শ্বিত্র প্রভৃতি রোগে কুট্টনার্থ প্রযুক্ত হয়॥ ২২—২৪

খজশস্ত্র। অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত মুখ বিশিষ্ট বৃত্তাকার আটটী কণ্টক দ্বারা নির্ম্মিত শস্ত্রকে খজ কহে। এই খজশস্ত্র হস্ত দ্বারা বিলোড়িত করিয়া নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব করাইবে॥ ২৫

কর্ণবেধনশস্ত্র। কর্ণপালী বিদ্ধ করিবার জন্য যূথিকা নামক শস্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার মুখ মুকুলের (যূথিকাকোরকের) ন্যায় জানিবে॥ ২৬

আরাশস্ত্র। এই শস্ত্রের মুখ অর্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণ ও গোলাকার এবং সেই গোলাকারের ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ শেষ ভাগ চতুষ্কোণবিশিষ্ট। ইহা অর্দ্ধাঙ্গুল প্রবেশযোগ্য। পক্ব বা অপক্ব সন্দেহ হইলে ব্রণ শোথ এই আরাশস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিবে। অতি মাংসল কর্ণপালীও এই শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিতে হয়। স্থূল ব্যক্তির মাংসল কর্ণপালী বিদ্ধ করিবার জন্য কর্ণবেধনী নামিকা সূচীও ব্যবহৃত হয়। এই সূচী প্রান্তভাগ হইতে ত্রিভাগ সচ্ছিদ্র ও তিন অঙ্গুলি দীর্ঘ॥ ২৮

অনুশস্ত্র। জলৌকা, ক্ষার, অগ্নি, কাচ (কেহ বলেন—কেশ), প্রস্তর ও নখ তদ্ব্যতীত শাকপত্র প্রভৃতি লৌহ বর্জ্জিত শস্ত্রদ্বারা ও এবংবিধ অন্য যন্ত্রদ্বারা শস্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া তাহাদিগকে অনুশস্ত্র কহে। এইরূপ অপরাপর শস্ত্রযন্ত্রাদি কল্পনা করিয়া তাহাদের যথাযোগ্য:প্রয়োগ নিরূপণ করিবে॥২৯

শস্ত্রকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিংশতি প্রকার শস্ত্রের কার্য্য কথিত হইতেছে, যথা—উৎপাটন, পাটন, সীবন, এষণ, লেখন, প্রচ্ছন্ন, কুট্টন, ছেদন, ভেদন, বেধন, মন্থন, গ্রহণ ও দহন॥ ৩০

শস্ত্রদোষ। কুণ্ঠতা (ভোঁতা), খণ্ডত্ব (ভাঙ্গা), অতিসূক্ষ্মত্ব, অতিস্থূলত্ব, অতিহ্রস্বত্ব, অতি দীর্ঘতা, বক্রত্ব ও খরধারত্ব (কর্কশধার) এই আটটী শস্ত্রের দোষ।

শস্ত্রধারণ বিধি। প্রয়োগ কালে কোন শস্ত্র কি রূপে ধারণ করিতে হয় তাহা কথিত হইতেছে। ছেদন, ভেদন ও লেখন কার্য্যে শস্ত্র সমূহ, তর্জ্জনী মধ্যম ও বৃদ্ধ অঙ্গুলি দ্বারা বৃন্ত ও ফলের মধ্যে ধরিবে। বিস্রাবণ শস্ত্র সকল তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বৃন্তাগ্রে (বাঁটের অগ্রভাগে) ধরিয়া বিস্রাবণ করিবে। ব্রীহিমুখ নামক শস্ত্রের বৃন্তাগ্র করতলে আচ্ছাদিত রাখিয়া উহার মুখের নিকট ধরিয়া কার্য্য করিবে। আহরণার্থ শস্ত্র সকল মূল ভাগে ধারণ করিবে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর অস্ত্র শস্ত্র সমূহ কার্য্যের সুবিধা বুঝিয়া যথাস্থানে ধারণ করিবে অর্থাৎ যে শস্ত্র যেরূপে ধরিলে কার্য্য সহজ সাধ্য হয় সেই শস্ত্র সেইরূপে ধরিবে॥ ৩৪

শস্ত্রকোশ। ৯ অঙ্গুলি বিস্তৃত ও ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ ঘনাবয়ব শস্ত্রকোশ (শস্ত্র রাখিবার জন্য খাপ) প্রস্তুত করিবে। ইহা ক্ষৌম বস্ত্র, কৌষেয় (কোষজ) বস্ত্র, মেষলোম বা মৃদু চর্ম্মে প্রস্তুত করা হয়। এই কোশ বিন্যস্তপাশ (সূচীদ্বারা সূতা বসান), সুস্যূত, কোশের অভ্যন্তর মেষ লোম দ্বারা ব্যাপ্ত ও শলাকাপিহিত মুখ হইবে। শস্ত্রকোশের অভ্যন্তরে শস্ত্র সকল মেষ লোমের মধ্যস্থিত হইয়া পরস্পর পৃথক্ ভাবে থাকিবে। ৩৫।৩৬

সুকুমার বালক ভীরু দুর্ব্বল স্ত্রীলোক ও রাজা প্রভৃতি সুখি-ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাবণার্থ জলৌকা প্রয়োগ করিবে॥ ৩৭

জলৌকা দুই প্রকার, সবিষ ও নির্বিষ। সবিষ জলৌকা প্রয়োগ বিপজ্জনক বলিয়া প্রথমে তাহাদের লক্ষণ বলা যাইতেছে। দুষ্ট জল এবং মৃত মৎস্য ভেক সর্প প্রভৃতির পচন এবং তাহাদের মূত্রপুরীষাদি হইতে উদ্ভূত জলৌকা সকল সবিষ। বিষজ জলৌকা সমূহ রক্ত শ্বেত বা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, চপল, স্থূল, পিচ্ছিল, ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানা বর্ণের উর্দ্ধ রেখা দ্বারা চিত্রিত ও লোমশ হইয়া থাকে। সবিষ জলৌকা প্রয়োগ করিলে কণ্ডু পাক জ্বর ভ্রম ও দাহ মূর্চ্ছাদি উপদ্রব উপস্থিত হয় সুতরাং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। মোহবশতঃ যদি ইহা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে বিষ পিত্ত ও রক্ত দুষ্টি নাশক চিকিৎসা করিবে। নির্ব্বিষ জলৌকা সকল বিশুদ্ধ জলে জন্মে। ইহারা দেখিতে শৈবালের ন্যায় শ্যাববর্ণ, বৃত্ত (গোলাকৃতি), নীলবর্ণ, উর্দ্ধরেখাবিশিষ্ট, কষায়পৃষ্ঠ (বটাদির বল্কল সদৃশ বর্ণ), সূক্ষ্ম দেহ এবং কিঞ্চিৎ পীত বর্ণ উদর বিশিষ্ট হইয়া থাকে। নির্ব্বিষ জলৌকা রক্ত মোক্ষণার্থ প্রযোজ্য॥ ৩৮—৪০

কেবল যে সবিষ জলৌকা ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে, নির্ব্বিষ জলৌকা রক্তমত্তা হইলে তাহাদিগকেও ত্যাগ করিবে। যে সকল জলৌকা নিরন্তর প্রয়োগ হেতু দুষ্টরক্ত প্রচুর পরিমাণে পান করে অথচ তাহা সম্যক্ বমন করে না, তাহাদিগকে রক্তমত্তা কহে। ইহাদের লক্ষণ—জলে ফেলিলে রক্তমত্তা জলৌকা অবসন্ন হইয়া পড়ে॥ ৪১

উক্তরূপ পরীক্ষার পর নির্দ্দোষ জলৌকা হরিদ্রাকল্ক যুক্ত জলে বা কাঁজিতে কিংবা তক্রে পরিপ্লুত করিয়া এবং নির্ম্মল জলে আশ্বাসিত করিয়া যথাস্থানে লাগাইবে। যদি সহজে না লাগে, তাহা হইলে পীড়িত স্থানে ঘৃত বিন্দু বা স্তনদুগ্ধবিন্দু লাগাইয়া দিবে, কিংবা মৃত্তিকা বিচূর্ণ দ্বারা সে স্থান রুক্ষ করিবে অথবা শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করিয়া দিবে, তাহা হইলে জলৌকা লাগিবে। যখন দেখিবে জলৌকা উন্নতস্কন্ধ হইয়াছে তখনই বুঝিবে যে উহারা রক্তশোষণ করিতেছে। সেই সময়ে মক্ষিকাদির উপদ্রব নিবারণার্থ তাহাদিগকে সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে॥ ৪২।৪৩

এস্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে, দুষ্ট ও শুদ্ধ রক্ত একত্র মিশ্রিত থাকায় জলৌকা প্রথমে শুদ্ধ-রক্তই কেন পান করিবে না? সেই জন্য বলা হইতেছে যে, হংস যেমন জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধাংশই পান করে, জল পান করে না, সেইরূপ জলৌকাও দুষ্ট ও শুদ্ধ রক্ত মিশ্রিত থাকিলেও তন্মধ্য হইতে দুষ্ট রক্তই আকর্ষণ করিয়া থাকে। পশ্চাৎ শুদ্ধ রক্ত পান করে॥ ৪৪

জলৌকা-দষ্ট স্থানে তোদ বা কণ্ডু হইলে তখন এক একটি করিয়া জলৌকা মোক্ষণ করিবে, যদি জলৌকা রক্ত লোলুপ হইয়া না ছাড়ে তাহা হইলে উহার মুখে হরিদ্রাচূর্ণ বা লবণচূর্ণ

লাগাইয়া দিবে, তাহা হইলে ছাড়িয়া দিবে। পরে উহার গাত্র সূক্ষ্ম তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা অবকীর্ণ এবং মুখ তৈল লবণ দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া সম্যক্ রূপে বমন করাইবে॥ ৪৫

কৃতবমন জলৌকা সমূহকে রক্তমদ হইতে রক্ষা করিয়া সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত আর তাহাদিগকে রক্তমোক্ষণ কার্য্যে প্রয়োগ করিবে না। সম্যক্ বমনে উহাদের পূর্ব্ববৎ পটুতা ও দৃঢ়তা জন্মে কিন্তু অতি বমনে ক্লম বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আর দুর্ব্বান্ত হইলে অর্থাৎ অসম্যক্ বমিত হইলে স্তব্ধতা ও মত্ততা উপস্থিত হয়॥ ৪৬।৪৭

জলৌকা সমূহকে মৃত্তিকামিশ্র জলপূর্ণ ঘটে স্থাপন করিবে, এবং লালা মূত্র পুরীষাদির ক্লিন্নতা নিবারণার্থ তিন দিন বা পাঁচ দিন অন্তর উক্ত ঘট পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। বহুদিন একটী ঘটে জলৌকা রাখিলে তাহারা নির্ব্বিষ হইলেও লালাদির সম্পর্কে সবিষ হইয়া থাকে॥ ৪৮

অশুদ্ধ রক্ত অবশিষ্ট থাকিলে জলৌকা দষ্ট স্থান হরিদ্রা গুড় ও মধু দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে। পরে শতধৌত ঘৃতে তুলা ভিজাইয়া তাহা দষ্টস্থানে বসাইয়া দিবে, এবং যষ্টিমধু চন্দন বেণামূল প্রভৃতি শীতবীর্য্য দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। দুষ্ট রক্তের নিঃসরণ হইলে সদ্যই শোথ শৈথিল্য দাহ প্রভৃতি রোগযন্ত্রণার শান্তি হইয়া থাকে। অশুদ্ধ রক্ত স্বকীয় আশয় হইতে চালিত হইয়া ব্রণ-স্থানে গমন করে এবং পর্য্যুষিত হইয়া অম্লীভূত হয়, সেইজন্য পুনর্ব্বার উহা স্রাব করাইবে॥ ৪৯।৫০

রক্ত পিত্ত দ্বারা দূষিত হইলে ইহার স্রাবণার্থ অলাবু ও ঘটিকা যন্ত্র প্রয়োগ করিবে না। কারণ অলাবু ও ঘটিকা যন্ত্রস্থ অগ্নি সম্পর্কে পিত্ত ও রক্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে। তবে কফ ও বায়ু দ্বারা রক্ত দূষিত হইলে উক্ত যন্ত্র ব্যবহার করিবে।

রক্ত কফ দ্বারা দুষ্ট হইলে শৃঙ্গ দ্বারা নির্হরণ করিবে না। কারণ কফদুষ্ট রক্ত গাঢ় হয় বলিয়া অগ্নিসম্পর্কশূন্য শৃঙ্গযন্ত্র ঐ কফকে বিলীন করিতে পারে না। কিন্তু রক্ত বাতপিত্ত দ্বারা দূষিত হইলে তাহা শৃঙ্গ দ্বারা নির্হরণ করিবে॥ ৫১।৫২

রক্তমোক্ষণ করিবার পূর্ব্বে গাত্রপ্রদেশ (অর্থাৎ যে স্থানে রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে) বস্ত্র বা রজ্জু দ্বারা দৃঢ় ও সমভাবে বাঁধিয়া স্নায়ু সন্ধি অস্থি ও মর্ম্ম স্থান ত্যাগ করিয়া নিম্নদেশ হইতে উপর দিকে শস্ত্রপদ দ্বারা প্রচ্ছান করিবে (চিরিবে)। শস্ত্রপদ যেন গভীর কর্কশ অতিঘন ও বক্র না হয়। এবং শস্ত্রপাতের উপর শস্ত্রপদ করা না হয়॥ ৫৩।৫৪

প্রচ্ছান দ্বারা একদেশস্থিত রক্ত, জলৌকা দ্বারা গ্রন্থি অর্ব্বুদ প্রভৃতির গ্রন্থিত রক্ত, শৃঙ্গাদি দ্বারা সুপ্তস্থানের রক্ত এবং শিরাবেধন দ্বারা সর্ব্বশরীরের দূষিত রক্ত নির্হরণ করিবে॥ ৫৫

অথবা পিণ্ডিত রক্তে প্রচ্ছান, অবগাঢ় রক্তে জলৌকা, ত্বগ্‌গত রক্তে অলাবু শৃঙ্গ ও ঘটী যন্ত্র প্রয়োগ এবং সর্ব্বশরীরব্যাপী রক্তে শিরাবেধ করিবে। কিংবা বাতাদিস্থান স্থিত রক্ত ক্রমশঃ শৃঙ্গ জলৌকা ও অলাবু দ্বারা আকর্ষণ করিবে। অর্থাৎ বাতাশয়স্থ রক্ত শৃঙ্গ দ্বারা, পিত্তা-শয়স্থ রক্ত জলৌকা দ্বারা এবং কফাশয়স্থ রক্ত অলাবু দ্বারা মোক্ষণ করিতে হইবে॥ ৫৬

স্রুতরক্ত ব্যক্তিকে শীতল প্রলেপাদি দিলে শৈত্যগুণে বায়ুর প্রকোপ হওয়ায় তাহার তোদ কণ্ডু ও শোথ হইতে পারে, এরূপ স্থলে উষ্ণ ঘৃত দ্বারা সেচন করিবে॥ ৫৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা সিরাব্যধবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

বিশুদ্ধ রক্তের লক্ষণ। যে রক্ত মধুর ও কিঞ্চিৎ লবণ রস, নাতিশীতোষ্ণ, অসংহত (দ্রব), রক্তপদ্ম ইন্দ্রগোপ কীট বা স্বর্ণসদৃশবর্ণবিশিষ্ট অথবা মেষ ও শশরক্ত তুল্য লোহিত বর্ণ তাহাকে শুদ্ধ রক্ত বলে। এই বিশুদ্ধ রক্ত দ্বারাই দেহের স্থিতি হইয়া থাকে। (এস্থলে বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা শুদ্ধ রক্তের অনেক প্রকার বর্ণ নির্দ্দেশিত হইল) ॥ ২

• এই বিশুদ্ধ রক্ত প্রায়ই পিত্তজনক (ক্ষারোষ্ণ তীক্ষ্ণাদি) এবং শ্লেষ্মজনক (মাষকলায় তিল প্রভৃতি) দ্রব্য দ্বারা প্রদূষিত হইয়া থাকে। পুরাকৃত দৈব এবং শরৎ কালের স্বভাবও রক্তদুষ্টির হেতু হইয়া থাকে। দূষিত রক্ত বিসর্প, বিদ্রধি, প্লীহা, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, মুখরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ, মদ, তৃষ্ণা, লবণাস্যতা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, রক্তপিত্ত, কটু ও অম্লরসান্বিত উদ্গার এবং ভ্রম রোগ উৎপাদন করে। এতদ্ ব্যতীত যে সকল সাধ্য রোগ শীত উষ্ণ স্নিগ্ধ ও রুক্ষাদি ক্রিয়া দ্বারা সম্যক্ চিকিৎসিত হইলেও প্রশমিত হয় না, তাহাদিগকেও রক্তপ্রকোপজ বলিয়া জানিবে। এই সমস্ত রোগে উদ্রিক্ত রক্ত স্রাব করিবার জন্য শিরাবেধ করিবে ॥ ৩—৬

ষোড়শ বৎসরের ন্যূন ও সপ্ততি বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তির শিরাবেধ করিবে না। যাহারা অস্নিগ্ধ অস্বেদিত বা অতিস্বেদিত, কিংবা গর্ভিণী অথবা সূতিকাজীর্ণ তাহাদের এবং যাহারা বায়ু রোগ রক্তপিত্ত শ্বাস কাস অতিসার উদর বমি পাণ্ডু ও সর্ব্বাঙ্গশোথ রোগে পীড়িত তাহাদের শিরা মোক্ষণ করিবে না। স্নেহ পানের ও বমন বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্মের পর শিরাবেধ করিবে না। অবদ্ধা অনুত্থিতা ও তির্য্যগ্‌ভাবে স্থিতা শিরা বেধ করিবে না। অতিশীতে অতি উষ্ণে প্রবল বাতে ও মেঘোদয় কালেও শিরাবেধ অবিধেয়। কিন্তু রোগ যদি আত্যয়িক (ভয়ঙ্কর) হয়, তাহা হইলে শীতোষ্ণাদির প্রতিকার করিয়া শিরাবেধ করিবে ॥ ৭—৯

শিরোরোগে ও নেত্ররোগে ললাটের অপাঙ্গের বা নাসিকার সমীপস্থ শিরা বেধ করিবে। কর্ণরোগে কর্ণস্থ শিরা, নাসারোগে নাসিকার অগ্রভাগস্থ শিরা, পীনস রোগে নাসা ও ললাটের শিরা, মুখরোগে জিহ্বা ওষ্ঠ হনু ও তালুগত শিরা, জত্রুর ঊর্দ্ধগত গ্রন্থিরোগে গ্রীবা কর্ণ শঙ্খ ও ললাটস্থ শিরা, উন্মাদে বক্ষঃ অপাঙ্গ ও ললাটস্থ শিরা, অপস্মারে হনুসন্ধিস্থিত বা সমস্ত হনুগত অথবা ভ্রূমধ্যস্থিত শিরা, বিদ্রধি ও পার্শ্বশূলে পার্শ্ব কক্ষা ও স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থিত শিরা, তৃতীয়ক জ্বরে স্কন্ধসন্ধিস্থ শিরা, চতুর্থক জ্বরে স্কন্ধের অধোগত শিরা, শূলযুক্ত প্রবাহিকা রোগে কটীর দুই অঙ্গুলি অন্তরে অবস্থিত শিরা, শুক্ররোগে ও মেঢ্রোগে মেঢ্রস্থিত শিরা, গলগণ্ড ও গণ্ডমালা রোগে ঊরুস্থ শিরা, গৃধ্রসী রোগে জানুর চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে বা নিম্নে অবস্থিত শিরা, অপচীরোগে ইন্দ্রবস্তির দুই অঙ্গুলি নিম্নস্থ শিরা, সক্থি পীড়া ও ক্রোষ্টুশীর্ষক রোগে গুল্ফদেশের চারি অঙ্গুল উপরিস্থ শিরা, পাদদাহে, খুডুকাবাতে, পাদহর্ষে, বিপাদিকায়, বাতকণ্টকে ও চিপ্পরোগে ক্ষিপ্রমর্ম্মের দুই অঙ্গুলি উপরিস্থ শিরা, এবং বিশ্বাচী রোগে গৃধ্রসীর ন্যায় জানুর চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধ

বা অধোবেশের শিরা বেধ করিবে। বেধার্থ উক্ত শিরা সকলের অদর্শন হইলে ব্যাধি অনুসারে সমীপস্থ মর্ম্মবর্জ্জিত স্থানের অপর শিরা বিদ্ধ করিবে॥ ১০—১৮

শিরাবেধ করিবার পূর্ব্বে রোগিকে স্নেহ পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। তৎপরে শিরাবেধ কার্য্যের উপযোগী দ্রব্য সমূহ সংগ্রহ করিয়া রোগিকে স্নিগ্ধ মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। অনন্তর কৃতস্বস্ত্যয়ন অগ্নি ও আতপে স্বিন্নগাত্র রোগী, জানুসম উচ্চ আসনে জানুর উপর কনুই রাখিয়া উপবিষ্ট হইলে মৃদু বস্ত্র দ্বারা তাহার মস্তকের কেশান্ত ভাগ বান্ধিয়া দিবে। গ্রীবাদেশে বস্ত্র দিয়া সেই বস্ত্রের প্রান্তদ্বয় দুই মুষ্টি দ্বারা টানিয়া মন্যা শিরা দ্বয়কে প্রপীড়িত করিবে, সেই সময়ে দন্ত প্রপীড়ন উৎকাস গণ্ডাধ্মান (গাল ফুলান) করিতে হইবে। তৎপরে রোগির স্কন্ধ দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যে মধ্যে বামতর্জ্জনী স্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত পৃষ্ঠ দেশ বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া বান্ধিবে। ইহা অন্তর্ম্মুখ (মুখাভ্যন্তরস্থ) শিরা ভিন্ন উত্তমাঙ্গগত শিরা সমূহের যন্ত্রণ বিধি॥ ১৯—২২

রোগিকে যন্ত্রবদ্ধ করণানন্তর বৈদ্য বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠবিমুক্ত মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা শিরাকে তাড়না করিবে। পরে স্পর্শ দ্বারা কিংবা অঙ্গুষ্ঠ পীড়ন দ্বারা শিরাকে উত্থিত জানিয়া কুঠারিকা শস্ত্র বাম হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক ফলোদ্দেশে নিষ্কম্পভাবে শিরা মধ্যে স্থাপন করিয়া বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবে। লক্ষ্যস্থির হইলে উপযুক্ত শস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ শিরা মোক্ষণ করিবে, ব্রীহিমুখ শস্ত্র দ্বারা উক্ত শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণার্থ অঙ্গুষ্ঠাদি দ্বারা পীড়ন করিবে॥ ২৩।২৪

নাসিকার অগ্রভাগ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উন্নত করিয়া নাসিকা সমীপস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে।

জিহ্বার অধঃস্থিত শিরা বেধ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ উন্নত করিয়া তালু দেশে লাগাইবে কিংবা উপর পাটীর দন্তে দংশন করিয়া (আট্‌কাইয়া) রাখিবে॥ ২৫

গ্রীবাস্থিত শিরা বেধ কালে বস্ত্র দ্বারা স্তনদ্বয়ের ঊর্দ্ধদেশ যন্ত্রিত করিবে। প্রথমে দুই খণ্ড প্রস্তর দুই মুষ্টিতে ধারণ ও হস্তদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক জানুর উপর স্থাপন করিবে। পরে কুক্ষি হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত স্থান মর্দ্দিত এবং বস্ত্র দ্বারা ঊর্দ্ধভাগে বদ্ধ করিয়া গ্রীবাস্থিত শিরা বিদ্ধ করিবে॥ ২৬

হস্তস্থ শিরা বেধ্য কালে রোগী সুখোপবিষ্ট হইয়া অঙ্গুষ্ঠগর্ভ মুষ্টি বন্ধন পূর্ব্বক হস্তদ্বয় প্রসারিত করিবে। বেধ্য স্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে বস্ত্র দ্বারা পটী বাঁধিয়া শিরা বেধ করিবে॥ ২৭

রোগিকে দুই বাহু দ্বারা কোন অবলম্ব্য বস্তু ধরাইয়া তাহার পার্শ্বদেশস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে॥ ২৮

মেঢ়, প্রহৃষ্ট হইলে তদাশ্রিত শিরা বিদ্ধ করিবে। জানু প্রসারিত করাইয়া জঙ্ঘার শিরা বিদ্ধ করিবে।

পাদস্থ শিরা বিদ্ধ করিবার নিয়ম। যে পাদের শিরা বেধ করিতে হইবে, সেই পাদকে ভূম্যাদির উপর সুন্দরভাবে স্থাপন করিয়া জানুসন্ধির অধোদেশ হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত গাঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে এবং বেধ্য চরণের উপর দ্বিতীয় চরণ ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে স্থাপন করিয়া হস্ত শিরাবেধের নিয়ম অনুসারে বেধ্যস্থানের চতুরঙ্গুল উপরে বস্ত্রপট্ট দ্বারা যন্ত্রিত করিয়া শিরা বেধ করিবে

এই রূপে শরীরের অন্যান্য প্রদেশেও স্থানানুসারে এবং ক্রিয়া সৌকর্য্যার্থ উপায়জ্ঞ চিকিৎসক যথোপযুক্ত যন্ত্র কল্পনা করিবেন॥ ২৯—৩১

শরীরের মাংসল স্থানে ব্রীহিমুখ নামক শস্ত্র ব্রীহি পরিমাণে এবং অস্থির উপরে কুঠারিকা শস্ত্র যবার্দ্ধ পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া শিরা বেধ করিবে॥ ৩২

শিরা সম্যক্ বিদ্ধ হইলে রক্ত ধারাকারে নিঃসৃত হয় কিন্তু যন্ত্রমুক্ত হইলে আর স্রাব হয় না। অল্প বিদ্ধ হইলে অল্পক্ষণ স্রাব করে, অসম্যক্ বিদ্ধ হইলে তৈল ও চূর্ণ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সশব্দ স্রাব করে, এবং অতিবিদ্ধ হইলে অতিস্রাব করে ও অতিদুঃখে স্রাব বন্ধ হয়॥ ৩৩

রক্তস্রাব না হইবার কারণ। ভয়, মূর্চ্ছা, যন্ত্রের (বন্ধনের) শৈথিল্য, ভগ্নশস্ত্র, অতিতৃপ্তি-পূর্ব্বক ভোজন, দুর্ব্বলতা, মলমূত্রাদির সঞ্জাত বেগ ও অস্বেদ (স্বেদ ক্রিয়া না করা) এই সকল কারণে রক্তস্রাব হয় না। অতএব রক্তস্রাব কালে এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে॥ ৩৪

সম্যক্‌রূপে রক্তস্রাব না হইলে বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, তগরপাদুকা, গৃহধূম (ঝুল), লবণ ও তৈল এই সকল দ্রব্য দ্বারা শিরামুখ প্রলিপ্ত করিবে। রক্ত সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে ঈষদুষ্ণ তৈল ও লবণ শিরামুখে প্রয়োগ করিবে।

রক্ত ও পীতবর্ণ মিশ্রিত কুসুম ফুল হইতে যেমন অগ্রে পীতবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হয়, সেইরূপ দুষ্টা-দুষ্ট রক্ত একত্র মিশ্রিত থাকিলেও রক্তস্রাব কালে প্রথমে দুষ্ট রক্তই স্বভাবতঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে। রক্ত সম্যক্‌রূপ স্রাব হওয়ার পর স্বয়ং বন্ধ হইলে জানিবে আর দুষ্ট রক্ত নাই। অতঃপর আর স্রাব করাইবে না। কারণ শুদ্ধ রক্তই জীবন হেতু॥ ৩৫—৩৭

রক্তমোক্ষণ কালে মূর্চ্ছা হইলে যন্ত্র খুলিয়া দিয়া ব্যজন দ্বারা বাতাস করিবে, তাহাতে রোগী সমাশ্বস্ত হইলে পুনর্ব্বার রক্তস্রাব করাইবে। কিন্তু তৎপরেও আবার মূর্চ্ছিত হইলে সে দিন আর দুষ্ট-রক্ত স্রাব করাইবে না। পর দিবসে বা তৃতীয় দিবসে স্রাব করাইবে॥ ৩৮

বাত-দুষ্ট রক্ত শ্যাব বা অরুণ বর্ণ, রুক্ষ, বেগস্রাবী, স্বচ্ছ ও ফেনিল; পিত্তদুষ্ট রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, আমগন্ধবিশিষ্ট, উষ্ণত্ব হেতু অস্কন্দি (পাতলা) ও ময়ূরপুচ্ছবৎ চন্দ্রক-বিশিষ্ট; কফদুষ্ট রক্ত স্নিগ্ধ পাণ্ডুবর্ণ তন্তুবিশিষ্ট পিচ্ছিল ও ঘন; দ্বিদোষ দুষ্ট রক্ত উভয় লক্ষণাক্রান্ত এবং ত্রিদোষ-দুষ্ট রক্ত পূর্ব্বোক্ত ত্রিদোষলক্ষণান্বিত মলিন ও আবিল (ঘন) হইয়া থাকে॥ ৩৯।৪০

রোগী বলবান্ হইলেও তাহার দুষ্ট-রক্ত এক প্রস্থের (সাড়ে তের পল) অধিক স্রাব করাইবে না। কারণ অতিরক্তস্রাবে মৃত্যু বা দারুণ বাতরোগ সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতিরক্ত স্রাবে অভ্যঙ্গ, মাংস-রস, দুগ্ধ ও রক্ত পান হিতকর।

রক্তস্রাবের পর ধীরে ধীরে যন্ত্র অপনয়ন করিয়া শীতল জল দ্বারা শিরামুখ প্রক্ষালিত করিবে। এবং তৈলে তুলা ভিজাইয়া তাহা শিরামুখে দিয়া বন্ধন করিবে। স্রাবের পরও যদি দুষ্টরক্ত-লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে সেই দিন অপরাহ্নে বা পরদিন পুনর্ব্বার রক্তস্রাব করাইবে। রক্তঃঅতি দূষিত হইলে রোগিকে স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া পক্ষান্তে রক্তস্রাব করাইবে। অশুদ্ধ রক্ত অবশিষ্ট থাকিলে সেই দিন অপরাহ্নে বা পরদিন পুনশ্চ রক্তস্রাব করাইবে। মোটের উপর এক প্রস্থের (সাড়ে তের পলের ১৷৶০) অধিক রক্তস্রাব করাইবে না॥ ৪১—৪৩

যেহেতু দুষ্টরক্ত কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলেও তজ্জন্য ব্যাধি বর্দ্ধিত হইতে পারেনা, অতএব সশেষ দুষ্ট রক্তও ধার্য্য। একবারে অতিস্রাব ভাল নহে। দুষ্ট রক্ত যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা শৃঙ্গাদি দ্বারা হরণ করিবে বা শীতোপচার, পিত্ত-রক্ত নাশক চিকিৎসা, বমন বিরেচনাদি শুদ্ধি ও লঙ্ঘন রূপ বিশোষণ দ্বারা প্রসন্ন (কলুষতা রহিত) করিবে। শিরাবেধ দ্বারা সেই অপ্রবৃদ্ধ দুষ্টরক্তের নির্হরণে যত্ন করিবে না। কারণ তাহাতেও বিপদ আছে। রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে শীঘ্র বক্ষ্যমাণ স্তম্ভনী ক্রিয়া করিবে॥ ৪৪—৪৬

স্তম্ভন ঔষধ। লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বকম কাষ্ঠ, মাষ কলাই, যষ্টিমধু, গিরিমাটী, মৃৎকপাল (খাপরা), রসাঞ্জন, রেশমী বস্ত্র ভস্ম, এবং বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্ ও অঙ্কুর। ইহাদের চূর্ণ শিরাব্রণমুখে প্রয়োগ করিবে এবং পদ্মকাদিগণের শীতকষায় পান করিবে॥ ৪৭

ইহাতেও রক্ত বন্ধ না হইলে পূর্ব্ববিদ্ধ স্থানের অব্যবহিত পরে আবার সেই শিরা বিদ্ধ করিবে। অথবা তপ্ত শলাকা দ্বারা শিরামুখ শীঘ্র দগ্ধ করিয়া দিবে॥ ৪৮

রক্তস্রাবানন্তর কর্ত্তব্য। যন্ত্রনিপীড়ন হেতু উন্মার্গগামী এবং রক্তপ্রাপ্ত প্রদুষ্ট দোষ সমূহ যত দিন পর্য্যন্ত স্বস্থানে না আসিবে, তত দিন পর্য্যন্ত হিতকর আহার বিহার করিবে॥ ৪৯

রক্তস্রাবান্তে নাত্যুষ্ণ নাতিশীত লঘু ও দীপনীয় অন্নপান হিতজনক। কারণ তৎকালে শরীরে রক্ত অনবস্থিত অর্থাৎ চলিতবৃত্তি থাকে সেই জন্য হিতকর অন্নপানাদি দ্বারা অগ্নিকে বিশেষভাবে মহাযত্নে রক্ষা করিবে। (শরীরের আধার রক্ত, রক্তের আধার পিত্ত, পিত্তের আধার অগ্নি, অতএব অগ্নি রক্ষণীয়)॥ ৫০

যে ব্যক্তির বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সমূহ প্রসন্ন, রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহে অভিলাষ, পরিপাকে সম্যক্ সামর্থ্য, সুখ, শরীরের পুষ্টি ও যথাযথ বল থাকে, তাহাকে বিশুদ্ধরক্ত পুরুষ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির রক্ত শুদ্ধি আছে॥ ৫১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা শল্যাহরণ বিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

শল্য সমূহের গতি পাঁচ প্রকার। যথা—বক্র গতি, ঋজু গতি, তির্য্যগ্ গতি, ঊর্দ্ধ গতি ও অধোগতি। (লৌহ পাষাণ কাষ্ঠাদি কোন পদার্থ শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া জন্মাইলে তাহাকে শল্য কহে)॥ ২

অন্তঃশল্য ব্রণের লক্ষণ। সংক্ষেপতঃ যে ব্রণ শ্যামবর্ণ, শোথ ও বেদনা যুক্ত, মুহুর্মুহুঃ শোণিত স্রাবী, উন্নত বুদ্বুদের সদৃশ, পিড়কাব্যাপ্ত ও কোমল মাংস, তাহাকে অন্তঃশল্য বলিয়া জানিবে॥৩

বিশেষতঃ শল্য ত্বগ্‌গত হইলে বিবর্ণ, কঠিন ও আয়ত শোথ জন্মে। মাংসগত হইলে চোষ (সর্ব্বাঙ্গগত তীব্র অস্থিরতা বিশিষ্ট দাহকে চোষ কহে) ও শোথের বৃদ্ধি, পীড়নাক্ষমতা, ও পাক হয়। ইহাতে শল্যকৃত ব্রণের মুখ পুরে না। পেশীগত শল্যের লক্ষণও মাংসগত শল্য লক্ষণের ন্যায় জানিবে, কেবল ইহাতে শোথ হয় না। ৪'৫

স্নায়ুগত শল্য- স্নায়ু সমূহের আকর্ষণ, ক্ষোভ, স্তব্ধতা ও বেদনা উৎপাদন করে। ইহা দুর্হরণীয়। শিরাগত শল্য শিরাধ্মান ও স্রোতোগত শল্য স্রোতঃসমূহের কার্য্য ও গুণের হানি করিয়া থাকে। (যেমন কণ্ঠস্রোতোগত শল্য পানাহার রোধ করে ইত্যাদি)॥ ৬।৭

শল্য ধমনীগত হইলে কুপিত বায়ু ফেনযুক্ত রক্ত নিঃসারণ করে এবং শব্দবিশিষ্ট হইয়া নির্গত হয়। ইহাতে হৃল্লাস ও অঙ্গপীড়া হইয়া থাকে। শল্য অস্থিসন্ধি প্রাপ্ত হইলে অস্থির প্রবল ক্ষোভ ও পূর্ণতা হয়। অস্থিগত হইলে অনেক প্রকার বেদনা ও শোথ হয়। সন্ধিগত হইলে অস্থিগত শল্যের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সন্ধি চেষ্টার উপরম হইয়া থাকে। শল্য কোষ্ঠ-গত হইলে আটোপ আনাহ এবং ক্ষত মুখ দিয়া অন্ন মল ও মূত্র নির্গত হয়। মর্ম্মাশ্রিত হইলে মর্ম্ম বেধের লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়॥ ৮—১১

ত্বগাদিগত অন্তঃশল্য যে কেবল উক্ত লক্ষণ সমূহ দ্বারাই লক্ষ্য করিবে, তাহা নহে। যথা-যথ পরিস্রাব ও রূপ দ্বারাও তাহা অবগত হইবে॥ ১২

বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ দেহ ব্যক্তিগণের শরীরে যদি শল্য অনুলোম ভাবে থাকে তাহা হইলে ঐ শল্য ব্রণ সংরূঢ় হয়, কিন্তু ক্ষত মুখ সংরূঢ় হইলেও (পুরিয়া উঠিলেও) বাতাদি দোষের প্রকোপ ও অভিঘাতাদির ক্ষোভ বশতঃ উহা পুনরায় পীড়াকর হইয়া থাকে॥ ১৩১৪

ত্বগাদির অভ্যন্তরস্থ অলক্ষিত শল্যের জ্ঞানোপায়। ত্বকের উপর যে স্থানে অভ্যঙ্গ স্বেদ ও মর্দ্দন করিলে লৌহিত্য বেদনা দাহ ও ক্ষোভ উপস্থিত হয় অথবা যে স্থানে গাঢ় ঘৃত রাখিলে তাহা গলিয়া যায় বা যেখানে প্রলেপ দিলে তাহা শীঘ্র শুকাইয়া যায়, সেই স্থানে শল্য আছে জানিবে॥ ১৫

মাংস মধ্যে অদৃশ্য শল্য জ্ঞানোপায়। বমন বিরেচনাদি সংশোধন রূপ কর্শন দ্বারা যে স্থান শিথিল হইবে অথবা ক্ষোভ (নানাপ্রকার বেদনা বিশেষ) দ্বারা যে স্থান লৌহিত্যাদি বর্ণ যুক্ত হইবে, সেই স্থানে শল্য আছে বুঝিবে।

পেশী অস্থিসন্ধি ও কোষ্ঠগত অনুদ্দিষ্ট শল্য সমূহও এই নিয়মে অবগত হইবে॥ ১৬

অভ্যঙ্গ স্বেদ বন্ধন পীড়ন মর্দ্দন প্রসারণ ও আকুঞ্চন দ্বারা অস্থিগত অদৃশ্য শল্য লক্ষ্য করিবে। সন্ধিনষ্ট শল্যও এইরূপে পরীক্ষা করিবে। স্নায়ু শিরাস্রোত ও ধমনীমধ্যে শল্য প্রনষ্ট হইলে রোগিকে অশ্বযুক্ত খণ্ডচক্র রথে বা গাড়ীতে আরোহণ করাইয়া অসমান (বন্ধুর) পথে ভ্রমণ করাইবে। সেই গাড়ীর ক্ষোভহেতু শরীরে যে স্থানে বেদনা হইবে, সেইস্থানে শল্য আছে জানিবে॥ ১৭।১৮

মর্ম্মনষ্ট শল্যের বিষয় পৃথক্ উক্ত হইল না। কারণ মর্ম্ম মাংসাদিসংশ্রিত; সুতরাং মাংসাদি গত শল্যের যে পরীক্ষা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মর্ম্মগত শল্যেরও সেই পরীক্ষা জানিবে॥ ১৯

বিশেষভাবে নষ্টশল্য লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে সামান্যভাবে নষ্টশল্য লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত লক্ষণ কথিত হইতেছে—শ্বাস প্রশ্বাস ও প্রাণায়ামাদি ক্ষোভোৎপাদক ক্রিয়াদ্বারা শরীরের যে স্থান বেদনান্বিত হইবে, সাধারণতঃ সেই স্থানই সশল্য বলিয়া জানিবে॥ ২০

অনুপলব্ধ শল্য যে স্থান দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে সেই ক্ষতমুখের আকার দেখিয়া অর্থাৎ শল্যক্ষত বর্ত্তুল কি বিস্তৃত বা ত্রিকোণ কিংবা চতুষ্কোণ তাহা দেখিয়া সংক্ষেপতঃ অদৃশ্য শল্যের আকৃতি স্থির করিবে॥ ২১

শল্যসমূহের আকর্ষণোপায় কথিত হইতেছে। অদৃশ্য শল্য সমূহ প্রতিলোম ও অনুলোম ভাবে আহরণ করিতে হয়। (প্রতিলোম—শরীরান্তঃপ্রবেশের বিপরীত ভাব এবং অনুলোম শরীরান্তঃপ্রবেশের অনুগামী)। অধোমুখে বা উর্দ্ধমুখে প্রবিষ্ট শল্য বিপরীতভাবে আহরণ করিবে। অর্থাৎ অধোমুখে প্রবিষ্ট শল্য প্রতিলোমে এবং উর্দ্ধমুখে প্রবিষ্ট শল্য অনুলোমে আকর্ষণ করিবে। তির্য্যগ্‌গত শল্য মাংসাদি ছেদন করিয়া বাহির করিতে সুবিধা হয়, অতএব উহা মাংসাদি ছেদন করিয়াই আহরণ করিবে॥ ২২—২৪

উরঃস্থ, কক্ষাস্থ (বগলেস্থিত), বঙ্ক্ষণ স্থিত, পার্শ্বগত, প্রতিলোমগ, অনুত্তুণ্ড (যাহা বাহিরে বুদ্‌বুদের ন্যায় উন্নত না হয়), ছেদ্য ও বিস্তৃতমুখ শল্য নির্ঘাতন করিয়া আকর্ষণ করিবে না॥ ২৫

বিশল্যঘ্ন শল্য অর্থাৎ যে শল্য উত্তোলন করিলেই মৃত্যু হয় তাহা এবং নিরুপদ্রব শল্য উদ্ধার করিবে না॥ ২৬

করপ্রাপ্য (হস্তে ধরিবার মত) শল্য হস্ত দ্বারা আহরণ করিবে। যে শল্য করপ্রাপ্য নহে অথচ দেখা যায় তাহা সিংহাস্য, সর্পাস্য, মকরমুখ, বর্মিমুখ বা কর্কটমুখ শস্ত্রদ্বারা আহরণ করিবে॥ ২৭

অদৃশ্য শল্য যদি কঙ্কমুখাদি শস্ত্রদ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে ব্রণসংস্থান হইতে কঙ্কমুখ, ভৃঙ্গমুখ, কুররমুখ, শরারিমুখ বা বায়সমুখ শস্ত্রদ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া নির্হরণ করিবে॥ ২৮

শল্য ত্বক্ শিরা স্নায়ু ও মাংসাদিগত হইলে সন্দংশ (সাঁড়াশী) দ্বারা আকর্ষণ করিবে। সুষির শল্য ত্বগাদিগত হইলে তালযন্ত্রদ্বারা, সুষিরস্থ শল্য নাড়ীযন্ত্র দ্বারা এবং অন্যান্য শল্য উপযোগী যন্ত্রদ্বারা আহরণ করিবে॥ ২৯।৩০

প্রথমে শস্ত্রদ্বারা মাংসাদি ছেদন করিয়া ব্রণস্থান রক্তশূন্য করিবে তৎপরে ঘৃতদ্বারা স্বেদ প্রদান এবং বস্ত্র পট্টাদি দ্বারা (ঘৃত মধু দিয়া) বাঁধিয়া স্নেহবিধ্যুক্ত আচার সমূহ প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিবে॥ ৩১

সিরা ও স্নায়ুতে লগ্ন শল্য শলাকাদ্বারা চালিত (শিথিল) করিয়া নির্হরণ করিবে। হৃদয়স্থিত শল্য নির্হরণার্থ রোগিকে শীতল জল সেকদ্বারা ত্রাসিত করিবে, তাহাতে শল্য স্থানান্তর গত হইলে তখন যথাবিধি আকর্ষণ করিয়া শরীরের অন্যস্থানস্থ শল্যও দুরাকর্ষ হইলে উক্তরূপ কোন উপায়ে তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া নির্হরণ করিবে॥ ৩২—৩৪

বলবান্ ব্যক্তির অস্থিতে শল্য বিদ্ধ হইলে তাহাকে পাদ দ্বারা পীড়ন ও যন্ত্র দ্বারা শল্য ধারণ করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিবে। ইহাতে অসমর্থ হইলে বলবান্ কিঙ্কর দ্বারা তাহাকে সুবদ্ধ

করিয়া কঙ্কমুখাদি যন্ত্র দ্বারা শল্য আহরণ করিবে। এই প্রকারেও শল্যাহরণে অসমর্থ হইলে শস্ত্রাদিময় শল্যের শিখাকার মূলভাগ বক্রীকৃত করিয়া ধনুকের চর্ম্মনির্ম্মিত ছিলা দ্বারা বান্ধিবে, (এবং ধনুক ছাড়িয়া দিবে তাহাতে শল্য উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে।) পরে পঞ্চাঙ্গী বন্ধন দ্বারা অশ্বকে সুবদ্ধ করিয়া উহার লাগামে উক্ত ছিলা বান্ধিয়া দিবে এবং কশা দ্বারা অশ্বের মস্তকে তাড়না করিবে, ইহাতে অশ্ব বেগে মস্তক উত্তোলন করিলে শল্যও উদ্ধৃত হইবে। অথবা উক্ত প্রকারে বদ্ধ ছিলা, বৃক্ষের একটী শাখা নোওয়াইয়া তাহাতে বান্ধিবে এবং ছাড়িয়া দিবে, ইহাতেও হস্তমুক্ত শাখা বেগে উর্দ্ধে উঠিলে শল্য বহির্গত হইয়া যাইবে। শল্য বারঙ্গ দুর্ব্বল অর্থাৎ অশক্ত হইলে কুশাদি (বাঁশের চোঁচ প্রভৃতি) দ্বারা বাঁধিয়া শল্য আহরণ করিবে॥ ৩৫—৪০

শল্যবারঙ্গ শোথ দ্বারা আবৃত হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ শোথকে উৎপীড়িত অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে টিপিয়া শল্য উদ্ধার করিবে। বুদ্‌বুদবৎ সম্মুখভাগে উত্তুণ্ডিত শল্য মুদ্গরাহত নাড়ীযন্ত্র দ্বারা চালিত করিয়া নিষ্কাশিত করিবে। অমার্গে উত্তুণ্ডিত শল্যও উক্তরূপে চালিত করিয়া স্বমার্গে আনয়ন পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিবে। কর্ণ (কান) বিশিষ্ট শল্যের কর্ণ ভাঙ্গিয়া অথবা পঞ্চ-মুখচ্ছিদ্র প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত নাড়ীযন্ত্র দ্বারা ধরিয়া নির্হরণ করিবে। নিষ্কর্ণশল্য বিবৃতমুখ ও ঋজুভাবে অবস্থিত হইলে তাহাকে অয়স্কান্ত (চুম্বক) দ্বারা আহরণ করিবে। পক্কাশয়গত শল্য বিরেচন দ্বারা বিনির্হরণ করিবে॥ ৪১ – ৪৩

দুষ্ট বায়ু, বিষ, স্তন্য, রক্ত ও জলরূপ শল্য চূষণ দ্বারা হরণ করিবে। কণ্ঠস্রোতোগত শল্য নির্হরণ করিতে হইলে কার্পাসাদির সূত্র ও মৃণাল একত্র কণ্ঠমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। শল্য মৃণালে সংলগ্ন হইলে মৃণাল ও সূত্র এক সঙ্গে আকর্ষণ করিবে। ইহাতে কণ্ঠগত শল্য বহির্গত হইয়া যাইবে॥ ৪৪।৪৫

জতুনির্ম্মিত (গালা নির্ম্মিত) শল্য কণ্ঠস্রোতে প্রবিষ্ট হইলে একটী লৌহশলাকা অগ্নিতে উত্তপ্ত ও জলে নির্ব্বাপিত করিয়া তাহা নাড়ীযন্ত্রে প্রক্ষিপ্ত করিবে এবং ঐ নাড়ীযন্ত্র কণ্ঠস্রোতে প্রবেশ করাইয়া শল্য নির্হরণ করিবে। ঐ শল্য যদি কাঠাদিরূপ হয় তাহা হইলে জতুলিপ্ত শলাকা উক্ত নিয়মে প্রয়োগ করিয়া তাহা অপসারিত করিবে॥ ৪৬

মৎস্যাদির কণ্টক কণ্ঠস্রোতে প্রবিষ্ট হইলে কতকগুলি কেশ সূত্র দ্বারা বাঁধিয়া তাহা বমন-কারক পানীয় দ্রব্যের সহিত খাওয়াইবে; রোগী যখন বমন করিবে তখন উক্ত কেশ গুচ্ছ সহসা আকর্ষণ করিবে, তাহাতে কণ্টকাদি কেশসূত্রলগ্ন হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। এইরূপ নিয়মে অন্যশল্যও নির্হরণ করিবে। ৪৭

মুখ ও নাসাগত শল্য, (মুখ নাসিকাদ্বারা) বাহির করিতে না পারিলে, তাহাকে অন্তর্দিকে চালিত করিবে অর্থাৎ যে কোন উপায়ে উহাকে কোষ্ঠে আনয়ন করিয়া পরে নির্হরণ করিবে। গ্রাসশল্য (অর্থাৎ আহার কালে অন্নের গ্রাস গলায় আট্‌কাইলে) জল পান ও স্কন্ধদেশে আঘাত দ্বারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইবে॥ ৪৮

চক্ষুর্দ্বয়ে ও ব্রণে সূক্ষ্ম শল্য প্রবিষ্ট হইলে তাহা ক্ষৌমবস্ত্র কেশ বা জলসেক দ্বারা নির্হরণ করিবে॥ ৪৯

জলমগ্ন ব্যক্তির উদর জলপূর্ণ হইলে তাহাকে অধোমস্তক ও আয়ত করিয়া এবং ঊর্দ্ধদিকে পা করিয়া ঘুরাইয়া বমন করাইবে। অথবা মুখ পর্য্যন্ত ভস্মরাশিতে পুতিয়া রাখিবে ॥ ৫০

কর্ণ জলপূর্ণ হইলে অর্থাৎ কর্ণে জল ঢুকিলে ঐ কর্ণে তৈল বা জল দিয়া অঙ্গুলি দ্বারা মথিত করিবে, এবং অধোমুখ হইয়া বিপরীত দিকে আঘাত করিবে। অথবা শৃঙ্গাদি দ্বারা চূষণ করিবে। তাহাতে জল বাহির হইয়া যাইবে ॥ ৫১

কর্ণে পিপীলিকাদি কীট প্রবেশ করিলে ঈষদুষ্ণ লবণাম্বু বা শুক্ত দ্বারা কর্ণ পূরণ করিবে। তাহাতে ঐ কীট মরিয়া গেলে ক্লেদহর বিধি অবলম্বন করিবে ॥ ৫২

জতুনির্ম্মিত শল্য এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুকৃত শল্য দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থিত হইলে তাহা শরীরজ উষ্মা দ্বারা বিলীন হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকা বংশ কাষ্ঠ শৃঙ্গ অস্থি দন্ত কেশ প্রস্তর ও মৃন্ময় শল্য দেহোষ্মদ্বারা বিলয় প্রাপ্ত হয় না ॥ ৫৩।৫৪

শৃঙ্গ বংশ লৌহ ও দারুনির্ম্মিত শল্য সমূহ বহুকালেও বিলীন হয় না। কারণ উহারা শীঘ্রই মাংস ও রক্তকে পাক করে এবং সেই পাক জনিত উষ্মদ্বারা শল্য প্রায়ই পৃথক্‌ভূত হইয়া যায় ॥৫৫

শল্য যদি মাংসের গভীরপ্রদেশে প্রবিষ্ট হয় এবং সে স্থান না পাকে, তাহা হইলে মর্দ্দন স্বেদ প্রয়োগ বা কখন বমন বিরেচনাদি শোধন,কখন বা উপবাসাদি কর্ষণ ক্রিয়া, কদাচিৎ বৃংহণ, কদাচিৎ তীক্ষ্ণপ্রলেপ, তীক্ষ্ণ অন্নপান, কদাচিৎ ঘন শস্ত্র পদাঙ্কন (ঘন ঘন শস্ত্রপ্রয়োগে সেই স্থান চিরিয়া দেওয়া) ইত্যাদি দ্বারা সেই স্থান পাকাইয়া পাটন এষণ ও ভেদনাদি দ্বারা ঐ শল্য নির্হরণ করিবে ॥ ৫৬।৫৭

ধাতু-বিষাণ-বেণ্বাদি নানাবিধ শল্য, ত্বঙ্‌মাংসাদি নানাপ্রদেশ ও স্বস্তিকাদি যন্ত্রসমূহের বহুরূপতা দেখিয়া বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক উক্তানুক্ত উপায় সমূহ দ্বারা শল্য নিশ্চয় ও আহরণ করিবে ॥ ৫৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা শস্ত্রকর্ম্মবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

প্রায়ই শরীরের কোন স্থানে শোথ হইয়া সেই শোথ পাকিলে ব্রণ হয়। অতএব যত্নপূর্ব্বক শোথের এমন চিকিৎসা করিবে যাহাতে শোথ না পাকে। ইহাতে সুশীতল প্রলেপ পরিষেক রক্তমোক্ষণ ও সংশোধনাদি (কষায়পান ঘৃতপানাদি) ক্রিয়া করিবে ॥ ২

শোথের আম পচ্যমান ও পক্ক অবস্থা কথিত হইতেছে। যে শোথ অল্প স্ফীত, অল্প উষ্ণ, অল্প বেদনাযুক্ত, ত্বক্‌সমবর্ণ, কঠিন ও স্থির তাহাকে আমশোথ ; যে শোথ বিবর্ণ বা লোহিতবর্ণ, বস্তির ন্যায় (বায়ুপূর্ণ ভিস্তীর ন্যায়) আতত, স্ফুটনবৎ বেদনাবিশিষ্ট, সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত এবং যাহা অঙ্গমর্দ্দ জৃম্ভা সংরম্ভ (বাক্যাতীত নানাপ্রকার যন্ত্রণা) অরুচি দাহ উষা পিপাসা জ্বর ও অনিদ্রা এই সকল উপদ্রবযুক্ত ও ব্রণবৎ স্পর্শাসহ, তাহাকে পচ্যমান শোথ কহে। ইহাতে গাঢ় ঘৃত

দিলে গলিয়া যায়। পকশোথের লক্ষণ—বেদনার অল্পতা, ম্লানত্ব, পাণ্ডুবর্ণতা, বলির উৎপত্তি, মধ্যে উন্নতি ও প্রান্তভাগে নিম্নতা, কণ্ডু ও শোথাদির অল্পতা। জলপূর্ণ বস্তি টিপিলে তাহাতে যেমন জলের সঞ্চার অবগত হওয়া যায়, ইহাতেও সেইরূপ পূয়সঞ্চার জানা যায়॥ ৩—৬

ব্রণাদিতে বায়ু ভিন্ন বেদনা, পিত্ত ব্যতীত দাহ, কফাধিক্য ব্যতিরেকে শোথ এবং রক্ত বিনা রক্তবর্ণতা (ব্রণের লৌহিত্য) হয় না। এই হেতু কফাধিক দোষত্রয় এবং রক্তপ্রকোপ দ্বারা শোথ পাকিয়া থাকে॥ ৭

শোথ পাকিয়া যাওয়ার পর পূয নিঃসৃত না হইলে সেই অভ্যন্তরস্থ পূয স্নায়ু মাংসাদিকে দূষিত করে, শোথের অভ্যন্তরে ছিদ্র ও উহার ত্বক্ পাতলা করিয়া দেয়। শোথের উপরিভাগ বলি সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত ও শ্যাববর্ণ হয় এবং ইহার লোমসকল খসিয়া পড়ে॥ ৮

কফজ শোথে রক্ত গম্ভীরভাবে পাক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহাতে পাক দুর্লক্ষ্য। সেইজন্য পক্ব লক্ষণ সকল স্পষ্ট প্রকাশ পায় না। তবে যদি শোথ শীতল, ত্বক্‌সমবর্ণ অল্পবেদনাবিশিষ্ট প্রস্তরের ন্যায় কঠিনস্পর্শ বোধ হয়, তাহা হইলে প্রাজ্ঞ চিকিৎসক নিঃসন্দেহে তাহাকে রক্তপাক বলিবেন॥ ৯।১০

রোগী অল্পসত্ত্বগুণান্বিত, দুর্ব্বল বা বালক হইলে তাহাদের ব্রণশোথ, অথবা যে শোথের পাক অতিক্রান্ত হইয়াছে কিংবা যে শোথ মর্ম্মসন্ধ্যাদি স্থানে জন্মিয়াছে, সেই সকল শোথে অস্ত্রপ্রয়োগ না করিয়া তাহা দারণ ঔষধ দ্বারা ফাটাইয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত অপর স্থলে অস্ত্র প্রয়োগ করিবে॥ ১১

অপক্ব ব্রণশোথ ছেদন করিলে শিরা ও স্নায়ুর ব্যাপন্নতা, রক্তের অতিস্রাব, বেদনার অতি বৃদ্ধি, বিদরণ বা ক্ষতজ বিসর্প উৎপন্ন হয়। শোথের অভ্যন্তরস্থ পূয নির্গত না হইলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া—অগ্নি যেমন তৃণাদিকে দগ্ধ করে সেইরূপ—উহা মাংস শিরা স্নায়ু ও রক্তকে শীঘ্র নষ্ট করিয়া থাকে॥ ১২।১৩

যে চিকিৎসক অজ্ঞানতাহেতু অপক্ব শোথে অস্ত্র প্রয়োগ করে কিংবা যে পক্ব শোথকে উপেক্ষা করে, সেই অনিশ্চিতকারী অজ্ঞ চিকিৎসকদ্বয়কে চণ্ডালসদৃশ পাপাত্মা বলিয়া মনে করিবে॥ ১৪

শস্ত্রকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে আতুরকে অভিলষিত অন্ন (অপথ্য হইলেও) ভোজন করাইবে। আতুর ব্যক্তি শস্ত্রপাত জন্য বেদনা সহ্য করিতে না পারিলে এবং মদ্যপায়ী হইলে তাহাকে তীক্ষ্ণ মদ্য পান করিতে দিবে। তাহা হইলে অন্নবল হেতু রোগী মূর্চ্ছিত হইবে না এবং মত্ততা হেতু শস্ত্রপাতজ যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিবে না। কিন্তু মূঢ়গর্ভ অশ্মরী মুখরোগ ও উদর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ভোজন ও মদ্যপান নিষিদ্ধ॥ ১৫

শস্ত্রপ্রয়োগ বিধি। শস্ত্রপ্রয়োগ কালে ব্যবহার্য্য—যন্ত্র শস্ত্র অগ্নি পিচু প্লোত স্নেহ মধু প্রভৃতি উপকরণ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রোগী পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিবে। চিকিৎসক তাহার সম্মুখে পশ্চিম মুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক রোগিকে যথাবিধি যন্ত্রিত করিয়া অতিতীক্ষ্ণ শস্ত্র অনু-লোমভাবে আশু প্রয়োগ করিবেন, যেন একবারেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। অস্ত্র পূয়স্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেই তৎক্ষণাৎ উহা উঠাইয়া লইবে। শস্ত্রপ্রয়োগ কালে মর্ম্মস্থান শিরা স্নায়ু অস্থি প্রভৃতি যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে, যেন তাহাতে কোন রূপ আঘাত না লাগে। ব্রণ অত্যন্ত

থাকিলেও দুই অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অস্ত্র প্রবেশ করাইবে, তাহার অধিক বসাইবে না। পুনর্ব্বার অস্ত্রপ্রয়োগের আবশ্যক বুঝিলে প্রথম ক্ষতের ২।৩ অঙ্গুলি অন্তরে শস্ত্রপাত করিবে। (নালী হইয়া থাকিলে) এষণী যন্ত্র, অঙ্গুলি, নল বা কেশ প্রয়োগ দ্বারা ব্রণের চারিদিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেশ ও আশয় বুঝিয়া পূয়স্থান পর্য্যন্ত চিরিয়া দিবে॥ ১৬—১৮

যে স্থানে দূরগত নাড়ী জানিতে পারিবে বা যে স্থানে কোটরবৎ উন্নতি দেখা যাইবে সেই স্থানেই শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এমন ভাবে চিরিয়া দিবে যেন ব্রণ আয়ত বিশাল সুবিভক্ত ও নিরাশয় (পূয়াদির স্থান শূন্য) হয়, এরূপ হইলে তথায় দোষ অবস্থিত হইয়া আর অনিষ্ট করিতে পারিবে না॥ ১৯

শস্ত্রকর্ম্মে বৈদ্যের প্রশস্ত লক্ষণ।—শৌর্য্য, আশুক্রিয়া (চতুরহস্ততা), তীক্ষ্ণশস্ত্রতা, ঘর্ম্ম ও কম্প না হওয়া, এবং অসম্মোহ (তৎকালোচিত কার্য্যকরণে সম্যক্ প্রবৃত্তি)॥ ২০

ললাট, ভ্রূ, দন্তবেষ্ট, জত্রু, কুক্ষি, কক্ষা (বগল), অক্ষিকূট, ওষ্ঠ, কপোল, গল ও বঙ্ক্ষণ প্রদেশে তির্য্যক্‌ভাবে ছেদন করিবে। এই সকল স্থান ব্যতীত অন্যস্থানে তির্য্যক্‌ভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে শিরা ও স্নায়ু সকল বিপাটিত হইয়া যায়॥ ২১।২২

শস্ত্রপ্রয়োগের পর তৎকালোচিত মধুর বাক্য এবং মুখে ও চক্ষুতে শীতল জলের পরিষেক দ্বারা রোগিকে আশ্বস্ত করিয়া ব্রণের চারিদিক অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া পূয বাহির করিয়া দিবে। তৎপরে যষ্টিমধু প্রভৃতির ক্বাথে ব্রণস্থান ধৌত করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জল মুছিয়া ফেলিবে, এবং গুগ্‌গুলু, অগুরু, শ্বেতসর্ষপ, হিঙ্গু, ধুনা, লবণ, বচ ও নিম্বপত্র ইহাদের চূর্ণ ঘৃতপ্লুত করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণস্থান ধূপিত করিবে॥ ২৩।২৪

তিলকল্ক ঘৃত ও মধু লিপ্ত অথবা যথাযথ ঔষধ লিপ্ত বর্ত্তি ব্রণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অর্থাৎ বাতব্রণে তিলকল্কলিপ্ত বর্ত্তি, পিত্তজব্রণে ঘৃতলিপ্ত এবং কফজব্রণে মধুলিপ্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। (কেহ বলেন যে তিলকল্ক ঘৃত ও মধু তিন দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রলিপ্ত করিয়া ব্রণের মধ্যে দিবে।) অথবা ব্রণ যে দোষজ, তদ্দোষনাশক ঔষধ দ্রব্যলিপ্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। বর্ত্তিপ্রয়োগের পর তিলকল্কাদি দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিবে। আর নাতিভৃষ্ট যবের ছাতু জলে মর্দ্দিত ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা মোটা পুলটিশ ঐ বর্ত্তির উপর দিয়া নিবিড় বস্ত্রখণ্ড দ্বারা দোষকালানুসারে যুক্তিপূর্ব্বক যত্ন করিয়া বান্ধিয়া দিবে। ক্ষতের বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বের নীচে বা উপরে বান্ধিবে না॥ ২৫।২৬

শুচি সূক্ষ্মসূত্র ও দৃঢ় বস্ত্রখণ্ড এবং ধূপিত মৃদু শ্লক্ষ্ণ ও বলিরহিত (কোচ্‌কা রহিত) পলিতা বিশিষ্ট কবলিকা ব্রণে হিতকর॥ ২৭

শস্ত্রকর্ম্মান্তে মাংসাশী রাক্ষসদিগের উপদ্রব নিবারণার্থ ব্রণরক্ষা বিধি অবলম্বন করিবে। রাক্ষসদিগকে বলি প্রদান করিবে। পদ্মচারিণী, চাকুলে, শালপাণি, জটামাংসী, বামুনহাটী, বচ, শুল্‌ফা, বিষাণিকা, দূর্ব্বা ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিবে॥ ২৮।২৯

পূর্ব্বে স্নেহপান বিধিতে যে সকল আচার পালন করিতে বলা হইয়াছে, ব্রণিত ব্যক্তিকেও সেই সকল নিয়ম পালন করাইবে॥ ৩০

ব্রণী ব্যক্তি দিবসে নিদ্রা যাইলে ব্রণে কণ্ডু, রক্তবর্ণতা, বেদনা, শোথ ও পূয় হয়॥ ৩১

স্ত্রীলোকদিগের স্মরণ, স্পর্শন ও দর্শন দ্বারা শুক্র স্বস্থান হইতে চলিত ও পশ্চাৎ ক্ষত হইলে মৈথুন বিনাও মৈথুন জন্য দোষ সকল ঘটিয়া থাকে। অতএব ব্রণী ব্যক্তি দিবানিদ্রা ও স্ত্রীলোকের দর্শন স্মরণাদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৩২

ব্রণরোগির পথ্য। রোগী যথাসাত্ম্য (স্বাস্থ্যের অনুকূল দ্রব্য) ভোজন করিবে। যথা—যব, গোধূম, ষষ্টিক তণ্ডুল, মসূর, মুগ, অড়হর, জীবন্তীশাক, সুষুণিশাক, কচিমুলা, বেগুণ, চাঁপানটে, বেতোশাক, করোলা, কাঁকরোল, পটোল, কটুকাফল (?), সৈন্ধব, দাড়িম, আমলকী, ঘৃত, শৃতশীতলজল, ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ঈষদুষ্ণ অল্প পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, অধিক যূষাদি মিশ্রিত করিয়া জাঙ্গল মাংসের সহিত ভোজন করিলে শীঘ্রই ব্রণ পুরিয়া উঠে ॥ ৩৩—৩৬

নির্দ্দিষ্ট কালে উপযুক্ত মাত্রায় পথ্য অন্ন ভোজন করিলে তাহা সুখে জীর্ণ হয়। অতএব সকলেরই বিশেষতঃ ব্রণিত ব্যক্তির যথাসময়ে পরিমিত পথ্য অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। যেন কোন প্রকারে অজীর্ণ না হয়। কারণ অজীর্ণ হইতে বাতাদির বলবান্ ক্ষোভ উপস্থিত হয়। এবং তাহা হইতে শোথ বেদনা পাক দাহ ও আনাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৭

ব্রণরোগির অপথ্য। নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিল, মাসকলাই, মদ্য, জাঙ্গল ভিন্ন মাংস, দধি ছানা প্রভৃতি ক্ষীর বিকৃতি, গুড় চিনি প্রভৃতি ইক্ষুবিকৃতি, অম্ল, লবণ ও কটুদ্রব্য এবং অপর যে যে দ্রব্য বিষ্টম্ভি বিদাহি গুরুপাক ও শীতল তাহা পরিত্যাগ করিবে। এই নবধান্যাদি বর্গ ব্রণিত ব্যক্তির সর্ব্বদোষজনক ॥ ৩৮।৩৯

তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য রুক্ষ ও অম্লরস বিশিষ্ট মদ্য শীঘ্রই ব্রণকে দূষিত করে বলিয়া উহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় ॥ ৪০

চামর ও বেণামূলের পাখা দ্বারা ব্রণে বাতাস করিবে। ব্রণ ঘাঁটিবেনা, টিপিবেনা বা চুলকাইবে না, যত্নপূর্ব্বক ব্রণ রক্ষা করিবে। রোগমুক্তির জন্য আশান্বিত হইয়া স্নেহপরায়ণ বৃদ্ধ দ্বিজগণের মুখে মনঃপ্রিয় কথা শ্রবণ করিলে শীঘ্রই ব্রণ প্রশমিত হইবে ॥ ৪১।৪২

শস্ত্রপ্রয়োগের পর তৃতীয় দিবসে ব্রণবন্ধন খুলিয়া পূর্ব্ববৎ নিয়মে প্রক্ষালন বন্ধনাদি করিবে, দ্বিতীয় দিবসে প্রক্ষালনাদি কার্য্য করিবে না। কারণ তাহাতে ব্রণে তীব্র ব্যথা ও গ্রন্থি জন্মে এবং ব্রণরোপণ হইতেও বিলম্ব হয় ॥ ৪৩

ব্রণে যে বর্ত্তি ও কল্ক দিতে হইবে তাহা যেন অতিস্নিগ্ধ, অতিরুক্ষ, শিথিল, গাঢ় ও দুর্ন্যস্ত না হয়, কারণ অতিস্নেহদ্বারা ক্লেদবৃদ্ধি, অতি রৌক্ষ্যে মাংসচ্ছেদ, অতীব বেদনা, বিদীর্ণতা ও রক্তস্রাব এবং শিথিলতা অতিগাঢ়তা ও দুর্ন্যাস হেতু ক্ষতমুখের ঘর্ষণ হয় ॥ ৪৪।৪৫

ব্রণের মধ্যে বিকেশিকা অর্থাৎ বর্ত্তি প্রদান করিলে তাহা ব্রণের পূতিমাংস, উচ্চতা, নালী এবং অভ্যন্তরস্থ পূয শীঘ্র বিশোধিত করিয়া থাকে ॥ ৪৬

অজ্ঞানতাবশতঃ বিদগ্ধ পক্ক শোথ (অপক্ক ব্রণ) পাটিত করিলে, এরূপ উপনাহ ও ভোজনাদি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে, যাহাতে ব্রণ সহজভাবে পাকিয়া পূযাদি নিঃসারিত হয়। যাহা ব্রণের অতিবিরোধী এরূপ পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না ॥ ৪৭

শস্ত্রাদির আঘাতজন্য বিবৃতমুখ সদ্যোব্রণ তৎক্ষণাৎ সেলাই করিয়া দিবে। সঙ্কুচিতমুখ ক্ষত সেলাই করিবার প্রয়োজন নাই। মেদোজ গ্রন্থি সমূহ লিখিত করিয়া (চাঁচিয়া) সেলাই করিয়া

দিবে। কর্ণের হ্রস্ব পালী, এবং মস্তক অক্ষিকূট নাসা ওষ্ঠ গণ্ড কর্ণ উরু বাহু গ্রীবা ললাট মুষ্ক স্ফিক্ (পাছা) লিঙ্গ পায়ু ও উদর প্রভৃতি স্থান, গম্ভীর প্রদেশ এবং অচল মাংসল স্থানে যে ক্ষত হয় তাহা সীবন করিবে কিন্তু বঙ্ক্ষণ ও কক্ষাদি স্থান মাংসল ও গম্ভীর হইলেও তত্তৎস্থানজাত ব্রণ সেলাই করিবে না। অল্পমাংসবিশিষ্ট সচল স্থানের ব্রণ, বাতবাহি ব্রণ (যাহা হইতে বায়ু নির্গত হয়), শল্যগর্ভ ব্রণ এবং ক্ষার বিষ বা অগ্নিজাত ব্রণ সেলাই করিবে না॥ ৪৮—৫০

সীবনের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য। ব্রণের স্থানভ্রষ্ট অস্থি, শুষ্ক রক্ত, তৃণ ও রোমাদি অপনয়ন করিয়া এবং প্রলম্বিমাংস ও বিচ্ছিন্ন সন্ধ্যস্থি স্বস্থানে স্থাপিত করিয়া রক্তস্রাব বন্ধ হইলে স্নায়ু সূত্র বা বল্কলোৎপন্ন সূত্র দ্বারা ক্ষতৌষ্ঠদ্বয় সেলাই করিবে। এমন ভাবে সেলাই করিবে যেন তাহা ক্ষত প্রান্তের অতিদূরে বা অতি নিকটে না হয় এবং ক্ষতের মাংসও যেন অল্প বা অধিক ভাগে গৃহীত না হয়॥ ৫১।৫২

সীবনের পর রোগিকে শীতল জলসেক ও ব্যজনাদি দ্বারা সান্ত্বনা করিবে এবং রসাঞ্জন, ক্ষৌম বস্ত্রের ভস্ম, প্রিয়ঙ্গু, শল্লকীফল, (কুঁদরুকী) লোধ ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুতে আলোড়িত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষতে প্রলেপ দিয়া পূর্ব্ববৎ বান্ধিবে॥ ৫৩

ব্রণের প্রান্তভাগ যদি রক্তহীন হয় তাহা হইলে তখন সেলাই না করিয়া শস্ত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ আঁচড়াইয়া উহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে তখন সেলাই করিয়া দিবে। কারণ রক্তই ব্রণের সংযোজক॥ ৫৪

দেশ কাল ও সাত্ম্য বুঝিয়া ক্ষতে বন্ধন প্রয়োগ করিবে। মেষচর্ম্ম মৃগচর্ম্ম ও রেশমী বস্ত্র উষ্ণবীর্য্য; ক্ষৌম বস্ত্র শীতবীর্য্য এবং শাল্মলী প্রভৃতির তুলাজাত বস্ত্র, কার্পাস বস্ত্র, স্নায়ু ও বল্কল শীতোষ্ণ উভয় স্বভাব বিশিষ্ট॥ ৫৫।৫৬

মেদ ও কফ প্রধান ব্রণে তাম্র লৌহ বঙ্গ ও সীসা লেখনার্থ প্রয়োগ করিবে। ভগ্ন স্থানেও তাম্রাদি প্রয়োগ করিবে এবং কাষ্ঠফলক, চর্ম্ম, বল্কল ও কুশাদি ব্যবহার করিবে॥ ৫৭

বন্ধ প্রকার। ব্রণবন্ধন পঞ্চদশ প্রকার, যথা—কোশ, স্বস্তিক, মুত্তোলী, চীন, দাম, অনুবেল্লিত, খট্বা, বিবন্ধ, স্থগিকা, বিতান, উৎসঙ্গ, গোফণ, যমক, মণ্ডল ও পঞ্চাঙ্গী। এই সকল বন্ধের আকার নামের অর্থানুযায়ী। এই বন্ধন সমূহের মধ্যে যেখানে যে বন্ধন উপযুক্ত হয় বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সেই স্থানে সেই বন্ধন প্রয়োগ করিবেন। (অঙ্গুলিপর্ব্বে চর্ম্মাদিকৃত বন্ধন কোশবন্ধন নামে অভিহিত হয়। সন্ধি কূর্চ্চ ভ্রূ স্তনান্তর বগল চক্ষু কপোল ও কর্ণে স্বস্তিক বন্ধন, গ্রীবা ও মেঢ্রে মুত্তোলী, অপাঙ্গদ্বয়ে চীন, সন্ধি ও কুঁচকীতে দাম, হস্তপদাদি শাখাতে অনুবেল্লিত, হনু সন্ধি ও গণ্ডে খট্বা, উদর উরু ও পৃষ্ঠে বিবন্ধ, অঙ্গুষ্ঠ মেঢ্র অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতিতে স্থগিকা, মস্তকাদি স্থূল অঙ্গে বিতান, লম্বমান বাহু প্রভৃতি স্থানে উৎসঙ্গ, নাসা ওষ্ঠ চিবুক ও সকথি প্রদেশে গোফণ, যুগ্মব্রণে যমল, বৃত্ত অঙ্গে মণ্ডল এবং জত্রুর ঊর্দ্ধে পঞ্চাঙ্গী বন্ধন প্রযোজ্য। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সুশ্রুত টীকায় দ্রষ্টব্য)॥ ৫৮।৫৯

বন্ধের প্রকার ভেদ। উরু, স্ফিক্ (পাছা), কক্ষা (বগল), বঙ্ক্ষণ ও মস্তকে গাঢ়রূপে (শক্ত করিয়া) বন্ধন করিবে। হস্তপদাদি শাখা, বদন, কর্ণ, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, গলদেশ, উদর, লিঙ্গ ও কোশে সমভাবে এবং নেত্র ও সন্ধিস্থানের ক্ষত শিথিলভাবে বন্ধন করিবে॥ ৬০

যেস্থানে শিথিল বন্ধন উপদিষ্ট হইয়াছে, সেথানে যদি বাতজ কিংবা শ্লেষ্মজ ব্রণ জন্মে, তাহা হইলে সেই ব্রণ গাঢ় বা শিথিলভাবে না বান্ধিয়া সমভাবে বান্ধিবে। আর যেখানে সমভাবে বান্ধিবার উপদেশ আছে সেখানে বাতজ বা শ্লেষ্মজ ব্রণ হইলে তাহা দৃঢ়রূপে এবং দৃঢ়বন্ধন স্থলে অতিদৃঢ়ভাবে বন্ধন প্রয়োগ করিবে। শীত (হেমন্ত শিশির) ও বসন্তকালে তিন দিন অন্তর এই বন্ধন মোক্ষণ করিবে॥ ৬১।৬২

দৃঢ়বন্ধন স্থলে পিত্তজ বা রক্তজ ব্রণ হইলে তাহা সমভাবে ও সমবন্ধন স্থানে শিথিলভাবে বন্ধন করিবে। শিথিল বন্ধনস্থানে একবারে বান্ধিবে না। এই পিত্তরক্তজ ব্রণ প্রাতঃ ও সায়ংকালে দুইবার খুলিয়া দিবে। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে অন্য ব্রণও প্রাতঃ সায়ং দুইবার খুলিয়া দিতে হইবে॥ ৬৩।৬৪

ব্রণ সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখিবে। অবদ্ধ ব্রণ অদুষ্ট হইলেও দংশ (ডাঁশ), মশক, শীত, বায়ু, ধূলি, ধূমাদিদ্বারা পীড়িত হওয়ায় দুষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে তৈলাদি স্নেহ বা ঔষধ প্রযুক্ত হইলে অধিকক্ষণ থাকে না। বিনা বন্ধনে ব্রণ সম্যক্ চিকিৎসিত হইলেও অতিকষ্টে তাহার বিশুদ্ধি বা রূঢ়তা হয় এবং ক্ষত রূঢ় হইলেও অর্থাৎ পূরিয়া উঠিলেও রূঢ়স্থান বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়॥ ৬৫

বন্ধনের গুণ। চূর্ণিতাস্থি বা ভগ্নাস্থি সমাশ্রিত ব্রণ, বিশ্লিষ্ট (সন্ধিস্থান হইতে অন্যথাগত) ব্রণ, পাটিত ব্রণ বা যে সকল ব্রণে শিরা ও স্নায়ু ছিন্ন হইয়াছে সেই সমস্ত ব্রণ বন্ধনের মাহাত্ম্যে শীঘ্র সহজে রূঢ় হইয়া থাকে (পূরিয়া উঠে)। অপিচ উত্থান শয়নাদি চেষ্টা সমূহে ব্যথিত হয় না॥ ৬৬

বর্ত্মলৌষ্ঠ, সমুন্নত, বিষম, কঠিন বা অতিবেদনাযুক্ত ব্রণ বন্ধনের গুণে সম মৃদু ও বেদনাহীন হইয়া শীঘ্র শুদ্ধ ও রূঢ় হয়॥ ৬৭

দীর্ঘকালানুবন্ধী ও অল্পমাংসবিশিষ্ট ব্রণ সমূহ রুক্ষতাবশতঃ যদি পূরিয়া না উঠে, তাহা হইলে তাহাতে কল্ক স্নেহাদি যে ঔষধ প্রদত্ত হইবে তাহা ক্ষীরী, ভূর্জ্জ, অর্জ্জুন বা কদম্ব পত্রদ্বারা দোষ ও ঋতুর উপযোগী করিয়া (যথা—বাতব্রণে শীতঋতুতে স্নিগ্ধোষ্ণ, পিত্তব্রণে গ্রীষ্মকালে শীতল, কফব্রণে উষ্ণকালে রুক্ষোষ্ণ ইত্যাদি) চারিদিকে আচ্ছাদন ও বেষ্টনপূর্ব্বক বাঁধিয়া দিবে। ঐ পত্রগুলি যেন জীর্ণ, তরুণ, ছিদ্রযুক্ত বা কর্কশ বা মলিন না হয়॥ ৬৮।৬৯

কুষ্ঠী, অগ্নিদগ্ধ ও মধুমেহীর ব্রণ, ইন্দুরবিষজাত ব্রণ,ক্ষারদগ্ধ ও বিষযুক্ত ব্রণ, মাংসপাক ও দারুণ গুদপাক জনিত ব্রণ,শীর্য্যমাণ বেদনা ও দাহযুক্ত, শোথাবস্থাবস্থিত ও বিসর্প ব্রণ বাঁধিবে না॥৭০।৭১

ব্রণ সম্যক্ রক্ষিত না হইলে তাহাতে মক্ষিকা ক্রিমি প্রসব করে। সেই ক্রিমি সমূহ ব্রণমাংস ভক্ষণ করিয়া বেদনা শোথ ও রক্তস্রাব করাইয়া থাকে। এই ক্রিমিযুক্ত ব্রণের ধাবন ও পূরণার্থ সুরসাদিগণ প্রয়োগ করিবে। ছাতিম করঞ্জ আকন্দ নিম ও রাজাদন বৃক্ষের (সোন্দাল) ত্বক্ গোমূত্রে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ক্ষারজল দ্বারা পরিষেক করিবে। কিংবা মাংস পেশীদ্বারা ব্রণ আচ্ছাদন করিবে। (মাংস দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদন করিলে ব্রণস্থ ক্রিমি সমূহ মাংসগন্ধে ব্রণ হইতে বহির্গত হইয়া ঐ মাংসে প্রবেশ করিবে। তখন সেই মাংস ফেলিয়া দিবে।)॥ ৭২—৭৪

ব্রণের অভ্যন্তরে দোষ থাকিলে সত্বর ঐ ব্রণ রোপণ করিবে না। কারণ উপরিভাগ শুষ্ক হইলেও ভিতরে দোষ থাকায় ঐ ব্রণ অল্প অপচারে পুনর্ব্বার বিকৃতি প্রাপ্ত হয়॥ ৭৫

ব্রণ রূঢ় হইলেও যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ স্থিরতাপ্রাপ্ত না হয় ততদিন অজীর্ণ, ব্যায়াম, ব্যবায়, হর্ষ, ক্রোধ ও ভয় বর্জ্জন করিবে। অন্ততঃ ছয় বা সাত মাস পর্য্যন্ত এই নিয়ম আদরপূর্ব্বক পালন করিবে॥ ৭৬।৭৭

ব্রণের যে সকল অবস্থা বর্ণিত হইল না—সেই সকল অবস্থা উৎপন্ন হইলে দোষদেশকালাদির বলাভিজ্ঞ ভিষক্ যত্নবান্ হইয়া উত্তরতন্ত্রোক্ত বিধি আলোচনা পূর্ব্বক সেই সেই উপায়ে যথাযথ চিকিৎসা করিবে॥ ৭৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্ম বিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

সকল প্রকার শস্ত্র ও অনুশস্ত্রের মধ্যে ক্ষার শ্রেষ্ঠ। কারণ ক্ষারদ্বারা ছেদন ভেদন লেখন ও পাটনাদি বহু কার্য্য সম্পন্ন হয়, শরীরের বিষমস্থানে এবং যে স্থানে (নাসার্শঃ অর্ব্বুদ প্রভৃতি) অতিকষ্টে শস্ত্র প্রয়োগ করা হয়, এমন স্থানে এবং সম স্থানেও ইহা সহজে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আর শস্ত্রপ্রয়োগে সিদ্ধ হয় না এরূপ অতি দুঃখসাধ্য দুষ্টব্রণাদি রোগও ক্ষার দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। শরীরাভ্যন্তরস্থ রোগশান্তির জন্য ক্ষার পানার্থ ব্যবহৃত হয়, এবং বাহ্য রোগ প্রশমনের নিমিত্ত প্রলেপেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব ক্ষার শ্রেষ্ঠ॥ ২

সম্প্রতি ক্ষারের পেয় ও লেপ বিষয় বিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে। অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, অশ্মরী, গুল্ম, উদর রোগ, গরদোষ ও আনাহ শূলাদিতে ক্ষার পান করিতে হয়। মস, শ্বিত্র, বাহ্যার্শঃ, কুষ্ঠ, সুপ্তি (স্পর্শশক্তিহীনতা), ভগন্দর, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, দুষ্ট-নাড়ী ব্রণ ও কিলাসাদি রোগে ক্ষার লেপনার্থ প্রয়োগ করিবে।

ক্ষারপ্রতিষেধ বিধি। পিত্তদুষ্টি, রক্তদোষ, অতিবল বা দুর্ব্বল, জ্বর, অতিসার, হৃদ্রোগ, মূর্দ্ধরোগ, পাণ্ডু রোগ, অরুচি, তিমির রোগ, কৃতসংশুদ্ধি (যাহার বমন বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়া করা হইয়াছে), সর্ব্বশরীরগত শোথ, ভীরু, গর্ভিণী, ঋতুমতী, উদাবর্ত্তাযোনি রোগ, অজীর্ণ, শিশু, বৃদ্ধ, ধমনী সন্ধিমর্ম্ম তরুণাস্থি শিরা স্নায়ু সেবনী গল নাভি ও অল্পমাংস বিশিষ্ট স্থান, বৃষণ, লিঙ্গস্রোতঃ, নখান্তর, বর্ত্ম রোগ ভিন্ন অন্য নেত্ররোগ; শীত, বর্ষা, গ্রীষ্মকাল ও দুর্দ্দিন (মেঘাচ্ছন্ন দিন) এই সকল স্থলে পান ও লেপন ভেদে উভয় ক্ষারই প্রয়োগ করিবে না॥ ৩—৭

ক্ষারক্রিয়া। মৃদু মধ্য ও তীক্ষ্ণভেদে ক্ষার ত্রিবিধ। মধ্যম ক্ষার প্রস্তুত বিধি কথিত হইতেছে। ঘণ্টাপারুল, সোন্দাল, কদলী, পালিধা মাদার, অশ্বকর্ণ (কুশিক শালভেদ), মনসাসীজ, পলাশ, আস্ফোতা (গিরিকর্ণিকা অপরাজিতা), নন্দীবৃক্ষ, কুড়চি, আকন্দ, নাটাকরঞ্জ, করঞ্জ, করবীর, কাকজঙ্ঘা, আপাং, গণিয়ারী, চিতা ও লোধ এই সকল বৃক্ষকে কাঁচা অবস্থার মূল শাখা ও

পত্রাদির সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া নির্ব্বাত স্থলে শিলাপৃষ্ঠে রাশীকৃত করিবে। তাহার সহিত ৪টি ঝিঙ্গা, কতকগুলি যবশূক ও ঘুটিং দিয়া তিল কাষ্ঠের (তিল কাঁচকীর) অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে ঘুটিংভস্ম ১দ্রোণ, পৃথগ্‌ভাবে রাখিবে। ঘণ্টাপারুল ও সোন্দাল প্রভৃতির ভস্ম ২ দ্রোণ একত্র অর্দ্ধভার (২০ তুলা) পরিমিত গোমূত্র ও অর্দ্ধভার জলে গুলিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া ঐ পরিস্রুত ক্ষার জল পিচ্ছিল রক্তবর্ণ নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ হইলে তাহা হইতে একসের লইয়া স্বতন্ত্র লৌহ পাত্রে রাখিবে। অবশিষ্ট ক্ষার জল লৌহ পাত্রে পাক করিবে। পাক কালে হাতা দ্বারা অনবরত নাড়িবে। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত ঘুটিংভস্ম ১২॥০ সের তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। আর কতকগুলি ঝিনুক খটিকা ও শঙ্খনাভি পোড়াইয়া অগ্নিবর্ণ হইলে পূর্ব্বোক্ত রক্ষিত ক্ষারোদকে বারংবার নির্ব্বাপিত করিবে এবং তাহাতেই পিসিয়া পচ্যমান ক্ষার-জলে প্রতীবাপ (দ্রবদ্রব্যে উত্তমরূপে পিষ্ট অন্যদ্রব্য প্রক্ষেপের নাম প্রতীবাপ) নিক্ষেপ করিবে। এতদ্‌ব্যতীতও কুক্কুট, ময়ূর, গৃধ্র, চিল ও পারাবতের পুরীষ এবং গবাদি চতুষ্পাদ জন্তুর ও পক্ষীর পিত্ত, হরিতাল, মনঃশিলা ও লবণ শ্লক্ষ্ণপিষ্ট করিয়া প্রতীবাপ দিবে। অনবরত দর্ব্বী দ্বারা অবঘট্টন করিতে করিতে যখন ঐ ক্ষার জল সবাষ্প বুদ্‌বুদের সহিত লেহবৎ ঘন হইয়া উঠিবে, তখন উহা নামাইয়া লৌহভাণ্ডে রাখিয়া সেইভাণ্ড যবরাশি মধ্যে স্থাপন করিবে। ইহা মধ্যম ক্ষার।

মৃদু ক্ষার প্রস্তুত করিবার সময় ঘুটিম্ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অগ্নিতে পোড়াইয়া উক্ত ক্ষার জলে নির্ব্বাপিত করিবে। ক্ষারোদকের সহিত পেষণ করিয়া প্রতিবাপ নিক্ষেপ করিবে না।

তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে মধ্যম ক্ষারের ন্যায় সমস্ত ক্রিয়া করিয়া বিষলাঙ্গলা, দন্তী, চিতামূল, আতইচ, বচ, সাচিক্ষার, স্বর্ণক্ষীরী, হিং, নাটাকরঞ্জ পল্লব, তালপত্রী (তালমূলী) ও বিট্‌লবণ এই সকল দ্রব্যও পেষণ পূর্ব্বক প্রতীবাপ নিক্ষেপ করিবে। প্রস্তুত হইবার পর সপ্তরাত্র অতীত হইলে এই ক্ষার ব্যবহার করিতে হইবে।

ক্ষারপ্রয়োগের বিষয়। বাতশ্লেষ্মজ ও মেদোজ মহান্ অর্ব্বুদ প্রভৃতি রোগে তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রয়োগ করিবে। উক্ত বাতজাদি মধ্য অর্ব্বুদাদি রোগে মধ্য ক্ষার এবং পিত্তজ ও রক্তজ অর্শোরোগে মৃদুক্ষার প্রয়োগ করিতে হয়। জলীয়ভাগ শুষ্ক হওয়ায় ক্ষার ঘনীভূত হইলে তাহার বলাধানার্থ পুনরায় তাহাতে ক্ষারবিধিস্রুত জল প্রদান করিবে॥ ৮—২৩

ক্ষারগুণ। ক্ষার দশ প্রকার গুণযুক্ত। যথা—নাতি তীক্ষ্ণ, নাতি মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, শীঘ্রগ (শীঘ্রদেহব্যাপী), শুক্ল, শিখরী (উপরে পিড়কার মত উত্থিত), সুখনির্ব্বাপ্য (কাঞ্জি প্রভৃতি দ্বারা সহজে শীতল করা যায়), অবিষ্যন্দী (স্রাবযুক্ত নহে) ও অনতিরুজাকারক। ক্ষার—শস্ত্র ও অগ্নি অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী অর্থাৎ ক্ষার দ্বারা ছেদন লেখন পাটনাদি শস্ত্রকর্ম্ম এবং দাহনাদি অগ্নিকর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে॥ ২৪

ক্ষার অভ্যন্তরে প্রযুক্ত হইলে তাহা ক্ষোভবশতঃ শরীরের সকল স্থানে অনুগমন পূর্ব্বক শরীরকে আচূষিত ও মর্দ্দিত করিয়া শস্ত্রসাধ্য দোষসমূহকে সমূলে উন্মূলিত করে এবং দাহাদি স্বীয় কর্ম্ম করিয়া ও বেদনা না জন্মাইয়া স্বয়ংই বিনাযত্নে উপশমিত হয়॥ ২৫।২৬

ক্ষারসাধ্য অর্শঃ অর্ব্বুদ প্রভৃতি শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন লিখিত (ঘৃষ্ট) অথবা স্রাবিত (নির্হৃত শোণিত) করিয়া তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ করিবে। নতুবা ক্ষার প্রযোজ্য নহে। একটী শলাকায়

ন্যাকড়া জড়াইয়া তদ্দারা ক্ষার লইয়া উক্ত ক্ষতে প্রদান করিবে এবং মাত্রাশত কাল (একটী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা কাল কহে। এইরূপ শত মাত্রা কাল) অপেক্ষা করিবে অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে আর কাঞ্জিকাদি দ্বারা নির্ব্বাপন করিবে না।

অর্শোরোগে ক্ষারপাত করিয়া হস্ত দ্বারা যন্ত্রমুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক শত মাত্রা কাল অপেক্ষা করিবে। অর্শের সন্নিহিত স্থানে ক্ষার না লাগে সে বিষয়ে সাবধানতার জন্য যন্ত্রমুখ আচ্ছাদন করিবার বিধি।)

বর্ত্মরোগে ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইলে হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা বর্ত্মদ্বয় (চক্ষুর পাতা দুইটী) বক্রীকৃত এবং ক্ষারস্পর্শপরিহারার্থ কার্পাসাদি তুলা দ্বারা চক্ষুর কৃষ্ণভাগ (তারা) আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষার প্রয়োগ করিবে।

নাসার্ব্বুদে ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইলে রোগিকে সূর্য্যাভিমুখে বসাইয়া তাহার নাসিকার অগ্রভাগ উন্নত করিয়া ক্ষার পাত করিবে এবং পঞ্চাশ মাত্রা কাল অপেক্ষা করিবে। কর্ণজ অর্শেও এইরূপে ক্ষার পাত করিবে। বর্ত্মরোগে নাসার্ব্বুদে ও কর্ণার্শে পদ্মপত্রের ন্যায় পাতলা করিয়া ক্ষারের প্রলেপ দিবে ॥ ২৭—৩০

ক্ষারপ্রয়োগের পর নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে শুষ্কবস্ত্রাদির দ্বারা ঐ ক্ষারপ্রলেপ অপনয়ন করিয়া, ক্ষারস্থান সম্যক্ দাহাদি লক্ষণ দ্বারা সুদগ্ধ অবগত হইয়া ঘৃত ও মধুর প্রলেপ দিবে এবং দুগ্ধ দধির মাত ও কাঞ্জিক দ্বারা নির্ব্বাপিত করিবে। ইহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মধুর ও শীতবীর্য্য দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। ক্ষারদগ্ধ স্থানের ক্লেদনার্থ মাষকলায় দধি প্রভৃতি অভিষ্যন্দী ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাইবে॥ ৩১।৩২

অভিষ্যন্দি ভোজ্য ভোজন করিলেও যদি দৃঢ়মূলত্বহেতু ক্ষার দগ্ধ স্থান শীর্ণ না হয়, তাহা হইলে ধান্যাম্লবীজ (ধান্যাম্লের অধঃস্থ পদার্থ) যষ্টিমধু ও তিলের প্রলেপ দিবে। যষ্টিমধুযুক্ত তিল· কল্ক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রণরোপণ হইয়া থাকে ॥ ৩৩

ক্ষারদগ্ধস্থান পক্ক জম্বুফলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও নিম্ন হইলে তাহাকে সম্যক্‌দগ্ধ বলিয়া জানিবে। দুর্দগ্ধে ইহার বিপরীত লক্ষণ এবং তাম্রবর্ণতা তোদ কণ্ডু শোথ ও বিস্ফোটকাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুর্দগ্ধ স্থান—ক্ষারপ্রয়োগ দ্বারা পুনরায় দগ্ধ করিবে। অতিদগ্ধ হইলে রক্তস্রাব মূর্চ্ছা দাহ জ্বর বিসর্প শোথ ও বিস্ফোট প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥ ৩৪।৩৫

গুহ্যদেশ যদি অতিদগ্ধ হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত রক্তস্রাবাদি লক্ষণ বিশেষতঃ মল মূত্রের রোধ বা কদাচিৎ অতিপ্রবৃত্তি ও পুরুষত্বের নাশ হয় অথবা গুহ্যদেশের বিদারণ হেতু নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৬

ক্ষারপ্রয়োগে নাসিকা অতিদগ্ধ হইলে নাসাবংশের বিদারণ সঙ্কোচ ও বিষয়াজ্ঞান (ঘ্রাণশক্তি নষ্ট) হয়। এইরূপ কর্ণ চক্ষুঃ জিহ্বা প্রভৃতি স্থান ক্ষারাতিদগ্ধ হইলে তাহাদের স্ব স্ব বিষয়ের জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ কর্ণে শুনিতে পাওয়া ও চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৩৭

এরূপ অতিদগ্ধ স্থানে কাঞ্জিকাদি অম্লদ্রব্যের পরিষেক, মধু ঘৃত ও কৃষ্ণতিলের প্রলেপ এবং

বাতপিত্তনাশক সকল প্রকার শীতল ক্রিয়া বিশেষ হিতকর। অম্লদ্রব্য স্পর্শে শীতল, ক্ষারদ্রব্য স্পর্শে উষ্ণ ; উষ্ণস্পর্শ ক্ষার, শীতলস্পর্শ অম্লসংযোগে শীঘ্রই কটুকলবণ-ভূয়িষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া মধুর ভাব প্রাপ্ত হয়। মাধুর্য্যগুণে ক্ষারযন্ত্রণা শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে। অতএব ক্ষারদগ্ধ স্থান অম্লদ্রব্য দ্বারা সত্বর নির্ব্বাপিত করিবে॥ ৩৮।৩৯

ক্ষার হইতেও অগ্নি শ্রেষ্ঠ। কারণ অগ্নিদগ্ধ (অর্শঃ প্রভৃতি) রোগের আর পুনরুৎপত্তি হয় না। অপিচ ঔষধ, ক্ষার ও শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা যে সকল রোগের শান্তি হয় না, অগ্নি চিকিৎসায় সে সকল রোগও প্রসাধিত হইয়া থাকে॥ ৪০

ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থিতে অগ্নিদাহ প্রশস্ত। মস, অঙ্গগ্লানি, মস্তকের পীড়া, মন্থ (নেত্র রোগ), চর্ম্মকীল ও তিলাদি রোগে পিচু বর্ত্তি গোদন্ত সূর্য্যকান্ত মণি ও শরাদি দ্বারা ত্বগ্‌দাহ করিবে। অর্শঃ, ভগন্দর, গ্রন্থি, নাড়ীব্রণ ও দুষ্টব্রণাদি রোগে মধু স্নেহ জাম্ববোষ্ঠ (শলাকা-বিশেষ) ও গুড়াদি দ্বারা মাংসদাহ করিবে। শ্লিষ্টবর্ত্মরোগ, রক্তস্রাব, নীলিকা (ক্ষুদ্ররোগ বিশেষ) রোগে ও অসম্যক্ শিরা ব্যধে পূর্ব্বোক্ত মধুস্নেহাদি দ্বারা শিরাদিদাহ করিবে। ক্ষার-বারিত (ক্ষার প্রয়োগের অযোগ্য) ব্যক্তির এবং অন্তঃশল্য, অন্তঃশোণিত, ভিন্নকোষ্ঠ ও ভূরিব্রণ পীড়িত ব্যক্তির অগ্নি দ্বারা দাহ নিষিদ্ধ॥ ৪১—৪৪

রোগস্থান সুদগ্ধ হইলে ঘৃত মধু দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া তাহাতে যষ্টিমধু, শাল্মিমূল প্রভৃতি শীতবীর্য্য দ্রব্যের স্নিগ্ধ প্রলেপ দিবে।

সুদগ্ধ লক্ষণ। দহ্যমান অবস্থায় প্রবৃত্ত রক্তস্রাব বন্ধ হইলে সেই স্থান বুদ্‌বুদের ন্যায় শব্দ-বিশিষ্ট, লসিকাযুক্ত, পক্ব তাল-বর্ণ বা কপোতবর্ণ বিশিষ্ট, সুরোহণশীল ও নাতিবেদন হইয়া থাকে।

দুর্দগ্ধ ও অতিদগ্ধের লক্ষণ—প্রমাদ-দগ্ধ লক্ষণ সমূহের তুল্য জানিবে। অনবধানতাবশতঃ আগন্তুক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে তাহাকে প্রমাদদগ্ধ কহে॥ ৪৫।৪৬

প্রমাদ দগ্ধ চারি প্রকার। যথা তুত্থদগ্ধ, সম্যক্ দগ্ধ, দুর্দগ্ধ ও অতিদগ্ধ। যেরূপ দাহে ত্বক্ বিবর্ণ (তুঁতের ন্যায় বর্ণযুক্ত) হইয়া অত্যন্ত বেদনান্বিত হয় অথচ স্ফোটোকোৎপত্তি হয় না, তাহাকে তুত্থদগ্ধ বলে। অগ্নি দ্বারা কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইলেই তাহা তুত্থদগ্ধ নামে অভিহিত হয়। যাহাতে স্ফোটোৎপত্তি ও দাহযুক্ত তীব্রবেদনা হয়, তাহাকে দুর্দগ্ধ বলে। অতিদগ্ধে মাংস-লম্বন, শিরাদির সঙ্কোচ, দাহ, ধূমনির্গমবৎ বোধ, বেদনা, শিরাদির নাশ (ব্যাপত্তি), তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ব্রণের গভীরতা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে॥ ৪৭।৪৮

তুত্থদগ্ধে অগ্নিতাপ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধের প্রয়োগ করিবে। দগ্ধস্থানে রক্ত গাঢ় হইলে অত্যন্ত বেদনা এবং বিলীন হইলে বেদনার লাঘব হয়। সেই জন্য উষ্ণক্রিয়া দ্বারা রক্তের বিলয়ন করিবে। দুর্দগ্ধ স্থানে শীত ও উষ্ণক্রিয়া পর্য্যায় ক্রমে করিবে। তন্মধ্যে প্রথমে শীতক্রিয়া করণীয়। সম্যক্‌দগ্ধে বংশলোচন, পাকুড়, রক্তচন্দন, গিরিমাটী ও গুলঞ্চের কল্কে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। তৎপরে পিত্তবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। অতিদগ্ধে শীঘ্র পিত্ত-বিসর্পবৎ সমস্ত ক্রিয়া করিবে। প্রতপ্ত তৈল ঘৃতাদি স্নেহদগ্ধে অত্যন্ত রুক্ষ ভেষজ প্রয়োগ করিবে॥ ৪৯—৫২

হৃদয়স্থ রহস্তের ন্যায় অষ্টাঙ্গহৃদয়ের রহস্তবৎ অর্থাৎ গুহ্য অর্থবিশিষ্ট এই সূত্রস্থান সমাপ্ত হইল। এই স্থানে যে সকল সূক্ষ্ম অর্থ সূত্রিত হইয়াছে তাহাই সমস্ত স্থানে বিস্তারিত করিয়া বলা যাইবে। সেই জন্য এই স্থান তন্ত্রসম্বন্ধি অনুস্থানের রহস্তবৎ বলিয়া উক্ত হইল॥ ৫৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বৈদ্যপতি সিংহগুপ্তসূনু বাগভট্টবিরচিত অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতার প্রথম সূত্রস্থান সমাপ্ত।

অষ্টাঙ্গহৃদয়।

শারীরস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা গর্ভাবক্রান্তি শারীর ব্যাখ্যা করিব—যাহা অত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

অগ্নিমন্থ (গণিরারী) কাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয় সেইরূপ জীব, প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্ম এবং অবিদ্যা অহঙ্কার রাগ দ্বেষ অভিনিবেশাদি ক্লেশ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যখন বিশুদ্ধ শুক্র ও আর্ত্তবে প্রবেশ করে, তখনই যুক্তিপ্রভাবে গর্ভরূপে পরিণত হয়। মথ্য মন্থন ও মন্থনকারী ইহাদের সংযোগ ব্যতীত যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ সকল সামগ্রীসংযোগ বিনা গর্ভেরও উৎপত্তি হয় না ॥ ২

সেই গর্ভ, সত্ত্বানুগামী (চিত্তানুগত) সূক্ষ্ম (যোগিদৃশ্য) বীজাত্মক (শুক্রশোণিতরূপে পরিণত) মাতার আহার রসজ সত্ত্বরজস্তমোময় আকাশাদি মহাভূত দ্বারা ক্রমে ক্রমে গর্ভাশয়ে বর্দ্ধিত হয় ॥ ৩

জীব কুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হয় ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রবেশ ত উপলব্ধি হয় না? তজ্জন্য বলা হইতেছে যে, দৃশ্যত্ব বা অদৃশ্যত্ব দ্বারা বস্তুর সদ্ভাব বা অসদ্ভাব ব্যবস্থাপিত হয় না। যেমন সূর্য্যরশ্মির তেজ সূর্য্যকান্তমণি দ্বারা ব্যবহিত হইয়াও তন্নিম্নস্থ তৃণাদি ইন্ধনে প্রবেশ করে অথচ দেখা যায় না, পরন্তু ইন্ধনকার্য্য দ্বারা অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ জীবও অদৃশ্যভাবে গর্ভাশয়ে প্রবেশ কালে দেখা যায় না, তাহার কার্য্য দ্বারা লোকের উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪

আচ্ছা, মহাভূতানুগ সত্ত্ব ত এক প্রকার, কিন্তু তাহা কিরূপে অনেক জাতি ও অনেক আকৃতিতে (মনুষ্য গজ গো প্রভৃতিতে) পরিণত হয়; তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে—কার্য্যসমূহ

কারণানুবিধায়ী (কারণের অনুগামী), সেই জন্য কার্য্য কারণ সদৃশ হয় অর্থাৎ কারণ যেরূপ কার্য্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। অগ্নিতাপে গলিত রৌপ্যাদি ধাতু এক প্রকার হইলেও যেমন তাহা বালুকাদি কল্পিত নানা প্রকার ছাঁচে নিসিক্ত হইয়া সেই ছাঁচের আকৃতি প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ জীব একরূপ হইলেও কর্ম্মক্লেশ বশে মনুষ্যগজাদি ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে প্রবেশ করিয়া তত্তদ্ যোনির আকৃতি ধারণ করে। এই কার্য্য-কারণসাদৃশ্য হেতু শুক্রের বহুত্বে পুরুষ, রক্তের বহুত্বে স্ত্রী এবং শুক্রার্ত্তব উভয়ের সাম্যে ক্লীব জন্মিয়া থাকে। গর্ভাশয়ে বায়ুকর্ত্তৃক শুক্রশোণিত বহুধা বিভক্ত হইলে বহু অপত্য শুক্রশোণিতের তারতম্যানুসারে পুত্র বা কন্যাদি জন্মে। (শূকর সারমেয়াদি জাতিতে এই হেতু অনেক অপত্য দৃষ্ট হয়) ॥ ৫।৬

বিযোনি ও বিকৃতাকার গর্ভের কারণ—বিকৃত বাতাদি দোস দ্বারা বিযোনি (সর্প বৃশ্চিকাদি) ও বিকৃতাকার (ন্যূনাধিক অঙ্গবিশিষ্ট) সন্তান জন্মিয়া থাকে ॥ ৭

স্ত্রীলোকদিগের মাসে মাসে তিন দিন করিয়া রসজ রজঃ নিঃস্রুত হয়। এই রজঃ দ্বাদশ বৎসর (টীকাকার বলেন—একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষ) বয়সের পর হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্চাশ বৎসরের পর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে ॥ ৮

পূর্ণ ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী পূর্ণ বিংশ বর্ষীয় পুরুষের সহিত সঙ্গত হইলে এবং গর্ভাশয় অপত্যমার্গ রক্ত শুক্র বায়ু ও হৃদয় বিশুদ্ধ থাকিলে বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। ইহার ন্যূন বয়সে রোগী অল্পায়ু বা দুর্ভাগ্য সন্তান জন্মে অথবা একেবারেই গর্ভ হয় না ॥ ৯।১০

শুক্রার্ত্তব সংযোগ হইলেও অনেক সময় দম্পতির গর্ভোৎপত্তি হয় না, তাহার কারণ কি? কথিত হইতেছে। বাতাদি দোষ কুণপ গ্রন্থি পূয ক্ষীণ ও মল নামক রেতঃ ও রজঃ গর্ভোৎপাদনে অসমর্থ। অর্থাৎ বাত-শুক্র পিত্ত-শুক্র কফ-শুক্র কুণপ-শুক্র গ্রন্থি-শুক্র পূয-শুক্র ক্ষীণ-শুক্র মল-শুক্র (মূত্র শুক্র ও পুরীষ-শুক্র) এবং উক্ত নামে অভিহিত আর্ত্তব (যথা বাতার্ত্তব পিত্তার্ত্তব ইত্যাদি) ইহারা বীজোপযোগী নহে। সুতরাং এরূপ শুক্রার্ত্তবের সংযোগে গর্ভোৎপত্তি হয় না।

শুক্র ও আর্ত্তবে যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে তাহাকে তদ্দোষসংজ্ঞক জানিবে। (যেমন রুক্ষশ্যাবারুণাদি বায়ুর লক্ষণ অধিক থাকিলে বাতশুক্র বা বাতার্ত্তব, বিস্রগন্ধ উষ্ণতাদি পিত্ত লক্ষণ থাকিলে পিত্তশুক্র বা পিত্তার্ত্তব, স্নিগ্ধপাণ্ডুপিচ্ছিলতাদি শ্লেষ্মলক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইলে শ্লেষ্মশুক্র বা শ্লেষ্মার্ত্তব বলিতে হয়)। দুষ্টরক্ত দ্বারা কুণপ (শবদুর্গন্ধি) গন্ধ হয় বলিয়া এরূপ শুক্র বা শোণিতের নাম কুণপ, এইরূপে বাতশ্লেষ্ম দ্বারা গ্রন্থিসদৃশ, রক্ত ও পিত্তদোষে পূযাভ, এবং বাতপিত্তদোষে ক্ষীণ, ইহারা কৃচ্ছ্রসাধ্য। ত্রিদোষ প্রকোপে শুক্রশোণিত মূত্র সদৃশ বা পুরীষ সদৃশ হয়-এই মলাখ্য রোগ অসাধ্য।

শুক্রার্ত্তব বাতাদি দোষে দুষ্ট হইলে তদ্দোষ নাশক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কুণপশুক্রে ধাইফুল খদিরকাষ্ঠ দাড়িম ও অর্জ্জুন-সাধিত ঘৃত অথবা অসনাদিগণোক্ত দ্রব্য সাধিত ঘৃত পান করাইবে। গ্রন্থ্যাভ শুক্রে পলাশক্ষার ও পাষাণভেদী দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত, পূযাখ্য শুক্রে ফল্সা ও বটাদিগণ সাধিত ঘৃত পান করাইবে। ক্ষীণশুক্রে শুক্রবর্দ্ধক ঔষধ প্রযোজ্য। শুক্রদোষার্ত্ত ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ বান্ত বিরিক্ত নিরূঢ় ও অনুবাসিত করিয়া উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। মলসদৃশ শুক্রে আতুরকে বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ করিয়া হিং ও বেণার মূল প্রভৃতি দ্বারা সাধিত ঘৃত পান করাইবে।

গ্রন্থ্যার্ত্তবে আকনাদি ত্রিকটু ও কুড়্চির ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। কুণপ ও পূয সদৃশ আর্ত্তবে রক্তচন্দন জলের সহিত পান করাইবে এবং গুহ্যরোগ প্রতিষেধে যাহা উক্ত হইবে তৎসমস্ত সাধন ও উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে (ক্ষীণার্ত্তবে রক্ত রক্তবর্দ্ধক চিকিৎসা করিবে)॥ ১১—১৮

শুক্লবর্ণ গুরু স্নিগ্ধ মধুর ঘন ও বহু এবং ঘৃত মধু বা তৈল সদৃশ শুক্র বিশুদ্ধ। আর যে আর্ত্তব লাক্ষারসসন্নিভ বা শশশোণিতপ্রভ, বস্ত্রাদি লগ্ন যে আর্ত্তব জলে ধৌত করিলে উঠিয়া যায় অর্থাৎ বস্ত্রে দাগ ধরে না তাহা বিশুদ্ধ। এইরূপ বিশুদ্ধ শুক্র ও শোণিতই সদ্‌গর্ভের নিমিত্ত প্রশস্ত॥ ১৯

বিশুদ্ধ শুক্র ও আর্ত্তব বিশিষ্ট, স্বস্থ, পরস্পর অনুরক্ত, পুংসবন (অভিমত পুত্রাদিকারক মহাকল্যাণ ঘৃত, ফল ঘৃতাদি) স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ, বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ, বস্তিগ্রহণশীল দম্পতী যুগলের মধ্যে পুরুষকে জীবনীয় মধুরগণোক্ত ঔষধ দ্বারা সাধিত দুগ্ধ ঘৃত এবং স্ত্রীকে তৈল মাষ-কলাই ও পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য বিশেষরূপে সেবন করাইবে॥ ২০—২২

ঋতুমতী স্ত্রীর লক্ষণ। যে স্ত্রীর মুখ ক্ষীণ ও প্রসন্ন, শ্রোণি ও পয়োধর স্ফূর্ত্তিযুক্ত, চক্ষু ও কুক্ষি শিথিল হয় এবং পুরুষের অভিলাষ জন্মে, তাহাকে ঋতুমতী বলিয়া জানিবে॥ ২৩

প্রস্ফুটিত পদ্ম যেমন দিনান্তে সঙ্কুচিত হয়, সেই প্রকার দ্বাদশনিশাত্মক ঋতুকাল অতীত হইলে যোনি অর্থাৎ গর্ভাশয়দ্বার সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, সেই জন্য ঋতুকালান্তে যোনি শুক্র (বীজ) গ্রহণ করিতে পারে না॥ ২৪

ঋতুকালে প্রকৃতিস্থ প্রেরক বায়ু ধমনীদ্বয় দ্বারা যোনি মুখ হইতে ঋতু শোণিত নিঃসারিত করিয়া থাকে। এই শোণিত আহার রস দ্বারা এক মাসে উপচিত ঈষৎ কৃষ্ণ ও আমগন্ধ রহিত॥ ২৫

ঋতুকালে রজোদর্শনের সময় হইতেই তিন দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী শুভচিন্তাপরায়ণা স্নান ও অলঙ্কার বর্জ্জিতা এবং দর্ভশয্যাশায়িনী হইবে। এই সময় ক্ষীরসিদ্ধ যবান্ন অল্প পরিমাণে কদলীপ্রভৃতির পত্রে শরাবে বা হস্তে করিয়া পান করিবে। যবান্ন কোষ্ঠের শোধক ও কর্ষক হইবে। এই তিন দিন ব্রহ্মচারিণী হইবে অর্থাৎ মৈথুন ত্যাগ করিবে। চতুর্থ দিবসে স্নানান্তে শুচি হইয়া শুভ্রবর্ণ মাল্য ও বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভর্ত্তৃসদৃশ পুত্র ইচ্ছা করিয়া প্রথমে পতিকে দর্শন করিবে। (শাস্ত্রে আছে যে, ঋতুস্নানের পর স্ত্রী যেরূপ দর্শন বা চিন্তন করে সেইরূপ পুত্র প্রসবকরিয়া থাকে)॥ ২৬—২৮

ঋতু দর্শনের দিন হইতে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল। তন্মধ্যে প্রথম তিন দিন এবং একাদশ দিন পুরুষসংসর্গে অপ্রশস্ত। (কেহ কেহ বলেন—ত্রয়োদশ দিবসও বর্জ্জনীয় কারণ এই দিনের সংসর্গে নপুংসক জন্মে।) অবশিষ্ট দিবসের মধ্যে যুগ্ম দিবসে (চতুর্থ ষষ্ঠ অষ্টম দশম ও দ্বাদশ) মৈথুন করিলে পুত্র এবং অযুগ্ম দিবসে মৈথুন করিলে কন্যা জন্মে। (অচিন্ত্য কারণ বশতঃ যুগ্ম দিবসে শুক্রাধিক্য এবং অযুগ্ম দিবসে আর্ত্তবের আধিক্য হইয়া থাকে)॥ ২৯

অনন্তর অথর্ব্ববেদবিৎ পুরোহিত বিধিবৎ পুত্রীয় যাগ করিবেন। ইহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বিধি। শূদ্রা স্ত্রী নমস্কারপরায়ণা ও মন্ত্রবর্জ্জিতা হইয়া সমস্ত বিধি সম্পন্ন করিবে॥ ৩০

এই প্রকারে যথাবিধি স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গ হইলে তাহা অবন্ধ্য অর্থাৎ গর্ভসম্ভবহেতু হয় এবং যথাভিমত পুংগর্ভ বা স্ত্রীগর্ভ হইয়া থাকে। সদ্‌ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে অপত্যজননার্থ দম্পতীর সংযোগ গোপনভাবে হওয়া উচিত। ইহার অন্যথা করিলে মহদ্‌বংশেও কুলাঙ্গার কুপুত্র জন্মিয়া থাকে॥ ৩১—৩৩

দম্পতী যেরূপ পুত্র কন্যা ইচ্ছা করিবেন সেই প্রকার বর্ণ প্রমাণ ও চরিত্র বিশিষ্ট জনপদবাসি দিগকে চিন্তা করিবেন এবং তাহাদের ন্যায় আচার ও পরিচ্ছদ বিশিষ্ট হইবেন ॥ ৩৪

পুত্রীয় বিধি অনুষ্ঠানের পর পুরুষ ঘৃত ও দুগ্ধ সহ শাল্যন্ন ভোজন করিয়া জ্যোতির্ব্বিদের আদেশ মত শুভক্ষণে প্রথমে দক্ষিণ পাদ দ্বারা শয্যায় আরোহণ করিবে। এবং স্ত্রী তৈল ও মাষ বহুল আহার করিয়া বামপাদ দ্বারা পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে শয্যারোহণ পূর্ব্বক শয়ন করিবে। তৎপরে "অহিরসি হইতে যে সুতম্" পর্য্যন্ত মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পরস্পর প্রিয় বচনাদিদ্বারা প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক আনন্দের সহিত মৈথুন করিবে। মৈথুনকালে স্ত্রী তচ্চিত্তা হইয়া অঙ্গ সকল সুসংস্থিত করিয়া উত্তানভাবে থাকিবে। ইহাতে বাতাদি দোষ সকল স্বস্থানে অবস্থিত থাকাতে নির্দ্দোষভাবে বীজ গৃহীত হইয়া থাকে। সদ্যোগর্ভার লক্ষণ। যোনিতে বীজের সম্যক্ গ্রহণ, তৃপ্তি, কুক্ষির গুরুত্ব ও স্ফুরণ, শুক্র ও রক্তের অনমুবন্ধন অর্থাৎ যোনিমুখ দ্বারা বহিরনির্গম, হৃদয়স্পন্দন, তন্দ্রা, পিপাসা, গ্লানি ও লোমাঞ্চ এই গুলি সদ্যোগৃহীত-গর্ভার লক্ষণ ॥ ৩৫—৪১

এক্ষণে গর্ভের অবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে—গর্ভগ্রহণের সপ্তাহ মধ্যে গর্ভ গোলক শ্লেষ্মপিণ্ডী—ভূত হয়, তৎপরে এক মাস পর্য্যন্ত অব্যক্তাকৃতি কললীভূত হইয়া থাকে। এই কললীভূত গর্ভে স্ত্রী পুরুষাদি লক্ষণ ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রথম মাসে পুংসবনাদি সংস্কার কর্ত্তব্য। এস্থলে আশঙ্কা করা হইতেছে যে, জীব প্রাক্তন কর্ম্মবশে প্রেরিত হইয়া স্ত্রীগর্ভ বা পুংগর্ভ রূপ ধারণ করে, যদি সেই কর্ম্মাধীন জীব স্ত্রীগর্ভ উৎপাদন করিতে আক্ষিপ্ত হয়—তাহা হইলে পুংসবনাদি পুরুষপ্রযত্ন দ্বারা তাহা কখনই পুংগর্ভরূপে পরিণত হইতে পারে না। তবে পুংসবনাদি সংস্কারের প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তর এই যে, পুরুষকার বলবান্ হইলে তদ্দ্বারা দুর্ব্বল দৈব নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বলবান্ দৈবকে দুর্ব্বল পুরুষকার নষ্ট করিতে পারে না। তবে পুংসবনাদি ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধি বা অসিদ্ধি দেখিয়া প্রাক্‌কৃত কর্ম্মের হীনবলত্ব বা প্রবলত্ব অনুমান করা যায় ॥ ৪২।৪৩

পুংসবন প্রয়োগ। স্বর্ণ রৌপ্য বা লৌহ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পুরুষাকার পুত্তলী অগ্নিতাপে লোহিত বর্ণ করিয়া উহা দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিবে। সেই দুগ্ধ চারিপল (অর্দ্ধসের) মাত্রায় পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত কালে গর্ভিণী পান করিবে ॥ ৪৪

শ্বেত অপামার্গ, জীবক, ঋষভক ও ঝিণ্টি এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের কোন একটী বা দুইটী অথবা তিনটী বা সমস্ত গুলি জলে পেষণ করিয়া পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কালে তাহা পান করিবে ॥ ৪৫

স্ত্রী স্বয়ং শ্বেতপুষ্পবৃহতীর (কণ্টকারীর) মূল দুগ্ধের সহিত বাটিয়া তাহার রস পুত্রার্থ দক্ষিণ নাসাপুটে এবং কন্যাজননার্থ বাম নাসাপুটে সেচন করিবে ॥ ৪৬

লক্ষ্মণার মূল দুগ্ধের সহিত বাটিয়া নাসিকা বা মুখ দ্বারা পান করিলে পুত্রের উৎপত্তি ও স্থিতি হয়। অর্থাৎ যাহাদের পুত্র জন্মে না বা পুত্র জন্মিলে বাঁচে না তাহাদিগকে পুত্রের উৎপত্তি ও স্থিতির জন্য এই যোগ সেবন করাইবে। অথবা বটের আটটী শুঙ্গা দুগ্ধে বাটিয়া নাসিকা বা মুখ দ্বারা পান করাইবে। জীবনীয়গণ (জীবন্তী কাকোলী প্রভৃতি দশটী) দ্বারা অভ্যঙ্গাদি দ্বারা বাহ্য ও আহার পানাদি দ্বারা আভ্যন্তর প্রয়োগ করিবে ॥ ৪৭

স্বামী ও ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক প্রিয় ও হিতকর আহারবিহারাদি দ্বারা গর্ভিণীর যে উপচার (সেবা) তদ্দ্বারা গর্ভ ধৃত (রক্ষিত) হইয়া থাকে। অর্থাৎ অকালে নষ্ট হয় না। নবনীত ঘৃত ও ক্ষীরাদি যথাসাত্ম্য পথ্য প্রদান দ্বারা গর্ভবতী স্ত্রীর সর্ব্বদা সেবা করিবে॥ ৪৮

গর্ভিণীর বর্জ্জনীয়। অতিমৈথুন, আয়াসজনক কর্ম্ম, ভারবহন, গুরু উত্তরীয় বস্ত্রধারণ, অকালে নিদ্রা ও জাগরণ (দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ), কঠিন ও উৎকট আসন, শোক, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, শ্রদ্ধাবিনিগ্রহ, উপবাস, পথশ্রম এবং তীক্ষ্ণ উষ্ণ গুরু ও বিষ্টম্ভিদ্রব্য ভোজন, রক্তবস্ত্র পরিধান, গর্ত্ত ও কূপ নিরীক্ষণ, মদ্যপান, মাংসভোজন, উত্তান (চিৎ হইয়া শোওয়া) শয়ন, রক্তমোক্ষণ, বমনবিরেচনাদি শুদ্ধি এবং অভিজ্ঞ বৃদ্ধা স্ত্রীগণ যাহা যাহা ইচ্ছা করেন না—তৎসমস্ত বিষয় গর্ভিণী স্ত্রী ত্যাগ করিবেন। অষ্টম মাসের পূর্ব্বে গর্ভিণীকে অনুবাসন বস্তি দিবে না, অষ্টমমাসে অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই সকল বর্জ্জনীয় বিষয় সেবন করিলে গর্ভিণীর আম গর্ভস্রাব হয় বা কুক্ষিমধ্যে শুষ্ক হয় অথবা মরিয়া যায়॥ ৪৯—৫২

বাতবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করিলে গর্ভ কুব্জ অন্ধ জড় ও বামন; পিত্তজনক দ্রব্য সেবন করিলে খালিত্য (টাক্) যুক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ এবং কফকর দ্রব্য সেবনে শ্বিত্ররোগ যুক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ হয়॥ ৫৩

গর্ভিণীর কোনরূপ ব্যাধি জন্মিলে তাহা মৃদু সুখকর ও অতীক্ষ্ণ ঔষধ দ্বারা প্রশমিত করিবে॥ ৫৪

গর্ভিণীর দ্বিতীয় মাসে সেই কলল গর্ভ ঘন পেশী বা অর্ব্বুদাকার হয়। (ঘন গাঢ়, পেশী—মাংসপেশীসদৃশ এবং অর্ব্বুদ অর্দ্ধবিভক্ত গোলাকার বস্তু সদৃশ)। এই ঘনাদিরূপ গর্ভ হইতে যথাক্রমে পুরুষ স্ত্রী ও ক্লীব সন্তান হয়। অর্থাৎ ঘনগর্ভ হইতে পুরুষ, পেশী হইতে স্ত্রী এবং অর্ব্বুদাকার গর্ভ হইতে নপুংসক জন্মে॥

ব্যক্তগর্ভের লক্ষণ। শরীরের ক্ষীণতা, উদরের গুরুত্ব, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, তৃষ্ণা, মুখপ্রসেক (মুখ দিয়া জল উঠা), অবসাদ, রোমাবলীর উদ্গম, অম্লভোজনে ইচ্ছা, স্তনের পীনতা, স্তনে দুগ্ধোৎপত্তি, চুচুকের (স্তনাগ্রভাগের বোঁটার) কৃষ্ণবর্ণতা, পাদদ্বয়ে শোথ, ভুক্তান্নের বিদগ্ধতা (কেহ বলেন শরীরে দাহ) এবং নানাপ্রকার শ্রদ্ধা (পথ্যাপথ্যাদি বিষয়ে অভিলাষ)॥ ৫৫—৫৭

গর্ভিণীর শ্রদ্ধা (কোন বিষয়ে স্পৃহা) উৎপন্ন হইলে তাহাকে অপথ্য দেওয়া উচিত কিনা এই সন্দেহ নিরসনার্থ কথিত হইতেছে—গর্ভের হৃদয় মাতৃঅংশজাত ও মাতৃহৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ। পরস্পর হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকায় গর্ভিণীকে দ্বিহৃদয়া বা দৌহৃদিনী বলে। এসময়ে গর্ভিণীহৃদয় সন্তপ্ত হইলে গর্ভের হৃদয়ও সন্তপ্ত হইয়া থাকে। পরায়ত্ত-হৃদয় বলিয়া গর্ভিণী তৎকালে স্বস্বভাবোচিত অভিলাষ ব্যতীত অন্য নানাপ্রকার অভিলাষ করিয়া থাকেন। গর্ভিণীর অভিলাষ ও গর্ভের অভিলাষ একই বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং এ অবস্থায় শ্রদ্ধার পূরণ না করা অন্যায়। সেই জন্য তাহাকে অপথ্য দ্রব্যও হিতসংযুক্ত করিয়া অল্প মাত্রায় দেওয়া উচিত। কারণ শ্রদ্ধাবিঘাতে গর্ভের বিকৃতি বা চ্যুতি হইতে পারে। অতএব কখনই গর্ভিণীর শ্রদ্ধা বিঘাত করিবে না। শ্রদ্ধার বস্তু দিলে বীর্য্যবান্ চিরজীবী পুত্র প্রসব করিয়া থাকে॥ ৫৮—৬০

তৃতীয় মাসে গর্ভের অঙ্গপঞ্চক যথা মস্তক হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় এবং চেতনার অধিষ্ঠান সূক্ষ্ম অঙ্গ সমূহের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই সকল অঙ্গ ব্যক্ত হইবার তুল্যকালেই গর্ভের দুঃখ ও সুখের জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৬১

মাতার আহারাদি দ্বারা গর্ভ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা কথিত হইতেছে—গর্ভের নাভিতে এবং মাতার হৃদয়ে একটী নাড়ী নিবদ্ধ আছে, সেই নাড়ী দ্বারা গর্ভের পুষ্টি হয়। যেমন জলবহা ক্ষুদ্রপয়োনালী জলবহন দ্বারা ক্ষেত্রস্থ শস্য সমূহ বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ মাতৃহৃদয়ে নিবদ্ধ নাড়ী মাতার আহার রস বহন করিয়া গর্ভের পোষণ করিয়া থাকে ॥ ৬২

চতুর্থমাসে গর্ভের সমস্ত অব্যক্ত সূক্ষ্ম অঙ্গের প্রকাশ হয়। পঞ্চমমাসে চেতনা, ষষ্ঠমাসে স্নায়ু শিরা রোম বল বর্ণ নখ ও ত্বক্ ব্যক্ততা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৩

সপ্তম মাসে গর্ভ সর্ব্বভাব (বস্তু) দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া পুষ্ট হইয়া থাকে। (এসময়ে প্রসব হইলেও সন্তান বাঁচিতে পারে। তবে দীর্ঘজীবী হয় না।) এই সময়ে বাতাদি দোষসকল গর্ভদ্বারা উৎপীড়িত হইয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে এবং কণ্ডু বিদাহ ও কিক্কিস উৎপাদন করে। (গর্ভিণীর উরু স্তন ও উদরে যে রেখাকার বলিবিশেষ জন্মে, তাহাকে কিক্কিস কহে। কেহ কেহ শূক দ্বারা ব্যাপ্ততাকে কিক্কিস বলেন।) ॥ ৬৪

গর্ভিণীর কণ্ডু বিদাহ ও কিক্কিসাদি শান্তির জন্য নিম্নলিখিত যোগ ব্যবহার করিবে। যথা—কুলভিজান জল ও দ্রাক্ষাদি মধুর ঔষধের কল্কসহ নবনীত সিদ্ধ করিয়া তাহা গর্ভিণীকে সেবন করাইবে এবং কণ্ডুযুক্ত স্থানে মালিস করিতে দিবে। অল্প লবণ ও ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত লঘু ও স্বাদু পথ্য প্রদান করিবে। চন্দন ও বেণামূল জলে বাটিয়া অথবা ত্রিফলা এণ হরিণ ও শশকের রক্তে বাটিয়া তদ্দ্বারা উরু স্তন ও উদরে লেপ দিবে। করবীর পত্র সিদ্ধ তৈলদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া পটোলপত্র, নিমপাতা, মঞ্জিষ্ঠা ও তুলসী পত্রের কল্ক দ্বারা অঙ্গ মর্দ্দন করিবে। দারুহরিদ্রা ও যষ্টিমধু সিদ্ধ জল দ্বারা পরিষেক করিবে এবং স্নানাদি দ্বারা শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। চুলকাইবেনা। কণ্ডু উপস্থিত হইলে উদ্বর্ত্তন ও স্নান করিবে। ইহাতে উদর ও স্তন প্রভৃতি স্থানের চর্ম্ম ফাটিয়া যাইবে না ॥ ৬৫—৬৮

অষ্টমমাসে সর্ব্বধাতুসার ওজঃ পদার্থ যথাক্রমে মাতা ও পুত্রে মুহুর্মুহুঃ সঞ্চরিত হয়। সেই জন্য মাতা ও পুত্র কখন ম্লান কখন বা মুদিত (হৃষ্ট) হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন ওজঃ পদার্থ মাতৃহৃদয়ে সঞ্চরিত হয় তখন মাতা হৃষ্ট এবং পুত্র ম্লান এবং যখন পুত্রহৃদয়ে সঞ্চরিত হয় তখন পুত্র হৃষ্ট ও মাতা ম্লান হইয়া থাকে। যে সময়ে ওজঃপদার্থ সন্তানে অবস্থিতি না করে তখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার মৃত্যু হয়। অষ্টমমাসে ওজঃপদার্থের অনবস্থান হেতু গর্ভিণীরও জীবন সংশয়াপন্ন হয় অর্থাৎ কখন জীবন রক্ষা হয় কখন নষ্ট হয় ॥ ৬৯

অষ্টম মাসে দুগ্ধের সহিত পক্ক পেয়া ঘৃতসহ পান করিতে দিবে। দ্রাক্ষাদি মধুরদ্রব্য সাধিত ঘৃত দ্বারা অনুবাসন বস্তি দিবে। সঞ্চিত পুরাণ মলের শুদ্ধির জন্য শুষ্ক মূলক ও অম্লকুলের কাথ এবং শুলফার কল্কের সহিত ঘৃত তৈল ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া তাহার নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে ॥ ৭০।৭১

অষ্টম মাসের পর একদিন অতিক্রান্ত হইলেই প্রসবের কাল জানিবে। এই সময় হইতে দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল। এই সময়ে প্রসব হইলে সন্তান দীর্ঘায়ুরাদিলক্ষণান্বিত হয়। অতঃপর বায়ুকর্ত্তৃক কুক্ষিতে গর্ভ ধারিত হওয়ায় ভূমিষ্ঠ না হইলে তাহা বিকারকারী হইয়া থাকে॥ ৭২।৭৩

নবমমাসে মাংসরসান্বিত স্নিগ্ধ অন্ন প্রশস্ত অথবা বহুস্নেহসাধিত যবাগূ এবং দ্রাক্ষাদি মধুরদ্রব্য সাধিত ঘৃতের অনুবাসন প্রশস্ত। এই মাস হইতে অনুবাসনোক্ত ঘৃতাক্ত পিচু (কাপাসতুলার বর্ত্তি) গর্ভিণীর যোনিতে সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বায়ুর শান্তি হওয়ায় সুখে প্রসব হয়। বাতঘ্নপত্র সমূহের কাথ শীতল করিয়া তদ্দ্বারা গর্ভিণীকে প্রত্যহ স্নান করাইবে। এখন হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত গর্ভিণীকে নিঃস্নেহাঙ্গী রাখিবে না অর্থাৎ প্রত্যহ উত্তমরূপে তৈলাভ্যঙ্গ করাইবে। ইহাতে বায়ুর শান্তি হইবে॥ ৭৪—৭৬

ইদানীং গর্ভিণীর পুত্র কন্যা নপুংসক বা যমক প্রসবের লক্ষণ কথিত হইতেছে—যে গর্ভিণীর প্রথমে দক্ষিণ স্তনে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, যাহার গমন গ্রহণ শয়ন প্রভৃতিতে প্রথমে দক্ষিণ অঙ্গের চেষ্টা হয়, অর্থাৎ গমনকালে প্রথমে দক্ষিণপাদ এবং গ্রহণকালে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ হয়, যাহার পুন্নামধেয় দ্রব্যে দৌহৃদ, পুন্নামক প্রশ্নে অনুরাগ, পুংবিষয়ক স্বপ্ন দর্শন (স্বপ্নে পুরুষ গজ অশ্ব বরাহাদি প্রাণী বা আম্র দাড়িমাদি বৃক্ষ দর্শন), যাহার দক্ষিণ কুক্ষি উন্নত এবং গর্ভ বর্ত্তুলাকার হয়, সে গর্ভিণী পুত্র প্রসব করে। আর যাহার এই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ (বামস্তনে দুগ্ধ বামপার্শ্ব চেষ্টা প্রভৃতি) প্রকাশিত হয়, যাহার পুরুষ সঙ্গে ইচ্ছা হয়, যাহার নৃত্য বাদ্য গান্ধর্ব্ব (সঙ্গীতাদি), গন্ধ ও মাল্যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, সে কন্যা প্রসব করিয়া থাকে। এই উভয় লক্ষণের (পুত্রপ্রসবলক্ষণ ও কন্যাপ্রসব লক্ষণের) সাঙ্কর্য্য ঘটিলে এবং কুক্ষির মধ্যভাগ উন্নত হইলে ক্লীব জন্মে। আর দ্রোণীর ন্যায় উদরের দুইপার্শ্ব উন্নত এবং মধ্যভাগ নিম্ন হইলে যমজ সন্তান প্রসূত হইয়া থাকে॥ ৭৭—৭৯

গর্ভিণী নবম মাসের পূর্ব্বেই শুভনক্ষত্রযুক্ত দিবসে বহুপ্রসূতা ও প্রসবকালোচিতব্যবহার-কুশলা স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বাস্তুবিদ্যাবিদ্ ব্যক্তির দ্বারা প্রশস্ত দেশে নির্ম্মিত ও সর্ব্বোপকরণ সম্পন্ন সূতিকা গৃহ আশ্রয় করিবে এবং তথায় প্রসবকালের প্রতীক্ষা করিবে॥ ৮০।৮১

আসন্নপ্রসবার লক্ষণ। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর (অর্থাৎ যাহারা আজ কালের মধ্যে প্রসব করিবে, তাহাদের) গ্লানি (হর্ষাভাব), কুক্ষি ও চক্ষুর শৈথিল্য, ক্লান্তি, অধোদেশের গুরুত্ব, অরুচি, মুখপ্রসেক (মুখ দিয়া জল উঠা), বারংবার প্রস্রাব, উরু, উদর, কটী, পৃষ্ঠদেশ, হৃদয়, বস্তি ও কুঁচ্কি স্থানে বেদনা, যোনিতে ভেদবৎ (বিদারণবৎ) বা সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, স্ফুরণ ও স্রাব হয়। যোনি ভেদাদির পর আবির (গর্ভনিষ্ক্রমণ কালের শূল বেদনার) উৎ-পত্তি, তৎপরে গর্ভোদকের স্রাব (যোনি হইতে জলস্রাব মাত্র) হইয়া থাকে॥ ৮২—৮৪

আবি ও গর্ভোদক স্রাব দ্বারা গর্ভিণীকে অভিমুখীভূতগর্ভা জানিয়া উত্তমরূপে তৈল মাখাইয়া গরম জলে স্নান করাইবে এবং বাহুতে রক্ষাবন্ধনাদি কৌতুক মঙ্গলাচরণ করিয়া ঘৃতযুক্ত পেয়া পান করাইবে। পেয়া পান কালে গর্ভিণী পুন্নামধেয় দাড়িম্বাদি ফল হস্তে ধারণ করিয়া থাকিবে। তৎপরে গর্ভিণী পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) কোমল

ভূ-শয্যায় শয়ন করিবে, সেই সময় তাহার নাভির অধোদেশ বারংবার তৈলাভ্যক্ত করিয়া মর্দ্দন করিবে, এবং তাহাকে জৃম্ভন ও দ্রুতভ্রমণ করাইবে॥ ৮৫।৮৬

এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা গর্ভ মাতৃহৃদয় পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে অধঃস্থানে অবস্থিতি করে। মাতৃহৃদয়বিমুক্ত গর্ভ হৃদয়-মোচনের পর উদরে আসিয়া বস্তির উপর অবস্থিত হয়॥ ৮৭

যখন অনবরত আবি (প্রসবকালের বেদনা বিশেষ) উৎপন্ন হইবে, তখন গর্ভিণীকে খট্টায় আরোহণ করাইবে। খট্টাস্থিতা গর্ভিণীর গর্ভ সম্যক্ পীড়িত হইলে তৈলাভ্যঙ্গাদি দ্বারা যোনিদ্বার প্রশস্ত করিয়া দিবে। গর্ভিণী, গর্ভ যোনি মুখে না আসা পর্য্যন্ত মৃদুভাবে কুন্থন করিবে, গর্ভ যোনি মুখে উপস্থিত হইলে প্রসবকাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ প্রগাঢ় ভাবে কুন্থন করিবে। অপরাপর স্ত্রীগণ সুভগে তুমি ধন্য, পুত্র প্রসব করিবে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গর্ভিণীর হর্ষোৎপাদন করিবেন। যন্ত্রণার শান্তির জন্য শীতল জল দিবে ও বাতাস করিবে। ইহা দ্বারা গর্ভিণীর প্রসবক্লেশাবসন্ন প্রাণ নবীভূত হইয়া প্রত্যাগত হইবে॥ ৮৮—৯২

গর্ভ আট্‌কাইয়া গেলে কৃষ্ণসর্পের খোলস দ্বারা যোনিতে ধূপ প্রদান করিতে হইবে। স্বর্ণপুষ্পীমূল হস্তে ও পাদে ধারণ করিবে। সুবর্চ্চলা বা ঈশলাঙ্গলা হাতে পারে বান্ধিবে। ফুল না পড়িলেও এই সকল বিধি অবলম্বন করিবে। আর বাহুদ্বয়ের নিম্নে ধরিয়া কিঞ্চিৎ উঠাইয়া প্রসূতিকে বিকম্পিত করিবে (সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে যে, দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রসূতির নাভির উপরি ভাগ বলপূর্ব্বক টিপিয়া ও বাম হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া তাহাকে কাঁপাইবে)। পার্ষ্ণি দ্বারা কটীদেশে বারংবার আঘাত করিবে। নিতম্বদ্বয় উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। বেণীর অগ্রভাগ বা কেশের অগ্রভাগ দ্বারা কণ্ঠ ও তালু ঘর্ষণ করিবে। মস্তকে মনসা সীজের আঠা দিবে। ভূর্জ্জপত্র, ঈশলাঙ্গলা, তিত্‌লাউ, সাপের খোলস, কুড় ও শ্বেতসর্ষপ ইহাদের মধ্যে কোন একটী, দুইটী বা সমস্ত গুলিরই দ্বারা যোনিতে প্রলেপ ও ধূপ দিবে। কুড় ও তালীশপত্রের কল্ক সুরামণ্ডের, কুলত্থযূষের বা বিল্বাসবের সহিত পান করাইবে॥ ৯৩—৯৭

শুলফা, শ্বেতসর্ষপ, জীরা, সজিনা বীজ, তীক্ষ্ণক (কৃষ্ণসর্ষপ), চিতামূল, হিং, কুড় ও ময়না ফল, ইহাদের কল্ক এবং গোমূত্র ও দুগ্ধ সহ সর্ষপ তেল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা পায়ু বা যোনিতে অনুবাসন বস্তি দিবে। শুল্‌ফা, বচ, কুড়, পিপুল ও সর্ষপ ইহাদের কল্ক, ঘৃতাদি স্নেহ ও সৈন্ধব লবণ দ্বারা নিরূহবস্তি কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিলে আশু অপরা (ফুল) নিপতিত হয়। অপরাসঙ্গে (ফুল আটকান বিষয়ে) বায়ুই কারণ। বায়ুনাশের প্রকৃষ্ট উপায় বস্তি; সেই জন্য বস্তি দ্বারা অতি শীঘ্র ফুল নির্গত হইয়া যায়। অথবা কোন কুশলা স্ত্রী নখ কাটিয়া হস্তে ঘৃত মাখাইয়া তদ্দ্বারা ফুল আহরণ করিবে। গর্ভ ও ফুল পতিত হইলে প্রসূতির যোনিতে তৈল মাখাইয়া মর্দ্দন করিবে এবং তাহার শরীরও মর্দ্দিত করিবে॥ ৯৮-১০২

মকল্ল নামক রোগে প্রসূতির মস্তক বস্তি ও কোষ্ঠে শূল উপস্থিত হইলে যবক্ষারচূর্ণ ঘৃত বা উষ্ণ জলের সহিত তাহাকে সেবন করাইবে। অথবা ধান্যাম্ল (কাঁজিবিশেষ) পুরাতন গুড় ত্রিকটু ও ত্রিজাতক চূর্ণের সহিত মিশাইয়া পান করাইবে। (তেজপত্র এলাচ ও দারুচিনিকে ত্রিজাত কহে)॥ ১০৩

যাহারা বহু সন্তান প্রসব করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন পূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, এইরূপ স্ত্রী, বালোপচরণীয় আহার বিহারাদি দ্বারা, সদ্যোজাত বালকের শুশ্রূষা করিবে। প্রসূতি ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে পঞ্চকোল চূর্ণ মিশ্রিত তৈলের বা ঘৃতের পূর্ণমাত্রা পান করাইবে। যাহা অষ্ট প্রহরে পরিপাক পায়, তাহাই পূর্ণমাত্রা জানিবে। তৎপরে উষ্ণ গুড়োদক বা বাতঘ্ন দ্রব্য সিদ্ধ জল অনুপান করাইবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা বায়ু কুপিত হয় না এবং দুষ্ট রক্ত বিশুদ্ধ হয়। দুই বা তিন রাত্রি পর্য্যন্ত এই ক্রম অবলম্বন করিবে। যে প্রসূতি স্নেহ পানের অযোগ্যা, তাহাকে স্নেহ না দিয়া অপর বিধি সকল পালন করাইবে। স্নেহপানের পর (অর্থাৎ স্নেহপানযোগ্যা স্ত্রী স্নেহপানানন্তর এবং স্নেহপানের অযোগ্যা স্ত্রী উষ্ণ গুড়োদক বা বাতঘ্ন ঔষধ সিদ্ধ জল পানের পর) প্রসূতির উদর মিশ্রিত ঘৃত তৈল দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বান্ধিয়া রাখিবে॥ ১০৪—১০৭

স্নেহাদি জীর্ণ হইলে প্রসূতিকে স্নান করাইয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকোলাদি ঔষধ সাধিত পেয়া পান করাইবে। তিন দিন অতিক্রান্ত হইলে বিদার্য্যাদিবর্গোক্ত দ্রব্যের কাথ সাধিত পেয়া অথবা সাত্ম্য হইলে দুগ্ধসাধিত পেয়া স্নেহসংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে। সাত রাত্রি গত হইলে প্রসূতিকে ক্রমে ক্রমে বৃংহণ (পুষ্টিকারক) পথ্য প্রদান করিবে। (জীবনীয় বৃংহণীয় মধুরবর্গ সাধিত অভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তন পরিষেকাদি ও হৃদ্য অন্নপান দ্বারা বৃংহণ করিবে)। দ্বাদশ দিনের মধ্যে মাংস ভোজন করিতে দিবে না॥ ১০৮—১১০

অতি তৎপর হইয়া প্রসূতার শুশ্রূষা করিবে, কারণ গর্ভবৃদ্ধি, প্রসব ও কুন্থন জনিত বেদনা, ক্লেদ ও রক্তস্রাব এবং গর্ভপীড়নাদি হেতু তৎকালের (প্রসবান্তের) পীড়া সমূহ দুঃসাধ্য হইয়া থাকে॥ ১১১

এই প্রকার শুশ্রূষাদি যুক্তা প্রসূতি স্ত্রী দেড় মাসের পর ক্রমশঃ আহার বিহারাদি ক্লেশকর নিয়ম সকল ত্যাগ করিলে বা পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইলে সূতিকা-নামহীন হইয়া থাকে॥ ১১২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে শারীর স্থানে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমরা গর্ভব্যাপদ নামক শারীর ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥

গর্ভিণীর পরিহার্য্য আহারবিহারাদির সেবন, অতি মৈথুনাদি বা রোগদ্বারা রজঃ দৃষ্ট হইলে অথবা গর্ভে শূলবেদনা উপস্থিত হইলে বাহ্যাভ্যন্তরে স্নিগ্ধ শীতল চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ স্নিগ্ধ শীতল প্রলেহ পরিষেকাদি দ্বারা বাহ্য এবং স্নিগ্ধ শীতল অন্নপানাদি দ্বারা আভ্যন্তর চিকিৎসা করিবে॥ ১

বেণার মূল, পদ্ম, চন্দন ও বটঅশ্বত্থাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্ ইহাদের কল্কে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা তুলা বা বস্ত্রখণ্ড অতিশয় আর্দ্র করিয়া যোনি ও বস্তিতে ধারণ করাইবে। গর্ভিণীকে শত ধৌত ঘৃত মাখাইয়া পূর্ব্বোক্ত বেণামূল প্রভৃতির ক্বাথে স্নান করাইবে। কুমুদ পদ্ম ও উৎপলের কিঞ্জল্ক, চিনি ও মধু একত্র মিশাইয়া দুগ্ধ বা ঘৃতের সহিত (কেহ বলেন দুগ্ধজাত ঘৃত সহ) সেবন করাইবে। শিঙ্গাড়া ও কেশুর খাইতে দিবে। গন্ধপ্রিয়ঙ্গু, পদ্ম, উৎপল মূল ও কচিযজ্ঞডুমুর সহ সিদ্ধ দুগ্ধ, অথবা শালিধান্যের মূল, কাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, যষ্টিমধু ও ইক্ষুমূল ইহাদের সহিত পক্ক দুগ্ধ পান, রক্তশালি ধান্যের শীতল অন্ন মধু চিনি ও শালি-মূলাদিসিদ্ধ দুগ্ধ সহ ভোজন অথবা সাত্ম্য বুঝিয়া জাঙ্গল মাংস রসের সহিত ভোজন করাইবে। ইহাতে রক্তপিত্তোক্ত চিকিৎসা করিবে, কেবল বমন বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়া করিবে না॥ ২—৫

গর্ভ তিন মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যদি রক্তস্রাবাদি রোগ উপস্থিত হয় বা রক্তস্রাবের সহিত আমানুবন্ধ থাকে তাহা হইলে অজাতসার গর্ভ প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সেই অবস্থায় প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক সাবধানে চিকিৎসা করিবে। এই অবস্থায় তিক্তকষায়াদি রুক্ষগুণযুক্ত শীতল ক্রিয়া; দেশ কাল ও রোগির বল বুঝিয়া উপবাস; মুতা, বেণার মূল, গুলঞ্চ, শোনাছাল, ধনে, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, চন্দন, আতইচ ও বেড়েলা ইহাদের কাথপান ও মুদ্গাদি যূষের সহিত শ্যামা কোদো প্রভৃতি তৃণধান্যের অন্নভোজন হিতকর। আমদোষ নষ্ট হইলে পূর্ব্ববৎ বাহ্যাভ্যন্তরে স্নিগ্ধ শীতল ক্রিয়া করণীয়॥ ৬—৮

এবম্ভূত নিয়ম পালন করিলেও যদি অদৃষ্টবশতঃ গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে রোগিণীকে তীক্ষ্ণ মদ্য যথাশক্তি অর্থাৎ বহুপরিমাণে পান করাইবে। তাহাতে গর্ভাশয় ও কোষ্ঠের শুদ্ধি এবং বেদনার বিস্মৃতি হইবে। মদ্যপানের পর লঘু পঞ্চমূলের সহিত প্রস্তুতীকৃত রুক্ষ পেয়া পান করাইবে। যে স্ত্রী মদ্যপান করিবে না তাহাকে বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ ও পঞ্চ কোলের কল্কে কৃষ্ণতিল ও উদ্দালক (কোদো) তণ্ডুল সাধিত পেয়া পান করাইবে। গর্ভ পতিত হইলে যত মাসের গর্ভ ছিল তত দিন পর্য্যন্ত স্নেহলবণবর্জ্জিত মরিচ চিতামূল প্রভৃতি অগ্নিকর দ্রব্যসংযুক্ত লঘু পেয়া পান করাইতে হইবে। পিত্তকফরূপ দোষ ও ধাতুর পরিক্লেদশোধনার্থ এই সকল বিধি অবলম্বন করিবে। ক্লেদাদি শুষ্ক হইলে তৎপরে বলকর জীবনীশক্তিবর্দ্ধক (ওজোবর্দ্ধক) ও অগ্নিদীপক চতুর্ব্বিধ স্নেহ, স্নিগ্ধ অন্ন ও স্নিগ্ধ বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৯—১৩

উপবিষ্টক গর্ভ। সঞ্জাতসার (বলবান্) ও প্রবৃদ্ধ গর্ভ গর্ভিণীর অত্যাচারবশতঃ যোনিস্রাব (রক্তক্লেদাদি) হেতু যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় এবং স্পন্দনযুক্ত হইয়া গর্ভাশয়ে অবস্থিতি করে তাহা হইলে সেই গর্ভকে উপবিষ্টক কহে। ইহাতে উদর বর্দ্ধিত হয় না॥ ১৪

নাগোদর গর্ভ। শোক উপবাস ও রুক্ষাদি সেবন কিংবা যোনি হইতে রক্তাদির অতিস্রাব হেতু বায়ু প্রকুপিত হইলে গর্ভ কৃশ ও শুষ্ক হইতে থাকে, ইহাকে নাগোদর গর্ভ কহে। কেহ কেহ ইহাকে উপশুষ্ক গর্ভও কহে। ইহাতে উদর বর্দ্ধিত হইলেও হানি হয় এবং গর্ভ বিলম্বে বিলম্বে স্পন্দিত হইয়া থাকে॥ ১৫

উপবিষ্টক ও নাগোদর গর্ভে গর্ভিণীকে বৃংহণ বাতঘ্ন ও মধুর এই ত্রিগুণান্বিত (দ্রাক্ষা শর্করা প্রভৃতি) দ্রব্য দ্বারা সাধিত ঘৃত দুগ্ধ ও মাংসরস সেবন করাইয়া তৃপ্ত করিবে, তাহাকে আমগর্ভও

(শশকাদির অসম্পূর্ণগর্ভ কিংবা পক্ষী প্রভৃতির ডিম্ব) সেবন করাইবে। ঘৃতাদি পানে গর্ভিণী পরিতৃপ্ত হইলে তাহাকে রথাদি যান বা গজাশ্বাদি বাহনে আরোহণ করাইয়া বেগে গমনাগমন করাইবে। যেন তাহার শরীর ক্ষুভিত হয়॥ ১৬

লীনাখ্য গর্ভ। ইহা উপবিষ্টক ও নাগোদর গর্ভের লক্ষণান্বিত, তবে বিশেষত্ব এই যে, লীনাখ্য গর্ভে স্পন্দন থাকে না। ইহাতে শ্যেন গো মৎস্য উৎক্রোশপক্ষী ময়ুর এবং কুক্কুটাদির মাংসরস বহুঘৃত সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। বহু ঘৃতান্বিত মাষকলাই ও মূলাসিদ্ধ যূষ, দুগ্ধের সহিত কচি বেল, কৃষ্ণতিল, মাষকলাই ও ছাতু ভোজন এবং মেছুর মাংসের সহিত মার্দ্বীক মদ্য লীনাখ্য গর্ভে হিতকর। গর্ভিণীর কটীদেশে সর্ব্বদা তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। পূর্ব্বোক্ত গর্ভিণীত্রয়কে সর্ব্বদা হর্ষিত করিবে। এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা গর্ভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিধির বিপরীতাচরণ করিলে অর্থাৎ রুক্ষাদি সেবন হেতু মাতার আহার রস অল্প হইলে চেতনা-মাত্রাবশেষ গর্ভ বহুবৎসর পরে পুষ্ট হইয়া অতিকষ্টে নির্গত হয় অথবা যাবজ্জীবন গর্ভিণীর গর্ভেই অবস্থান করে, তথা হইতে নির্গত হয় না॥ ১৭—২০

গর্ভিণীর উদাবর্ত্তরোগ উপস্থিত হইলে যথাযোগ্য ঔষধ সাধিত চতুর্ব্বিধ স্নেহপান এবং তৎ-কালোচিত অনুবাসন বস্তি দ্বারা আশু তাহা জয় করিবে। কারণ এই উদাবর্ত্ত গর্ভ ও গর্ভিণী উভয়কেই নষ্ট করিতে পারে, অতএব শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করিবে॥ ২১

অন্তর্মৃতগর্ভলক্ষণ। বাতাদিদোষের অতিবৃদ্ধি, অপথ্য সেবন (স্বভাব মাত্রা ও কালাদি বিরুদ্ধ ভোজনাদি) এবং দৈব (অন্যজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম) বশতঃ উদর মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইলে উদর শীতল, নিশ্চল, ধ্মাত (আধ্মাত ভিস্তির ন্যায় বায়ুপূর্ণ), অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, গর্ভস্পন্দনরাহিত্য এবং ভ্রম, তৃষ্ণা, কষ্টে উর্দ্ধশ্বাস, গ্লানি, অরতি, নেত্রের শিথিলতা ও আবিবেদনার অনুৎপত্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়॥ ২২।২৩

অন্তর্মৃতগর্ভচিকিৎসা। অন্তর্মৃতগর্ভা স্ত্রীকে ঈষদুষ্ণ জলে পরিষিক্ত করিয়া গুড় সুরাবীজ ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনিতে প্রলেপ দিবে। শাল্মলি নির্য্যাস ও মসিনা বাটিয়া তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া তাহা যোনির অভ্যন্তরে (বাহিরেও লাগাইবে) বারংবার পূরণ করিবে। তৎপরে মূঢ়গর্ভপাতনার্থ সিদ্ধমন্ত্র ও জরায়ুক্ত মন্ত্র (ফুল না পড়িলে যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়) পাঠ করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠীয়মান হইলেও যদি মূঢ়গর্ভ পতিত না হয় তাহা হইলে রাজাকে সমস্ত বিষয় বলিয়া তদাজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক, চিকিৎসক যত্নপূর্ব্বক সঘৃত শাল্মলীপিচ্ছাদ্বারা হস্ত ও যোনি অভ্যক্ত করিয়া মূঢ়গর্ভ আহরণ করিবে। যে হস্তদ্বারা গর্ভ আকর্ষণ করা সুবিধা জনক সেই হস্ত উক্ত সঘৃত শাল্মলীপিচ্ছাদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া লইবে। গর্ভের গাত্র যদি বিষম ভাবে অবস্থিত হয় তাহা হইলে আঞ্ছন (দীর্ঘীকরণ), উৎপীড় (উর্দ্ধপীড়ন), সংপীড় (সমন্তাৎ পীড়ন, চারিদিকে টেপা), বিক্ষেপ (চালন), উৎক্ষেপণ (উর্দ্ধক্ষেপণ) প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা গর্ভকে অনুলোম করিয়া যথাবস্থিত ঋজুভাবে যোনিমুখে আনিয়া হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিবে॥ ২৪—২৭

শস্ত্রোপায়সাধ্য মূঢ়গর্ভচিকিৎসা। যে মূঢ়গর্ভ কখন হস্ত দ্বারা কখন পাদদ্বারা বা কখন মস্তক দ্বারা কুব্জীভূত হইয়া যোনি দ্বারে আগত হয় তাহাকে কীলক কহে। যে গর্ভ এক পাদে যোনি ও দ্বিতীয় পাদে পায়ুদেশ আশ্রয় করিয়া কুটিলভাবে অবস্থিতি করে তাহাকে দ্বিতীয় বিকণ্টক কহে

এই মূঢ়গর্ভদ্বয় শস্ত্রচ্ছেদসাধ্য। কারণ ইহাদিগকে হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারা যায় না। মণ্ডলাগ্র ও অঙ্গুলি শস্ত্র দ্বারা বিকৃতক মূঢ়গর্ভের ছেদন প্রশস্ত। বৃদ্ধিপত্র নামক শস্ত্র তীক্ষ্ণাগ্র বলিয়া উহা যোনিতে অবচারণ করিবে না॥ ২৮—৩০

দারণবিধি। শস্ত্রকুশল চিকিৎসক প্রথমে মস্তকের কপালাস্থি কাটিয়া বাহির করিবে। তৎপরে গর্ভশঙ্কুনামক শস্ত্র দ্বারা কক্ষ বক্ষোদেশ তালু ও চিবুক ইহাদের কোন স্থানে ধরিয়া মূঢ়গর্ভ দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিবে। কখন বা শিরঃকপাল না কাটিয়াই গর্ভশঙ্কু দ্বারা অক্ষিকূট বা গণ্ডদ্বয়ে ধরিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক গর্ভকে বাহির করিবে। বাম বা দক্ষিণ স্কন্ধ দ্বারা সংসক্ত হইলে অর্থাৎ আটকাইয়া গেলে বাম বা দক্ষিণ বাহু ছেদন পূর্ব্বক গর্ভ নিষ্কাশিত করিবে। বায়ুদ্বারা উদর আধ্মাত হওয়ায় বহির্গত হইতে না পারিলে অস্ত্র দ্বারা কোষ্ঠ বিদারণ পূর্ব্বক অন্ত্র সকল বাহির করিয়া গর্ভ আকর্ষণ করিবে। কটী দ্বারা আটকাইলে বাতাধ্মাতোদরবৎ শস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক অন্ত্র বাহির করিয়া কটীর অস্থি সকল কাটিয়া গর্ভ নিষ্ক্রামণ করিবে॥ ৩১—৩৪

মূঢ়গর্ভের সাধারণ চিকিৎসা। বায়ুর প্রকোপবশতঃ মূঢ়গর্ভের যে যে অঙ্গ আটকাইবে, সেই সেই অঙ্গ খণ্ড খণ্ড কাটিয়া বাহির করিবে। গর্ভিণীর অঙ্গ যেন কিঞ্চিৎ মাত্রও আহত বা ছিন্ন না হয় এরূপ সাবধানতার সহিত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নারীকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। প্রকুপিত বায়ু গর্ভের অবস্থান নানাপ্রকার করিয়া থাকে, অতএব বুদ্ধিমান চিকিৎসক মূঢ়গর্ভের অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিবে॥ ৩৫।৩৬

চিকিৎসক জীবিত গর্ভকে ছেদন করিবে না। কারণ সেই অস্ত্রচ্ছিন্ন গর্ভ আপনার সহিত জননীকে মারিয়া ফেলে অর্থাৎ উভয়েই মরে। আর মৃতগর্ভকেও ক্ষণকাল উপেক্ষা করিবে না, শীঘ্র তাহার প্রতিকার করিবে॥ ৩৭

মূঢ়গর্ভের অসাধ্য লক্ষণ। অন্তর্মৃতগর্ভা স্ত্রীর যোনিসংবরণ, যোনিভ্রংশ (স্বস্থানচ্যুতি), মক্কল্ল (মস্তক বস্তি ও কোষ্ঠে শূল) বেদনা, শ্বাস, পূতি উদ্গার ও হিমাঙ্গ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে॥ ৩৮

মূঢ়গর্ভা স্ত্রীর ফুল না পড়িলে তাহা পূর্ব্বনিয়মে পাতিত করিবে। গর্ভ ও ফুল নির্গত হইলে নারীকে ঈষদুষ্ণ জলে পরিষিক্ত করিয়া তৈল মাখাইবে এবং তাহার যোনিতে স্নেহাক্ত পিচু (চেলখণ্ড) ধারণ করাইবে। তদ্দ্বারা যোনি মৃদু ও বেদনাশূন্য হইবে॥ ৩৯।৪০

স্নানাভ্যঙ্গের পর রোগিণীকে যমানী, আতইচ, রাস্না, হিং, এলাচ ও পঞ্চকোল ইহাদের অথবা কটকী, আতইচ, আকনাদি, শাকত্বক্ (সেগুণছাল), হিং ও চৈ ইহাদের চূর্ণ, কাথ বা কল্ক দোষ ও সাত্ম্যানুসারে ঘৃতাদি স্নেহের সহিত সেবন করাইবে। মূঢ়গর্ভ আকর্ষণের পর তিন দিন এই নিয়মে রাখিবে। ইহাতে রক্তাদির স্রাব ও বেদনার শান্তি হইবে। ত্রিরাত্রির পর সাত দিন পর্য্যন্ত স্নেহপান করাইবে, সায়ংকালে সুকৃত অরিষ্ট বা আসব পান করিতে দিবে। শিরীষ ও অর্জ্জুনের কাথসিক্ত পিচু যোনিতে ধারণ করাইবে। আর জরাদি যে সকল উপদ্রব হইবে তাহাদের যথোপযুক্ত চিকিৎসা করিবে। তৎপরে বাতহর রাস্নাদি দ্রব্যসিদ্ধ দুগ্ধ দশদিন পর্য্যন্ত পান করাইবে। তদনন্তর আর দশ দিন মাংসরস ভোজনার্থ প্রদান করিবে। একমাস পরে সেই স্ত্রী লঘু সুপথ্য ও অল্প ভোজন শালা এবং স্বেদ ও অভ্যঞ্জপরা হইয়া বলাতৈলাদি স্নেহ

ব্যবহার করিবে। অনন্তর চারিমাসের পর (পাঁচ মাস হইতে) সেই নিষ্ক্রান্তমূঢ়গর্ভা স্ত্রী ক্রমে ক্রমে সুখজনক অন্ন পান আহার বিহারাদি করিবে॥ ৪১—৪৬

বলা তৈল।

তৈল ১ ভাগ, বলামূলের (বেড়েলা মূলের) কাথ ৬ ভাগ, দুগ্ধ ৬ ভাগ, মিলিত যব কুল কুলথ-কলাই ও দশমূলের কাথ ১ ভাগ, সমুদায়ে চৌদ্দভাগ; মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। কল্কার্থ—মেদা, মহামেদা, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, কুড়, তগর-পাদুকা, জীবক, ঋষভক, সৈন্ধবলবণ, কালানুসার্য্যা (উৎপলসারিবা অনন্তমূল), শৈলেয়, বচ, অগুরু, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, বোল, শুল্‌ফা, মুগানি, মাষাণি, এলাচ, দারুচিনি ও তেজপত্র। এই বলা তৈল সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নাশক। ইহা সূতিকারোগ, বালরোগ, মর্ম্ম ও অস্থিগত রোগ ও ক্ষতক্ষীণরোগে প্রশস্ত এবং জ্বর, গুল্ম, গ্রহপীড়া, উন্মাদ, মূত্রাঘাত, অন্ত্রবৃদ্ধি, যোনিরোগ ও ক্ষয়রোগ শান্তিকারক। ইহা ধন্বন্তরির অভিমত॥ ৪৭—৫২

গর্ভপ্রসবোন্মুখ কালে গর্ভিণীর মৃত্যু হইলে যদি তাহার বস্তিদ্বার ও তৎসমীপস্থান অত্যন্ত স্পন্দিত হয়, তাহা হইলে শস্ত্রনিপুণ চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ গর্ভিণীর উদর চিরিয়া গর্ভস্থ শিশুকে বাহির করিবে॥ ৫৩

গর্ভস্রাবনিবারণার্থ গর্ভস্রাবের উপক্রমে নিম্নলিখিত সাতটী যোগ যথাক্রমে সাত মাসে প্রয়োগ করিবে। প্রথম মাসে রক্তস্রাব হইলে যষ্টিমধু, সেগুণ বৃক্ষের বীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু। দ্বিতীয় মাসে—অশ্মন্তক (অম্লকুচা বা আমরুল), কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী। তৃতীয় মাসে—পর-গাছা, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু ও কৃষ্ণশারিবা (শ্যামালতা)। চতুর্থ মাসে—অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটী ও যষ্টিমধু। পঞ্চম মাসে—বৃহতী, কণ্টকারী, গামারফল, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের বল্কল ও শুঙ্গ এবং ঘৃত। ষষ্ঠমাসে—চাকুলে, বেড়েলা, সজিনা বীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু। সপ্তম-মাসে—পানিফল মৃণাল দ্রাক্ষা কেশুর যষ্টিমধু ও চিনি। অর্দ্ধশ্লোকোক্ত এই ৭টী যোগের কাথ কল্ক বা চূর্ণ দুগ্ধ সহ গর্ভিণীকে সেবন করাইবে। ইহাতে রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ায় গর্ভ স্থির হইবে॥৫৪—৫৭

অষ্টমমাসে রক্তস্রাব হইলে কয়েত বেল, বেল, বৃহতী, পলতা, ইক্ষু ও কণ্টকারী ইহাদের মূল দুগ্ধ সহ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবে॥ ৫৮

নবম মাসে অনন্তমূল, শ্যামালতা, ক্ষীর কাকোলী ও যষ্টিমধু ইহাদের সহিত এবং দশম মাসে ক্ষীর কাকোলী অথবা যষ্টিমধু, শুঁঠ ও দেবদারুর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা গর্ভিণীকে পান করাইবে॥ ৫৯

কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক রমণীর ঋতু শোণিত আবদ্ধ হইলে গর্ভের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, সেই জন্য অনভিজ্ঞ লোকে তাহাকে গর্ভ বলিয়া থাকে। কটু উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ বীর্য্য ঔষধ দ্বারা কেবল মাত্র রক্তস্রাব করাইলে জড়বুদ্ধিগণ বলিয়া থাকে যে, গর্ভ ভূতে হরণ করিয়াছে। কিন্তু ভূত কর্ত্তৃক শরীরের হরণ কখন দেখা যায় না। আর যদি তাহারা ওজোভক্ষণ প্রিয় বলিয়া কখন উল্লঙ্ঘিত-মর্য্যাদ হইত তাহা হইলে সেই অব্যবস্থিত ভূতগণ কর্ত্তৃক শিশুর মাতা কখন উপেক্ষিত হইত না। অর্থাৎ তাহা হইলে গর্ভিণীরও মৃত্যু হইত। কিন্তু গর্ভিণীকে উপচিত শরীরই দেখা যায়॥ ৬০।৬১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে শারীরস্থানে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমরা অঙ্গবিভাগ শারীর ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। ১

সংক্ষেপতঃ শরীরের ছয়টী অঙ্গ। যথা মস্তক, মধ্যদেহ, বাহুদ্বয় ও সক্থিদ্বয়। চক্ষু হৃদয় কর্ণ নাসা হস্ত পাদাদি এইগুলি ষড়ঙ্গের প্রত্যঙ্গ॥ ২

শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটী যথাক্রমে আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও ক্ষিতির গুণ। অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস ও ক্ষিতির গুণ গন্ধ। আকাশ হইতে পরবর্ত্তী ভূতসমূহে যথাক্রমে একটী করিয়া গুণ অধিক। যেমন আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ ইত্যাদি ক্রমে ক্ষিতিতে পাঁচটী গুণই বিদ্যমান আছে॥ ৩

যথাক্রমে নির্দ্দিষ্ট পঞ্চমহাভূত হইতে শরীরে যে সকল ভাবের উৎপত্তি হয়—তাহা কথিত হইতেছে। (সত্ত্বগুণ বহুল) আকাশ হইতে দেহে ছিদ্র সমূহ (শ্রোত্রেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান) শ্রোত্র, শব্দ ও বিবিক্ততা (শূন্যতা বা রিক্ততা; যদিও ছিদ্রাদিতে সকল ভূতেরই ব্যাপার থাকে তাহা হইলেও আকাশেরই বাহুল্য হেতু ইহাদিগকে আকাশজ বলা হয়। যেমন মৃত্তিকা দণ্ড চক্র সলিলাদির সংযোগে ঘটের উৎপত্তি হইলেও মৃত্তিকারই প্রাধান্যহেতু, মৃন্ময় ঘট বলা যায়।) বায়ু (রজোগুণ বহুল) হইতে স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান ত্বক্ ও উচ্ছ্বাস; অগ্নি (সত্ত্বরজোবহুল) হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, রূপ ও পরিপাক শক্তি; জল (সত্ত্বতমোবহুল) হইতে রসনেন্দ্রিয়, রস ক্লেদ এবং স্বেদাদি এবং পৃথিবী (তমোবহুল) হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ ও অস্থি জন্মে॥৪

মাতৃজ পিতৃজ ভাব। দেহ অনেক সামগ্রী বিশিষ্ট হইলেও ইহাতে রক্ত মাংস মজ্জা গুদনাড়ী (আদি পদে নাভি যকৃৎ প্লীহা হৃদয় আমাশয়াদি) প্রভৃতি যে সকল কোমল ভাব আছে তাহা মাতৃজ অর্থাৎ এই সকলে মাতার অংশ অধিক। শুক্র ধমনী অস্থি ও কেশাদি (আদি শব্দে শিরা স্নায়ু রোমাদি গ্রাহ্য) স্থির (কঠিন) ভাব সমূহ পিতৃজ।

আত্মজ ভাব। চিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ও অশ্বগজাদি নানা যোনিতে জন্ম (কাম ক্রোধ লোভ ভয় মদ হর্ষ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি) প্রভৃতি ভাবসমূহ চৈতন অর্থাৎ আত্মজাত॥ ৫

সাত্ম্যজ। আয়ু আরোগ্য উৎসাহ কান্তি ও বল এই গুলি সাত্ম্যজ অর্থাৎ স্বাস্থ্যানুকূল আহার বিহারাদি জাত। সাত্ম্য তিন প্রকার—ব্যাধিসাত্ম্য দেহসাত্ম্য ও দেশসাত্ম্য; তন্মধ্যে এখানে দেহসাত্ম্য ও দেশসাত্ম্য গ্রাহ্য। ব্যাধিসাত্ম্য বর্জ্জনীয়॥ ৬

রসজ। শরীরের উৎপত্তি, বৃত্তি (স্থিতি), বৃদ্ধি ও অলৌল্য এবং পুষ্টি তৃপ্তি প্রভৃতি রসজ (পরিণত আহার রস হইতে জাত) ভাব॥ ৭

সাত্ত্বিকাদিভাব। শুচিতা (কায়বাক্যমনের শুদ্ধি), আস্তিক্য, শুক্লধর্ম্মে রুচি (ছলরহিত ধর্ম্মে ভক্তি) ও প্রজ্ঞা এইগুলি সাত্ত্বিক। বহুভাষিত্ব, মান, ক্রোধ, দম্ভ, মৎসর (অন্যের ভাল দেখিতে

না পারা) এবং শৌর্য্য হর্ষ কামাদি রজোগুণজাত এবং ভয় অজ্ঞান নিদ্রা আলস্য ও বিষণ্ণতা এবং প্রমাদ শোকাদি তমোগুণজাত ॥ ৮

দেহের মহাভূতময়ত্ব বর্ণিত হইল। এই দেহে ধাতুসম্বারা পচ্যমান রক্ত হইতে সপ্তত্বকের উৎপত্তি হইয়া থাকে, যেমন পচ্যমান দুগ্ধ হইতে সন্তানিকা (সরের) উৎপত্তি হয়, সেইরূপ দেহে সপ্ত ত্বক্ জন্মে। (সপ্তত্বকের নাম প্রথমা ভাসিনী, দ্বিতীয়া লোহিনী, তৃতীয়া শ্বেতা, চতুর্থী তাম্রা, পঞ্চমী বেদিনী, ষষ্ঠী রোহিণী ও সপ্তমী মাংসধরা।)

রসরক্তাদি ধাতুর আশয়স্থ ক্লেদ সমূহ স্ব স্ব উষ্মা দ্বারা (যেমন রসধাতুর আশয়ান্তরস্থ ক্লেদ, রসধাতুর উষ্মা দ্বারা) পক্ক এবং শ্লেষ্মা স্নায়ু ও অপরা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া কলা সংজ্ঞা লাভ করে। এই কলা কাষ্ঠের সারের ন্যায়, সমস্তধাতুসারের শেষভাগ অল্পত্বহেতু কলা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কলা সমুদায়ে সাতটী ; যথা—প্রথমা মাংসধরা, দ্বিতীয়া রক্তধরা, তৃতীয়া মেদোধরা, চতুর্থী শ্লেষ্মধরা, পঞ্চমী পুরীষধরা, ষষ্ঠী পিত্তধরা ও সপ্তমী শুক্রধরা। ধাত্বাদির আধারও সাতটী ; যথা—রক্তাশয়, কফাশয়, আমাশয়, পিত্তাশয়, পক্কাশয়, বাতাশয় ও মূত্রাশয়। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয় নামক একটী অধিক আশয় আছে, তাহা পিত্তাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যে অবস্থিত। এই রক্তাদির আধারে কোষ্ঠাঙ্গ সকল আশ্রিত। কোষ্ঠাঙ্গ যথা—হৃদয়, ক্লোম, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, উণ্ডুক, বৃক্কদ্বয়, নাভি, ডিম্ব, অন্ত্র ও বস্তি ॥ ৯—১২

জীবনের স্থান দশটী ; মস্তক, জিহ্বামূল, কণ্ঠ, রক্ত, হৃদয়, নাভি, বস্তি, শুক্র, ওজঃপদার্থ ও গুহ্যনাড়ী। এই সকল দেহাবয়বে বিশেষরূপে জীবন অবস্থিতি করে। সেই জন্য ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয় ॥ ১৩

শরীরের জাল সংখ্যা ১৬, কণ্ডরা ১৬, কূর্চ্চ ৬, সেবনী ৭, এই সেবনী মেঢ্র, জিহ্বা ও মস্তকে অবস্থিত, শস্ত্রপাতকালে সেবনী বর্জ্জন করিতে হয়। মাংসরজ্জু ৪, অস্থিসংঘাত ১৪, সীমন্ত ১৮, দন্ত ও নখের সহিত অস্থিসংখ্যা ৩৬০ তিনশত ষষ্টি, (জালকণ্ডরাদির লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে দ্রষ্টব্য)। ধন্বন্তরি বলেন—শরীরে অস্থিসংখ্যা ৩০০ তিনশত এবং সন্ধি সংখ্যা ২১০। আত্রেয় মুনি বলেন—স্নায়ু পেশী ও শিরাশ্রিত সন্ধির সহিত মোট সন্ধি ২০০০ দুই সহস্র। স্নায়ু সংখ্যা ৯০০ এবং পেশীর সংখ্যা ৫০০ শত। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগের যোনি ও স্তনাশ্রিত ২০টী পেশী অধিক আছে ॥ ১৪—১৭

হৃদয়ে দশটী প্রধান শিরা আছে, তাহারা সমস্ত শরীরে সর্ব্বদা রসাত্মক ওজঃ বহন করে। এই দশটী শিরা দ্বারাই শারীরিক মানসিক ও বাচিক যাবতীয় ব্যাপার সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে মূলশিরা কহে। যেমন বৃক্ষপত্রের শিরা সকল স্থূলমূল ও ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র হইয়া নানারূপে বহুধা বিভক্ত হয়, সেইরূপ ঐ দশটী মূলশিরাও স্থূলমূল সূক্ষ্মাগ্র ও বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা সপ্তশত ॥ ১৮।১৯

সেই সপ্তশত শিরার মধ্যে শাখাতে অর্থাৎ হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে এক শত করিয়া চারি শত শিরা আছে। তন্মধ্যে প্রত্যেক শাখার একটী করিয়া ৪ চারিটী জালধরা শিরা এবং ৩টী করিয়া ১২টী অভ্যন্তরাশ্রিত অন্তর্মুখ শিরা, সমুদায়ে ১৬টী শিরা আছে ; তাহাদিগকে বেধ করিবে না ॥ ২০

মধ্য দেহে ১৩৬টী শিরা আছে। তন্মধ্যে ৩২টী শিরা শ্রোণিকাণ্ডে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে বঙ্ক্ষণদ্বয়ে দুই দুইটী করিয়া চারিটী এবং পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে কটীক ও তরুণ নামক মর্ম্মস্থানে দুই দুইটী করিয়া চারিটী এই আটটী শিরাতে শস্ত্রপাত করিবে না॥ ২১

পার্শ্বদ্বয়ে ১৬টী শিরা আছে; তন্মধ্যে ঊর্দ্ধগ পার্শ্বসন্ধিনামক এক একটী শিরা শস্ত্রকার্য্যে বর্জ্জনীয়॥ ২২

পৃষ্ঠদেশে ২৪টী শিরা অবস্থিত। তন্মধ্যে পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী করিয়া চারিটী ঊর্দ্ধগামিনী শিরা শস্ত্রদ্বারা স্পর্শ করিবে না॥ ২৩

পৃষ্ঠবৎ উদরেও ২৪টী শিরা আছে। তন্মধ্যে লিঙ্গের উপরিস্থিত রোমরাজির উভয় পার্শ্বস্থ দুইটী করিয়া চারিটী শিরায় শস্ত্রপাত করিবে না॥ ২৪

বক্ষঃস্থলে ৪০টী শিরা অবস্থিত, তন্মধ্যে ১৪টী শিরা বেধনযোগ্য নহে। যথা—স্তনরোহিত নামক মর্ম্মদ্বয়ে দুইটী করিয়া চারিটী, স্তনমূল নামক মর্ম্মদ্বয়ে দুইটি করিয়া ৪টী, হৃদয়মর্ম্মে ২টী, অপস্তম্ভ নামক মর্ম্মদ্বয়ে ১টী করিয়া ২টী ও অপলাপ নামক মর্ম্মদ্বয়ে ১টী করিয়া ২টী—মোট ১৪টী॥ ২৫

গ্রীবাদেশে পৃষ্ঠবৎ ২৪টী শিরা অবস্থিত। তন্মধ্যে নীলা ২টী, মন্যা ২টী, কৃকাটিকা ২টী, বিধুরা ২টী ও মাতৃকা ৮টী, এই ষোলটী শিরাতে অস্ত্রাঘাত করিবে না॥ ২৬

হনুদ্বয়ে ১৬টী শিরা সংশ্রিত। তন্মধ্যে হনুসন্ধির বন্ধনকারী ২টী শিরা বর্জ্জনীয়। জিহ্বাতেও শিরাসংখ্যা ১৬। তন্মধ্যে জিহ্বার অধোদেশস্থিত মধুরাদি রসবোধনী ২টী এবং বাক্যপ্রবর্ত্তনী ২টী মোট ৪টী শিরা পরিত্যজ্য। নাসিকাতে ২৪টী শিরা। তন্মধ্যে গন্ধবেদিনী ২টী ও তালুগত ১টী শিরা শস্ত্রকার্য্যে ত্যাজ্য॥ ২৭।২৮

নেত্রদ্বয়ে ৫৬টী শিরা, তন্মধ্যে নিমেষ উন্মেষকারী ২টী করিয়া ৪টী শিরা এবং অপাঙ্গদ্বয়ে ২টী শিরা এই ৬টী শিরা শস্ত্রনিপাতযোগ্য নহে॥ ২৯

নাসা ও নেত্রগত যে সকল শিরা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬০টী শিরা ললাটে আছে। সেই সকল শিরার মধ্যে স্থপনীনামক মর্ম্মস্থ একটী শিরা, আবর্ত্ত নামক মর্ম্মদ্বয়স্থিত ২টী শিরা এবং কেশান্তপ্রদেশে স্থিত ৪টী শিরা, ললাটস্থ এই সাতটী শিরা বিদ্ধ করিবে না। কর্ণদ্বয়ে ১৬টী শিরা আছে, তন্মধ্যে শব্দবোধন (যাহার দ্বারা শব্দের জ্ঞান হয়) ২টী ও শঙ্খসন্ধ্যাশ্রিত ২টী শিরা বর্জ্জনীয়। মস্তকে ১২টী শিরা। এই বারটী শিরার মধ্যে উৎক্ষেপ মর্ম্মদ্বয়ে ২টী, পঞ্চ সীমন্তমর্ম্মে ৫টী ও অধিপতি নামক মর্ম্মস্থ ১টী, এই আটটী শিরা শস্ত্রপ্রয়োগকালে বর্জ্জনীয়॥ ৩০-৩২

অবেধ্য শিরাসমূহের বিভাগ বিজ্ঞানার্থ প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের—মস্তক মধ্যদেহ ও হস্ত পদাদির—যে সকল শিরা উক্ত হইয়াছে তাহা বর্ণিত হইল। সেই শিরা সমূহের মধ্যে সর্ব্বশরীরে সাকল্যে যে অষ্টানবতি সংখ্যক অবেধ্য বর্ণিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন যে সকল শিরা পরস্পর নিবদ্ধ, অন্য শিরার সহিত গ্রন্থিযুক্ত, ক্ষুদ্র, বক্র, বা অস্থি সন্ধিতে আশ্রিত, তাহারাও বেধনার্হ নহে॥ ৩৩।৩৪

পূর্ব্বোক্ত সাতশত শিরার চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ ১৭৫টী শিরা বাতদুষ্ট রক্ত, ১৭৫টী শিরা পিত্তযুক্ত রক্ত, ১৭৫টী শিরা কফদুষ্ট রক্ত এবং ১৭৫টী শিরা বিশুদ্ধরক্ত বহন করে। এই প্রকারে রক্ত ও বাতাদি দোষ-সমূহ অবস্থিত হইয়া শরীরকে রক্ষা করে। ইহার বিপরীতভাবে অবস্থিত হইলে শরীরকে রোগযুক্ত করিয়া থাকে॥৩৫

বাতাদিদুষ্ট রক্তবাহিশিরার লক্ষণ। উক্ত শিরাসমূহের মধ্যে যে সকল শিরা শ্যাব বা অরুণ বর্ণ, সূক্ষ্ম, ক্ষণে পূর্ণ ও ক্ষণকালে শূন্যবৎ (বায়ুর চলত্ব হেতু) ও প্রস্পন্দিনী, তাহারা বাতদুষ্ট রক্ত বহন করিয়া থাকে। যে সকল শিরা স্পর্শে উষ্ণ, শীঘ্রবাহিনী, নীল বা পীতবর্ণ, তাহারা পিত্ত দুষ্ট রক্ত এবং যাহারা শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, স্থির ও স্পর্শে শীতল, সেই সকল শিরা কফদুষ্ট রক্ত বহন করে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণদ্বয়ের সম্মিলনে শিরা সংসৃষ্টরক্ত যথা—কফবাতদুষ্ট, কফপিত্তদুষ্ট বা বাত পিত্তদুষ্ট এবং ত্রয়ের সম্মিলনে ত্রিদোষদুষ্ট রক্ত বহন করিয়া থাকে। গূঢ় (অভ্যন্তরগত), সমভাবে স্থিত ও লোহিতাভাস বা রোহিণী নামক শিরা সকল বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে ॥৩৬—৩৮

চব্বিশটী ধমনী নাভিতে সম্বদ্ধ। চাকার নাভি (মধ্য স্থান) যেমন অরক (চাকার পাখী, নাভির চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী শলাকার ন্যায় কাষ্ঠ খণ্ড সমূহ) দ্বারা পরিবৃত থাকে সেইরূপ ধমনীসমূহ দ্বারা নাভিস্থল পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। এই সকল ধমনী ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ ভাবে গমন করিয়া রসাদিবহনরূপ কার্য্যদ্বারা শরীরকে বর্দ্ধিত করে ॥ ৩৯

স্রোতানিরূপণ। পুরুষের নয়টী স্রোতঃ। যথা নাসাপুটদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয়, গুহ্যদেশ, মুখ ও লিঙ্গ। স্ত্রীলোকদিগের আরও তিনটী স্রোত অধিক আছে, যথা—স্তনদ্বয় ও রক্তপথ (এই পথে প্রতি মাসে যোনিতে রক্ত প্রবৃত্ত হয়)। এই গুলি বাহ্য স্রোতঃ, এতদ্‌ভিন্ন ১৩টী অন্তঃ-স্রোতঃ আছে। তাহারা বিশেষরূপে জীবনের অধিষ্ঠান। যথা—প্রাণবায়ুবাহী, রসবাহী, রক্তবাহী, মাংসবাহী, মেদোবাহী, অস্থিবাহী, মজ্জবাহী, শুক্রবাহী, মূত্রবাহী, পুরীষবাহী, স্বেদবাহী, জলবাহী ও অন্নবাহী। অহিত আহার বিহারাদি দ্বারা এই সকল স্রোতঃ দুষ্ট হইলে রোগ উৎপাদন করে এবং বিশুদ্ধ থাকিলে আরোগ্যদায়ক হয় ॥৪০—৪২

স্রোতঃসমূহ—স্বধাতুসমবর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ আধেয়ধাতুতুল্যবর্ণ। রসবাহিস্রোতঃ রসধাতুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, রক্তবাহি স্রোতঃ রক্তবর্ণ ইত্যাদি। কোন স্রোতঃ গোলাকার, কোন স্রোতঃ স্থূল, কোনটী সূক্ষ্ম। সকল স্রোতঃই আকৃতিতে দীর্ঘ ও প্রতানসদৃশ (পত্ররেখার ন্যায় শাখা প্রশাখা দ্বারা অনেক দূর প্রসৃত) ॥ ৪৩

যে সকল আহার বা বিহার বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মগুণের সমান গুণবিশিষ্ট, তাহারা তদ্দোষবহ-স্রোতঃ সকলের প্রদূষক। আর যে সকল আহার বা বিহার রসাদি কোন ধাতু দ্বারা বিরুদ্ধগুণ হয়, তাহারাও তদ্ধাতুবহ স্রোতঃ সমূহের দূষক হইয়া থাকে ॥৪৪

স্রোতোদুষ্টি লক্ষণ। যে স্রোতঃ যে বস্তু বহন করে, সেই স্রোতঃ হইতে সেই বস্তুর অতি-প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি (যেমন মূত্রবাহী স্রোত দুষ্ট হইলে বহুমূত্র বা মূত্রাঘাত মূত্রকৃচ্ছ্রাদি, পুরীষবাহি-স্রোতোদুষ্টিতে অতিসার বা উদাবর্ত্তবৎ পুরীষের অপ্রবৃত্তি, এইরূপ অন্য স্রোত সম্বন্ধেও জানিবে) শিরা সমূহের গ্রন্থি (কুটিলভাব) বা বিমার্গগমন (নিজের পথ ত্যাগ করিয়া অন্যপথে গমন) এই গুলি স্রোতোদুষ্টির লক্ষণ ॥ ৪৫

যেমন পদ্ম মৃণালে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র সকল সমস্ত মৃণাল ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহেও স্রোতঃ সকলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মুখ সমূহ সমস্ত অবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। এই সকল ছিদ্রপথে ভুক্তদ্রব্যের প্রসাদাখ্যরস সমস্ত শরীরে প্রসৃত হইয়া শরীরধারক রসধাতুকে উপচিত করিয়া থাকে ॥ ৪৬

স্রোত বিদ্ধ হইলে মোহ কম্প উদরাধ্মান বমি জ্বর প্রলাপ শূলবদ্ বেদনা মলমূত্ররোধ বা মৃত্যু ঘটিতে পারে। অতএব চিকিৎসক স্রোতোবিদ্ধ ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অর্থাৎ তাহার জীবন সংশয়, চিকিৎসা না করিলে অবশ্য মৃত্যু এই কথা তাহার আত্মীয় স্বজনকে বুঝাইয়া অতিযত্নপূর্ব্বক তাহার শল্য উদ্ধার করিবেন এবং সদ্যঃক্ষতচিকিৎসানুসারে চিকিৎসা করিবেন॥ ৪৭।৪৮

পূর্ব্বে দোষভেদীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, পাচকাখ্য পিত্তই সর্ব্ববিধ ভুক্তদ্রব্যের পক্তা ইহা ধন্বন্তরির মত। কিন্তু আত্রেয় মুনির আদেশ এই যে বাতাদিদোষ, রসাদিধাতু ও মূত্রপুরীষাদি মলের উষ্মাই ভুক্তান্নের পক্তা, পাচকাখ্য পিত্ত নহে॥ ৪৯

সেই জাঠর অগ্নির আধার গ্রহণী নাড়ী; ভুক্তান্নগ্রহণ করে বলিয়া ইহাকে গ্রহণী বলে। ধন্বন্তরি মতে ইহাই পিত্তধরা কলা। এই গ্রহণী নাড়ী দ্বারাই আয়ু আরোগ্য বীর্য্য ওজ পঞ্চভূতাগ্নি ও সপ্তধাত্বগ্নির পুষ্টি হইয়া থাকে। ইহা পক্কাশয়ের দ্বারে ভুক্তমার্গের অর্গল (খিল) স্বরূপে অবস্থিত; সেই জন্য ভুক্তান্ন সহসা পক্কাশয়ে যাইতে পারে না। ভুক্তদ্রব্য কণ্ঠ হইতে কোষ্ঠে আসিলে গ্রহণী নাড়ী কর্ত্তৃক গৃহীত ও জাঠর অগ্নি দ্বারা পক্ক হইয়া ক্রমশঃ পক্কাশয়ে গমন করে॥ ৫০।৫১

গ্রহণী নাড়ী বলবতী থাকিলে ভুক্তান্নকে আমাশয়ে রুদ্ধ ও বিবিধ প্রকারে জীর্ণ করিয়া অধঃ (পক্কাশয়ে) কোষ্ঠে প্রেরণ করে। কিন্তু যদি গ্রহণী দুর্ব্বল হয় তাহা হইলে ভুক্তান্নকে আম (অপক্ক) অবস্থাতেই ত্যাগ করে॥ ৫২

যে হেতু গ্রহণীর বল অগ্নি এবং অগ্নির বল গ্রহণী, সেই জন্য অগ্নি দূষিত হইলে গ্রহণী নাড়ী দুষ্ট হইয়া রোগকারিণী হয় এবং গ্রহণী দূষিতা হইলেও অগ্নি দুষ্ট হইয়া রোগকারী হইয়া থাকে॥ ৫৩

আহার যে, দেহ ধাতু ওজঃ বল ও বর্ণাদির পোষণ করে তদ্বিষয়ে অগ্নিই কারণ। যেহেতু অপক্ক আহার হইতে রস রক্তাদি ধাতুর উৎপত্তি হয় না, সুতরাং দেহাদিরও পুষ্টি হইতে পারে না। অগ্নিপ্রভাবেই অন্ন দেহধাত্বাদির পোষণ করে। অগ্নি অন্নপাকের কারণ এবং পক্ক অন্ন দেহাদির পোষক, অতএব এবিষয়ে অগ্নিই প্রধান কারণ॥ ৫৪

ভোজন কালে ভুক্ত অন্ন প্রাণ বায়ু কর্ত্তৃক কোষ্ঠে আনীত হইলে তথায় কোষ্ঠজ ও পীত দ্রব পদার্থ (জল মদ্য:যূষ দুগ্ধ প্রভৃতি) দ্বারা তাহা শিথিল ও ঘৃতাদি স্নেহ দ্বারা মৃদু হয়। সমান বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত জাঠর অগ্নি আমাশয়স্থ উক্ত ভুক্তান্নকে পরিপাক করিয়া থাকে। বাহ্য অগ্নি যেমন স্থালীস্থিত জল ও তণ্ডুলকে পাক করে, জাঠর অগ্নির ক্রিয়াও তদ্রূপ॥ ৫৫

অশিতপীতাদি ভুক্ত দ্রব্য প্রথমে ছয় রস বিশিষ্ট হইলেও পচ্যমান অবস্থায় প্রথমে তাহা মধুরীভূত হইয়া ফেনীভূত কফ উৎপন্ন করে, তৎপরে মধ্যাবস্থায় আমাশয় হইতে চ্যবমান ঐ অন্ন বিদাহ হেতু অম্লতা প্রাপ্ত:হওয়ায় পিত্ত উৎপাদন করে, শেষ অবস্থায় তাহা আমাশয় হইতে পক্কাশয়ে চ্যুত অগ্নি দ্বারা শোষিত পিণ্ডিত ও কটুরসান্বিত হইয়া বায়ুর উৎপত্তি করিয়া থাকে॥ ৫৬।৫৭

জাঠর অগ্নির কর্ম্ম কথিত হইল, এক্ষণে অন্যান্য অগ্নির কথা বলা যাইতেছে। ভৌম আপ্য আগ্নেয় বায়ব্য ও নাভস এই পাঁচ প্রকার উষ্মা (পঞ্চভূতাগ্নি) পাঞ্চভৌতিক আহারের স্ব স্ব পার্থিবাদি ভাবকে পাক করে। অর্থাৎ ভৌম উষ্মা ভৌম গুণকে, জলীয় উষ্মা জলীয় গুণকে,

আগ্নের উষ্মা আগ্নের গুণকে, বায়ব্য উষ্মা বায়ব্য গুণকে এবং নাভস উষ্মা নাভস গুণকে পাক করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা আহার যে স্বগুণে শরীরগত সমানগুণবিশিষ্ট ভাবসমূহের বর্দ্ধনহেতু এবং বিপরীত গুণান্বিতভাব সমূহের ক্ষয়হেতু তাহা প্রতিপন্ন হইল। সেই সকল পঞ্চমহা-ভূতাশ্রিত গুণ স্ব স্ব উষ্মা দ্বারা পক হইয়া দেহস্থ পঞ্চমহাভূতগুণকে পৃথক্‌ভাবে পুষ্ট করে। অর্থাৎ পার্থিব গুণ পক্ক হইয়া শরীরস্থ পার্থিব গুণকে, জলীয় গুণ পক্ক হইয়া জলীয় গুণকে বর্দ্ধিত করে; এই নিয়মে অবশিষ্ট গুণ সকল স্ব স্ব গুণকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে॥ ৫৮—৬০

সেই পক্ক অন্ন কিট্ট ও সার এই দুই ভাগে পরিণত হয়। তন্মধ্যে অন্নের অচ্ছ (দ্রব) কিট্টকে মূত্র এবং ঘন কিট্টকে পুরীষ বলে॥ ৬১

অন্নের সার ভাগ অর্থাৎ প্রসাদাখ্য ভাগ পুনর্ব্বার সপ্তধাত্বগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয়। (জাঠর অগ্নি পঞ্চভূতাগ্নি ও সপ্তধাত্বগ্নি এই ত্রয়োদশ প্রকার অগ্নি।)

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র, এবং শুক্র হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয়॥ ৬২।৬৩

রস ধাতুর মল কফ, রক্তের মল পিত্ত, মাংসের মল খ-মল অর্থাৎ নাসিকাদিগত মল, মেদের মল ঘর্ম্ম, অস্থির মল নখ ও রোম, মজ্জার মল অক্ষিস্নেহ ত্বক্‌স্নেহ ও পুরীষ স্নেহ এবং শুক্রের মল ওজঃ॥ ৬৪

কেবল যে আহারেরই প্রসাদ ও কিট্ট এই দ্বৈবিধ্য হয় তাহা নহে। আহাররসাপ্যায়িত ধাতু সমূহেরও প্রসাদ ও কিট্ট এই দ্বৈবিধ্য প্রদর্শিত হইতেছে—রসাদি ধাতু সকলও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধাত্বগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হওয়ায় সার ও কিট্ট এই দুই ভাগে পরিণত হয়। পচ্যমান দুগ্ধের যেমন সার জন্মে সেইরূপ ধাতুরূপে পরিণত আহার রস ধাত্বগ্নিদ্বারা পক্ক হওয়ায় প্রত্যেক ধাতুরই যথারূপ স্নেহ অর্থাৎ সার জন্মে, পরস্পর উপশ্লেষ হেতু সেই ধাতুস্নেহ পরম্পরা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। যেমন রসের সার রক্ত, রক্তের সার মাংস ইত্যাদি॥ ৬৫।৬৬

কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, পাকক্রম (জাঠর অগ্নি ভূতাগ্নি ও ধাত্বগ্নি দ্বারা রসরক্তাদি পারি-পাট্যে পাক) বীর্য্য ও প্রভাবাদি দ্বারা অন্ন (আহার রস) অহোরাত্রে শুক্রত্ব প্রাপ্ত হয়, কেহ কেহ বলেন ছয় দিনে; অপর আচার্য্যগণ বলেন যে একমাসে আহার রস শুক্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে॥৬৭

ভোজ্য ধাতু সমূহের (যে ধাতু হইতে যে ধাতু উৎপন্ন হয় সেই পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুকে পরবর্ত্তী ধাতুর ভোজ্য ধাতু বলে, যেমন—রক্তের ভোজ্য রস) পরিবর্ত্তন (গতি) চক্রবৎ নিয়ত (অবিচ্ছিন্ন ভাবে) হইয়া থাকে (আহার রসে পুনঃপুনঃ আপ্যায়িত হওয়ায় ভোজ্য ধাতু পরবর্ত্তী ধাতুরূপে পরিণত হইলেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না)॥ ৬৮

দুগ্ধ মাংসরস মাষকলায় হংসাদি পক্ষির ডিম্ব প্রভৃতি বৃষ্য দ্রব্য সমূহ দুর্লক্ষ্যপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ শুক্রাদি উৎপাদন করে। বৃষ্যদ্রব্য ব্যতীত চূর্ণ গুটিকাদি অন্য দীপন ঔষধও প্রায় অহোরাত্রে স্ব স্ব কর্ম্ম করিয়া থাকে॥ ৬৯।৭০

আহার রস নিয়মমত রসধাতুর সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ রক্তে মাংসে শেষ শুক্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে শরীরের কোনও স্থানে মাংস বৃদ্ধি কোনও স্থানে রসাদির জন্য পীড়া হয় কেন? ইহার উত্তর—রসধাতু, বিক্ষেপকরণশীল ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক সমস্ত দেহে নিরন্তর যুগপৎ প্রেরিত হয়,

স্রোতোবৈগুণ্যবশতঃ সেই রস শরীরের যে স্থানে সংসক্ত হয় সেই স্থানে রোগ উৎপাদন করে। যেমন বায়ুবশে চালিত মেঘ আকাশের যে স্থানে সঞ্চিত হয়, সেই স্থানেই বর্ষণ করে, সর্ব্বত্র নহে। রসধাতুও তদ্রূপ আবদ্ধ স্থানে রোগ উৎপাদন করে, সর্ব্বত্র নহে। রসাদি ধাতুর ন্যায় বাতাদি দোষ সমূহও ব্যানবায়ুবিক্ষিপ্ত হইয়া স্রোতোদুষ্টিবশতঃ রুদ্ধস্থানে রোগ জন্মাইয়া থাকে। এই জন্য সিধ্ম দদ্রু প্রভৃতি রোগ শরীরের একদেশে জন্মে॥ ৭১—৭৩

অন্নাগ্নি (জাঠর অগ্নি) ভৌতিকাগ্নি ও ধাত্বগ্নির কর্ম্ম পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। (এক্ষণে জাঠর অগ্নির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।)॥ ৭৪

সর্ব্বপ্রকার অগ্নির মধ্যে অন্নের পক্তা পাচক অগ্নিই শ্রেষ্ঠ; কারণ পাচক অগ্নিই ভৌমাগ্নি ও ধাত্বগ্নির মূল। পাচক অগ্নির বৃদ্ধি ও ক্ষয় দ্বারা অন্য অগ্নিরও বৃদ্ধিক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব যথাবিধিপ্রযুক্ত হিতকর অন্নপানাদিরূপ ইন্ধন প্রয়োগ দ্বারা পাচকাগ্নিকে অতিযত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। যেহেতু পাচকাগ্নি রক্ষিত হইলে আয়ু ও বল রক্ষিত হইবে॥ ৭৫।৭৬

চতুর্ব্বিধ জাঠরাগ্নির বিষয় কথিত হইতেছে—সমান বায়ু স্বকীয় আশয়ে অবস্থিত হইলে জাঠর অগ্নি সম, বিমার্গগত হইলে বিষম, পিত্তাভিমূর্চ্ছিত হইলে তীক্ষ্ণ এবং কফপীড়িত হইলে মন্দ হয়। এই প্রকারে সমাগ্নি, বিষমাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও সমাগ্নি এই চতুর্ব্বিধ অগ্নি। যে অগ্নি যথাবিধি ভুক্ত অন্নকে সম্যক্ পরিপাক করে তাহাকে সমাগ্নি; যে অগ্নি কোন সময়ে অবিধি (দেশকাল-মাত্রাবিধিভ্রষ্ট) ভুক্ত অন্নকে শীঘ্র পরিপাক করে, বা কখন যথাবিধি ভুক্ত অন্নকে বিলম্বে পরিপাক করে, তাহাকে বিষমাগ্নি; যে অগ্নি অবিধিভুক্ত অন্নকে শীঘ্র পরিপাক করে তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি এবং যে অগ্নি যথাবিধিভুক্ত অন্নকেও বিলম্বে পরিপাক করে এবং মুখশোষ, আটোপ (উদরে সবেদন গুড়গুড় ধ্বনি), অন্ত্রকূজন (পেট্‌ডাকা), আধ্মান ও উদরের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষণ উৎপাদন করে, তাহাকে মন্দাগ্নি কহে॥ ৭৭—৮০

অগ্নির আয়ত্ত বল, সেই জন্য এখানে বলের ত্রৈবিধ্য প্রদর্শিত হইতেছে। দেহবল ত্রিবিধ, যথা—সহজ কালজ ও যুক্তিকৃত। তন্মধ্যে যাহা সত্ত্বরজ ও তমোগুণসমুত্থিত এবং শরীরোদ্ভূত তাহা সহজ অর্থাৎ স্বাভাবিক বল; বাল্য যৌবনাদি বয়স অনুসারে জাত এবং হেমন্তাদি ঋতু-সমুদ্ভূত যে বল তাহা কালজ এবং যাহা আহারবিহারাদি ও তেজস্কর (রসায়নাদি) ভেষজপ্রয়োগ জনিত তাহা যুক্তিজ॥ ৮১—৮৩

জাঙ্গল আনূপ ও সাধারণ ভেদে দেশ ত্রিবিধ। অল্পজল বৃক্ষ ও পর্ব্বতবিশিষ্ট দেশকে জাঙ্গল দেশ কহে। জাঙ্গল দেশ অল্পরোগজনক, আনূপদেশ ইহার বিপরীত, অর্থাৎ বহু জল বৃক্ষ ও পর্ব্বতযুক্ত এবং বহুরোগজনক। সাধারণ দেশ সমভাবাপন্ন, ইহাতে জাঙ্গল ও আনূপ উভয় দেশের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। সাধারণ দেশে জল বৃক্ষ পর্ব্বত ও রোগের আধিক্য বা অল্পতা নাই॥ ৮৪

মজ্জাদির পরিমাণ। দেহে মজ্জা মেদ বসা মূত্র পিত্ত শ্লেষ্মা মল রক্ত রস ও জল এই সকল দ্রব্য যথাক্রমে স্বকীয় হস্তের এক এক অঞ্জলি অধিক। অর্থাৎ মজ্জা এক অঞ্জলি, মেদ দুই অঞ্জলি, বসা তিন অঞ্জলি ইত্যাদি। ওজোধাতু মস্তিষ্ক ও শুক্রের পরিমাণ এক প্রসৃত অর্থাৎ অর্দ্ধাঞ্জলি; স্তনদুগ্ধ দুই অঞ্জলি, রজঃ চারি অঞ্জলি। সমধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির মজ্জাদির এইরূপ পরিমাণ; ইহার অধিক হইলে বৃদ্ধি এবং অল্প হইলে ক্ষয় বলিয়া জানিবে॥ ৮৫—৮৭

শুক্র, রক্ত, গর্ভিণীর আহার বিহার, গর্ভাশয় ও ঋতুতে বাতাদি যে দোষের আধিক্য থাকে, তদ্‌দোষানুসারে প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রকৃতি সাত প্রকার। (যথা—বাতপ্রকৃতি পিত্তপ্রকৃতি শ্লেষ্মপ্রকৃতি বাতপিত্তপ্রকৃতি বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি ও ত্রিদোষপ্রকৃতি) ॥ ৮৮

দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুই প্রধান। কারণ বায়ু সর্ব্বদেহব্যাপী, আশুকারী, বলবান্, অন্যদোষের প্রকোপক, স্বতন্ত্র (প্রেরক, অন্য দোষের চালক) ও বহুরোগকারী। পিত্ত ও শ্লেষ্মা এরূপ গুণান্বিত নহে বলিয়া অপ্রধান ॥ ৮৯

বাতপ্রকৃতিলক্ষণ। বাতপ্রকৃতি মানবগণ উক্ত কারণে দুষ্টস্বভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহারা গুণবান্ বা সৎস্বভাব হয় না। ইহাদের কেশ ও গাত্র স্ফুটিত ও ধূসরবর্ণ হয়। ইহাদের শীতে দ্বেষ, এবং ধৈর্য্য স্মৃতি বুদ্ধি চেষ্টা সৌহার্দ্দ দৃষ্টি ও গমন চঞ্চল হয়, ইহারা অনর্থক বহুবাক্য কহিয়া থাকে। ইহাদের পিত্ত বল আয়ু ও নিদ্রা অল্প, বাক্য সন্ন (অবসাদগ্রস্ত), সক্ত (কথা কহিবার সময় বিলম্বে কথা বলা বা কথা জড়াইয়া যাওয়া), চল (তাড়াতাড়ি কথা বলা) ও ভিন্ন কাংস্যের ন্যায় জর্জ্জর হয়। ইহারা নাস্তিক, বহুভুক্, বিলাসী, গীত হাস্য মৃগয়া ও কলিপ্রিয় (পাপপ্রিয়), মধুর অম্ল লবণ ও উষ্ণসাত্ম্য (অর্থাৎ এই সকল তাহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল) এবং মধুরাদির অভিলাষী, কৃশ ও দীর্ঘ আকৃতিবিশিষ্ট, সশব্দগমনশীল, অদৃঢ়শরীর, অজিতেন্দ্রিয়, অনার্য্য, স্ত্রীর অপ্রিয়, অল্পসন্তানবিশিষ্ট, অভব্য, অন্যের শুভদ্বেষী ও চোর হয়। বাতপ্রকৃতি ব্যক্তির নেত্রদ্বয় পরুষ ধূসরবর্ণ গোলাকার অচারু মৃতোপম (মৃত ব্যক্তির নেত্রবৎ) এবং নিদ্রাকালে উন্মীলিতবৎ হইয়া থাকে। ইহারা স্বপ্নকালে বৃক্ষ পর্ব্বত বা আকাশে গমন করে। ইহাদের পিণ্ডিকা (পায়ের ডিম) উন্নত এবং স্বভাব, কুকুর শৃগাল উষ্ট্র গৃধ্র ইন্দুর ও কাকের স্বভাবের ন্যায় হইয়া থাকে ॥ ৯০—৯৪

পিত্তপ্রকৃতি লক্ষণ। যেহেতু পিত্তই অগ্নি অথবা অগ্নি হইতে জাত, সেই জন্য পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি তীব্র তৃষ্ণাযুক্ত ও অতীব বুভুক্ষু হয়। অর্থাৎ ইহাদের জলীয় ধাতু ও রসধাতু শীঘ্র শুষ্ক হয়। ইহারা গৌরবর্ণ, উষ্ণাঙ্গ, শূর, মানী, পিঙ্গলকেশ, অল্পলোমবিশিষ্ট, মাল্য বিলেপন ও ভূষণ-প্রিয়, সুচরিত, শুচি (শুদ্ধচেতাঃ), আশ্রিতবৎসল, বিভবশালী, সাহসী, বুদ্ধিমান্, বলবান্, ভয় কালে শত্রুদিগেরও আশ্রয়দাতা (বন্ধু ও মধ্যস্থ ব্যক্তিদের অবশ্য রক্ষা কর্ত্তা), মেধাবী, শিথিল-সন্ধিবন্ধন, লোলমাংস, নারীদের অনভিমত, অল্পশুক্র, অল্পকাম, পলিত বলি ও নীলিকার আবাসস্বরূপ, মধুর-তিক্ত-কষায় শীতল অন্নভোজী, ধর্ম্মদ্বেষী (ঘর্ম্মদ্বেষী), স্বেদযুক্ত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, প্রচুরপুরীষত্যাগী, অতিক্রোধী, বহুপানভোজনকারী ও হিংস্রক হয়। ইহাদের হস্ত:পদতল ও মুখ তাম্রবর্ণ এবং চক্ষু ক্ষুদ্র পিঙ্গলবর্ণ চঞ্চল পাতলা, অল্পপক্ষ্মবিশিষ্ট ও হিমপ্রিয় এবং ক্রোধ মদ্যপান বা সূর্য্যাতপে রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। ইহারা স্বপ্নাবস্থায় কর্ণিকার ও পলাশপুষ্প, দিগ্‌দাহ, উল্কা, বিদ্যুৎ, সূর্য্য ও অগ্নি দর্শন করে। পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি মধ্যায়ুঃ মধ্যবল পণ্ডিত ও ক্লেশভীরু হইয়া থাকে। ইহাদের স্বভাব ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, বিড়াল ও যক্ষের স্বভাবের ন্যায় হয় ॥ ৯৫—১০০

শ্লেষ্মপ্রকৃতি লক্ষণ। শ্লেষ্মা সোম পদার্থ বলিয়া শ্লেষ্মপ্রকৃতি মানব সৌম্যমূর্ত্তি হয়। ইহাদের সন্ধি অস্থি ও মাংস গূঢ় স্নিগ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ ক্লেশ ও ঘর্ম্মে অক্ষুভিত, বুদ্ধিযুক্ত (প্রশস্তমনাঃ), সত্ত্বগুণপ্রধান, সত্যবাদী, এবং প্রিয়ঙ্গু দূর্ব্বা শরকাণ্ড

শস্ত্র গোরোচনা পদ্ম বা সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দীর্ঘবাহু, বিস্তীর্ণ ও পীবর বক্ষাঃ, প্রশস্তললাট, ঘন নীলবর্ণ কেশবিশিষ্ট, কোমলাঙ্গ, সম ও সুবিভক্ত চারু অবয়বযুক্ত, বহু ওজঃ রতিরস শুক্র পুত্র ও ভৃত্য যুক্ত এবং ধর্ম্মাত্মা হয়। ইহারা কখনও কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য বলে না, শত্রুতা চিরকাল দৃঢ় ও প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখে, কখন শিথিল করে না। ইহাদের মদমত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় গমন এবং মেঘ সমুদ্র মৃদঙ্গ ও সিংহের ধ্বনির ন্যায় স্বর (আওয়াজ) হয়। বাল্যকালেও ইহারা অতিরোদনশীল বা লোভী হয় না। ইহারা স্মৃতিমান্ শোভনাভিযোগী ও বিনীত হয়। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি তিক্ত কষায় কটু উষ্ণবীর্য্য রুক্ষ ও অল্প ভোজন করে, তথাপি স্বভাবতঃ বলবান্ হয়। ইহারা দীর্ঘায়ু, প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী, দূরদর্শী, বদান্য, দানাদিতে শ্রদ্ধাবান্, গম্ভীর, ভূরিদাতা, ক্ষমাবান্, আর্য্য (সজ্জন), নিদ্রালু, দীর্ঘসূত্রী, কৃতজ্ঞ, সরলচিত্ত, পণ্ডিত, জনপ্রিয়, লজ্জাশীল, পিত্রাদি গুরুজনের ভক্ত ও দৃঢ়বন্ধুত্ব যুক্ত হয়। ইহাদের চক্ষু সুস্নিগ্ধ বিশাল দীর্ঘ ও পক্ষ্মল, সুবিভক্ত শুক্ল কৃষ্ণ মণ্ডলযুক্ত এবং নেত্রপ্রান্ত রক্ত বর্ণ হয়। ইহাদের বাক্য ক্রোধ পান ভোজন ও কায়িক চেষ্টা অল্প হইয়া থাকে। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি স্বপ্নে পদ্ম ও বিহঙ্গমালা শোভিত জলাশয় ও মেঘ দর্শন করে। ইহাদের স্বভাব ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র বরুণ গরুড় হংস গজাধিপ সিংহ অশ্ব গো ও বৃষ সদৃশ হয়॥ ১০১—১০৮

বাতাদিদোষজ ত্রিবিধ প্রকৃতি উক্ত হইল। তন্মধ্যে বাতাদিদোষদ্বয়ের লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইলে তাহাকে দ্বন্দ্বপ্রকৃতি এবং দোষত্রয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে ত্রিদোষজপ্রকৃতি কহে। সমুদায়ে সপ্ত প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইল॥ ১০৯

এক্ষণে সত্ত্বাদিপ্রকৃতি কথিত হইতেছে। এইরূপ বাতাদি প্রকৃতির ন্যায়, শৌচ আস্তিক্য ও শুক্লধর্ম্মরুচ্যাদি সত্ত্বাদি (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ) গুণ দ্বারা সত্ত্বাদিগুণময়ী সপ্ত প্রকার প্রকৃতি হইয়া থাকে। যথা সত্ত্বপ্রকৃতি, রজঃপ্রকৃতি, তমঃপ্রকৃতি, সত্ত্বরজঃপ্রকৃতি, সত্ত্বতমঃপ্রকৃতি, রজস্তমঃপ্রকৃতি ও ত্রিগুণপ্রকৃতি, (বাতাদি সপ্তপ্রকৃতি ও সত্ত্বাদি সপ্তপ্রকৃতি পরস্পরের অনুবন্ধ করে)॥ ১১০

কালকৃত শরীরাবস্থাকে বয়স কহে। বয়স ত্রিবিধ; বাল্য মধ্য ও বৃদ্ধ। ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বাল্যকাল। (বাল্যকাল ত্রিবিধ ক্ষীরবৃত্তি ক্ষীরান্নবৃত্তি ও অন্নবৃত্তি) এই বাল্যকালে রসাদি ধাতু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি এবং সর্ব্বধাতুসার ওজোধাতুর বৃদ্ধি হয়। ষোড়শ হইতে সপ্ততি (৭০) বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্য বয়স, এ সময়ে ধাত্বাদির অবৃদ্ধি হয়। (ইহাও ত্রিবিধ, যৌবন সম্পূর্ণত্ব ও অপরিহানি। ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, এ সময়ে পিত্তোদ্রেকহেতু প্রজ্ঞা পরিপাক ও ব্যবসায় হয়। অতঃপর ৪০ পর্য্যন্ত সমস্ত ধাতু ইন্দ্রিয় বল বীর্য্য পৌরুষ স্মরণ বচন বিজ্ঞান গুণাদির পূর্ণতা হেতু সম্পূর্ণত্ব, তৎপরে অপরিহানি একোনসপ্ততি পর্য্যন্ত) সপ্ততি বৎসরের পর ক্ষয় হইতে থাকে। এসময়ে বায়ুর বৃদ্ধি, ধাতু ইন্দ্রিয় ওজঃ প্রভৃতির ও বলবীর্য্যাদির ক্রমশঃ ক্ষয় এবং বলীপলিত কাস শ্বাসাদি দ্বারা অভিভূত হওয়ায় শরীর জীর্ণ হয়॥ ১১১

স্ব স্ব হস্তের সার্দ্ধত্রিহস্ত (৩া০ হাত) পরিমিত শরীরই সুখ ও আয়ুর আধার; কিন্তু তাহা যদি জন্মাবধি অরোমশাদি অষ্ট নিন্দিতগুণযুক্ত না হয়। অর্থাৎ জন্মাবধি অরোমশ বা অতিরোমশ, অতিকৃষ্ণ বা অতিগৌর, অতি স্থূল বা অতি কৃশ, অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব শরীর সার্দ্ধত্রিহস্ত

হইলেও সুখায়ুর পাত্র হয় না। অতএব অল্পরোমাদি যুক্ত সার্দ্ধত্রিহস্ত শরীর সুখ ও আয়ুর পাত্র॥ ১১২।১১৩

নিম্নলিখিত লক্ষণবিশিষ্ট শরীর সুখ ও দীর্ঘায়ুর আধার ; সেই সকল লক্ষণ কথিত হইতেছে। কেশ সমূহ সুচিক্কণ মৃদু সূক্ষ্ম বহুমূলবিশিষ্ট ও দৃঢ়, ললাট উন্নত শ্লিষ্টশঙ্খ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, কর্ণ অধো হ্রস্ব ঊর্দ্ধ উন্নত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে বিস্তীর্ণ রম্য ও মাংসল, নেত্র সুব্যক্ত শুক্লকৃষ্ণমণ্ডল, সুসন্ধি বিশিষ্ট ও ঘনপক্ষ্মযুক্ত, নাসিকা উন্নতাগ্র, মহোচ্ছ্বাসযুক্ত, পীন সরল ও সম ; ওষ্ঠ রক্তবর্ণ ও অনুদ্বৃত্ত (বাহিরে নির্গত না হওয়া), হনু মহান্ ও অনুন্নত, মুখবিবর প্রশস্ত, দন্ত ঘন স্নিগ্ধকান্তি (চক্‌চকে), শ্লক্ষ্ণ (কোমলস্পর্শ, কেহ বলেন—মণিবৎ মসৃণ), শুক্লবর্ণ ও সমপংক্তিবিশিষ্ট, জিহ্বা রক্তবর্ণ আয়ত ও পাত্‌লা, চিবুক মাংসল ও প্রশস্ত, গ্রীবা হ্রস্ব ঘন (মোটা ঠাঁস্) ও গোলাকৃতি, স্কন্ধ উন্নত ও পীবর, উদর দক্ষিণাবর্ত্তবিশিষ্ট গূঢ়নাভিযুক্ত ও সম্যক উন্নত, হস্ত পাদ পাত্‌লা লাল ও উন্নতনখবিশিষ্ট স্নিগ্ধকান্তি তাম্রবর্ণ মাংসল বিস্তীর্ণ এবং দীর্ঘ ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট অঙ্গুলি যুক্ত—এই সকল প্রশস্ত লক্ষণ। বিস্তীর্ণ ও গূঢ় পৃষ্ঠবংশ (অদৃশ্যমেরুদণ্ডবিশিষ্ট পৃষ্ঠদেশ), মাংসান্তর্গত ও দৃঢ় সন্ধি সমূহ, ধীর (দৈন্যরহিত) ও অনুনাদ (ঘণ্টাদির শব্দবৎ অনুনাদ) বিশিষ্ট স্বর, চিক্কণ ও স্থিরকান্তি বর্ণ, স্বভাবনির্ম্মল স্থির অতএব বিপৎকালেও অবিকারি মন সৌভাগ্য ও আয়ুর হেতু। উত্তরোত্তর সুক্ষেত্রবিশিষ্ট (যথোক্তপ্রমাণ সুক্ষেত্র শরীর শুভ, যথোক্তলক্ষণ ললাটাদি অবয়ব বিশিষ্ট সুক্ষেত্র শরীর শুভতর, তাহা হইতেও যথোক্তসত্ত্বলক্ষণগুণান্বিত সুক্ষেত্র শরীর শুভতম।) গর্ভাদি হইতে নীরোগ, ধৈর্য্য, লৌকিক ব্যবহার জ্ঞান ও বিজ্ঞান (শাস্ত্রাভ্যাসাদি জনিত জ্ঞান হইতে পরমার্থ বোধ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান শব্দ বাচ্য) দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধমান যে দেহ তাহাই শুভপ্রদ॥ ১১৪—১২১

উক্ত প্রকারে সর্ব্বগুণোপেত শরীরে শত বর্ষ আয়ু ঐশ্বর্য্য ও অভিলষিত ভাব সমূহ ব্যবস্থিত থাকে॥ ১২২

শরীরের প্রশস্ত লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে বল প্রমাণ জ্ঞানার্থ লক্ষণ কথিত হইতেছে। মনুষ্য শরীরিদিগের বল প্রমাণ জ্ঞানার্থ ত্বগ্‌রক্তাদি হইতে সত্ত্ব পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ আটটী সার উক্ত হইয়াছে। যথা ত্বক্‌সার, রক্তসার, মাংসসার, মেদঃসার, অস্থিসার, মজ্জসার, শুক্রসার ও সত্ত্বসার, এই আটটীসারের পর পরটী শ্রেষ্ঠ। এই অষ্টসারবিশিষ্ট ব্যক্তি অতীব গৌরবান্বিত, সমস্ত আরব্ধ কার্য্যে আশাবান্, সহিষ্ণু, সুখী ও কর্ত্তব্যকার্য্যে স্থিরবুদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১২৩।১২৪

সত্ত্বাদিপ্রকৃতিক ব্যক্তির কিপ্রকারে সুখদুঃখানুভব হয়, তাহা কথিত হইতেছে। সত্ত্বগুণবান্ ব্যক্তি অভিমান ত্যাগ করিয়া সুখভোগ করেন এবং দৈন্য আশ্রয় করিয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। রাজস ব্যক্তি তপ্যমান হইয়া "আমিই এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখে সুখী" এই অভিমানে সুখ ভোগ করে এবং "আমিই এরূপ দুঃখ সহিতে সমর্থ" এইরূপ অহঙ্কারাক্রান্ত মনে দুঃখ ভোগ করে। তমোগুণপ্রধান ব্যক্তি অত্যন্ত মূঢ় বলিয়া (মদমত্তবৎ) সুখ বা দুঃখ ভোগ অনুভব করিতে পারে না। দ্বন্দ্বপ্রকৃতিও সুখানুভব বা দুঃখানুভব করিতে পারে না॥ ১২৫

এক্ষণে প্রাধানফলদায়ি প্রশস্ত লক্ষণ কথিত হইতেছে—দানশীলতা, দয়া (দীনের পালন), সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, কৃতজ্ঞতা, রসায়নক্রিয়া ও মৈত্রী (সমস্ত প্রাণীতে আত্মবৎ ভাবনা) এইগুলি

পুণ্যজনক ও আয়ুর্বৃদ্ধিকারক। (পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষলক্ষণ অপেক্ষা এইগুণগুলির শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপনার্থ গ্রন্থকার ইহাদিগকে অধ্যায়ান্তে সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোনটী পুণ্যবর্দ্ধক কোনটী আয়ুর্বর্দ্ধক ও কোনটী উভয়বর্দ্ধক)॥ ১২৬

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে শারীরস্থানে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

অতঃপর আমরা মর্ম্মবিভাগ নামক শারীর ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

মানবদেহে ১০৭টি মর্ম্ম আছে। তন্মধ্যে প্রত্যেক হস্তে ও পদে ১১টী করিয়া মোট ৪৪টী, জঠরে ৩টী, বক্ষঃস্থলে ৯টী, পৃষ্ঠদেশে ১৪টী এবং জত্রুর ঊর্দ্ধে ৩৭টী মর্ম্ম আছে॥ ২

এক্ষণে মর্ম্মসমূহের বিশিষ্ট স্থান সংজ্ঞা ও কর্ম্ম উপদিষ্ট হইতেছে। পাদতলের মধ্যভাগে মধ্যমাঙ্গুলির অভিমুখে যে মর্ম্ম আছে, তাহার নাম তলহৃৎ। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে দারুণ বেদনা উপস্থিত হওয়ায় মৃত্যু হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যে ক্ষিপ্র নামক মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে আক্ষেপক নামক বাতব্যাধিতে মৃত্যু হয়। ক্ষিপ্রমর্ম্মের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে কূর্চ্চ নামক মর্ম্ম, এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে পদের ভ্রমণ (ঘুরিয়া যাওয়া) ও কম্প হয়। গুল্ফসন্ধির অধোদেশে কূর্চ্চশিরোনামক মর্ম্ম অবস্থিত, ইহা বিদ্ধ হইলে শোথ ও যন্ত্রণা হয়। জঙ্ঘা ও চরণের সন্ধিস্থলে গুল্ফনামক মর্ম্ম, ইহা বিদ্ধ হইলে বেদনা স্তব্ধতা ও অগ্নিমান্দ্য হয়। জঙ্ঘার মধ্যে (পার্ষ্ণি হইতে ১২ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে) ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্ম, ইহা বিদ্ধ হইলে রক্তক্ষয়হেতু মৃত্যু হয়। (এস্থলে রক্তক্ষয়াদি হেতুনির্দ্দেশ করায় বুঝিতে হইবে যে এরূপ স্থলে সর্ব্বপ্রকারে রক্তস্তম্ভন করিতে হইবে। মর্ম্মবেধে যে কারণে মৃত্যু কথিত হইয়াছে তাহারই চিকিৎসা করিতে হইবে। এই নিয়ম সর্ব্বত্র)॥ ৩—৫

জঙ্ঘা ও ঊরুর সংযোগ স্থলে জানু নামক মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে মৃত্যুই হয়, বাঁচিলে খঞ্জতা হইয়া থাকে। জানুসন্ধির ৩ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে আণী নামক মর্ম্ম, তাহা বিদ্ধ হইলে ঊরুস্তম্ভ ও শোথ হয়॥ ৬

ঊরুর মধ্যে উর্ব্বী নামক মর্ম্ম, ইহা বিদ্ধ হইলে রক্তক্ষয় হেতু সক্থিশোষ, ঊরুমূলে লোহিতাখ্য নামক মর্ম্ম, তাহা বিদ্ধ হইলে রক্তক্ষয় হেতু পক্ষাঘাত, মুষ্ক ও কুঁচ্‌কির মধ্যে বিটপ নামক মর্ম্ম তাহা বিদ্ধ হইলে ষণ্ডতা (পুরুষত্বহানি) হয়॥ ৭

উক্ত প্রকারে পাদদ্বয়ের প্রত্যেকটীতে ১১টী করিয়া মর্ম্ম কথিত হইল। এইরূপ বাহুদ্বয়েরও প্রত্যেকটীতে তলহৃৎ ক্ষিপ্র প্রভৃতি একাদশটী মর্ম্ম আছে। তবে কিঞ্চিৎ বাহা, বিশেষত্ব আছে,

তাহা কথিত হইতেছে। গুল্ফমর্ম্মতুল্য মণিবন্ধ মর্ম্ম, জানুমর্ম্মবৎ কূর্পর; এই মর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে কৌণ্য (হস্ত ও হস্তাঙ্গুলির কুব্জতা, নুলো) হয়। কক্ষা ও অক্ষ মধ্যে বিটপসদৃশ কক্ষাধর্ক্ নামক মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে কৌণ্য (বাহুকরাঙ্গুলির কুব্জতা) হয়॥ ৮

শাখাগত ৪৪টী মর্ম্ম কথিত হইল। এক্ষণে মধ্যদেহের মর্ম্ম সমূহ বলা যাইতেছে। স্থূলান্ত্রে প্রতিবদ্ধ গুদ নামক মর্ম্ম, ইহা বিদ্ধ হইলে পুরীষ ও বায়ু বমন করে। ইহা সদ্যোমারক। মূত্রাশয় ধনুকের ন্যায় বক্র, একটীমাত্র, অধোমুখবিশিষ্ট ও কটীর মধ্যদেশে অবস্থিত, ইহাকে বস্তিমর্ম্ম কহে। বস্তিমর্ম্মে রক্ত ও মাংসের ভাগ অল্প আছে। অশ্মরী আহরণার্থ ব্রণ ভিন্ন অন্য কারণে ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যঃপ্রাণনাশক হয়। অশ্মরীব্রণেও যদি উভয় পার্শ্বে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও সদ্যোমারক হইয়া থাকে। বস্তির একপার্শ্ব ভিন্ন হইলে মূত্রস্রাবী ব্রণ হয়। যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে তবে তাহা প্রশমিত হয়, অন্যথা নহে॥ ৯—১১

নাভি ও হৃদয় মর্ম্ম। দেহমধ্যদেশে আমাশয় ও পকাশয়ের অন্তরালে নাভিনামক মর্ম্ম আছে, ইহা সকল শরীরব্যাপী শিরাসমূহের আধার ও সদ্যোমারক। হৃদয় নামক মর্ম্ম আমাশয়ের দ্বারস্বরূপ, এবং সত্ত্বাদিগুণত্রয়, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থবিজ্ঞান এবং চেতনার স্থান। ইহা স্তনদ্বয় বক্ষঃস্থল ও কোষ্ঠের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং সদ্যোমারক॥ ১২

স্তনরোহিতমর্ম্ম ও স্তনমূলমর্ম্ম। স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমিত যে দুইটী মর্ম্ম আছে, তাহাকে স্তনরোহিত এবং স্তনদ্বয়ের অধোভাগে দুই অঙ্গুল যে দুইটী মর্ম্ম আছে তাহাকে স্তনমূল নামক মর্ম্ম কহে। স্তনরোহিতমর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে মানব রক্তপূর্ণকোষ্ঠ হইয়া এবং স্তনমূলমর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে কফপূর্ণকোষ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করে॥ ১৩

অপস্তম্ভ মর্ম্ম। বক্ষঃস্থলের উভয়পার্শ্বে স্থিত বাতবাহিনী নাড়ীদ্বয়কে অপস্তম্ভ মর্ম্ম কহে। ইহারা বিদ্ধ হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হওয়ায় কাস ও শ্বাস রোগে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ১৪

অপলাপ মর্ম্ম। মেরুদণ্ড ও বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে পার্শ্বদ্বয়ের উপরিভাগে ও অংসকূটের অধোদেশে অপলাপ নামক মর্ম্মদ্বয় আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হয় এবং এই রক্ত যতক্ষণ পূযে পরিণত না হয়, ততক্ষণ রোগী বাঁচে। রক্ত পূযে পরিণত হইলেই রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ১৫

কটীকতরুণ মর্ম্ম। পৃষ্ঠবংশের উভয়পার্শ্বে শ্রোণীকর্ণদ্বয় প্রতিষ্ঠিত, সেই নিতম্বের উপরিভাগে পৃষ্ঠবংশকে আশ্রয় করিয়া যে দুইটী অস্থিমর্ম্ম অবস্থিত আছে, তাহাকে কটীকতরুণ মর্ম্ম কহে। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে রক্তক্ষয়হেতু রোগী পাণ্ডুবর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥ ১৬

কুকুন্দর। মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে জঘনের বহিঃপ্রদেশে কটী ও পার্শ্বের যে সন্ধিদ্বয় আছে, তাহাকে কুকুন্দর মর্ম্ম কহে। ইহা নিম্নাকৃতি ও সন্ধিমর্ম্ম। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে অধঃকায়ের ক্রিয়াহানি ও স্পর্শশক্তির লোপ হয়॥ ১৭

নিতম্ব। উভয় পার্শ্ব মধ্যে নিবদ্ধ, শ্রোণিকর্ণের উপরিভাগে অবস্থিত মূত্রাশয়াদির আচ্ছাদক, তরুণাস্থি স্থিত যে দুইটী মর্ম্মবিশেষ আছে, তাহাকে নিতম্ব কহে। ইহা বিদ্ধ হইলে শরীরের অধোভাগে শোথ দৌর্ব্বল্য ও শেষে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ১৮

পার্শ্ব সন্ধি। উভয় পার্শ্বে সংশ্লিষ্ট, জঘনপার্শ্বের মধ্যবর্ত্তী তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত

যে সন্ধিদ্বয়, তাহাকে পার্শ্বসন্ধি কহে। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হওয়ায় মৃত্যু হয়॥ ১৯

বৃহতী। স্তনমূল হইতে সরলভাবে পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া যে দুইটী শিরা-মর্ম্ম আছে, তাহাকে বৃহতী কহে। ইহা বিদ্ধ হইলে রক্তক্ষয়হেতু মৃত্যু হয়॥ ২০

অংসফলক। পৃষ্ঠবংশের পার্শ্বদ্বয়ে বাহুমূলে সম্বদ্ধ দুইটী মর্ম্ম আছে, তাহাদিগকে অংস-ফলক মর্ম্ম কহে। ইহা বিদ্ধ হইলে বাহুশোষ ও বাহুর কার্য্যহানি হয়॥ ২১

অংস। গ্রীবার উভয় পার্শ্বে গ্রীবা বাহু ও মস্তকের অন্তরালস্থিত দুইটী স্নায়ুকে অংসমর্ম্ম কহে, স্কন্ধ ও অংসপীঠের বন্ধনার্থ ইহার প্রয়োজন। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে বাহুদ্বয়ের আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া নষ্ট হয়॥ ২২

নীলা ও মন্যা। কণ্ঠনাড়ীর উভয় পার্শ্বে হনুসমাশ্রিত ৪টী শিরা মর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে দুইটীর নাম নীলা ও দুইটীর নাম মন্যা। প্রত্যেক পার্শ্বে একটী করিয়া নীলা ও একটী করিয়া মন্যা আছে। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে স্বরভঙ্গ স্বরবৈকৃত্য ও রসাজ্ঞান (আস্বাদনশক্তির লোপ) হয়॥ ২৩

মাতৃকা। কণ্ঠনাড়ীর উভয় পার্শ্বে জিহ্বাগত ও নাসাশ্রিত পৃথক্ ৪টী করিয়া শিরা আছে, তাহাদিগকে মাতৃকা মর্ম্ম কহে। এই মর্ম্ম আহত হইলে সদ্যোমরণ হয়॥ ২৪

কৃকাটিকা। মস্তক ও গ্রীবার সন্ধিস্থলের উভয় দিকে কৃকাটিকা নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে মস্তককম্পন হয়॥ ২৫

বিধুর। কর্ণদ্বয়ের পশ্চাৎ দিকের নিম্নভাগে বিধুরাখ্য দুইটী মর্ম্ম আছে, ইহারা বিদ্ধ হইলে বাধির্য্য হয়॥ ২৬

ফণ। দুইটী শিরা গলদেশের অভ্যন্তর হইতে নাসারন্ধ্রদ্বয়ের উভয় পার্শ্ব দিয়া শ্রোত্রপথ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, ইহারা দেখিতে সাপের ফণার ন্যায় বলিয়া ফণমর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে ঘ্রাণশক্তি (গন্ধজ্ঞান) নষ্ট হয়॥ ২৭

অপাঙ্গমর্ম্ম ও আবর্ত্ত মর্ম্ম। নেত্রদ্বয়ের বাহ্যপ্রান্তে ভ্রূপুচ্ছান্তদ্বয়ের নিম্নে অপাঙ্গ নামক মর্ম্মদ্বয় ও ভ্রূর উপরে নিম্নাকৃতি আবর্ত্ত নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত। ইহারা বিদ্ধ হইলে মনুষ্য অন্ধ হয়॥ ২৮

শঙ্খমর্ম্ম। ললাটের উভয় প্রান্তে ভ্রূপুচ্ছান্তদ্বয়ের উপরি ভাগে কর্ণসমীপে শঙ্খ নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়॥ ২৯

উৎক্ষেপ ও স্থপনী। কেশযুক্ত স্থানের অন্তে এবং শঙ্খদ্বয়ের উপরে উৎক্ষেপনামক মর্ম্মদ্বয় এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থপনী নামক মর্ম্ম অবস্থিত। এই সকল মর্ম্মে শল্য বিদ্ধ হইলে যদি তাহা উদ্ধৃত করা না যায় কিংবা যদি পাকিয়া ঐ শল্য আপনা হইতে পতিত হয়, তাহা হইলে রোগী বাঁচে। কিন্তু শল্য উদ্ধৃত হইলে সদ্যো মৃত্যু হয়॥ ৩০

শৃঙ্গাটক। তালুদেশের যেখানে জিহ্বা চক্ষু নাসিকা ও কর্ণ এই স্রোতশ্চতুষ্টয়ের মিলন হইয়াছে, সেই স্থানে উক্ত চারিটী স্রোতের মুখকে শৃঙ্গাটক মর্ম্ম কহে। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়॥ ৩১

সীমন্ত। মস্তকে পাঁচটী কপালের পাঁচটী সন্ধি আছে, ইহারা তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত।

এই সন্ধি পঞ্চককে সীমন্ত মর্ম্ম কহে। ইহারা বিদ্ধ হইলে ভ্রম উন্মাদ ও মনোনাশ হেতু মৃত্যু হয়॥ ৩২

অধিপ মর্ম্ম। মস্তকের অভ্যন্তরে ঊর্দ্ধভাগে শিরা ও সন্ধি সমূহের সম্মিলন স্থানে রোমাবর্ত্ত আছে, তাহাকে অধিপ মর্ম্ম কহে। এই মর্ম্ম বেধ মাত্রেই বধ হয়॥ ৩৩

মর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ। শরীরের যে স্থান বিষমভাবে স্পন্দিত হয় অর্থাৎ কখন অল্প ও কখন বা অধিক স্পন্দিত হয় এবং যে স্থানে পীড়ন করিলে বিষম বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে মর্ম্ম স্থান বলে। মরণকারিত্ব হেতু বা মরণসদৃশ দুঃখদায়িত্ব হেতু মর্ম্ম বলা যায়॥ ৩৪

মাংস অস্থি স্নায়ু ধমনী শিরা ও সন্ধি ইহাদের সংযোগস্থলকে মর্ম্ম কহে। যেমন মাংসপেশীর সংযোগ স্থল মাংসমর্ম্ম, অস্থির সংযোগ অস্থিমর্ম্ম, স্নায়ু সম্মিলন স্নায়ু মর্ম্ম, ধমনীসম্মিলন ধমনী মর্ম্ম, শিরাসমাগম শিরামর্ম্ম ও সন্ধিসংযোগ সন্ধি মর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। সেই জন্য এই সকল মর্ম্মস্থানে প্রাণ ব্যবস্থিত থাকে॥ ৩৫

পূর্ব্বে যে ১০৭টী মর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই সকল মর্ম্মই প্রধান। এতদ্ব্যতীত মাংসাস্থি প্রভৃতির সংযোগরূপ মর্ম্ম আরও অনেক আছে। মাংসাদি ভেদে মর্ম্মের কল্পনা ছয় প্রকারই হইয়া থাকে। অথবা জীবিতস্থান বলিয়া মর্ম্ম এক প্রকারই গণনা করা হয়॥ ৩৬

মাংস অস্থি প্রভৃতি স্থানে প্রতিনিয়ত মর্ম্ম সংখ্যা কথিত হইতেছে। মাংসজ মর্ম্ম দশটী—ইন্দ্রাখ্য ৪টী, তলহৃৎ ৪টী ও স্তনরোহিত ২টী। অস্থিমর্ম্ম আটটী—শঙ্খমর্ম্ম ২টী, কটীকতরুণ ২টী, নিতম্ব ২টী ও অংসফলক ২টী। স্নায়ুমর্ম্ম ত্রয়োবিংশ, যথা—আণিমর্ম্ম ৪টী, কূর্চ্চমর্ম্ম ৪টী, কূর্চ্চশিরঃ ৪টী; অপাঙ্গ ২টী, ক্ষিপ্র ৪টী, উৎক্ষেপ ২টী, অংস ২টী ও বস্তি ১টী। ধমনীমর্ম্ম ৯টী যথা—গুদমর্ম্ম ১টী, অপস্তম্ভ ২টী, বিধুর ২টী ও শৃঙ্গাটক ৪টী। শিরামর্ম্ম ৩৭টী, যথা—বৃহতী ২টী, মাতৃকা ৮টী, নীলা ২টী, মন্যা ২টী, কক্ষাধর ২টী, ফণ ২টী, বিটপ ২টী, হৃদয় ১টী, নাভি ১টী, পার্শ্বসন্ধি ২টী, স্তন মূল ২টী, অপলাপ ২টী, স্থপনী ১টী, উর্ব্বী ৪টী ও লোহিতাখ্য ৪টী সমুদায়ে ৩৭টী। সন্ধিমর্ম্ম ২০টী, যথা—আবর্ত্ত ২টী, মণিবন্ধ ২টী, কুকুন্দর ২টী, সীমন্ত মর্ম্ম ৫টী, কূর্পর ২টী, গুলফ ২টী, কৃকাটিকা ২টী, জানু ২টী ও অধিপতি ১টী। মাংসাদি ভেদে এই ১০৭টী মর্ম্ম কল্পিত হইল॥ ৩৭—৪১

অন্য কতিপয় আচার্য্যের মতে গুদ মাংসমর্ম্ম, ধমনীমর্ম্ম নহে। কক্ষাধর ও বিটপ স্নায়ুমর্ম্ম, শিরামর্ম্ম নহে। বিধুরমর্ম্মও স্নায়ুমর্ম্ম, ধমন্যাশ্রিত নহে। শৃঙ্গাটকমর্ম্ম চারিটীও শিরামর্ম্ম, ধমনীমর্ম্ম নহে। অপস্তম্ভ ও অপাঙ্গ মর্ম্মও তাঁহাদের মতে স্নায়ুমর্ম্ম, ধমনীমর্ম্ম নহে॥ ৪২

মাংসাদিজ মর্ম্মের ব্যধ লক্ষণ। মাংসমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে নিরন্তর মাংসধোওয়া জলের ন্যায় পাত্‌লা রক্তস্রাব হইতে থাকে। ইহাতে শরীর পীতবর্ণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তিলোপ (স্বস্ব বিষয়গ্রহণে অক্ষমতা) ও শীঘ্র মরণ হয়॥ ৪৩

অস্থিমর্ম্ম (শঙ্খাদি) বিদ্ধ হইলে মধ্যে মধ্যে মজ্জাযুক্ত পাতলা স্রাব ও বেদনা হয়। স্নায়ু মর্ম্ম (আণি প্রভৃতি) বিদ্ধ হইলে, আয়াম (বিস্তারবৎ পীড়া), আক্ষেপ, স্তব্ধতা, অতিশয় বেদনা, গমন অবস্থান ও উপবেশনে অক্ষমতা, অঙ্গের বৈকল্য অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৪৪।৪৫

ধমনীমর্ম্ম (গুদমর্ম্মাদি) বিদ্ধ হইলে শব্দ ও ফেনের সহিত রক্তস্রাব হয় এবং রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। শিরামর্ম্ম (বৃহত্যাদি) বিদ্ধ হইলে ঘন দুগ্ধ নিরন্তর প্রচুর পরিমাণে স্রাব হয়।

আর রক্তক্ষয় হেতু তৃষ্ণা, ভ্রম, শ্বাস, মোহ ও হিক্কা উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় জীবনান্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৬।৪৭

সন্ধিজ (আবর্ত্তাদি) মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে বিদ্ধস্থান শূকাকীর্ণবৎ বোধ হয় এবং ক্ষতস্থান রূঢ় হইলেও কুণিতা (নুলো), খঞ্জতা, বল ও চেষ্টার নাশ, অঙ্গের শোষ ও পর্ব্বসমূহে শোথ হইয়া থাকে ॥ ৪৮

মর্ম্মব্যধে মৃত্যুকাল নিয়মিত হইতেছে। নাভিমর্ম্ম ১টী, শঙ্খ ২টী, অধিপতি ১টী, গুদ ১টী, হৃদয় ১টী, শৃঙ্গাটক ৪টী, বস্তি ১টী, মাতৃকা ৮টী এই ১৯টী মর্ম্ম সদ্যঃপ্রাণনাশক। এই সকল মর্ম্মব্যধে মৃত্যুর চরমকাল সপ্তাহ পর্য্যন্ত ; অর্থাৎ সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হয় ॥ ৪৯

অপস্তম্ভ ২টী, তলহৃৎ ৪টী, পার্শ্বসন্ধি ২, কটীকতরুণ ২, সীমন্ত ৫, স্তনমূল ২, ইন্দ্রবস্তি ৪, ক্ষিপ্র ৪, অপলাপ বৃহতী নিতম্ব স্তনরোহিত প্রত্যেকে ২টী ; সমুদায়ে এই ৩৭টী মর্ম্ম কালান্তর-প্রাণহারক। ইহারা একমাসে বা ১৫ দিনে প্রাণনাশ করে ॥ ৫০।৫১

উৎক্ষেপ মর্ম্ম ২টী এবং স্থপনী ১টী এই তিনটী মর্ম্ম বিশল্যঘ্ন অর্থাৎ শল্য নিহৃত হইলে রোগিকে হনন করে। কারণ শল্য অপনয়ন করিলে বায়ু বিনির্গত হইয়া মাংস বসা মজ্জা ও মস্তিষ্ক শোষণ পূর্ব্বক শ্বাস কাস রোগে রোগির প্রাণ নষ্ট করে ॥ ৫২

ফণ মর্ম্ম ২টী, অপাঙ্গ ২টী, বিধুর ২টী, নীলা ২টী, মন্যা ২টী, কৃকাটিকা ২টী, অংস ২টী, অংস-ফলক ২টী, আবর্ত্ত ২টী, বিটপ ২টী, উর্ব্বীমর্ম্ম ৪টী, কুকুন্দর ২টী, জানু ২টী, লোহিত ৪টী, আণি ৪টী, কক্ষাধর ২টী, কূর্চ্চ ৪টী ও কূর্পর ২টী এই ৪৪টী মর্ম্ম বৈকল্যকর। অর্থাৎ এই সকল মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে অঙ্গকে বিকল করে। ইহারা অভিঘাতবশতঃ কখন প্রাণনাশও করিয়া থাকে ॥ ৫৩।৫৪

কূর্চ্চশিরঃ ৪টী, গুলফ ২টী ও মণিবন্ধ ২টী এই আটটী মর্ম্ম রুজাকারক ; মারক নহে ॥ ৫৫

মর্ম্মসমূহের যথাযথ প্রমাণ। মর্ম্ম সমূহের মধ্যে বিটপ, কক্ষাধৃক, উর্ব্বী ও কূর্চ্চশিরঃ এই দ্বাদশ মর্ম্ম অঙ্গুলপরিমিত ; মণিবন্ধদ্বয়, গুল্‌ফদ্বয় ও স্তনমূলদ্বয় প্রত্যেকটী দুই অঙ্গুলি পরিমিত, এবং জানু ও কূর্পর তিন অঙ্গুলি পরিমিত ॥ ৫৬

গুদমর্ম্ম, বস্তি, হৃদয়, নাভি, নীলা, সীমন্ত, মাতৃকা, কূর্চ্চ, শৃঙ্গাটক ও মন্যা এই ঊনত্রিংশটী মর্ম্ম নিজের হস্ততল পরিমিত, অবশিষ্ট ষট্‌পঞ্চাশৎ (৫৬) মর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত, কিন্তু অন্য তন্ত্রকার-গণের মতে মর্ম্ম তিল বা ব্রীহি পরিমিত ॥ ৫৭।৫৮

পূর্ব্বে বাত-পিত্ত কফদুষ্ট ও শুদ্ধ রক্তবহ এই চারিপ্রকারের যে সাতশত শিরা কথিত হইয়াছে, তাহারা মর্ম্মস্থানকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত শরীরকে তর্পিত করিয়া থাকে। এই মর্ম্মাশ্রিত শিরা সকল ক্ষত হইলে তাহা হইতে অতিশয় রক্তস্রাব হয়। রক্তের ক্ষয় হইলে পরম্পরা ক্রমে মাংসাদি ধাতুরও অপচয় হইয়া থাকে। ধাতুক্ষয়হেতু কুপিত চলস্বভাব বায়ু পিত্তকে বর্দ্ধিত করিয়া অতিদুঃখ-দায়িনী বেদনা বিশেষ এবং তৃষ্ণা শোথ মদ ও ভ্রম উপস্থিত করে। তাহাতে শিরাক্ষত ব্যক্তি স্বেদার্ত্ত, স্রস্তদেহ ও শিথিলাঙ্গ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। (মর্ম্মাভিঘাত হেতু রক্তবাহিনী শিরার মুখবিকাশ হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হয়। রক্তক্ষয় হেতু জীবন নষ্ট হয়। কারণ রক্তই জীবিতাধিষ্ঠান) ॥ ৫৯—৬১

মর্ম্মস্থান অভিহত হইলে তৎক্ষণাৎ সন্ধিস্থান হইতে গাত্র কাটিয়া ফেলিবে। কারণ সন্ধিচ্ছেদে

শিরা সকলের মুখ সঙ্কুচিত হওয়ায় রক্তস্রাব হইতে পারে না। রক্ত রক্ষিত হইলে তদাশ্রয় জীবনও রক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৬২

এতদ্দ্বারা মর্ম্মাভিঘাতী ক্ষত হইতে মৃত্যু হয় ইহা বুঝা গেল। মর্ম্ম ভিন্ন অন্য স্থানে শরশত দ্বারা বিদ্ধ হইলেও মনুষ্য বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু প্রাণঘাতি মর্ম্ম কুশাগ্র দ্বারা বিদ্ধ হইলেও বাঁচে না। যদি কোন পুণ্যবান্ নিয়তায়ু ব্যক্তি প্রাণঘাতি মর্ম্মে অসমগ্র অভিঘাত হেতু চিকিৎসকের গুণে কদাচিৎ রক্ষা পায়, তাহা হইলেও অঙ্গবৈকল্য প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে জীবিত থাকিতে হয়। এই জন্য মর্ম্মস্থলে ক্ষার বিষ ও অগ্নি প্রভৃতির প্রয়োগ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে ॥ ৬৩।৬৪

মর্ম্মাভিঘাত স্বল্প হইলেও প্রায়ই অত্যন্ত পীড়াজনক হয়। মর্ম্মাশ্রিত রোগ সমূহও যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসিত হইলেও তদ্বৎ পীড়াকর হইয়া থাকে। অতএব সাবধানে অভিঘাত হইতে মর্ম্মস্থান সকল রক্ষা করিবে ॥ ৬৫

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে শারীরস্থানে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা বিকৃতিবিজ্ঞানীয় নামক শারীর ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

যেমন পুষ্প ভবিষ্যৎ ফলের, ধূম ভবিষ্যৎ অগ্নির এবং মেঘোদয় ভাবি-বৃষ্টির জ্ঞাপক, তদ্রূপ রিষ্ট লক্ষণও ভবিষ্যৎ মৃত্যুর নিশ্চিত বোধক ॥ ২

অরিষ্ট (রিষ্ট-হীন) মরণ নাই। আর রিষ্টলক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগী বাঁচে না। তবে অজ্ঞ লোকের অনৈপুণ্য (মিথ্যাজ্ঞান) হেতু অরিষ্টে রিষ্টজ্ঞান হয় এবং রিষ্টেও রিষ্টজ্ঞান হয় না ॥ ৩।৪

কতকগুলি আচার্য্য বলেন, রিষ্ট দুই প্রকার; স্থায়ী ও অস্থায়ী। দোষসমূহের বাহুল্য হেতু রিষ্টাভাস প্রকাশ পায়। দোষসমূহের শান্তি হইলে সেই রিষ্টাভাসও প্রশমিত হয়। ইহাতে মৃত্যু হয় না। কিন্তু স্থায়ী রিষ্ট অবশ্য মৃত্যুর জন্য উপস্থিত হয় ॥ ৫।৬

রিষ্টলক্ষণ। রূপ ইন্দ্রিয় স্বর কান্তি প্রতিবিম্ব ও ক্রিয়া (কায়বাক্যমনোব্যাপার, ধাবন প্লবনাদি কায়িক ব্যাপার, গীত অধ্যয়নাদি বাচিক ব্যাপার ও রাগদ্বেষভয়াদি মানস ব্যাপার) এবং অন্য যে কোন প্রাকৃতভাব অকস্মাৎ অকারণে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে সংক্ষেপতঃ তাহাকে রিষ্ট কহে ॥ ৭

যাহার কেশ ও রোম নিরভ্যক্ত হইয়াও তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্তবৎ বোধ হয়, তাহাকে কাল প্রেরিত (মৃত) বলিয়া জানিবে ॥ ৮

ইন্দ্রিয়বিকৃতি। যাহার নেত্রদ্বয় অতিশয় চঞ্চল বা স্তব্ধ (নিশ্চল), অন্তঃপ্রবিষ্ট বা বহির্গত, অথবা কুটিল, বিবৃত বা সঙ্কুচিত, কিংবা সংক্ষিপ্ত ও বিনতভ্রূযুক্ত বা উদ্ভ্রান্তদৃষ্টি, অল্পদৃষ্টি বা নকুলদৃষ্টি,

কপোতাভ, অলাতাভ, অকারণ অশ্রুস্রাবী ও লুলিতপক্ষ্ম; যাহার নাসিকা অত্যন্ত বিবৃত বা সংবৃত, পিটিকা ব্যাপ্ত, স্ফীত, স্ফুটিত ও ম্লান; যাহার অধ ওষ্ঠ অধোগত, ঊর্দ্ধোষ্ঠ ঊর্দ্ধগত এবং উভয় ওষ্ঠই পকজম্বূফলসদৃশ; যাহার দন্ত শর্করাযুক্ত, শ্যাববর্ণ বা তাম্রবর্ণ, পুষ্পিত (শ্বেতচিহ্নযুক্ত) ও ক্লেদান্বিত এবং সহসা নিপতিত; যাহার জিহ্বা কুটিল, অতিলোল, শ্বেত বা শ্যাববর্ণ শুষ্ক গুরু লিপ্ত সুপ্ত (রসবোধরহিত) ও কণ্টকব্যাপ্ত; যাহার গ্রীবা মস্তকবহনে, পৃষ্ঠ পৃষ্ঠভারবহনে, হনু মুখস্থিত ভক্তপিণ্ডগ্রহণে অসমর্থ; যাহার অঙ্গ সকল অকারণে অতি গুরু বা অতি লঘু; যাহার বিষদোষ বিনা শরীরছিদ্র হইতে রক্ত প্রবৃত্ত; যাহার লিঙ্গ ঊর্দ্ধগত এবং বৃষণদ্বয় অধঃ প্রলম্বিত অথবা লিঙ্গ অধঃক্ষিপ্ত ও বৃষণ ঊর্দ্ধগত, তাহাদের সকলকেই কালপ্রেরিত বলিয়া জানিবে॥ ৯—১৬

যে স্বস্থ ব্যক্তির ললাটে অথবা বস্তির উপরিভাগে নূতন শিরারাজি বা বালচন্দ্রের ন্যায় বক্র চিহ্ন উৎপন্ন হয় কিংবা যে ব্যক্তির স্নানকালে শরীরে জলবিন্দু সকল পদ্মিনীপত্রগত জলের ন্যায় অনবস্থিত হয় তাহারা ছয় মাসের অধিক জীবিত থাকে না॥ ১৭।১৮

যাহার শিরা সমূহ হরিতাভ ও রোমকূপ সকল সংবৃত হয়, সে ব্যক্তি অম্লাভিলাষী হইয়া পিত্তজরোগে প্রাণ ত্যাগ করে। যাহার মস্তকে বা মুখে গোময়চূর্ণ সদৃশ স্নিগ্ধ চূর্ণ দৃষ্ট হয় বা যাহার মস্তকে ধূম উদ্গত হয়, মাসান্তে তাহাদের জীবনান্ত হয়॥ ১৯।২০

কোন ব্যক্তির মস্তকে বা ভ্রূতে নূতন সীমন্ত বা রোমাবর্ত্ত উৎপন্ন হইলে সে ব্যক্তি যদি স্বস্থ হয় তাহা হইলে ছয় দিনে এবং রোগী হইলে তিন দিনে প্রাণ ত্যাগ করে॥ ২১

যাহার জিহ্বা শ্যাববর্ণ, মুখ দুর্গন্ধি, বাম চক্ষুঃ অন্তঃপ্রবিষ্ট বা মস্তকে কাকাদি পক্ষী উপবিষ্ট হয়, তাহাকে ত্যাগ করিবে॥ ২২

যে স্নাতানুলিপ্ত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র থাকা সত্ত্বেও প্রথমে বক্ষঃস্থল অত্যন্ত শুষ্ক হয়, সে অর্দ্ধ মাসও বাঁচে না॥ ২৩

যাহার গাত্রে অকস্মাৎ প্রাকৃত ও বৈকৃত বর্ণ, দেহের স্থৌল্য ও কার্শ্য, গ্লানি ও হর্ষ, রৌক্ষ্য ও স্নেহাদি বিপরীত ভাব সকল যুগপৎ উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যাহার অঙ্গুলিপর্ব্ব আকর্ষণ করিলেও মট্‌কায় না (আঙ্গুল ফোটে না) সে ব্যক্তি বাঁচে না। যাহার হাঁচি কাস প্রভৃতিতে অলৌকিক শব্দ হয়, যাহার নিশ্বাস অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব, দুর্গন্ধি বা সুগন্ধি, যাহার স্নাত বা অস্নাত শরীরে মলিন বস্ত্রে এবং ব্রণাদিতে অতিমানুষ গন্ধ হয়, তাহার জীবন এক বৎসর॥ ২৪—২৬

যূক (উকুন) ও মক্ষিকাদি কীট সমূহ অঙ্গের অতিসুরসত্ব হেতু যাহার শরীরে অভিসর্পণ বা অতিবিরসত্ব হেতু যাহার শরীর ত্যাগ করে, সে একবর্ষ মাত্র বাঁচে। যাহার বাহ্য অঙ্গে সর্ব্বদা উষ্ণতা ও অভ্যন্তরে অত্যন্ত শৈত্য অথবা বহিরঙ্গে অত্যন্ত শৈত্য ও অভ্যন্তরে অতিশয় উষ্ণতা বোধ হয়, বা যাহার অকস্মাৎ অতি স্বেদ বা একবারে স্বেদ রোধ হয়, যে ব্যক্তি কফজপিড়কাপীড়িত অথবা শীতার্ত্ত হইয়া দাহ অনুভব করে বা যে ব্যক্তি শীতার্ত্ত হইয়াও উষ্ণদ্বেষী হয় তাহারা মৃত্যুর গোচর অর্থাৎ মৃত্যু তাহাদিগকে আত্মসাৎ করে॥ ২৭—২৯

যে ব্যক্তির বক্ষঃস্থল উষ্ণ, উদর অতি শীতল, মল পাতলা ও তৃষ্ণা হয়, সে ব্যক্তি প্রেতকুল্য।

যাহার মূত্র পুরীষ কফ বা শুক্র জলে ডুবিয়া যায়, কিংবা যাহার নিষ্ঠীবন বহুবর্ণবিশিষ্ট হয়, সে ব্যক্তি এক মাসের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে ॥ ৩০।৩১

যে আকাশকে ঘনীভূতবৎ এবং ঘনবস্তুকে আকাশবৎ দর্শন করে, যে ব্যক্তি মূর্ত্তিহীন বাতাদি বস্তুকে মূর্ত্তিমান্ দেখে,এবং মূর্ত্তিমান্ বস্তুকে অমূর্ত্তবৎ বোধ করে, যে অগ্ন্যাদি তেজস্বী বস্তুকে নিস্তেজ, শুক্লকে কৃষ্ণ, অসৎ বস্তুকে সৎ এবং তিমিরাদি নেত্ররোগাক্রান্ত না হইয়াও চন্দ্রকে বহুরূপবিশিষ্ট ও নিষ্কলঙ্ক দর্শন করে, যে ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় রাক্ষস গন্ধর্ব্ব প্রেত বা তদ্বিধ অন্য প্রাণী অথবা বিকৃত উৎকট অনেক রূপ দর্শন করে, তাহার মৃত্যু হয় ॥ ৩২—৩৪

যে ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলের সমীপস্থ অরুন্ধতী (উত্তর কেন্দ্রস্থ), ধ্রুব নক্ষত্র ও আকাশগঙ্গা দেখিতে না পায়, সে ব্যক্তি পূর্ণ বৎসরকে দেখিতে পায় না (অর্থাৎ বৎসরাভ্যন্তরেই তাহার মৃত্যু হয়) ॥ ৩৫

শ্রোত্রেন্দ্রিয়বিকৃতি। যে ব্যক্তি মেঘগর্জ্জন জলস্রোত নির্ঘোষ বীণা পণব ও বংশীর শব্দ বা তৎসদৃশ অন্য শব্দ বিদ্যমান না থাকিলেও শুনিতে পায় অথবা যে ব্যক্তি গর্জ্জনাদি বা তৎসদৃশ অন্য শব্দ হইলেও তাহা শুনিতে পায় না, যাহারা কর্ণের ছিদ্রদ্বয় অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধুক্‌ধুক্ শব্দ শুনিতে পায় না, যে ব্যক্তি গন্ধ রস ও স্পর্শকে মেঘগর্জ্জনাদিবৎ বিপরীতভাবে অনুভব করে, অর্থাৎ গন্ধাদির সত্তায় অসত্তা এবং অসদ্‌ভাবে সদ্‌ভাব বোধ করে, (গন্ধের বৈপরীত্য যেমন—সুগন্ধকে দুর্গন্ধ এবং দুর্গন্ধকে সুগন্ধ বোধ করা, রসবিপর্য্যয়—মধুরকে অম্ল ও অম্লকে মধুর, স্পর্শবিপর্য্যয়—মৃদুকে খর এবং খরস্পর্শকে মৃদু বোধ করা) বা গন্ধাদিকে একবারে বোধ না করে কিংবা যে তৎকাল নির্ব্বাপিত দীপের গন্ধ না পায়, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩৬।৩৭

যথাবিধি প্রযুক্ত মধুরাদি রস যাহার রোগের কারণ এবং অবিধি (শাস্ত্রবিধিব্যতিক্রমে) প্রযুক্ত রস যাহার স্বাস্থ্যের হেতু হয়, যে ধূলিধূসরিত শরীর হয়, যে ব্যক্তি অঙ্গে আঘাত করিলে বুঝিতে না পারে, তীব্র তপস্যা বা বিধিপূর্ব্বক যোগ ব্যতীত যে অতীন্দ্রিয় বিষয় জানিতে পারে, তাহাদের মৃত্যু হইবে ॥ ৩৮।৩৯

স্বরবিকৃতি। যে ব্যক্তির স্বর বিনা কারণে হীন, দীনতাযুক্ত, অব্যক্ত বা গদ্‌গদ কিংবা যে ব্যক্তি বলিতে ইচ্ছুক হইয়া হঠাৎ মোহগ্রস্ত হয় অর্থাৎ বলিতে না পারে, সে বাঁচে না ॥ ৪০

মানবের স্বরের দুর্ব্বলতা, কারণ ব্যতীত বল ও বর্ণের হানি এবং রোগের বৃদ্ধি হইলে মৃত্যু হয় ॥ ৪১

যে ব্যক্তি হীনস্বরে বা কাতরস্বরে আমার মরণ উপস্থিত, আমি মরিব—এই কথা পরস্পরকে বলে অথবা 'আমি মরিব' এই রূপ নিজ মৃত্যুর কথা পরস্পরের নিকট শোনে, চিকিৎসক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪২

ছায়াপ্রভবিকৃতি বা রিষ্ট। শরীরের আকৃতি, প্রমাণ, বর্ণ ও প্রভা দ্বারা যাহার ছায়া পরিবর্ত্তিত হয়, স্বস্থ হইলেও সে ব্যক্তি প্রেতসদৃশ জানিবে। সংস্থানবিকৃতি—সম অঙ্গে বিষম ছায়া বা বিষম অঙ্গে সম ছায়া রিষ্ট। প্রমাণবিকৃতি—দীর্ঘপ্রমাণ হ্রস্ব ও হ্রস্বাকৃতি দীর্ঘ; বর্ণ—গৌরবর্ণ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ গৌর; প্রভা—উজ্জ্বলপ্রভা মলিন, মলিনপ্রভা উজ্জ্বল এই রূপ বৈপরীত্য ঘটিলে সুস্থ ব্যক্তিও বাঁচে না ॥ ৪৩

ছায়ার বৈরূপ্য। শরীরের আকৃতি ও প্রমাণ অনুরূপ যে ছায়া অঙ্গ হইতে আতপ দর্পণ বা জলাদিতে প্রতিবিম্বস্বরূপ পতিত হয়, তাহাকে প্রতিচ্ছায়া কহে। প্রতিচ্ছায়া বর্ণ ও প্রভার আশ্রয় নহে। যাহা বর্ণ ও প্রভার আশ্রয় এবং শরীরগত তাহাকেই দেহের ছায়া কহে। ইহা প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় জলাদিতে যায় না। ছায়া ও প্রতিচ্ছায়ায় এই মাত্র ভেদ॥ ৪৪

যাহার প্রতিচ্ছায়া প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত ছিন্ন (দ্বিধাকৃত), ভিন্ন (কিঞ্চিৎ সচ্ছিদ্র), অধিক, আকুল (চঞ্চল), বিশিরা (মস্তকহীন) বা দ্বিমস্তকবিশিষ্ট, কুটিল (বক্র), বিকৃত বা অন্যথাভূত (অন্য জন্তুর মূর্ত্তিবিশিষ্ট) হয়, তাহাকে হীনায়ু বলিয়া জানিবে॥ ৪৫

যাহার চক্ষুতে প্রতিবিম্বময়ী কনীকা (অক্ষি পুত্তলিকা) দৃষ্ট না হয়, তাহাকে ক্ষীণায়ু বলিয়া জানিবে॥ ৪৬

মহাভূতের ছায়া। আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের বিবিধলক্ষণা পাঁচ প্রকার ছায়া হয়। আকাশজ ছায়া নির্ম্মল ঈষৎ নীলবর্ণ সস্নেহ ও সপ্রভ। বাতজ ছায়া রজোযুক্ত, অরুণ, শ্যাববর্ণ, ভস্মসদৃশ রুক্ষ ও প্রভাহীন। আগ্নেয়ী ছায়া বিশুদ্ধ রক্তবর্ণ দীপ্তাভ ও দর্শনপ্রিয়। তোয়জা ছায়া বিশুদ্ধ বৈদূর্য্যমণিবৎ বিমল, কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ ও সুখাবহ। পার্থিবী ছায়া স্থির, স্নিগ্ধ, ঘন, শুদ্ধ, শ্যাম ও শ্বেত বর্ণ হয়॥ ৪৭—৫০

বায়বী ছায়া রোগ মরণ ও ক্লেশের নিমিত্ত হয়, অন্য ছায়া সুখজনক হইয়া থাকে।

তন্ত্রকারগণ প্রভাকে তৈজসী (অগ্নিগুণবহুলা) বলিয়া থাকেন। ইহা সাত প্রকার। যথা—রক্তা পীতা শ্বেতা শ্যামা (পাঠান্তরে—শ্যাবা) হরিতা পাণ্ডুরা ও কৃষ্ণা। এই সকল প্রভার মধ্যে যাহারা বিকাশিনী, স্নিগ্ধ ও বিমল, তাহারা কল্যাণদায়িনী। যাহারা মলিন রুক্ষ ও সংক্ষিপ্ত তাহারা অমঙ্গলকারিণী॥ ৫১।৫২

ছায়া রক্তাদিবর্ণকে পরাভব করিয়া অবস্থান করে। কিন্তু প্রভা বর্ণপ্রকাশিনী। ছায়া নিকটে লক্ষ্য হয়, প্রভা দূরপ্রদেশে প্রকাশিত হইয়া থাকে। (প্রভা দূর হইতেই দেখা যায়)। কেহই ছায়াহীন বা প্রভাহীন নহে, ছায়াসমাশ্রিত বিশেষ ভাব সমূহ উপযুক্তকালে মানবের শুভা-শুভোৎপত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ৫৩।৫৪

যে ব্যক্তি স্রস্তাংস হইয়া পাদদ্বয় ঘর্ষণের ন্যায় করিতে করিতে ভূমিতে গমন করে, যে সর্ব্বদা হিতকর বহু অন্ন ভোজন করিয়াও নিত্যই বলহীন হয়। যে অল্পাশী হইয়া বহু মল, মূত্র অথবা বহুভোজী হইয়া অল্প মল মূত্র ত্যাগ করে, যে অল্পভোজী হইয়াও কফার্ত্ত হয় দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করে ও পরিলুণ্ঠন করে, যে দীর্ঘ ঊর্দ্ধশ্বাসের পর হ্রস্ব নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুঃখিত হয়, যাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস হ্রস্ব এবং নাড়ী বিষমভাবে অতিশয় স্পন্দিত হয়, যে প্রপাণিকদ্বয় (হস্তের পশ্চাদ্ভাগস্থিত অবয়ব বিশেষ) কুঞ্চিত করিয়া কষ্টে মস্তক চালনা করে, যাহার ললাট হইতে স্বেদনির্গম ও সন্ধিবন্ধন শিথিল হয়, সবল বা দুর্ব্বল যে ব্যক্তিকে উঠাইয়া বসা-ইলে মোহ প্রাপ্ত হয়, যে উত্তানভাবেই (চিৎ হইয়া) শয়ন করে (অর্থাৎ পার্শ্ব দ্বারা শয়ন করিতে পারে না) এবং পাদদ্বয় বিকৃত করে, যে ব্যক্তি শয্যা আসন ও ভিত্তি প্রভৃতি স্থলে অবিদ্যমান কোন বস্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, যে অহাস্য বিষয়ে (হাসির কারণ না থাকিলেও) হাসে, মূর্চ্ছা যায় এবং জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠদ্বয় লেহন করে (চাটে), যে উত্তরোষ্ঠকে লেহন করিতে

করিতে নানাবিধ শব্দ করে, কৃষ্ণ পীত বা অরুণ বর্ণ ছায়া যাহাকে অভিভূত করে বা যাহার অনুগমন করে, যে ব্যক্তি ভিষক্ ভেষজ অন্ন পান, গুরু ও মিত্রের দ্বেষ করে, তাহারা সকলেই যমের বশবর্ত্তী বলিয়া জানিবে॥ ৫৫—৬২

যে ব্যক্তির গ্রীবা ললাট ও হৃদয় শীতল হইয়াও স্বেদযুক্ত এবং অপর অঙ্গ উষ্ণ থাকে, তাহার রক্ষা কর্ত্তা দেবতা। মানবে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। ৬৩

যে ব্যক্তি অণুজ্যোতি (অল্পদৃষ্টি বা অল্পতেজা), ব্যাকুলচিত্ত, নিন্দিত কান্তি ও সর্ব্বদা দুর্ম্মনা (শোকাক্রান্ত চিত্ত) হয়, যাহার প্রদত্ত বলি, কাকাদি বলিভুক্ প্রাণী সকল ভোজন করে না, বিনা কারণে যে মেধা শোভা শরীরপুষ্টি ও ধনরাজ্যাদি শ্রীলাভ করে বা মেধা ও শোভাদি বিভ্রষ্ট হয়, সে যমগৃহে গমন করে॥ ৬৪।৬৫

স্বস্থ বা রুগ্ন যে ব্যক্তির সত্ত্বাদিগুণময়ী প্রকৃতি বা বাতাদিদোষময়ী প্রকৃতি অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্বভাবকে ত্যাগ করে, সে ছয়মাস কাল বাঁচে না॥ ৬৬

যে ব্যক্তি ছয়মাসের মধ্যে মরিবে, তাহার ভক্তি, স্বভাব, স্মৃতি, দানশীলতা, বুদ্ধি ও বল ছয়টিই অকারণে নষ্ট হয়; যে একমাসের মধ্যে মরিবে, তাহার মত্তবৎ গতি বাক্য কম্প ও মোহ হইয়া থাকে॥ ৬৭

যে ব্যক্তি কেশোৎপাটন জনিত বেদনা জানিতে পারে না বা কণ্ঠরোগ বিনা যাহার আহার গলাধঃকৃত না হয়, তাহাদের ছয়দিনের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। যাহার ভৃত্যগণ বৈপরীত্য আচরণ করে, যাহার আকৃতি প্রেতের ন্যায় দৃষ্ট হয়, যাহার সর্ব্বদা নিদ্রা হয় বা যাহার একেবারে নিদ্রা হয় না, সে বাঁচে না॥ ৬৮।৬৯

যাহার অশ্রুস্রোতের দ্বার (মুখ) পূর্ণ হইয়া যায়, যাহার চরণদ্বয় অকারণে অতিস্বিন্ন হয় ও নেত্রদ্বয় অতিশয় চঞ্চল হয়, তাহারা বাচে না। পূর্ব্বে যে সকল বিষয় দ্বারা আনন্দ জন্মিত, সেই সকল বিষয়ে যদি অরতি হয় অর্থাৎ তাহা ভাল না লাগে তাহা হইলে বাঁচে না॥ ৭০

যাহার জ্বরাদি রোগ সহসা বিনাকারণে সর্ব্বলক্ষণযুক্ত হয় অথবা যাহার সর্ব্বলক্ষণান্বিত ব্যাধি সহসা (শীঘ্রই) নিবৃত্ত হয়, সে অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৭১

প্রতিরোগের রিষ্ট লক্ষণ। (জ্বর) বলবদ্ হেত্বাদি জাত, সমস্তধাত্বাশ্রয়ী, দীর্ঘকালানুবন্ধী, বলবান্ জ্বর এবং প্রলাপ ভ্রম ও শ্বাসযুক্ত জ্বর, ধাতুক্ষয়যুক্ত শোথান্বিত হতাগ্নি ব্যক্তিকে অথবা সবল সক্রবচন রক্তনেত্র এবং হৃদয়শূলান্বিত ব্যক্তিকে নষ্ট করে। বলমাংসবিহীন ব্যক্তির শ্লেষ্ম-কাসসমন্বিত জ্বর, এবং পূর্ব্বাহ্নে বা অপরাহ্নে সমুদ্ভূত ও শুষ্ককাসযুক্ত জ্বর প্রাণনাশক॥ ৭২।৭৩

রক্তপিত্ত রিষ্ট। রক্তপিত্তরোগে রক্ত যদি অত্যন্ত লোহিত, অতিশয় কৃষ্ণ, ইন্দ্রধনুঃপ্রভ (নানাবর্ণবিশিষ্ট) হয়, রক্তপিত্ত কর্ত্তৃক যদি দৃশ্যমান বস্তুসমূহ তাম্র, হারিদ্র, হরিত বা রক্তবর্ণ প্রদর্শিত হয়, যদি সমস্ত রোমকূপ হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়, রক্ত যদি কণ্ঠ হৃদয় ও মুখে যুগপৎ সংযুক্ত (আট্‌কাইয়া যাওয়া) হয় অথবা যদি রক্ত পূতিগন্ধবিশিষ্ট হইয়া অতিবেগে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, এবং ঐ রক্ত-লিপ্ত বস্ত্র জলে ধৌত করিলে যদি দাগ না উঠে, তাহা হইলে রোগী বাঁচে না। অতিপ্রবৃদ্ধ রক্তপিত্ত, পাণ্ডু জ্বর বমি কাস শোথ ও অতিসারযুক্ত রোগিকে বিনাশ করে॥ ৭৪।৭৫

কাস ও শ্বাস। কাস বা শ্বাস রোগ, জ্বর বমি তৃষ্ণা অতিসার ও শোথাক্রান্ত রোগিকে নষ্ট করে॥ ৭৬

যক্ষ্মা। যক্ষ্মারোগী, পার্শ্ববেদনা আনাহ রক্তবমন ও স্কন্ধদেশে অভিতাপ (বেদনাবিশেষ) এই সকল লক্ষণযুক্ত হইলে প্রাণত্যাগ করে॥ ৭৭

বমি। এই রোগে বমন যদি মহাবেগে প্রবর্ত্তমান, মলগন্ধি বা মূত্র-গন্ধি ও চন্দ্রিকাবিশিষ্ট (জলে তৈল বিন্দু প্রক্ষেপ করিলে যেরূপ চন্দ্রিকা হয়) হয় এবং সরক্তমলবিশিষ্ট, পূয বেদনা কাস ও শ্বাস উপদ্রবযুক্ত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তাহা হইলে প্রাণনাশক হইয়া থাকে॥ ৭৮

তৃষ্ণা। তৃষ্ণারোগে রোগী যদি অন্যরোগে কর্শিত দেহ, বহির্জিহ্ব ও চেতনারহিত হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৭৯

মদাত্যয়। মদাত্যয় রোগ অতিশীতার্ত্ত ক্ষীণ ও তৈল-প্রভমুখ রোগিকে বিনাশ করিয়া থাকে॥ ৮০

অর্শোরোগ। এই রোগে যদি রোগির হস্ত পদ নাভি গুহ্যদেশ মুষ্ক ও মুখে শোথ এবং হৃদয় পার্শ্ব ও অন্যান্য অঙ্গে বেদনা, বমি, গুহ্যদেশে পাক ও জ্বর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা হইলে সে রোগী বাঁচে না॥ ৮১

অতিসার। অতিসার রোগে মল যদি যকৃৎপিণ্ড মাংসধাবন জল তৈল ঘৃত দুগ্ধ দধি মজ্জা বসা আসব মস্তলুঙ্গ (মস্তকের ঘৃত সদৃশ পদার্থ) কালী পূয বেশবার জল বা মধুসদৃশ হয়, মেচক (স্নিগ্ধকৃষ্ণ) বর্ণ কিংবা অতিরক্ত অতিকৃষ্ণ অতিস্নিগ্ধ দুর্গন্ধবিশিষ্ট নির্ম্মল ঘন বেদনাবিশিষ্ট রক্ত মাংসাদি বিবিধ ধাতুস্রাব হেতু বিচিত্র বর্ণ, পুরীষহীন বা অতিপুরীষযুক্ত, তন্তুমান্, মক্ষিকাক্রান্ত, রেখাযুক্ত, অথবা, ময়ূরপিচ্ছস্থ চন্দ্রকের ন্যায় নানাবর্ণবিশিষ্ট হয় এবং রোগির যদি গুহ্যদেশ, ও গুদ নাড়ী শীর্ণ, মুক্তনাল (মুক্তবন্ধন গুদসংবরণাক্ষম), পর্ব্ব ও অস্থিসমূহ শূলবৎ বেদনান্বিত পায়ু স্রস্ত (স্থানচ্যুত) ও বল ক্ষীণ হয়, যদি যথাভুক্ত মলত্যাগ করে এবং তৃষ্ণা শ্বাস জ্বর বমি দাহ আনাহ ও প্রবাহিকা উপস্থিত হয় তাহা হইলে রোগী বাঁচে না॥ ৮২—৮৫

অশ্মরীরিষ্ট। অশ্মরীরোগে যদি কোষে শোথ, মূত্রবিবদ্ধতা ও বেদনা হয় তাহা হইলে রোগির মৃত্যু হয়।

মেহরিষ্ট। মেহরোগে তৃষ্ণা দাহ পিড়কা মাংসপচন ও অতিসার হইলে রোগী বাঁচে না॥ ৮৬

প্রমেহ-পিড়কা। এই পিড়কা মর্ম্মস্থান হৃদয় পৃষ্ঠদেশ স্তন স্কন্ধ গুহ্যদেশ মস্তক পর্ব্বস্থান পদ বা হস্তে জন্মিলে এবং প্রমেহরোগী হীনোৎসাহ হইলে বাঁচে না। আর মাংসপচন দাহ তৃষ্ণা মত্ততা জ্বর বিসর্প মর্ম্মরোগ হিক্কা শ্বাস ভ্রম ও ক্লান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে সমস্ত পিড়কা রোগিরই প্রাণান্ত হইয়া থাকে॥ ৮৭।৮৮

গুল্মরিষ্ট। গুল্ম স্থূল বিস্তৃত সংহতাবয়ব কূর্ম্মবৎ উন্নত ও শিরাব্যাপ্ত হইলে এবং রোগির জ্বর বমি হিক্কা উদরাধ্মান বেদনা কাস পীনস হৃল্লাস (বমন বেগ) শ্বাস অতিসার ও শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইলে প্রাণান্ত হইয়া থাকে॥ ৮৯

উদর রোগ। এই রোগে মলমূত্রের বিবদ্ধতা শ্বাস শোথ হিক্কা জ্বর ভ্রম মূর্চ্ছা বমি ও

অতিসার হইলে এবং নেত্র শোথযুক্ত, লিঙ্গ বক্র, ত্বক্ ক্লেদযুক্ত ও পাতলা, বিরেচন দ্বারা আনাহ নষ্ট হইলেও পুনঃপুনঃ আনাহ ও দৌর্ব্বল্য হইলে রোগী প্রাণত্যাগ করে ॥ ৯০।৯১

পাণ্ডুরোগ। এই রোগে শোথ, রোগির চক্ষু ও নখ পীতবর্ণ এবং দৃশ্য পদার্থ পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে প্রাণনাশ হইয়া থাকে ॥ ৯২

শোথরিষ্ট। শোথ রোগে যদি তন্দ্রা দাহ জ্বর (পাঠান্তরে—অরুচি) বমি মূর্চ্ছা আধ্মান ও অতিসার, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং রোগী জ্বর শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা হইলে পাদপ্রসৃত শোথ (পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদেহে ব্যাপ্ত শোথ) পুরুষকে এবং মুখ হইতে আরব্ধ শোথ (মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অধোদেহে ব্যপ্ত শোথ) নারীকে বিনাশ করে, আর কুক্ষি ও গুহ্য হইতে প্রসৃত শোথ স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই নষ্ট করে। শোথ যদি যথাদোষস্রাববিশিষ্ট ও যথাদোষ বর্ণবিশিষ্ট রেখা দ্বারা ব্যাপ্ত হয় এবং রোগী বমি জ্বর শ্বাস ও অতিসার উপদ্রবে উপদ্রুত হয় তাহা হইলে সে রোগী বাঁচে না ॥ ৯৩।৯৪

শোথ রোগের অন্তে জ্বর ও অতিসার বা জ্বর ও অতিসারের অন্তে শোথ হইলে রোগির বিশেষতঃ দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রাণান্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৫

যাহার শোথ পাদস্থ, পিণ্ডিকা (পায়ের ডিম) দ্বয় স্থানচ্যুত ও পাদদ্বয় অবসন্ন, চিকিৎসক তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৯৬

যাহার মুখ হস্ত ও পাদ বিশেষরূপে শুষ্ক হয় বা দেহ ভিন্ন যাহার মুখ হস্ত ও পদ বিশেষরূপে শোথযুক্ত হয়, সে একমাসে পঞ্চত্ব লাভ করে ॥ ৯৭

বিসর্পরিষ্ট। কাস বৈবর্ণ্য জ্বর মূর্চ্ছা অঙ্গভঙ্গ (শরীরে ভঙ্গবৎ বেদনা) ভ্রম মুখশোষ বমনবেগ দেহের অবসন্নতা ও অতিসারযুক্ত বিসর্প প্রাণনাশক ॥ ৯৮

কুষ্ঠ। কুষ্ঠরোগে অঙ্গ বিশীর্য্যমাণ (ক্ষীয়মাণ), নেত্র রক্তবর্ণ, স্বর ভঙ্গ, অগ্নি মন্দ ও ক্রিমি-সঞ্জাত হইলে এবং তৃষ্ণা ও অতিসার জন্মিলে রোগির মৃত্যু হয় ॥ ৯৯

বায়ু। বায়ু রোগে ত্বক্ স্পর্শশক্তিহীন, অঙ্গ কুটিল এবং কফ শোথ ও বেদনা উপস্থিত হইলে রোগী বাঁচে না ॥

বাতরক্ত। মোহ, মূর্চ্ছা, মদ, স্পর্শশক্তিহীনতা, জ্বর, শিরোরোগ, অরুচি, শ্বাস, সঙ্কোচ, স্ফোট ও মাংসপচন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে বাতরক্ত রোগির প্রাণান্ত হয় ॥ ১০০

শিরোরোগ। শিরোরোগে অরুচি শ্বাস মোহ মলভেদ তৃষ্ণা ও ভ্রম উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগির মৃত্যু হয় ॥ ১০১

সর্ব্বরোগরিষ্ট। স্বর ধাতু বল ও অগ্নি ক্ষীণ হইলে সকল রোগই রোগিকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ১০২

বাতব্যাধি অপস্মার কুষ্ঠ রক্তপিত্ত উদর ক্ষয় গুল্ম ও মেহ রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তিগণ যদি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে রোগ অল্প হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। একমাত্র দুর্ব্বলতাই এ সকলের প্রধান রিষ্ট লক্ষণ ॥ ১০৩

যে রোগির বল ও মাংসের অত্যন্ত ক্ষয়, রোগের বৃদ্ধি ও অরুচি এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি দেড় মাসও জীবিত থাকে না ॥ ১০৪

বাতাষ্ঠীলা অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া দারুণ বেদনা উৎপাদন পূর্ব্বক পিপাসার্ত্ত রোগির সত্বই প্রাণ হরণ করে ॥ ১০৫

কুপিত বায়ু পিণ্ডিকাদ্বয়কে (পায়ের ডিমকে) শিথিল, নাসিকাকে বক্র ও মন্যা নামক শিরাদ্বয়কে আয়ত করিয়া ক্ষীণ রোগির সত্বঃ প্রাণ হরণ করে ॥ ১০৬

বলী বায়ু নাভি ও গুহ্য নাড়ীর মধ্যে গমন পূর্ব্বক কুঁচ্‌কিদ্বয়কে আশ্রয় কিংবা গুহ্যদেশ ও হৃদয়কে স্তব্ধ করিয়া ক্ষীণদেহ ব্যক্তির শীঘ্র প্রাণ নষ্ট করে। অথবা ঐ বিকৃত বায়ু পুরীষাদি মলকে রুদ্ধ এবং বস্তিশির ও নাভিকে বিবদ্ধ করিয়া বেদনা উৎপাদনপূর্ব্বক সত্ব জীবন হরণ করে। কিংবা বায়ু গুহ্যনাড়ী ও বঙ্ক্ষণকে আশ্রয় করিয়া বঙ্ক্ষণদ্বয়ে (কুঁচ্‌কী স্থানে) শূলবেদনা এবং তৃষ্ণা মলভেদ বা শ্বাস জন্মাইয়া শীঘ্র প্রাণনাশ করে। ঐ কুপিত বায়ু রোগির পার্শ্বাস্থি সকলের প্রান্তভাগ বিস্তারিত, বক্ষঃস্থল পীড়িত, দেহ স্তিমিত (নিশ্চল বা স্বেদার্ত্ত) ও নেত্রদ্বয়কে বিস্ফারিত করিয়া সত্বঃ প্রাণ হরণ করে ॥ ১০৭—১০৯

মুমূর্ষু ব্যক্তির সহসা জ্বরসন্তাপ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বলক্ষয় ও সন্ধিবিশ্লেষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১১০

প্রলেপক জ্বরোপতপ্ত ব্যক্তির যদি প্রত্যূষে মুখমণ্ডল হইতে অত্যন্ত স্বেদ নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন দুর্লভ ॥ ১১১

যাহার শরীরে প্রবালগুটিকা সদৃশ মসূরিকা সকল উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র বিলীন হয় সে অচিরে বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১২

যে বিস্ফোট মসূরকলায়সদৃশ প্রবালসন্নিভ অন্তর্মুখবিশিষ্ট বা কিণ (শুষ্কব্রণ বা কড়া) সদৃশ, তাহারা দেহনাশক ॥ ১১৩

যে ব্যক্তির নেত্রদ্বয়ে কামলা, মুখ পুষ্ট, শঙ্খদ্বয় শিথিলমাংস, শরীর উষ্ণ ও মন ত্রাসযুক্ত, তাহাকে ত্যাগ করিবে ॥ ১১৪

যাহার ত্বগাশ্রিত বিঘৃষ্ট (ঘর্ষণজাত) ব্রণ বিনা কারণে অনুধাবনশীল হয় অর্থাৎ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তাহাকেও ত্যাগ করিবে ॥ ১১৫

ব্রণ। যে সকল ব্রণ বাতজ কিন্তু শূলবদ্ বেদনা রহিত, পিত্তজ কিন্তু দাহহীন, কফজাত কিন্তু পূযরহিত, মর্ম্মস্থানজাত অথচ রুজাশূন্য, অচূর্ণ (চূর্ণ ঔষধ রহিত) হইয়াও চূর্ণব্যাপ্তবৎ প্রতীত হয় এবং যাহাতে অকস্মাৎ শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) ও ধ্বজাদির রূপ দৃষ্ট হয়, সেই সমুদায় ব্রণ পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১৬

ভগন্দর। যে ভগন্দর হইতে মল মূত্র বায়ু ও ক্রিমি নিঃসৃত হয় তাহাকে ত্যাগ করিবে ॥১১৭

যে ব্যক্তি জানু দ্বারা অপর জানু ঘট্টিত করিতে করিতে পাদদ্বয় উত্তোলন করিয়া পাতিত করে এবং বারংবার বিনা কারণে মুখ সঞ্চালন (সরাইয়া লওয়া) করে, সে রোগী বাঁচে না ॥ ১১৮

যে রোগী লোমাঞ্চিততনু, সান্দ্র (গাঢ়) মূত্র, শুষ্ক কাসযুক্ত ও জ্বরাক্রান্ত, সে যদি দন্ত দ্বারা নখাগ্র কেশ ও তৃণ ছেদন করে, কাষ্ঠ দ্বারা ভূমিতে আঁচড় পাড়ে, ঢিলের উপর ঢিল মারে, মুহুর্মুহুঃ হাসে, বারংবার শব্দ করে, শয্যার পাদাঘাত করে, অপরের অপরাধ ঘোষণা করে (কেহ

বলেন—মুখ নাসিকাদি ছিদ্র সকল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে) তাহা হইলে তাহার জীবন রক্ষিত হয় না॥ ১১৯।১২০

আতুর ব্যক্তির মুখে সহসা তিলক ব্যঙ্গ (মেচেতা) ও পিপ্লু উৎপন্ন হইলে, নখে ও দন্তে পুষ্প (শ্বেতচিহ্ন বিশেষ) জন্মিলে এবং উদরে নানাবর্ণের ও নানা আকারের শিরা প্রকাশ পাইলে তাহা মৃত্যুর কারণ বলিয়া জানিবে॥ ১২১

যে ব্যক্তির ঊর্দ্ধ শ্বাস, শরীর উষ্মরহিত ও কুঁচ্‌কি শূলবেদনা যুক্ত হয় এবং কোন রূপ প্রতিকারে সুখানুভব হয় না, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তাহাকে পরিবর্জ্জন করিবেন॥ ১২২

যাহার জ্বরাদি রোগ সহসা বর্দ্ধিত হয়, স্বভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হয় (যেমন শূর ব্যক্তি কাতর হয়, বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি পিত্তপ্রকৃতি হয় ইত্যাদি), তাহার হঠাৎ মৃত্যু হয়॥ ১২৩

চিকিৎসক যে রোগির উদ্দেশে ঔষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া অতি যত্নেও তাহা সম্পাদন করিতে না পারেন, তাহার জীবন দুর্লভ॥ ১২৪

যে ঔষধের গুণাদি বিশেষরূপে জানা আছে, যাহা সিদ্ধফলপ্রদ, সেই ঔষধ বিধিপূর্ব্বক প্রযুক্ত হইলেও যাহার পীড়ার শান্তি না হয়, তাহার আর চিকিৎসা নাই॥ ১২৫

যাহার জন্য ঘৃত তৈলাদি ঔষধ ও অন্ন সম্পাদনকালে উক্ত ঔষধাদির অকস্মাৎ গন্ধবর্ণাদির বিপর্য্যয় ঘটে, সে ব্যক্তি স্বস্থ হইলেও বাঁচে না॥ ১২৬

যে রোগির বায়ুশূন্য গৃহে অগ্ন্যাদি জ্যোতিঃ কাষ্ঠাদি ইন্ধন সত্বেও নির্ব্বাণ হয় বা যে রোগির গৃহে পাত্র সকল অতি মাত্র ভাঙ্গে বা পতিত হয়, তাহার জীবন দুর্ল্লভ॥ ১২৭

যে দুর্ব্বল রোগির সংশয়াপন্ন রোগ সহসা প্রশমিত হয়, আত্রেয় ঋষি তাহার জীবনকে সংশয় প্রাপ্ত মনে করেন॥ ১২৮

চিকিৎসক জিজ্ঞাসিত হইলেও মুমূর্ষু রোগির মৃত্যুরূপ দুঃশ্রাব্য কথা তাহার বন্ধুমিত্রদের নিকট বলিবেন না এবং গতাসু ব্যক্তির চিকিৎসাও করিবেন না॥ ১২৯

যমদূত ও পিশাচাদি ভূতযোনিগণ পরাসু রোগির উপাসনা করে এবং ব্যাধিপ্রশমনার্থ প্রদত্ত ঔষধের শক্তিকেও নষ্ট করে, তজ্জন্য সেই রোগিকে পরিত্যাগ করিবে॥ ১৩০

আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত ফল যখন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকে প্রতিষ্ঠিত, তখন চিকিৎসক সর্ব্বদা রিষ্টজ্ঞান বিষয়ে আদর করিবেন। আয়ুর জ্ঞান ও পরিপালন এই দুইটী আয়ুর্ব্বেদের ফল। ইহা রিষ্টজ্ঞান হইতে লব্ধ হয়॥ ১৩১

আয়ুঃ ও পুণ্য, এই উভয়ের ক্ষয়ে প্রাণিসমূহের মৃত্যু দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষম আহার বিহারাদি পরিত্যাগ না করিলে আয়ু ও পুণ্য সত্বেও মৃত্যু হয়। অতএব অনুচিত আহারবিহারাদি সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে॥ ১৩২

ইতি অষ্টাঙ্গহৃদয়ে শারীরস্থানে পঞ্চম অধ্যায়॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দূতাদিবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

পাষণ্ড (৯৬ প্রকার ব্রাত্যবিশেষ), ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ভিক্ষু ও বৈখানস ভেদে চারি প্রকার আশ্রম এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ভেদে চারি প্রকার বর্ণ, ইহাদের তুল্যজাতীয় দূতই কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য এবং অসমান জাতীয় দূত ক্রিয়া নিষ্ফলতার জন্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ পাষণ্ডের দূত পাষণ্ড, ব্রহ্মচারীর দূত ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণের দূত ব্রাহ্মণ এইরূপ সজাতীয় দূতই চিকিৎসকের আনয়নার্থ প্রেরণ করিতে হয়, ইহার বিপরীত অর্থাৎ বিজাতীয় দূত পাঠান উচিত নহে তাহাতে চিকিৎসা সিদ্ধি হয় না॥ ২

চিকিৎসকের নিকট সমাগত দূত রোগির সমানজাতি হইলেও যদি সে দীন, ভীত, দ্রুতগামী, ত্রস্ত, কর্কশ ও অমঙ্গলভাসী, শস্ত্রধারী, দণ্ডধারী, নপুংসক, মুণ্ডিতশ্মশ্রু কিম্বা জটাধারী, অশুভনামযুক্ত, ক্রূরকর্ম্মা, মলিন, স্ত্রীলোক, অনেক ব্যাধিগ্রস্ত, হীনাঙ্গ, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দন প্রভৃতি রক্ত অনুলেপনধারী, তৈলাক্তিত, পঙ্কাক্তিত, জীর্ণ বিবর্ণ ও আর্দ্র একখানি বস্ত্রধারী, গর্দ্দভ উষ্ট্র বা মহিষারূঢ় ও কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি মর্দ্দনশীল হয় বা দূর হইতে আহ্বান করে, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহার অনুগমন করিবেন না; কারণ এরূপ দূতের অনুগমন করিলে চিকিৎসা নিষ্ফল হয়॥ ৩—৫

চিকিৎসক যে সময়ে কোন অশুভ বিষয়ের চিন্তা করেন বা অপ্রশস্ত বাক্য বলেন, বা কোন দ্রব্য ছিন্ন বা ভিন্ন করেন, অথবা অগ্নিতে হোম করেন বা পিতৃলোককে পিণ্ড প্রদান করেন, কিংবা নিদ্রিত থাকেন বা কেশবন্ধন খুলিয়াছেন, বা তৈল মাখিয়াছেন বা রোদন করিতেছেন, অথবা নগ্ন হইয়াছেন বা অসংযত অবস্থায় আছেন, এমন সময়ে কোন দূত আসিলে তাহাকে মুমূর্ষুর দূত বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ দূত এরূপ অবস্থাপন্ন চিকিৎসকের নিকট আসিলে রোগির মৃত্যু হয়॥ ৬।৭

জ্বরাদি রোগের সমানগুণবিশিষ্ট দেশে বা কালে দূতকে অভ্যাগত দেখিয়া চিকিৎসক সেই দূতের প্রেরক রোগিকে দেখিতে যাইবেন না। (বিকার সামান্যগুণ দেশ ও কাল যথা—কফজ জ্বরাদিরোগে ঘৃত জলাদি দ্রব্যসমীপে বা অনুপদেশে অথবা প্রত্যূষকালে দূত অশুভ। পিত্তজনিত রোগে বহ্ন্যাদি সন্তপ্ত দেশে ও মধ্যাহ্নকালে দূত এবং বাতজ রোগে পরুষরুক্ষ বালুকা পাষাণ ও কঙ্কর বিশিষ্ট দেশে এবং সায়ংকালে সমাগত দূত অশুভ; ইহার বিপরীত লক্ষণান্বিত দূত শুভ।)॥ ৮

চিকিৎসকের সহিত প্রথম দর্শনকালে যদি দূত নিম্নলিখিতস্থান স্পর্শ করিতে করিতে রোগির বিষয় বলে তাহা হইলে সেই রোগিকে মুমূর্ষু বলিয়া জানিবে। যথা—নাভি নাসিকা মুখ কেশ রোম নখ দন্ত গুহ্যদেশ পৃষ্ঠদেশ স্তন গ্রীবা উদর অনামিকাঙ্গুলি কার্পাস তুষি সীসা অস্থি পোয়ালখড় মুষল প্রস্তর মার্জ্জনী (ঝাঁটা) কুলা রত্নপ্রান্ত ভস্ম অঙ্গার বস্ত্রের ঝুঁপি

তুষ রজ্জু উপানহ্‌ (জুতা) তুলা (মানবিশেষ) দড়ি কিংবা কোন ভগ্ন বা বিচ্যুত দ্রব্য। এই সকল দ্রব্যের স্পর্শ রোগির মৃত্যুজ্ঞাপক ॥ ৯—১১

অর্দ্ধরাত্র, মধ্যাহ্ন, দিবারাত্রির সন্ধিকালে, পর্ব্বদিনে অথবা চতুর্থী ষষ্ঠী নবমী এই সকল তিথিতে কিংবা রাহু কেতুর উদয়ে (গ্রহণকালে) এবং ভরণী কৃত্তিকা অশ্লেষা পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বভাদ্রপদ পূর্ব্বাষাঢ়া আর্দ্রা মঘা ও মূলা নক্ষত্রে সমাগত দূত অশুভজনক ॥ ১২

চিকিৎসকের নিকট সমাগত দূত যে সময়ে রোগিসম্বন্ধীয় কথা বলিতে থাকে সে সময় নিম্নোক্ত কোন অশুভ দৃষ্ট হইলে বৈদ্য সেই দূতের সহিত গমন করিবেন না ॥ ১৩

অশুভ চিহ্ন যথা—বিকলাঙ্গ (যেমন কাণা কুঠে) ব্যক্তি, মৃতব্যক্তি, মৃতের কোন অলঙ্কার, ছিন্ন দগ্ধ বা বিনষ্ট (ভগ্ন ঘটাদি) বস্তু বা তৎসম্বন্ধীয় বাক্যসমূহ, তীব্রকটুরসাধিষ্ঠিত দ্রব্য (মরিচাদি), অতিশয় পচাগন্ধ, বিপুল ক্রূর (অতিদুঃসহ) স্পর্শ (অগ্ন্যাদি স্পর্শ) এই সকল অথবা এতাদৃশ অন্য কোনরূপ চিহ্ন অশুভসূচক। এই সকল এবং এতাদৃশ অন্যান্য (রক্ত করবীর কুসুমাদি) অশুভ লক্ষণ যদি রোগিসম্বন্ধীয় বাক্য কথনের পূর্ব্বে বা বাক্যকথন কালে দৃষ্ট হয় অথবা এইরূপ অশুভ দর্শন কালে যদি দূত সমাগত হয়, তাহা হইলে সে রোগির চিকিৎসা করিবে না ॥ ১৪—১৬

অপর অশুভ চিহ্ন যথা—হাহাকার করিয়া ক্রন্দন, উচ্চৈঃস্বরে রোদন, আক্রোশ, বৈদ্যের বা অন্যের পতন, হাঁচি, বৈদ্যের বস্ত্র ছত্র ও জুতার বিনাশ, ব্যসনিব্যক্তির দর্শন, চৈত্যধ্বজ ও পূর্ণপাত্রের পতন ; হত (নষ্ট হইল) এইরূপ অনিষ্টসূচক বাক্যের উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ, চিকিৎসকের পথে গমন সময়ে ভস্ম ও পাংশুদ্বারা দূষণ এই গুলি মরণসূচক লিঙ্গ ॥ ১৭।১৮

সর্প মার্জ্জার গোসাপ সরট (দ্বিমুখ রক্তবর্ণ সর্পসদৃশ প্রাণিবিশেষ) ও বানর কর্ত্তৃক বৈদ্যের গমনপথের ছেদ, যে দিকে সূর্য্য থাকে সেই দিক্ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা, ক্রূর (মাংসাশী) মৃগপক্ষী (ব্যাঘ্র শ্যেনাদি), কৃষ্ণধান্য, গুড়, উদশ্বিৎ (তক্রবিশেষ), লবণ, আসব, চর্ম্ম, সর্ষপ, বসা, তৈল, তৃণ, পঙ্ক, ইন্ধন, ক্লীব, নিষ্ঠুরভাষী, চণ্ডাল, জাল, মৃগবন্ধনী, বমিতবস্তু, পুরীষ, দুর্গন্ধ ও দুর্দ্দর্শন দ্রব্য, সারহীন দ্রব্য, মৈথুন, কার্পাসাদি বস্তু, শক্র, শয্যা, আসন ও যানের উত্তানভাবে স্থিতি এবং ঘটাদি পাত্র সমূহের ন্যুব্জভাবে স্থিতি দর্শন এই গুলি, বৈদ্যের গমনকালে পথে বা আতুরগৃহে প্রবেশকালে দৃষ্ট হইলে রোগির অশুভ হয় ॥ ১৯—২৩

চিকিৎসকের গমন কালে পুরুষসংজ্ঞক পক্ষী (বর্ত্তক হংসাদি) বামপার্শ্বে এবং স্ত্রীনামক (বলাকা সারিকা প্রভৃতি) পক্ষী দক্ষিণপার্শ্বে থাকিলে শুভ হয় ॥ ২৪

কাক পারাবতাদি পক্ষী ও হরিণাদি মৃগ সমূহ বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিলে শুভ হয় কিন্তু কুক্কুর ও শৃগাল সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে, ইহাদের দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে গমন প্রশস্ত। অযুগ্ম মৃগ এবং চাষ (নীলকণ্ঠ), ভাস (গোষ্ঠকুক্কুট) ভরদ্বাজ (ভারুই পক্ষী) নকুল ছাগ ও ময়ূর ইহাদের দর্শন (দক্ষিণ পার্শ্বেই হউক বা বামপার্শ্বে হউক) সর্ব্বদা শুভ ॥ ২৫

পেচক বিড়াল ও সরট (কৃকলাসের) দর্শন সর্ব্বপ্রকারে (অর্থাৎ বামে দক্ষিণে যুগ্ম বা অযুগ্ম যে ভাবেই হউক) অশুভ ॥ ২৬

শূকর গোধা সর্প খরগোস ও জাহক (ডাহুক) পক্ষী ইহাদের নামকীর্ত্তন প্রশস্ত কিন্তু

ইহাদের দর্শন বা শব্দশ্রবণ শুভজনক নহে। বানর ও ভল্লুক ইহার বিপরীত অর্থাৎ ইহাদের দর্শন ও ধ্বনি শুভ কিন্তু নামকীর্ত্তন প্রশস্ত নহে॥ ২৭

ইন্দ্রধনু সম্মুখে থাকিলে অশুভ এবং অন্যদিকে অর্থাৎ পার্শ্বদেশে বা পশ্চাতে থাকিলে শুভ হয়। অগ্নিপূর্ণ পাত্র ভগ্নপাত্র বা অন্তঃশূন্য পাত্র শুভজনক নহে॥ ২৮।২৯

চিকিৎসকের আতুরগৃহ প্রবেশকালে শুভাশুভ নিমিত্ত; যথা—চিকিৎসক যদি রোগির গৃহে প্রবেশকালেই দধি ও আতপ তণ্ডুল প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ শ্লোকোক্ত মাঙ্গল্য দ্রব্যসকল বহির্গত হইতে দেখেন, তাহা হইলে রোগিকে আসন্নমৃত্যু বলিয়া জানিবেন॥ ৩০

এইরূপ (পূর্ব্বকথিত) দূতাদি অশুভ লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসক রোগার্ত্ত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবেন। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ শুভলক্ষণ দৃষ্ট হইলে কারুণ্যপূর্ণশুদ্ধচিত্তে যত্নপূর্ব্বক রোগির চিকিৎসা করিবেন॥ ৩১

দধিপ্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্য কথিত হইতেছে,—যথা—দধি, অক্ষত (আতপ চাউল বা যব), ইক্ষু, নিষ্পাব (রাজশিম্বী), প্রিয়ঙ্গু, মধু, ঘৃত, আলতা, অঞ্জন, ভৃঙ্গার, ঘণ্টা, প্রদীপ, পদ্ম, দূর্ব্বা, টাট্‌কা মৎস্য ও মাংস, খৈ, ফল, সন্দেশ মিঠাই প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য, রত্ন (পদ্মরাগাদি), হস্তী, পূর্ণকুম্ভ, কন্যা, স্যন্দন, (রথ বা গাড়ী), শৌর্য্য দান প্রজ্ঞা ও রাজসৎকারাদি গুণে প্রতিদিন বর্দ্ধমান (উন্নতিশীল) ব্যক্তি, দেবতা, রাজা, শুক্লপুষ্প, শুক্লচামর, শুক্লবর্ণ বস্ত্র ও অশ্ব, শঙ্খ, সাধু, দ্বিজ (পাঠান্তরে ধ্বজা), উষ্ণীষ, তোরণ, স্বস্তিক, সমুদ্ধৃত (লাঙ্গলকৃষ্ট) ভূমি, প্রজ্বলিত অগ্নি, মনোজ্ঞ অন্নপান, মনুষ্যপূর্ণ শকট, সবৎসা ধেনু, সবৎসা ঘোটকী, সপুত্রা স্ত্রী, জীবঞ্জীবক, সারঙ্গ (রাজহংস) ও সারস প্রভৃতি প্রিয়বাদী পক্ষী, (অধিক পাঠের অর্থ—হংস শতদলপদ্ম ও বদ্ধ একটী পশু), বলয় নামক অলঙ্কার (বালা), দর্পণ, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, সুরভিগন্ধ, অতিশুক্লবর্ণ, মধুর রস, অকুপিত বৃষ বা গাভীর ধ্বনি, প্রশস্ত মৃগ পক্ষী ও মানবের (পূর্ব্বোক্ত শৃগাল পেচক ও চণ্ডালাদি ব্যতীত) শোভন বাক্য, ছত্র ধ্বজ ও পতাকাদির উৎক্ষেপণ (উপরি স্থাপন), গমন সময়ে অভিষ্টুতি (জনগণ কর্ত্তৃক সম্মুখে জয় শব্দ উচ্চারণ), ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খের শব্দ, আরোগ্যার্থ প্রশস্ত শব্দ, বেদাধ্যয়ন শব্দ এবং অনুকূল সুখাবহ বায়ু এই সকল আরোগ্য লক্ষণ, রোগির গৃহে প্রবেশকালে বা পথগমনকালে চিকিৎসক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রোগী রোগমুক্ত হইয়া থাকে॥ ৩২—৪১

শুভাশুভসূচক স্ত্রী পুরুষাদিরূপ দূত ও চেতনাচেতনরূপ লোকপ্রসিদ্ধ শকুন (শুভাশুভ পূর্ব্বলক্ষণ) কথিত হইল। অতঃপর স্বপ্ন সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় প্রেতের সহিত মদ্যপান করিতে করিতে কুকুর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, সে শীঘ্র জ্বররূপী মৃত্যু কর্ত্তৃক নীত হয় অর্থাৎ জ্বরে তাহার মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি রক্তমাল্যধারী, রক্তবস্ত্র পরিধারী ও রক্তবপুঃ হইয়া হাসিতে হাসিতে স্ত্রীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহার রক্তপিত্তরোগে মৃত্যু হয়। যে মহিষ কুকুর শুকর উষ্ট্র ও গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করে তাহার যক্ষ্মা-রোগে মৃত্যু হয়। যাহার হৃদয়ে কণ্টকযুক্ত লতা বংশ বা তালবৃক্ষ জন্মিয়াছে এইরূপ স্বপ্ন দর্শন হয়, তাহার শীঘ্র গুল্মরোগে প্রাণান্ত হয়। স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি নগ্ন (ন্যাংটা) ও ঘৃতাভ্যক্ত হইয়া শিখাবিহীন অগ্নিতে হোম করে এবং হৃদয়ে পদ্ম জন্মিয়াছে বলিয়া মনে করে

সে কুষ্ঠরোগে, যে চণ্ডালের সহিত তৈল ঘৃতাদি বহুবিধ স্নেহপান করে সে প্রমেহরোগে, যে রাক্ষসের সহিত নাচিতে নাচিতে জলে নিমগ্ন হয় সে উন্মাদ রোগে এবং যে নাচিতে নাচিতে প্রেতকর্তৃক নীত হয় সে অপস্মার রোগে প্রাণত্যাগ করে। যে ব্যক্তি গর্দ্দভ উষ্ট্র মার্জ্জার বানর ব্যাঘ্র শূকর প্রেত বা শৃগালে আরোহণ করিয়া গমন করে, তাহাকে মৃত্যুর মুখাভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া জানিবে। যে স্বপ্নে পিষ্টক বা শষ্কুলী (তিলাদিকৃত পিষ্টক বিশেষ, ভাজা পুলি) ভোজন করিয়া জাগরণের পর তদ্রূপ বমন করে, সে বাঁচে না। যে সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করে তাহার নেত্ররোগ এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের পতন দর্শন করিলে দৃষ্টি নষ্ট হয়॥ ৪২—৪৯

নিম্নলিখিত বিষয়ের স্বপ্নদর্শনও ইষ্ট নহে ; যথা—মস্তকে বংশ লতাদির উৎপত্তি, পক্ষিগণের নিলয়, কেশমুণ্ডন, কাক ও গৃধিনী প্রভৃতি পক্ষী এবং প্রেত, পিশাচ, স্ত্রী, দ্রবিড়, আন্ধ্র ও গবাশন (গোমাংসভক্ষক) জাতি কর্তৃক পরিবৃতত্ব, বেত্রলতা বংশ তৃণ ও কণ্টক সঙ্কটে সঙ্গ (দ্বার না পাওয়া), গর্ত্ত ও শ্মশানে শয়ন, ধূলি ও ভস্মে পতন, জল ও পঙ্কাদিতে মজ্জন, স্রোতে শীঘ্র ভাসিয়া যাওয়া, নৃত্য, বাদ্য, গীত, রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্রধারণ, বয়স ও অঙ্গের বৃদ্ধি, তৈলাভ্যঙ্গ, বিবাহ, শ্মশ্রুমুণ্ডন, মিঠাই প্রভৃতি পক্কান্ন ভোজন, স্নেহ পান, মদ্যপান, বমন, বিরেচন, স্বর্ণ ও লৌহ লাভ, অনর্থ, বন্ধন, পরাজয়, উপানদ্‌যুগের (চর্ম্মপাদুকাদ্বয়ের) নাশ, পায়ের চর্ম্মের অতিশয় পতন, অত্যন্ত হর্ষ, প্রকুপিত পিতৃগণ কর্তৃক ভর্ৎসনা, প্রদীপ গ্রহ নক্ষত্র দন্ত দৈবত ও চক্ষুর পতন বা বিনাশ, পর্ব্বতের ভেদ, রক্তকুসুমান্বিত কাননে, পাপিদের ভবনে, চিতায়, তমঃসঙ্কটস্থানে ও জননীতে প্রবেশ, প্রাসাদ ও পর্ব্বতাদি হইতে পতন, মৎস্য কর্তৃক গ্রাস, কষায়বস্ত্রধারী, দুর্দ্দর্শন, নগ্ন, দণ্ডধারী, রক্তনয়ন বা কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিগণের দর্শন, ইষ্ট নহে, কারণ এই সকল অশুভজনক॥ ৫০—৫৮

কৃষ্ণবর্ণা পাপমুখী পাপচারিণী, দীর্ঘ কেশ নখ ও স্তনযুক্তা, রাগহীন বস্ত্রমাল্যধারিণী স্ত্রী স্বপ্নে দৃষ্ট হইলে সে কালরাত্রিস্বরূপা হইয়া থাকে। প্রবল বাতাদি দোষ দ্বারা হৃদাশ্রিত মনোবহ ধমনী সমূহ পূর্ণ হওয়ায় এরূপ দারুণ স্বপ্ন সমূহ দৃষ্ট হয় যে, সেই স্বপ্নদ্বারা রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অরোগব্যক্তি সংশয়াপন্ন হইয়া কচিৎ কেহ মুক্তি লাভ করে॥ ৫৯।৬০

স্বপ্নের প্রকারভেদ। স্বপ্নসকল সাত প্রকার। যথা—দৃষ্ট শ্রুত অনুভূত প্রার্থিত কল্পিত ভাবিত ও দোষজ। (জাগ্রদবস্থায় কোন বস্তু দেখিয়া যদি সেই বস্তুরই স্বপ্ন দেখা যায় তাহা হইলে সেই স্বপ্নকে দৃষ্টস্বপ্ন কহে। এইরূপ কোন বিষয় কর্ণে শুনিয়া তাহার স্বপ্ন দেখিলে তাহাকে শ্রুতস্বপ্ন, কোন বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া তাহার স্বপ্ন দেখিলে তাহাকে অনুভূতস্বপ্ন, দৃষ্ট শ্রুত বা অনুভূত কোন বস্তু জাগ্রদবস্থায় প্রার্থনীয় হইলে যদি স্বপ্নেও তাহাই দেখা যায় তাহা হইলে তাহাকে প্রার্থিত স্বপ্ন, কোন বিষয় যদি প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট শ্রুত বা অনুভূত কিংবা প্রার্থিত না হইয়া মনে মনে কল্পিত হয় এবং নিদ্রাকালে তাহারই স্বপ্ন দেখা যায় তাহাকে কল্পিত স্বপ্ন, নিদ্রাবস্থায় কোন বিষয়ের স্বপ্ন দেখিয়া যদি নিদ্রান্তে তাহাই প্রত্যক্ষ করা যায় তাহা হইলে তাহাকে ভাবিত স্বপ্ন এবং বাতাদি দোষদ্বারা দুষ্ট স্বপ্নকে দোষজস্বপ্ন কহে)॥ ৬১

এই সপ্তাবধ স্বপ্নের মধ্যে প্রথম পাঁচপ্রকার স্বপ্ন নিস্ফল, অর্থাৎ ইহারা যথানুরূপ শুভাশুভ ফল প্রদান করে না। বাতাদি প্রকৃতি অনুসারে দৃষ্টস্বপ্নও নিস্ফল। দিবসে দৃষ্ট স্বপ্ন, বিস্মৃত স্বপ্ন ও অতিদীর্ঘ বা অতিহ্রস্ব স্বপ্নও শুভাশুভ ফলপ্রদ নহে। প্রথম রাত্রিতে দৃষ্ট স্বপ্ন বিলম্বে অল্প ফল এবং প্রত্যুষে দৃষ্ট স্বপ্ন সেই দিবসেই মহৎ ফল প্রদান করে। শেষ রাত্রিতে দৃষ্ট শুভস্বপ্ন যদি নিদ্রাদ্বারা বা প্রতিকূল বাক্যদ্বারা উপহত না হয় তাহা হইলে মহৎফল প্রদান করে, নতুবা অল্প ফল হয়, অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রা গেলে বা প্রতিকূল বাক্য শুনিলে সেই স্বপ্ন অল্পফল হইয়া থাকে॥ ৬২।৬৩

অশুভ স্বপ্ন। অশুভস্বপ্ন দান হোম ও জপাদি এবং যমনিয়মাদি দ্বারা অল্পফল হইয়া থাকে। অকল্যাণজনক স্বপ্ন দেখিয়া যদি তৎপরেই সৌম্য শুভস্বপ্ন (নিম্নলিখিতরূপ) দর্শন করা যায়, তাহা হইলে তাহার ফল শুভই হইয়া থাকে। আর শুভস্বপ্ন দেখিয়া যদি অব্যবহিত পরেই অশুভস্বপ্ন দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার ফল অশুভ হয়॥ ৬৪।৬৫

সৌম্য শুভ স্বপ্ন। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো, বৃষ, জীবিত সুহৃদ, নৃপ, সাধু, যশস্বী ব্যক্তি, প্রজ্বলিত বহ্নি, স্বচ্ছ জলাশয়, কন্যা, শুক্লবস্ত্রপরিধারী গৌরবর্ণ তেজস্বী কুমার, নরাকৃতি আসন, এবং রুধিরসিক্ত হইয়া দীপ্ত-তনু দর্শন করে অথবা ছত্র, দর্পণ, বিষ ও মৎস্যাদি আমিষ দ্রব্য, শুক্লপুষ্প, শুক্লবস্ত্র, অপবিত্র আলেপন ও ফললাভ করে, কিংবা পর্ব্বত প্রাসাদ, ফলবান্ বৃক্ষ, সিংহ, নর, হস্তী, গো, অশ্ব ও যানে আরোহণ করে বা নদ, হ্রদ ও সমুদ্র (সন্তরণ দ্বারা) উত্তীর্ণ হয়, অথবা পূর্ব্বোত্তর দিকে গমন, অগম্যা গমন করে বা মরণ দর্শন করে, সঙ্কট স্থান হইতে মুক্তি পায় বা দেবতা ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হয়, কিংবা রোদন পতিতোত্থান ও শত্রুগণের পীড়ন করে, সে ব্যক্তি আয়ু আরোগ্য ও প্রচুর ধনলাভ করে॥ ৬৬—৭১

আরোগ্য লক্ষণ। রোগী ও তাহার পরিবারবর্গ মঙ্গল ও সদাচারযুক্ত (প্রশস্ত কার্য্যের আচরণ ও অপ্রশস্তের বর্জ্জনকে মঙ্গল কহে), ঔষধ প্রভৃতিতে শ্রদ্ধাবান্, সরল, প্রভূতদ্রব্যসংগ্রহকারী সত্ত্বলক্ষণযুক্ত, বৈদ্যে ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্ এবং চিকিৎসা বিষয়ে উৎসাহ সম্পন্ন হইলে তাহা আরোগ্য লক্ষণ বলিয়া জানিবে॥ ৭২।৭৩

এই স্থানে শরীরের জন্ম ও মরণ সম্যক্‌রূপে উদাহৃত হইয়াছে, সেই জন্য ইহাকে শারীর স্থান কহে॥ ৭৪

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে শারীরস্থানে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

শারীরস্থান সম্পূর্ণ।

অষ্টাঙ্গহৃদয়।

নিদানস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা সর্ব্বরোগনিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

রোগপর্য্যায়। রোগ, পাপ্মা, জ্বর, ব্যাধি, বিকার, দুঃখ, আময়, যক্ষ্মা, আতঙ্ক, গদ ও আবাধ এই সকল শব্দ রোগপর্য্যায়বাচী। (রুজাকারক বা দুঃখদায়ক বলিয়া ইহাকে রোগ, পাপকর্ম্মের ফল বলিয়া পাপ্মা, বয়োহানি অর্থাৎ আয়ুঃক্ষয় করে বলিয়া জ্বর, শরীরে ও মনে বিবিধ আধি অর্থাৎ দুঃখ উৎপাদন করে সেই জন্য ব্যাধি, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন ও শরীরের বিকৃতি করে বলিয়া বিকার, সন্তাপদায়ক বলিয়া দুঃখ, আমরস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া আময়, সকল রোগের সংযোগকারী বলিয়া যক্ষ্মা, রোগযন্ত্রণায় স্ত্রী পান ভোজনাদিতে বঞ্চিত হওয়ায় জীবন কষ্টময় হয় বলিয়া আতঙ্ক, অনেক কারণ জন্য বলিয়া গদ এবং সর্ব্বপ্রকারে শরীর ও মনের বাধা (পীড়া) জনক বলিয়া আবাধ কহে)॥ ২

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সংপ্রাপ্তি এই পাঁচটী রোগের বিজ্ঞান অর্থাৎ রোগকে বিশিষ্টরূপে জানিবার হেতু॥ ৩

নিমিত্ত হেতু আয়তন প্রত্যয় উত্থান ও কারণ এই ছয়টী নিদান শব্দের পর্য্যায় অর্থাৎ নামান্তর। (রোগের উৎপাদক হেতুকে নিদান কহে)॥ ৪

পূর্ব্বরূপ। বাতাদি কোন বিশেষ দোষ দ্বারা অনধিষ্ঠিত অর্থাৎ ব্যক্তরূপে অসম্বদ্ধ উৎপাদেচ্ছু জ্বরাদিরোগ যদ্দ্বারা বুঝা যায়, তাহাকে পূর্ব্বরূপ কহে। সেই পূর্ব্বরূপ উৎপাদেচ্ছু রোগের অল্পতা প্রযুক্ত অব্যক্তরূপে যথাযথ (যে রোগের যে লক্ষণ) প্রকাশিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বরূপ ত্রিবিধ; যথা—শারীর, মানস ও শারীর-মানস। আলস্য, মুখবৈরস্য, গাত্রগৌরব, জৃম্ভা ও সজল নেত্রতাদি জ্বরের শারীর পূর্ব্বরূপ। অরতি, হিতোপদেশে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানস পূর্ব্বরূপ এবং অম্লদ্রব্যে অভিলাষ, কটু ও লবণ রসে দ্বেষ প্রভৃতি শারীর মানস পূর্ব্বরূপ॥ ৫

রূপ। সেই অনভিব্যক্ত পূর্ব্বরূপ, সম্পূর্ণ ব্যক্ত (ব্যক্তদোষাশ্রিত) হইলেই তাহাকে রূপ বলা যায়। সংস্থান ব্যঞ্জন লিঙ্গ লক্ষণ চিহ্ন ও আকৃতি এই গুলি রূপ শব্দের নামান্তর। (প্রাগ্‌রূপেরও এই সকল পর্য্যায় ব্যবহৃত হয় যেমন পূর্ব্বসংস্থান পূর্ব্বব্যঞ্জন ইত্যাদি) ॥ ৬

উপশয় ও অনুপশয়। * হেতুর বিপরীত বা ব্যাধির বিপরীত অথবা হেতুব্যাধি উভয়ের বিপরীত কিংবা হেত্বাদির বিপরীত না হইয়াও কোন বিশেষশক্তিবশতঃ বিপরীতকার্য্যকারী হয় এরূপ যে সকল ঔষধ (হরীতক্যাদি) অন্ন (রক্তশাল্যাদি) বা বিহার (বাক্য দেহ ও মন দ্বারা কৃত চেষ্টাবিশেষ, যেমন ব্যায়াম, জাগরণ, অধ্যয়ন, গীতভাষণ, ধ্যান-ধারণাদি), তাহাদের উপযোগ অর্থাৎ সেবন যদি ব্যাধিশান্তিরূপ সুখজনক হয় তাহা হইলে ঔষধাদির সেই সুখাবহ উপযোগকে উপশয় কহে। উপশয় দ্বারা রোগী আপনাকে স্বচ্ছন্দ মনে করে। উপশয়ের অপর নাম সাত্ম্য, ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ ঔষধান্নবিহারের উপযোগ অসুখাবহ হইলে তাহাকে অনুপশয় কহে। ইহার অপর নাম ব্যাধ্যসাত্ম্য ॥ ৭।৮

---

* পূর্ব্বরূপ। জ্বর বা অন্য কোন রোগ উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহাতে বাতপিত্তাদির বিশেষ তুষ্টি অর্থাৎ আলস্য অরুচি দাহ কম্পাদি লক্ষণ সকল লক্ষিত হয় না কিন্তু ঐ বাতপিত্তাদি দোষের ও রসরক্তাদি দূষ্যপদার্থের পরস্পর সংমূর্চ্ছন দ্বারা এমন কতকগুলি রূপ প্রকাশিত হয় যদ্দারা নিশ্চয় বুঝা যায় যে, জ্বরাদি কোন একটী বিশেষ ব্যাধি উৎপাদেচ্ছু হইয়াছে, এইরূপ যে সকল লক্ষণ দ্বারা কেবল ভাবিজ্বরাদি ব্যাধিমাত্র প্রতীত হয় অথচ বাতাদি কোন দোষের সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না তাহার নাম সামান্য পূর্ব্বরূপ। আর সেই সামান্য পূর্ব্বরূপের সহিত যদি বাতপিত্তাদির এমন কোন কোন লক্ষণ অসম্যক্ ভাবে প্রকাশ পায়, যদ্দারা জানা যায় যে সেই উৎপাদেচ্ছু রোগটী বাতজ কি পিত্তজ কি কফজ কি দ্বন্দ্বজ কি ত্রিদোষজ, তাহা হইলে বাত পিত্তাদির সেই অনভিব্যক্ত লক্ষণ গুলিকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলা যায় অর্থাৎ সামান্য পূর্ব্বরূপ দ্বারা কেবল উৎপাদেচ্ছু ব্যাধিমাত্রের প্রতীতি হয় কিন্তু বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ দ্বারা সেই ভাবী ব্যাধিটি বাতাদি কোন্ দোষ জাত তাহা জানা গিয়া থাকে। ইতি বিজয়রক্ষিতমতানুসারিণী ব্যাখ্যা।

* হেত্বাদির বিপরীত ঔষধ অন্ন ও বিহারের উদাহরণ। হেতু বিপরীত যথা—গুরু স্নিগ্ধ ও শীতজ রোগে লঘু রুক্ষ ও উষ্ণ ঔষধ বা অন্ন, সন্তর্পণজ ব্যাধিতে অপতর্পণ, অপতর্পণজ ব্যাধিতে সন্তর্পণ, রাত্রিজাগরণজনিত রোগে দিবানিদ্রা, দিবানিদ্রা জন্য রোগে রাত্রিজাগরণ, ব্যায়াম জনিত জ্বরে উপবেশনাদি বিশ্রাম, ইত্যাদি।

ব্যাধিবিপরীত ঔষধ অন্ন ও বিহার; যথা—বাতজ জ্বরে ঔষধ—ঘৃতপান, অন্ন—পেয়া ও বিহার—দৈহিক ও মানসিক ব্যাপারের নিবৃত্তি; কফজ জ্বরে ঔষধ—মুস্তপর্পটকাদি, অন্ন—রক্তশাল্যাদি ইত্যাদি। প্রমেহ রোগে ঔষধ—হরিদ্রা, অন্ন—যবাদি এবং বিহার মনোহর বিষয়ের দ্বারা তত্তৎ রোগের স্মৃতিনাশ।

হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত ঔষধ যথা—বাত জনিত শোথে বাতহর ও শোথহর দশমূলাদি। হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত অন্ন যথা—বাতকফজনিত গ্রহণী রোগে বাতকফ ও গ্রহণীনাশক তক্র প্রভৃতি। হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত বিহার যথা—স্নিগ্ধক্রিয়া ও দিবানিদ্রা এই উভয় কারণজাত কফ ও তন্দ্রা রোগে রুক্ষক্রিয়া ও রাত্রি জাগরণ। বিজয় রক্ষিত।

সম্প্রাপ্তি। বাতাদি দোষ রৌক্ষ্যাদি দুষ্টি দ্বারা যেরূপে দুষ্ট হইলে রোগকারী হইয়া থাকে, সেইরূপে দুষ্ট হইয়া এবং ঊর্দ্ধ অধঃ অথবা তির্য্যক্ পথে যে প্রকারে গমন করিলে রোগোৎপাদনে সমর্থ হয়, সেই প্রকারে গমন করিয়া রোগের উৎপত্তি করিলে তদ্বিধ উৎপত্তিকে অর্থাৎ উক্তরূপ দোষের দুষ্টি ও গমনাদিব্যাপারবিশিষ্ট ব্যাধির জন্মকে সম্প্রাপ্তি কহে। যেমন—বাতাদি দোষ সমূহের আমাশয়প্রবেশ, আমরসের অনুগমন, স্রোতোরোধ, পাকাশয় হইতে জঠরাগ্নির বহির্নিরসন, সেই অগ্নির অভিসরণ, সন্তাপ দ্বারা সকল দেহ অত্যুষ্ণীকরণ এইরূপ সম্প্রাপ্তি দ্বারা জ্বরের উৎপত্তি হয়। এইরূপ রক্তপিত্তাদিতে সম্প্রাপ্তি বিচার্য্য। সম্প্রাপ্তির অপর নাম জাতি ও আগতি॥ ৯

বিপর্য্যস্তার্থকারী (অর্থাৎ বিপরীত না হইয়াও বিপরীতকার্য্যকারী) দুই প্রকার। যথা—হেতুবিপরীতার্থকারী ও ব্যাধিবিপরীতার্থকারী। নিদানের টীকাকার বিজয়রক্ষিতের মতে ইহাও তিন প্রকার, যথা—হেতুবিপরীতার্থকারী, ব্যাধিবিপরীতার্থকারী ও হেতু ব্যাধি উভয়ের বিপরীতার্থকারী। ইহাদের উদাহরণ—হেতুবিপরীতকার্য্যকারী ঔষধ—পিত্তপ্রধান পচ্যমান ব্রণশোথে পিত্তকর উষ্ণ প্রলেপ; অন্ন যথা—ঐ ব্রণশোথে বিদাহি দ্রব্য ভোজন; বিহার যথা—বাতোন্মাদে বাতজনক ত্রাসন। ব্যাধিবিপর্য্যস্তার্থকারী (ব্যাধির বিপরীত না হইয়াও বিপরীত কার্য্যকারী) ঔষধ যথা—বমন রোগে বমনকারক মদনফল; অন্ন—মদনফলযুক্ত রক্তশাল্যাদি; বিহার যথা—অঙ্গুলি ও উৎপল নালাদি দ্বারা তাহার বমন। উভয়বিপরীতকার্য্যকারী ঔষধ যথা—বিষে বিষ, অন্ন যথা—মদ্যপানজনিত মদাত্যয়ে মদকারক মদ্য। বিহার যথা—ব্যায়াম জনিতসংমূঢ়বাতে জলসন্তরণরূপ ব্যায়াম।

এস্থলে বুঝিতে হইবে যে হেতুব্যাধিবিপরীত ঔষধ অন্ন বিহার দ্বারাই রোগের শান্তি হইয়া থাকে, তবে যে সকল ঔষধান্নবিহার হেত্বাদির বিপরীত না হইয়া অর্থাৎ সমানধর্ম্মী হইয়াও ব্যাধিপ্রশমনে সমর্থ হয় তাহাদের মধ্যে অবশ্যই এমন কোন অবান্তর বৈধর্ম্ম্য আছে, যদ্দারা তাহারা হেত্বাদির বিপরীত না হইয়াও সেই অবান্তর বৈধর্ম্ম্যবশতই বিপরীতকার্য্যকারী অর্থাৎ ব্যাধিনিবারক হইয়া থাকে। যেমন বহুশ্লেষ্মজনিত বমন রোগে বমন হিতকর হয়, তাহার কারণ এই—যদি বমন দ্বারা সেই বহুশ্লেষ্মার বিলয় না করা যায় তাহা হইলে রোগটী চিরানুবর্ত্তী বা অনুচ্ছেদ্য হইয়া পড়ে সুতরাং শ্লেষ্মজনিত বমন রোগে বমনকারক ঔষধ হেতুবিপরীতই বলিতে হইবে। এইরূপ অগ্নিদগ্ধ স্থানে উষ্ণক্রিয়া দ্বারা যদি রক্তকে স্থানান্তরিত না করিয়া শীত ক্রিয়া করা যায় তাহা হইলে সেই দাহকুপিত রক্ত, শীতে ঘনীভূত হইয়া তথায় পচন ক্রিয়া আরম্ভ করে, অতএব অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে উষ্ণবীর্য্য প্রলেপাদিই হেতুবিপরীত হইয়া থাকে। বিষে বিষ প্রয়োগ করিতে হইলে বমনকারক জঙ্গম বিষে বিরেচক মৌলবিষ প্রযোজ্য; সুতরাং বিষত্বধর্ম্মে উভয়ের সমানত্ব থাকিলেও গতিভেদে পরস্পর বিপরীত। মদ্যকৃত মদাত্যয়ে যে মদ্যপ্রয়োগের বিধি আছে, তাহাও ঔষধাদির সংযোগে বিপরীতধর্ম্মী করিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অথবা রুক্ষ মাধ্বীকাদি মদ্যজনিত বাতমদাত্যয়ে স্নিগ্ধ পৈষ্টিকাদি মদ্য প্রযোজ্য। অন্যান্য স্থলেও কোথাও গতিভেদ কোথাও বা প্রভাবভেদ নিশ্চয়ই আছে বুঝিতে হইবে। বিজয়রক্ষিত সম্মত ব্যাখ্যা। ৭।৮

সম্প্রাপ্তিভেদ। সংখ্যা বিকল্প প্রাধান্য বল ও কাল ভেদে সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

সংখ্যার দৃষ্টান্ত। যেমন জ্বর আট প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতকফজ, পিত্তকফজ, ত্রিদোষজ এবং অভিঘাতাদি আগন্তু কারণে আগন্তুজ। এই আট প্রকার জ্বরের সম্প্রাপ্তিও আট প্রকার হয়। এইরূপ বিকল্পাদি দ্বারা সম্প্রাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে॥ ১০

বিকল্প। দ্বন্দ্ব ও সান্নিপাতিক রোগে মিলিত বাতাদি দোষ দ্বয়ের বা ত্রয়ের রৌক্ষ্য তীক্ষ্ণতাদি কোন্ কোন্ অংশ কি কি পরিমাণে কুপিত হইয়াছে, তাহার অংশাংশ কল্পনা করার নাম বিকল্প॥ ১১

প্রাধান্য। মিলিত বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে কোন দোষ স্বহেতুকুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিলে অন্যান্য দোষও কুপিত হইয়া তাহার অনুধাবন করে, সুতরাং তিন দোষেরই প্রকোপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই দোষত্রয়ের মধ্যে যেটী স্বহেতু কুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করে তাহা স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রধান, এবং যাহা তদধীন হইয়া কার্য্য করে তাহা পরতন্ত্র অর্থাৎ অপ্রধান। এই স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য দ্বারা ব্যাধির প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য জানিবে, প্রায় প্রধানের শমতাতেই অপ্রধানের শান্তি হইয়া থাকে। অপ্রধান প্রধানকে অপেক্ষা করিয়া এবং প্রধান অপ্রধানকে অপেক্ষা করিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে॥ ১২

বলাবল। যে ব্যাধি সমস্ত হেতুদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে সমস্ত পূর্ব্বরূপ ও রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, সেই ব্যাধিকে বলবান্ জানিবে। আর যে ব্যাধি অল্প হেতু দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহাতে পূর্ব্বরূপ ও রূপের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে হীনবল জানিবে। এই বলাবলবিশেষেও সম্প্রাপ্তির ভিন্নতা হইয়া থাকে॥ ১৩

কাল। রাত্রি ও দিবা ইহাদের প্রথম অংশ কফের, মধ্য অংশ পিত্তের ও শেষ অংশ বায়ুর প্রকোপ কাল। এইরূপ ভোজনেরও প্রথম অংশ কফের, মধ্য অংশ (পাক কাল) পিত্তের এবং শেষ অংশ (সম্যক্ পকাবস্থা) বায়ুর প্রকোপ কাল। আর ঋতুবিশেষেও দোষবিশেষ প্রকুপিত হয় অর্থাৎ বর্ষাকালে বায়ুর, শরৎকালে পিত্তের ও বসন্তকালে কফের প্রকোপ হয়। এইরূপ যে যে দোষের যে যে প্রকোপ কাল উক্ত হইয়াছে, সেই সেই কালে সেই সেই দোষ জনিত ব্যাধিরও প্রকোপ হইয়া থাকে। এই কাল অনুসারেও সম্প্রাপ্তি বিভিন্ন প্রকার হয়॥ ১৪

এস্থলে নিদানার্থ অর্থাৎ নিদান পূর্ব্বরূপ রূপ উপশয় ও সম্প্রাপ্তি সংক্ষেপে (প্রত্যেকের স্ব স্ব লক্ষণ মাত্র) বলা হইল। অতঃপর প্রতিরোগে ইহাদের বিষয় বিশেষরূপে বলা হইবে॥ ১৫

কুপিত বায়ু পিত্ত ও কফই তাবৎ রোগের কারণ, আর নানাবিধ অহিতসেবনই সেই বাতাদি প্রকোপের হেতু॥ ১৬

কাল অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ ও কর্ম্ম ইহাদের হীন মিথ্যা ও অতি মাত্র লক্ষণ যে ত্রিবিধ যোগ পূর্ব্বে সূত্রস্থানে উক্ত হইয়াছে, তাহাই অহিত বলিয়া জানিবে॥ ১৭

ইদানীং বাতাদি দোষের প্রকোপ কারণ অন্ন পান ও বিহার বিষয় কথিত হইয়াছে।—

বাতপ্রকোপের কারণ। তিক্ত কটু কষায় অল্প (মাত্রাহীন) রুক্ষ ও প্রমিত ভোজন (ভোজনকাল অতীত হইলে ভোজন বা অত্যল্প ভোজন), বাতমূত্রাদির উপস্থিত বেগ ধারণ

এবং অনুপস্থিত বেগে বেগপ্রদান, রাত্রি জাগরণ, অতি উচ্চ স্বরে ভাষণ, ক্রিয়াতিযোগ (বমন বিরেচন ও আস্থাপনাদি ক্রিয়ার অতি সেবন), ভয়, শোক, চিন্তা, ব্যায়াম ও মৈথুন এই সকল কারণে এবং গ্রীষ্মান্তে দিবসান্তে নিশান্তে ও ভোজনান্তে (আহারের পরিপাক অবস্থায়) বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে ॥ ১৮।১৯

পিত্তপ্রকোপের কারণ। কটু অম্ল তীক্ষ্ণ উষ্ণ লবণ ও বিদাহি দ্রব্য সেবন, ক্রোধ এই সকল কারণে এবং শরৎকালে মধ্যাহ্ন সময়ে অর্দ্ধরাত্রে ও বিদাহ কালে (আহারের পচ্যমান অবস্থায়) পিত্ত প্রকুপিত হয় ॥ ২০

কফপ্রকোপের কারণ। মধুর অম্ল লবণ স্নিগ্ধ গুরু অভিষ্যন্দি ও শীতল দ্রব্য ভোজন, নিরন্তর উপবেশনজনিত সুখ ও শয়নজনিত সুখ, অজীর্ণ, দিবানিদ্রা, অতিপুষ্টিকারক দ্রব্য, বমন প্রভৃতির অযোগ এই সকল কারণে এবং ভুক্তমাত্রে, বসন্তে, পূর্ব্বাহ্নে ও রাত্রির প্রথম ভাগে কফ প্রকোপ প্রাপ্ত হয়। মিশ্রকারণে দ্বন্দ্বদোষ প্রকুপিত হয়। (যথা বাতপ্রকোপক ও পিত্তপ্রকোপক কারণদ্বয়ের সংযোগে বাতপিত্ত এবং বাতশ্লেষ্মপ্রকোপক কারণদ্বয়ের সংমিশ্রণে বায়ু ও শ্লেষ্মা এবং পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক কারণের মিশ্রীভাবে পিত্তশ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়) ॥ ২১।২২

ত্রিদোষপ্রকোপকারণ। বাতাদিত্রিদোষপ্রকোপক কারণত্রয়ের সংমিশ্রণে সন্নিপাত প্রকুপিত হয়। এতদ্ব্যতীত সঙ্কীর্ণ অজীর্ণ বিষম ও বিরুদ্ধাদি ভোজন, ব্যাপন্ন মদ্য ও পানীয়, শুষ্ক শাক, কাঁচা মূলা, পিণ্যাক (খইল), মৃত্তিকা, যব, সুরা, পূতি শুষ্ক ও কৃশ (পশুর) মাংস ভক্ষণ, অন্নপরিবর্ত্তন, ঋতুদোষ, পূর্ব্ববায়ু, ভূতাদিগ্রহাবেশ, বিষ, গরবিষ, দুষ্ট অন্ন, পর্ব্বতাশ্লেষ, গ্রহদ্বারা জন্মনক্ষত্রপীড়ন, বিবিধ মিথ্যাযোগ, পাপনিষেবণ, স্ত্রীলোকদিগের প্রসববৈষম্য ও অনুপযুক্ত উপচার এবং পূর্ব্বোক্ত ত্রিদোষজনক (দধি ফাণিত সর্ষপ শাকাদি) কারণ সমূহে সন্নিপাত প্রকুপিত হয় ॥ ২৩—২৬

এই সকল কারণে প্রকুপিত বাতাদি দোষসমূহ, প্রত্যেক রোগেই রসরক্তাদি রোগাধিষ্ঠান-গামি-নাড়ীসমূহ আশু আশ্রয় করিয়া দেহে পীড়াজনক হয় ॥ ২৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জ্বর নিদান।

অতঃপর আমরা জ্বরনিদান ব্যাখ্যা করিব যাহা—আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (সর্ব্বরোগনিদান পূর্ব্বে উক্ত হইল, এক্ষণে কোন বিশিষ্ট রোগের নিদান বলা উচিত। জ্বর সর্ব্বরোগের মধ্যে প্রধান, সেই জন্য প্রথমে জ্বর নিদানই বলা যাইতেছে) ॥ ১

জ্বর—সর্ব্বরোগপ্রধান, পাপস্বভাব, মৃত্যুস্বরূপ, সর্ব্বধাতুসার ওজঃপদার্থের নাশক, অন্তক, ক্রোধস্বরূপ (দক্ষাপমানিত ভগবান মহেশ্বরের ললাটোদ্ভূত), দক্ষযজ্ঞবিনাশী, রুদ্রের ঊর্দ্ধনয়নজাত, জন্ম ও মৃত্যুকালে মোহময় (সেইজন্য প্রাণী জন্মান্তরীণ কর্ম্ম স্মরণ করিতে পারে না), সন্তাপাত্মক,

অপচারজ ও ক্রূর (দুশ্চিকিৎস্য)। ইহা নানা যোনিতে বিবিধ নামে অবস্থিতি করিয়া থাকে। যথা—হস্তীতে পাকল, ঘোটকে অভিতাপ, গোজাতিতে গোকর্ণ, পক্ষিসমূহে মকর, কুকুরে অলর্ক, ভূমিতে উষর, মৎস্যসমূহে ইন্দ্রমদ, ধান্যজাতিতে চূর্ণক, জলে নীলিকা ও ওষধিতে জ্যোতি নামে অবস্থিতি করে॥ ২।৩

সন্তাপলক্ষণ সেই জ্বর আট প্রকার। বাতাদি পৃথক্ দোষে তিন প্রকার, মিশ্রদোষে তিন প্রকার, মিলিত ত্রিদোষে এক প্রকার এবং আগন্তু কারণে এক প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ ও আগন্তুজ।

জ্বরসম্প্রাপ্তি। স্ব স্ব প্রকোপণ হেতুতে প্রকুপিত বাতাদি দোষ সকল আমাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক আমরসের অনুগত হইয়া রসাদিবাহি-স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদিত ও পাকস্থান হইতে জাঠরাগ্নিকে বহির্নিষ্কাশিত করে এবং সেই বহিঃক্ষিপ্ত বহ্নিসহ মিলিত হইয়া সকল শরীরে অভিসর্পণ ও সন্তাপপ্রদানপূর্ব্বক গাত্রকে অত্যুষ্ণ করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। জ্বরে দোষ দ্বারা স্রোত রুদ্ধ হয় বলিয়া সে সময়ে ঘর্ম্ম হয় না॥ ৪—৬

পূর্ব্বরূপ। আলস্য, অরতি (অনবস্থিতচিত্ততা), গাত্রগৌরব, মুখবৈরস্য, অরুচি, জৃম্ভা (হাই উঠা), সজল নেত্রতা ও আকুলনেত্রতা, অঙ্গমর্দ্দ, অবিপাক (অন্নের অপরিপাক), দুর্ব্বলতা, নিদ্রাধিক্য, রোমহর্ষ, গাত্রনমন, পিণ্ডিকাদ্বয়ে (পায়ের ডিমে) উদ্বেষ্টনবৎ পীড়া (কামড়ানি), ক্লান্তি, হিতোপদেশে অসহিষ্ণুতা, অম্ল লবণ ও মরিচাদিতে অনুরাগ, মধুর দ্রব্যে দ্বেষ, লোক-প্রিয় শিশুদিগের মধুর বাক্যেও দ্বেষ, অত্যন্ত পিপাসা এবং শব্দ অগ্নি শীত বাত জল ছায়া ও আতপে অকারণে ইচ্ছা ও দ্বেষ (অর্থাৎ কখন অপ্রিয় শব্দেও দ্বেষ হয় না, কখন বা বীণা প্রভৃতির মধুর ধ্বনিতেও বিদ্বেষ হয়, কখন শীতার্ত্ত হইয়াও অগ্নি দেখিলে বিরক্ত হয় কখন বা শীতার্ত্ত না হইয়াও অগ্নি অভিলাষ করে।) এই গুলি জ্বরের পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ অব্যক্ত লক্ষণ। জ্বর প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তৎপরে জ্বরের স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে॥ ৭—১০

বাতজ্বরলক্ষণ। বাতজ জ্বরে জ্বরের আগম, অপগম (ত্যাগকরণ), বৃদ্ধি, মৃদুতা (হ্রাস), বেদনা ও উষ্ণতা এই সকলের বৈষম্য হয়। (বৈষম্য যথা—জ্বরের সন্তাপ শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে যুগপৎ প্রকাশ পায় না, এবং যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গের জ্বর ত্যাগও হয় না। সন্তাপ কখন তীব্র কখন মৃদু হয়, জ্বরের প্রসিদ্ধ বেদনা সমূহ এক এক অঙ্গে এক এক সময়ে উপলব্ধ হয়, যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গে বেদনোপলব্ধি হয় না, কখন মস্তকে কখন পদে এইরূপ বেদনা হয়। এইরূপ উষ্মারও বৈষম্য হইয়া থাকে।) আর বায়ুর চলস্বভাবত্ব হেতু নিম্নলিখিত পাদদ্বয়ের সুপ্ততা প্রভৃতি লক্ষণ গুলিও অনবস্থিতভাবে প্রকাশ পায়, স্থিরভাবে থাকে না। যথা—পাদদ্বয়ের সুপ্ততা (স্পর্শশক্তিরাহিত্য, চিমটী কাটিলেও জানিতে পারে না), স্তব্ধতা, পিণ্ডিকায় (ডিমে) বেষ্টনবৎ পীড়া, বিনাশ্রমে শ্রান্তিবোধ, সন্ধিসমূহের শৈথিল্য, ঊরুদ্বয়ের অবসাদ (স্বকার্য্যকরণে অক্ষমতা), কটীগ্রহ (কোমরে স্তব্ধতাবৎ বেদনা) এবং পৃষ্ঠে কুট্টনবৎ উদরে নিষ্পীড়নবৎ অস্থিসমূহে বিশেষতঃ পার্শ্বাস্থিসমূহে করাতাদি দ্বারা ছেদনবৎ, বক্ষঃস্থলে সূচীবেধবৎ স্কন্ধদ্বয়ে মন্থনবৎ বাহুদ্বয়ে ভেদবৎ (বিদারণবৎ) ও অংসদ্বয়ে পীড়নবৎ বেদনা, হৃদয়গ্রহ, ভক্ষণে হনুদ্বয়ের অসামর্থ্য, জৃম্ভণ, কর্ণে শব্দ, শুষ্ক-

জ্বরে সূচীবেধবৎ বেদনা, মস্তকে বেদনা, মুখের বিরসতা অথবা কষায়ত্ব, মলের (মূত্রপুরীষাদির) অপ্রবৃত্তি, ত্বক্ মুখ চক্ষু নখ মূত্র ও পুরীষে রুক্ষতা ও অরুণবর্ণত্ব, প্রসেক (মুখস্রাব), অরুচি, অন্নে অশ্রদ্ধা, অপরিপাক, স্বেদাভাব, জাগরণ, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষ, তৃষ্ণা, শুষ্ক বমি (কাঠ্ বমি) ও শুষ্ক কাস, বিষাদিতা (দুঃখিতত্ব), রোমহর্ষ, অঙ্গহর্ষ (গাত্র শিহরিয়া উঠা), দন্তহর্ষ (দাঁত শিড়্ শিড়্ করা), কম্প, ক্ষবথুগ্রহ (হাঁচি না হওয়া), ভ্রম, প্রলাপ, উষ্ণাকাঙ্ক্ষা ও বিনাম (গাত্র নুইয়া পড়া) এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥ ১১—১৮

পিত্তজ্বরলক্ষণ। পিত্তজ্বরে শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ যুগপৎ (এক সময়ে) সন্তাপে ব্যাপ্ত হয় (ইহাতে বাতজ্বরের ন্যায় সন্তাপের বৈষম্য হয় না)। ইহাতে প্রলাপ, মুখের তিক্ততা, নাসা ও মুখের পাক, শীতেচ্ছা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মদ (মত্ততাবৎ), অরতি, পাত্‌লা মলনির্গম, পিত্তবমন, রক্তনিষ্ঠীবন, অম্লোদ্‌গার, রক্তবর্ণ কোঠোদ্‌গম (রক্তবর্ণ মণ্ডলাকার নির্ম্মুখ পিড়কাকে কোঠ বলে), ত্বক্ নখ নেত্র মুখ মল ও মূত্রের পীতত্ব বা হরিতবর্ণতা, স্বেদনির্গম, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ ও অতিশয় তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয় ॥ ১৯।২০

শ্লেষ্মজ্বরলক্ষণ। শ্লেষ্মজ্বরে অন্নে অতিশয় অরুচি, শরীরের জড়তা, স্রোতোবদ্ধতা, জ্বরের অল্পবেগ, মুখস্রাব, মুখে মধুরতা, হৃদয়ে কফলিপ্ততা, শ্বাস, পীনস, বমনবেগ, বমন, কাস, শরীরের স্তব্ধতা, ত্বক্ নখ নয়নাদির শুক্লতা, তন্দ্রা ও শরীরে শীতপিত্ত ও উদর্দের উৎপত্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ২১।২২

বাতাদি দোষের পৃথক্ লিঙ্গ বলিয়া অধুনা সামান্য লক্ষণ কথিত হইতেছে। বাতাদি যে যে দোষের যে যে প্রকোপ কাল (যেমন পূর্ব্বাহ্লাদি বা বর্ষাদি) উক্ত হইয়াছে, সেই সেই কালে সেই সেই দোষোৎপন্ন জ্বরের উৎপত্তি অথবা নিত্যজ্বর থাকিলে তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (তদ্দারা জানা যায় যে ইহা বাতজ্বর বা পিত্তজ্বর ইত্যাদি) ॥ ২৩

অপর লক্ষণ দ্বয়। যে যে কারণে রোগের উৎপত্তি হয়, সেই সেই কারণে অনুপশয় (দুঃখাবহত্ব) এবং (নিদানের) বিপরীত কারণে উপশয় (সুখানুবন্ধ আরোগ্য) হইয়া থাকে। (এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, স্ব স্ব নিদান সেবনে রোগের বৃদ্ধি হয় এই কথা বলিলেই ত আপনি বুঝা যায় যে, ইহার বিপরীত কারণ সেবনে পীড়ার হ্রাস হইবে, সুতরাং ইহা বলা ব্যর্থ; তাহা নহে। কেবল নিদানোক্ত বিষয়ই অনুপশয় হয় না। যেমন অতিসারাদি রোগে নিদানোক্ত বিষয় সেবন অনুপশয় (রোগবর্দ্ধক) বটে, কিন্তু সামাবস্থায় বিপরীত সংগ্রাহি সেবন উপশয় হয় না। সেই জন্য উভয়ই বলিতে হইয়াছে) ॥ ২৪

বাতজাদি জ্বরের যে সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, কোন জ্বরে যদি সেই সকল লক্ষণের সংসর্গ (মিশ্রণ) দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই জ্বরকে সংসর্গজ জ্বর বলা যায়। কিন্তু সংসর্গজ জ্বরে যে কেবল মিশ্র লক্ষণই প্রকাশ পায় তাহা নহে, অধিক লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বাতপিত্তজ্বর লক্ষণ। বাতপিত্তজ্বরে :শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা, বমি, দাহ, মোহ, কণ্ঠ ও মুখের শোষ, অরতি, পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবৎ বেদনা, নিদ্রানাশ, পিপাসা, গাত্রঘূর্ণন, লোমাঞ্চ, জৃম্ভা ও অধিক বাক্য কথন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ২৫

কফানিলজ জ্বর লক্ষণ। এই জ্বরে তাপহানি (সন্তাপের অল্পতা), অরুচি, পর্ব্বভেদ,

শিরোবেদনা, পীনস, শ্বাস, কাস, মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা, শীত, শরীরের জড়তা, অন্ধকার দর্শন, ভ্রম ও তন্দ্রা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ২৬

পিত্তশ্লেষ্মজ্বর লক্ষণ। ইহাতে শীত স্তম্ভ স্বেদ দাহ—ইহাদের অব্যবস্থা (অনিয়ম), তৃষ্ণা, কাস, শ্লেষ্মা ও পিত্তের নির্গম, মোহ, তন্দ্রা, মুখের লিপ্ততা ও তিক্ততা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়॥ ২৭

সন্নিপাতজ্বর লক্ষণ। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বাত পিত্ত ও কফ জন্য জ্বরের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। তদ্‌ব্যতীত এই জ্বরে বারংবার দাহ ও বারংবার শীত, দিবসে মহতী নিদ্রা ও রাত্রিতে জাগরণ, অথবা সর্ব্বদা নিদ্রা কিংবা একবারেই অনিদ্রা, অতিশয় ঘর্ম্ম কিংবা একবারে ঘর্ম্মাভাব, নৃত্য গীত ও হাস্যাদির বিকৃত চেষ্টা, নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ কলুষ রক্তবর্ণ কুটিল ও লুলিতপক্ষ্ম, পিণ্ডিকাদ্বয় পার্শ্ব মস্তক পর্ব্ব ও অস্থিতে বেদনা, ভ্রম (মোহ), কর্ণদ্বয় শব্দ ও বেদনা যুক্ত, কণ্ঠ যেন শূকব্যাপ্ত (ধান্যাদি শূয়া দ্বারা ব্যাপ্ত), জিহ্বা দগ্ধবৎ কৃষ্ণবর্ণ, খরস্পর্শ ও গুরু, অঙ্গ ও সন্ধি সমূহ শিথিল, রক্ত পিত্ত ও কফের নিষ্ঠীবন, মস্তক চালন ও মস্তকে অতি বেদনা, গাত্রে শ্যাব বা রক্তবর্ণ কোঠের (বোল্‌তা দষ্ট স্থান তুল্য শোথ) ও মণ্ডলের উৎপত্তি, হৃদয়ে বেদনা, মূত্রপুরীষাদি মলের অপ্রবৃত্তি, অল্পপ্রবৃত্তি বা অতিপ্রবৃত্তি, মুখের চাক্‌চিক্য, বলক্ষয়, স্বরভঙ্গ, প্রলাপ কথন, বিলম্বে দোষের পরিপাক, তন্দ্রা ও সর্ব্বদা কণ্ঠ কূজন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। সন্নিপাত জ্বরকে অভিন্যাস ও হৃতৌজা কহে। (ইহাতে সর্ব্বধাতুসার ওজোধাতুর ক্ষয় হয় বলিয়া ইহা হৃতৌজা নামে অভিহিত হয়)॥ ২৮—৩৪

সন্নিপাত জ্বরে বাতাদি দোষত্রয় ও মূত্রপুরীষাদি বিবদ্ধ, অগ্নি বিনষ্ট এবং সর্ব্বসম্পূর্ণলক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহা অসাধ্য হয়। ইহার অন্যথা হইলে (অসম্পূর্ণ লক্ষণ হেতু) সন্নিপাত জ্বর কষ্টসাধ্য অথবা বৈকল্যদায়ক হইয়া থাকে॥ ৩৫

সন্নিপাত জ্বরের প্রকার ভেদ। অন্য প্রকার সন্নিপাত জ্বরে পিত্ত পৃথক্ থাকিয়া জ্বরের প্রথমে বা শেষাবস্থায় ত্বক্ বা কোষ্ঠে দাহ উৎপাদন করে অর্থাৎ পিত্ত যদি ত্বকে অবস্থিত হয় তাহা হইলে বাহিরে অধিক দাহ ও অভ্যন্তরে অল্প দাহ এবং কোষ্ঠে অবস্থিত হইলে অন্তরে অধিক দাহ ও বাহিরে অল্প দাহ উৎপাদন করিয়া থাকে॥ ৩৬

তদ্বৎ বায়ু ও কফ, পিত্ত হইতে পৃথক্ থাকিয়া জ্বরের প্রথমে বা শেষে ত্বকে বা কোষ্ঠে শীত জন্মাইয়া থাকে। অর্থাৎ বাতকফ ত্বকে অবস্থিত হইলে বাহিরে অধিক শীত অন্তরে অল্প এবং কোষ্ঠে অবস্থিত হইলে অভ্যন্তরে অধিক শীত ও বাহিরে অল্প শীত জন্মাইয়া থাকে। এই দাহপূর্ব্ব ও শীতপূর্ব্ব সন্নিপাত জ্বরদ্বয়ের মধ্যে দাহপূর্ব্ব সন্নিপাত জ্বর দুঃসাধ্য॥ ৩৭

শীতপূর্ব্ব ও দাহপূর্ব্ব জ্বরের বিশেষত্ব। শীতাদি সন্নিপাত জ্বরে পিত্তকর্ত্তৃক কফ স্যন্দিত (স্রাবিত) ও শোষিত হইলে শীত প্রশমিত হয় এবং শীতাবসানে পিত্তপ্রাধান্যহেতু অম্লউদ্গার মূর্চ্ছা মত্ততা ও তৃষ্ণা জন্মে। আর দাহপূর্ব্বসন্নিপাত জ্বরে কফ কর্ত্তৃক পিত্ত শমিত হইলে দাহান্তে কফোদ্রেক হেতু শীত তন্দ্রা ষ্ঠীবন বমি ও ক্লান্তি উপস্থিত হয়॥ ৩৮।৩৯

আগন্তু জ্বর। আগন্তু জ্বর চারিপ্রকার; যথা—অভিঘাতজ, অভিষঙ্গজ (ভূতাদিগ্রহ ও কামাদির সম্বন্ধজ), অভিশাপজ ও অভিচারজ (অভিচার—নিরপরাধ ব্যক্তির মারণার্থ শ্যেনাদিকৃত

যাগবিশেষ, তৎকৃত জ্বর)। অভিঘাত অভিষঙ্গ অভিশাপ ও অভিচার হেতু এই জ্বর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে অভিঘাতজ জ্বর ক্ষত ছেদ ও শস্ত্রপ্রহার দ্বারা এবং দাহাদি ও পথশ্রমাদি হেতু উৎপন্ন হয়। এই অভিঘাতজ জ্বরে প্রধানতঃ বায়ুই কুপিত হইয়া ও রক্তকে দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। কদাচিৎ অন্য দোষও কুপিত হইয়া থাকে। এই জ্বরে ব্যথা শোথ বৈবর্ণ্য ও রুজা উপস্থিত হয়॥ ৪০।৪১

গ্রহাবেশ, ওষধিগন্ধ, বিষ, ক্রোধ, ভয়, শোক ও কাম জন্য অভিষঙ্গজ জ্বর উৎপন্ন হয়। ইহাদের লক্ষণ। দেব দানবাদি অষ্টাদশবিধ গ্রহের অভিষঙ্গ হেতু যে জ্বর হয়, তাহাতে রোগী অকস্মাৎ হাসে ও কাঁদে। বায়ু কর্তৃক আনীত বিষাক্ত ওষধিগন্ধজ জ্বরে মূর্চ্ছা শিরোবেদনা কম্প ও হাঁচি হয়। বিষজ জ্বরে মূর্চ্ছা, অতিসার, মুখের শ্যাব (মেটে) বর্ণতা, দাহ ও হৃদ্রোগ জন্মে। ক্রোধজ জ্বরে কম্প ও শিরোবেদনা, ভয় ও শোক জন্য জ্বরে প্রলাপ এবং কামজ (অভিমত রমণীর অপ্রাপ্তি জন্য) জ্বরে ভ্রম (পাঠান্তরে—মোহ) অরুচি দাহ এবং লজ্জা নিদ্রা বুদ্ধি ও ধৈর্য্যনাশ হয়॥ ৪২—৪৪

গ্রহাবেশজনিত, ওষধিগন্ধজ ও বিষজ জ্বরে ত্রিদোষের প্রকোপ, ভয় শোক ও কামজ জ্বরে বায়ুর এবং ক্রোধজ জ্বরে পিত্তের প্রকোপ হয়। মূলে 'অপি' শব্দ থাকায় ক্রোধজ জ্বরে বায়ুরও প্রকোপ হইয়া থাকে ইহা বুঝিতে হইবে। আগন্তুজ্বরের মধ্যে অভিশাপজ ও অভিচারজ জ্বর সন্নিপাতজ, অতিভয়ঙ্কর ও অসহ্যতম। 'তম' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে সন্নিপাতজ্বর মাত্রই অসহ্য, ইহারা অসহ্যতম॥ ৪৫

অথর্ব্ববেদোপদিষ্ট আভিচারিক মন্ত্রদ্বারা হূয়মান ব্যক্তির (মারণার্থ যাহার নাম উদ্দেশ করিয়া আহুতি দেওয়া যায় সেই ব্যক্তির) চিত্ত প্রথমে সন্তপ্ত (সদুঃখ) হয়, তৎপরে দেহ সন্তপ্ত হয় অর্থাৎ জ্বর হয়, পশ্চাৎ বিস্ফোট পিপাসা ভ্রম দাহ ও মূর্চ্ছা দ্বারা আক্রান্ত হয় ও জ্বর প্রত্যহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৪৬

ঋষিগণ কর্তৃক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নিজ (দোষজ) সাত প্রকার ও আগন্তুজ এক প্রকার এই আট প্রকার জ্বর উক্ত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ এই জ্বর দুই প্রকার; যথা—প্রথম—শারীর ও মানস, দ্বিতীয়—সৌম্য ও তীক্ষ্ণ, তৃতীয়—অন্তরাশ্রয় ও বহিরাশ্রয়, চতুর্থ—প্রাকৃত ও বৈকৃত, পঞ্চম—সাধ্য ও অসাধ্য, এবং ষষ্ঠ—সাম ও নিরাম॥ ৪৭

শারীর ও মানস জ্বর লক্ষণ।

শারীর জ্বরে প্রথমে শরীরে তৎপরে মনে তাপ জন্মে। মানস জ্বরে প্রথমে মনে পশ্চাৎ শরীরে সন্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (বৈচিত্ত্য অরতি ও গ্লানিকে মনের তাপ বলে)॥ ৪৮

সৌম্য ও তীক্ষ্ণ জ্বর লক্ষণ।

বায়ু যোগবাহী, অর্থাৎ যাহার সহিত মিলিত হয়, তাহার স্বভাব গ্রহণ করে; এই স্বভাব হেতু সোমগুণান্বিত শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া জ্বরে শীত এবং তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট পিত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া দাহ উৎপাদন করে। এইরূপ পিত্তশ্লেষ্মা উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া দাহ ও শীত এই মিশ্র লক্ষণ (যেমন সন্নিপাতজ্বরলক্ষণে মুহুর্মুহুঃ দাহ ও মুহুর্মুহুঃ শীত) প্রকাশ করে। ইহা সৌম্য

তীক্ষ্ণ ব্যামিশ্র লক্ষণ তৃতীয় প্রকার জ্বর হইলেও সংক্ষেপে দুই প্রকারই নির্দেশ করা হইয়াছে। বায়ু স্বয়ং উষ্ণ নহে শীতও নহে। সেই জন্য বাতশ্লেষ্মজ্বর সৌম্য ও বাতপিত্তজ্বর তীক্ষ্ণ।

অন্তরাশ্রয় ও বহিরাশ্রয় জ্বর লক্ষণ।

অন্তরাশ্রয় জ্বরে অত্যন্ত অন্তর্বিকার, তীব্র অন্তর্দাহ ও মলমূত্রাদির বিবন্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে বাহিরে সেরূপ সন্তাপাদি হয় না। বহিরাশ্রয় জ্বরে বাহিরেই সন্তাপ অধিক হয়, ইহাতে অন্তর্বিকার দাহ ও মলাদির বিবদ্ধতা থাকে না। অতএব বহির্বেগ জ্বরের সুখসাধ্যতা ও অন্তর্বেগ জ্বরের দুঃখসাধ্যতা উক্ত হইল॥ ৪৯—৫১

প্রাকৃত ও বৈকৃত জ্বর।

বর্ষা শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে যথাক্রমে বায়ু পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রাকৃত জ্বর কহে। বর্ষাকালে বাতজ, শরৎকালে পিত্তজ ও বসন্তকালে কফজ জ্বর প্রাকৃত, ইহার অন্যথা হইলে তাহাকে বৈকৃত জ্বর কহে। যেমন বর্ষাকালে পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক, শরৎ কালে বাতিক বা শ্লৈষ্মিক ইত্যাদি (বর্ষাকালে বায়ু, শরৎকালে পিত্ত ও বসন্তকালে কফ কুপিত হয়, এই যথর্ত্তু কুপিত দোষকে প্রকৃতি কহে, এই প্রকৃতির দোষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এইরূপ জ্বরকে প্রাকৃত জ্বর কহে; সুতরাং বাতপ্রকৃতির বাতজ্বর পিত্তপ্রকৃতির পিত্তজ্বর ও শ্লেষ্মপ্রকৃতির শ্লেষ্মজ্বর প্রাকৃত জ্বর নহে, কারণ তাহারা প্রকৃতিজ নহে)। প্রাকৃত জ্বর সুখসাধ্য, বৈকৃতজ্বর প্রায়ই দুঃসাধ্য, আর বাতজ প্রাকৃত জ্বরও দুঃসাধ্য। বৈকৃত রোগসকল সুখসাধ্য এবং প্রাকৃত রোগ মাত্রই দুঃখসাধ্য, কেবল জ্বররোগেই ইহার বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে।)॥ ৫২

বর্ষাদিজাত জ্বরের স্বরূপ। বর্ষাকালে বায়ু দুষ্ট ও পিত্তশ্লেষ্মযুক্ত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। এ সময়ে প্রাকৃত জ্বর বাতপ্রধান, পিত্ত ও শ্লেষ্মা তাহার অনুবল হয়। (পিত্ত ও শ্লেষ্মা স্বয়ং জ্বরকারী নহে বলিয়া ইহাকে সান্নিপাতিক জ্বর বলে না)। শরৎকালে পিত্ত কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে, কফ তাহার অনুবল হয়। তৎপ্রকৃতিহেতু (কফপিত্তজ্বরপ্রকৃতি) ও বিসর্গকাল বলিয়া এই পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে লঙ্ঘনে কোন অপায় শঙ্কা নাই। বসন্তকালে কফ দুষ্ট হইয়া জ্বর উৎপাদন এবং বায়ু ও পিত্ত তাহার অনুবল হয়। (অনুবল—অশ্ব-গজ-পদাতিযুক্ত কোন স্বাধীন রাজার শত্রুসহ যুদ্ধকালে তাহার সাহায্য জন্য স্বতন্ত্র সৈন্যাদি প্রেরিত হইলে তাহাকে অনুবল কহে। বর্ষা ও শরৎকালে কফ অনুবল থাকে বলিয়া এ সময়ে উপবাসাদিতে ক্ষতি হয় না কিন্তু বসন্তকালে কালে কফজন্য জ্বর হইলেও বাতপিত্ত অনুবল থাকে বলিয়া এসময়ে উপবাসাদিতে ক্ষতি হয়। অপর কারণ—বর্ষা ও শরৎ ঋতু বিসর্গকাল, বিসর্গকাল সৌম্য বলিয়া কালস্বভাবে জীবগণের বল বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু বসন্ত আদানকাল, এ সময়ে কালস্বভাবে স্বভাবতই বলক্ষয় হইয়া থাকে। সেইজন্য উপবাস অল্প করাইতে হয়)॥ ৫৩।৫৪

সাধ্য ও অসাধ্য জ্বর লক্ষণ।

বলবান্ রোগির জ্বর স্বল্পদোষজাত ও নিরুপদ্রব হইলে তাহা সুখসাধ্য হয়। যে প্রকার রোগির যাদৃশ জ্বর অসাধ্য, তাহা পূর্ব্বে বিকৃতিবিজ্ঞানীয় শারীর অধ্যায়ে সর্ব্বথা কথিত হইয়াছে॥ ৫৫।৫৬

আম পচ্যমান ও পক্বজ্বর লক্ষণ।

সামজ্বরে—প্রলাপ ও ভ্রমাদি জ্বরোপদ্রবসমূহের তীব্রতা, অগ্লানি, মূত্রাধিক্য, মলের অপ্রবর্ত্তন বা অজীর্ণতা ও ক্ষুধাহীনতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পচ্যমান জ্বরে (জ্বরের রসপরিপাকাবস্থায়)—জ্বরবেগ তৃষ্ণা প্রলাপ শ্বাস ভ্রম মলপ্রবৃত্তি ও উৎক্লেশ (বমনবেগ) এই সকল লক্ষণ তীব্রভাবে প্রকাশ পায়।

নিরাম জ্বরে—সামজ্বরোক্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ইহাতে প্রলাপ প্রভৃতি জ্বরোপদ্রবসকলের লঘুতা, গ্লানি, অল্পমূত্রতা, পক্ব মলের প্রবৃত্তি এবং ক্ষুধাবোধ হয়। সপ্ত দিবস উপবাসের পর অষ্টম দিবস প্রভৃতি কাল নিরামজ্বরের একটী লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত পচ্যমান জ্বরলক্ষণের বিপরীতলক্ষণ সকলও নিরাম অর্থাৎ পক্বজ্বরে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫৭—৫৯

বিষমজ্বর লক্ষণ।

বাতাদি দোষের প্রকোপকালের বল ও বলাবল অনুসারে পঞ্চপ্রকার বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। যথা—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক। এই পাঁচ প্রকার জ্বর প্রায়ই ত্রিদোষজনিত হইয়া থাকে। তবে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষানুসারে অভিহিত হয় ॥ ৬০

প্রাধান্য হেতু প্রথমে সন্ততজ্বরসম্প্রাপ্তি কথিত হইতেছে—রসাদিসপ্তধাতু-মূত্রপুরীষবাহিস্রোতোব্যাপী, তুল্যগুণ দূষ্য (রসাদি) ও দেশ ঋতু প্রকৃতি দ্বারা বর্দ্ধিত, বলবান্, প্রতিপক্ষকর্ত্তৃক অখণ্ডিতশক্তি, গুরু, স্তব্ধ (স্থির উর্দ্ধ বা অধোদিকে অনিঃসরণস্বভাব), নিষ্প্রতিদ্বন্দ্ব (প্রত্যনীক রহিত) দোষসমূহ (সর্ব্বধাত্বাশ্রিত হইলেও) বিশেষভাবে রসাশ্রিত হইয়া সমস্ত শরীরকে সন্তাপাদি দ্বারা পীড়িত করিয়া দুঃসহ সন্ততজ্বর উৎপাদন করে ॥ ৬১।৬২

সকলবস্তুক্ষয়কারী অনলধর্ম্ম জ্বরোষ্মা অদৃষ্টবশে কখনও পুরীষাদি মলকে অথবা কদাচিৎ রসাদি ধাতুকে শীঘ্র ক্ষয় করিয়া ফেলে। এই জ্বরোষ্মা মলক্ষপণোদ্যত বা ধাতুক্ষপণোদ্যত তাহা নিরাম বা সাম লক্ষণ দ্বারা অবগত হইবে। নিরামলক্ষণ যথা—স্রোতঃসকলের অসংরোধ, বলাধান, অঙ্গলাঘব, বায়ুর অনুলোমত্ব, বাক্য দেহ ও মনের চেষ্টা বিষয়ে অনালস্য, অগ্নির দীপ্তি, মুখের বৈশদ্য, মূত্রপুরীষাদি মলের প্রবৃত্তি, ক্ষুধাবোধ ও গ্লানিশূন্যতা। এই সকল লক্ষণ দ্বারা মলক্ষয় এবং ইহার বিপরীত লক্ষণ (যথা স্রোতোরোধ বলভ্রংশ ইত্যাদি সাম লক্ষণ) দ্বারা ধাতুক্ষয় অবগত হইবে। এই মলধাতুক্ষয়কারণে রসাদির (রসাদি সপ্তধাতু মূত্র মল ও ত্রিদোষ এই দ্বাদশ পদার্থের) সর্ব্বাকারে (নিঃশেষরূপে) শুদ্ধি (জ্বরোষ্মনিষ্পাদিত নির্ম্মলতা) বা অশুদ্ধি দ্বারা, বাত পিত্ত ও কফবহুল সন্তত জ্বর রোগির জ্বরমুক্তির বা বিনাশের জন্য যথাক্রমে সাত দশ ও দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত অবধি প্রায়ই অপেক্ষা করে, অর্থাৎ বাতভূয়িষ্ঠ সাত দিন পিত্তভূয়িষ্ঠ দশ দিন ও কফভূয়িষ্ঠ সন্ততজ্বর দ্বাদশ দিন কাল প্রতীক্ষা করে। এই সকল মর্য্যাদাদিনের মধ্যে রসাদির শুদ্ধি হইলে রোগী জ্বরমুক্ত হয় এবং রসাদির অশুদ্ধি থাকিলে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। (প্রায় শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কখন ইহার ন্যূনাধিক্যও ঘটিয়া থাকে)। ইহাই অগ্নিবেশের মত। হারীত বলেন—রোগির জ্বরমুক্তির বা বিনাশের জন্য বাতভূয়িষ্ঠ সন্ততজ্বর চতুর্দ্দশ দিন, পিত্তবহুল

সন্তুতজ্বর অষ্টাদশ দিন ও কফবহুল সন্তুতজ্বর দ্বাবিংশদিন পর্য্যন্ত সীমায় অনুগমন করে। ত্রিদোষ মর্য্যাদা জ্বরের ইহাই সাধারণ নিয়ম। উভয়ের মতই সত্য, কারণ প্রত্যক্ষফল। এতদ্‌ভিন্নও জ্বরের অনুবৃত্তিকাল কথিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত রসাদি ধাতু সমূহের মধ্যে কতক শুদ্ধ ও কতক অশুদ্ধ হইলে (যথা রসধাতু শুদ্ধ, রক্তধাতু মলযুক্ত বা রক্তাদি অন্যতম ধাতু অন্নমলযুক্ত রস অশুদ্ধ এইরূপ শুদ্ধির সহিত অশুদ্ধি ঘটিলে) সন্তুতজ্বর দীর্ঘকালও অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে॥ ৬৩—৬৬

সততকাদির বিষমজ্বরসংজ্ঞা নিমিত্ত সামান্য লক্ষণ। রোগকৃশ ব্যক্তি ব্যাধিমুক্ত হইয়াই মিথ্যা আহার বিহারাদি সেবন করিলে তাহার অল্প (হীনবল) কিংবা মহাবল বাতাদি দোষ, রসাদি দূষ্যপদার্থের অন্যতম হইতে (কখন রস হইতে বা রসরক্ত হইতে কিংবা দূষ্য দেশ বা ঋতু হইতে) বল লাভ করিয়া বিষম জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর সবিপক্ষ (সপ্রত্যনীক, অর্থাৎ দূষ্যাত্মনভমের সহিত যুক্ত) ও ক্ষয়বৃদ্ধিভাগী॥ ৬৭

পূর্ব্বোক্ত জ্বরমুক্ত কৃশ ও অনুচিত আহার বিহার সেবী ব্যক্তিদিগের বাতাদ্যন্যতম দোষ স্ব স্ব প্রকোপকালে সপক্ষ রসাদি কোন দূষ্য পদার্থ হইতে বল লাভ করিয়া সন্তাপ উৎপাদন পূর্ব্বক স্বব্যাপারে অর্থাৎ সততাদি বিষমজ্বরোৎপাদনে প্রবর্ত্তিত হয়। পুনশ্চ সেই সততাদি বিষম জ্বরোৎপাদক দোষ বিপক্ষ বলবৎ দূষ্যাদি দ্বারা হীনবল হইয়া স্বব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকে। (যেমন বটাদি বীজ জলাদি সামগ্রী হইতে বল সঞ্চয় করিয়া উপযুক্ত সময়ে অঙ্কুরিত হয় এবং জলাদি সামগ্রী বিরহে ভূমিতেই অবস্থিতি করে ; সেইরূপ এই বিষমজ্বরকর্ত্তা দোষও যখন স্বপক্ষ দূষ্যাদি হইতে বললাভ করে সেই সময় জ্বর উৎপাদন করে এবং যখন বিপক্ষবলে প্রতিহত-শক্তি হয় তখন স্বব্যাপার (জ্বরোৎপাদন) না করিয়া দেহেই লীন হইয়া থাকে)॥ ৬৮

বিষমজ্বরকারী দোষ ক্ষীণ হইলেও সততকাদি জ্বর নিবৃত্ত হয় না, সূক্ষ্মভাবে রসাদিধাতুতে লীন হইয়া থাকে। এই দোষ বিনষ্ট না হইয়া লীন হইয়া থাকে বলিয়াই শরীরে কার্শ্য, বৈবর্ণ্য ও জড়তাদি লক্ষণ উপস্থিত করে॥ ৬৯

এবিষয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে—বিষমজ্বরে বাতাদি দোষপ্রকোপ তুল্য হইলেও রসবাহি-স্রোতঃসমূহের মুখ স্থূল সমীপবর্ত্তী ও বিবৃত হওয়ায় তাহাতে জ্বরোৎপাদক দোষ শীঘ্র প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়, সেই হেতু রসধাতুস্থ সন্তুতজ্বর নিরন্তর হইয়া থাকে, তাহার বিরাম দৃষ্ট হয় না। আর ইহার বিপর্য্যয় হেতু অর্থাৎ রসবাহিস্রোত হইতে রক্তবহ ও মেদোবহ স্রোতঃসকলের মুখ ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী সূক্ষ্ম ও সংবৃত হওয়ায় তাহাতে জ্বরোৎপাদক দোষ বিলম্বে প্রবিষ্ট ও অসম্পূর্ণভাবে শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া সবিচ্ছেদ সততাদি জ্বর উৎপাদন করে। সেইজন্য ইহা অহোরাত্রের মধ্যে দুইবার হয়। মাংসবাহিস্রোতঃ তাহা হইতেও দূরতর ও অতিশয় সংবৃতমুখ বলিয়া দোষ সকল বিলম্বে স্রোতে প্রবিষ্ট হয় এবং সকল দেহে বিলম্বে ব্যাপ্ত হয়, সেইজন্য দোষ অন্যদিনে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর উৎপাদন করে। এই রূপ তৃতীয়ক চতুর্থক জ্বরও অবগত হইবে॥ ৭০

বিষমজ্বরস্বরূপ। বিষমজ্বরের আরম্ভ ক্রিয়া ও কাল বিষম হইয়া থাকে। এই জ্বর দীর্ঘকালানু-বন্ধী হয়। বিষম আরম্ভ যথা—ইহা কখন মস্তক, কখন পৃষ্ঠ, কখন বা জঙ্ঘা হইতে আরম্ভ করিয়া উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এই সকল স্থানে বেদনা জন্মাইয়া প্রবর্ত্তিত হয়। বিষমক্রিয়া যথা—কোন

জ্বর শীতকারক, কোন জ্বর বা দাহকারক। বিষম কাল যথা—কখন পূর্ব্বাহ্নে, কখন মধ্যাহ্নে, কখন অপরাহ্নে, কখন বা নিশীথে সমাগত হয়॥ ৭১

দোষ প্রায়ই রক্তকে আশ্রয় করিয়া সততজ্বর উৎপাদন করে। (প্রায়শব্দগ্রহণে ষড়্-রসাস্রাশ্রয়ত্ব সূচিত হইতেছে। সেই জন্য সকল জ্বরই সর্ব্বধাতুব্যাপী, আধিক্য অনুসারে নাম নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব সন্ততজ্বরে বলা হইয়াছে—ইহা বিশেষরূপে রসাশ্রিত। সততজ্বর সর্ব্বধাতুব্যাপী হইলেও বিশেষভাবে রক্তাশ্রিত।) এই জ্বর অহোরাত্রের মধ্যে দুইবার হয়। অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার কিংবা কদাচিৎ দিনেই দুইবার বা রাত্রিতে দুইবার সমাগত হয়। অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে একবার হইয়া থাকে। দিবসে একবার বা রাত্রিতে একবার হইতে পারে। এই বিষমজ্বরে দোষ সর্ব্বধাত্বাশ্রয় হইলেও বিশেষভাবে মাংসবহা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দোষ বিশেষভাবে মেদোবহা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া তৃতীয়ক বিষমজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর একদিন অন্তর হয়। তৃতীয়ক জ্বর তিন প্রকার; বাতপিত্তাধিক, কফপিত্তাধিক ও বাতকফাধিক। বাতপিত্তাধিক তৃতীয়ক বিষমজ্বর মস্তকে, কফপিত্তাধিক ত্রিক-স্থানে ও বাতকফাধিক তৃতীয়ক জ্বর পৃষ্ঠদেশে ও ত্রিকস্থানে বেদনা জন্মাইয়া উদ্ভূত হয় এবং ক্রমশঃ সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৭২।৭৩

দোষ, মেদ মজ্জা ও অস্থি এই ধাতুত্রয়ের অন্যতম কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া চতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে। অপর আচার্য্যেরা বলেন যে দোষ কেবল মজ্জাধাতুকে আশ্রয় করিলেই চতুর্থক বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বর প্রতি চতুর্থ দিবসে হয় অর্থাৎ প্রথমদিনে জ্বর হইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে জ্বর হয় না, পরে পুনরায় চতুর্থ দিবসে জ্বর হয়। চতুর্থক জ্বর দুই প্রকার প্রভাব দর্শায়। কফোল্বণ চতুর্থক জ্বর প্রথমে জঙ্ঘা ও বাতাধিক চতুর্থক জ্বর প্রথমে মস্তক হইতে আরম্ভ হইয়া পরে অন্য অঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে॥ ৭৪

দোষ, অস্থি ও মজ্জা এই উভয় ধাতুগত হইয়া চতুর্থকবিপর্য্যয় নামক বিষমজ্বর উপস্থিত করে। এই জ্বর সন্নিপাতজ হইলেও বাতোল্বণ পিত্তোল্বণ ও কফোল্বণ ভেদে তিন প্রকার হয়। দ্বিধাতুস্থিত দোষে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই জ্বর উপর্য্যুপরি দুই দিন ব্যাপিয়া হয়, অন্ত্য দিন ত্যাগ করে। (চতুর্থক জ্বরে এক দিন জ্বর হয়, পরে দুই দিন জ্বর হয় না, তৎপরে একদিন হয়। চতুর্থকবিপর্য্যয়ে দুই দিন জ্বর হয় এক দিন হয় না, আবার উপর্য্যুপরি দুই দিন হয়, এই ভেদ।)॥ ৭৫

বিষমজ্বরের উপসংহার। আসন্নব্যাধিকারণ বাতাদি শারীর দোষ সকলের আহারবিহারাদি জাত বলাবল দ্বারা তত্তৎকালে সততকাদি জ্বর উৎপন্ন হয়। তদ্বৎ (অর্থাৎ যেরূপ শারীর দোষের বলাবল দ্বারা সততকাদি জ্বর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ) মানস দোষের ও মানসিক কার্য্যের (কেহ বলেন পুরাকৃত কার্য্যের) বলাবল দ্বারাও সেই সেই সময়ে সততকাদি জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। (ইহা দ্বারা বলা হইল যে, যে যে সময়ে আহারবিহারাদিজাত দোষের বলাবল হয়, মানস দোষের ও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বলাবল হয় সেই সেই সময়ে সততাদি জ্বর হইয়া থাকে।) অপিচ, বাতাদি দোষের, রসাদি দূষ্যের, শিশিরাদি ঋতুর, দিবা ও রাত্রির, প্রকৃতির, মলের এবং শব্দস্পর্শরূপাদি বিষয়ের বলবশতঃ সততকাদি জ্বর সেই সেই বিশিষ্ট কালকে প্রাপ্ত হয়; তাহাতে

কখন সততক, কখন অন্যেদ্যুষ্ক, কখন তৃতীয়ক, কখন বা চতুর্থক হইয়া পরে উক্ত দোষাদির হীন-বলত্বহেতু পুনর্ব্বার তৃতীয়ক অন্যেদ্যুষ্ক বা সততক জ্বরে পরিণত হয়॥ ৭৬।৭৭

জ্বরমুক্তির লক্ষণ। বাতাদি দোষ সমূহ জ্বরমুক্তিকালে প্রচণ্ডপবনোদ্ধূত মহাজলাশয়ের ন্যায় রসাদি ধাতুকে ক্ষোভিত করিয়া পরে বিলীন হয়। সেই জন্য রোগী ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করে, ঘর্ম্মাক্ত হয়, অব্যক্ত শব্দ করে, বমি করে, ভূমি শয্যাদিতে বিলুণ্ঠিত হয়, কম্পিত হয়, অসম্বদ্ধ বাক্য বলে ও কান্তিহীন হয়। তাহার একসময়েই কোন অঙ্গ শীতল ও কোন অঙ্গ উষ্ণ হয়। সে সংজ্ঞাহীন হয় ও সক্রোধবৎ অবলোকন করে এবং আম ও শব্দবিশিষ্ট বেগবৎ দ্রব মল ত্যাগ করে॥ ৭৮।৭৯

বিগতজ্বরলক্ষণ। বিগতজ্বর ব্যক্তির দেহের লঘুতা, ক্লান্তি, মোহ ও তাপের নাশ, মুখে পাক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের পটুতা, অব্যথা, ঘর্ম্মাগম, হাঁচি, মনের প্রকৃতিযোগিতা, অন্নাভিলাষ ও মস্তকে কণ্ডু এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৮০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

(রক্তপিত্ত কাস নিদান।)

অতঃপর আমরা রক্তপিত্ত কাস নিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (জ্বরনিদানের পর রক্তপিত্তনিদান বলা যাইতেছে, কারণ উষ্মা ভিন্ন জ্বর হয় না, পিত্তভিন্ন উষ্মা জন্মে না, সেই জন্যই জ্বরের পর রক্তপিত্ত উক্ত হইল।)॥ ১

অতিশয় উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ, অতিকটু, অতিঅম্ল ও অতিলবণ-ক্ষারাদি বিদাহি দ্রব্য অতিসেবিত এবং তদ্‌যুক্ত কোদ্রব ও উদ্দালক নামক পিত্তকর ধান্যবিশেষের অন্ন অতিসেবিত (চিরদিন সেবিত বা অতিমাত্রায় সেবিত) হইলে দ্রবস্বভাব পিত্ত ও রক্ত কুপিত হয়। পরে সেই দুষ্ট পিত্ত ও রক্ত মিশ্রিত ও তুল্যরূপ (পরস্পর সমবর্ণ) হইয়া সকল শরীরে ব্যাপ্ত হয়। (দ্রবরূপ পিত্তই রক্তপিত্তের কারণ। কঠিনতা প্রাপ্ত পিত্ত রক্তপিত্তের কারণ নহে।)॥ ২।৩

পরে বলা হইয়াছে যে, অধোগং যাপয়েৎ রক্তং, এস্থলে রক্ত না বলিয়া রক্তপিত্ত বলাই উচিত ছিল, এরূপ বাক্য দোষযুক্ত, সেই জন্য বলা হইতেছে—এখানে রক্তশব্দ দ্বারা পিত্তই ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ পিত্ত রক্তেরই বিকৃতি (অর্থাৎ রক্ত হইতে উৎপন্ন), পিত্ত ও রক্তের সংসর্গ (পরস্পর মিশ্রীভাব), পিত্তদ্বারা রক্তের আশু দুষ্টি ও রক্তের দূষণ দ্বারা পিত্তের দুষ্টি এবং রক্তের যাদৃশ গন্ধবর্ণ পিত্তেরও তাদৃশ গন্ধবর্ণ—এই সকল কারণে রক্তশব্দ দ্বারা রক্তপিত্ত ব্যপদেশ হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্ববাক্য নির্দ্দোষ॥ ৪

রক্তস্থান প্লীহা ও যকৃৎ হইতে সেই রক্তাখ্য পিত্ত অর্থাৎ উচ্ছ্রিত রক্ত প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয়। (সেই জন্য শরীরে স্বাভাবিক রক্তের প্রমাণ আট অঞ্জলি হইলেও প্রকোপকালে তাহা আঢ়কাদি প্রমাণ হইয়া থাকে।)॥ ৫

রক্তপিত্তের পূর্ব্বরূপ। শিরোগুরুত্ব, অরুচি, শীতেচ্ছা, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি, অম্লোদগার, বমি, বমনে বীভৎসতা, কাস, শ্বাস, ভ্রম, ক্লান্তি, স্বরভঙ্গ এবং মুখে লৌহ রক্ত ও মৎস্যবৎ আমগন্ধ, নেত্রাদিতে রক্ত হারিদ্র বা হরিতবর্ণতা, নীল লোহিত ও পীতবর্ণের অবিবেচনা এবং স্বপ্নাবস্থায় রক্তবর্ণাকার (বিবিধ প্রকার রক্তবর্ণ মূর্ত্তি) দর্শন, এই সকল লক্ষণ রক্তপিত্ত রোগ হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়॥ ৬—৮

এই রক্তপিত্ত ত্রিবিধ ; ঊর্দ্ধগ, অধোগ ও উভয়মার্গগ। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে নাসিকা চক্ষু কর্ণ ও মুখ দিয়া, অধোগ রক্তপিত্তে লিঙ্গ যোনি ও গুহ্যদ্বার দিয়া এবং উভয় মার্গগ রক্ত পিত্তে নাসামেঢ্রাদি ঊর্দ্ধ অধঃ উভয়মার্গ দ্বারাই রক্ত নির্গত হয়। ইহা অতিকুপিত হইলে সমস্ত রোমকূপ দিয়া রক্ত নির্গত হইয়া থাকে॥ ৯

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সাধ্য ; কারণ কফের আধিক্যে ইহা উৎপন্ন হয়। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তের বিরেচনই প্রধান চিকিৎসা ; যেহেতু বিরেচনই পিত্তের জয়ার্থ প্রধান ঔষধ। আর ইহাতে যে কফ অনুবন্ধী থাকে, বিরেচন দ্বারা তাহারও শোধন হয়। আরও ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তের বহু ঔষধ আছে—মধুর কষায় তিক্ত ঔষধ দ্বারা ইহার শান্তি হয়। স্বরস কল্ক শৃতশীত ও ফাণ্ট কষায় মধুর রস হইলেও ব্যাধিপ্রতিপক্ষতা হেতু বিশুদ্ধ (বাতাদিদ্বারা অদুষ্ট) শ্লেষ্মান্বিত রক্তপিত্তে হিতকর হইয়া থাকে। তিক্তরসান্বিত যে সকল কষায় স্বভাবতঃ কফঘ্ন, তাহারা যে ব্যাধি ও দোষ উভয়প্রতিপক্ষতা হেতু ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তের অথবা ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তান্বিত বিশুদ্ধশ্লেষ্ম ব্যক্তির হিতকর হইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি ? সেই জন্য এই রক্তপিত্ত সাধ্য॥ ১০।১১

অধোগ রক্তপিত্ত যাপ্য ; কারণ বায়ুর আধিক্যে ইহা উৎপন্ন হয়। অধোগ রক্তপিত্তের প্রধান চিকিৎসা বমন, কিন্তু বমন পিত্তনাশার্থ শ্রেষ্ঠ ঔষধ নহে। অধোগ রক্তপিত্তে যে বায়ু অনুবন্ধী থাকে, বমন তাহারও শান্তিকারক নহে। ইহা অল্পৌষধ। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তের যেমন বহু ঔষধ আছে, ইহার সেরূপ অধিক ঔষধ নাই। ইহাতে কেবল মধুর কষায়ই পথ্য, তিক্ত ও কষায় রস বাতপ্রকোপক বলিয়া উপকারী নহে। সেই জন্য অধোগ রক্তপিত্ত যাপ্য॥ ১২।১৩

উভয়মার্গগামী রক্তপিত্ত অসাধ্য। ইহা কফ ও বায়ুর আধিক্যে উৎপন্ন হয়। ইহার প্রতিলোম করা অসাধ্য বলিয়া অর্থাৎ ঊর্দ্ধমার্গের প্রতিলোম অধোমার্গ এবং অধোমার্গের প্রতিলোম ঊর্দ্ধমার্গ, সুতরাং এক কালে উভয়মার্গের প্রতিলোম অসম্ভব বলিয়া আর এতদ্‌যোগ্য ঔষধও অল্প বলিয়া উভয়মার্গগামী রক্তপিত্ত অসাধ্য॥ ১৪

উভয়মার্গগামী রক্তপিত্তে প্রতিলোমগশোধন ঔষধ কিছু নাই। অথচ রক্তপিত্তে প্রতিলোমগ শোধনই (ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে বিরেচন শোধন এবং অধোগ রক্তপিত্তে বমন শোধন) প্রধান ঔষধ। উভয়মার্গগামী রক্তপিত্তে বিরেচন দিলে অধোগ রক্তপিত্তের এবং বমন দিলে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই জন্য ঔষধের অভাব বলিয়াই উভয়মার্গগামী রক্তপিত্ত অসাধ্য॥ ১৫

এস্থলে আশঙ্কা করিতেছেন যে, উভয়মার্গগামী রক্তপিত্তে ঔষধের অভাব একথা বলা হইল কেন ? ইহাতে সংশোধনরূপ ঔষধ না থাকিতে পারে, কিন্তু শমনরূপ ঔষধ ত আছে, তাহা দ্বারা ত এই পীড়ায় শান্তি হইতে পারে ? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, এই রক্তপিত্তের শমন ঔষধও কিছু নাই। কারণ ত্রিদোষজ রোগে ত্রিদোষনাশক শমনই হিতকর। ত্রিদোষঘ্ন শমন

সন্তর্পণ ও অপতর্পণ ভেদে দুই প্রকার। যদি অধোগ রক্তপিত্তের দোষ লক্ষ্য করিয়া বায়ুনাশার্থ সন্তর্পণ (তৃপ্তিভোজনাদি বৃংহণ শমন) প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তকারী শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং যদি ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তের দোষ কফনাশার্থ অপতর্পণ শমন প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে অধোগ রক্তপিত্তকারী বায়ুর বৃদ্ধি হইবে। নৃসিংহমূর্ত্তিবৎ উভয়াত্মক এমন কোন একটী শমন ঔষধ নাই, যাহা প্রয়োগ করিলে উভয়মার্গগ রক্তপিত্তের শান্তি হইতে পারে.; অতএব উভয়ায়ন রক্তপিত্ত অসাধ্য॥ ১৬

শিরাব্যধবিধিতে বাতাদিদুষ্ট রক্তের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, রক্তপিত্ত রোগেও সেই রূপ লক্ষণ দ্বারা (যেমন বাতদুষ্ট রক্ত শ্যাবারুণ বর্ণ রুক্ষ ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা) বাতাদি দোষের অনুবন্ধ লক্ষ্য করিবে। বিকৃতিবিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে রক্তপিত্তের উপদ্রব সকল অবগত হইবে। উপদ্রব সমূহের মধ্যে কাসই প্রবল এবং শীঘ্র মারক, সেই জন্য প্রথমে কাসেরই নিদানাদি বর্ণন করিব॥ ১৭

কাস রোগ পাঁচ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, উরঃক্ষতজ ও ক্ষয়জ। সমস্ত কাসই অচিকিৎসিত হইলে উত্তরোত্তর ক্রমশঃ বলবান্ হইয়া ক্ষয়রোগে পরিণত হয়॥ ১৮।১৯

কাস রোগের পূর্ব্বরূপ। কাস রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কণ্ঠে কণ্ডু, অরুচি এবং কণ্ঠদেশ শূকাপ্ত (গলার যবাদি শোঁয়া আট্‌কান) বলিয়া বোধ হয়।

কাসরোগের সম্প্রাপ্তি। কাস রোগে বায়ু অধঃপ্রতিহত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, তৎপরে হৃদয়ে ক্রমে কণ্ঠে সংসক্ত হইয়া মস্তকের স্রোতঃসকলকে পূর্ণ করে; তদনন্তর অঙ্গ সকলকে যেন উৎক্ষিপ্ত, চক্ষুর্দ্বয়কে যেন নিঃক্ষিপ্ত এবং পৃষ্ঠ পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থলকে পীড়িত করিতে করিতে ভগ্ন কাংস্য পাত্রশব্দসদৃশ শব্দ বিশিষ্ট হইয়া মুখ দিয়া নির্গত হয়॥ ২০।২১

কাসের সংপ্রাপ্তি একরূপ হইলেও কাসের রুজা ও ধ্বনি অনেক প্রকার কেন হয়, তাহা কথিত হইতেছে—নিদানবিশেষে কাসোৎপাদক বেগবান্ বায়ুরও প্রতিঘাত-বিশেষ হইয়া থাকে, সেই জন্য কাসরোগে বেদনা ও শব্দ ভিন্ন প্রকার হয়॥ ২২

বাতজকাসের নিদানাদি। অতিশয় বাতপ্রকোপক হেতু সেবনে বায়ু কুপিত হইয়া বক্ষঃস্থল কণ্ঠদেশ ও মুখের শুষ্কতা, হৃদয় পার্শ্বদ্বয় বক্ষঃস্থল ও মস্তকে শূলবৎ বেদনা এবং মোহ, ক্ষোভ ও স্বরভেদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত করে। ইহাতে মহাবেগ রুজা ও শব্দবিশিষ্ট শুষ্ককাস হয়। রোগী অতিকষ্টে শুষ্ককফ নিষ্ঠীবন করিয়া অল্পক্ষণের জন্য সুস্থতা লাভ করে। কাসের সময় রোমাঞ্চ হয়॥ ২৩।২৪

পিত্তজকাস লক্ষণ। পিত্তজকাসে চক্ষু ও কফের পীতবর্ণতা, মুখের তিক্ততা, জ্বর, ভ্রম, পিত্ত ও রক্তের বমন, তৃষ্ণা, স্বরভেদ, ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি, মত্ততা এবং নিরন্তর কাসবেগ হেতু তারকাদি জ্যোতিষ্ক বস্তুর দর্শনের ন্যায় প্রতীতি (চক্ষুতে জোনাকী পোকা দেখার ন্যায়) এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়॥ ২৫।২৬

কফজকাস লক্ষণ। কফজ কাসে বক্ষঃস্থলে অল্প বেদনা, মস্তক ও হৃদয় স্তিমিত ও গুরু, কণ্ঠদেশে শ্লেষ্মলিপ্ততা, অবসাদ, পীনস, বমি, অরুচি, লোমহর্ষ এবং ঘন স্নিগ্ধ ও শ্বেতবর্ণ কফপ্রবর্ত্তন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ২৭

ক্ষতজকাস লক্ষণ। অযথাবলে (শারীর শক্তিকে অতিক্রম করিয়া) আচরিত বাহু যুদ্ধ এবং কঠিন ধনুরাকর্ষণ, হস্ত্যশ্বাদিতে গমন, উচ্চ ভাষণ, গুরুভার বহন, বেগবতী নদীতে স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ ইত্যাদি সাহসিক কার্য্য দ্বারা বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে ক্ষত হইলে কুপিত বলী বায়ু পিত্তানুগত হইয়া রক্তদূষণ কাস উৎপাদন করে। ইহাতে রক্তমিশ্রিত পীত বা শ্যাববর্ণ গ্রথিত (গাট্ গাট্) পূতিগন্ধি ও বহু কফ নিষ্ঠীবন করে। ক্ষতজ কাসে কণ্ঠস্থলে বেদনা, বক্ষঃস্থলে দ্বিধা বিদীর্ণবৎ ব্যথা, তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ যাতনা ও শূলনিখাতবৎ অতীব যন্ত্রণা হয়। ইহাতে পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, স্বরভেদ, কম্প, পার্শ্বশূল ও কাসিবার সময় পারাবতের ধ্বনির ন্যায় অব্যক্ত শব্দ নির্গত হয়। ক্রমশঃ রোগির বীর্য্য রুচি পরিপাকশক্তি বল ও বর্ণ (পাঠান্তরে—ওজঃ) নষ্ট হয়। রোগী অতিরিক্ত ক্ষীণ হইলে প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হয় এবং পৃষ্ঠে ও কোমরে বেদনা হইয়া থাকে ॥ ২৮—৩২

ক্ষয়জকাস লক্ষণ। যক্ষ্মরোগের কারণ সাহসাদির আচরণ হেতু রাজযক্ষ্মরোগির কুপিত বাতপ্রধান দোষ সকল কাস উৎপাদন করে। ইহাতে পূতি-পূযসদৃশ আমগন্ধি পীতবর্ণ হরিত বা লোহিত বর্ণ কফ নির্গত হয়। রোগির এইরূপ যন্ত্রণা বোধ হয় যেন পার্শ্বদ্বয় স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত এবং হৃদয় যেন স্থানভ্রষ্ট হইতেছে। ক্ষয়জকাসির অকস্মাৎ (কারণ বিনা) কখন উষ্ণাভিলাষ কখন বা শীতাভিলাষ হয়। রোগী বহুভোজী ও দুর্ব্বল হয়। ইহার মুখ স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন, দর্শন ও নেত্র শ্রীমান্ এবং তৎপরে পীনস্থাদি সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়লক্ষণ প্রকাশিত হয়॥ ৩৩—৩৫

এইরূপ ক্ষয়জকাস ও ক্ষতজকাস ক্ষীণব্যক্তিদের শরীর নষ্ট করে, কিন্তু বলবান্ রোগির উহারা যাপ্য হইতে পারে, (বা মারক হইতেও পারে)। তবে যদি এই কাসদ্বয় নবোত্থিত হয় এবং যদি সৌভাগ্যবশতঃ রোগির চিকিৎসকাদি চতুষ্পাদসম্পত্তির প্রয়োগ ঘটে, তাহা হইলে বলবান্ রোগির ইহারা সাধ্যও হইতে পারে। কেবল যে অসাধ্য বা যাপ্য হয়, তাহা নহে।

কাসের সাধ্য যাপ্য বিভাগ। বাতজ পিত্তজ ও কফজ কাস সাধ্য। সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বদোষজ কাস এবং বার্দ্ধক্যজনিত কাস যাপ্য। (বাতাদি একদোষজ কাস সাধ্য হইলেও বৃদ্ধ বয়সে ইহা যাপ্য হইয়া থাকে)॥ ৩৬।৩৭

কাসরোগ উপেক্ষিত অর্থাৎ অচিকিৎসিত হইলে ইহা হইতে শ্বাস, ক্ষয়, বমি ও স্বরভেদ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, অতএব শীঘ্র ইহার চিকিৎসা করিবে॥ ৩৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে রক্তপিত্ত কাসনামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত:

চতুর্থ অধ্যায়।

(শ্বাস হিক্কা-নিদান।)

অতঃপর আমরা শ্বাস-হিক্কানিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥১

শ্বাসের নিদানাদি। কাসরোগের বৃদ্ধি, পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত (সর্ব্বরোগনিদানাধ্যায়োক্ত) দোষ-কোপন, কটুতিক্তাদি দ্রব্য সেবন, আমাতিসার, বমি, বিষদোষ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, নাকে মুখে ধূলি বা ধূমের প্রবেশ, প্রবল বায়ু সেবন, মর্ম্মস্থানে আঘাতপ্রাপ্তি, অতি হিমজল ব্যবহার এই সকল কারণে পাঁচ প্রকার শ্বাস জন্মে। তদ্‌যথা—ক্ষুদ্রশ্বাস, তমকশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, মহাশ্বাস ও উর্দ্ধশ্বাস ॥ ২।৩

পঞ্চবিধ শ্বাসের সম্প্রাপ্তি। সকল দেহ ব্যাপী:কুপিত বায়ু, কফ দ্বারা রুদ্ধমার্গ হইয়া প্রাণবায়ু-বাহী, উদকবাহী ও অন্নবাহী স্রোতঃ সকলকে দূষিত করিয়া, বক্ষঃস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক আমাশয়-সমুদ্ভব শ্বাসরোগ উৎপাদন করে ॥ ৪

শ্বাসের পূর্ব্বরূপ। শ্বাসরোগ হইবার পূর্ব্বে হৃদয় ও পার্শ্বে বেদনা, প্রাণবায়ুর প্রতিলোমতা, আনাহ ও শঙ্খদেশে ভেদবৎ ব্যথা হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্রশ্বাস। ব্যায়ামাদি পরিশ্রম ও অতি ভোজন দ্বারা বায়ু কুপিত ও (উন্মার্গগামী) হইয়া ক্ষুদ্রশ্বাস উৎপাদন করে। এই শ্বাস বিনা চিকিৎসায় কিছুক্ষণ পরে স্বয়ংই প্রশমিত হয় ॥ ৫

তমকশ্বাস। কুপিত বায়ু বিলোমভাবে শিরাস্রোতঃ সমূহে গমনপূর্ব্বক কফকে উর্দ্ধে প্রেরিত, মস্তক ও গ্রীবাকে ব্যথিত, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্বদ্বয়কে নির্মথিত (পীড়িত) করিয়া তীব্রবেগান্বিত প্রাণোপতাপী শ্বাস উৎপাদন করে। ইহাতে কাস, কণ্ঠে ঘুর্ঘুর শব্দ, মোহ, অরুচি, পীনস ও পিপাসা জন্মে। এই তমকশ্বাসের বেগে রোগী কফরুদ্ধমার্গ হেতু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কাসিতে কাসিতে কফ নির্গত হইলে ক্ষণকাল সুখলাভ করে। শয়ন করিলে কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে, উপবেশন করিলে স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়। ইহাতে উর্দ্ধদৃষ্টি, ললাট স্বেদার্ত্ত, অতিশয় যন্ত্রণা, মুখ শুষ্ক, মুহুর্ম্মুহুঃ শ্বাস, উষ্ণদ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা ও কম্প হয়। এই তমকশ্বাস মেঘ, বৃষ্টি, শীতকাল, পূর্ব্ববায়ু ও গুড়াদি শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তমকশ্বাস যাপ্য, তবে বলবান্ ব্যক্তির নূতন উৎপন্ন তমকশ্বাস সাধ্য হইয়া থাকে ॥ ৬—১০

প্রতমক শ্বাস। উক্ত তমকশ্বাস যদি জ্বর ও মূর্চ্ছা যুক্ত হয়, আর যদি শীতবীর্য্য আহার ও ঔষধাদি দ্বারা পীড়ার বৃদ্ধি না হইয়া শান্তি হয়, তাহা হইলে ইহাকে প্রতমক শ্বাস কহে। ইহা তমকশ্বাসেরই প্রকারান্তর জানিবে ॥ ১১

ছিন্নশ্বাস। ছিন্নশ্বাস বিচ্ছিন্নভাবে হয়, নিরন্তর শ্বাস বেগ থাকে না। ইহাতে মর্ম্মস্থানে ছেদনবৎ পীড়া, স্বেদ, মূর্চ্ছা, আনাহ (আধ্মান), বস্তিদাহ, বস্তিনিরোধ, অধোদৃষ্টি, নেত্রচাঞ্চল্য, মোহ, একচক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখের শুষ্কতা, প্রলাপ, ক্লান্তচিত্ততা, কান্তিনাশ ও সংজ্ঞাহীনতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥ ১২।১৩

মহাশ্বাস। মহাশ্বাসে আক্রান্ত ব্যক্তি অতি ক্লান্ত হইয়া, সংরুদ্ধ মত্ত বৃষভের ন্যায় মহাশব্দে শ্বাস ত্যাগ করে এবং আর্ত্তনাদ করে। ইহাতে কুপিত বায়ু উর্দ্ধগামী হয়। এই রোগে জ্ঞান ও

বিজ্ঞান নষ্ট, নেত্রদ্বয় চঞ্চল, মুখ মলিন, বক্ষঃ আক্ষেপযুক্ত, কণ্ঠ শুষ্ক, বাক্য বিশীর্ণ, মুহুর্ম্মুহুঃ মূর্চ্ছা, মলমূত্র বিবদ্ধ এবং কর্ণ শঙ্খদেশ ও মস্তক অত্যন্ত বেদনা যুক্ত হয় ॥ ১৪।১৫

উর্দ্ধশ্বাস। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যেরূপে দীর্ঘ উর্দ্ধশ্বাস গ্রহণ করে, সেরূপ বেগে অধঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না। (অন্যশ্বাসে যেমন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় তাহা টানিয়া লইতে পারে, উর্দ্ধশ্বাসে সেরূপ পারে না।) ইহাতে রোগির মুখ ও স্রোতঃ সকল শ্লেষ্মদ্বারা আবৃত হয়। উর্দ্ধশ্বাসে রোগী কুপিত বায়ু দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে, উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ভ্রান্তভাবে অবলোকন করে এবং মর্ম্মসমূহে ছেদনবৎ ব্যথা বোধ করে। তাহার বাক্য রুদ্ধ হয় (বাক্য অভ্যন্তরগত হয়, কথা হাঁড়িতে পড়ে) ॥ ১৬।১৭

এই তমকাদি পঞ্চবিধ শ্বাস অস্ফুটলক্ষণান্বিত হইলে চিকিৎসা দ্বারা সাধ্য হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যক্তলক্ষণ হইলে নিশ্চিত প্রাণনাশক হইয়া থাকে ॥ ১৮

হিক্কাস্বরূপ। হিক্কারোগের নিদান পূর্ব্বরূপ সংখ্যা প্রকৃতি ও আশ্রয়স্থান, শ্বাসরোগের নিদানাদির তুল্য জানিবে। হিক্কা পাঁচ প্রকার যথা—ভক্তোদ্ভবা (অন্নজা), ক্ষুদ্রা, যমলা, মহতী ও গম্ভীরা।

অন্নজা হিক্কা। রুক্ষ তীক্ষ্ণ খর ও অসাত্ম্য অন্নপান, সত্বরতাসহ অযুক্তিপূর্ব্বক (যথেচ্ছভাবে) ভোজন করিলে, বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বেদনারহিত, অল্পবেগবিশিষ্ট, ক্ষুতানুগত (হাঁচিযুক্ত) যে হিক্কা উৎপাদন করে তাহাকে অন্নজা হিক্কা কহে। এই অন্নজা হিক্কা সাত্ম্য অন্নপান সেবন দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯—২১

ক্ষুদ্রা হিক্কা। ব্যায়ামাদি হেতু বায়ু স্বল্পপ্রকুপিত হইয়া ক্ষুদ্রা হিক্কা প্রবর্ত্তিত করে। ইহা জত্রুমূল হইতে প্রবৃত্ত হয়, সেইজন্য অল্পবেগবিশিষ্ট ও মৃদু (অনতিরুজাকর) হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রা হিক্কা পরিশ্রম করিলে বাড়ে এবং ভুক্তমাত্রে মৃদুতা প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

যমলা হিক্কা। যে হিক্কা আহারের পরিণামোন্মুখে বা পরিপাকান্তে মস্তক ও গ্রীবাকে কম্পিত করিয়া বিলম্বে যমল বেগে (জোড়া জোড়া) প্রবর্ত্তিত হয়, যাহাতে উদরাধ্মান, অতি তৃষ্ণা, প্রলাপ, বমি, অতিসার, নেত্রচাঞ্চল্য ও জৃম্ভা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে যমলা হিক্কা কহে। যমলা হিক্কা বেগিনী ও পরিণামবতী এই নামে অভিহিত হয় ॥ ২৩।২৪

মহাহিক্কা। যে হিক্কা ভ্রূদ্বয় ও শঙ্খদ্বয়কে স্তব্ধ, নেত্রদ্বয়কে সজল ও চঞ্চল, দেহ ও বাক্যকে স্তব্ধ (নিশ্চল), স্মৃতি ও সংজ্ঞাকে বিনষ্ট, অন্নের পথকে রুদ্ধ, হৃদয়াদি মর্ম্মকে ঘট্টিত, পৃষ্ঠদেশকে নমিত ও শরীরকে শুষ্ক করিয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মহাহিক্কা বলে। এই হিক্কা মহামূল (উৎপত্তিকারণ মহৎ), মহাশব্দ, মহাবেগবিশিষ্ট ও মহাবলবান্। এই সকল বিশেষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মহাহিক্কা শীঘ্র প্রাণহারিণী ॥ ২৫।২৬

গম্ভীরা হিক্কা। যে হিক্কা পক্বাশয় বা নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ববৎ (মহাহিক্কার ন্যায় ভ্রূশঙ্খদ্বয়কে স্তব্ধ এবং নেত্রদ্বয়কে সজল ও চঞ্চল করে ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্টা হইয়া) প্রবৃত্ত ও মহাহিক্কার ন্যায় লক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায় এবং যাহাতে বারংবার জৃম্ভা ও অঙ্গপ্রসারণ এই অধিক লক্ষণদ্বয় লক্ষিত হয়, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহে। ইহাতে গম্ভীর অনুনাদ অর্থাৎ ঘণ্টাদির শব্দের ন্যায় অনুধ্বনিবিশিষ্ট (রেশযুক্ত) গম্ভীর শব্দ হয় বলিয়া ইহা গম্ভীরা নামে প্রসিদ্ধ ॥

সাধ্যাসাধ্যত্ব। এই পাঁচ প্রকার হিক্কার মধ্যে প্রথম দুই প্রকার হিক্কা (ভক্তোদ্ভবা ও ক্ষুদ্রা)

সাধ্য। শেষোক্ত হিক্কাদ্বয় (গম্ভীরা ও মহতী) অসাধ্য। সর্ব্বলক্ষণান্বিত যমলা হিক্কাও অসাধ্য। কেবল যে এই সকল হিক্কা অসাধ্য বলিয়া বর্জ্জনীয় তাহা নহে; বৃদ্ধ ব্যক্তির, অতিমৈথুনকারির, ব্যাধি দ্বারা ক্ষীণ দেহ ও অন্নে অরুচিহেতু (খাইতে পারে না বলিয়া) কৃশ ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার হিক্কা এবং দীর্ঘকালজাত হিক্কাও অসাধ্য॥ ২৭—২৯

অন্যরোগ অপেক্ষা হিক্কা ও শ্বাসরোগের প্রাধান্য বর্ণিত হইতেছে—সকল রোগই প্রাণনাশ করিতে পারে বটে, কিন্তু হিক্কা ও শ্বাস যেমন শীঘ্র প্রাণ নষ্ট করে অন্যরোগ সেরূপ নহে। এই হেতু এবং হিক্কা ও শ্বাস মরণকালে রোগির শরীরে অবশ্য বসতি করে বলিয়া ইহাদের চিকিৎসায় সত্বর যত্ন করিবে॥ ৩০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে শ্বাসহিক্কা নিদান নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

(রাজযক্ষ্মাদি-নিদান।)

অতঃপর আমরা রাজযক্ষ্মাদি নিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

রোগসমূহের রাজা বলিয়া এই রোগ রাজযক্ষ্মা নামে অভিহিত হয়। রাজা যেমন অগ্রপশ্চাৎ বহুলোক কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হন, সেইরূপ রাজযক্ষ্মাও জ্বর অতীসার প্রভৃতি বহুরোগে পরিবৃত হইয়া থাকে। ইহা গুল্মাতিসার প্রভৃতি রোগসমূহের মধ্যে প্রধান। রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়, শোষ ও রোগরাজ এই চারিটী ইহার পর্য্যায়॥ ২

রাজযক্ষ্মাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র ও ব্রাহ্মণগণের রাজা চন্দ্রের এই রোগ পূর্ব্বে হইয়াছিল। শুনা যায় পুরাকালে চন্দ্র রোহিণীতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া অন্যান্য পত্নীগণের নিকট গমন করিতেন না। স্নেহপরায়ণ প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া চন্দ্রের নিকট গমন করিলে তিনি মিথ্যাবাক্যে শ্বশুর দক্ষকে বঞ্চিত করেন, তাহাতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করায় চন্দ্রের ক্ষয় রোগ উৎপন্ন হয়। রাজার (চন্দ্রের) যক্ষ্মা (রোগ) বলিয়া ইহাকে রাজযক্ষ্মা বলে। রোগসমূহের রাজা বলিয়াও ইহাকে রাজযক্ষ্মা বলে। দেহ ও ঔষধের ক্ষয়কারী এবং দেহ ও ঔষধের ক্ষয় হইতে ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহা ক্ষয় নামে অভিহিত হয়। (ইহাতে এই ব্যাধি দীর্ঘকালস্থায়ী হয় এবং প্রশমিত হয় না তাহা বলা হইল। এই রোগে দেহ ক্ষীণ হয় ঔষধের শক্তিও নষ্ট হয় কিন্তু ব্যাধি নষ্ট হয় না। দেহৌষধক্ষয় হইতে জন্ম বলিয়া ইহা ক্ষয় রোগ নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ অন্য যে রোগ দেহৌষধক্ষয়কারী তাহাও ক্ষয়রোগের কারণ, অর্থাৎ তাহা হইতে ক্ষয় রোগ জন্মে)। রসরক্তাদি ধাতুর শোষক বলিয়া এই রোগকে শোষ বলে। বহুরোগের মধ্যে ইহা প্রধানরূপে বিরাজ করে বলিয়া রোগরাজ নামে উক্ত হইয়া থাকে॥৩।৪

নিদান। যক্ষ্মারোগের নিদান চারিটী; যথা—সাহস (শরীরের ও বাক্যের অযথাবলে প্রবৃত্তি), বেগরোধ (লজ্জাবশতঃ বাতমলমূত্রাদির উপস্থিত বেগধারণ করা), শুক্র ওজঃ ও স্নেহ পদার্থের

নাশ এবং অন্নপানবিধিত্যাগ (শাস্ত্রোক্তনিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অন্নপান সেবন)। ইহাদের প্রকারভেদে বাহুল্য থাকিলেও সে সকল এই নিদান চতুষ্টয়েরই অন্তর্ভুক্ত থাকে ॥ ৫

সাহসাদি নিদান চতুষ্টয়ে উদীর্ণ-বেগ বায়ু, পিত্তকে স্বস্থান হইতে প্রচ্যাবিত ও কফকে সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করিয়া শরীর সন্ধিসমূহের (দুইশত দশটী সন্ধি, আত্রেয় মতে দুই সহস্র সন্ধি) অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই সকল সন্ধিকে ও সকল শরীরগত শিরাসমূহকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়া, অন্য স্রোতঃসমূহের মুখ রোধ বা কদাচিৎ অতিবিবৃত করিয়া ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাবে প্রসর্পণপূর্ব্বক যথাযথভাবে রোগ উৎপাদন করে। বায়ু ঊর্দ্ধে প্রসর্পিত হইয়া পীনসাদি রোগ, অধোভাগে বিসর্পিত হইয়া মলভেদ বা মলশুষ্কতা রোগ এবং তির্য্যগ্‌ভাবে গমন করিয়া পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি রোগ জন্মাইয়া থাকে ॥ ৬।৭

পূর্ব্বরূপ। প্রতিশ্যায়, অত্যন্ত হাঁচি, প্রসেক (মুখনাসাদি হইতে জলস্রাব), মুখের মধুরতা, অগ্নিমান্দ্য, দেহের অবসাদ (নির্বলতা), বিশুদ্ধ স্থালী পাত্র ও অন্নপানাদিতে অশুচিদর্শন (এ সময়ে পুরুষের একটা মিথ্যাজ্ঞান জন্মে), অন্নপানে প্রায়ই মক্ষিকা তৃণ ও কেশাদির পতন, হৃল্লাস (বমনভাব), বমি, অরুচি, যথাবিধি আহার করিলেও বলক্ষয়, বারংবার নিজের হস্তদর্শন, পদদ্বয়ে ও মুখে শোথ, চক্ষুর্দ্বয়ের অতিশুক্লতা, বাহুর প্রমাণ জিজ্ঞাসা (আমার বাহু কত বড় তাহা লোককে জিজ্ঞাসা করা), শোভন শরীরেও বীভৎসদর্শন, স্ত্রী মদ্য ও মাংস প্রিয়তা, ঘৃণিত্ব, বস্ত্রাদি দ্বারা মস্তকে অবগুণ্ঠন, নখ ও কেশাদির বৃদ্ধি এবং স্বপ্নাবস্থায় পতঙ্গ কৃকলাস সর্প কপি শ্বাপদ ও পক্ষি কর্ত্তৃক পরাভব, কেশ অস্থি তুষভস্ম প্রভৃতির রাশিতে আরোহণ, শূন্যগ্রাম শূন্য দেশ ও শুষ্ক জলাশয় দর্শন, জ্যোতিঃপদার্থ ও গিরির পতন এবং প্রজ্বলিত বৃক্ষ সমূহের দর্শন এইগুলি রাজযক্ষ্মা রোগের পূর্ব্বলক্ষণ ॥ ৮—১৩

একাদশ লক্ষণ। পীনস, শ্বাস, কাস, স্কন্ধে ও মস্তকে বেদনা, স্বরভেদ ও অরুচি, এইগুলি ঊর্দ্ধগত দোষে, কখন মলভেদ কখন মল শোষ এই দুইটী অধোগত দোষে, বমি কোষ্ঠস্থ দোষে, পার্শ্ববেদনা তির্য্যগ্‌গত দোষে ও জ্বর সন্ধিগত দোষে—সমুদায়ে এই একাদশটী লক্ষণ যক্ষ্মরোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪।১৫

উপদ্রব। কণ্ঠোধ্বংস (গলা খুস্ খুস্ করা), হৃদয়ে বেদনা, জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, নিষ্ঠীবন, অগ্নিমান্দ্য ও মুখে দুর্গন্ধ এইগুলি যক্ষ্মির উপদ্রব ॥ ১৬

দোষভেদে লক্ষণ। যক্ষ্মরোগে বায়ুজন্য শিরঃশূল, পার্শ্ববেদনা, অংসদেশে ব্যথা, অঙ্গমর্দ্দ, কণ্ঠোধ্বংস (উৎকাসি) ও স্বরভেদ ; পিত্তজন্য হস্ত পাদ ও স্কন্ধে দাহ, অতিসার, রক্তবমি, মুখদুর্গন্ধ জ্বর ও মদ (মত্ততাবৎ প্রতীতি) ; কফজন্য অরুচি, বমি, কাস, মস্তক ও অঙ্গের গৌরব, প্রসেক, পীনস, শ্বাস, স্বরসাদ ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয় ॥ ১৭।১৮

যক্ষ্মরোগী মাংসাদি সেবন করিলেও তাহার ধাতুপুষ্টি না হইয়া কেন ধাতুক্ষয় হয়, সে বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। শ্লেষ্মপ্রধান অতএব শ্লেষ্মলেপযুক্ত বাতাদি দোষসমূহ কর্ত্তৃক স্রোতোমুখ রুদ্ধ হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য হেতু ধাতুর উষ্মা অতিশয় অল্প হইলে রস স্বস্থানে বিদহ্যমান হইয়া (অর্থাৎ পিত্তকারিণী মধ্যম পাকাবস্থাকে প্রাপ্ত না হওয়ায় সম্যক্ রক্তত্বে পরিণত না হইয়া) কণ্ঠোধ্বংসাদি উপদ্রব সকল আনয়ন করে এবং বিদগ্ধত্ব হেতু অন্নভাগ রক্তরূপে পরিণত হইয়া

অধিকাংশ মুখাদি পথ দ্বারা নির্গত হইয়া যায়, সেই হেতু মাংস প্রভৃতি ধাতুর পুষ্টি করিতে পারে না। অপর কারণ এই যে, জাঠরাগ্নি কর্ত্তৃকই কোষ্ঠে অন্ন পরিপাক হয় (ধাত্বগ্নি কর্ত্তৃক ধাতুতে পরিপাক হয় না।), সেইজন্য পূর্ব্বোক্তকারণে প্রায় মূত্রপুরীষাদি মলেরই আধিক্য হয়, অন্য ধাতুর সেরূপ পুষ্টি হইতে পারে না। ন্যায় প্রদর্শিত হইতেছে—নূতন মৃৎকলসে জল রক্ষিত হইলে তাহা যেমন ক্ষরিত হয়, সেইরূপ অন্নরস সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহে গমন করিয়া ধাতু সকলের রক্ষা মাত্র করে, পুষ্টি করিতে পারে না। সেই জন্য ক্ষয়ী কিছু দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে॥ ১৯—২১

ক্ষয়ি-ব্যক্তির রস (অন্নরস বা ধাতুরস) নিকটবর্ত্তী ধাতু রক্তকেই পুষ্ট করিতে পারে না, বিপ্রকৃষ্ট ধাতু মাংসকে কিরূপে পুষ্ট করিবে ?॥ ২২

এস্থলে কথা হইতেছে যে, যদি রস হইতে রক্ত মাংস না হয়, তবে রোগী কিরূপে বাঁচিয়া থাকে ? তজ্জন্য বলা হইতেছে যে, যক্ষ্মী মলের দ্বারা উপস্তব্ধ (কৃতাশ্রয়) হইয়া বাঁচিয়া থাকে। (আর পূর্ব্বোক্ত ন্যায় অনুসারে ক্ষরণধর্ম্মী রসের দ্বারা ধাতুসমূহের কিঞ্চিৎ আপ্যায়ন হয় বলিয়াও বাঁচে।)॥ ২৩

সাধ্যাসাধ্য নিরূপণ। ক্ষয়ীব্যক্তি বলমাংসক্ষীণ এবং ব্যাধি ও ঔষধের বল সহনে অক্ষম হইলে পীনসাদি লক্ষণের অল্পতা সত্বেও তাহাকে বর্জ্জন করিবে। আর ইহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ রোগী বলমাংসযুক্ত এবং ব্যাধির ও ঔষধের বলসহ হইলে পীনসাদি সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও চিকিৎসা করিবে। (দুই চারিটী লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ত অবশ্য চিকিৎসা করিবে।)॥ ২৪

স্বরভেদ নিদান।

অতঃপর ব্যাধির উপদ্রবভূত স্বরভেদাদি পাঁচটীরোগের নিদান কথিত হইতেছে। স্বরভেদ ছয় প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, ক্ষয়জ ও মেদোজ। তন্মধ্যে বাতজ স্বরভেদে স্বর ক্ষীণ, রুক্ষ ও চঞ্চল (তাড়াতাড়ি বা তড়্বড়ে) হয়, ইহাতে গলদেশ শূকব্যাপ্ত (ধান্যাদির শুঁয়াদ্বারা পূর্ণ) বলিয়া বোধ হয়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য সেবনে ইহার উপশয় (আরাম) হয়। পিত্তজন্য স্বরভেদে তালু ও গলদেশে দাহ ও শোষ এবং রোগী বাক্যকথনে অসমর্থ হয় (নাকমুখ দিয়া ধূম নির্গমবৎ বোধ হয়।) কফজ স্বরভেদে গলদেশ কফলিপ্তবৎ প্রতীত ও খুরখুর শব্দবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে স্বর অতীব ক্ষীণ (উচ্চৈঃস্বরে বলিলেও শুনা বা বুঝা যায়না) ও বিবদ্ধ (কথা বলিতে বলিতে আটকাইয়া যাওয়া) হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ স্বরভেদে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি স্বরভেদোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ক্ষয়জন্য স্বরভেদে স্বর বিধ্বস্ত হইয়া থাকে এবং মুখনাসাদি হইতে অত্যন্ত ধূমনির্গমবৎ বোধ হয়। মেদোজ স্বরভেদে শ্লেষ্মজন্য স্বরভেদের লক্ষণ লক্ষিত হয় এবং রোগির কথিতবাক্য অতিকষ্টে বোধগম্য হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ ও মেদোজ স্বরভেদ অসাধ্য। একদোষজ ও ক্ষয়জ স্বরভেদ সাধ্য॥ ২৫—২৮

অরোচক নিদান।

জিহ্বা ও হৃদয়সংশ্রিত বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষে তিন প্রকার, সন্নিপাতজ এক প্রকার ও মনঃসন্তাপজ (ক্রোধশোকাদি বহুবিধকারণজাত) আগন্তু এক প্রকার ; সমুদায়ে অরোচক পাঁচ প্রকার। মুখ বাতজ অরোচকে কষায়, পিত্তজ অরোচকে তিক্ত এবং কফজ অরোচকে মধুর

রস এবং ত্রিদোষজ অরোচকে বিরস হইয়া থাকে। শোক ভয় লোভ কাম ক্রোধ ঈর্ষ্যাদি-সন্তপ্তমনঃসমুত্থিত আগন্তু অরোচকে বাতাদি যে দোষের সম্বন্ধ থাকে, মুখ তদ্দোষজরসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ কাম শোকাদিজ অরোচকে বাতপ্রকোপ হেতু মুখ কষায়রস, ক্রোধাদি জন্য অরোচকে পিত্ত প্রকোপ হেতু মুখ তিক্তরস, এইরূপ কফ প্রকোপে মধুর ও ত্রিদোষ প্রকোপে মুখ বিরস হইয়া থাকে ॥ ২৯।৩০

ছর্দ্দি নিদান।

বমি পাঁচ প্রকার। যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ ত্রিদোষজ ও দ্বিষ্টার্থজ (অনভিপ্রেত রূপ-রসশব্দাদিজাত)। অনভিপ্রেত বিষয় বহু হইলেও তজ্জন্য ছর্দ্দি একপ্রকারই গণনীয়। সর্ব্বপ্রকার বমিতে উদান বায়ু বিকৃত হইয়া বায়ু পিত্ত ও কফকে উর্দ্ধদিকে প্রেরিত করে॥ ৩১।৩২

পূর্ব্বরূপ। উৎক্লেশ (গা বমিবমি করা), মুখলাবণ্য, প্রসেক ও অরুচি এইগুলি ছর্দ্দিরোগের পূর্ব্বলক্ষণ ॥ ৩৩

বাতজ ছর্দ্দি। কুপিত বায়ু নাভি পৃষ্ঠদেশ ও পার্শ্বদ্বয়কে পীড়িত করিয়া ভুক্তদ্রব্যকে উর্দ্ধে প্রেরণ করে। তাহাতে রোগী অতিকষ্টে ও অতিবেগে অল্প অল্প, কষায়রস, ফেনযুক্ত, শব্দ ও উদ্গারযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও অচ্ছ বমি করে। এই বমি বিচ্ছিন্নভাবে হয় অর্থাৎ নিরন্তর হয় না। ইহাতে কাস, মুখশোষ, হৃদয় ও মস্তকে বেদনা, স্বরভেদ ও ক্লান্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৩৪।৩৫

পিত্তজ ছর্দ্দি। পিত্তজবমি ক্ষারজলসদৃশ, ধূম্র হরিত বা পীতবর্ণ, রক্তমিশ্রিত, অম্লরস কটু ও উষ্ণ হয়। ইহাতে রোগির তৃষ্ণা মূর্চ্ছা সন্তাপ ও দাহ হইয়া থাকে ॥ ৩৬

কফজ ছর্দ্দি। কফজন্য বমন স্নিগ্ধ, ঘন, শীতল, মধুরলবণরস, শ্লেষ্মতন্তুদ্বারা গবাক্ষিত ও প্রচুর পরিমাণে নিরন্তর হইয়া থাকে। বমনকালে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। ইহাতে মুখশোথ মুখমাধুর্য্য তন্দ্রা হৃল্লাস ও কাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৩৭

ত্রিদোষজ ছর্দ্দি। ত্রিদোষজ ছর্দ্দিতে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি দোষজাত ছর্দ্দির লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। আর বিকৃতিবিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে রিষ্টোক্তা যে ছর্দ্দি তাহাও ত্রিদোষজ বলিয়া জানিবে। এই ছর্দ্দি অসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করিবে ॥ ৩৮

দ্বিষ্টার্থসংযোগজ ছর্দ্দি। পূতি অপবিত্র অশুচি অনভিলষিত দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা চিত্ত উপতপ্ত ও হৃদয় পীড়িত হইলে যে ছর্দ্দি উৎপন্ন হয়, তাহাকে দ্বিষ্টার্থযোগজ ছর্দ্দি বলে। (ইহাকে আগন্তু ছর্দ্দি বলে।) ॥ ৩৯

কৃম্যাদি জন্য বমি হইয়া থাকে তাহাদের লক্ষণ কেন বলা হইল না? তদুত্তরে কথিত হইতেছে। কৃমি তৃষ্ণা আমদোষ ও গর্ভাবস্থার দৌহৃদ জন্য যে সকল বমি হয়, তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া বাতাদিদোষ নির্ণয় করিবে। কারণ বাতাদিদোষ ভিন্ন এসকল বমি হইতে পারে না। ক্রিমিজ ছর্দ্দিতে কখন বাতজ ছর্দ্দিলক্ষণ কখন পিত্তজ ছর্দ্দিলক্ষণ কখন বা কফজ ছর্দ্দি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপ তৃষ্ণা বা আমদোষাদি জনিত ছর্দ্দিতেও দোষাবধারণ করিবে। তবে ক্রিমিজ ছর্দ্দিতে শূল হৃল্লাস ও কম্প এবং ক্রিমিজন্য হৃদ্রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় এইমাত্র বিশেষ জানিবে ॥

হৃদ্রোগ নিদান।

হৃদ্রোগ পাঁচপ্রকার। গুল্মনিদানোক্ত বক্ষ্যমাণ কারণে হৃদ্রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ৪০।৪১

বাতজ হৃদ্রোগ। বাতজ হৃদ্রোগে হৃদয়ে অত্যন্ত শূল ও তোদ হইয়া থাকে। (অন্যান্য হৃদ্রোগে হৃদয়ে শূল ব্যথা হইলেও বাতিক হৃদ্রোগে শূল অধিক হয়। শূল নিরন্তর বেদনা। তোদ বিচ্ছিন্ন তীব্রবেদনা।) ইহাতে হৃদয় যেন স্ফুটিত ও দ্বিধাকৃত এবং শুষ্ক শূন্য স্তব্ধ ও দ্রব (ধক্‌ধক্ করা) হয়। বাতিক হৃদ্রোগে অকস্মাৎ দীনতা, শোক, ভয়, শব্দাসহিষ্ণুতা (উচ্চশব্দ সহ্য করিতে না পারা), কম্প, বেষ্টনবৎ পীড়া, মোহ, শ্বাস রোধ ও অল্পনিদ্রা হইয়া থাকে॥ ৪২।৪৩

পিত্তজ হৃদ্রোগ। ইহাতে তৃষ্ণা ভ্রম মূর্চ্ছা দাহ স্বেদ অম্লোদ্গার ক্লান্তি অম্লপিত্তের বমন ধূমনির্গমবৎ জ্ঞান পীতবর্ণতা ও জ্বর হয়॥ ৪৪

কফজ হৃদ্রোগ। এই হৃদ্রোগে হৃদয় স্তব্ধ ও প্রস্তরগর্ভবৎ ভারবিশিষ্ট (মনে হয় বুকের ভিতর পাথর ভরা আছে) হয়। ইহাতে কাস অগ্নিমান্দ্য নিষ্ঠীবন নিদ্রা আলস্য অরুচি ও জ্বর হইয়া থাকে॥ ৪৫

ত্রিদোষজ ও ক্রমিজ ছর্দ্দি। ত্রিদোষজ ছর্দ্দিতে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি দোষজাত হৃদ্রোগের লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। কৃমিজ বমিতে শ্যাবনেত্রতা, অন্ধকার দর্শন, হৃল্লাস, শোষ, কণ্ডূ ও কফস্রাব হয়। আর বোধ হয় যেন হৃদয় করাতদ্বারা নিরন্তর বিদীর্ণ হইতেছে। এই ক্রিমিজ হৃদ্রোগ অতি ভয়ঙ্কর ও শীঘ্র প্রাণনাশক, সেই জন্য ইহার শীঘ্র চিকিৎসা করিবে। (প্রধান মর্ম্ম হৃদয় ক্রিমি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে শীঘ্র প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।)॥ ৪৬।৪৭

তৃষ্ণা নিদান।

বাতজ পিত্তজ কফজ সন্নিপাতজ রসক্ষয়জ ও উপসর্গজ এই ছয় প্রকার তৃষ্ণারোগের কারণ বায়ু ও পিত্ত। আহারাদি দ্বারা শরীরগত রসাদি সৌম্যধাতু শুষ্ক হইলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ হয়। এই বাতপিত্তপ্রকোপজন্য সমস্ত শরীর ঘূর্ণিত হয় এবং কম্প, তাপ, তৃষ্ণা, দাহ ও মোহ জন্মে। (সৌম্য ধাতুর ক্ষয় হওয়ায় তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, বায়ু ও পিত্ত সেই ক্ষয় করিয়া থাকে, অতএব বাতপিত্তই তৃষ্ণারোগ সমূহের মূল কারণ।)॥ ৪৮।৪৯

জিহ্বামূল গলদেশ ক্লোম ও তালু দেশস্থ জলবহ শিরা সকল শুষ্ক করিয়া এই তৃষ্ণারোগ উৎপন্ন হয়। মুখশোষ, বারংবার জলপানে অতৃপ্তি, অন্নদ্বেষ, স্বরভঙ্গ, কণ্ঠ ওষ্ঠ ও জিহ্বার কর্কশতা, জিহ্বা নিঃসরণ, ক্লান্তি, প্রলাপ, চিত্তভ্রংশ এবং শোষ অঙ্গাবসাদ ও বাধির্য্যাদি তৃড়্‌গ্রহোক্ত রোগ সমূহ (রোগানুৎপাদনীয় অধ্যায়ে উক্ত)—এইগুলি তৃষ্ণারোগ সমূহের সাধারণ লক্ষণ॥ ৫০।৫১

বাতজ তৃষ্ণালক্ষণ। বাতজ তৃষ্ণারোগে শরীরের ক্ষীণতা, দৈন্য, শঙ্খদেশে তোদ, মস্তক ঘূর্ণন, গন্ধাজ্ঞান (গন্ধবোধ না হওয়া), মুখবৈরস্য, শ্রবণশক্তির নিদ্রার ও বলের নাশ এবং শীতল জল পানে পিপাসার বৃদ্ধি এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়॥ ৫২

পিত্তজতৃষ্ণা। ইহাতে মূর্চ্ছা, মুখতিক্ততা, নেত্রদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, নিরন্তর শোষ, দাহ ও ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়॥ ৫৩

কফজ ও সন্নিপাতজ তৃষ্ণা। কফ কুপিত হইয়া যখন জলবাহি-স্রোতঃসকলে বায়ুকে রুদ্ধ করে তখন সেই কফ তৎ (উক্ত বায়ু) কর্ত্তৃক পঙ্কবৎ শুষ্ক হয়। কফ শুষ্ক হইলে কণ্ঠ যেন শূক (ধান্যাদির শুঁয়া) দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে নিদ্রা, মুখমাধুর্য্য, উদরাধ্মান, মস্তকের জড়তা, স্তৈমিত্য, বমি, অরুচি, আলস্য ও অপরিপাক এইসকল লক্ষণ এবং সন্নিপাতজ তৃষ্ণারোগে উক্ত বাতাদি তৃষ্ণার লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়॥ ৫৪।৫৫

আমজ তৃষ্ণা। আহারের সংরোধহেতু আমজ তৃষ্ণা জন্মে। ইহা বাতপিত্তজ॥ ৫৬

উষ্ণক্লান্ত মানব সহসা শীতলজল সেবন করিলে উষ্মা রুদ্ধ ও কোষ্ঠগত হইয়া যে তৃষ্ণা উৎপাদন করে তাহা, অতিমদ্যপানজ তৃষ্ণা ও তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির স্নেহপান জন্য তৃষ্ণা পিত্তকোপ-জনিতা বলিয়া জানিবে॥ ৫৭

স্নিগ্ধ ও গুরুপাক অন্ন, অম্ল ও লবণ ভোজনে যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় তাহা কফোদ্ভব এবং রসক্ষয়োক্ত লক্ষণের সহিত যে তৃষ্ণা জন্মে তাহা ক্ষয়জ তৃষ্ণা। শোষ (যক্ষ্মা) মোহ ও জ্বরাদি রোগের এবং দীর্ঘকালস্থায়ী অপরাপর রোগের উপসর্গ জন্য যে তীব্রতৃষ্ণা জন্মে, তাহাকে উপসর্গজা তৃষ্ণা কহে॥ ৫৮।৫৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে রাজযক্ষ্মাদি নিদান নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(মদাত্যয় নিদান।)

অতঃপর আমরা মদাত্যয় নিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়া-ছিলেন॥ ১

মদ্যের দশটী গুণ। মদ্য—তীক্ষ্ণ উষ্ণ রুক্ষ সূক্ষ্মস্রোতোগামী অম্লরস ব্যবায়ী আশুকারী লঘু বিকাশী ও বিশদ। ওজঃ মদ্যের বিপরীতগুণান্বিত। ওজোগুণ। ওজঃ—মন্দ শীত স্নিগ্ধ ঘনস্থূল মধুর স্থির চিরকারী গুরু শ্লক্ষ্ণ ও পিচ্ছিল। চিত্তবিভ্রমকারী মদ্যোক্ত তীক্ষ্ণোষ্ণাদি দশটী গুণ বিষেও আছে। এস্থলে আশঙ্কা হইতেছে যে, মদ্য ও বিষ যদি তুল্যগুণান্বিত হয়, তাহা হইলে বিষ প্রাণ-নাশক হয় কিরূপে? মদ্যস্থ দোষ ত মারক নহে? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, তীক্ষ্ণোষ্ণ গুণ গুলি মদ্য অপেক্ষা বিষে উৎকর্ষরূপে বর্ত্তমান থাকে, এই সকল গুণের তীব্রতা হেতু বিষ জীবিতান্তক হয়॥ ২।৩

কি প্রকারে মদ্য চিত্তের বিকৃতি করে তাহা বলিতেছেন। আদ্য মদে (অল্পমাত্রায় পীত) মদ্য স্বকীয় প্রভাবে ওজঃস্থান হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণাদি দশবিধ গুণ দ্বারা ওজোধাতুর মন্দাদি দশটী গুণকে দূষিত করিয়া চিত্তের বিকার উৎপাদন করে। প্রথম মদে মানব সুখ লাভ করে। তৎপরে দ্বিতীয় মদে উক্ত সুখ অধিক পাইবার আশায় মানব প্রমাদস্থানে (ইহপর কালের অশুভহেতু স্থানে) অবস্থিত, বিবিধ দুষ্ট কল্পনায় হতচিত্ত (পুরুষার্থভ্রষ্ট) ও

কার্য্যাকার্য্যানভিজ্ঞ হইয়া ওজোবিঘাত হেতু তদানীং প্রথম মদোক্ত সুখ হইতে বিমুক্ত হয়। কেহ বলেন—প্রথমমদোক্ত সুখ অধিক হইবে এই নিশ্চয় করিয়া মদ্যপানে অধিকতর নিবিষ্ট হয়॥ ৪।৫

রাজস বা তামস ব্যক্তি মধ্যম ও উত্তম (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) মদের সন্ধিকে (মধ্যাবস্থা) প্রাপ্ত হইয়া উন্মার্গপ্রবৃত্ত হেতু দুষ্ট বধির ও নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় সর্ব্বপ্রকার অশুভ আচরণ করিয়া থাকে। (রাজস ও তামস শব্দের উল্লেখ থাকায় সত্বপ্রধান ব্যক্তির এরূপ অবস্থা হয় না, ইহা বুঝিতে হইবে। তন্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে, যে, সাত্বিক ব্যক্তি মদ্যপান করিলে তাহাদের শৌচ, দাক্ষিণ্য, হর্ষ, ভূষণপ্রিয়তা, গীত ও অধ্যয়নে অনুরাগ এবং রমণোৎসাহ হয়। রজঃপ্রধান ব্যক্তির মদ্যপানে দুঃখশীলত্ব, সসাহস আত্মত্যাগ, স্থায়ী কলহ এবং তামসিক ব্যক্তির মদ্যপানে অশৌচ নিদ্রা মাৎসর্য্য অগম্যাগমন লোলুপতা ও মিথ্যা ভাষণ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।)॥ ৬

এই মদাবস্থা সর্ব্বপ্রকার নিন্দ্য বিষয়ের আকর ও দুঃশীলতার আস্পদ। এই এক মদই বহুমার্গ দুর্গতির প্রধান আচার্য্য। (অর্থাৎ ইহা দ্বারা অশেষবিধ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে)॥ ৭

তৃতীয় মদে মত্ত ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। এই পাপাত্মা মরণ অপেক্ষাও পাপতর দশাকে প্রাপ্ত হয়। (যেহেতু মৃত ব্যক্তি মরণের পর মনুষ্য শরীরান্তর প্রাপ্ত হইয়া সুখাদি লাভ করে। কিন্তু তৃতীয় মদাবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তি দেহান্তরপ্রাপ্তির অভাবে সুখাদি কিছুই অনুভব করিতে পারে না; অতএব এই মত্তাবস্থা মরণ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট)॥ ৮

যাহাতে আসক্ত হইলে মানবধর্ম্ম (দানাধ্যয়নদেবগুরুপূজাদি) অধর্ম্ম (হিংসাদি) সুখ দুঃখ অর্থ অনর্থ হিত অহিত কিছুই জানিতে পারে না, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেরূপ মদ্য কেন অভ্যাস করিবেন? ৯

মদ্য অধিক মাত্রায় পান করিলে মোহ ভয় শোক ক্রোধ উন্মত্ততা মদ মূর্চ্ছা অপস্মার অপতানক ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। অথবা অধিক কি বলিব, যাহাতে একমাত্র স্মৃতিভ্রংশ বিদ্যমান আছে তাহাতে যাহা কিছু বর্ত্তমান থাকিবে তৎসমস্তই অশোভন জানিবে। (যাহাতে ওজোগুণের নাশ হয় না এবং হৃদয়ের প্রবোধ (বিকাশ) হয় তাহাকে প্রথম মদ, যাহাতে ওজঃ পদার্থের অল্পহানি হয় তাহাকে মধ্যম মদ এবং যাহাতে সমস্ত তেজের নাশ হয় তাহাকে উত্তম মদ বলে)॥ ১০

অন্ন, যাহা প্রাণরক্ষক, তাহাও অযুক্তিপূর্ব্বক সেবিত হইলে যেমন ব্যাধি বা মরণের হেতু হয়, সেই রূপ মদ্যও অযথাপীত হইলে ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম অর্থ কাম), বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও লজ্জা প্রভৃতির নাশক হইয়া থাকে॥ ১১

যে সকল ব্যক্তি বলবান্, কৃতাহার, প্রচুরভোজী, স্নিগ্ধ, সত্বগুণান্বিত, বয়োযুক্ত (যুবা), নিত্য মদ্যপায়ী, মদ্যপায়ির বংশে জাত, মেদস্বী, কফপ্রধান, স্বল্পবাতপিত্ত ও দৃঢ়াগ্নি, তাহারা মদ্যপানে অতিমত্ত হয় না। অতএব এইরূপ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের মদ্যপান করা উচিত নহে। এই সকল লক্ষণের বিপরীতলক্ষণান্বিত ব্যক্তি (যাহারা দুর্ব্বল অল্পাহারী ইত্যাদি), বিশ্বস্ত ব্যক্তি (যে অমৃত বোধে দেবতাদেরও স্পৃহণীয় মনে করিয়া তদ্গত চিত্তে পান করে) ও কুপিত ব্যক্তি মদ্যপান করিলে অতিমত্ত হয়। অতি অম্ল বা রুক্ষ মদ্য অধিক মাত্রা বা অজীর্ণ অবস্থায় মদ্যপান করিলে অতিশয় মত্ততা উপস্থিত হয়॥ ১২।১৩

মদাত্যয় চারি প্রকার। যথা—বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। সমস্ত মদাত্যয় ত্রিদোষজ হইলেও, দোষের আধিক্য অনুসারে বাতিকাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ১৪

মদাত্যয়ের সামান্য লক্ষণ। প্রমোহ, হৃদয়ে বেদনা, মলভেদ, সর্ব্বদা পিপাসা, সৌম্য ও আগ্নেয় জ্বর, অরুচি, মস্তক পার্শ্ব অস্থি ও হৃদয়ের কম্প, মর্ম্মপীড়া, ত্রিক বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভার বোধ, চক্ষুতে অন্ধকার দর্শন, কাস, শ্বাস, প্রজাগর (অনিদ্রা), অতিশয় স্বেদ, বিষ্টম্ভ, শোথ, চিত্তচাঞ্চল্য, প্রলাপ, বমি, বমনভাব, গাত্রঘূর্ণন ও দুঃস্বপ্নদর্শন এই গুলি মদাত্যয়ের সামান্য লক্ষণ॥ ১৫—১৭

বাতপ্রধান মদাত্যয় লক্ষণ। বাতজ মদাত্যয়ে রাত্রি জাগরণ, শ্বাস, কম্প, মস্তক বেদনা এবং স্বপ্নে ভ্রমণ উৎপতন ও প্রেতের সহিত কথোপকথন এই সকল লক্ষণ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়॥ ১৮

পিত্তোল্বণ মদাত্যয় লক্ষণ। পিত্তজ মদাত্যয়ে দাহ, জ্বর, স্বেদ, মোহ, অতীসার, পিপাসা, ভ্রম, দেহের হরিত বা হারিদ্র বর্ণতা এবং নেত্র ও কপোল দেশে রক্তবর্ণতা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়॥ ১৯

শ্লেষ্মজ মদাত্যয় লক্ষণ। শ্লেষ্মজ মদাত্যয়ে বমি, বমন বেগ, নিদ্রা, উদর্দ্দ ও শরীরের গুরুত্ব হয়॥ ২০

ত্রিদোষজমদাত্যয় লক্ষণ। ত্রিদোষজ মদাত্যয়ে উক্ত বাতাদি দোষজ মদাত্যয়ের লক্ষণ সমূহ সঙ্ঘটিত হয়।

যে ব্যক্তি অভ্যস্ত মদ্য ত্যাগ করিয়া অনেক দিন পরে পুনর্ব্বার অধিক মাত্রায় মদ্যপান করে বা তাহার স্বাস্থ্যের অনুপযোগী অন্য মদ্য সহসা অতিমাত্রায় পান করে, তাহার বায়ু কুপিত হইয়া কষ্টসাধ্য ধ্বংসক ও বিক্ষয় নামক রোগ উৎপাদন করে। দুর্ব্বল ব্যক্তির বিশেষভাবে এই রোগ হইয়া থাকে॥ ২১

ধ্বংসক ও বিক্ষয় লক্ষণ। ধ্বংসক রোগে শ্লেষ্মনিষ্ঠীবন, কণ্ঠশোষ, অতি নিদ্রা, শব্দাসহিষ্ণুতা ও তন্দ্রা এবং বিক্ষয় রোগে শরীরে ও মস্তকে অতিশয় বেদনা, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, সম্মোহ, কাস, তৃষ্ণা, বমি ও জ্বর হইয়া থাকে॥ ২২

মদ্যই শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি সমূহের কারণ—এই বিবেচনা করিয়া যে সংযতচিত্ত ব্যক্তি বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য করে, তাহার কখনও শারীর বা মানস রোগ উৎপন্ন হয় না॥ ২৩

রজঃপ্রধান, মোহপ্রধান ও অহিতাহারপরায়ণ ব্যক্তির রস রক্ত ও চেতনাবাহি স্রোতঃসমূহের রোধ হেতু মদ মূর্চ্ছায় ও সন্ন্যাস এই তিন প্রকার রোগ জন্মে। ইহারা উত্তরোত্তর বলবান্ অর্থাৎ মদ হইতে মোহ ও মোহ হইতে সন্ন্যাস রোগ প্রবল॥ ২৪

মদরোগনিদান।

মদরোগ সাত প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজ॥ ২৫

বাতজ মদরোগে রোগী চঞ্চল ও স্খলিতগতি হইয়া জড়িত ভাবে তাড়াতাড়ি অনেক কথা বলে এবং তাহার শরীর রুক্ষ শ্যাববর্ণ বা অরুণ বর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তজ মদরোগে ক্রোধ-

পরায়ণ ও কলহপ্রিয় হয়। তাহার শরীর রক্ত বা পীতবর্ণ হইয়া থাকে। কফজ মদে চিন্তা-পরায়ণ, অলস, পাণ্ডুবর্ণ এবং স্বল্প ও অসম্বদ্ধ ভাষী হয়। ত্রিদোষজ মদে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রক্তজ মদে অঙ্গের ও দৃষ্টির স্তব্ধতা এবং পিত্তজ মদলক্ষণ, মদ্যজমদে চেষ্টা স্বর ও অঙ্গের বিকৃতি এবং বিষজ মদে কম্প ও অতিনিদ্রা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। সর্ব্ব প্রকার মদরোগের মধ্যে বিষজ মদ প্রধান। রক্তজাদি মদে স্ব স্ব লক্ষণের উৎকর্ষ দেখিয়া বাতাদি দোষ লক্ষ্য করিবে॥ ২৬—৩০

মূর্চ্ছারোগনিদান।

বাতজমূর্চ্ছালক্ষণ। বাতজ মূর্চ্ছারোগে রোগী অরুণবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয় এবং শীঘ্র সংজ্ঞালাভ করে। ইহাতে হৃদয়ে বেদনা, কম্প, গাত্রঘূর্ণন, শরীরের কৃশতা ও শ্যাব বা অরুণবর্ণ কান্তি হয়॥ ৩১

পিত্তজমূর্চ্ছালক্ষণ। পিত্তজ মূর্চ্ছা রোগে রোগী রক্ত বা পীতবর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয়, এবং সংজ্ঞালাভ কালে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে দাহ পিপাসা তাপ ও মলভেদ হয়। পিত্তজ মূর্চ্ছায় শরীরের বর্ণ নীল বা পীত এবং চক্ষুর্দ্বয় রক্ত বা পীতবর্ণ ও চঞ্চল হইয়া থাকে॥ ৩২

কফজমূর্চ্ছালক্ষণ। ইহাতে রোগী মেঘাভ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হয় এবং অনেক বিলম্বে সংজ্ঞালাভ করে। কফজ মূর্চ্ছারোগে হৃল্লাস, কফপ্রসেক এবং শরীর আর্দ্র চর্ম্মাবৃতবৎ গুরু ও স্তিমিত হইয়া থাকে॥ ৩৩

ত্রিদোষজ মূর্চ্ছার লক্ষণ। সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে উক্ত কফাদি ত্রিদোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ইহা অপস্মার রোগের ন্যায় রোগিকে শীঘ্র নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলে, কেবল অপস্মারোক্ত হস্তপাদ-বিক্ষেপাদি বীভৎস লক্ষণ সমূহ ইহাতে থাকে না। অপর সমস্ত লক্ষণ অপস্মারের ন্যায় জানিবে॥ ৩৪

সন্ন্যাসনিদান।

মদ ও মূর্চ্ছারোগে বাতাদি দোষের বেগ অপগত হইলে তাহারা স্বয়ংই (বিনা ঔষধে) প্রশমিত হয়, কিন্তু সন্ন্যাস রোগ ঔষধ প্রয়োগ ব্যতিরেকে উপশমিত হয় না॥ ৩৫

অতিবলবান্ সম্মিলিত বাতাদি দোষত্রয় এক কার্য্যোদ্যত হইয়া প্রাণায়তন হৃদয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক বাক্য দেহ ও মনের চেষ্টাকে নষ্ট করিয়া সন্ন্যাস রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে রোগী কাষ্ঠ কুড্যাদিবৎ নিষ্ক্রিয় ও মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হয়। সন্ন্যাস রোগ হইবা মাত্র যদি শীঘ্র চিকিৎসা (নখাদি প্রান্তে সূচীবেধ, তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগ, অঞ্জন দান ও আলকুশী ঘর্ষণ প্রভৃতি সদ্যঃফলপ্রদ চিকিৎসা) না করা যায়, তাহা হইলে রোগির মৃত্যু হয়॥ ৩৬।৩৭

শীঘ্র চিকিৎসা করিলে বাঁচিতে পারে যে বলা হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে— গ্রাহবহুল (মকরাদি প্রাণহর প্রাণিবহুল), তটহীন, অতলস্পর্শ জলরাশিতে নিমগ্ন ব্যক্তিকে যেমন শীঘ্র উদ্ধার করিতে হয়, সেইরূপ প্রাণনাশক সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরও শীঘ্র সদ্যঃফলচিকিৎসা দ্বারা রক্ষা কর্ত্তব্য। এই উদাহরণ দ্বারা বলা হইল যে ইহাতে স্বল্পকালও নষ্ট করা উচিত নহে॥৩৮

যুক্তিবিযুক্ত মদ্যপান করিলে মদ মান ক্রোধ ও সন্তোষ প্রভৃতি দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশকারি নিজ শত্রুগণের বিশেষ সংশ্লেষ হয়। আর কেবল যে মদমান প্রভৃতি শত্রুগণের অতিসংযোগ হয় তাহা নহে, যুক্তিবিরুদ্ধ মদ্যপান দ্বারা বৈধ ও অবৈধ মদ্যপানের ফলও তুল্য হইয়া থাকে, অতএব মদ্যপানে সর্ব্বদা যুক্তি আবশ্যক ॥ ৩৯

শারীরিক বল, হেমন্তাদি কাল, আনূপাদি দেশ, সাত্ম্য, বাতাদি প্রকৃতি, সহায়, রোগ ও বয়স বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ মদ্য যদি পান করা যায়, তাহা হইলে সেই মদ্য অমৃতসদৃশ হইয়া থাকে ॥ ৪০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদান স্থানে মদাত্যয় নিদান নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

(অর্শোরোগনিদান।)

অতঃপর আমরা অর্শোনিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ। মাংসকীলক (অর্শোবলি) সমূহ গুহ্যদ্বার রোধ করিয়া অরির ন্যায় প্রাণিসকলকে বিনাশ করে বলিয়া ইহাকে অর্শঃ কহে। বাতাদি দোষ সকল ত্বক্ মাংস ও মেদকে সম্যক্‌প্রকারে দূষিত করিয়া গুহ্যদেশ নাসিকা ও কর্ণ প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর সকল উৎপাদন করে, সেই মাংসাঙ্কুর সকলকে অর্শঃ কহে ॥ ২।৩

এই অর্শোরোগ সকল সংক্ষেপতঃ দুইপ্রকার। কতকগুলি সহজন্ম অর্থাৎ জন্মের সহিত জাত, কতকগুলি জন্মোত্তর (শরীরোৎপত্তির পর) জাত। আবার শুষ্ক ও স্রাবী ভেদে অর্শঃ দ্বিবিধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন অর্শঃ শুষ্ক, কোন অর্শঃ স্রাববিশিষ্ট। ইহারা গুহ্যদেশে স্থূল অন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। স্থূল অন্ত্র সাড়ে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ বিশিষ্ট। এই গুদনাড়ীতে প্রবাহিণী বিসর্জ্জনী ও সংবরণী নামে তিনটী বলি আছে। প্রবাহিণী বলি অভ্যন্তরে অবস্থিত, ইহা মলকে প্রবাহণ করে; বিসর্জ্জনী মধ্যে অবস্থিত, ইহা মলকে বিসর্জ্জন করে এবং সংবরণী বলি গুহ্যদেশের বাহিরে অবস্থিত, ইহা মলকে সংবরণ করে। প্রত্যেক বলির পরিমাণ দেড় (১॥০) অঙ্গুলি। সংবরণী বলির এক অঙ্গুলি পরে বহির্ভাগে দেড় (১॥০) যবপরিমিত গুদৌষ্ঠ অবস্থিত, তৎপরে রোমস্থান ॥ ৪—৬

সহজ ও দোষজ অর্শের মধ্যে সহজ অর্শের হেতু বলিবীজের উপতপ্ততা। বলির বীজ—পিতা মাতার শুক্রশোণিত, অর্শোবিকারজননসমর্থ বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক উপতপ্ত (পীড়িত) হইলে সহজ অর্শঃ জন্মিয়া থাকে। মাতা পিতার আহার বিহারাদি কৃত অপচার ও দৈববশতঃ বীজোপতপ্তি হয়। এই বীজোপতাপক কারণদ্বয়ে সন্নিপাতেরও প্রকোপ হয় বলিয়া; ত্রিদোষজ অর্শঃ অসাধ্য হইয়া থাকে। এই প্রকার বীজ দোষ জন্য যে সকল রোগ সহজাত ও কুলজ তাহারাও অসাধ্য বলিয়া জানিবে ॥ ৭।৮

সহজ অর্শঃসমূহ বিশেষ রুক্ষ, দুর্দর্শন, অন্তর্মুখ, পাণ্ডুবর্ণ ও দারুণ উপদ্রব বিশিষ্ট ॥ ৯

উত্তরকালজ অর্শঃসমূহ ছয় প্রকার ; যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সংসর্গজ, সন্নিপাতজ ও রক্তজ। বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপে শুষ্ক অর্শঃ এবং রক্ত ও পিত্তের প্রকোপে আর্দ্র (স্রাবী) অর্শঃ উৎপন্ন হয় ॥ ১০।১১

পূর্ব্বে সর্ব্বরোগ নিদানে দোষের প্রকোপ হেতু উক্ত হইয়াছে, সেই দোষপ্রকোপক কারণে অগ্নি মন্দ হইলে আহার সম্যক্ পরিপাক না হওয়ায় অধিক মল সঞ্চিত হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত দোষ কোপ কারণে ও বক্ষ্যমাণ অতিমৈথুনাদি কারণে (মাংসাঙ্কুর জনন যোগ্য) অপান বায়ু কুপিত হইয়া সেই অতিসঞ্চিত পুরীষাখ্য মলকে গুহ্যদেশের বলিতে নিবদ্ধ করে। মলের অতিসম্পর্ক হেতু সেই সকল বলি প্রক্লিন্ন হইলে তাহাতে অর্শঃ অর্থাৎ মাংসাঙ্কুর সকল জন্মিয়া থাকে। অপান বায়ু প্রকোপের কারণ—অতি মৈথুন, সর্ব্বদা যানে গমনাগমন, বিষমভাবে ও উৎকট ভাবে (উবু হইয়া) উপবেশন, কঠিন আসনে উপবেশন, বস্তির নল প্রস্তর লোষ্ট্র পৃথিবীতল ও বস্ত্রাদি দ্বারা গুহ্যদেশের ঘর্ষণ, অত্যন্ত শীতলজলস্পর্শ, সর্ব্বদা কুন্থন দ্বারা দোষাদি বেগের প্রবর্ত্তন, বাত মূত্র ও পুরীষের বেগ উপস্থিত হইলে সেই বেগ ধারণ এবং অনুপস্থিত বেগে বেগ প্রদান, জ্বর গুল্ম অতিসার আমদোষ গ্রহণী শোথ বা পাণ্ডু রোগে অথবা অতি সাহসাদি বিষম চেষ্টা দ্বারা শরীরের কর্ষণ, স্ত্রীলোকদিগের আমগর্ভপাত অথবা গর্ভের বৃদ্ধি দ্বারা প্রপীড়ন এই সকল কারণে ও এতাদৃশ অন্যান্য কারণে অপান বায়ু প্রকুপিত হয় ॥ ১২—১৬

অর্শোরোগের পূর্ব্বরূপ। অগ্নিমান্দ্য, উদরের স্তব্ধতা, সক্‌থিদ্বয়ের অবসাদ, পিণ্ডিকা (পায়ের ডিম) দ্বয়ে বেষ্টনবৎ পীড়া, ভ্রম, শরীরের অবসাদ, নেত্রদ্বয়ে শোথ, মলভেদ বা মলবদ্ধতা হয় (অর্থাৎ অর্শোরোগ হইবার পূর্ব্বে কাহারও মল পাত্‌লা হয় কাহারও বদ্ধ হইয়া থাকে)। ইহাতে অপান বায়ু নাভির নিম্নস্থলে সঞ্চরণ করিতে করিতে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া স্তব্ধভাবে থাকে এবং উদরে বেদনা ও গুহ্য দেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া জন্মাইয়া অতি কষ্টে শব্দের সহিত নির্গত হয়। আর অন্ত্রকূজন (পেটডাকা), আটোপ (উদরে সবেদন গুড়্‌গুড় শব্দ), শরীরের ক্ষীণতা, উদ্গারবাহুল্য, মূত্রাধিক্য, অল্প মল, শ্রদ্ধা (স্পৃহা) ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি, অম্লোদ্গার, মস্তক পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে শূলবৎ বেদনা, আলস্য, দেহের বিবর্ণতা, ইন্দ্রিয়সমূহের দৌর্ব্বল্য, ক্রোধ, দুশ্চিকিৎস্যতা; এবং গ্রহণী পাণ্ডু গুল্ম ও জঠর রোগের আশঙ্কা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অর্শঃ জন্মিলে উক্ত গ্রহণীদোষাদি লক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৭—২২

অর্শোদ্বারা অধোমার্গের রোধ হেতু অপান বায়ু ঊর্দ্ধগ হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়শরীরগত অন্যান্য বায়ুকে (সমান ব্যান উদান প্রাণ) এবং মলমূত্র পিত্ত কফ ও রসাদি ধাতুকে আশয়ের সহিত বিক্ষোভিত করিয়া অগ্নিকে মন্দীভূত করে। অগ্নির মৃদুত্ব হেতু প্রায় সকল অর্শোরোগীই অতিশয় কৃশ, হীনোৎসাহ, দীন (ক্লান্তমনাঃ), ক্ষীণ এবং অসার কীটভক্ষিত পত্র বিরহে ছায়াহীন বৃক্ষের ন্যায় অতিনিষ্প্রভ, পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মপীড়াকর উপদ্রব সমূহে উপদ্রুত, অপিচ কাস, পিপাসা, মুখবৈরস্য, শ্বাস, পীনস, ক্লান্তি, অঙ্গে ভঙ্গবৎ বেদনা, বমি, হাঁচি, শোথ, জ্বর, ক্লীবতা, বধিরতা, তিমির রোগ, শর্করা ও অশ্মরী রোগে পীড়িত হয়। অর্শোরোগির স্বর ক্ষীণ ও স্বরভঙ্গ হয়। ইহাতে চিন্তাপরায়ণতা, বারংবার নিষ্ঠীবন, অরুচি, পর্ব্বাস্থি সমূহে এবং হৃদয় নাভি গুহ্যদেশ ও বঙ্ক্ষণে

শূলবদ্ বেদনা হয়। তাহার গুহ্যদেশ হইতে পুলাকজলসদৃশ (আগড়া ভিজান জল সদৃশ) পিচ্ছাস্রাব হয়। ইহার কখন বিবদ্ধ কখন মুক্ত, কদাচিৎ শুষ্ক কদাচিৎ আর্দ্র, কদাচিৎ পক্ক কদাচিৎ অপক্ক, পাণ্ডু পীত হরিত বা রক্তবর্ণ পিচ্ছিল মল নির্গত হয়॥ ২৩—২৯

বাতার্শোলক্ষণ। বাতাধিক অর্শোবলি সকল শুষ্ক (স্রাবরহিত), চিমি চিমি বেদনা যুক্ত, ম্লান, শ্যাব বা অরুণবর্ণ, স্তব্ধ (কঠিন), বিষমসংস্থান (অসমান আকৃতিবিশিষ্ট) পরুষ (শেগুণ পত্রের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট), খর (কর্কশ, গোজিহ্বাদিবৎ খরস্পর্শ), পরস্পর বিভিন্নরূপ, বক্র, তীক্ষ্ণ (কুশাঙ্কুরের ন্যায়) অগ্রভাগ যুক্ত ও বিস্ফুটিতমুখ হয়। ইহাদের কাহার আকার তেলাকুচা ফলের ন্যায়, কাহারও কুলের ন্যায়, কাহারও খর্জ্জুরের বা কার্পাসী ফলের ন্যায়, কতকগুলি কদম্ব পুষ্পের ন্যায়, কতকগুলি বা শ্বেতসর্ষপের ন্যায় হইয়া থাকে। ইহাতে মস্তক পার্শ্বদ্বয় স্কন্ধ কটী উরু ও বঙ্ক্ষণ প্রভৃতি স্থানে অতিশয় ব্যথা ক্ষবথু উদ্গার বিষ্টম্ভ (উদরের স্তব্ধতা) অরুচি কাস শ্বাস অগ্নিবৈষম্য কর্ণনাদ ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ সঙ্ঘটিত হয়। ইহা দ্বারা পীড়িত রোগী গ্রথিত (গুট্‌লে), ফেন ও পিচ্ছিল স্রাব যুক্ত বিবদ্ধ মল কুন্থনের সহিত অল্প অল্প ত্যাগ করে। মলত্যাগকালে যন্ত্রণা ও শব্দ হইয়া থাকে। বাতার্শঃপীড়িত রোগির ত্বক্ নখ নয়ন মুখ মল ও মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা হইতে গুল্ম প্লীহা উদর ও অষ্ঠীলা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ৩০—৩৫

পিত্তার্শোলক্ষণ। পিত্তপ্রধান অর্শের মাংসাঙ্কুর সকল নীলমুখ, রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, পাতলা রক্ত স্রাবশীল, আমগন্ধি, তনু, মৃদু (শিরীষ পুষ্পবৎ কোমল) ও শ্লথ (সিদ্ধমাংস সদৃশ) হয়। ইহাদের আকৃতি শুকজিহ্বা যকৃৎখণ্ড জলৌকামুখ সদৃশ ও যবের ন্যায় মধ্যে স্থূল হইয়া থাকে। ইহাতে দাহ পাক জ্বর স্বেদ তৃষ্ণা মূর্চ্ছা অরুচি সন্তাপ ও মোহ উপস্থিত হয়। নীল পীত বা রক্তবর্ণ আমযুক্ত উষ্ণ দ্রবমল নির্গত হইয়া থাকে। রোগির ত্বক্ নখ নয়ন মল মূত্র বক্ত্রাদি পূর্ব্ববৎ হরিৎ পীত (হরিতালসদৃশ) বা হরিদ্রা বর্ণ হয়॥ ৩৬—৩৮

শ্লেষ্মার্শোলক্ষণ। শ্লেষ্মোল্বণ অর্শোবলি সমূহ মহামূল (ইহাদের মূল বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে), ঘন (সংহতাবয়ব), অল্প বেদনাযুক্ত, শুক্লবর্ণ, উৎসন্ন, পুষ্ট, স্নিগ্ধ (তৈলাক্তবৎ), স্তব্ধ, গোলাকার, গুরু (ভারবিশিষ্ট), নিশ্চল, পিচ্ছিল, স্তিমিত (আর্দ্রবস্ত্রাবগুণ্ঠিতবৎ), শ্লক্ষ্ণ (মণিবৎ মসৃণ), কণ্ডুবহুল ও স্পর্শনপ্রিয় হয়। ইহাদের আকৃতি করীর (বংশাঙ্কুর বা মরুজ ফল বিশেষ) কাঁঠাল বীজ বা গোস্তনী (দ্রাক্ষা) সদৃশ। ইহাতে বঙ্ক্ষণদ্বয়ে বন্ধনবৎ পীড়া, এবং গুহ্য বস্তি ও নাভিদেশে কর্ত্তনবৎ ব্যথা, কাস, শ্বাস, বমনভাব, মুখপ্রসেক, অরুচি, পীনস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বর, ক্লৈবতা, অগ্নিমান্দ্য, বমি ও আমবহুল পীড়ার (অতীসার গ্রহণীর) উৎপত্তি, এবং বসাসদৃশ, কফমিশ্রিত ও প্রবাহিকা লক্ষণযুক্ত প্রচুর পুরীষ নির্গম হয়। কফোল্বণ অর্শে ক্লেদাদি স্রাব হয় না, এবং মলের কাঠিন্য থাকিলেও বলি সকল ফাটে না। রোগির ত্বক্ নখ নয়নাদি পাণ্ডুবর্ণ ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে॥ ৩৯—৪৩

দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ অর্শঃ। দুই দোষের সংসর্গে অর্শোবলি সমূহ দ্বন্দ্বলক্ষণান্বিত ও ত্রিদোষের সংযোগে ত্রিদোষলক্ষণান্বিত হয়॥ ৪৪

রক্তার্শোলক্ষণ। রক্তপ্রধান অর্শের লক্ষণ পিত্তজনিত অর্শের ন্যায় জানিবে। রক্তার্শের বলি সকল বটাঙ্কুর কুঁচ বা প্রবালের ন্যায় লোহিত বর্ণ; ইহারা কঠিন মলের দ্বারা পীড়িত হইলে

সহসা অত্যন্ত দুষ্ট ও উষ্ণ রক্ত স্রাব করে। রক্তের অতিস্রাবহেতু রোগী ভেকবৎ পীতবর্ণ ও রক্তক্ষয়জাত রোগে (অম্ল ও শীতল দ্রব্যে প্রীতি, শিরাশৈথিল্য ও রুক্ষতা) পীড়িত এবং হীনবর্ণ দুর্ব্বল উৎসাহশূন্য ও আবিলচক্ষু বা ব্যাকুলেন্দ্রিয় হয়। তাহার ওজঃশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে॥ ৪৫—৪৭

অর্শের উপদ্রব উদাবর্ত্তের লক্ষণ। মুগ, কোদোধান্য, জূর্ণা (দেধান), করীর (মরুদেশজবৃক্ষ বিশেষ), চণক (ছোলা) ও মসুরাদি রুক্ষ ও সংগ্রাহি দ্রব্য ভোজন করিলে অপান বায়ু স্বস্থানে (বস্তি প্রভৃতি স্থানে) কুপিত ও বলবান্ হইয়া অধোবহ স্রোতঃ সকলকে সংরুদ্ধ ও অধোদেশে পুরীষকে শুষ্ক করিয়া দারুণভাবে মল মূত্র ও অধোবায়ুকে রুদ্ধ করে। তাহাতে কোষ্ঠ পৃষ্ঠদেশ হৃদয় ও পার্শ্বদেশে তীব্র বেদনা, উদরাধ্মান, উদরাবেষ্টন (পেট টানিয়া ধরা), বমনবেগ, উদরে কর্ত্তনবৎ পীড়া, বস্তিতে শূলবদ্ বেদনা, গণ্ডদ্বয়ে শোথ, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, তজ্জন্য বমি অরুচি ও জ্বর, হৃদ্রোগ, গ্রহণীদোষ, মূত্রবিবদ্ধতা, প্রবাহিকা, বধিরতা, তিমির রোগ, শ্বাস, শিরোবেদনা, কাস, পীনস, মনোবিকৃতি, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, গুল্ম ও উদররোগ এবং নখভেদাদি অতিকষ্টজনক প্রসিদ্ধ বাতজ রোগসমূহ জন্মে। এই উদাবর্ত্ত অর্শোরোগের প্রধান উপদ্রব। অর্শোরোগ না থাকিলেও বাতাভিভূত কোষ্ঠ ব্যক্তিদের এই উদাবর্ত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে॥ ৪৮—৫৪

অর্শোরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। জন্মসহজাত, ত্রিদোষজ ও আভ্যন্তর বলিতে উৎপন্ন সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ অসাধ্য। তবে যদি রোগির অগ্নিবলাদি থাকে অর্থাৎ জাঠর অগ্নির বল ও আয়ুর শেষ থাকে এবং উপযুক্ত চিকিৎসকাদি পাদচতুষ্টয়ের সংযোগ হয়, তাহা হইলে ইহা যাপ্য হইয়া থাকে॥ ৫৫

দ্বিদোষজাত ও দ্বিতীয় বলিতে সংশ্রিত অর্শঃ এবং বর্ষাতিক্রান্ত অর্শঃ কষ্টসাধ্য॥ ৫৬

যে সকল অর্শঃ বাহ্যবলিতে উৎপন্ন, একদোষপ্রধান ও অল্পদিনজাত তাহারা সুখসাধ্য॥ ৫৭

লিঙ্গ ভগ নাসিকা ও কর্ণাদি স্থানে অর্শঃ জন্মিয়া থাকে। তাহা যথাস্থানে বলা যাইবে। নাভিজ অর্শঃ কেঁচোর মুখসদৃশ আকারবিশিষ্ট পিচ্ছিল ও কোমল হয়॥ ৫৮

কুপিত ব্যান বায়ু কফকে আশ্রয় করিয়া ত্বকের উপর অর্শোরোগ উৎপাদন করে। ইহা কীল (গোঁজ) সদৃশ নিশ্চল ও কর্কশ। ইহাকে চর্ম্মকীল (আঁচিল) বলিয়া থাকে॥ ৫৯

চর্ম্মকীল বাতজ হইলে সূচীবেধবৎ বেদনা ও পারুষ্যযুক্ত ; পিত্তাধিক হইলে কৃষ্ণরক্তবর্ণবিশিষ্ট এবং শ্লেষ্মপ্রধান হইলে স্নিগ্ধ গ্রন্থিবৎ ও ত্বক্‌সবর্ণ হইয়া থাকে॥ ৬০

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্শোরোগের শান্তি জন্য আশু যত্ন করিবেন। তাহা না করিলে মাংসাঙ্কুর সকল গুহ্যদ্বার রোধ করিয়া বদ্ধগুদোদর রোগ উৎপাদন করিবে॥ ৬১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে অর্শোরোগ নিদান নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

(অতিসার গ্রহণীরোগ নিদান।)

অতঃপর আমরা অতিসার ও গ্রহণীরোগের নিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

অতিসার রোগ ছয় প্রকার। যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ সন্নিপাতজ ভয়জ ও শোকজ।

অতিসারের নিদানপূর্ব্বিকা সংপ্রাপ্তি। অতিশয় জলপান, কৃশ পশুর মাংস, শুষ্কমাংস ও অসাত্ম্য (স্বাস্থ্যের প্রতিকূল) দ্রব্য সেবন, তিলপিষ্ট, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন, মদ্য, রুক্ষদ্রব্য, অতিমাত্র ভোজন, অর্শোরোগ, স্নেহব্যাপত্তি (স্নেহক্রিয়ার অতিযোগ বা অল্পযোগ), ক্রিমিদোষ, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং এইরূপ বাতপ্রকোপক হেতু দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া শরীরস্থ জলীয় ধাতুকে শূন্য কোষ্ঠদেশে মলসমীপে উপনীত করিয়া তদ্দ্বারা কোষ্ঠাগ্নিকে নষ্ট করে এবং পুরীষকে দ্রবীভূত ও অধঃ প্রেরিত করিয়া অতিসার রোগ উৎপাদন করে।

অতিসারের পূর্ব্বরূপ। হৃদয় গুহ্যদেশ ও কোষ্ঠে সূচীবেধবদ্ বেদনা, গাত্রের অবসন্নতা, মলরোধ, উদরাধ্মান ও অপরিপাক এইগুলি ভাবি-অতিসারের লক্ষণ।

উক্ত ছয় প্রকার অতিসারের মধ্যে বায়ুজন্য অতিসারে পিচ্ছিল রুক্ষ ফেনযুক্ত দগ্ধগুড়সদৃশ পিচ্ছা পরিকর্ত্তিকা (উদরে কর্ত্তনবৎ পীড়া) শব্দ ও শূলবৎ বেদনাযুক্ত স্বচ্ছ বা গ্রথিত বা বিবদ্ধ মল অল্প অল্প অথচ বারংবার ত্যাগ করে। ইহাতে রোগির মুখ শুষ্ক, গুহ্যদেশ ভ্রষ্ট, শরীর লোমাঞ্চ ও কাতর হইয়া থাকে।

পিত্তজন্য অতিসারে মল পীত কৃষ্ণ হরিত নূতন তৃণের ন্যায় হরিদ্বর্ণ বা রক্তবর্ণ ও অতিদুর্গন্ধ হয়। ইহাতে রোগির তৃষ্ণা মূর্চ্ছা স্বেদ দাহ শূলবদ্‌বেদনা এবং গুহ্যদেশে সন্তাপ ও পাক হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজনিত অতিসারে মল ঘন, পিচ্ছিল, তন্তুবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, আম ও কফমিশ্রিত, গুরু (ভারবিশিষ্ট, জলে ডুবিয়া যায়), দুর্গন্ধ, বিবদ্ধ, নিরন্তর বেদনাযুক্ত ও প্রবাহিকালক্ষণান্বিত হয় এবং অল্প অল্প নির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী নিদ্রালু অলস ও অন্নদ্বেষী হয়। তাহার লোমাঞ্চ বমনবেগ এবং বস্তি গুহ্যদেশ ও উদর ভারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। মলত্যাগ করিলেও মনে হয় না যে মলত্যাগ করা হইয়াছে।

সান্নিপাতিক অতিসারে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ বাতাদি দোষজ অতি-সারের লক্ষণ সমূহ ইহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২—১১

ভয়জ অতিসার। ভয় হেতু চিত্ত চঞ্চল হইলে পিত্তযুক্ত বায়ু মলকে দ্রবীভূত করে, তাহাতে উষ্ণ ও দ্রব মল সবেগে শীঘ্র নির্গত হয়। ভয়জ অতিসারের লক্ষণ বাতপিত্তাতিসারের লক্ষণ সদৃশ। শোকজ অতিসার ভয়জ অতিসারের ন্যায় জানিবে ॥ ১২

অতিসার ছয় প্রকার হইলেও সংক্ষেপতঃ তাহা দুই প্রকার ; যথা—সাম ও নিরাম এবং সরক্ত ও নীরক্ত। তন্মধ্যে আমাতিসারে মল গুরুত্বহেতু জলে ডুবিয়া যায় ও অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট হয়। ইহাতে আটোপ (উদরে সবেদন গুড়গুড়ধ্বনি), উদরের স্তব্ধতা, বেদনা এবং মুখাদিপ্রসেক হইয়া থাকে। পক্বাতিসার ইহার বিপরীতলক্ষণান্বিত হয় অর্থাৎ পক্বাতিসারে মল জলে ডুবে না

বা দুর্গন্ধ হয় না এবং আটোপাদি লক্ষণও প্রকাশ পায় না। কিন্তু পকাতিসারে কফের আধিক্য থাকিলে পকমলও জলে ডুবিয়া যায় ॥ ১৩।১৪

অতিসার রোগের চিকিৎসায় যে ব্যক্তি বিশেষ যত্ন না করে তাহার অতিসার গ্রহণীরোগে পরিণত হয়। অগ্নিমান্দ্যজনক অন্নপান নিয়ত সেবন করিলেও গ্রহণীরোগ জন্মিয়া থাকে ॥ ১৫

গ্রহণী ও অতিসারের বিশেষত্ব। আহার জীর্ণ হইলেও যাহাতে আমযুক্ত বা নিরাম মল অতিনিঃসৃত হয়, অতিসরণহেতু তাহাকে অতিসার কহে, ইহা স্বভাবতঃ আশুকারী। (গ্রহণী-রোগ আশুকারী নহে, তাহা চিরকারী) ॥ ১৬

গ্রহণীরোগের স্বরূপনিরূপণ পূর্ব্বক অতিসার হইতে তাহার ভেদ বর্ণিত হইতেছে। গ্রহণীদোষে ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণ হইলে কখন আমযুক্ত মল, কদাচিৎ যথাভুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত মল নির্গত হয়; এবং জীর্ণ হইলে কখন পক মল নিঃসৃত হয় কখনও বা মল নির্গত হয় না। কিংবা কখন বিনা কারণে বারংবার বদ্ধ মল কখনও বা সঞ্চয় হেতু অকস্মাৎ মুহুর্মুহুঃ শিথিল মল নির্গত হইয়া থাকে। গ্রহণীদোষ চিরকারী, অতিসার আশুকারী ॥ ১৭

বাতাদি পৃথক্ দোষে তিন প্রকার এবং মিলিত দোষে এক প্রকার এই চারি প্রকার গ্রহণীরোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৮

গ্রহণীরোগের পূর্ব্বরূপ। শরীরের অবসাদ, বিলম্বে পরিপাক, অম্লোদ্গার, মুখপ্রসেক, মুখ-বৈরস্য, অরুচি, তৃষ্ণা, ভ্রম, ক্লান্তি, আনাহ, বমি, কর্ণনাদ ও অন্ত্রকূজন (পেট ডাকা) এই গুলি গ্রহণীরোগের পূর্ব্বলক্ষণ ॥ ১৯

সামান্য লক্ষণ। শরীরের কৃশতা, ধূমোদ্গার, তমক, জ্বর, মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা, উদরের স্তব্ধতা ও হস্তে পদে শোথ এই গুলি চারি প্রকার গ্রহণীরোগের সাধারণ লক্ষণ ॥ ২০

বাতজগ্রহণীরোগ লক্ষণ। বাতজ গ্রহণীরোগে তালুশোষ, তিমির (চক্ষুতে আঁধার দেখা), কর্ণে শব্দ, পার্শ্ব উরু বঙ্ক্ষণ ও গ্রীবাদেশে সর্ব্বদা বেদনা, ভেদবমি, মধুরাদি সর্ব্বপ্রকার রস ভোজনে লোলুপতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিকর্ত্তিকা (কর্ত্তনবৎ পীড়া), ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে বা জীর্ণ হইবার সময়ে উদরাধ্মান, কিছু আহার করিলে শান্তিবোধ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহাতে রোগী বাতজ হৃদ্রোগ গুল্ম অর্শঃ প্লীহা ও পাণ্ডু রোগের শঙ্কা করে এবং কখন দ্রব কখনও বা শুষ্ক অল্প আমযুক্ত শব্দ ও ফেন বিশিষ্ট মল কষ্টের সহিত বিলম্বে বিলম্বে বা পুনঃপুনঃ ত্যাগ করে। রোগির গুহ্যদেশে বেদনা, শ্বাস ও কাস হইয়া থাকে ॥ ২১-২৩

পিত্তজগ্রহণীরোগ লক্ষণ। পিত্তজনিত গ্রহণীরোগে রোগী নীল বা পীতবর্ণ দ্রব মল ত্যাগ করে এবং দুর্গন্ধযুক্ত অম্ল উদ্গার, হৃদয় ও কণ্ঠের দাহ, অরুচি ও পিপাসাতে কাতর হয়, তাহার শরীর পীতবর্ণ হইয়া থাকে ॥ ২৪

শ্লেষ্মজগ্রহণীরোগ লক্ষণ। এই রোগে বমি অরুচি শ্লেষ্মদ্বারা মুখের লিপ্ততা নিষ্ঠীবন কাস বমনবেগ পীনস উদর নিশ্চল ও গুরু, উদ্গার দুষ্ট ও মধুর, শরীরের অবসাদ ও স্ত্রীতে আনন্দা-ভাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে ভুক্ত দ্রব্য অতি কষ্টে পরিপাক পায়। হৃদয় যেন পিণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, আম ও শ্লেষ্ম সংযুক্ত গুরু ভাঙ্গা (দ্রব) মল প্রবর্ত্তিত হয়, শরীর কৃশ না হইলেও দুর্ব্বল হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগে উক্ত বাতজাদি গ্রহণীরোগের লক্ষণ সমূহ মিশ্রভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ২৫—২৭

অঙ্গবিভাগে বিষম তীক্ষ্ণ ও মন্দভেদে যে তিন প্রকার অগ্নি উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকেও গ্রহণীরোগ বলিয়া জানিবে। সম অগ্নি আরোগ্যের হেতু॥ ২৮

মহারোগ নির্দ্দেশ। বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদর রোগ, ভগন্দর, অর্শঃ ও গ্রহণীরোগ এই আটটীকে মহারোগ কহে। ইহারা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাধি। সুতরাং ইহাদের প্রতিকারে বিশেষ যত্ন করিবে॥ ২৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে অতিসার গ্রহণীরোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা মূত্রাঘাতনিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

বস্তি, বস্তিশিরঃ, লিঙ্গ, কটী, বৃষণ (অণ্ডকোষ) ও গুহ্যদেশ ইহারা একত্র গ্রথিত; যেহেতু সকলেই গুদাস্থিবিবরে অবস্থান করে॥ ২

বস্তি অধোমুখে অবস্থিত হইলেও তাহার চতুষ্পার্শ্বগত অনবরত স্যন্দমান সূক্ষ্ম মূত্রবাহি শিরামুখ দ্বারা তাহা মূত্রপূর্ণ হইয়া থাকে। যে সকল শিরামুখ দ্বারা উহাতে মূত্র প্রবেশ করে সেই সকল শিরামুখ দ্বারা দোষসমূহ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া বস্তিমর্ম্মাশ্রিত কৃচ্ছ্রসাধ্য বিংশতি প্রকার মূত্রাঘাত ও প্রমেহ রোগ উৎপাদন করে॥ ৩।৪

বাতজ মূত্রাঘাতে রোগী বারংবার অল্প অল্প মূত্রত্যাগ করে এবং তাহার বস্তি বঙ্ক্ষণ ও লিঙ্গে বেদনা হয়। পিত্তজ মূত্রাঘাতে পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র দাহ ও বেদনার সহিত নির্গত হয়। কফজ মূত্রাঘাতে মূত্র পিচ্ছাযুক্ত ও বিবদ্ধ (আট্‌কাইয়া যাওয়া) হয়। ইহাতে বস্তি ও লিঙ্গে গুরুত্ব ও শোথ হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ মূত্রাঘাতে বাতাদি তিন দোষের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়॥ ৫।৬

অশ্মরীরোগ নিদান।

কুপিত বায়ু যে সময়ে বস্তির মুখ আবৃত করিয়া কেবল মূত্রকে বা সপিত্ত মূত্রকে, কখন বা সকফ মূত্রকে কিংবা সশুক্র মূত্রকে শুষ্ক করে, সেই সময় অতিঘোর অশ্মরী রোগ উৎপন্ন হয়। ইহারা উত্তরোত্তর অতি ভয়ঙ্কর। মূত্রাশ্মরী ঘোরা, পিত্তাশ্মরী ঘোরতরা, শ্লেষ্মাশ্মরী ঘোরতমা, শুক্রাশ্মরী সর্ব্বাপেক্ষা অতি ঘোরতমা। বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া গোপিত্ত যেমন গোরোচনারূপে পরিণত হয়, অশ্মরীরোগও তদ্রূপে জন্মে। সকল অশ্মরীই শ্লেষ্মাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। ইহার পূর্ব্বলক্ষণ যথা—বস্তির আধ্মান (স্ফীততা), বস্তির সমীপে চতুষ্পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা, মূত্রে ছাগের গাত্রের ন্যায় গন্ধ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর ও অরুচি এই সকল লক্ষণ অশ্মরী রোগ হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পায়॥ ৭—৯

অশ্মরীরোগের সামান্য লক্ষণ। ইহাতে নাভি, সেবনী (গুহ্যদেশ হইতে কোষের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত যে সেলাই আছে, তাহাকে সেবনী কহে) ও বস্তির শিরোদেশে (নাভির নীচে) বেদনা হয়। অশ্মরীকর্ত্তৃক মূত্রপথ রুদ্ধ হইলে বিশীর্ণধারে মূত্র নির্গত হয়। মূত্রপথ হইতে অশ্মরী অপগত হইলে গোমেদক মণির ন্যায় নির্ম্মল মূত্র বিনাক্লেশে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানে গমন হেতু অশ্মরী সংক্ষুভিত হওয়ায় মূত্রস্রোতে ক্ষত হইলে সরক্ত মূত্র নির্গত হয়। পথ-পর্য্যটনাদি পরিশ্রম হেতু ইহাতে মূত্রত্যাগ কালে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে॥ ১০।১১

বাতজাশ্মরীর লক্ষণ। বাতজাশ্মরী উৎপন্ন হইলে মানব বেদনায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অনবরত আর্ত্তনাদ করে, দাঁত কামড়ায়, কাঁপে, লিঙ্গ ও নাভি মর্দ্দন করে, পুনঃপুনঃ বিন্দু বিন্দু মূত্র ত্যাগ করে, মূত্রত্যাগকালে বায়ুর সহিত মল নির্গত হয়। বাতজ অশ্মরীর আকৃতি শ্যাববর্ণ রুক্ষ এবং কণ্টকের ন্যায় সূক্ষ্ম অঙ্কুর-বেষ্টিতের ন্যায় (গায়ে কাঁটার মত) হইয়া থাকে॥ ১২

পিত্তজাশ্মরীর লক্ষণ। এই রোগে বস্তিতে দাহ ও পচ্যমান ব্রণের ন্যায় উত্তাপ হয়। অশ্মরীর আকার ভেলার আঁঠির মত। ইহা রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে॥ ১৩

কফজাশ্মরীর লক্ষণ। কফজাত অশ্মরী রোগে বস্তি সূচীবেধবদ্বেদনাযুক্ত শীতল ও গুরু (ভারবিশিষ্ট) হয়। এই অশ্মরী বাতজ বা পিত্তজ অশ্মরী অপেক্ষা স্থূল কোমল এবং মধুবর্ণ অথবা শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে॥ ১৪

এই তিন প্রকার অশ্মরী বালকদিগেরই অধিক হইতে দেখা যায়। কারণ দিবানিদ্রা অধ্যশন শীতল-স্নিগ্ধ-মধুররসান্বিত আহার প্রভৃতি অশ্মরীনিদান সকল বালকদিগেরই অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে। বালকদিগের আশ্রয় (বস্তি) ক্ষুদ্র ও অশ্মরীও উপচয়হীন (ছোট) হয় বলিয়া, তাহাকে বড়িশাদি শস্ত্রদ্বারা গ্রহণ ও অস্ত্রদ্বারা উৎপাটন করা সহজ হইয়া থাকে॥ ১৫

শুক্রাশ্মরীর লক্ষণ। শুক্রবেগধারণ হেতু বয়স্ক ব্যক্তিদের শুক্রাশ্মরী রোগ জন্মে। বালকদের শুক্রাভাবে এ রোগ হয় না। কামহর্ষাদিহেতু স্বস্থানচ্যুত কিন্তু অস্খলিত শুক্রকে তৎকালে বায়ু কোষের মধ্যে (বস্তির মুখে) লইয়া গিয়া শুষ্ক করে, সেই শুষ্ক শুক্রকে শুক্রাশ্মরী বলে। ইহাতে বস্তিদেশে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও কোষদ্বয়ে শোথ হয়। শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইবামাত্র শুক্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই অশ্মরীতে বিলীন হইয়া থাকে। অশ্মরীস্থান পীড়ন (টেপাটিপি) করিলে সেই অশ্মরী বায়ুকর্ত্তৃক সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া শর্করারূপে পরিণত হয়। (শর্করার অন্য কোন উপাদান কারণ নাই)। বায়ু অনুলোম থাকিলে সেই শর্করা মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায় এবং প্রতিলোমগ হইলে বাহির হইতে না পারিয়া মূত্রস্রোতে বদ্ধ হইয়া থাকে। (কিন্তু অশ্মরী, বায়ু অনুলোমগত হইলেও বহির্গত হইতে পারে না, শর্করার সহিত অশ্মরীর এই মাত্র ভেদ।)॥ ১৬—১৯

বাতবস্তি লক্ষণ। মূত্রবেগধারণকারী ব্যক্তির বস্তিগত বায়ু কুপিত হইয়া বস্তির মুখ রুদ্ধ করে, তাহাতে মূত্রসঙ্গ (প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যাওয়া), বেদনা ও কণ্ডু এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাকে বাতবস্তি কহে। কখন বা কুপিত বায়ু বস্তিকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া ঊর্দ্ধ-মুখ, গর্ভসদৃশ, স্থূল (স্বপ্রমাণাধিক) ও চঞ্চল করে এবং বেদনা দাহ স্পন্দন (মূত্রক্ষরণ) উদ্বেষ্টন (টানিয়া ধরা) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত করে। ইহাতে বিন্দু বিন্দু মূত্র প্রবর্ত্তিত

হয়, কিন্তু বস্তি পীড়ন করিলে (টিপিয়া ধরিলে) প্রস্রাবের ধারা নির্গত হয়। ইহা দ্বিতীয় প্রকার বাতবস্তি। প্রথমোক্ত বাতবস্তি দুস্তর (কৃচ্ছ্রসাধ্য), দ্বিতীয় প্রকার বাতবস্তি দুস্তরতর (অতিশয় কষ্টসাধ্য); কারণ ইহাতে বায়ুর প্রাবল্য থাকে ॥ ২০—২২

বাতাষ্ঠীলা। কুপিত বায়ু মলমার্গ ও বস্তির অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে ঘন (সংহতাবয়ব), স্থির ও উন্নত অষ্ঠীলাসদৃশ গ্রন্থি উৎপাদন করে। ইহাকে বাতাষ্ঠীলা কহে। ইহাতে উদরাধ্মান এবং মল মূত্র ও বায়ুর রোধ হয় ॥ ২৩

বাতকুণ্ডলিকা। কুপিত বায়ু মূত্রকে ক্ষোভিত (ব্যাকুলীকৃত) করিয়া দোষ-দেশাদি-কারণবশে বস্তিতে কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে। ইহা বস্তিতে তীব্রবেদনা, স্তব্ধতা, উদ্‌বেষ্টনবৎ পীড়া ও গুরুত্ব উৎপাদন করিয়া থাকে। অথবা মল বিসর্জ্জন করাইয়া অল্প অল্প মূত্র নিঃসারণ করে। এই ব্যাধিকে বাতকুণ্ডলিকা কহে।

মূত্রাতীত। মূত্রের বেগ অনেকক্ষণ ধারণ করিয়া থাকিলে মূত্র নির্গত হয় না। অথবা বিবদ্ধ মূত্র অল্প বেদনার সহিত বহির্গত হয়। তাহাকে মূত্রাতীত কহে ॥ ২৪।২৫

মূত্রজঠর। মূত্রের বেগ রোধ করিলে সেই মূত্র, কুপিত বায়ুদ্বারা উদাবর্ত্তিত হইয়া নাভির নিম্নে উদরকে পূর্ণ করে। তৎকালে তীব্র বেদনা, আধ্মান, অপরিপাক ও মলবদ্ধতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগের নাম মূত্রজঠর।

মূত্রোৎসঙ্গ। মূত্রদ্বারের দোষে অথবা কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত হইয়া অল্পমাত্র মূত্র, বস্তিতে লিঙ্গনালে অথবা লিঙ্গগ্রন্থিতে আট্‌কাইয়া থাকে, পশ্চাৎ শনৈঃ শনৈঃ বেদনার সহিত বা বেদনা ব্যতিরেকে সেই মূত্র নিঃসৃত হয়। মূত্র বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ নির্গত হওয়াতে লিঙ্গ গুরু (ভারী) হয়। ইহাকে মূত্রোৎসঙ্গ কহে ॥ ২৬—২৮

মূত্রগ্রন্থি। বস্তিমুখের মধ্যে গোলাকার স্থির অশ্মরীতুল্য বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থি সহসা উৎপন্ন হয়। ইহাকে মূত্রগ্রন্থি কহে। (অশ্মরীরোগ ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়। মূত্রগ্রন্থি সহসা জন্মিয়া থাকে, উভয়ের এইমাত্র প্রভেদ) ॥ ২৯

মূত্রশুক্র। মূত্রবেগান্বিত ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গম করিলে তাহার শুক্র স্বস্থানচ্যুত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে নীত হয়, এবং মূত্রত্যাগ কালে প্রস্রাবের পূর্ব্বে বা পরে ভস্মমিশ্রিত জলের ন্যায় নির্গত হইয়া থাকে, ইহাকে মূত্রশুক্র বলে ॥ ৩০

বিড়্‌ঘাত। রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির কুপিত বায়ু পুরীষকে পিণ্ডিত করিয়া যখন মূত্রস্রোতে লইয়া যায়, তখন মূত্র মলসংসৃষ্ট হওয়ায় পুরীষসদৃশ গন্ধবিশিষ্ট হয়, ইহাকে বিড়্‌ঘাত বলে ॥ ৩১

উষ্ণবাত। ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্যদ্রব্য ভোজন, পথশ্রম ও আতপ সেবন এই সকল কারণে প্রবৃদ্ধ পিত্ত বায়ুকর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত হইয়া পীতবর্ণ রক্তবর্ণ বা রক্তমিশ্র উষ্ণ মূত্র অতিকষ্টে বারংবার প্রবর্ত্তিত করে। ইহাতে বস্তি ও লিঙ্গে দাহ ও বেদনা হয়। এই রোগের নাম উষ্ণবাত ॥ ৩২।৩৩

মূত্রক্ষয়। রুক্ষ ও ক্লান্ত দেহ ব্যক্তির বস্তিগত পিত্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রের ক্ষয় করে। ইহাতে বেদনা ও দাহ হয়। এই রোগের নাম মূত্রক্ষয় ॥ ৩৪

মূত্রসাদ। যদি পিত্ত অথবা কফ কিংবা পিত্ত ও কফ উভয়ে বায়ুদ্বারা পীড়িত (ঘনীভূত) হয়, তাহা হইলে পীত রক্ত বা শ্বেতবর্ণ ও ঘন মূত্র অতিকষ্টে নির্গত হয়। মূত্রত্যাগ কালে দাহ হইয়া থাকে। মূত্র শুষ্ক হইলে গোরোচনা বা শঙ্খচূর্ণ তুল্য বর্ণ অথবা কখন উল্লিখিত সমস্ত বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে মূত্রসাদ কহে॥ ৩৫।৩৬

মূত্রের অপ্রবৃত্তিজনিত রোগসমূহ নিদান ও লক্ষণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সবিস্তর বলা হইল। অতঃপর মূত্রের অতি প্রবর্ত্তক জন্য রোগ সকল (প্রমেহাদি) বর্ণন করিব॥ ৩৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে মূত্রাঘাত নিদান নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

(প্রমেহনিদান।)

অতঃপর আমরা প্রমেহ নিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

প্রমেহরোগ বিংশতি প্রকার। তন্মধ্যে শ্লেষ্মজন্য দশ প্রকার, পিত্তজন্য ছয় প্রকার ও বায়ুজন্য চারি প্রকার। মেদ মূত্র ও কফজনক অন্ন পান ও চেষ্টা (শয্যাসননিদ্রাদি) সমূহ প্রায়ই প্রমেহোৎপাদক।

প্রমেহনিদান। মধুর অম্ল লবণ স্নিগ্ধ গুরু পিচ্ছিল ও শীতল দ্রব্য, নূতন ধান্য, সুরা, আনূপ মাংস, ইক্ষু, গুড়, গোরস (দধি দুগ্ধাদি) এবং এক স্থানে ও এক আসনে উপবেশন প্রিয়তা ও বিধিবর্জ্জিত নিদ্রা এই গুলি প্রমেহরোগের হেতু॥ ২—৪

প্রমেহ সম্প্রাপ্তি।

দূষিত কফ বস্তিতে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক শরীর ক্লেদ স্বেদ মেদ বসা ও মাংসকে দূষিত করিয়া প্রমেহ আনয়ন করে। কফাদি সৌম্যধাতু ক্ষীণ হইলে কুপিত পিত্ত মূত্রসংশ্রিত রক্তকে এবং শরীর ক্লেদাদিকে দূষিত করিয়া মেহরোগ উৎপাদন করে। বায়ু কুপিত হইয়া বাতপ্রমেহজননসমর্থ ধাতুসমূহকে মূত্রাধারসমীপে আনয়ন বা অধঃক্ষরণাদি দ্বারা তাহাদের ক্ষয় করিয়া মেহরোগ জন্মাইয়া থাকে॥ ৫—৬

সাধ্যাসাধ্যবিভাগ। কফজ পিত্তজ ও বাতজ মেহ সকল বিশিষ্ট সম্প্রাপ্তি হেতু এবং সমক্রিয়তা অসমক্রিয়তা ও মহাত্যয়তা হেতু সাধ্য যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয় হইয়া থাকে। কফজ মেহ সাধ্য; কারণ কফ শরীর ক্লেদাদিকে দূষিত করিয়া মেহ উৎপাদন করে, ইহা সমক্রিয় অর্থাৎ কটু তিক্তাদি যে সকল ঔষধে কফের শান্তি হয় সেই ঔষধে ক্লেদাদি দূষ্য পদার্থেরও প্রতিকার হইয়া থাকে। সেই জন্য কফজ মেহ সাধ্য। পিত্তজ মেহ যাপ্য; কারণ পিত্ত সৌম্য ধাতুক্ষয় করিয়া শরীর ক্লেদাদি ও রক্তকে দূষিত করিয়া মেহ উৎপাদন করে, ইহারা অসমক্রিয়, অর্থাৎ মধুরাদি যে সকল ঔষধ পিত্তঘ্ন, তাহারা ক্লেদ মেদ প্রভৃতির বর্দ্ধক এবং কটুতিক্তাদি যে সকল ভেষজ ক্লেদাদির নাশক তাহারা পিত্তবর্দ্ধক, এইরূপ ক্রিয়াবৈষম্য হেতু পিত্তজ মেহ যাপ্য। বাতজ প্রমেহ

অসাধ্য, কারণ ইহারা সর্ব্বধাতুক্ষয়হেতু উৎপন্ন হয় এবং ইহার মহাত্যয়ত্ব আছে, অর্থাৎ বায়ু মজ্জাদি গম্ভীর ধাতুকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং ইহা আশুবিনাশকারী বলিয়া কোন ঔষধেই ইহার প্রতিকার হয় না। স্নিগ্ধমধুরাদি সন্তর্পণরূপ ঔষধ বায়ুর হিতজনক, কিন্তু রুক্ষ তীক্ষ্ণাদি অপতর্পণরূপ ক্রিয়া প্রমেহের উপযোগী এই বিরুদ্ধক্রিয়ত্ব হেতু বাতজ মেহ অসাধ্য ॥ ৭

সামান্য লক্ষণ। মূত্রের প্রাচুর্য্য ও আবিল (ঘোলাটে) বর্ণতা এই দুইটী সকল মেহেরই সাধারণ লক্ষণ।

দোষ ও দূষ্যের তুল্যতা সত্ত্বেও মেহরোগ কেন অনেক প্রকার হয়, তাহা কথিত হইতেছে। কফাদি দোষের ও শরীর ক্লেদাদি দূষ্যের তুল্যতা থাকিলেও পূর্ব্বকৃতকর্ম্মবশতঃ তাহাদের সংযোগবিশেষে মূত্রের বর্ণগন্ধরসাদির প্রকারভেদ হয়, তদনুসারে প্রমেহেরও প্রকারভেদ হইয়া থাকে। (কফজ মেহ দশ প্রকার, যথা—উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ শনৈর্মেহ ও লালামেহ। ইহাদের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে) ॥ ৮

কফজমেহ লক্ষণ।

উদকমেহ। উদকমেহাক্রান্ত রোগী স্বচ্ছ বহুপরিমিত শুক্লবর্ণ শীতস্পর্শ গন্ধহীন জলসদৃশ কিঞ্চিৎ আবিল ও পিচ্ছিল মূত্রত্যাগ করে ॥ ৯

ইক্ষুমেহ। এই রোগে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় অত্যন্ত মধুর হয় ॥ ১০

সান্দ্রমেহ। সান্দ্রমেহে মূত্র পর্য্যুষিত হইলে ঘনীভূত হয় ॥ ১১

সুরামেহ। সুরামেহে সুরার ন্যায় মূত্র ত্যাগ করে। এই মূত্র পর্য্যুসিত (রাত্রিস্থিত) হইলে তাহার উপরিভাগ স্বচ্ছ ও অধোভাগ ঘন হইয়া থাকে ॥ ১২

পিষ্টমেহ। পিষ্টমেহে পিষ্টবৎ (পিটুলিগোলা জলের ন্যায়) শ্বেতবর্ণ মূত্র প্রচুর পরিমাণে ত্যাগ করে। মূত্রত্যাগকালে শরীর লোমাঞ্চ হয় ॥ ১৩

শুক্রমেহ। ইহাতে শুক্রমিশ্রিত বা শুক্রাভ মূত্র নির্গত হয় ॥ ১৪

সিকতামেহ। সিকতামেহাক্রান্ত ব্যক্তি বালুকার ন্যায় অতি সূক্ষ্মকণামিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করে ॥ ১৫

শীতমেহ। ইহাতে অত্যন্ত শীতল ও মধুররসান্বিত মূত্র প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয় ॥ ১৬

শনৈর্মেহ। ইহাতে শনৈঃ শনৈঃ অল্প অল্প মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ১৭

লালামেহ। লালামেহে লালার ন্যায় তন্তুযুক্ত ও পিচ্ছিল মূত্র নিঃসৃত হয় ॥ ১৮

(পিত্তজমেহ ছয় প্রকার ; যথা—ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ। ইহাদের লক্ষণ বলা হইতেছে—)।

পিত্তজমেহ লক্ষণ।

ক্ষারমেহ। ইহাতে মূত্র ক্ষারজলের ন্যায় গন্ধ বর্ণ রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট হয় ॥ ১৯

নীলমেহ ও কালমেহ। নীলমেহে মূত্র নীলবর্ণ এবং কালমেহে মূত্র মসীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥ ২০

হারিদ্রমেহ। ইহাতে মূত্র কটুরস ও হরিদ্রাবর্ণ হয়। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালীতে জ্বালা হইয়া থাকে॥ ২১

মাঞ্জিষ্ঠমেহ। মাঞ্জিষ্ঠমেহে মূত্র আমগন্ধবিশিষ্ট ও মঞ্জিষ্ঠাভিজান জলের ন্যায় লোহিতবর্ণ হয়॥ ২২

রক্তমেহ। ইহাতে মূত্র আমগন্ধি উষ্ণ লবণরস ও রক্তবর্ণ হয়॥ ২৩

বাতজ মেহ লক্ষণ।

(বাতজমেহ চারি প্রকার। যথা—বসামেহ মজ্জমেহ মধুমেহ ও হস্তিমেহ। ইহাদের লক্ষণ যথা—)

বসামেহ। বসামেহে বসামিশ্র বা বসাসদৃশ মূত্র বারংবার নির্গত হয়॥ ২৪

মজ্জমেহ। ইহাতে মজ্জাভ বা মজ্জমিশ্র মূত্র পুনঃপুনঃ নিঃসৃত হয়॥ ২৫

হস্তিমেহ। ইহাতে রোগী মত্তহস্তির ন্যায় বেগবর্জ্জিত অজস্র মূত্রত্যাগ করে। কখনও বা মূত্র বদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে লসীকা থাকে॥ ২৬

মধুমেহ। মধুমেহে মূত্র মধুর ন্যায় হইয়া থাকে। এই রোগ দুই প্রকার। ধাতুক্ষয়হেতু কুপিত কেবল বায়ু দ্বারা এক প্রকার এবং পিত্তাদি দোষ কর্ত্তৃক আবৃতমার্গ বায়ু দ্বারা আর এক প্রকার এই দুই প্রকার মধুমেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ২৭

আবৃতমার্গ বায়ু চঞ্চলস্বভাবহেতু আবরক দোষের লক্ষণ সকল (বাতশোণিতনিদানোক্ত) অকস্মাৎ প্রদর্শন করে, সেই জন্য ক্ষণে ক্ষীণ (মূত্রদ্বারা বস্তির অপূর্ণতাহেতু রিক্ত) এবং ক্ষণে পূর্ণ (মূত্রাশয়পূরণহেতু পূর্ণ) হইয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। (দোষাবৃত মার্গ-বাতকোপজ হেতু ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য হয় পরন্তু ধাতুক্ষয়কুপিত বাতজবৎ অত্যন্ত অসাধ্য হয় না)॥ ২৮

সর্ব্বপ্রকার মেহই উপেক্ষিত হইলে কালে মধুমেহে পরিণত হয়। কারণ অচিকিৎসিত সকল মেহেই মূত্র মধুর ও দেহ মধুররসবিশিষ্ট হয়, অতএব পরিণামে সকল মেহই মধুমেহ নামে উক্ত হইয়া থাকে॥ ২৯

কফজ মেহের উপদ্রব। অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রা, কাস ও পীনস এই গুলি কফজ মেহের উপদ্রব॥ ৩০

পিত্তজ মেহের উপদ্রব। বস্তি ও লিঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, মুষ্কের বিদারণ, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদগার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ এই গুলি পিত্তজমেহের উপদ্রব॥ ৩১

বাতজ মেহের উপদ্রব। উদাবর্ত্ত, কণ্ঠ ও হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বপ্রকার আহারে লোভ, শূল-বেদনা, অনিদ্রা, শোষ, কাস ও শ্বাস এই সকল বাতজমেহের উপদ্রব॥ ৩২

প্রমেহ পিড়কা লক্ষণ।

প্রমেহ রোগ উপেক্ষিত অর্থাৎ অচিকিৎসিত হইলে শরীরের সন্ধিমর্ম্মসমূহে ও মাংসল স্থান সকলে দশ প্রকার পিড়কা জন্মে। তদ্‌যথা—শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি। ইহাদের লক্ষণ ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে॥ ৩৩।৩৪

শরাবিকা। ইহা শরাবের ন্যায় আকৃতি ও প্রমাণ বিশিষ্ট, প্রান্তভাগে উন্নত ও মধ্যে নিম্ন, শ্যাববর্ণ এবং ক্লেদ ও বেদনান্বিত হইয়া থাকে॥ ৩৫

কচ্ছপিকা। যে পিড়কা কচ্ছপপৃষ্ঠ তুল্য, মসৃণ, শরীরাবয়বাশ্রয়ী (গম্ভীরধাতুব্যাপী), অত্যন্ত বেদনা ও ছেদনবৎ ব্যথাযুক্ত, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে॥ ৩৬

জালিনী। যে পিড়কা স্তব্ধ, শিরাজালব্যাপ্ত, স্নিগ্ধস্রাববিশিষ্ট, মহান্ আশয়বিশিষ্ট (গম্ভীর ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন), অত্যন্ত বেদনা ও তোদযুক্ত এবং সূক্ষ্মচ্ছিদ্রবিশিষ্ট তাহাকে জালিনী কহে॥ ৩৭

বিনতা। এই পিড়কা পৃষ্ঠে বা উদরে জন্মে। ইহাতে অত্যন্ত বেদনা ও ক্লেদ জন্মিয়া থাকে। বিনতা বৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট নীলবর্ণ ও বিনত (নিম্ন)॥ ৩৮

অলজী। এই পিড়কা উৎপন্ন হইবার সময় ত্বকে দাহ হয়। ইহা কষ্টপ্রদ, বিসর্পণশীল, রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ ও স্ফোটক ব্যাপ্ত। ইহাতে অতিশয় তৃষ্ণা স্ফোট দাহ মোহ ও জ্বর হইয়া থাকে॥ ৩৯

মসূরিকা। মসূরের ন্যায় প্রমাণ ও আকৃতি বিশিষ্ট পিড়কাকে মসূরিকা কহে॥ ৪০

সর্ষপিকা। সর্ষপের ন্যায় প্রমাণ ও আকৃতি বিশিষ্ট, শীঘ্রপাকশীল, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং সর্ষপসদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত পিড়কাকে সর্ষপিকা কহে॥ ৪১

পুত্রিণী। এই পিড়কা প্রচুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত এবং অন্য পিড়কা অপেক্ষা বৃহদাকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪২

বিদারিকা। ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন পিড়কাকে বিদারিকা কহে॥ ৪৩

বিদ্রধি। বিদ্রধিলক্ষণযুক্ত পিড়কাকে বিদ্রধি কহে। তাহার লক্ষণ অন্য অধ্যায়ে কথিত হইবে।

এই সকল পিড়কার মধ্যে প্রথম পিড়কাত্রয় অর্থাৎ শরাবিকা কচ্ছপিকা ও জালিনী এবং পুত্রিণী ও বিদারিকা এই পাঁচটী পিড়কা অতি দুঃসহ (কষ্টসাধ্য) ও বহুমেদোজাত। এতদ্ভিন্ন অন্য পিড়কা সকল পিত্তপ্রধান, অল্পমেদোজাত ও সহ্য (সুখসাধ্য)॥ ৪৪।৪৫

পিড়কা সমূহে মেহানুসারে যথাযথ দোষোদ্রেক হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে পিড়কা যে মেহের উপদ্রব, সেই মেহ যে দোষজাত, তজ্জাত পিড়কাতেও সেই দোষের আধিক্য জানিবে। যেমন বাতজ মেহজনিত পিড়কাতে বায়ুর আধিক্য, পিত্তজমেহজে পিত্তের আধিক্য ইত্যাদি। সকল পিড়কাই ত্রিদোষজ॥ ৪৬

শরাবিকাদি পিড়কা সকল প্রমেহ ব্যতিরেকেও (অপ্রমেহি-ব্যক্তিরও) কেবল দুষ্ট মেদঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যতক্ষণ তাহারা পৃষ্ঠ বা উদরাদি স্থানকে আশ্রয় না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না অর্থাৎ পিড়কা জাত হইলেও ততক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ করে না, বিলম্বে জানা যায়॥ ৪৭

যদি মেহের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ না পায় এবং মূত্র হরিদ্রা বা রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে উহা প্রমেহ নহে, রক্তপিত্ত। (প্রমেহ ও রক্তপিত্ত রোগে মূত্র রক্ত বা হরিদ্রা বর্ণ হয়, ইহা সাধারণ লক্ষণ। কোন ব্যক্তির মূত্র এরূপ হইলে উভয় রোগের পূর্ব্বরূপ দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিবে)॥ ৪৮

প্রমেহরোগের পূর্ব্বরূপ। স্বেদ, শরীরে দুর্গন্ধ, অঙ্গশৈথিল্য এবং শয্যা আসন ও নিদ্রাসুখে অত্যাসক্তি, হৃদয়ের উপলেপ (শ্লেষ্মপূর্ণতা), নেত্র কর্ণ ও জিহ্বার মলাঢ্যত্ব, অঙ্গের ঘনত্ব (মাংসবৃদ্ধি), কেশ ও নখের অতিবৃদ্ধি, শীতাভিলাষ, কণ্ঠশোষ, তালুশোষ, মুখে মধুরতা ও হস্তপদে দাহ এই সকল লক্ষণ এবং মূত্রে মধুররসহেতু পিপীলিকার অভিসরণ—বিংশতিপ্রকার 'মেহরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৪৯।৫০

এই রোগে মধুর ন্যায় মধুর রস ও শাল্মলীনির্য্যাসের তুল্য পিচ্ছাযুক্ত মূত্র দেখিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিদের মনে দ্বিবিধ বিচার উপস্থিত হয়। তাহাদের মনে হয় ইহা কি সম্পুরণ (ঘৃতাদিবহুল ভোজ্য ভোজন) হেতু কফজ মেহ, ইহাতে কি অপতর্পণ চিকিৎসা করিতে হইবে অথবা দোষ সমূহ ক্ষীণ হওয়ায় কফাদিদোসক্ষয় হেতু বাতজ মেহ, ইহাতে সন্তর্পণ চিকিৎসা কর্ত্তব্য এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া ঐ মেহ বাতজ কি কফজ তাহা নির্ণয় করিয়া থাকেন॥ ৫১

পূর্ব্বে প্রমেহের সাধ্য যাপ্য ও অসাধ্য লক্ষণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অপবাদ কথিত হইতেছে। সমস্ত পূর্ব্বরূপের সহিত বর্ত্তমান কফজ ও পিত্তজ মেহ এবং যে মেহ ক্রমে বাতজরূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ প্রথমে কফজ তৎপরে পিত্তজ শেষে বাতজ হয়, তাহারা সাধ্য নহে। (এই রূপ সকল রোগই সম্পূর্ণ পূর্ব্বরূপযুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।) পূর্ব্বে কফজ মেহ সাধ্য ও পিত্তজ মেহ যাপ্য উক্ত হইলেও তাহারা সমস্ত পূর্ব্বরূপবিশিষ্ট হইলে অসাধ্য হইবে। আর পিত্তজমেহ সমস্ত পূর্ব্বরূপযুক্ত না হইলেও যাপ্য হইবে। এই সকল মেহে যদি মেদোধাতু দূষিত না হয়, তাহা হইলে তাহারা যাপ্য হইয়া সাধ্য হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে সকল মেহে মেদোদুষ্টি অবশ্যম্ভাবিনী॥ ৫২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে প্রমেহনিদান নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা বিদ্রধি বৃদ্ধি ও গুল্ম নিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

পর্য্যুষিত (বাসি) অতি উষ্ণ অতিরুক্ষ শুষ্ক ও বিদাহি অন্ন ভোজন কুটিল শয্যা (অসমান বিছানা), বিরুদ্ধ চেষ্টা এবং রক্তপ্রদূষক বিবিধ হেতুসেবন, এই সকল কারণে দুষ্ট ত্বক্ মাংস মেদ অস্থি স্নায়ু রক্ত ও কণ্ডরাকে আশ্রয় করিয়া মহামূল ও মহারুজান্বিত বৃত্ত (গোলাকার) অথবা আয়ত যে শোথ শরীরের বাহ্য বা আভ্যন্তর ভাগে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিদ্রধি কহে। বিদ্রধি ছয় প্রকার; যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ ত্রিদোষজ রক্তজ ও ক্ষতজ (শস্ত্রাভিঘাতজ)॥ ২—৪

বাহ্য ও আভ্যন্তর বিদ্রধির মধ্যে বাহ্য বিদ্রধি শরীরের বহির্ভাগে নাভিবস্তি প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। ইহা দারুণ (কঠিন), গ্রন্থিবৎ ও অতিশয় উন্নত (উত্তুঙ্গিত)। আভ্যন্তর বিদ্রধি দারুণতর, গম্ভীর (অন্তর্নিগূঢ়), গুল্মবৎ ঘন (সংহতাবয়ব), বল্মীকের ন্যায় শিখরবিশিষ্ট, সমুন্নত এবং অগ্নি ও শস্ত্রবৎ শীঘ্রমারক ॥ ৫

নাভি, বস্তি, যকৃৎ, প্লীহা, ক্লোম, হৃদয়, কুক্ষি, বঙ্ক্ষণ, বৃক্ক ও অপানদেশে (গুহ্যদেশে) বিদ্রধি জন্মিয়া থাকে। বাতজ বিদ্রধি অতি তীব্র বেদনাবিশিষ্ট, শ্যাব বা অরুণবর্ণ, বিষম-সংস্থিত (কখন ক্ষুদ্র কখন বা বৃহৎ), চিরোত্থানপাক (বিলম্বে উৎপত্তি ও পাকশীল) এবং ইহা বেধনবৎ বা ছেদনবৎ পীড়া ভ্রম আনাহ স্পন্দন পরিসর্পণ ও শব্দবিশিষ্ট ॥ ৬।৭

পিত্তজ বিদ্রধি রক্ত তাম্র বা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাক (শীঘ্র উৎপত্তি ও পাকশীল) হয়। ইহাতে পিপাসা মোহ জ্বর ও দাহ হইয়া থাকে।

কফজ বিদ্রধি পাণ্ডুবর্ণ ও কণ্ডুযুক্ত। ইহাতে উৎক্লেশ (বমনভাব), শীতজ্বর, স্তব্ধতা, জৃম্ভা, অরুচি ও শরীর ভার হইয়া থাকে। ইহা চিরোত্থানপ্রপাক অর্থাৎ বিলম্বে জন্মে ও বিলম্বে পাকে।

ত্রিদোষজ বিদ্রধিতে বাতাদি দোষজ বিদ্রধির মিশ্র লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায় ॥ ৮।৯

পূর্ব্বোক্ত দারুণত্ব ও দারুণতরত্বাদি সামর্থ্যানুসারে বিদ্রধির বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় লক্ষণই জানিবে ॥ ১০

রক্তজ বিদ্রধি কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক সমূহ দ্বারা আবৃত, শ্যাববর্ণ ও পিত্তজ বিদ্রধির লক্ষণযুক্ত। ইহাতে তীব্রদাহ বেদনা ও জ্বর হইয়া থাকে। এই বাহ্যবিদ্রধি বস্তুস্বভাবে পুরুষদিগের হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের যে রক্তজ বিদ্রধি, তাহা অভ্যন্তরে হইয়া থাকে ॥ ১১

শস্ত্র ও লোষ্ট্রাদির অভিঘাত হেতু ক্ষত জন্মিলে সেই ক্ষতোষ্মা অথবা ব্রণাদি জন্য ক্ষত হইলে অপথ্যসেবনকারী ব্যক্তির সেই ক্ষতোষ্মা বায়ুকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে কুপিত করিয়া বিদ্রধি উৎপাদন করে। ইহার নাম ক্ষতজ বিদ্রধি। ক্ষতজ বিদ্রধিতে রক্তজ ও পিত্তজ বিদ্রধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ইহাতে জ্বর দাহাদি প্রচুর উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১২

অধিষ্ঠানবিশেষে (স্থানভেদে) বিদ্রধি সকলের উপদ্রবভেদ হইয়া থাকে ॥ ১৩

উপদ্রবভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। বিদ্রধি নাভিতে জন্মিলে হিক্কা, বস্তিতে জন্মিলে মূত্রের কৃচ্ছ্রতা ও দৌর্গন্ধ্য, যকৃতে হইলে শ্বাস, প্লীহায় জন্মিলে উচ্ছ্বাসরোধ, ক্লোমে জন্মিলে পিপাসা ও গলগ্রহ, হৃদয়ে জন্মিলে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, প্রমোহ, তমকশ্বাস, কাস, হৃদয়ে ঘট্টন (ধক্‌ধক্‌ করা) ও বেদনা, কুক্ষিতে জন্মিলে কুক্ষি ও পার্শ্বের মধ্যে এবং স্কন্ধদ্বয়ে বেদনা, আটোপ, বঙ্ক্ষণদ্বয়ে জন্মিলে পাদগ্রহ (পায়ের নিশ্চলতা), বৃক্কে হইলে কটী পৃষ্ঠদেশ ও পার্শ্বদ্বয়ে ব্যথা ও পায়ুদেশে অধোবায়ুর নিরোধ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ১৪—১৬

বিদ্রধি সমূহের আম পক্ক ও বিদগ্ধ লক্ষণ শোথ রোগের ন্যায় জানিবে ॥ ১৭

নাভির ঊর্দ্ধপ্রদেশে (ক্লোম যকৃৎ প্লীহাদিস্থানে) জাত বিদ্রধি সকল পাকিয়া ফাটিয়া গেলে তাহাদের পূয়াদি মুখ দিয়া, নাভির অধোদেশজাত বিদ্রধির পূয়াদি গুহ্যদেশ দিয়া এবং নাভিজাত বিদ্রধির পূয়াদি মুখ ও গুহ্য উভয় মার্গ দ্বারা নির্গত হইয়া যায়।

বিদ্রধির ক্লেদ দেখিয়া ব্রণের ন্যায় বাতাদিদোষের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবে। (অর্থাৎ ব্রণপ্রতিষেধাধ্যায়ে বাতাদিদোষজব্রণে যেরূপ পূযাদি নির্গত হয়, বিদ্রধিরোগেও ক্লেদের সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে বাতাদিদোষজ বলিয়া স্থির করিবে)॥

সন্নিপাতজ বিদ্রধি বর্জ্জনীয়। কারণ তাহা অসাধ্য। হৃদয় নাভি ও বস্তিদেশজাত বিদ্রধি, অভ্যন্তরে বিদীর্ণই হউক, অথবা তাহাকে বাহির হইতে অস্ত্রাদি দ্বারা বিদারিত করা হউক, তাহারা অসাধ্য। এতদ্‌ভিন্ন যদি অন্তস্থানজাত বিদ্রধিরও পূযাদি মুখ দিয়া নির্গত হয় এবং যদি রোগী ক্ষীণ ও হিক্কাদি উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা হইলে অন্তস্থানজাত বিদ্রধিকেও বর্জ্জন করিবে॥ ১৮।১৯

স্তনবিদ্রধি। বিদ্রধিজনক কারণ সমূহে প্রকুপিত বাতাদি দোষ, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রসূতা বা গর্ভিণীর সদুগ্ধ বা অদুগ্ধ স্তনের বিবৃত শিরাসকলকে আশ্রয় করিয়া নিবিড়াবয়ব শোথ উৎপাদন করে। ইহাকে স্তনবিদ্রধি কহে। ইহা বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণান্বিত হইয়া থাকে। কন্যাদিগের স্তনশিরার মুখ সূক্ষ্ম বলিয়া উহাদের স্তনে বিদ্রধি জন্মে না॥ ২০।২১

বৃদ্ধিরোগনিদান।

আবৃতমার্গত্ব হেতু কুপিত বায়ু শোথ ও শূল উৎপাদনপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন কালে বঙ্ক্ষণ হইতে মুষ্কে (কোষে) আগমন করিয়া ফলকোষবাহিনী ধমনীকে প্রপীড়িত করিয়া ফল কোষের বৃদ্ধি করে। এই বৃদ্ধিরোগ সাত প্রকার, যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ রক্তজ মেদোজ মূত্রজ ও অন্ত্রজ বৃদ্ধি। সাত প্রকার বৃদ্ধি রোগের মধ্যে মূত্রজ ও অন্ত্রজ বৃদ্ধিও বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন হয়, কেবল উৎপাদক কারণের ভেদ থাকায় (কুপিত বায়ু মূত্র ও অন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে বলিয়া) ইহারা পৃথক্‌রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে॥ ২২।২৩

বাতজ বৃদ্ধি—বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট, রুক্ষ ও বিনা কারণে অথবা অল্প কারণে বেদনাযুক্ত হয়।

পিত্তজবৃদ্ধি—পক্ক উডুম্বর ফল তুল্য, দাহ ও উষ্মবিশিষ্ট। ইহা পাকিয়া থাকে।

কফজবৃদ্ধি—শীতস্পর্শ, গুরু, চিক্কণ, কণ্ডুযুক্ত, কঠিন ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট হয়।

রক্তজবৃদ্ধি—কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক ব্যাপ্ত ও পিত্তজবৃদ্ধি লক্ষণান্বিত।

মেদোজবৃদ্ধি—মৃদু, তালফলসদৃশ বৃহৎ ও কফজবৃদ্ধির লক্ষণযুক্ত হয়॥ ২৪।২৫

মূত্রবেগধারণশীল ব্যক্তির মূত্রজ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কোষ, গমন কালে জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকের (ভিস্তির) ন্যায় ক্ষোভিত হয়। ইহা বেদনাযুক্ত ও কোমল হইয়া থাকে। এই রোগে মূত্রকৃচ্ছ্র ও ফলকোষের নিম্নে বলয়ের ন্যায় (গোলাকার) আকৃতি উৎপন্ন হয়॥ ২৬

অন্ত্রবৃদ্ধি। বাতবর্দ্ধক আহার, শীতল জলে অবগাহন, মলমূত্রের সঞ্জাত বেগধারণ ও অসঞ্জাত বেগে বেগপ্রদান, ভারবহন, পথশ্রম, বিষমভাবে অঙ্গপ্রবর্ত্তন ও অন্যান্য বাতপ্রকোপণ হেতুতে কুপিত বায়ু যখন ক্ষুদ্রান্ত্রের একদেশকে বিগুণীকৃত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে (বঙ্ক্ষণসন্ধিতে) প্রেরণ করে, সেই সময় বঙ্ক্ষণ-সন্ধিগত বায়ু তথায় (তাহাকে আশ্রয় করিয়া) গ্রন্থির ন্যায় শোথ উৎপাদন করে। ইহাকে অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। এই রোগ অচিকিৎসিত হইলে

সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বায়ু কোষকে বর্দ্ধিত, আধ্মাপিত (স্ফীত), ব্যথিত ও স্তম্ভিত করে। ইহা প্রপীড়িত হইলে (টিপিয়া ধরিলে) সশব্দে উপরে উঠিয়া যায় এবং পীড়ন না করিলে (ছাড়িয়া দিলে) পুনর্ব্বার প্রধ্মাপিত করিয়া (সেই স্থানকে ফুলাইয়া) নামিয়া আসে। উক্তলক্ষণান্বিত অন্ত্রবৃদ্ধি অসাধ্য। ।(ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে সকল অন্ত্রবৃদ্ধিই অসাধ্য নহে।) বাতজবৃদ্ধির লক্ষণের ন্যায় ইহার লক্ষণ জানিবে॥ ২৭—৩০

গুল্মনিদান।

গুল্ম রোগের সামান্য লক্ষণ। সকল গুল্মই রুক্ষ, শিরাজাল দ্বারা গবাক্ষিত (নিরন্তর ব্যাপ্ত) এবং কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ। গুল্মরোগ আট প্রকার। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, বাতশ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও আর্ত্তবদোষজ (স্ত্রীলোকদিগের দোষদুষ্ট ঋতু শোণিতজ।)॥ ৩১

গুল্মনিদান। জ্বর বমি ও অতিসারাদি রোগে ও বমন বিরেচন আস্থাপনাদি কর্ম্মে কর্শিত হইয়া যে ব্যক্তি বাতবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন করে, অথবা অতিক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভোজনের পূর্ব্বেই শীতল জল পান করে, কিংবা ভোজনের পরই লঙ্ঘন (লম্ফ প্রদান) প্লবন (জলসন্তরণ) প্রভৃতি দেহক্ষোভকর কার্য্য করে, যে ব্যক্তি বমনের বেগ না থাকিলেও বলপূর্ব্বক বমন করে, অথবা বাতমূত্রপুরীষাদির বেগ সঞ্জাত হইলেও তাহা ধারণ করে, যে ব্যক্তি স্নেহস্বেদ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন না হইয়া বমনবিরেচনাদি শোধন ক্রিয়া করে, অথবা বমনাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়াই শীঘ্র বিদাহজনক বা কফজনক অন্নভোজন করে, তাহার বাতপ্রধান দোষ সকল পৃথক্ ভাবে বা সংসর্গ ভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে কিংবা রক্তযুক্ত হইয়া মহাস্রোতে (আমাশয় পক্কাশয়াদি স্থানে) অবস্থানপূর্ব্বক উর্দ্ধাধোমার্গকে রুদ্ধ করিয়া গুল্ম উৎপাদন করে। গুল্ম রোগ হইবার পূর্ব্বে শূল বেদনা হয়। ইহা স্পর্শোপলভ্য (অর্থাৎ স্পর্শ দ্বারা ইহার জ্ঞান হইয়া থাকে) উন্নত ও গ্রন্থিসদৃশ॥ ৩২—৩৬

বাতগুল্ম। ধাতুক্ষয় হেতু অথবা কফ মল ও পিত্ত দ্বারা মার্গ রোধ হেতু কুপিত বায়ু আমাশয়ে ও পক্কাশয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রুক্ষতা হেতু কাঠিন্য (পিণ্ডীভূতত্ব) প্রাপ্ত হয়। এই বায়ু স্বাশ্রয়ে (পক্কাশয়ে) স্বতন্ত্রভাবে দুষ্ট এবং পরাশ্রয়ে অর্থাৎ আমাশয়ে পরাধীনভাবে (পিত্ত ও কফের অধীন হইয়া) দুষ্ট হইয়া থাকে। বায়ু মূর্ত্তিমান্ না হইলেও পিণ্ডিতত্ব হেতু স্পর্শোপলভ্য হওয়ায় মূর্ত্তিমান্ বলিয়া অনুভূত হয়। ইহাকে শাস্ত্রকারেরা গুল্ম বলিয়া থাকেন। গুল্মের আশ্রয় স্থান পাঁচটী—বস্তি নাভি হৃদয় ও পার্শ্বদ্বয়॥ ৩৭।৩৮

বাতিক গুল্মে মন্যাশূল, শিরঃশূল, জ্বর, প্লীহা, অন্ত্রকূজন, সূচীবেধবদ্ ব্যথন, মলবদ্ধতা, কষ্টে বারংবার শ্বাসত্যাগ, শরীরের স্তব্ধতা, মুখশোষ, কার্শ্য, অগ্নিবৈষম্য, ত্বক্ নেত্র নখাদির রুক্ষতা ও কৃষ্ণবর্ণতা এবং বায়ুর চলত্ব হেতু গুল্মের আকৃতি, আশ্রয়, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বেদনার অস্থিরতা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। বাতজ গুল্ম পিপীলিকা ব্যাপ্ত (পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ) বলিয়া বোধ হয়। ইহা স্ফুরিত ও সূচীবেধবৎ ব্যথাযুক্ত হইয়া থাকে॥ ৩৯—৪১

পিত্তজ গুল্ম। পিত্তজ গুল্মে দাহ, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা, মলভেদ, ঘর্ম্ম, পিপাসা, জ্বর, ত্বক্ নখাদিতে হরিদ্রা বর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। পৈত্তিক গুল্ম স্পর্শনাসহ, উপতপ্ত,

জ্বালাযুক্ত ও উষ্ম বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই গুল্ম তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় স্বস্থানকে দগ্ধ করিতেছে এইরূপ প্রতীতি হয় ॥ ৪২

কফজ গুল্ম। এই গুল্মে স্তৈমিত্য, অরুচি, শরীরের অবসন্নতা, শীতজ্বর, পীনস, আলস্য, হৃল্লাস, কাস এবং ত্বক্ নখাদির শুক্লবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কফজ গুল্ম অবগাঢ়, কঠিন, গুরু, সুপ্ত (স্পর্শাজ্ঞতা), স্থির ও অল্প বেদনান্বিত হইয়া থাকে ॥ ৪৩

দ্বন্দ্বজ গুল্ম। তিন প্রকার দ্বন্দ্বজ গুল্মে বাতাদি দোষদ্বয়ের সংমিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতাদি দোষের পক্বাশয়াদি যে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তত্তদ্দোষজ গুল্মেরও প্রায় সেই সেই স্থান জানিবে। গুল্ম সমূহ স্বস্ব দোষের প্রকোপ কালে অধিক বেদনা জন্মাইয়া থাকে ॥ ৪৪

ত্রিদোষজ গুল্ম। এই গুল্ম তীব্র বেদনান্বিত, অত্যন্ত দাহবিশিষ্ট, শীঘ্রপাকী, ঘন (সংহতাবয়ব) ও উন্নত হয়। ইহা অসাধ্য।

রক্তজ গুল্ম। ইহা স্ত্রীলোকদিগের হইয়া থাকে। যে স্ত্রী ঋতুকালে, প্রসবের অল্প কাল পরে বা যোনিরোগার্ত্ত হইয়া বাতবর্দ্ধক অন্ন পান সেবন করে, তাহার বায়ু কুপিত হইয়া যোনিতে প্রতিমাসে অবস্থিত ঋতুশোণিতকে রুদ্ধ করে। সেই রুদ্ধ আর্ত্তব কুক্ষিকে গর্ভলক্ষণান্বিত করিয়া থাকে এবং বমনবেগ, দৌহৃদ, স্তন্যদর্শন ও ক্ষীণতাদি লক্ষণ প্রকাশ করে। ক্রমশঃ সেই আর্ত্তব শোণিত বায়ুর সংসর্গ ও পিত্তের কারণত্বহেতু বেদনা, স্তব্ধতা, দাহ, অতীসার, পিপাসা, জ্বরাদি বাতপিত্তজগুল্মোক্ত উপদ্রব সকল উপস্থিত করে। এই রক্তজ গুল্ম দুষ্টরক্তের আধার স্বরূপ গর্ভাশয়ে শূল বেদনা এবং যোনিতে স্রাব, দৌর্গন্ধ্য, তোদ, স্পন্দন ও বেদনা জন্মাইয়া থাকে ॥ ৪৫—৪৯

গর্ভলক্ষণ হইতে রক্তগুল্মের বিশিষ্ট লক্ষণ। গর্ভ যেমন হস্তপদাদি অবয়বের সহিত বেদনা ব্যতীত শীঘ্র শীঘ্র স্পন্দিত হয়, রক্তগুল্ম হস্তপদাদি অঙ্গের অভাবে সেরূপভাবে স্পন্দিত হইতে পারে না। তবে পিণ্ডীভূত অবস্থায় শূল বেদনাযুক্ত হইয়া কদাচিৎ দীর্ঘকাল পরে স্পন্দিত হইয়া থাকে। আর গর্ভের ন্যায় ইহাতে কুক্ষি বর্দ্ধিত হয় না, গুল্মই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা গর্ভ ও রক্তগুল্মের ভেদ নির্ণয় করিবে ॥ ৫০

গুল্ম ও বিদ্রধির ভেদ। সকল গুল্মই স্বদোষসংশ্রয়, অর্থাৎ বাতাদি এক দোষ বা দ্বিদোষ অথবা ত্রিদোষ হইতে যে গুল্ম জন্মে, সেই সেই দোষই তদ্দোষজ গুল্মের আশ্রয়। (তজ্জন্য বাত গুল্মের আশ্রয় বায়ু, পিত্তাদি নহে ; পিত্তগুল্মের আশ্রয় পিত্ত, বাতাদি নহে)। সেই জন্য কোন গুল্ম বিলম্বে পাকে, কোন গুল্ম বা পাকে না। কিন্তু বিদ্রধি দুষ্টরক্তাশ্রয়ত্ব হেতু শীঘ্র পাকিয়া থাকে। শীঘ্র বিদাহি (শীঘ্র পাকে) বলিয়া ইহাকে বিদ্রধি বলে ॥ ৫১।৫২

গুল্মের বাহ্যাভ্যন্তর লক্ষণ। আভ্যন্তর গুল্মে বস্তি কুক্ষি হৃদয় ও প্লীহাতে বেদনা, অগ্নি বর্ণ ও বলের নাশ এবং মল মূত্রাদির বেগের অপ্রবৃত্তি হয়। বাহ্য গুল্মে ইহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ ইহাতে অগ্নি বর্ণ প্রভৃতির নাশাভাব, হৃদয় বস্তি প্রভৃতি কোষ্ঠাঙ্গে নাতিবেদনা, গুল্ম প্রদেশের বৈবর্ণ্য এবং বহির্ভাগে অতিশয় উন্নতত্ব এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয় ॥ ৫৩।৫৪

আনাহলক্ষণ।

ঊর্দ্ধাধোবাতরোধ হেতু উদরে শব্দ ও অত্যন্ত বেদনার সহিত আধ্মান উপস্থিত হয়। ইহাকে আনাহ কহে ॥ ৫৫

অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা লক্ষণ।

উর্দ্ধদিকে সমুন্নত, অষ্ঠীলাসদৃশ, ঘন (নিবিড়াবয়ব) গ্রন্থিকে অষ্ঠীলা কহে। ইহাতে আনাহের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই অষ্ঠীলাই যদি উর্দ্ধদিকে উন্নত না হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে ইহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহে ॥ ৫৬

তূনী ও প্রতিতূনী লক্ষণ।

কুপিত বায়ু তীব্র বেদনা জন্মাইয়া পক্বাশয় হইতে গুহ্য ও উপস্থ দেশে গমন করিলে তাহাকে তূনী এবং ঐ তীব্র যন্ত্রণাপ্রদ বায়ু বিপরীতভাবে অর্থাৎ গুহ্য ও উপস্থ দেশ হইতে পক্বাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতূনী কহে ॥ ৫৭

গুল্মের পূর্ব্বরূপ। উদ্গারবাহুল্য, মলবদ্ধতা, অনন্নাভিলাষ, অক্ষমতা, অন্ত্রকূজন (আঁত ডাকা), উদরে সবেদন গুড়্‌গুড় ধ্বনি, আধ্মান ও অপরিপাক এই সকল লক্ষণ গুল্মরোগ হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে বিদ্রধিবৃদ্ধিগুল্মনিদান নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

(উদর নিদান।)

অতঃপর আমরা উদরনিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

অগ্নিমান্দ্য হইতে জ্বর অতীসারাদি সর্ব্বপ্রকার রোগ বিশেষতঃ উদররোগ উৎপন্ন হয়। আম:বিদগ্ধ বিষ্টব্ধ ও রসশেষ নামক চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ, পুতিপর্য্যুষিতাদি মলিন অন্ন ও চিরকাল সঞ্চিত দোষ সমূহ এই সকল উদররোগের কারণ ॥ ১

উদর সম্প্রাপ্তি। কুপিত বাতাদি দোষ সকল ত্বক্ ও মাংসের সন্ধিগত জলবাহি স্রোতঃ সমূহকে উর্দ্ধ ও অধোভাগে রুদ্ধ, প্রাণ অপান বায়ু ও অগ্নিকে দূষিত এবং কুক্ষিকে আধ্মাপিত করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে। এই রোগে স্বভাবতঃ মন্দ অগ্নি, বাতাদি দোষ দ্বারা আরও দূষিত হইয়া থাকে। উদররোগ আট প্রকার; যথা—বাতোদর, পিত্তোদর, কফোদর, সন্নিপাতোদর, প্লীহোদর, বদ্ধোদর, ক্ষতোদর ও জলোদর ॥ ২।৩

উদররোগাক্রান্ত ব্যক্তির তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক, পাদ হস্ত ও মুখ শোথযুক্ত, চেষ্টা বল ও আহার শক্তি নষ্ট, উদর আধ্মাপিত, শরীর কৃশ ও আকৃতি প্রেতসদৃশ হইয়া থাকে।

উদররোগের পূর্ব্বরূপ। ক্ষুধানাশ, সর্ব্বপ্রকার অন্নের বিলম্বে অন্নপাক, বলক্ষয়, অল্প চেষ্টাতেই নিরন্তর শ্বাস, মলের বৃদ্ধি ও অপ্রবৃত্তি, পদদ্বয়ে কিঞ্চিৎ শোথ, বস্তিসন্ধিতে বেদনা, লঘু ভোজন অল্প ভোজন বা অভোজনেও বস্তিসন্ধির বিস্তীর্ণতা, উদরে শিরাসমূহের উৎপত্তি, বলির বিলয়—এই সকল লক্ষণ উদররোগের পূর্ব্বে প্রকাশ পায় এবং ইহাতে রোগী জীর্ণ বা অজীর্ণ তাহা জানিতে পারে না এবং উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পারে না।

সকল প্রকার উদররোগেই তন্দ্রা, শরীরের অবসাদ, মলবদ্ধতা, অগ্নির অল্পতা, দাহ, শোথ, উদরাধ্মান ও শেষ কালে জল সঞ্চয় হয়॥ ৪—৮

সর্ব্বপ্রকার উদর, জলসঞ্চয় হইবার পূর্ব্বে অরুণবর্ণ শোথরহিত নাতিগুরু শিরাজালে নিরন্তর আক্রান্ত (গবাক্ষিত) ও সর্ব্বদা গুড়গুড় শব্দবিশিষ্ট হয়। ইহাতে কুপিত বায়ু বেগবান্ হইয়া নাভি ও অন্ত্রকে বিষ্টব্ধ এবং হৃদয় নাভি কটী পায়ু (গুহ্য) দেশ ও বঙ্ক্ষণে (কুঁচকিতে) বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রশমিত ও সশব্দে অভ্যন্তরে গমন করে। ইহাতে মলবদ্ধতা, মূত্রের অতিশয় অল্পতা, অগ্নির নাতিমন্দতা, সকল দ্রব্যে অলোভ ও মুখ বিরস হইয়া থাকে॥ ১১

বাতোদর লক্ষণ। বাতোদরে হস্ত পদ কোষ ও উদরে শোথ, কুক্ষি পার্শ্ব উদর কটী ও পৃষ্ঠ দেশে বেদনা, পর্ব্বভেদ, শুষ্ককাস, অঙ্গমর্দ্দ, উদরের অধোভাগে গুরুতা, মলবদ্ধতা, ত্বক্ নখাদির শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহাতে উদর অকারণে বা অল্পকারণে বৃদ্ধিযুক্ত বা হ্রাসযুক্ত, তোদবিশিষ্ট, ভেদবৎ বেদনান্বিত, তনু ও কৃষ্ণবর্ণ শিরাব্যাপ্ত হয় এবং কুপিত বায়ু বেদনা ও শব্দের সহিত সর্ব্বত্র বিচরণ করে। বাতোদর আহত হইলে আধ্মাত দৃতির (ভিস্তির) ন্যায় শব্দ করে॥ ১২—১৪

পিত্তোদর লক্ষণ। পিত্তোদরে জ্বর মূর্চ্ছা দাহ তৃষ্ণা মুখতিক্ততা ভ্রম অতিসার ও ত্বক্ নখাদিতে পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। উদর হরিৎ বর্ণ, পীত বা তাম্রবর্ণ শিরা দ্বারা ব্যাপ্ত, ঘর্ম্মাক্ত, দাহ উষ্মা ও উপতাপযুক্ত এবং কোমলস্পর্শ হইয়া থাকে। পিত্তোদর শীঘ্র পাকে এবং বোধ হয় যেন উদর হইতে ধূম নির্গত হইতেছে॥ ১৫।১৬

শ্লেষ্মোদর লক্ষণ। শ্লেষ্মোদরে অঙ্গাবসাদ, স্পর্শশক্তিহীনতা, শোথ, শরীরের গুরুত্ব, নিদ্রা, বমনভাব, অরুচি, শ্বাস, কাস ও ত্বগাদির শুক্লবর্ণতা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহাতে উদর স্তিমিত (নিশ্চল) কোমলস্পর্শ শুক্লবর্ণ-শিরাব্যাপ্ত বৃহদাকৃতি কঠিন শীতলস্পর্শ গুরু স্থির (অচল) ও বিলম্বে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ১৭।১৮

সন্নিপাতোদর। ত্রিদোষপ্রকোপক ও সঙ্কীর্ণাদি ভোজন, দুষ্ট স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক (বশীকরণার্থ) প্রদত্ত আর্ত্তব ও মল, গরবিষ, দূষীবিষ ও বিরুদ্ধভোজনাদি দ্বারা কুপিত দোষ রক্তের সহিত সঞ্চিত এবং কোষ্ঠকে আশ্রয় পূর্ব্বক বিকৃত হইয়া ত্রিদোষলক্ষণান্বিত উদর রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে শোষ মূর্চ্ছা ও ভ্রম হয়। ইহা শীঘ্রপাকী ও সুদারুণ। শীতে বাতে ও মেঘযুক্ত দিবসে ইহা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়॥ ১৯।২০

প্লীহোদর। অতিভোজনের পর যানগমনাদি চেষ্টাদ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক ক্ষোভ, অতিমৈথুন, পথশ্রম ও বমনাদি ব্যাধিদ্বারা শরীরের কর্শন এই সকল কারণে উদরের বামপার্শ্বস্থিত প্লীহা স্বস্থানচ্যুত হইয়া বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয় অথবা রসাদি ধাতু হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শোণিত প্লীহাকে (স্বস্থান হইতে চ্যুত বা অচ্যুত) বর্দ্ধিত করে। সেই প্লীহা অষ্ঠীলার ন্যায় অত্যন্ত কঠিন হইয়া ক্রমশঃ কচ্ছপ পৃষ্ঠবৎ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া কুক্ষিতে স্বস্থানে উদর উৎপাদন করে। ইহাতে শ্বাস কাস পিপাসা মুখবৈরস্য উদরে আধ্মান ও বেদনা জ্বর পাণ্ডুবর্ণতা বমি মূর্চ্ছা দাহ ও মোহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্লীহোদর অরুণবর্ণ বা অনিশ্চিতবর্ণ হয়। ইহা নীল বা পীতবর্ণ শিরা সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২১—২৪

প্লীহোদর বাতজ হইলে তাহাতে উদাবর্ত্ত বেদনা ও আনাহ, পিত্তজ হইলে মোহ পিপাসা দাহ ও জ্বর এবং কফজ হইলে গুরুত্ব অরুচি ও কাঠিন্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ২৫

যকৃদুদর। পূর্ব্বোক্তকারণে প্লীহার ন্যায় যকৃৎও দক্ষিণপার্শ্ব হইতে চ্যুত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উদররোগ জন্মায়। অথবা স্বহেতুতে বর্দ্ধিত শোণিত যকৃৎকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া যকৃদুদর উৎপাদন করে। এই জন্য প্লীহোদর ও যকৃদুদরে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়॥ ২৬

বদ্ধোদর। অন্নের সহিত পক্ষ্ম বা কেশ ভোজন অথবা অন্ত্রের উপলেপকারক দধ্যোদন মাষকলাই প্রভৃতি সেবন করিলে তদ্দ্বারা বা অর্শোরোগ অথবা উদাবর্ত্ত দ্বারা গুহ্যদেশের পুরীষানিলবাহি দ্বার বদ্ধ হইলে কুপিত অপান বায়ু মল (পুরীষ) পিত্ত ও কফকে রুদ্ধ করিয়া উদররোগ জন্মায়। ইহাকে বদ্ধোদর বা বদ্ধগুদোদর কহে। ইহাতে দাহ পিপাসা জ্বর হাঁচি কাস শ্বাস উরুদ্বয়ের অবসাদ শিরঃপীড়া হৃদ্রোগ নাভিতে ও পায়ুদেশে বেদনা মলমূত্রাদির বদ্ধতা অরুচি বমি ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি হয়। উদর স্থির (অচল) নীল বা অরুণবর্ণ শিরা রাজি-ব্যাপ্ত অথবা রেখাহীন হয়। এই বদ্ধোদর রোগ নাভির উপরিভাগে গোপুচ্ছাকৃতি হইয়া জন্মে॥ ২৭—৩০

ছিদ্রোদর। অস্থি তৃণ কণ্টক পাষাণ ধাতু কাষ্ঠ প্রভৃতি শল্য অন্ন সহ ভোজন করিলে অথবা অতিভোজন করিলে যদি অন্ত্রনাড়ী ভিন্ন (বিদীর্ণ) বা পক হয়, তাহা হইলে সেই ভেদোৎপন্ন অন্ত্রচ্ছিদ্র দ্বারা অথবা পাক হইতে মলমিশ্রিত অপক রস গুহ্যদ্বার দিয়া অল্প অল্প করিয়া কতকটা নির্গত হয়; অবশিষ্ট রস উদরকে পূর্ণ করিয়া কষ্টতর উদর রোগ উৎপাদন করে। এই নিঃসৃত রস শবতুর্গন্ধি পিচ্ছিল ও পীতলোহিতবর্ণ। এই রোগকে ছিদ্রোদর কহে, কেহ বা পরিস্রাবী উদর কহিয়া থাকেন। ছিদ্রোদর নাভির অধোভাগে বর্দ্ধিত হইয়া শীঘ্র জলোদররূপে পরিণত হয়। ইহাতে বাতাদিদোষের লক্ষণ সকল বাহুল্যরূপে প্রকাশ পায় এবং শ্বাস পিপাসা ও ভ্রম হইয়া থাকে॥ ৩১—৩৪

দকোদর। স্নেহপানাদি পঞ্চকর্ম্মে (স্নেহ-স্বেদান্তে বমন বিরেচন আস্থাপন অনু-বাসন ও শিরোবিরেচন কার্য্যে) প্রবৃত্ত ব্যক্তি হঠাৎ অপক জল পান করিলে তাহার এবং মন্দাগ্নি ব্যাধিক্ষীণ ও অতিকৃশ (ক্ষীণ মেদোমাংস) ব্যক্তি অধিক জল পান করিলে তাহাদের উদরাশ্রিত বায়ু ও কফ জলমূর্চ্ছিত হইয়া জলবহ স্রোতঃসকলকে রুদ্ধ করে এবং উদকস্থান ক্লোম হইতে সেই জলকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এই বর্দ্ধিত জল দ্বারা জলোদর রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে তৃষ্ণা গুহ্যস্রাব বেদনা কাস শ্বাস ও অরুচি জন্মে। উদর নানাবর্ণ শিরাব্যাপ্ত, জলপূর্ণ দৃতির (চর্ম্মপুটক) ন্যায় স্পর্শ শব্দ প্রক্ষোভ ও কম্পনবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), স্থির, বর্ত্তুলনাভি ও অন্য উদর অপেক্ষা বৃহৎ হইয়া থাকে॥ ৩৫—৩৮

উপযুক্ত চিকিৎসা না করিলে সকল প্রকার উদররোগেই বাতাদি দোষত্রয় স্বস্থানচ্যুত (স্থানান্তরগত) ও পাকপ্রাপ্ত হইয়া অতিশয় দ্রব হয় এবং সন্ধি ও স্রোতোমুখ সমূহকে দ্রবীভূত করে। আর স্বেদও বাহ্যস্রোতে প্রতিহত এবং তির্য্যগ্‌গত হইয়া কুক্ষিতে পূর্ব্বসঞ্চিত জলকে বর্দ্ধিত করিয়া পিচ্ছিল করে। তখন উদর গুরু, অচল, বর্ত্তুলাকৃতি, কোমল, বলি-শূন্য ও আহত হইলে শব্দহীন হয়। নাভিস্থলে স্পৃষ্ট হইলে (টিপিলে) প্রসরণশীল হয়।

তৎপরে ইহাতে জলসঞ্চয় হইয়া থাকে, তাহাতে উদরের অতিশয় বৃদ্ধি, শিরাসমূহের অন্তর্দ্ধান ও জলোদরোক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়॥ ৩৯—৪২

উদররোগের সুখসাধ্যতা না থাকায় কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ কথিত হইতেছে। বাতোদর পিত্তোদর কফোদর প্লীহোদর সন্নিপাতোদর ও দকোদর ইহারা উত্তরোত্তর কষ্টসাধ্য। অপর দুই প্রকার উদর অর্থাৎ বদ্ধোদর ও ক্ষতোদর ইহারা প্রায়ই এক পক্ষের পর মারক হয়। (প্রায় গ্রহণ হেতু কখনও ইহা নিয়তায়ুক্ত ব্যক্তির আরোগ্য হইতে পারে তাহা বলা হইল।) আর বাতাদিদোষজাত উদরে পরিণামে জলসঞ্চয় হইলে তাহারাও প্রাণনাশক হইয়া থাকে। রিষ্টাধ্যায়োক্ত উপদ্রবযুক্ত উদররোগ সমূহও অসাধ্য বলিয়া জানিবে॥ ৪৩।৪৪

উদররোগসমূহ জাতমাত্রই ব্যাধিস্বভাবে কৃচ্ছ্রসাধ্যতম হইয়া থাকে। তবে যদি রোগী বলবান্ হয়, উদর যদি অল্পদিনজাত হয় এবং তাহাতে জলসঞ্চয় না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে সাধ্য হইতে পারে॥ ৪৫

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে উদর নিদান নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(পাণ্ডুরোগ শোথবিসর্প নিদান।)

অতঃপর আমরা পাণ্ডুরোগ-শোথ-বিসর্প নিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

পিত্তপ্রধান বাতাদি দোষ সকল সর্ব্বরোগনিদানোক্ত প্রকোপণ হেতুতে প্রকুপিত হইয়া পাণ্ডুরোগের কারণ হয়। কুপিত দোষত্রয়ের মধ্যে বলবান্ বায়ু কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত পিত্ত হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তত্রস্থ দশটী ধমনীকে আশ্রয়পূর্ব্বক সমস্ত শরীরে (মূত্রপুরীষাদিতে পর্য্যন্ত) ব্যাপ্ত হয়। পরে ত্বক্ ও মাংসের মধ্যগত সেই পিত্ত শ্লেষ্মা ত্বক্ রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া ত্বকে পাণ্ডু হারিদ্র ও হরিত প্রভৃতি নানা প্রকার বর্ণ উৎপাদন করে, সেই বর্ণ সকলের মধ্যে পাণ্ডুবর্ণেরই আধিক্য থাকে বলিয়া ইহাকে পাণ্ডুরোগ বলে। পাণ্ডুরোগে রসরক্তাদি ধাতু সকলের গুরুত্ব ও শৈথিল্য এবং ওজোগুণের ক্ষয় হয়। ওজঃক্ষয় হেতু পাণ্ডুরোগির মেদঃ ও রক্তের অল্পতা, দৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য (বাক্য পাণি পাদ উপস্থ নেত্রাদির শিথিলতা), অঙ্গে মর্দ্দনবৎ পীড়া, হৃদয়ে দ্রবতা, চক্ষুর্গোলকে শোথ, শরীরের অবসাদ, কোপন স্বভাব, নিষ্ঠীবন, অল্প বাক্য, অন্নে ও শীতে দ্বেষ, রোমের শীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য, সক্থিদ্বয়ের অবসাদ, জ্বর, শ্বাস, কর্ণনাদ, ভ্রম ও শ্রান্তিবোধ হইয়া থাকে॥ ২—৬

পাণ্ডুরোগ পাঁচপ্রকার। বাতাদি পৃথক্ দোষে তিন প্রকার, মিলিত ত্রিদোষজন্য এক প্রকার এবং মৃত্তিকা ভক্ষণ জন্য এক প্রকার॥ ৭

পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বরূপ। হৃদয়ের স্পন্দন, ত্বকের রুক্ষতা, অরুচি, মূত্রের পীতবর্ণতা, স্বেদাভাব, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের অবসাদ ও বিনাশ্রমে শ্রান্তিবোধ এই সকল লক্ষণ পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পায়॥

বাতজ পাণ্ডুরোগ লক্ষণ। বাতজ পাণ্ডুরোগে গাত্রে বেদনা, সূচীবেধবৎ পীড়া ও কম্প এবং শিরা নখ মল মূত্র ও নেত্রের কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণতা ও রুক্ষতা, শোথ, আনাহ, মুখবৈরস্য, মলশুষ্কতা, পার্শ্বে ও মস্তকে বেদনা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়॥ ৮।৯

পিত্তজ পাণ্ডুরোগ লক্ষণ। পিত্তজ পাণ্ডুরোগে জ্বর, তমঃ (চক্ষুতে অন্ধকার দর্শন), পিপাসা, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, শীতেচ্ছা, গাত্রদৌর্গন্ধ্য, মুখতিক্ততা, মলভেদ, অম্লোদ্গার ও দাহ হয়। ইহাতে শিরা সকল এবং ত্বক্ নয়নাদি হরিতবর্ণ বা পীতবর্ণ হইয়া থাকে।

কফজ পাণ্ডুরোগ লক্ষণ। কফজ পাণ্ডুরোগে শিরা নয়ন মূত্র প্রভৃতির শুক্লবর্ণতা, তন্দ্রা, রোমহর্ষ, স্বরভঙ্গ, কাস, বমি ও মুখ লবণরসবিশিষ্ট হয়।

ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগ লক্ষণ। সন্নিপাতজ পাণ্ডুরোগে উক্ত বাতাদি দোষজাত পাণ্ডুরোগ সমূহের মিশ্রলক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা অতি দুঃসহ রোগ॥ ১০—১২

মৃদ্‌ভক্ষণজ পাণ্ডুরোগ। কষায়রসবিশিষ্ট মৃত্তিকা বায়ুকে, সক্ষার মৃত্তিকা পিত্তকে এবং মধুররসান্বিত মৃত্তিকা কফকে দূষিত করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। ভুক্ত মৃত্তিকা (দোষ প্রকোপণপূর্ব্বক) রসাদি ধাতু সমূহকে দূষিত এবং নিজ স্বাভাবিক রুক্ষতা গুণে ভুক্তদ্রব্যকেও রুক্ষ করিয়া অপরিপক্কাবস্থায় বা ঈষৎ পক্কাবস্থায় স্রোতঃ সমূহকে পূর্ণ ও রুদ্ধ করিয়া পূর্ব্ববৎ পাণ্ডুরোগ জন্মায়। ইহাতে নাভিতে, পদদ্বয়ে, মুখে ও লিঙ্গে শোথ হয় এবং রোগী ক্রিমি রক্ত ও কফযুক্ত তরল মলত্যাগ করে॥ ১৩

কামলা। পূর্ব্বে অনুক্ত হইলেও তুল্যনিদানাদি বলিয়া এখানে কামলা রোগ কথিত হইতেছে। যে ব্যক্তি পাণ্ডুরোগাবস্থায় মরিচপ্রভৃতি পিত্তজনক দ্রব্য সকল সেবন করে, তাহার পিত্ত অতিশয় কুপিত এবং রক্ত ও মাংসকে দগ্ধ করিয়া কামলা রোগ উৎপাদন করে। এই কামলা রোগ কোষ্ঠ (মহাস্রোতঃ) এবং রক্তাদি ধাতু ও ত্বক্‌কে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। ইহাতে নেত্র মূত্র ত্বক্ নখ মুখ ও মল হরিদ্রাবর্ণ এবং দাহ, অপরিপাক, তৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল (স্ববিষয়ে অশক্ত) হয়। রোগির বর্ণ ভেকের বর্ণের ন্যায় হইয়া থাকে॥ ১৪।১৫

পিত্তল দ্রব্য সেবনে কেবল পাণ্ডুরোগিরই কি কামলা রোগ জন্মে, না অন্য লোকেরও কামলা হইতে পারে? তদ্বিষয়ে বলা হইতেছে—পিত্তাধিক ব্যক্তি পিত্তজনক দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে তাহার পাণ্ডুরোগ ব্যতিরেকেও কোষ্ঠশাখাশ্রয় কামলা রোগ উৎপন্ন হয়॥ ১৬

এই কামলা রোগ উপেক্ষিত অর্থাৎ অচিকিৎসিত হইলে যখন শোথবাহুল্য হয়, তখন তাহাকে কুম্ভকামলা বলে। এই কুম্ভকামলা রোগ কষ্টসাধ্য॥ ১৭

হলীমক লক্ষণ। পাণ্ডুরোগাবস্থায় যখন বাতপিত্তপ্রকোপে রোগির শরীর হরিত পীত বা শ্যাববর্ণ হয় এবং ভ্রম, তৃষ্ণা, স্ত্রীতে আনন্দাভাব, মৃদুজ্বর, তন্দ্রা, দুর্ব্বলতা ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে হলীমক, লোঢর বা অলসক রোগ কহে।

পাণ্ডুরোগের উপদ্রব সমূহের মধ্যে শোথ প্রধান বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই হেতু পাণ্ডুরোগ নিদানের পর এখানে বিসর্প না বলিয়া শোথনিদানই কথিত হইতেছে॥ ১৮।১৯

শোথনিদান।

শোথের সম্প্রাপ্তি। দুষ্ট বায়ু কুপিত পিত্ত রক্ত ও কফকে বাহ্য শিরায় লইয়া গিয়া এবং স্বয়ং উহাদের দ্বারা রুদ্ধগতি হইয়া ত্বঙ্‌মাংসসংশ্রিত সংহত (নিশ্চল নিবিড়) উৎসেধ (উচ্চতা) উৎপাদন করে, ইহাকে শোথ কহে। বায়ু পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয় এই হেতু সমস্ত শোথই ত্রিদোষজ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। শোথমাত্রই ত্রিদোষজ হইলেও বাতাদি হেতুবিশেষে লক্ষণভেদ হওয়ায় তাহা নয় প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা— বাতজ পিত্তজ কফজ বাতপিত্তজ বাতকফজ পিত্তশ্লেষ্মজ সান্নিপাতজ অভিঘাতজ ও বিষজ। শোথ সকলকে দুই প্রকারে বিভাগ করা যায়, যথা—নিজ (বাতাদি দোষজ) ও আগন্তুজ (অভিঘাতাদিজ)। সর্ব্বাঙ্গজ ও একাঙ্গজ ভেদে শোথ সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। অন্যপ্রকারেও তাহাদিগকে তিনভাগ করা যাইতে পারে, যথা পৃথুতা (বিস্তীর্ণতা), উন্নতত্ব (উচ্চতা) ও গ্রথিতত্ব (গ্রন্থিবত্ব)॥ ২০—২২

বক্ষ্যমাণ গুরু অম্ল স্নিগ্ধ শীতাদি বর্গ নিজ ও আগন্তু সর্ব্বপ্রকার শোথের (উৎপত্তি বিষয়ে) সামান্য হেতু, কিন্তু দোষজ শোথোৎপত্তি বিষয়ে উহারা প্রধান কারণ॥ ২৩

জ্বরাদি ব্যাধি, বমনবিরেচন আস্থাপনাদি পঞ্চকর্ম্ম এবং উপবাসাদি দ্বারা অথবা এতাদৃশ অন্য কারণে ক্ষীণ ব্যক্তি যদি সহসা নিম্নলিখিত গুর্ব্বাদি অন্ন সেবন করে অথবা স্বস্থ ব্যক্তিও যদি মাত্রা অতিক্রম করিয়া নিম্নোক্ত নিদান সেবন করে, তাহা হইলে তাহাদের বাতাদি দোষসমূহ কুপিত হইয়া বক্ষঃস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক শরীরের ঊর্দ্ধদেশে, বস্তিতে অবস্থিতি পূর্ব্বক শরীরের অধোদেশে, মধ্যদেহে অবস্থান করিয়া মধ্যভাগে, সর্ব্বশরীরে অবস্থিত হইলে সর্ব্বাবয়বে এবং প্রত্যঙ্গে অবস্থিত হইলে তত্তৎ প্রত্যঙ্গে শোথ উৎপাদন করিয়া থাকে। গুর্ব্বাদি অন্ন যথা—গুরু অম্ল স্নিগ্ধ শীতলদ্রব্য, লবণ ক্ষার তীক্ষ্ণ বা উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, শাক, দুষ্টজল দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মৃত্তিকা, চটক কুক্কুটাদি গ্রাম্যমাংস, শুষ্কমাংস, অজীর্ণদ্রব্য, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মৈথুন, পদব্রজে গমন বা শরীরের ক্ষোভকর অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, শ্বাস কাস অতিসার অর্শঃ উদররোগ প্রদর জ্বর বিসূচিকা অলসক বমি গর্ভাবস্থা বীসর্প পাণ্ডুরোগ এবং অযথাচিকিৎসিত অন্যান্য রোগ দ্বারা কর্শন এই গুলি শোথ রোগের সাধারণ হেতু॥ ২৪—২৮

শোথের পূর্ব্বরূপ। দবথু (নেত্রাদিতে তীব্র উষ্মা), সিরা সমূহে বিস্তারবৎ পীড়া ও শরীরের গুরুত্ব এই সকল লক্ষণ শোথ রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পায়॥ ২৯

বাতজ শোথ লক্ষণ। বাতজ শোথ চঞ্চল (একস্থানে স্থির থাকে না), রুক্ষ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ তনু ও খররোমবিশিষ্ট হয়। ইহাতে সঙ্কোচ, স্পন্দন, হর্ষ (শিড়্‌শিড়্‌ করা), তোদ বা ভেদবৎ পীড়া এবং স্পর্শশক্তির অল্পতা হয়। বাতজ শোথ শীঘ্র উৎপন্ন ও শীঘ্র প্রশমিত হয়। শোথস্থান টিপিলে বসিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ উন্নত হইয়া উঠে। দিবসে ইহা বৃদ্ধি পায় ও রাত্রিতে কমিয়া যায়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ মর্দ্দন দ্বারা ইহার শান্তি হইয়া থাকে। বাতজ শোথে ত্বক্ সর্ষপপিণ্ডলিপ্তবৎ চিমিচিমি বেদনা বিশিষ্ট হয়।

পিত্তজ শোথ লক্ষণ। পিত্তজ শোথ পীত রক্ত বা কৃষ্ণ বর্ণ, তনু (পাতলা) ও ঈষৎ তাম্রবর্ণ রোমযুক্ত হয়। ইহা প্রথমে শরীরের মধ্যভাগে জন্মে, এবং শীঘ্র শরীরব্যাপী ও শীঘ্র প্রশমিত হয়। ইহাতে তৃষ্ণা দাহ জ্বর ঘর্ম্ম সন্তাপ ক্লেদ মদ ভ্রম শীতেচ্ছা মলভেদ দৌর্গন্ধ্য এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পৈত্তিক শোথ স্পর্শাসহ ও কোমল হইয়া থাকে॥ ৩০—৩৩

কফজ শোথ লক্ষণ। কফজ শোথ কণ্ডুযুক্ত কঠিন শীতলস্পর্শ গুরু স্নিগ্ধ চিক্কণ স্থির ও গাঢ় হয়। ইহাতে নিদ্রা বমি, অগ্নিমান্দ্য, ত্বক্ ও রোমের পাণ্ডুবর্ণতা এবং উষ্ণস্পর্শে অভিলাষ হয়। এই শোথ টিপিলে বসিয়া যায় কিন্তু ছাড়িয়া দিলে বাত্তিক শোথের ন্যায় উন্নত হয় না। ইহা বিলম্বে উৎপন্ন ও প্রশমিত হয় এবং রাত্রিতে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কফজ শোথ কুশ বা শস্ত্রাদি দ্বারা বিক্ষত হইলে তাহা হইতে রক্তস্রাব হয় না, বিলম্বে লালাবৎ পিচ্ছাস্রাব হইয়া থাকে।

দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ শোথ। যথাযথ দোষদ্বয়ের নিদান ও লক্ষণ সম্মিলিত হইলে দ্বন্দ্বজ শোথ উৎপন্ন হয় (যেমন বাতজ ও পিত্তজ শোথের নিদান ও লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে বাতপিত্তজ শোথ বলিয়া জানিবে, এইরূপ বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ শোথ অবগত হইবে)। এইরূপ তিনটী দোষের নিদান ও লক্ষণ সমবেত হইলে নিচয়াত্মক (সান্নিপাতিক) শোথ হয়॥ ৩৪—৩৬

অভিঘাতজ শোথ। শস্ত্রাদি দ্বারা ছেদন ভেদন ও ক্ষতাদি হেতু যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ কহে। এইরূপ হিম, হিমবায়ু, সমুদ্রজ বায়ু, ভেলার রস ও আলকুশীর শূক (শুঁয়া) স্পর্শেও একপ্রকার আগন্তুজ শোথ জন্মে, তাহা বিসর্পণশীল, অত্যন্ত উষ্মবিশিষ্ট, লোহিতবর্ণ ও বহুলভাবে পিত্তজ শোথের লক্ষণসদৃশ লক্ষণযুক্ত॥ ৩৭।৩৮

বিষজ শোথ। শরীরের উপর দিয়া সবিষ প্রাণির গমন, অথবা তাহাদের মূত্রস্পর্শন কিংবা বিষহীন প্রাণিদিগেরও দংষ্ট্রাঘাত দন্তাঘাত বা নখাঘাত, অথবা উক্ত প্রাণিগণের মল মূত্র ও শুক্রলিপ্ত মলিন বস্ত্র ব্যবহার বা বিষবৃক্ষের অনিলস্পর্শ, বা গরবিষ যুক্ত দ্রব্য দ্বারা গাত্র মার্জ্জন এই সকল কারণে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিষজ শোথ বলে। এই শোথ কোমল, চলনশীল, লম্বনস্বভাব, শীঘ্রজন্মা এবং বেদনা ও দাহ জনক হয়॥ ৩৯।৪০

নূতন অল্পদিন জাত ও উপদ্রব রহিত শোথ সাধ্য। পূর্ব্বে বিকৃতিবিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে অসাধ্য শোথ লক্ষণ বলা হইয়াছে॥ ৪১

বিসর্প নিদান।

শোথরোগের ন্যায় দোষ ও দূষ্যের সম্মিলনে বিসর্প রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা আট প্রকার, যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ বাতপিত্তজ বাতশ্লেষ্মজ পিত্তশ্লেষ্মজ সন্নিপাতজ ও অভিঘাতজ॥ ৪২

অধিষ্ঠান ভেদে বিসর্প তিন প্রকার। যথা—বাহ্যাশ্রয় অন্তরাশ্রয় ও উভয়াশ্রয় বিসর্প। ইহারা উত্তরোত্তর দুঃসাধ্য। যথোক্ত প্রকোপণ হেতুতে বিশেষতঃ বিদাহি দ্রব্য দ্বারা প্রকুপিত বাতাদি দোষ সকল শরীরে শীঘ্র বিসর্পিত হয়। অভ্যন্তরে স্থিত দোষ দেহের অন্তর্ভাগে, বাহ্যস্থিত দোষ বহির্ভাগে, বাহ্যান্তঃ উভয় ভাগস্থ দোষ উভয়স্থানে বিসর্পিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অন্তর্বিসর্পের লক্ষণ—হৃদয়াদি মর্ম্মস্থানে পীড়া, মূর্চ্ছা; কর্ণনাসাদির পরিস্ফুরণ, অতিশয় তৃষ্ণা, মলমূত্রা-

দির বেগের বিষমভাবে প্রবর্ত্তন এবং শীঘ্র অগ্নি ও বলের ক্ষয়। ইহার বিপরীত লক্ষণ দ্বারা বাহ্যবিসর্প অবগত হইবে॥ ৪৩—৪৬

বাতজ বিসর্প লক্ষণ। বাতিক বিসর্পে বাতজ্বরের তুল্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে শোথ, স্ফুরণ (চিড়িক্ মারা), সূচীবেধবৎ বেদনা, ভেদবৎ বা বিস্তারবৎ পীড়া ও হর্ষ (লোমাঞ্চ) হয়॥ ৪৭

পিত্তজ বিসর্প লক্ষণ। পৈত্তিক বিসর্পে পিত্তজ্বরের :লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। ইহা দ্রুতগতি (শীঘ্র সর্ব্বস্থান ব্যাপী) ও অতি লোহিত বর্ণ হইয়া থাকে॥ ৪৮

কফজ বিসর্প লক্ষণ। কফজ বিসর্প কণ্ডুযুক্ত স্নিগ্ধ ও কফজ্বরের লক্ষণযুক্ত হয়॥ ৪৯

সকল প্রকার বিসর্পই অচিকিৎসিত হইলে স্বদোষলক্ষণান্বিত স্ফোটক দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। ইহারা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে বাতাদি দোষ জাত ব্রণ লক্ষণ ধারণ করে॥ ৫০

বাতপিত্তজ বিসর্প বা অগ্নিবিসর্পের লক্ষণ। বাতপিত্তজ বিসর্পে জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, পিপাসা, ভ্রম, অস্থিতে ভেদবৎ পীড়া, অগ্নিমান্দ্য, তমক ও অরুচি এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহাতে সমস্ত অঙ্গ প্রদীপ্ত অঙ্গার ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। শরীরের যে যে স্থানে বিসর্প বিসর্পিত হয়, সেই সেই স্থান নির্ব্বাণ অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ হয় অথবা নীল বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। ইহা শীঘ্র অগ্নিদগ্ধ স্থানের ন্যায় স্ফোটক দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। শীঘ্রগামিত্ব স্বভাব হেতু ইহা সত্বর হৃদয়াদি মর্ম্ম সকলকে অনুসরণ করে, তাহাতে বায়ু অতি বলবান্ হইয়া অঙ্গ সকলকে ব্যথিত করে, সংজ্ঞা ও নিদ্রানাশ করে এবং শ্বাস ও হিক্কা উৎপাদন করে। রোগী এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত ও চিত্তের অস্থিরতারূপ অরতিগ্রস্ত হইয়া ভূমি শয্যা ও আসনাদি কিছুতেই সুখলাভ করে না। কোন স্থানেই সুখলাভ না হওয়ায় যন্ত্রণায় পরিলুণ্ঠিত ও ক্লিষ্ট হইয়া মানসিক ও কায়িক পরিশ্রম জনিত নিদ্রায় এরূপ নিদ্রিত হয়, যে সেই নিদ্রা হইতে আর জাগরণ কঠিন হইয়া উঠে। ইহাকে অগ্নিবিসর্প বলে॥ ৫১-৫৬

বাতশ্লৈষ্মিক বিসর্প বা গ্রন্থিবিসর্প লক্ষণ। কুপিত বায়ু দুষ্ট কফ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলে সেই অবরোধক কফকে বহুধা বিভক্ত করিয়া গ্রন্থিমালা উৎপাদন করে, অথবা রক্তাধিক ব্যক্তির ত্বক্ শিরা স্নায়ু ও মাংসগত রক্তকে দূষিত করিয়া গ্রন্থির শ্রেণী উৎপাদন করে, এই গ্রন্থি সকল দীর্ঘ ক্ষুদ্র গোলাকার স্থূল ও খরস্বভাব এবং রক্তবর্ণ হয়। ইহাতে তীব্রবেদনা, তীব্রজ্বর, শ্বাস, কাস, অতিসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, মোহ, দেহের বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহাকে গ্রন্থিবিসর্প বলে। বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৫৭—৫৯

পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্প বা কর্দ্দমক বিসর্প। কফপিত্তজ বিসর্পে জ্বর, শরীরের স্তব্ধতা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শিরঃপীড়া, অঙ্গের অবসাদ ও বিক্ষেপণ, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিনাশ, অস্থিভেদ, পিপাসা, ইন্দ্রিয়ের গুরুতা, আমযুক্ত মলভেদ ও স্রোতঃসকলের লিপ্ততা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা প্রায়ই আমাশয়ের কোন একস্থানকে আক্রমণ করিয়া অর্থাৎ আমাশয়ের কোন স্থানে জন্মিয়া শেষে অপর স্থানে ব্যাপ্ত হয়। ইহাতে অধিক বেদনা থাকে না। এই বিসর্প অতি পীত লোহিত বা পাণ্ডুরবর্ণ পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত হয়।

ইহা মেচকাভ (ময়ূরকণ্ঠ সদৃশ) বর্ণ, স্নিগ্ধকৃষ্ণ, মলিন, শোথযুক্ত, গুরু, গম্ভীরপাক (অভ্যন্তরে পাকে), অত্যন্ত উষ্মবিশিষ্ট, ক্লিন্ন ও শবদুর্গন্ধি। ইহা স্পৃষ্ট হইলে বিদীর্ণ হয়। ইহাতে মাংস সকল পঙ্কবৎ শীর্ণ হয় অর্থাৎ গলিয়া পড়ে বলিয়া শিরা ও স্নায়ুসকল স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। এই ইহার নাম কর্দ্দম বিসর্প॥ ৬০—৬৪

ত্রিদোষজ বিসর্প। ত্রিদোষ প্রকোপে জাত বিসর্পে বাতাদি ত্রিদোষের লক্ষণ সজ্ঘটিত হয়। ইহা সকল ধাতুতে অতি সর্পণ করে॥ ৬৫

অভিঘাতজ বিসর্প। বাহ্যকারণে (শস্ত্রাদিপ্রহার হেতু) জাত ক্ষত নিবন্ধন কুপিত-বায়ু রক্তের সহিত পিত্তকে প্রেরিত করিয়া কুলত্থসদৃশ স্ফোটক সমূহদ্বারা ব্যাপ্ত এবং শোথ জ্বর বেদনা ও দাহ বহুল, শ্যাব বা লোহিত বর্ণ বিসর্প উৎপাদন করে। ইহা অভি-ঘাতজ বিসর্প॥ ৬৬

বাতাদি একদোষজাত তিনপ্রকার বিসর্প সাধ্য। দ্বিদোষজ ও কাস বৈবর্ণ্য জ্বরাদি উপদ্রবরহিত তিন প্রকার বিসর্পও সাধ্য। ক্ষতজ ও ত্রিদোষজ বিসর্প অসাধ্য। যে সকল বিসর্প মর্ম্মস্থলকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহারা অসাধ্য। আর যে সকল বিসর্প প্রক্লিন্ন ও শবদুর্গন্ধি এবং যাহা হইতে স্নায়ু শিরা ও মাংস খসিয়া পড়ে, তাহারা অসাধ্য॥ ৬৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে পাণ্ডুরোগাদি-নিদান নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

(কুষ্ঠ-শ্বিত্র-ক্রিমিনিদান।)

অতঃপর আমরা কুষ্ঠ শ্বিত্র ও ক্রিমি নিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥

অযথা আহার বিহার বিশেষতঃ সংযোগবিরুদ্ধ আহারাদি, সাধুনিন্দা, সাধুবধ, পরস্বাপ-হরণাদি, ইহজন্মে অনুষ্ঠিত বা প্রাক্তন পাপকর্ম্ম এই সকল কারণে দুষ্ট বাতাদি দোষত্রয় তির্য্যগ্‌গামিনী শিরা সমূহকে আশ্রয় করিয়া ত্বক্ লসীকা রক্ত ও মাংসকে দূষিত করে এবং সেই দূষিত ত্বগাদিকে শ্লথ করিয়া বাহ্যদেশে গমন পূর্ব্বক ত্বকের বৈবর্ণ্য উৎপাদন করিয়া থাকে, ইহাকেই মুনিগণ কুষ্ঠরোগ বলিয়া থাকেন॥ ১—৩

ইহা উপেক্ষিত হইলে কালক্রমে সমস্ত শরীরকে কুষিত (বহিষ্কৃত, নিঃসারিত) করে বলিয়া ইহা কুষ্ঠ নামে অভিহিত হয়। কুষ্ঠ সমস্ত ধাতুকে আশ্রয় পূর্ব্বক তাহাদিগকে দূষিত ও ক্লিন্ন করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দুশ্চিকিৎস্য ক্রিমি এবং স্বেদ ক্লেদ ও মাংসপচন জন্মায়। ঐসকল ক্রিমি ক্রমশঃ রোম ত্বক্ স্নায়ু ধমনী ও তরুণাস্থি সমূহ ভক্ষণ করে। শ্বিত্ররোগ এরূপ নহে বলিয়া ইহাকে বাহ্যকুষ্ঠ বলে অর্থাৎ কুষ্ঠ সর্ব্বধাতুগত এবং শ্বিত্র ত্বগ্‌গত এই মাত্র বিশেষ জানিবে॥ ৪।৫

কুষ্ঠরোগ সাত প্রকার; যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ বাতপিত্তজ বাতশ্লেষ্মজ পিত্তশ্লেষ্মজ ও সন্নিপাতজ। সকল কুষ্ঠ ত্রিদোষজ হইলেও দোষের আধিক্য অনুসারে নাম ভেদ হইয়া থাকে ॥ ৬।৭

বায়ু দ্বারা (বাতোল্বণ সন্নিপাত দ্বারা) কাপাল কুষ্ঠ, পিত্ত হইতে ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ, কফ হইতে মণ্ডলাখ্য ও বিচর্চ্চী, বাতপিত্ত হেতু ঋক্ষজিহ্ব, বাতশ্লেষ্মা হইতে চর্ম্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলস ও বিপাদিকা কুষ্ঠ, শ্লেষ্মপিত্ত হইতে দদ্রু, শতারুঃ, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা, চর্ম্মদল কুষ্ঠ এবং ত্রিদোষ হইতে কাকণ কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়। এই অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠের মধ্যে প্রথম তিনটী অর্থাৎ কাপাল কুষ্ঠ, ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ ও মণ্ডল কুষ্ঠ, এবং দদ্রু, কাকণ, পুণ্ডরীক ও ঋক্ষজিহ্ব এই সাতটী মহাকুষ্ঠ। অবশিষ্ট একাদশটী ক্ষুদ্র কুষ্ঠ ॥ ৮—১০

কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বরূপ। কুষ্ঠরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে কোন অঙ্গ অতি চিক্কণ বা খরস্পর্শ হয়। ইহাতে অতিশয় ঘর্ম্ম অথবা একবারে স্বেদাভাব, অঙ্গের বৈবর্ণ্য, দাহ, কণ্ডূ (গাত্রে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ প্রতীতি), স্পর্শশক্তির হানি, সূচীবেধবদ্ বেদনা, কোঠোৎপত্তি, (বোলতা দংশনবৎ শোথের উৎপত্তি), ভ্রম, কোন কারণে ব্রণ জন্মিলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, ব্রণের শীঘ্র উৎপত্তি কিন্তু দীর্ঘকাল স্থিতি, ব্রণ শুষ্ক হইলেও সেই স্থানে অতি রুক্ষতা, অল্প কারণেই অতি প্রকোপ, লোমহর্ষ, রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা, এই গুলি কুষ্ঠরোগের অগ্রজাত লক্ষণ ॥ ১১।১২

মহাকুষ্ঠ সকলের লক্ষণ কথিত হইতেছে। কাপাল কুষ্ঠ—কৃষ্ণারুণ কপাল সদৃশ আভাবিশিষ্ট (অর্থাৎ ইহার কিয়দংশ খাপরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কিয়দংশ অরুণ বর্ণ), রুক্ষ, সুপ্ত (স্পর্শশক্তি শূন্য), খরস্পর্শ, তনু (পাত্‌লা), বিস্তৃত, প্রান্তভাগে অসমান, দূষিত লোমব্যাপ্ত, তোদাঢ্য, অল্প কণ্ডূযুক্ত ও শীঘ্র বিসর্পণ শীল ॥ ১৩

উডুম্বর কুষ্ঠ—পক্ক যজ্ঞডুমুরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, ইহা তাম্রবর্ণ ত্বক্ ও রোমযুক্ত, গৌরবর্ণ শিরাব্যাপ্ত, ঘন, ক্লেদবহুল, রক্তবর্ণ এবং অত্যন্ত দাহ ও বেদনাযুক্ত হয়। এই কুষ্ঠ শীঘ্র উৎপন্ন হয়, শীঘ্র বিদীর্ণ হয় এবং ইহাতে শীঘ্র ক্রিমি জন্মিয়া থাকে ॥ ১৪

মণ্ডলকুষ্ঠ—স্থির, স্ত্যান (আর্দ্র), গুরু, স্নিগ্ধ, কতক শ্বেত ও কতকটা রক্তবর্ণ, বিলম্বে সঞ্চরণ শীল, পরস্পর সংযুক্ত, উন্নত, বহুকণ্ডূ বহুস্রাব ও বহু ক্রিমিবিশিষ্ট এবং মণ্ডলাকার। ইহার প্রান্তভাগ মসৃণ ও পীতাভ হইয়া থাকে ॥ ১৫

বিচর্চ্চিকা কুষ্ঠ—কণ্ডূ ও পিড়কা বিশিষ্ট এবং শ্যাববর্ণ। ইহাতে লসীকা পদার্থের আধিক্য থাকে ॥ ১৬

ঋক্ষজিহ্ব কুষ্ঠ—খরস্পর্শ, পাত্‌লা, সমুন্নত, তোদ দাহ বেদনা ও ক্লেদবিশিষ্ট, কর্কশ পিটিকা ব্যাপ্ত এবং বহুক্রিমিযুক্ত। ইহার প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ ও মধ্যভাগ শ্যাববর্ণ হয়। ইহা ঋক্ষের (হরিণের) জিহ্বার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে ঋক্ষজিহ্ব বলে ॥ ১৭

চর্ম্মকুষ্ঠ—হস্তী চর্ম্মের ন্যায় খরস্পর্শ।

এককুষ্ঠ—বিস্তীর্ণ আশ্রয়যুক্ত, স্বেদরহিত ও মৎস্যের ত্বক্‌খণ্ড সদৃশ (চক্রাকার অভ্রস্তর সদৃশ)।

কিটিমকুষ্ঠ—রুক্ষ, কিণ-(ঘেঁটা) বৎ খরস্পর্শ, কণ্ডূযুক্ত, পরুষ ও কৃষ্ণবর্ণ ॥ ১৮

সিধ্মকুষ্ঠ—বহির্ভাগে রুক্ষ, অন্তর্ভাগে স্নিগ্ধ, মসৃণস্পর্শবিশিষ্ট, পাত্‌লা ও শ্বেত তাম্রবর্ণ। ইহা

দেখিতে লাউফুলের ন্যায়। ঘর্ষণ করিলে কুষ্ঠ স্থান হইতে রক্ত (ধূলির মত) নির্গত হয়। এই রোগ প্রায়ই শরীরের উর্দ্ধভাগে জন্মে। (ইহা ছুলী বিশেষ) ॥ ১৯

অলসক কুষ্ঠ—রক্তবর্ণ ও কণ্ডূযুক্ত গণ্ড সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়।

বিপাদিকা কুষ্ঠ—তীব্র বেদনাযুক্ত, অল্পকণ্ডূবিশিষ্ট ও রক্তবর্ণ পিড়কা ব্যাপ্ত। ইহাতে হস্ত পদ ফাটিয়া যায় ॥ ২০

দদ্রু কুষ্ঠ—দূর্ব্বাবৎ দীর্ঘ প্রতানবিশিষ্ট, অতসীকুসুম (মসিনাফুল) সদৃশ, উন্নত মণ্ডলাকার, কণ্ডূযুক্ত ও বর্দ্ধনশীল ॥ ২১

শতারুঃকুষ্ঠ—স্থূলমূল, দাহ ও বেদনাযুক্ত, রক্তশ্যাববর্ণ, ক্লেদ ও কৃমিবহুল এবং বহুব্রণান্বিত। ইহা প্রায় পর্ব্বস্থানে জন্মে ॥ ২২

পুণ্ডরীকনামক কুষ্ঠ—কণ্ডু দাহ ও বেদনান্বিত, উন্নত, রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম রেখাসমূহে ব্যাপ্ত পদ্মপত্র সদৃশ, আশু বিদরণশীল এবং প্রচুর ঘন লসীকা ও রক্তবিশিষ্ট।· ইহার প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ ও মধ্যভাগ পাণ্ডুবর্ণ হয়।

বিস্ফোটকুষ্ঠ—তনুত্বগ্‌বিশিষ্ট, শ্বেত লোহিত বর্ণ স্ফোটক সমূহে ব্যাপ্ত হয়।

পামা—অধিক কণ্ডু ক্লেদ ও বেদনাযুক্ত, শ্যাব বা অরুণ বর্ণ বহু সূক্ষ্ম পিড়কাকে পামা কহে। ইহা প্রায়ই স্ফিক্ (পাছা) হস্ত ও কূর্পরে (কনুয়ে) জন্মিয়া থাকে। (ইহাকে খোস চুলকণা কহে) ॥ ২৩—২৫

চর্ম্মদল কুষ্ঠ—স্ফোটকযুক্ত, স্পর্শাসহ, কণ্ডু তোদ উষা ও দাহবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ ও স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) হয়।

কাকণকুষ্ঠ—তীব্রদাহ ও বেদনাযুক্ত। ইহা কাকণন্তী (কুঁচ) ফলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রথমটা কৃষ্ণবর্ণ অবশিষ্টাংশ রক্তবর্ণ। ইহা সমস্ত কুষ্ঠ লক্ষণযুক্ত হয় বলিয়া একরূপ বর্ণবিশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ শ্বেতপীতাদি নানা বর্ণান্বিত হইয়া থাকে ॥ ২৬।২৭

সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষজ, তবে ইহা বাতাধিক কুষ্ঠ ইহা পিত্তাধিক কুষ্ঠ ইত্যাদি কি প্রকারে জানা যাইবে? সেই জন্য বলা হইতেছে যে, দোষভেদীয় অধ্যায়ে উক্ত বাতাদি দোষের লক্ষণ ও কর্ম্ম, (যেমন বায়ুর স্রংসভ্রংশাদি, পিত্তের রাগদাহাদি, কফের স্নেহকাঠিন্যাদি) যে কুষ্ঠে বিশেষভাবে লক্ষিত হইবে, তাহাকে তদ্দোষোল্বণ বলিয়া জানিবে। সন্নিপাতজ কুষ্ঠ, বিকৃতিবিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে উক্ত কুষ্ঠ এবং অস্থি মজ্জা ও শুক্র সমাশ্রিত কুষ্ঠ পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ ইহারা অসাধ্য ॥ ২৮

মেদোগত কুষ্ঠ যাপ্য। পিত্তদ্বন্দ্বজ কুষ্ঠ, রক্তগত ও মাংসাশ্রিত কুষ্ঠ কৃচ্ছ্রসাধ্য। কফবাতবহুল কুষ্ঠ ত্বগ্‌গত কুষ্ঠ ও একদোষোল্বণ কুষ্ঠ সুখসাধ্য ॥ ২৯

কুষ্ঠরোগ ত্বগ্‌গত হইলে অর্থাৎ ত্বকস্থ রসকে আশ্রয় করিলে তোদ, অঙ্গের বৈবর্ণ্য ও রুক্ষতা; রক্তাশ্রিত হইলে ঘর্ম্ম, স্পর্শশক্তির লোপ ও শোথ; মাংসপ্রাপ্ত হইলে হস্তে ও পদে স্ফোটক, সন্ধি সমূহে অতিশয় ক্লেদোৎপত্তি, মেদোগত হইলে কৌণ্য (করভঙ্গ, নুলো), গতিভঙ্গ ও অঙ্গে ছেদনবৎ বেদনা; অস্থি ও মজ্জগত হইলে নাসাভঙ্গ, নেত্রের রক্তবর্ণতা, স্বরক্ষয় ও ক্ষতে ক্রিমির উৎপত্তি এবং শুক্রগত হইলে স্ত্রী পুত্রের কুষ্ঠোপদ্রব স্বেদাদি দ্বারা পীড়ন এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥ ৩০—৩২

রক্তাদিগত কুষ্ঠে স্ব স্ব লক্ষণ ব্যতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতুগত কুষ্ঠেরও লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। (যথা রক্তগত কুষ্ঠে স্বেদাদি স্বলক্ষণ ব্যতীত ত্বগগত কুষ্ঠের লক্ষণ, মাংসগত কুষ্ঠে হস্তপদে স্ফোটোৎপত্তি প্রভৃতি নিজলক্ষণ ভিন্ন রসরক্তগত কুষ্ঠের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। এইরূপ শুক্রগত কুষ্ঠে স্বলক্ষণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ধাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে)॥ ৩৩

এককারণ জাত বলিয়া কুষ্ঠ নিদানের পর শ্বিত্র নিদান কথিত হইতেছে—

শ্বিত্র নিদান।

যে কারণে কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়, শ্বিত্রও সেই কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকে কিলাস ও দারুণ বলে। কুষ্ঠ ও শ্বিত্রে প্রভেদ এই যে, শ্বিত্র অপরিস্রাবি, কুষ্ঠ স্রাববিশিষ্ট, শ্বিত্র রস রক্ত ও মাংস এই তিন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, কুষ্ঠ সপ্ত ধাতুকেই আশ্রয় করিয়া জন্মে। শ্বিত্র পৃথক্ দোষে উৎপন্ন, কুষ্ঠ ত্রিদোষজাত॥ ৩৪

বাতজ শ্বিত্র রুক্ষ ও অরুণবর্ণ, পিত্তজ শ্বিত্র পদ্মপত্রের ন্যায় তাম্রবর্ণ, দাহযুক্ত ও রোমনাশক এবং কফজ শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ ঘন গুরু ও কণ্ডুযুক্ত। বাতজ শ্বিত্র রক্ত ধাতুকে, পিত্তজ শ্বিত্র মাংস ধাতুকে ও কফজ শ্বিত্র মেদোধাতুকে আশ্রয় করিয়া থাকে॥ ৩৫

অরুণাদি বর্ণ দ্বারা শ্বিত্রের দোষ ও আশ্রয় উভয়ই অবগত হইবে, অর্থাৎ অরুণবর্ণ শ্বিত্র বাতজ ও রক্তাশ্রয়, তাম্রবর্ণ শ্বিত্র পিত্তজ ও মাংসাশ্রয় এবং শ্বেতবর্ণ শ্বিত্র কফজ ও মেদঃসংশ্রয় জানিবে। ইহারা উত্তরোত্তর কৃচ্ছ্রসাধ্য। অর্থাৎ রক্তাশ্রয় বাতজ শ্বিত্র কষ্টসাধ্য, মাংসাশ্রয় পিত্তজ শ্বিত্র কষ্টসাধ্যতর এবং মেদঃসংশ্রয় কফজ শ্বিত্র কষ্টসাধ্যতম বলিয়া জানিবে॥ ৩৬

শ্বিত্রের সাধ্যাসাধ্যত্ব নির্দ্দেশ। শ্বিত্রস্থানের রোম সকল যদি শুক্লবর্ণ না হয়, এবং শ্বিত্র যদি অঘন, পরস্পর অসংশ্লিষ্ট, অল্পদিন জাত (বর্ষাভ্যন্তরে জাত) হয় ও অগ্নিদগ্ধজ না হয় তাহা হইলে উহা সাধ্য, ইহার বিপরীত লক্ষণান্বিত হইলে অসাধ্য বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ শুক্লরোমান্বিত বহুল পরস্পর সংশ্লিষ্ট চিরকালোৎপন্ন ও অগ্নিদগ্ধজ শ্বিত্র অসাধ্য। আর গুহ্যদেশ হস্ততল ও ওষ্ঠজাত শ্বিত্র অল্পদিনোৎপন্ন হইলেও তাহাকে বর্জ্জন করিবে॥ ৩৭

গাত্রসংশ্লেষ, একত্র আহার, একশয্যায় শয়ন ও এক আসনে উপবেশন এই সকল কারণে প্রায় সকল রোগই সঞ্চরণশীল হয় অর্থাৎ এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে গমন করে। কিন্তু নেত্র রোগ ও ত্বগ্গত রোগ ইহারা বিশেষভাবে সংক্রমণ করিয়া থাকে॥ ৩৮

ক্রিমি নিদান।

ক্রিমি সকল দুই প্রকার, কতকগুলি বাহ্য ক্রিমি, কতকগুলি আভ্যন্তর ক্রিমি। জন্মভেদে ইহারা চারিপ্রকার হয়। যথা—বাহ্যমলজাত, কফজ, রক্তজ ও পুরীষজ। আর নামভেদে ইহারা বিংশতি প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। উক্ত ক্রিমি সমূহের মধ্যে বাহ্যক্রিমি সকল রক্তের বহির্ম্মল হইতে উৎপন্ন হয়। বাহ্যক্রিমি সমূহ তিলের ন্যায় বর্ণ পরিমাণ ও আকৃতি বিশিষ্ট, বহুপাদান্বিত ও সূক্ষ্ম। ইহারা কেশ বা বস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহারা যূকা ও লিক্ষা নামে অভিহিত হয়। এই দুই প্রকার ক্রিমি কোঠ পিড়কা কণ্ডু ও গণ্ডরোগ উৎপন্ন করে॥ ৩৯—৪১

অন্তর্জাত ক্রিমি সকল কুষ্ঠৈকহেতু অর্থাৎ অসথ্য ও বিরুদ্ধ আহার প্রভৃতি যে সকল কারণে কুষ্ঠের উৎপত্তি হয় সেই সকল কারণে কৃমি জন্মে। তদ্‌ব্যতীত আভ্যন্তর ক্রিমির মধ্যে শ্লেষ্মজ ক্রিমি সমূহ মধুর অম্ল গুড় দুগ্ধ দধি শুক্ত ও নূতন চাউলের অন্ন ভোজন দ্বারা অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে॥ ৪২

পুরীষজ ক্রিমি সকল কুষ্ঠনিদান এবং বহুপুরীষজনক যব মাষকলায় প্রভৃতি ধান্য, পালং প্রভৃতি পত্রশাক ও শিম্বী ধান্যাদি ভোজন দ্বারা বাহুল্যরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৪৩

কফজন্য ক্রিমি সকল আমাশয়ে জন্মে। ইহারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি চর্ম্মলতাসদৃশ, কতকগুলি কিঞ্চুলুক (কেঁচো) তুল্য, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুর সদৃশ, কতকগুলি তনু অথচ দীর্ঘাকৃতি, কতকগুলি অতিসূক্ষ্ম, কতকগুলি শ্বেত কতকগুলি বা তাম্রবর্ণ। ইহারা নামভেদে সাতপ্রকার হয়। যথা—অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, মহাকুহা, কুরব, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধা। ইহারা বমনবেগ, মুখস্রাব (মুখ দিয়া জল উঠা), অপরিপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, আনাহ, কৃশতা, হাঁচি ও পীনস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ করে॥ ৪৪—৪৭

রক্তজ ক্রিমি। রক্তজ ক্রিমি সকল রক্তবাহি শিরাতে উৎপন্ন হয়। ইহারা অতি সূক্ষ্ম, পাদরহিত, গোলাকৃতি ও তাম্রবর্ণ, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ সূক্ষ্ম যে তাহারা চক্ষুতে দৃষ্ট হয় না, কার্য্যের দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হয়। ইহারা নামভেদে ছয় প্রকার হয়; যথা—কেশাদ, লোমবিধ্বংস, লোমদ্বীপ, উড়ুম্বর, সৌরস ও মাতৃনামক। ইহাদের একমাত্র কুষ্ঠোৎপাদনই প্রধান কর্ম্ম, অর্থাৎ কুষ্ঠে যেমন লোমহর্ষ কণ্ডূ তোদ কেশ-লোম-ধ্বংস ত্বক্‌শিরাদির ভক্ষণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই কৃমি দ্বারাও সেইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৪৮।৪৯

পুরীষজ ক্রিমি কেবল পক্কাশয়ে জন্মে। ইহারা অধোবিসর্পণশীল (ঊর্দ্ধগামী হয় না), কিন্তু যখন বর্দ্ধিত হইয়া আমাশয়োন্মুখ হয় তখন রোগির উদ্‌গার ও নিঃশ্বাস পুরীষগন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পুষ্ট, কতকগুলি গোলাকার (বৃত্ত), কতকগুলি সূক্ষ্ম বা কতকগুলি স্থূল, কেহ শ্যাববর্ণ কেহ পীত কেহ শুক্ল কেহ বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ইহারা নামভেদে পাঁচ প্রকার; যথা—ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সল্লনাখ্য ও লেলিহ। এই সকল ক্রিমি বিনির্গমহেতু মলভেদ, শূল, বিষ্টম্ভ, কার্শ্য, পারুষ্য, পাণ্ডুতা, রোমহর্ষ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্যদেশে কণ্ডূ উৎপাদন করে॥ ৫০—৫৬

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে কুষ্ঠশ্বিত্রকৃমিনিদান নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

(বাতব্যাধি-নিদান।)

অতঃপর আমরা বাতব্যাধিনিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন।

অদুষ্ট ও দুষ্ট পবন বিশ্বের বিশেষতঃ শরীরের সর্ব্বপ্রকার শুভ ও অশুভ উৎপত্তি বিষয়ে প্রধান কারণ, অর্থাৎ অদুষ্ট বায়ু জগতের ও শরীরের স্থিতি বিষয়ে এবং দুষ্ট বায়ু জগতের ও শরীরের উৎপত্তি বিনাশ করণে প্রধান হেতু। অতএব যাহাতে বায়ু দুষ্ট না হয় তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন কর্ত্তব্য ॥ ১

বায়ুর কারণতা। যেহেতু বায়ু বিশ্বকর্ম্মা (বিশ্ব অর্থাৎ শরীরজনন বর্দ্ধন ধারণ ভঞ্জন শোষণাদি অর্থানর্থকর কর্ম্ম যাঁহার, তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা বলে), বিশ্বাত্মা (বিশ্বের অর্থাৎ শুভের হেতু), বিশ্বরূপ (বিশ্ব রূপ বাহ্য ও আধ্যাত্মিক স্বভাব যাঁহার তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলে), প্রজাপতি (প্রজার পালক), স্রষ্টা, ধাতা (বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ও ধারণকর্ত্তা), বিভু (শুভাশুভকরণে সমর্থ), বিষ্ণু (ব্যাপী), সংহর্ত্তা (মৃত্যু যমরূপ অর্থাৎ তৎকার্য্যকারী) ও অন্তক (যম সাক্ষাৎ মারক)। অতএব এবম্ভূত বায়ুর অপ্রকোপ বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে ॥ ২

বায়ুর প্রাকৃত (স্বাভাবিক) ও বৈকৃত কর্ম্ম দোষবিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। আর দোষভেদীয় অধ্যায়ে বায়ুর পাঁচ প্রকার নাম (প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান), স্থান (প্রাণের স্থান মস্তক, উদানের উরঃ, ব্যানের হৃদয়, সমানের নাভি (অগ্নির সমীপস্থান) ও অপানের পায়ুদেশ), গতি (প্রাণ উরঃস্থল ও কণ্ঠচারী, উদান নাসানাভিগলচর, ব্যান কৃৎস্ন-দেহচারী, সমান কোষ্ঠচারী এবং অপান বস্তি মেঢ্র ও উরুবিচরণশীল) এবং ব্যাপার (যথা—প্রাণের ব্যাপার বুদ্ধি ইন্দ্রিয় হৃদয় ও চিত্তকে ধারণ করা প্রভৃতি, উদানের বাক্‌প্রবর্ত্তন প্রভৃতি, ব্যানের গতি অপক্ষেপণাদি, সমানের অন্নগ্রহণাদি এবং অপানের ব্যাপার শুক্র আর্ত্তবাদির নিষ্ক্রমণরূপ) বিস্তার পূর্ব্বক বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সেই বায়ুর বৈকৃত কর্ম্ম নিদান ও লক্ষণের সহিত পৃথগ্‌ভাবে কথিত হইতেছে ॥ ৩।৪

বায়ুর প্রকোপ দুই প্রকারে হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। ধাতুক্ষয় কারক আহার বিহারাদি অতি সেবিত বা বহুদিন নিষেবিত হইলে বায়ু রিক্ত (ধাতুক্ষয় হেতু তৎকালে শূন্য) স্রোতঃ সকলে বিচরণ ও সেই শূন্য স্রোতঃসকলকে অতিশয় পূর্ণ করিয়া কুপিত হয়। অথবা সেই স্রোতঃসমূহ অন্য দোষ পূর্ণ হইলে বায়ু আবরণ (বাধা) প্রাপ্ত হইয়া বলবান্ ও কুপিত হইয়া থাকে ॥ ৫

উক্ত উভয় কারণে বায়ু পক্বাশয়ে কুপিত হইলে শূল, আনাহ, অন্ত্রকূজন, মলবদ্ধতা, অশ্মরী, ব্রধ্ন, অর্শঃ, ত্রিক পৃষ্ঠদেশ ও কটীতে বেদনা এবং শরীরের অধোদেশে নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি উৎপন্ন হয় ॥ ৬

বায়ু আমাশয়ে কুপিত হইলে তৃষ্ণা বমি শ্বাস কাস বিসূচিকা কণ্ঠরোধ উদ্গার এবং নাভির ঊর্দ্ধদেশে অন্যান্য নানারূপ ব্যাধি উপস্থিত হয় ॥ ৭

কুপিত বায়ু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়াধারে গমন করিলে সেই ইন্দ্রিয়ের বিনাশ করে। ত্বগ্‌গত হইলে ত্বকের স্ফুটন ও রুক্ষতা হয়।

ক্রুদ্ধ বায়ু রক্তকে আশ্রয় করিলে তীব্র বেদনা, স্পর্শশক্তিহীনতা, সন্তাপ, রক্তদুষ্টিজন্য রোগ, বৈবর্ণ্য, ব্রণের উৎপত্তি, ভুক্তান্নের স্তব্ধতা, অরুচি, কৃষ্ণবর্ণতা ও ভ্রম জন্মে॥ ৮

দুষ্টবায়ু মাংস ও মেদঃস্থ হইলে তোদাদিবহুল কর্কশ গ্রন্থি ও ভ্রম উৎপাদন করে। ইহাতে অঙ্গ গুরু অত্যন্ত বেদনাযুক্ত স্তব্ধ ও দণ্ডমুষ্টিদ্বারা আহতবৎ হইয়া থাকে॥ ৯

অস্থিগত কুপিতবায়ু সক্‌থি সন্ধি ও অস্থিতে তীব্র শূল বেদনা ও বলক্ষয় করে।

কুপিতবায়ু মজ্জগত হইলে অস্থিতে ছিদ্র, স্তব্ধতা, বেদনা ও অনিদ্রা জন্মায়॥ ১০

শুক্রগত কুপিতবায়ু শুক্রের এবং তথাবিধশুক্রজাত গর্ভের শীঘ্র মোচন বা রোধ করে। ইহাতে শুক্র বিকৃত হয়।

শিরাগত বায়ু শিরাসমূহকে আধ্মাত (স্ফীত) ও শূন্য করে॥ ১১

কুপিত বায়ু স্নায়ুস্থিত হইলে গৃধ্রসী আয়াম (অন্তরায়াম বা বহিরায়াম) ও কুব্জতা ; সন্ধিগত হইলে বাতপূর্ণ দৃতির ন্যায় শোথ এবং প্রসারণ ও আকুঞ্চনে বেদনার সহিত প্রবৃত্তি ; আর সর্ব্বাঙ্গসংশ্রিত হইলে তোদ, ভেদ, স্ফুরণ বা ভঞ্জনবৎ বেদনা, স্তব্ধতা, আক্ষেপ, স্পর্শানভিজ্ঞতা ও সন্ধির আকুঞ্চনে কম্প হয়॥ ১২।১৩

ক্রুদ্ধ বায়ু যখন সমুদায় ধমনীকে অভিগমন করে, তখন শরীরকে পুনঃপুনঃ আক্ষিপ্ত করিয়া থাকে, বারংবার আক্ষেপণ হেতু এই ব্যাধিকে আক্ষেপ রোগ কহে॥ ১৪

অপতন্ত্রক। কুপিত বায়ু অধঃপ্রতিহত হইয়া ঊর্দ্ধদেশে গমন পূর্ব্বক হৃদয়াশ্রিত ধমনীসকল, হৃদয়, মস্তক ও শঙ্খদেশকে পীড়িত করিয়া সমস্ত শরীরকে আক্ষিপ্ত ও ধনুর্ব্বৎ নামিত করে ; তাহাতে রোগী অতিকষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে এবং চেতনাহীন হইয়া কপোতের ন্যায় কূজন (অব্যক্তশব্দ) করিতে থাকে। তাহার নেত্রদ্বয় স্তব্ধ শিথিল ও নিমীলিত হয়। এই রোগকে অপতন্ত্রক কহে। ইহাকে লোকে অপতানকও কহিয়া থাকে। এই রোগে যখন কুপিত বায়ু হৃদয়কে ত্যাগ করে তখন রোগী কিছুক্ষণ স্বাস্থ্য লাভ করে এবং যখন বায়ুকর্ত্তৃক হৃদয় আবৃত হয় তখন অস্বাস্থ্য ভোগ করিয়া থাকে। (এই রোগে মানব মুহুর্মুহুঃ স্বস্থ ও অস্বস্থ হয়।)॥ ১৫—১৭

অকালে গর্ভপাত, অতিশয় রক্তস্রাব ও অভিঘাত হেতু সমুৎপন্ন অপতানক অতিশয় দুঃসাধ্য। গর্ভপাত জন্য অপতানক দুশ্চিকিৎস্য, অতিরক্তস্রাবজ অপতানক দুশ্চিকিৎস্যতর এবং অভিঘাতজ অপতানক দুশ্চিকিৎস্যতম॥ ১৮

অন্তরায়াম ও বহিরায়াম।

দুষ্ট বায়ু যখন গ্রীবাপার্শ্বাশ্রিত মন্যানামক শিরাদ্বয়কে স্তব্ধ করিয়া ধমনী সকলকে আশ্রয় পূর্ব্বক সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয় তখন জত্রুস্থান (কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধি) বক্রীকৃত হয়, শরীর অন্তর্মুখে ধনুকের ন্যায় (ক্রোড়ভাগে) নত হয়, নেত্রদ্বয় স্তব্ধ, জৃম্ভা, পার্শ্ববেদনা, বাক্‌রোধ, হনুগ্রহ, পৃষ্ঠদেশে ও মস্তকে বেদনা এবং কফ বমি হইয়া থাকে। রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ (দন্তকড়মড়ি) করিতে থাকে। নানারূপ ব্যথায় শরীর যেন ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা হয়, ইহাকে অন্তরায়াম কহে। বাহ্যায়ামও এইরূপ। তবে ইহাতে দেহ বহির্ভাগে (পৃষ্ঠভাগে)

ধনুকের ন্যায় নত হয়। মস্তক পৃষ্ঠাভিমুখে নীত, বক্ষঃস্থল উৎক্ষিপ্ত (উচু হইয়া উঠা), গ্রীবা অবমর্দ্দিত দন্তে ও মুখে বৈবর্ণ্য, অত্যন্ত ঘর্ম্ম ও দেহ শিথিল হয়। ইহাকে বহিরায়াম বা ধনুস্তম্ভ বলে। কেহ কেহ ইহাকে বেগিন বলিয়া থাকে ॥ ১৯—২৩

ব্রণায়াম। দোষসমূহ মর্ম্মাশ্রিত ব্রণকে আশ্রয় করে, তৎপরে বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপাদ মস্তক সমস্ত দেহকে বিশেষরূপে আক্রমণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ আয়াম উৎপাদন করে। ইহাকে ব্রণায়াম কহে। এই রোগে রোগির তৃষ্ণা ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইলে তাহাকে অসাধ্য জানিয়া বর্জ্জন করিবে ॥ ২৪

ব্রণায়াম পর্য্যন্ত সমস্ত আক্ষেপ রোগে বায়ুর বেগ শান্ত হইলে রোগী স্বাস্থ্য লাভ করে ॥ ২৫

হনুস্রংস। জিহ্বার অতিলেখন (জিব্ ছোলা) শুষ্ক কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ ও অভিঘাতপ্রাপ্তি হেতু হনুমূলস্থ বায়ু কুপিত হয়। সেই কুপিত বায়ু হনুদ্বয়কে স্রস্ত (স্বস্থানচ্যুত) করিয়া মুখকে বিবৃত অথবা সংবৃত করে। ইহাতে রোগী বিবৃত মুখ বুজিতে অথবা সংবৃত মুখ খুলিতে (হাঁ করিতে) পারে না। ইহাকে হনুস্রংস রোগ কহে। ইহাতে রোগী অতিকষ্টে চর্ব্বণ করিতে বা কথা কহিতে পারে ॥ ২৬।২৭

জিহ্বাস্তম্ভ। দুষ্টবায়ু বাগ্‌বাহিনী শিরায় অধিষ্ঠিত হইয়া জিহ্বাকে স্তম্ভিত করে। তাহাতে রোগী পান ভোজন ও বাক্য কথনে অসমর্থ হয় ॥ ২৮

অর্দ্দিত রোগ। মস্তক দ্বারা ভারবহন, অতিশয় হাস্য, অধিক কথা বলা, উত্রাস বক্তৃ, ক্ষবথু (উর্দ্ধমুখে হাঁচি), কঠিন ধনুকের আকর্ষণ, অসমান বালিসে মস্তক স্থাপন, কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ এই সকল কারণে এবং বাতপ্রকোপক অন্যান্য কারণে বায়ু কুপিত ও দেহের উর্দ্ধভাগে অবস্থিত হইয়া মুখের অর্দ্ধভাগকে এবং কখন দৃষ্টি ও হাস্যকে বক্র করে। তৎপরে রোগির মস্তক কম্পিত, বাক্য বদ্ধ (কথা আট্‌কান), নেত্র স্তব্ধ, দন্তের চলন (দাঁতনড়া), স্বরের ভঙ্গ, শ্রবণশক্তির হানি, ক্ষব (হাঁচির) রোধ, গন্ধের অজ্ঞানতা (গন্ধ না পাওয়া), স্মৃতির মোহ, নিদ্রাবস্থায় ত্রাস, পার্শ্ব দিয়া নিষ্ঠীবন (মুখের পাশ দিয়া থুতুপড়া), এক চক্ষুর নিমীলন, জত্রুর উর্দ্ধভাগে এবং শরীরের অর্দ্ধ বা অধোভাগে তীব্র বেদনা হয়। এই রোগকে অর্দ্দিত কহে। কেহ কেহ ইহাকে একায়াম নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ২৯—৩৩

সিরাগ্রহ। কুপিত বায়ু রক্তকে আশ্রয় করিয়া মূর্দ্ধাশ্রিত (গ্রীবাদেশস্থ) শিরাসমূহকে রুক্ষ, বেদনান্বিত ও কৃষ্ণবর্ণ করে, ইহাকে শিরাগ্রহ কহে। এই রোগ অসাধ্য ॥ ৩৪

একাঙ্গরোগ বা পক্ষবধ। কুপিত বায়ু শরীরের অর্দ্ধভাগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তদ্‌ভাগস্থ শিরা ও স্নায়ু সকলকে বিশুষ্ক ও সন্ধিবন্ধনকে বিঘটিত (শিথিল) করিয়া বাম বা দক্ষিণ অন্যতর পক্ষকে নষ্ট (স্বকার্য্যে অসমর্থ) করে। ইহাতে সেই অর্দ্ধভাগ অকর্ম্মণ্য ও বিচেতন হয়। এই ব্যাধিকে কেহ একাঙ্গরোগ কেহ বা পক্ষবধ বলে ॥ ৩৫।৩৬

সর্ব্বাঙ্গরোগ। দুষ্টবায়ু সমস্ত শরীরকে আক্রমণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পক্ষবধ রোগের ন্যায় শরীরস্থ সমস্ত শিরা ও স্নায়ুকে বিশোষণ ও সন্ধিবন্ধন বিশ্লেষ করিয়া শরীরকে অকর্ম্মণ্য ও বিচেতনপ্রায় করিলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গরোগ বলিয়া থাকে ॥ ৩৭

কেবল বায়ু (দোষান্তরসংসর্গহীন) কর্ত্তৃক কৃত একাঙ্গরোগ কৃচ্ছ্রসাধ্যতম। অন্যদোষ

পিত্ত বা কফদ্বারা সংসৃষ্ট বায়ু কর্ত্তৃক যে পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা কষ্টসাধ্য। ক্ষয়জন্য পক্ষাঘাত বর্জ্জনীয়। কারণ তাহা অসাধ্য॥ ৩৮

দণ্ডক। দুষ্ট বায়ু কফান্বিত হইয়া স্রোতঃসমূহের দ্বার আমদ্বারা বদ্ধ ও দেহকে স্তম্ভিত করিয়া দণ্ডক নামক বাতব্যাধি উৎপাদন করে। ইহাতে শরীর দণ্ডবৎ স্তম্ভিত ও সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ারহিত হয়। দণ্ডক অসাধ্য ব্যাধি॥ ৩৯

অববাহুক। স্কন্ধমূলে অবস্থিত বায়ু তত্রস্থ শিরা সমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া অববাহুক নামক ব্যাধি জন্মায়। ইহাতে বাহুর স্পন্দনশক্তির নাশ হয়॥ ৪০

বিশ্বাচী। যে সকল কণ্ডরা বাহুর পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে অঙ্গুলীর অভিমুখে হস্ততল পর্য্যন্ত আসিয়াছে, সেই সকল কণ্ডরা বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে বাহুর ব্যাপার নষ্ট হয়। ইহাকে বিশ্বাচী রোগ কহে॥ ৪১

খঞ্জ ও পঙ্গু। কটীদেশস্থ বায়ু কুপিত হইয়া যখন উরুদেশের কণ্ডরাকে (সুমহান্ স্নায়ু সঙ্ঘাত) আক্ষিপ্ত করে (টানিয়া রাখে), তখন মানব খঞ্জ হয়। এইরূপ উভয় সক্‌থির কণ্ডরা আক্ষিপ্ত হইলে মানব পঙ্গু হইয়া থাকে॥ ৪২

কলায়খঞ্জ। যে ব্যক্তি গমন আরম্ভ কালেই কম্পিত হয় এবং পরে খঞ্জের ন্যায় গমন করে তাহাকে কলায়খঞ্জ বলে। ইহাতে সন্ধিবন্ধন সকল শিথিল হয়॥ ৪৩

উরুস্তম্ভ নিদান।

শীতল উষ্ণ দ্রব কঠিন গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, কোন কারণবশতঃ জঠরাগ্নি সংযোগ হেতু ভুক্ত দ্রব্যের কতক জীর্ণ ও কতক অজীর্ণ এরূপ অবস্থায় ভোজন, পরিশ্রম, শরীরের সংক্ষোভ (চালনা), দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল বহু দিন সেবিত হইলে অত্যন্ত সঞ্চিত আম দুষ্ট শ্লেষ্মা মেদ ও বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া পিত্তকে অভিভূত করিয়া যখন উরুদ্বয়কে আশ্রয় করে, তখন সেই আম স্তিমিত শ্লেষ্মদ্বারা উরুর অস্থিকে পূর্ণ করিয়া উহাকে স্তম্ভিত করে। তাহাতে উরুদ্বয় স্তব্ধ শীতল অচেতন (সূচীবেধও জ্ঞান হয় না), পরকীয় উরুর ন্যায় গুরু ও অতিশয় বেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে দুশ্চিন্তা, অঙ্গমর্দ্দ, স্তৈমিত্য, তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও জ্বর হয়। আর পাদদ্বয়ের অবসাদ, কষ্টে সঞ্চালন, স্পর্শজ্ঞানহীনতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়; ইহাকে উরুস্তম্ভ কেহ বা আঢ্যবাত বলিয়া থাকে॥ ৪৪—৪৮

ক্রোষ্টুকশীর্ষ। দুষ্ট বায়ু ও রক্ত জানু মধ্যে মহাবেদনান্বিত শোথ উৎপাদন করে, এই শোথ স্থূল ক্রোষ্টুকশীর্ষের (শৃগাল মস্তকের ন্যায়) হয় বলিয়া ইহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ কহে॥ ৪৯

বাতকণ্টক। পাদ বিসমভাবে ন্যস্ত হইলে অথবা অধিক পরিশ্রম করিলে বায়ু কুপিত হইয়া গুল্‌ফদেশে বেদনা উপস্থিত করে, এই ব্যাধিকে বাতকণ্টক কহে॥ ৫০

গৃধ্রসী। অঙ্গুলির যে কণ্ডরা পার্ষ্ণির অভিমুখে আছে, তাহা বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া পায়ের উৎক্ষেপণ শক্তি নষ্ট করে, তাহাতে চরণ নিশ্চলবৎ হয়। ইহাকে গৃধ্রসী রোগ বলে॥ ৫১

খল্লী। পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাচী ও গৃধ্রসী রোগ যদি তীব্র বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা খল্লী নামে কথিত হইয়া থাকে॥ ৫২

পাদহর্ষ। পাদদ্বয় হর্ষযুক্ত (ঝিনিঝিনিবৎ বেদনা বিশিষ্ট বা লোমাঞ্চপ্রায়) ও স্পর্শশক্তি হীন হইলে তাহাকে পাদহর্ষ রোগ কহে। ইহা বাত শ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হয়। (সাধারণতঃ পায়ে যে ঝিনিঝিনি হয় তাহা অল্পকালস্থায়ী, ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী ইহাই প্রভেদ) ॥ ৫৩

পাদদাহ। কুপিত বায়ু পিত্ত ও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া পাদদ্বয়ে দাহ উৎপাদন করে। ভ্রমণশীল ব্যক্তির এই পীড়া বিশেষভাবে হইয়া থাকে। ইহাকে পাদদাহ কহে ॥ ৫৪

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে বাতব্যাধি নিদান নামক পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

(বাতশোণিত নিদান।)

অতঃপর আমরা বাতশোণিত নিদান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

মদ্য অম্ল তক্র দধি জলজ মাংস প্রভৃতি বিদাহি ও সংযোগবিরুদ্ধ অন্ন ভোজন, রক্তপ্রদূষণ প্রাগুক্ত দ্রব্য (সর্ব্বরোগনিদানোক্ত আহার বিহারাদি) সেবন, অবিধিপূর্ব্বক নিদ্রা জাগরণ ও মৈথুন আচরণ, দণ্ডাদি দ্বারা অভিঘাত, অশোধন (বমন বিরেচনাদি দ্বারা মলের অনির্হরণ) এই সকল কারণে প্রায়ই সুকুমার দেহ (কোমল স্থূল দেহ) ও অভ্রমণশীল (নিরন্তর উপবেশন-জনিত সুখী) ব্যক্তিদের রক্ত দূষিত হইলে এবং তৎপরে তিক্ত কটু প্রভৃতি বাতল দ্রব্য ও অতি শৈত্য সেবন হেতু বায়ু অত্যন্ত কুপিত, বর্দ্ধিত, বিমার্গগত ও দুষ্ট রক্ত দ্বারা রুদ্ধগতি হইয়া অত্যন্ত সংশ্লেষ হেতু প্রথমে রক্তকেই অধিকতর দূষিত করে। (প্রথমে বলার উদ্দেশ্য এই যে পরে মাংসাদি সকল ধাতুকেই দূষিত করিয়া থাকে।) এই অতি বর্দ্ধিত বাতদুষ্ট রক্তকে আঢ্যরোগ, খুড়বাত, বাতবলাস ও বাতশোণিত বলিয়া আচার্য্যেরা বর্ণন করেন। রোগস্বভাবে এই বাতরক্ত প্রথমে পাদদেশেই উৎপন্ন হয়। হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যান অথবা পাদদ্বয় লম্বিত (ঝুলিয়া) ভাবে থাকে এমন কোন যানে গমন হেতু পাদদ্বয় শোথযুক্ত হওয়ায় তাহাতে প্রবল ভাবে বাতরক্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ। ইহার পূর্ব্বরূপ কুষ্ঠরোগের ন্যায় অর্থাৎ কুষ্ঠরোগের যে সকল পূর্ব্বরূপ বাতরক্তেরও সেই সকল পূর্ব্বরূপ জানিবে। তদ্ব্যতীত ইহাতে শরীরের অবসন্নতা ও শৈথিল্য এবং জানু জঙ্ঘা উরু কটী স্কন্ধ হস্ত পাদ ও সন্ধি সমূহে কণ্ডূ স্ফুরণ সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা গুরুত্ব ও স্পর্শশক্তিহীনতা এই সকল লক্ষণ বারংবার আবির্ভূত ও মুহুর্ম্মুহুঃ তিরোহিত হইতে থাকে ॥ ২—৭

ক্রুদ্ধ মূষিক বিষ যেমন শরীরের এক স্থানে অবস্থিত হইয়া পরে মন্দ মন্দ বেগে সমস্ত দেহে বিসর্পিত হয়, তদ্রূপ বাতরক্ত অগ্রে পাদমূল কখন কখন বা হস্তমূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত দেহে প্রসারিত হইয়া থাকে ॥ ৮

এই বাতরক্ত উত্তান ও গম্ভীর ভেদে দুইপ্রকার। উত্তান বাতরক্ত ত্বক্ ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া প্রথমে উৎপন্ন হয়, এবং কালান্তরে মেদঃপ্রভৃতি অপর সমস্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া গম্ভীর নামে পরিচিত হইয়া থাকে॥ ৯

উত্তান বাতরক্তে ত্বক্, কণ্ডূস্ফুরণ নিস্তোদাদি পূর্ব্বরূপ লক্ষণযুক্ত, তাম্র-শ্যাব-লোহিতবর্ণ (মিশ্রবর্ণ), বিস্তৃত, অত্যন্ত দাহ ও বেদনাযুক্ত হয়। গম্ভীর বাতরক্তে শোথ উত্তান বাতরক্ত অপেক্ষা অধিক বেদনাবিশিষ্ট, গ্রথিত ও পাকযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে বায়ু বলবান্ হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিচরণ পূর্ব্বক সন্ধি অস্থি মজ্জায় ছেদনবৎ পীড়া উৎপাদন পূর্ব্বক অঙ্গকে বক্রীকৃত করিয়া রোগিকে খঞ্জ বা পঙ্গু করে॥ ১০—১১

বাতোত্তর বাতরক্ত লক্ষণ। বাতরক্তে বায়ুর আধিক্য থাকিলে শূল স্ফুরণ ও তোদ অধিকতর হয়, শোথের রুক্ষতা, কৃষ্ণতা বা শ্যাববর্ণতা, কখন বৃদ্ধি কখন বা হ্রাস হইয়া থাকে। ধমনী ও অঙ্গুলি সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ, অঙ্গে বন্ধনবৎ পীড়া ও অতিশয় যাতনা, শীতে দ্বেষ ও অনুপশয় (অসুখ বোধ) এবং স্তব্ধতা কম্প ও স্পর্শশক্তিনাশ এই সকল দৃষ্ট হয়॥ ১২।১৩

রক্তোত্তর বাতরক্ত লক্ষণ। বাতরক্তে যদি রক্তের আধিক্য থাকে তাহা হইলে শোথ অত্যন্ত বেদনা ও তোদ বিশিষ্ট, তাম্রবর্ণ ও কণ্ডূ-ক্লেদযুক্ত হয়। ইহাতে চিম্ চিম্ বেদনা করে। স্নিগ্ধ বা রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা ইহার শান্তি হয় না॥ ১৪

পিত্তানুবিদ্ধ বাতরক্তে বিশেষ দাহ, সম্মোহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, মত্ততা, পিপাসা, স্পর্শাসহত্ব, বেদনা, শোথের রক্তবর্ণতা পাক ও অতি উষ্মা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ১৫

কফানুবিদ্ধ বাতরক্তে অর্থাৎ বাতরক্তে কফের আধিক্য থাকিলে স্তৈমিত্য, গুরুতা, সুপ্তি (স্পর্শশক্তির অল্পতা), চিক্কণতা, শৈত্য, কণ্ডূ ও মন্দ মন্দ বেদনা হইয়া থাকে। দ্বন্দ্বজ বাতরক্তে দোষদ্বয়ের লক্ষণ এবং বাতাদি সম্মিলনে (বাত পিত্ত কফ ও রক্ত মিশ্রণে) সর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ১৬

এক দোষানুগ ও নূতন (অল্পদিনজাত) বাতরক্ত সাধ্য, দ্বিদোষজ বাতরক্ত যাপ্য, ত্রিদোষজ বাতরক্ত এবং রসাদি স্রাবযুক্ত স্তব্ধ ও অর্ব্বুদকারী বাতরক্ত অসাধ্য॥ ১৭

কুপিত বায়ু হস্তপদ সন্ধিতে প্রবেশ করিয়া তত্র অবস্থানপূর্ব্বক রক্তমার্গকে শীঘ্র বিনষ্ট করে, তৎপরে পরস্পর পরস্পরকে (রক্ত বায়ুকে এবং বায়ু রক্তকে) আবৃত করিয়া বাতরক্তোচিত বেদনা দ্বারা প্রাণ হরণ করে॥ ১৮

বায়ু পাঁচ প্রকার; যথা—প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান। এই পঞ্চাত্মক বায়ুর মধ্যে প্রাণ বায়ু রুক্ষতা, ব্যায়াম, লঙ্ঘন (উপবাস), অতি ভোজন, অভিঘাত, পথশ্রম, মলমূত্রাদির অনুপস্থিত বেগে বেগপ্রদান ও উপস্থিত বেগ ধারণ এই সকল কারণে কুপিত হইয়া চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের উপঘাত, পীনস, অর্দ্দিত, তৃষ্ণা, কাস ও শ্বাসাদি বহু রোগ উৎপাদন করে॥ ১৯।২০

ক্ষবথু (হাঁচি), উদ্গার, বমি ও নিদ্রার বেগধারণ, গুরুভার বহন, অতি রোদন ও অতি হাস্যাদি কারণে উদান বায়ু কুপিত হইয়া কণ্ঠরোধ মনোভ্রংশ বমি অরুচি পীনস ও গলগণ্ডাদি রোগ এবং ঊর্দ্ধজত্রুগত অনেক প্রকার রোগ উপস্থিত করে॥ ২১।২২

অতিগমন, অতিচিন্তা, অতিক্রীড়ন, বিষম চেষ্টা, বিরোধি ও রুক্ষ অন্ন, ভয়, চিন্তা ও বিষাদাদি দ্বারা ব্যানবায়ু দুষিত হইয়া পুরুষত্ব উৎসাহ ও বলের নাশ, শোথ, চিত্তের ব্যাকুলতা, জ্বর, সর্ব্বাঙ্গরোগ, নিস্তোদ, রোমাঞ্চ, স্পর্শশক্তিহীনতা, কুষ্ঠ, বিসর্প ও সর্ব্বাঙ্গগত বিবিধ রোগ আনয়ন করে॥ ২৩।২৪

সমান বায়ু—বিষম ভোজন, অজীর্ণে ভোজন বা অপক্কভোজন, শীতল ও সঙ্কীর্ণ ভোজন, অকালে শয়ন ও অকালে জাগরণ ইত্যাদি কারণে কুপিত হইয়া শূল গুল্ম ও গ্রহণী প্রভৃতি আমাশয় ও পক্কাশয় জাত রোগ সকল উৎপাদন করে॥ ২৫

রুক্ষ ও গুরুপাক অন্ন ভোজন, বেগঘাত, অতিবাহন যানগমন ও অসমস্থানে ভ্রমণ এই সকলের অতি সেবন হেতু ব্যানবায়ু কুপিত হইয়া মূত্রদোষ শুক্রদুষ্টি অর্শঃ ও গুদভ্রংশ প্রভৃতি পক্কাশয়াশ্রিত কষ্টসাধ্য বহুবিধ রোগ জন্মাইয়া থাকে॥ ২৬।২৭

সাম ও নিরাম বায়ুর লক্ষণ। প্রাণ অপানাদি সর্ব্বপ্রকার বায়ুকে—তন্দ্রা স্তৈমিত্য গৌরব স্নিগ্ধতা অরুচি আলস্য শৈত্য শোথ অগ্নিমান্দ্য কটু ও রুক্ষ দ্রব্যে অভিলাষ এবং তদ্বিধ দ্রব্য দ্বারা উপশয় এই সকল লক্ষণ দ্বারা সাম ও ইহার বিপরীত লক্ষণ দ্বারা নিরাম বলিয়া জানিবে॥ ২৮।২৯

অতঃপর বায়ুর আবরণ ও অনেক প্রকার ভেদ বর্ণনা করা যাইতেছে। ইহার আম ভিন্ন অন্য আবরণ আছে॥ ৩০

বায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ পিপাসা শূল বিনাশ্রমে শ্রান্তিবোধ তমঃ এবং কটু উষ্ণ অম্ল ও লবণ রস দ্রব্য সেবনে দাহ ও শীতাভিলাষ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়॥ ৩১

বায়ু কফাবৃত হইলে শৈত্য, গুরুতা, শূল, কটুরসাদি সেবনে অধিক উপশয়, এবং লঙ্ঘন পরিশ্রম রুক্ষ ও উষ্ণদ্রব্য এই সকলে আকাঙ্ক্ষা হয়॥ ৩২

বায়ু রক্তাবৃত হইলে ত্বক্ ও মাংসের অভ্যন্তরে দাহযুক্ত অত্যন্ত বেদনা, রক্তবর্ণ শোথ ও গাত্রে মণ্ডলাকার চিহ্ন সকল উৎপন্ন হয়॥ ৩৩

বায়ু মাংসাবৃত হইলে কঠিন ও বিবর্ণ শোথ, পিড়কা, লোমাঞ্চ ও শরীরে পিপীলিকা সঞ্চারের ন্যায় বোধ হয়॥ ৩৪

বায়ু মেদোদ্বারা আবৃত হইলে শরীরে চলনশীল স্নিগ্ধ কোমল ও শীতল শোথ এবং অরুচি হয়। ইহাকে আঢ্যবাত বলে। ইহা কষ্টসাধ্য॥ ৩৫

বায়ু অস্থি দ্বারা আবৃত হইলে অত্যুষ্ণ স্পর্শ ও পীড়নে (গা টেপানয়) আরাম বোধ হয়। ইহাতে অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা শূল ও অবসাদ জন্মে॥ ৩৬

বায়ু মজ্জাগত হইলে বিনাম (গাত্র নুইয়া পড়া), জৃম্ভা, পরিবেষ্টন (অঙ্গে মোচড়নবৎ বেদনা), শূল ও হস্তদ্বারা পীড়ন করিলে সুখলাভ হয়॥ ৩৭

বায়ু শুক্রাবৃত হইলে শুক্রের অতিবেগ বা অবেগ (বেগ না হওয়া) অথবা নিষ্ফলতা (সন্তানোৎপাদনে অসামর্থ্য) হয়॥ ৩৮

বায়ু অন্নাবৃত হইলে ভোজন করিলে পেটে ব্যথা এবং ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইলে বেদনার শান্তি, এবং মূত্রাবৃত হইলে মূত্রের অপ্রবর্ত্তন ও বস্তিতে আধ্মান উপস্থিত হয়॥ ৩৯

বায়ু পুরীষ দ্বারা আবৃত হইলে স্বস্থানে (অপান দেশে) অধোবিবন্ধ হেতু কর্ত্তনবৎ পীড়া,

শীঘ্র স্নেহ পদার্থের জীর্ণতা, ভোজনান্তে উদরাধ্মান এবং পুরীষ অন্ন দ্বারা পীড়িত হওয়ায় শুষ্ক হইয়া অতিকষ্টে বিলম্বে নির্গত হয় ॥ ৪০

বায়ু সর্ব্বপ্রকার ধাতু দ্বারা আবৃত হইলে শ্রোণী বঙ্ক্ষণ ও পৃষ্ঠদেশে (পাঠান্তরে পার্শ্বদেশে) বেদনা হয়। বায়ু বিগুণ হইয়া হৃদয়কে ব্যাকুল ও পীড়িত করে ॥ ৪১

প্রাণবায়ু পিত্তাবৃত হইলে ভ্রম মূর্চ্ছা বেদনা ও দাহ এবং অন্নের বিদাহাবস্থায় বমন; উদান বায়ু পিত্তাবৃত হইলে পূর্ব্বোক্ত ভ্রমাদি লক্ষণ এবং অন্তর্দাহ ও বলনাশ; ব্যান বায়ু পিত্তাবৃত হইলে শরীরের বাহ্য ও অভ্যন্তর ভাগে দাহ এবং ক্লান্তি, শরীরের চেষ্টাহানি, সন্তাপ ও বেদনা; সমান বায়ু পিত্তাবৃত হইলে অগ্নিহানি, অত্যন্ত স্বেদ, অরতি ও তৃষ্ণা; অপান বায়ু পিত্তযুক্ত হইলে দাহ, মলে হারিদ্রবর্ণতা এবং যোনি লিঙ্গ ও পায়ুদেশে বেদনাধিক্য ও সন্তাপ হয় ॥ ৪২—৪৫

প্রাণ বায়ু শ্লেষ্মদ্বারা আবৃত হইলে শরীরের অবসাদ, তন্দ্রা, অরুচি, বমি, কফনিষ্ঠীবন, ক্ষবথু (হাঁচি), উদ্গার, নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের বদ্ধতা। উদান বায়ু কফাবৃত হইলে গুরুগাত্রতা, অরুচি, বাক্য ও স্বরের বদ্ধতা এবং বল ও বর্ণের নাশ। ব্যান বায়ু কফাবৃত হইলে পর্ব্ব ও অস্থি সমূহে বেদনা, বাক্‌রোধ, সমস্ত শরীরে গুরুতা ও গমনে অত্যন্ত স্খলন। সমান বায়ু কফাবৃত হইলে অতিহিমাঙ্গতা, ঘর্ম্মাভাব ও অগ্নিমান্দ্য এবং অপান বায়ু কফাবৃত হইলে কফের সহিত মলমূত্রের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই প্রকারে দ্বাবিংশতি প্রকার বায়ুর আবরণ জানিবে ॥ ৪৬—৫০

প্রাণ অপানাদি পঞ্চ বায়ু যথাক্রমে পরস্পর পরস্পরকে আবরণ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ পিত্তকফ দ্বারা যেমন প্রাণাদি বায়ু আবৃত হয়, তদ্রূপ বায়ু দ্বারাও বায়ু আবৃত হইয়া থাকে।) এইরূপ আবরণ বিংশতি প্রকার হয়। (যথা—প্রাণবায়ু দ্বারা উদানাদি বায়ু চতুষ্টয় আবৃত হয় এবং উদানাদি চারিপ্রকার বায়ু দ্বারা প্রাণ বায়ু আবৃত হইয়া থাকে। এইরূপ উদান বায়ু দ্বারা ব্যানাদি তিন বায়ু ও ব্যানাদি বাতত্রয় দ্বারা উদান বায়ু, ব্যান বায়ু দ্বারা সমান ও অপান বায়ু এবং সমান ও অপান বায়ু দ্বারা ব্যানবায়ু, সমান দ্বারা অপান এবং অপান দ্বারা সমান বায়ু আবৃত হয়। এইরূপ একদ্বিত্র্যাদি ক্রমে আবরণ নিরূপণ করিবে। সমস্ত বায়ু পরস্পরকে আবরণ করে) ॥ ৫১।৫২

আবরণ লক্ষণ। প্রাণ বায়ু দ্বারা উদান বায়ু আবৃত হইলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের রোধ, প্রতিশ্যায়, শিরোবেদনা, হৃদ্রোগ ও মুখশোষ হয়। উদান বায়ু দ্বারা প্রাণ বায়ু আবৃত হইলে বর্ণ ওজঃ ও বলের নাশ হইয়া থাকে। (এস্থলে শঙ্কা এই যে মূর্ত্তিবিশিষ্ট পিত্ত বা কফের দ্বারা বায়ুর আবরণ সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু মূর্ত্তিহীন বায়ু দ্বারা কিরূপে অমূর্ত্ত বায়ুর আবরণ হইবে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে—দুইটী বায়ু পরস্পর গমন কালে বলবান্ বায়ু দ্বারা দুর্ব্বল বায়ুর গতিভঙ্গ হয়, ইহাতে প্রবল বায়ুর দ্বারা দুর্ব্বল বায়ুর অবরোধ হওয়ায় তাহাকে আবৃতমার্গ কহে) ॥ ৫৩

এই দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন দ্বারা চিকিৎসক বায়ুর স্থান পক্বাশয়াদি এবং কর্ম্মের বৃদ্ধি ও হানি লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বপ্রকার আবরণ বিভাগ করিবে। (অর্থাৎ আবরক বায়ুর বৈকৃত কর্ম্মের বৃদ্ধি এবং আবার্য্য বায়ুর হানি—যেমন প্রাণ বায়ু সম্বন্ধে উৎসাহ উচ্ছ্বাস চেষ্টাদি কর্ম্ম যখন হীন দৃষ্ট হইবে এবং উদানাদির কর্ম্ম বাক্‌প্রবৃত্তি প্রভৃতির বৃদ্ধি দেখা যাইবে, তখন বুঝিতে হইবে যে প্রাণবায়ু উদানাদির একটী দুইটী তিনটী বা চারিটীর দ্বারা আবৃত হইয়াছে—ইহা লক্ষ্য করিয়া অমুক

সমস্ত আবরণ বিভাগ করিবে। আবরণ সম্বন্ধে দিক্‌দর্শন, যথা—অপান বায়ু উদান বায়ু দ্বারা আবৃত হইলে বমি শ্বাস কাসাদি এবং অগ্নিমান্দ্য ও অতিসার এই সকল লক্ষণ; উদান বায়ু অপান দ্বারা আবৃত হইলে বস্তিদেশে আধ্মান উদাবর্ত্ত গুল্ম অগ্নিমান্দ্য গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ অপান ব্যান দ্বারা আবৃত হইলে মল মূত্র ও শুক্রের অতি-প্রবর্ত্তন; ব্যান সমান দ্বারা আবৃত হইলে মূর্চ্ছা তন্দ্রা প্রলাপ অঙ্গাবসাদ এবং অগ্নি ওজঃ ও বলের ক্ষয়; ব্যান উদান দ্বারা আবৃত হইলে মুখের শ্যাববর্ণতা শরীরের স্তব্ধতা অগ্নিমান্দ্য ঘর্ম্ম ও চেষ্টাহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ করে। এই দিঙ্মাত্র দর্শন দ্বারা অন্য লক্ষণ নিজের শাস্ত্রনির্ম্মলা বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিবে॥ ৫৪

এক্ষণে আবরণের অসংখ্যেয়ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—পরস্পর আবার্য্য ও আবরক ভাবে অবস্থিত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর পরস্পর মিশ্র (দুইটী তিনটী বা চারিটী দ্বারা মিশ্র) আবরণ, পূর্ব্বোক্ত পিত্তাদি দ্বাদশ (পিত্ত কফ রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র অন্ন মূত্র পুরীষ ও সর্ব্বধাতু) পদার্থে মিশ্রিত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর মিশ্র আবরণ, এবং পিত্তাদ্যাবরণ মিশ্রিত পরস্পর আবার্য্য আবরক ভাবে অব-স্থিত সেই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু দ্বারা মিশ্র আবরণ অসংখ্যপ্রকার হয়। পূর্ব্ববৎ—যেমন পিত্তাদি দ্বাদশ পদার্থে আবৃত প্রাণাদি বায়ুর মিশ্র আবরণ হয় এবং পিত্তাদ্যাবরণ মিশ্রিত প্রাণাদি বায়ুর মিশ্র আবরণ হয়, সেইরূপ মিশ্র (সম্মিলিত) পিত্তাদি দ্বারাও মিশ্রিত (সংযুক্ত) প্রাণাদি বায়ুর মিশ্র আবরণ হয়, এবং মিশ্র পিত্তাদির সহিত যে প্রাণাদি মিলিত, সেই মিশ্রপ্রাণাদি বায়ুর পরস্পর মিশ্র আবরণ হইয়া থাকে। এইরূপ বহুপ্রকার সংযোজন দ্বারা এবং তারতম্য বিকল্পে আবরণ অসংখ্য প্রকার হইয়া থাকে। অতএব অপ্রমত্তচিত্তে যথাযথ লক্ষণ (প্রাণাদির স্ব স্ব লিঙ্গোদয়) এবং উপশয় দেখিয়া প্রাণাদির সেই গূঢ় আবরণ শনৈঃ শনৈঃ মুহুর্ম্মুহুঃ লক্ষ্য করিবে॥৫৫—৫৭

প্রাণাদি পঞ্চবায়ুই জীবের জীবন হইলেও ঋষিগণ বিশেষভাবে প্রাণবায়ুকেই জীবন ও উদান বায়ুকে বল বলিয়া থাকেন। সেই প্রাণ ও উদান বায়ুর পীড়নে আয়ু ও বলের হানি হইয়া থাকে। অতএব এই প্রাণ ও উদান বায়ুকে আহারাদি দ্বারা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে॥ ৫৮

বায়ু কাহার দ্বারা আবৃত হইয়াছে ইহা জানিতে না পারিয়া বা জানিতে পারিয়াও যদি এক বৎসর উপেক্ষা করা যায়, তাহা হইলে অতি যত্নেও উহা দুশ্চিকিৎস্য বা অচিকিৎস্য হইয়া থাকে। অতএব আবরণ হইতে বায়ুকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে॥ ৫৯

আবৃত বায়ুর চিকিৎসা না করিয়া উপেক্ষা করিলে বিদ্রধি প্লীহা হৃদ্রোগ গুল্ম অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, অতএব তাহার চিকিৎসা বিষয়ে যত্ন করিবে॥ ৬০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে নিদানস্থানে বাতব্যাধি নিদান নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীসিংহগুপ্ত সূনু বাগ্‌ভট বিরচিত অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতায়

নিদান স্থান সম্পূর্ণ।

অষ্টাঙ্গহৃদয়

চিকিৎসিত স্থান

প্রথম অধ্যায়।

(জ্বর চিকিৎসা)।

অতঃপর আমরা জ্বরচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (নিদান স্থানে রোগ পরীক্ষা উক্ত হইল, অতঃপর তাহার চিকিৎসা বলা উচিত; সেই জন্য নিদান স্থানের ক্রমানুসারে চিকিৎসত স্থান আরম্ভ করা যাইতেছে) ॥ ১

আমযুক্ত দোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ) আমাশয়স্থ হইয়া অগ্নিকে মন্দ ও স্রোতঃ সকলকে (রসবহ ও ঘর্ম্মবহ পথ সকলকে) আচ্ছাদিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই জন্য জ্বরপূর্ব্বরূপে বা জ্বরের উৎপত্তি মাত্র রোগির বল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া উপবাস করাইবে। কারণ বলাধানই আরোগ্যের প্রধান অবলম্বন। চিকিৎসাক্রমও আরোগ্যের নিমিত্ত প্রয়োজন ॥ ২।৩

উপবাসের ফল। উপবাসের দ্বারা পুর্ব্বোক্ত দোষ সমূহ ক্ষীণ, অগ্নি দীপ্ত ও শরীর লঘু হইলে স্বাস্থ্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি (অন্নাভিলাষ), আমের পরিপাক, উৎসাহ ও ওজো ধাতুর (ধাতুতেজ) বৃদ্ধি হয় ॥ ৪

কফবহুল দোষ (বায়ু বা পিত্ত) স্বপ্রমাণাধিক উৎক্লিষ্ট (স্বস্থান হইতে চলিত, বহির্গমনোন্মুখ) ও শিথিল হইলে এবং বমন বেগ মুখপ্রসেক অন্নদ্বেষ কাস ও বিসূচিকা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সদ্যোভুক্ত ব্যক্তির জ্বরে বিশেষতঃ সাম জ্বরে বমনার্হকে বমন প্রয়োগ করিবে। ইহার অন্যথা করিয়া বমন প্রয়োগ করিলে শ্বাস, অতিসার, মোহ, হৃদ্রোগ ও বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। (অনুৎক্লিষ্ট স্থির হৃল্লাসাদিরহিত কফপ্রধান জ্বরে বমন করাইবে) ॥ ৫।৬

বমন দ্রব্য। দেহের ও ব্যাধির বলকালবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বমনার্থ রোগিকে পিপুল, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, মধু ও উষ্ণজল, লবণ ও উষ্ণজল, পটোলপত্র নিমপত্র করোলা ও বেতের পত্রের কাথ, তর্পণ ইক্ষুরস অথবা মদ্যের সহিত মদন ফল প্রয়োগ করিবে। অথবা কল্পস্থানোক্ত বমনযোগ সকল সেবন করাইবে ॥ ৭।৮

কৃতবমন বা অকৃতবমন জ্বরিকে (বমনযোগ্যকে বমন করাইয়া এবং বমনের অযোগ্য ব্যক্তিকে বমন না করাইয়া) উপবাস দেওয়াইবে। তাহাতে উদীর্ণবেগ বাতাদিদোষের পাচন ও নিরাম দোষের শমন হইবে ॥ ৯

ভস্ম দ্বারা অগ্নি আচ্ছাদিত থাকিলে যেমন তাহাতে অন্নাদির পাক হয় না, সেইরূপ সাম বাতাদি দোষ দ্বারা জাঠরাগ্নি আবৃত থাকিলে আমাশয়স্থ অন্নাদি পরিপাক পায় না। অতএব উক্ত আমদোষের পাক না হওয়া পর্য্যন্ত রোগিকে উপবাস করাইবে ॥ ১০

বাতশ্লেষ্মজ্বরে পিপাসা হইলে রোগিকে উষ্ণ জল অল্প অল্প পান করিতে দিবে। উষ্ণজল কফকে (বা পিত্তকে) বিলীন করিয়া আশু তৃষ্ণা নাশ এবং অগ্নিকে প্রদীপ্ত ও স্রোতঃ সকলকে মৃদু করিয়া বিশোধন করে। ইহা স্রোতোলীন পিত্ত বায়ু স্বেদ মল ও মূত্রের প্রবর্ত্তক, নিদ্রা জড়তা ও অরুচিনাশক এবং প্রাণের অবলম্বন। শীতল জল ইহার বিপরীতগুণান্বিত ও দোষ সমূহের বর্দ্ধক ॥ ১১—১৩

উষ্ণ জল উক্ত গুণান্বিত হইলেও ইহা পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তির জ্বরে বা পিত্তপ্রধান জ্বরে বা বিষ ও মদ্যপানজাত জ্বরে প্রয়োগ করিবে না। দবথু (নেত্রাদিতে তীব্র উষ্মা), দাহ (সর্ব্বাঙ্গীণ তীব্র উষ্মা), মোহ (ভ্রম) ও অতিসারগ্রস্ত ব্যক্তিকে, উরঃক্ষত ক্ষীণ ও রক্তপিত্ত রোগিকে এবং গ্রীষ্মকালে ইহা প্রযোজ্য নহে ॥ ১৪

মুতা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, বালা, ক্ষেতপাপড়া ও বেণামুল এই সকলের সহিত সিদ্ধ জল শীতল করিয়া তাহা উক্ত পিত্তাদিজ্বরে পান করিতে দিবে। ইহা দোষের পাচক এবং পিপাসা ও জ্বরনাশক। (জলপাকের পরিভাষা—মুতা প্রভৃতি দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ⁄৪ সের, শেষ ⁄২ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে) ॥ ১৫

পিত্ত ভিন্ন উষ্মা জন্মে না। উষ্মা ভিন্ন জ্বরও হয় না। কারণ সন্তাপই জ্বরের প্রধান লক্ষণ। অতএব সকল জ্বরেই বিশেষতঃ পিত্তাধিক জ্বরে পিত্তবিরুদ্ধ আহার বিহার ত্যাগ করিবে। তদ্ভিন্ন স্নান অভ্যঙ্গ প্রদেহ (চন্দনাদি অনুলেপন) ও পরিশেষ লঙ্ঘন ত্যাগ করিবে। (উপবাস লক্ষণ যে লঙ্ঘন, তাহা নবজ্বরাদিতে কর্ত্তব্য। তদ্‌ব্যতিরিক্ত শুদ্ধি প্রভৃতি একাদশ প্রকার লঙ্ঘন পরিত্যাগ কর্ত্তব্য) ॥ ১৬।১৭

যেমন তীব্র বেদনাযুক্ত আমাজীর্ণে শূলঘ্ন ঔষধ পান করিতে নাই, সেইরূপ দারুণ পীড়াযুক্ত সামজ্বরে আম পরিপাকার্থ ঔষধ পান করিবে না। কারণ তখন কোষ্ঠ আমাভিভূত থাকায় প্রযুক্ত ঔষধ আমকেই বর্দ্ধিত করে, তাহাতে জ্বরের বৃদ্ধি হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—যেমন সর্পের পক্ষে দুগ্ধ। দুগ্ধ বিষঘ্ন হইলেও তাহা যেমন সর্পের বিষ উৎপাদন করে, আমজ্বরে আমঘ্ন ঔষধও তদ্রূপ জানিবে ॥ ১৮

উদর্দ্দ পীনস ও শ্বাসযুক্ত, জঙ্ঘা পর্ব্ব ও অস্থি সমূহে বেদনা বিশিষ্ট এবং বাতশ্লেষ্মাত্মক জ্বরে স্বেদ প্রশস্ত। ইহা স্বেদ মূত্র মল ও বায়ুর প্রবর্ত্তন এবং অগ্নির অতিশয় দীপ্তি করে ॥ ১৯

স্নেহবিধি অধ্যায়ে কথিত নিয়ম সকল ইহাতে সর্ব্বথা পালন করিবে ॥ ২০

লঙ্ঘন স্বেদ কাল (ষড়হরূপ) যবাগূ ও তিক্তরস এই সকল অবস্থানুসারে অথবা ক্রমশঃ সামবাতাদি দোষের (পৃথক্‌স্থিত সংসর্গস্থিত বা সন্নিপাতস্থিত) পাচন। (এস্থলে অবস্থানুসারে বলায়

বুঝিতে হইবে যে, জ্বরের কোন অবস্থায় লঙ্ঘন (উপবাস) দোষপাচক, কোন অবস্থায় স্বেদ, কোন অবস্থায় যড়হকাল, কোন অবস্থায় পেয়া বা কোন অবস্থায় তিক্তরস দ্রব্যের উপযোগ, এইরূপ অবস্থাভেদে ইহারা দোষের পাচক হয়। অথবা ক্রমশঃ বলায় বুঝিতে হইবে যে, ইহারা ক্রমে দোষের পাচক হয়, যেমন প্রথমে উপবাস ও তৎপরে স্বেদ দিয়া ছয় দিন পরে পেয়া পান করাইয়া তিক্তরস প্রয়োগ করিলে অবিপক্ক দোষের পরিপাক হয়। কোন্ অবস্থায় লঙ্ঘনাদি প্রযোজ্য তাহা বলা হইয়াছে এবং পরেও বলা যাইবে)॥ ২১

শুদ্ধ (আমদোষরহিত) বাত, ক্ষয়, ভূতবিষাদি আগন্তু ও জীর্ণ জ্বরে লঙ্ঘন দিবে না। ইহাতে শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে—যাহা কর্শন নহে। (সন্তর্পণ অপতর্পণ ভেদে শমন দুই প্রকার। ইহাতে কিঞ্চিৎ সন্তর্পণ শমন প্রয়োগ করিবে, সম্পূর্ণ বৃংহণ নহে। কর্শনশব্দ প্রয়োগে ইহাই বলা হইল)॥ ২২

উক্ত জ্বর সমূহের মধ্যে আমলক্ষণ দৃষ্ট হইলে রোগিকে অলঙ্ঘিত বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ সম্যক্ লঙ্ঘন দেওয়া হয় নাই ইহা বুঝিবে। দ্বিবিধোপক্রমণীয়োক্ত ইন্দ্রিয় সমূহের বিমলতা, মলবিসর্গ প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা রোগিকে সম্যক্:লঙ্ঘিত বলিয়া অবগত হইবে॥ ২৩

রোগী সম্যক্ লঙ্ঘিত হইলে তাহাকে প্রথমে যথাযোগ্য ঔষধ সিদ্ধ মণ্ডপূর্ব্ব পেয়া পান করাইয়া চিকিৎসা করিবে। পেয়া ছয় দিন পর্য্যন্ত পান করিতে দিবে, অথবা যতদিন জ্বর মৃদু না হয় ততদিন পান করাইবে। কাষ্ঠ সংযোগে অগ্নি যেমন প্রদীপ্ত হয় সেইরূপ পেয়া পান দ্বারা জ্বরিব্যক্তির অগ্নিদীপ্তি হইয়া থাকে॥ ২৪।২৫

পেয়া কথিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে শুঁঠ ধনে ও পিপুল সিদ্ধ জলসহ প্রস্তুতীকৃত ও অল্প সৈন্ধব সংযুক্ত লাজ পেয়া রোগিকে পান করিতে দিবে। ইহা সুখে জীর্ণ হয়। রোগী অম্লাভিলাষী হইলে এই লাজ পেয়া দাড়িম রসে অম্ল করিয়া পানার্থ প্রদান করিবে। ভিন্নমল ও বহুপিত্ত রোগী শুণ্ঠীকৃত পেয়া শীতল করিয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া পান করিবে। রোগির বস্তি পার্শ্ব ও মস্তকে বেদনা থাকিলে তাহাকে কণ্টকারী ও গোক্ষুর সাধিত পেয়া পান করিতে দিবে। জ্বরাতিসারগ্রস্ত রোগী চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, নীলোৎপল ও ধনে এই সকল দ্রব্যে সাধিত পেয়া দাড়িমাদি রসে অম্ল করিয়া পান করিবে। ইহা অগ্নির দীপক ও পাচক। হিক্কা বেদনা শ্বাস ও কাস থাকিলে স্বল্প পঞ্চমূল সিদ্ধ পেয়া এবং কফাধিক্য থাকিলে বৃহৎ পঞ্চমূল ও যব সাধিত পেয়া পান করাইবে॥ ২৬—৩০

জ্বরে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী সাধিত যবপ্রধান যবাগূ ঘৃতে সাঁতলাইয়া তাহা পান করিতে দিবে। ইহাতে মল ও বাতাদি দোষের অনুলোম (স্বমার্গপ্রবৃত্তি) হইবে॥ ৩১

কোষ্ঠ বিবদ্ধ ও বেদনা যুক্ত হইলে চৈ পিপুলমূল দ্রাক্ষা আমলকী ও শুঁঠ (পাঠান্তরে মউল) সাধিত পেয়া পান করাইবে। উদরে কর্ত্তনবৎ পীড়া থাকিলে চৈ বৃক্ষাম্ল চাকুলে শালপাণি ও বেলশুঁঠ এই সকল দ্রব্য সহ কৃত পেয়া এবং রোগির ঘর্ম্মাভাব অনিদ্রা ও পিপাসা হইলে চিনি আমলকী ও শুঁঠ সাধিত পেয়া পান করিতে দিবে॥ ৩২।৩৩

চিনি কুল দ্রাক্ষা অনন্তমূল মুতা ও রক্তচন্দন সাধিত পেয়া তৃষ্ণা ও বমি যুক্ত জ্বরে হিত কর। ইহা মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে দাহযুক্ত জ্বর নষ্ট হয়॥ ৩৪

পেয়া কথিত ঔষধ দ্বারা জ্বরিকে মাংস রস মুদ্গাদি যুষ ও পানীয় মস্তু তক্রাদি প্রস্তুত করিয়া দিবে ॥ ৩৫

পেয়া নিষেধ। মদ্যপানজ জ্বরে, পিপাসা বমি ও দাহ যুক্ত জ্বরে, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে, নিত্য মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে, গ্রীষ্মকালে এবং পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্যে বা কফ পিত্তস্থান গত হইলে পেয়া প্রয়োগ করিবে না। এরূপ স্থলে জ্বরনাশক দ্রাক্ষা আমলকী প্রভৃতি ফলের স্বরস বা কাথ অথবা শৃতশীতল জল দ্বারা লাজ তর্পণ প্রস্তুত করিয়া তাহা চিনি ও মধু সহ মিশাইয়া পান করিতে দিবে। তর্পণ জীর্ণ হইয়া অথবা যবাগূ-পান-যোগ্য ব্যক্তির যবাগূ জীর্ণ হইয়া যখন ক্ষুধা হইবে তখন দকলাবণিক মুদ্গ কুলথাদির যূষ অথবা অবস্থা বিশেষে মুদ্গ-লাবজমাংস রস সহ ভৃষ্ট তণ্ডুল কৃত অন্ন ভোজন করাইবে (লাব পক্ষীর মাংস ও অল্প মুদ্গ দিয়া এই মাংস রস প্রস্তুত করিতে হয়। অল্প মাংস দ্বারা পাতলা রস করিলে তাহাকে দকলাবণিক কহে, কেহ বলেন—অল্প মাংস লবণ ও স্নেহবিশিষ্ট মাংস রসকে দকলাবণিক কহে)। এই প্রকারে রোগির বল ও দোষ রক্ষা করিয়া জ্বরের প্রথম ছয় দিন অতিবাহিত করিবে। (দোষ রক্ষা শব্দের অভিপ্রায় এই যে, জ্বরের কারণভূত দোষকে—সাম বায়ু পিত্ত বা কফ অথবা দ্বিদোষ কিংবা ত্রিদোষকে স্বভাবে রাখিতে হইবে, যাহাতে তাহারা আরও বর্দ্ধিত হইয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য না হয় তদ্‌বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অথচ বল রক্ষা করিতে হইবে। সন্তর্পণ ক্রিয়া বল জনক কিন্তু আমবর্দ্ধক, অপতর্পণ আমনাশক কিন্তু বলক্ষয়কারক। অতএব প্রথম ছয় দিন মধ্যম বৃত্তিতে উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া চিকিৎসকের সাবধানে চিকিৎসা কর্ত্তব্য) ॥ ৩৬—৪০

লঙ্ঘন স্বেদ ষড়হকাল পেয়া ও তিক্তরস সেবন দ্বারা দোষ সকল পক্বপ্রায় হইলে (ঈষৎ আম যুক্ত থাকিলে) দোষ-শেষের পাকার্থ পাচন (মুস্তপর্পটকাদি) শমন (কলিঙ্গাদি) কষায় প্রয়োগ করিবে। (এখানে পক্ব শব্দে দোষের সম্পূর্ণ পাক নহে বুঝিতে হইবে; কারণ দোষ সম্পূর্ণ পক্ব হইলে পাচন ঔষধ দিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ পাচন ঔষধ কাহাকে পাক করিবে? অগ্নি অপক্ব বস্তু সমূহকে পাক করে, পাচন তাহাকে পাক করায়। যখন মুস্তপর্পটকাদি বা কলিঙ্গাদি কোন কষায় বাতাদি দোষজ জ্বর শান্তির জন্য প্রযুক্ত হয় তখন তাহারা পাচন হইলেও শমন নামে আখ্যাত হইয়া থাকে।) তিক্ত রসাশ্রিত দ্রব্যের কষায় সকল জ্বরেই উপযোগী হইলেও পিত্তপ্রধান জ্বরে এবং কটুরসাধিষ্ঠিত জ্বরঘ্ন দ্রব্যের কাথ কফজ্বরে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। কষায় রস (কষায়রসাশ্রিত দ্রব্যের কষায়) পিত্তশ্লেষ্মনাশক হইলেও তরুণ জ্বরে প্রশস্ত নহে। নবজ্বরে প্রয়োগ করিলে ইহা মলস্তম্ভক বলিয়া সততকাদি বিষম জ্বর এবং অরুচি, বমনবেগ, হিক্কা, উদরাধ্মান ও মলরোধ জন্য রোগ সকল উৎপাদন করে। (এই কষায়-কষায় একদোষজ বা সন্নিপাতজ কিংবা বাতপিত্তজ ও বাতশ্লেষ্মজ জ্বরে ত প্রশস্ত নহেই, পরন্তু ইহা পিত্তশ্লেষ্মনাশক হইলেও পিত্তশ্লেষ্ম জন্য জ্বরেও প্রযোজ্য নহে, কারণ ইহা প্রযুক্ত হইলে অবশ্য বিষম জ্বর উৎপন্ন হইবে, তবে অরুচ্যাদি সকল স্থলে না হইতে পারে) ॥ ৪১-৪৩

কোন কোন আচার্য্য বলেন- সপ্তাহের পর অষ্টম দিনে কাথাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কেহ বলেন—দশ দিনের পর মুস্ত পর্পটকাদি প্রদান করিবে। কেহ বা বলেন—মণ্ডপেয়াদি লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া ঔষধ সেবন করাইবে। ফল কথা অবস্থা বিশেষে সকল আচার্য্যের

মতই গ্রন্থকারের অনুমোদিত। কিন্তু জ্বরি-ব্যক্তির আমের আধিক্য থাকিলে সপ্তাহ বা দশাহের পরও ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, কারণ তীব্র জ্বরার্ত্ত ব্যক্তির ঔষধ সেবনে উৎকট আম দোষের উৎক্লেশ হেতু বেগোদয় হওয়ায় অথবা তন্দ্রা ও স্তৈমিত্য কারক সাম্রবাতাদি দোষ অতি সঞ্চিত হওয়ায় তৎকালে প্রযুক্ত ঔষধ আমাচ্ছন্ন অগ্নিদ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া পুনরায় জ্বরকে বর্দ্ধিত করে॥ ৪৪.৪৫

ঔষধ প্রয়োগ কাল। যখন জ্বর মৃদু দেহ লঘু (হাল্‌কা) ও মূত্রপুরীষাদি মল স্বস্থান চলিত হইবে, তখন ষড়হ অতীত না হইলেও ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ৪৬

ঔষধ যথা। মুতা ও ক্ষেত পাপড়া, শুঁঠ ও দুরালভা, আকনাদি বেণামূল ও বালা অথবা চিরতা গুলঞ্চ মুতা ও শুঁঠ ইহাদের কাথ বা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। (স্বরস কল্কাদি কল্পনা অপেক্ষা কাথ ও শীতকষায় জ্বরে প্রশস্ত বলিয়া এই কল্পনা দ্বয়ের উল্লেখ করা হইল।) এই সকল মুস্তপর্পটাদি কষায় ঔষধ যথাযোগ (যে জ্বরে যাহা উপযুক্ত তদনুসারে) প্রযুক্ত হইলে দোষের পরিপাক এবং জ্বর অরুচি পিপাসা মুখবৈরস্য ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট করে॥ ৪৭।৪৮

ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কট্‌কী। পটোলপত্র অনন্তমূল মুতা আকনাদি ও কট্‌কী। পটোলপত্র নিমছাল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দ্রাক্ষা, মুতা ও ইন্দ্রযব। চিরতা, গুলঞ্চ, রক্ত চন্দন, ও শুঁঠ। আমলকী, মুতা, গুলঞ্চ ও মধু। এই পাঁচটী যোগ যথাক্রমে সন্তত সততক অন্যেদ্যুষ্ক তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরের শমন বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ৪৯—৫১

দুরালভা গুলঞ্চ মুতা ও শুঁঠ; অথবা পিপুলমূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের কাথ বাতজ জ্বরে প্রশস্ত। স্বল্প পঞ্চমূলও (শালপাণি চাকুলে বৃহতী কণ্টকারী ও গোক্ষুর) বাতজ্বরে হিত কর। ইন্দ্রযব, মুতা ও কট্‌কী ইহাদের শৃতশীতল কষায় মধু সংযুক্ত করিয়া পিত্তজ্বরে প্রয়োগ করিবে। মুতা ক্ষেতপাপড়া দুরালভা ও চিরতা ইহাদের শৃতশীতল কাথ পিত্তজ্বরে হিতকর। কফজ্বরে বৎসকাদ্যগণের অথবা বাসকছাল মুতা শুঁঠ ও দুরালভা ইহাদের কাথ প্রশস্ত॥ ৫২-৫৪

বেদনা মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা বায়ু ও শ্লেষ্মযুক্ত জ্বরে হরীতকী।পিপুলমূল সোন্দাল কট্‌কী ও মুতা ইহাদের কষায় হিতজনক। এই কষায় অগ্নির দীপন ও দোষের পাচন॥ ৫৫

দ্রাক্ষাদিগণ। দ্রাক্ষা, মৌল, যষ্টিমধু, লোধ, গাম্ভারী, অনন্তমূল, মুতা, আমলকী, বালা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল, রক্তচন্দন, উশীর (বেণামূল), নীলোৎপল, ফল্‌সা, ইহাদিগকে দ্রাক্ষাদিগণ কহে। এই দ্রাক্ষাদিগণের ফাণ্টকষায় বা শীতকষায় জাতিকুসুম দ্বারা সুগন্ধীকৃত এবং মধু চিনি ও লাজচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতপিত্তজ জ্বর মদাত্যয় বমি মূর্চ্ছা দাহ পরিশ্রম ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন) ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত পিপাসা ও কামলারোগ প্রশমিত হয়॥ ৫৬-৫৮

কট্‌কী জল দিয়া বাটিয়া, নূতন পরিষ্কৃত মাটীর হাঁড়িতে পাক করিবে। তৎপরে তাহা নিষ্পীড়ন করিয়া সেই রস ঘৃত সহ পান করিলে জ্বর ও দাহ নষ্ট হয়॥ ৫৯

বাতশ্লেষ্মজ্বরে-বচ কট্‌কী আকনাদি সোন্দাল ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ অথবা পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত গুলঞ্চের কাথ হিতকর॥ ৬০

ব্যাঘ্র্যাদি। কণ্টকারী শুঁঠ ও গুলঞ্চের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্ম জ্বর শ্বাস কাস পীনস ও শূল নষ্ট হয়॥ ৬১

পথ্যাদি পাচন—হরীতকী ধনে মুতা শুঁঠ গন্ধতৃণ ক্ষেতপাপড়া কট্‌ফল বচ বামুনহাটী ও দেবদারু ইহাদের কাথে মধু ও হিঙ্গু (উভয়ে ১ তোলা পরিমিত) প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্মজ্বরে কুক্ষি হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা এবং কণ্ঠরোগ মুখশোথ কাস ও শ্বাস নিবারিত হয়॥ ৬২

আরগ্বধাদিগণের কাথ মধু সহ পান করিলে অথবা কট্‌কী বাসকছাল বেণামূল বলাডুমুর আমলকী হরীতকী বহেড়া ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নষ্ট হয়॥ ৬৩।৬৪

সন্নিপাতজ্বরে কণ্টকারী দেবদারু হরিদ্রা মুতা পটোলপত্র নিমছাল ত্রিফলা ও কট্‌কী ইহাদের কাথ পান করিবে॥ ৬৫

বাতশ্লেষ্মপ্রধান জ্বরে কাস শ্বাস ও পার্শ্ববেদনা থাকিলে শুঁঠ, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), গুলঞ্চ ও কণ্টকারীর কাথ প্রয়োগ করিবে॥ ৬৬

মৌলপুষ্প দ্রাক্ষা বলাডুমুর ফলসা বেণামূল কট্‌কী ত্রিফলা ও গাম্ভারী ইহাদের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া তাহা উপযুক্ত (শাস্ত্রোক্ত) কালে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়॥ ৬৭

চামেলীর পত্র আমলকী মুতা ও দুরালভা ইহাদের শীতকষায় পানে বাতাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয় (কেহ বলেন—প্রথম তিনটী দ্রব্যে ১টী যোগ এবং কেবল দুরালভাতে একটী যোগ)।

জ্বরে মলবদ্ধতা থাকিলে কট্‌কী দ্রাক্ষা বলাডুমুর ও ত্রিফলা ইহাদের কাথে মনসা সিজের আঠা কেহ বলেন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে॥ ৬৮

ঔষধ জীর্ণ হইলে রোগিকে পেয়াদি অন্ন ভোজন করাইবে কিন্তু শ্লেষ্মবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পেয়া প্রদান করিবে না। কারণ পেয়া কফ বর্দ্ধিত করে অর্থাৎ বিলীন কফকে স্ত্যানীভূত করিয়া থাকে। ধূলিরাশিতে বৃষ্টি পতিত হইলে তাহা ক্লিন্ন হইয়া যেমন কর্দ্দমরূপে পরিণত হয়, পরন্ত বর্দ্ধিত হয় না তদ্রূপ কফও পেয়া দ্বারা ক্লিন্ন হইয়া থাকে॥ ৬৯

শ্লেষ্মক্লিন্ন দেহ ব্যক্তিগণকে জ্বর হইবার পূর্ব্বেও (জ্বর পূর্ব্বরূপেও) কুলত্থ ছোলা ও দাড়িমাদি কৃত লঘু রুক্ষ (ঘৃতাদিবিহীন) তিক্তরসযুক্ত হৃদ্য (ইষ্ট-গন্ধবর্ণরসাদিযুক্ত) লবণ মিশ্রিত ও রুচিকর যূষ প্রদান করিবে॥ ৭০

পুরাতন রক্তশালি প্রভৃতি এবং ষষ্টিক ধান্য সকল জ্বরে পথ্য। শ্লেষ্মবহুল জ্বরে তুষরহিত ও বাট্যকৃত (ভাজিয়া চূর্ণ করা) যব সুপথ্য॥ ৭১।৭২

বাতাদি দোষ ও রসাদি দূষ্য এবং দেশ কাল বয়স সত্ত্ব সাত্ম্য শরীর ও আহার ইহাদের বল দেখিয়া জ্বরঘ্ন কাথ সাধিত রক্তশাল্যাদির অন্ন দুই বা তিনবার ধৌত করিয়া যথাযথভাবে (যে রোগী যে অন্নের উপযুক্ত তাহাকে সেই ভাবে।) জ্বরিকে প্রয়োগ করিবে॥ ৭৩

মুদ্গাদি লঘুদ্রব্য (মুগ মাষ চণক বনমুদ্গ মসূর প্রভৃতি) কৃত যূষ অভাবে কুলত্থ কৃত যূষ জ্বরের নিবারক॥ ৭৪

করেলা, কাঁকরোল, কচিমুলা, ক্ষেতপাপড়া, বেগুন, নিম, কুসুম, পটোল, পটোলপত্র, অত্যন্ত লঘু জাঙ্গল তদভাবে অন্তদেশজাতপ্রাণির মাংস এই সকল দ্রব্য সাধিত রস জ্বরে হিতকর। ইহা কণ্টকারী, ফলসা, জয়ন্তী, দ্রাক্ষা, আমলকী ও দাড়িম রসে সংস্কৃত, পিপুল শুঁঠ ধনে জীরা ও সৈন্ধব সংযুক্ত ও অবস্থাবশে চিনি বা মধু মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। রস বা যূষ দাড়িম জীরা প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত অথবা অসংস্কৃত অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয়॥ ৭৫—৭৭

অনন্নতক্রসিদ্ধ রুচিকর অচ্ছ (পাত্‌লা) ও অগ্নিপক্ক ব্যঞ্জন অন্নের সহিত সেবন করিতে দিবে এবং ভোজনের পর আতুরের অনুপানার্থও তাহা প্রয়োগ করিবে। গরম জল শীতল করিয়া তাহা অথবা সাত্ম্যবশে মদ্যও অনুপানার্থ প্রদান করিবে॥ ৭৮

জ্বরযুক্ত বা অচিরকালজ্বরমুক্ত ব্যক্তিকে দিনান্তে লঘু ভোজন করাইবে। কারণ সে সময়ে শ্লেষ্মার ক্ষয় ও উষ্মার বৃদ্ধি হেতু জঠরাগ্নি বলবান্ (পাকসমর্থ) হইয়া থাকে। অথবা যথোচিত আহারকালে দেশ ও সাত্ম্যবশে সজ্বর বা বিজ্বর রোগিকে ভোজন করাইবে। যেহেতু মন্দাগ্নি ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে এরূপ ভাবে ভোজন করিলে অজীর্ণ কর্তৃক পীড়িত হয় না॥ ৭৯।৮০

সর্পিঃপান কাল। মুস্তপর্পটকাদি কষায় পান ও পেয়া যূষাদি পথ্যান্ন সেবন দ্বারা দশদিন অতিক্রান্ত হইলে বাতপিত্তপ্রধান জ্বরে কফ ক্ষীণ হইলে ঘৃতপান করিতে দিবে। নিরাম বাতাদি দোষে ঘৃত প্রদত্ত হইলে তাহা অমৃততুল্য মহাগুণকারী হয়। দোষের আমাবস্থায় কফের আধিক্য থাকিতে ঘৃত প্রযুক্ত হইলে দশদিন অতিক্রান্ত হইলেও তাহা বিষতুল্য হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় ঘৃতপান করিলে জ্বর ও তদুপদ্রবের বৃদ্ধি হয়। তৎকালে (কফোত্তর জ্বরে) জ্বরকারী অধিক কফের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘনাদিক্রম পালন করিবে॥ ৮১।৮২

জীর্ণজ্বরচিকিৎসা। দেহধাতুর অর্থাৎ বাতাদিদোষ ও রসরক্তাদি ধাতুর দুর্ব্বলতা (স্বল্পতা) হেতু জীর্ণজ্বর দীর্ঘকালানুবন্ধী হইয়া থাকে। (জীর্ণজ্বরের শান্তি ও দেহধাতুর বলাধানার্থ ঘৃত-পানের প্রশস্ততা কথিত হইতেছে—) রুক্ষ যে তেজ (জাঠরাগ্নি) তাহা জ্বরকারি। জ্বরকারী রুক্ষ তেজের দ্বারা রুক্ষিত ব্যক্তির আর বমন স্বেদ কাল অম্বু কষায়পান ও লঘু ভোজন এই সকল রুক্ষ কারণে অতি বলবান্ জাঠরাগ্নির সহচারী ধাতু দারুণ ঘৃতই সংশমন। জল যেমন প্রজ্বলিত গৃহের শান্তি কারক, তদ্রূপ ঘৃত রুক্ষ তেজ ও রুক্ষ বায়ুর প্রশমক। ঘৃত বাতপিত্তনাশক দ্রব্য সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সংস্কারের অনুবর্ত্তনকারী। সেই জন্য যথাযথ (ব্যাধিবিপরীত) ঔষধ সাধিত ঘৃত বাতপিত্তপ্রধান জীর্ণজ্বরে নির্ব্বিকল্পে প্রদান করিবে॥ ৮৩—৮৬

ঘৃত বিপরীতগুণান্বিত জ্বরোষ্মাকে, শৈত্যগুণে পিত্তকে, স্নিগ্ধতা হেতু বায়ুকে এবং কফঘ্ন দ্রব্যের সংযোগ ও সংস্কারবশতঃ কফকে জয় করে। (বিপরীতগুণ যথা—জ্বরোৎপাদক জাঠর অগ্নি রুক্ষ তীক্ষ্ণাদিগুণযুক্ত, ইহা পক্তিস্থান হইতে বহির্নির্গত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে, ঘৃত স্নিগ্ধশীতত্বাদি গুণযুক্তত্ব হেতু উহার বিপরীতগুণ বলিয়া জ্বরোষ্মাকে নষ্ট করে)॥ ৮৭

পূর্ব্বোক্ত পাচন সকল ঘৃতসংযুক্ত করিয়া দোষানুসারে জীর্ণজ্বরে প্রয়োগ করিবে॥ ৮৮

আমলকী হরীতকী বহেড়া নিমছাল যষ্টিমধু বৃহতী কণ্টকারী ও মসুর ডাইল ইহাদের কাথ ঘৃত সহ পান করিলে জ্বর ও কাস নষ্ট হয়॥ ৮৯

পিপ্পল্যাদি ঘৃত। পিপুল, ইন্দ্রযব, চাকুলে, কট্‌কী, অনন্তমূল, আমলকী, ভূঁই আমলা, বেলছাল, মুতা, পদ্মকাষ্ঠ, বলাডুমুর, বেণামূল, দ্রাক্ষা, আতইচ ও শালপাণি এই সকলের কল্ক ও চতুর্গুণ জল সহ ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে জ্বর বিষমাগ্নি হলীমক অরুচি অংসদেশে সন্তাপ বমি পার্শ্ববেদনা শিরোরোগ ও ক্ষয় নিবারিত হয়॥ ৯০।৯১

বাতজ্বরে বাতব্যাধিচিকিৎসোক্ত তৈবক ঘৃত তেউড়ী ভিন্ন পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। পিত্তজ্বরে কুষ্ঠচিকিৎসোক্ত তিক্তক ঘৃত, রক্তপিত্ত চিকিৎসায় উক্ত বৃষঘৃত এবং ত্রায়মাণা সাধিত ঘৃত পান করাইবে॥ ৯২

বিড়ঙ্গাদি ঘৃত। বিড়ঙ্গ সচল লবণ চৈ আকনাদি শুঁঠ পিপুল মরিচ চিতামূল সৈন্ধব লবণ ও যবক্ষার প্রত্যেক একপল, ইহাদের কল্ক, দুগ্ধ ৪ সের ও জল ১৬ সের সহ ৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে জীর্ণ কফজ্বর নষ্ট হয়॥ ৯৩

গুড়ূচ্যাদি ঘৃত। গুলঞ্চ ত্রিফলা বাসক দ্রাক্ষা ও বেড়েলা ইহাদের কাথ বা স্বরস ও কল্কসহ পৃথক্ পৃথক্ পক পাঁচ প্রকার ঘৃত জীর্ণজ্বর নষ্ট করে॥ ৯৪

ঘৃত জীর্ণ হইলে মৃদু মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। শরীর বলবান্ হইলে দোষ সকল নষ্ট হয়। মাংসরস যুক্ত ভোজন অতিশয় বল উৎপাদক॥ ৯৫

মুগ ও করোলা প্রভৃতি দ্বারা কৃত রস কফপিত্তনাশক। তাহা বাতপ্রধান জীর্ণজ্বরে প্রায়ই হিত-কর হয় না। ইহা সেই অবস্থায় সেবন করিলে শূল উদাবর্ত্ত ও বিষ্টম্ভ জন্মে এবং জ্বর বৃদ্ধি হয়॥ ৯৬

উক্তরূপ চিকিৎসা অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তদ্দ্বারা জ্বরের শান্তি না হয় এবং দোষ আমাশয় গত হয়, তাহা হইলে শোধনার্হ বলবান্ রোগির বল রক্ষা করিয়া তাহাকে পূর্ব্বোক্ত পিপ্পলী যুক্ত মদনফলাদি যোগ প্রদান পূর্ব্বক বমন করাইবে॥ ৯৭

দোষসকল পক ও শিথিল হইলে অথবা বিষজ বা মদ্যজ জ্বরে বা বাতজজ্বরে জ্বরিকে ত্রিফলাদ্য কিংবা ব্যোষাদ্য মোদক সেবন করাইবে, কিংবা সোন্দালের আঠা দুগ্ধ সহ অথবা দ্রাক্ষার রসের সহিত কিংবা ত্রিফলা বা বলাডুমুর চূর্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করাইবে। ইহাতে বিরেচন হইবে। ত্রিফলাদ্য মোদক—আমলকী হরীতকী বহেড়া শ্যামা (বীজতাড়ক) তেউড়ী (বা শ্যামমূলা তেউড়ী) পিপুল কেশর (নাগকেশর) ও চিনি এই সকলের চূর্ণ মধুসহ মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। (ব্যোষাদ্য মোদক যথা—ত্রিকটু দারুচিনি এলাচ তেজপত্র মুতা বিড়ঙ্গ ও আমলকী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান তেউড়ী চূর্ণ; সর্ব্বসমষ্টি তুল্য চিনি; একত্র মধুসহ মিশাইয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে॥) (অধিক পাঠের অর্থ—দ্রাক্ষা ও আমলকীর রস বা দ্রাক্ষা ও হরীতকীর কল্ক বিরেচনার্থ প্রযোজ্য)॥ ৯৮—১০০

বিরেচন বা বমনের পর জ্বরিব্যক্তিকে পেয়াদি ক্রমে পথ্য প্রদান করিবে॥ ১০১

জ্বরবেগে উৎক্লিষ্ট মল (পুরীষ) যদি স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে তাহাকে উপেক্ষা করিবে অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে বন্ধ করিবে না। কারণ পক্কদোষও (পক্কপুরীষ) যদি আম পক্কাশয় নামক কোষ্ঠে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। উক্ত মল যদি অতি প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে সহসা বন্ধ না করিয়া পাচন ঔষধ দ্বারা পাক করিয়া তাহার সংগ্রহ করিবে। আমমলকে (অপকপুরীষকে) বন্ধ করিলে যে সকল দোষ হয় তাহা দোষোপক্রমণীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। (ফলকথা আমদোষকে কখনই বন্ধ করিবে না।)॥ ১০২।১০৩

আমজ্বরেও আমনির্হরণার্থ ঔষধ প্রযোজ্য নহে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন—যে চিকিৎসক অজ্ঞানতাবশতঃ আমজ্বরে দোষহরণ ঔষধ পানার্থ প্রয়োগ করে, সেই অনর্থকারী বৈদ্য প্রসুপ্ত

কৃষ্ণসর্পকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে (অত্যন্ত অনিষ্টোৎপাদক বলিয়া এরূপ উক্ত হইল)॥ ১০৪

রোগী যদি জ্বরে ক্ষীণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে বমন বা বিরেচন না দিয়া যথেষ্ট দুগ্ধ পান করাইয়া অথবা বস্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার মল নির্হরণ করিবে॥ ১০৫

ক্ষীরসাত্ম্য ক্ষীণশ্লেষ্মা তৃষ্ণা ও দাহবিশিষ্ট বাতপিত্তপীড়িত ব্যক্তিদের পক্ষে দুগ্ধ সুপথ্য। ইহারা অতিসারপীড়িত হইলেও দুগ্ধ প্রদান করিবে॥ ১০৬

বৃষ্টি যেমন দাবাগ্নিদগ্ধ বনকে প্ররোহিত করে তদ্রূপ দুগ্ধ লঙ্ঘনোত্তপ্ত শরীরকে সঞ্জীবিত ও জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর আশু নষ্ট করে॥ ১০৭

দুগ্ধ এইরূপ মহাগুণান্বিত বলিয়া তাহা দ্রব্যান্তরের সহিত সংস্কৃত করিয়া শীত বা উষ্ণ অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। কিংবা ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করাইবে। রোগানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক ইহা উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করিবে। ইহার অন্যথাচরণ করিয়া অর্থাৎ দুগ্ধ পানের অনুপযুক্ত কালে অবিধিপূর্ব্বক প্রদান করিলে সেই পীত দুগ্ধ জ্বরি-ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিয়া থাকে॥ ১০৮

ক্ষীরপ্রয়োগ। শুঁঠ, খর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, শর্করা ও ঘৃত সহ দুগ্ধ পাক করিয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু মিশাইয়া রোগিকে পান করাইবে। ইহাতে পিপাসা দাহ ও জ্বর নষ্ট হয়॥ ১০৯

দ্রাক্ষা, বেড়েলা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, পিপুল ও চন্দন ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ নিয়মে (শীতল ও মধুসংযুক্ত করিয়া) প্রয়োগ করিলে অথবা চতুর্গুণ জল সহ বা পিপুল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা দাহযুক্ত জ্বর নষ্ট হয়॥ ১১০

পঞ্চমূলের (বিম্বাদি) সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে কাস শ্বাস শিরঃশূল ও পার্শ্বশূল যুক্ত দীর্ঘকালানুবন্ধী জ্বর প্রশমিত হয়॥ ১১১

জ্বরে বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা, রক্ত ও পিচ্ছাযুক্ত অতিসার এবং পিপাসা শূল ও প্রবাহিকা থাকিলে এরণ্ডমূল বা বেলশুঁঠ সহ সিদ্ধ দুগ্ধ বা ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করাইবে॥ ১১২

শুঁঠ বেড়েলা কণ্টকারী গোক্ষুর ও গুড় সহ দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে শোথ, মল মূত্র ও অধোবায়ুর বিবন্ধ, জ্বর এবং কাস নষ্ট হয়॥ ১১৩

শ্বেতপুনর্নবা রক্তপুনর্নবা ও বেলছাল সহ সিদ্ধ দুগ্ধ জ্বর ও শোথ নষ্ট করে। শিশুবৃক্ষের সারের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ আশু জ্বরনাশক। (ক্ষীরপাকের পরিভাষা—ক্বাথ্য দ্রব্যের আটগুণ দুগ্ধ, দুগ্ধের চতুর্গুণ জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশেষ থাকিতে নামাইবে। এস্থলে শঙ্কা হইতেছে যে, বাতপিত্তজ্বরে পূর্ব্ববচনানুসারে ঘৃত প্রদান বা পরোক্ত বচন অনুসারে দুগ্ধ প্রদান ইহাতে সংশয় হয়, সেই জন্য বলিতেছেন—অবস্থা ও সাত্ম্যভেদে বাতপিত্তজ্বরে দুগ্ধ ও ঘৃত উভয়ই উপযোগী।)॥ ১১৪—১১৫

নিরূহবস্তি। দোষ সকল পক্ক ও পক্বাশয় গত হইলে নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। তাহাতে শীঘ্র বল অগ্নিবৃদ্ধি বিজ্বরতা হর্ষ ও রুচি হইবে॥ ১১৬

বিরেচন পক্বাশয় গত পিত্ত বা কফপিত্তকে হরণ করে এবং বস্তি পক্বাশয়াশ্রিত বাতাদি দোষত্রয়কে নষ্ট করিয়া থাকে॥ ১১৭

অনুবাসন বস্তি। কফ ও পিত্ত ক্ষীণ, ত্রিক পৃষ্ঠদেশ ও কটীদেশে বেদনা, অগ্নির দীপ্তি ও মলের বিবন্ধ হইলে অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ১১৮

পটোলপত্র নিমছাল কটকী সোন্দাল শালপাণি বেড়েলা গোক্ষুর ময়নাফল বেণামূল ও বালা এই সকল দ্রব্য অর্দ্ধজলমিশ্রিত দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত মুতা মদনফল পিপুল যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব ইহাদের কল্ক এবং মধু ও ঘৃত মিশাইয়া বস্তি প্রদান করিবে। ইহা জ্বরনাশক॥ ১১৯।১২০

মুগানি, মাষাণি, শালপানি, চাকুলে, যষ্টিমধু, মদনফল, বেণামূল, সোন্দাল, ইহাদের ক্বাথে যষ্টিমধু শুল্‌ফা প্রিয়ঙ্গু মদনফল ও মুতার কল্ক এবং মধু গুড় ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রদান করিলে জ্বর নষ্ট হয়॥ ১২১

অনুবাসন। জীবন্তী মদনফল মেদা পিপুল যষ্টিমধু বচ ঋদ্ধি রাস্না বেড়েলা বেলছাল শুল্‌ফা ও শতমূল ইহাদের কল্ক ১ সের, দুগ্ধ ৪ সের, জল ১৬ সের ও তৈলঘৃত ৪ সের, একত্র যথাবিধি পাক করিয়া তদ্দারা জ্বরে অনুবাসন বস্তি দিবে। দোষ অনুসারে উপযুক্ত স্নেহের (অর্থাৎ যে দোষে তৈল ঘৃতাদি যে স্নেহ উপযুক্ত তাহার) সহিত পাক করিয়া তদ্দারা এই বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ১২২।১২৩

সিদ্ধিস্থানে বস্তিকল্পনাধ্যায়ে জ্বরনাশক যে সকল বস্তি উল্লিখিত হইবে, সেই সকল বিবেচনা করিয়া জ্বরে প্রয়োগ করিবে॥ ১২৪

নস্য। জীর্ণ জ্বরে বিরেচন নস্য প্রদান করিবে। ইহা মস্তকের বেদনা ও গৌরব (ভার) এবং শ্লেষ্মার নাশক, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের বোধক ও রুচিকারক। মস্তক শূন্য বোধ হইলে স্নেহমিশ্র নস্য এবং দাহার্ত্ত হইলে পিত্তনাশক নস্য প্রদান করিবে॥ ১২৫

জ্বরে দোষানুসারে ধূম কবল ও গণ্ডুষ ধারণ করিবে। তদ্দারা প্রতিশ্যায় মুখের বিরসতা শিরোরোগ ও কণ্ঠরোগ অপগত হইবে॥ ১২৬

জ্বরে অরুচি জন্মিলে মাতুলুঙ্গ (টাবা) লেবুর কেশর ঘৃত ও সৈন্ধবলবণের সহিত অথবা আমলকী দ্রাক্ষা ও চিনি ইহাদের কল্ক মুখে ধারণ করিবে॥ ১২৭

জীর্ণ-জ্বর ত্বগাশ্রিত হইলে যথোপশয় সংস্পর্শ (সুখাবহ স্পর্শবিশিষ্ট) শীতবীর্য্য বা উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যে কল্পিত অভ্যঙ্গ আলেপন ও পরিষেক এবং অঞ্জন ও ধূম ব্যবস্থা করিবে। আগন্তুজ জ্বরেও অঞ্জন ও ধূম প্রয়োগ করিবে। এই জ্বরে দাহ হইলে সহস্রধৌত ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ করিবে॥ ১২৮।১২৯

সূত্রস্থানোক্ত মধুরগণ, অম্লগণ, কসারগণ, দূর্ব্বাদি ন্যগ্রোধাদি শারিবাদি প্রভৃতি পিত্তঘ্ন বর্গ ও শোধনাদিগণোক্ত শীতবীর্য্য ও শীতস্পর্শ দ্রব্য সকলের ক্বাথ ও কল্ক এবং দুগ্ধ সহ তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে দাহজ্বর অচিরাৎ নষ্ট হয়। গণোক্ত এই সকল দ্রব্য কিঞ্চিৎ পেষণ করিয়া তদ্দারা মস্তক ও গাত্র প্রলিপ্ত করিলে দাহজ্বরের শান্তি হইয়া থাকে॥ ১৩০—১৩২

পূর্ব্বোক্তগণের ক্বাথ এবং কাঁজি জল দুগ্ধ সুক্ত অথবা ঘৃতাদি পূর্ণ দ্রোণীতে দাহজ্বরার্ত্ত রোগিকে অবগাহন করাইবে, এবং উক্ত দ্রব্যের দ্বারা পরিষেক করিবে॥ ১৩৩

কয়েতবেল মাতুলুঙ্গ অম্ল (কাঁজি) বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড) লোধ ও দাড়িম ইহাদের দ্বারা বা

বদরীপত্রের কিংবা রীটার (বা নিম্বের) ফেন দ্বারা শরীর প্রলিপ্ত করিলে দাহ বেদনা মোহ বমি ও তৃষ্ণা নিবারিত হয় ॥ ১৩৪

দোষোপক্রমণীয় অধ্যায়ে পিত্ত নাশক যে ক্রম উক্ত হইয়াছে—তাহা অভ্যাস করিলে সদাহ জ্বর নষ্ট হয় ॥ ১৩৫

উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য এবং তগরপাদুকা, অগুরু, কুঙ্কুম, কুড়, গেঁঠেলা, শৈলেয়, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নখী, রাস্না, মুরামাংসী, বচ, চণ্ডা (চোরকাঁচকী), ছোটএলাচ, বড়এলাচ, চোরপুষ্পী, কৃষ্ণজীরা, সজিনা, তুলসী, কেলেকড়া, গন্ধতৃণ, সর্ষপ, দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ড (দুই প্রকার), শালিঞ্চ, রোহিষ (গন্ধতৃণবিশেষ), তেজপত্র, ভূতিক (কট্‌ফল বা যমানী) ,শল্লকী, ধনে, যমানী, মৌরী, মাষকলায়, কুলথ, চিতা, করঞ্জ, নাকুলীদ্বয় (রাস্না ও গন্ধরাস্না) এই সকল দ্রব্য ও এইরূপ উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের কাথ ও কল্ক এবং সুরা ও সৌবীরকাদি দ্বারা তৈল পাক করিয়া শীতজ্বরে প্রয়োগ করিবে। এই তৈল সুখোষ্ণ করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে শীতজ্বরের শান্তি হয়। এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শরীরে লেপ দিবে। ইহাদের ঈষদুষ্ণ কাথে বা কেবল শুক্ত গোমূত্র বা দধির মাতে পরিষেক ও অবগাহন করাইবে। আরগ্বধাদিগণ পান অভ্যঙ্গ ও লেপন কার্য্যে ব্যবহার করিবে অর্থাৎ অরগ্বধাদিগণের কাথ পান ,কল্ক দ্বারা লেপ ও কাথকল্ক দ্বারা পক্ক তৈল অভ্যঙ্গ করিবে। অগুরুজাত ধূপ এবং বিষমজ্বর চিকিৎসায় বক্ষ্যমাণ ধূপ প্রদান করিবে। এই সকল চিকিৎসায় শীতজ্বরের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৩৬—১৪২

শীতজ্বরে কম্পবান্ ব্যক্তিকে স্বেদাধ্যায়োক্ত অগ্নি ও অনগ্নিকৃত স্বেদ, স্বেদজনক ঔষধ ও পথ্য, গৃহাভ্যন্তরস্থ ভূমিগৃহে শয়ন, কুথা (গালিচা) কম্বল ও রল্লক (পশু লোমজাত বস্ত্র) দ্বারা গাত্র আবরণ, ধূমরহিত ও প্রদীপ্ত অঙ্গার দ্বারা উজ্জ্বল হসন্তিকায় (অগ্নিস্থাপন পাত্র বিশেষ বহ্নিশকটিকা) উত্তাপ সেবন, মদ্যপান, ত্রিকটুযুক্ত তক্রপান, কুলথ ব্রীহি ও কোদোধান্যের অন্ন ভোজন ব্যবস্থা করিবে। অপর পিত্তবর্দ্ধক যে কোন দ্রব্য ইহাতে প্রয়োগ করিবে। আর পীনস্তনী পীবরদেহা বিলাসভূষণা যৌবনমদমত্তা প্রিয় অঙ্গনাগণ দ্বারা কম্পবান্ রোগিকে আলিঙ্গন করাইবে, এবং তাহার শীত অপগত হইলে তাহাদিগকে অপসারিত করিবে ॥ ১৪৩—১৪৬

সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা। সন্নিপাত জ্বরে দোষত্রয়ের ন্যূনাধিক্য থাকিলে ক্ষীণ দোষের বা ক্ষীণ দোষদ্বয়ের বর্দ্ধন এবং অধিক দোষের বা অধিক দোষদ্বয়ের হ্রাস এবং সমদোষজ সন্নিপাতে দোষ-ত্রয়ের কফানুপূর্ব্বী বা স্থানানুপূর্ব্বী চিকিৎসা দ্বারা দোষের জয় করিবে। (এস্থলে শঙ্কা হইতেছে যে বিষম দোষজ সন্নিপাত জ্বরে এক দোষের বর্দ্ধন করিলে কিরূপে তাহার শান্তি হইবে? এক দোষ ক্ষীণ হইলে অন্য দোষদ্বয় বর্দ্ধিত হইয়া জ্বরকারী হয় তাহারা বিষমাশ্রয় হেতু সুখসাধ্য হইতে পারে না। সেই জন্য বলা হইতেছে যে ক্ষীণ দোষের বর্দ্ধন দ্বারা দোষ সাম্য উৎপাদন করিলে একরূপ চিকিৎসা দ্বারা সন্নিপাত সুখে জয় করা যায়। যেমন হীনবাত পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ জ্বরে শীতলঘুরুক্ষাদি দ্রব্য দ্বারা বায়ুর বৃদ্ধি করিলে, সঙ্গে সঙ্গে পিত্ত কফেরও কিছু ক্ষয় হয় তজ্জন্য জ্বরেরও মৃদুতা হইয়া থাকে, তখন সন্নিপাত জ্বর সহজ সাধ্য হয়। হীনপিত্তবাত শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতে তীক্ষ্ণ উষ্ণ কটু দ্রব্য দ্বারা পিত্তের বৃদ্ধি হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মার এবং তজ্জন্য জ্বরের অল্পতা হয় তখন পীড়া সুখসাধ্য হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যত্রও জানিবে। বাতোল্বণ সন্নিপাতে বায়ুর হ্রাস বা

বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাতে বাতপিত্তের হ্রাস দ্বারা সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসা করিবে। হীন ও উচ্ছ্রিত দোষজ সন্নিপাতের চিকিৎসা ক্রম উক্ত রূপ জানিবে। সমদোষজ সন্নিপাতে কফানুপূর্ব্বী অর্থাৎ প্রথমে কফের, পরে পিত্তের, তৎপরে বায়ুর চিকিৎসা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে মতভেদ আছে, সুশ্রুত বলেন—জ্বরে ও অতিসারে প্রথমে পিত্তের পরে কফের পশ্চাৎ বায়ুর প্রশম করিবে, কারণ জ্বরে তাপাধিক্য হেতু এবং অতিসারে মলের তারল্য হেতু পিত্তেরই আধিক্য দেখা যায়, শ্লেষ্মা তাহার অনুগত থাকে, অতএব প্রথমে পিত্তেরই প্রশমন করিবে। পরাশর বলেন—বায়ু পিত্ত ও কফ এই ক্রম সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ও ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বায়ুরই বলবত্তা লক্ষিত হয়, অতএব প্রথমে বায়ুরই চিকিৎসা করিবে কারণ নেতার পরাজয় হইলে সৈন্যগণেরও পরাজয় হইয়া থাকে। সমদোষজ সন্নিপাতে স্থানানুপূর্ব্বী চিকিৎসা যথা—প্রথমে আমাশয়স্থ দোষের পরে পক্বাশয়স্থ দোষের প্রতিকার করিবে। এ স্থলে স্থানের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও জ্বরকারি দোষ আমাশয়স্থ হইয়া জ্বর উৎপাদন করে বলিয়া অগ্রে আমাশয়স্থ দোষের জয় করিবে বলা হইল। এই প্রকারে সন্নিপাত জ্বরের দোষত্রয়ের চিকিৎসা করিয়া জ্বরের শান্তি করিবে)॥ ১৪৭

সন্নিপাত জ্বরের অবসানে কর্ণমূলে সুদারুণ শোথ জন্মে, সেই শোথ দ্বারা কেহ কখন মুক্তিলাভ করে। (ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে এই কর্ণমূলশোথ একবারে অসাধ্য নহে।) এই শোথ জন্মিবামাত্র জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ, ঘৃতপান, কফপিত্তঘ্ন প্রলেপ, নস্য ও কবল ধারণ এই সকল চিকিৎসা দ্বারা শীঘ্র তাহাকে জয় করিবে ॥ ১৪৮।১৪৯

শীত উষ্ণ স্নিগ্ধ রুক্ষ স্তম্ভন ও স্বেদনাদি ক্রিয়া সম্যক্ প্রয়োজিত হইলেও যাহার জ্বরের শান্তি না হয়, তাহার জ্বর শাখানুসারী অর্থাৎ রক্তগত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় তাহার বাহুদ্বয়ের শিরা ক্রমান্বয়ে বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিয়া দিবে অর্থাৎ যুগপৎ দুই বাহুর শিরাবেধ না করিয়া প্রথমে একটী বাহুর তৎপরে অপর বাহুর শিরা বিদ্ধ করিবে ॥ ১৫০

সততকাদি বিষমজ্বরে বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা (যাহা জ্বরশান্তির জন্য উক্ত হইল) করিবে এবং অতঃপর যে চিকিৎসা কথিত হইবে তাহাও করিবে ॥ ১৫১

পটোল, কট্‌কী, মুতা, হরীতকী ও যষ্টিমধু ইহাদের মধ্যে কোন ৩টী ৪টী বা ৫টী দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বিষম জ্বর নষ্ট হয় ॥ ১৫২

সততকাদি বিষমজ্বরে ত্রিফলা,হরীতকী,গুলঞ্চ অথবা পিপুল পৃথক্ ভাবে প্রয়োগ করিবে ॥১৫৩

অথবা জ্বরাগমন দিবসে রসায়নাধ্যুক্ত বিধানে গুড়ের সহিত ভেলার মুটী সেবন করাইবে কিংবা প্রথমে লঙ্ঘন বা বৃংহণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ১৫৪

বিষম জ্বরে প্রথমে তৈলের সহিত লশুন সেবন করিতে দিবে। রোগিকে ভোজনের পূর্ব্বে অথবা প্রাতঃকালে পুরাতন ঘৃত, দধি, দুগ্ধ বা তক্র কিংবা ক্ষয়চিকিৎসোক্ত ষট্‌পল ঘৃত, অথবা উন্মাদপ্রতিষেধোক্ত কল্যাণক ঘৃত, কিংবা অপস্মারপ্রতিষেধোক্ত পঞ্চগব্য ঘৃত বা কুষ্ঠচিকিৎসিতোক্ত তিক্ত ঘৃত অথবা রক্তপিত্তচিকিৎসিতোক্ত বাসক ঘৃত পান করাইবে ॥ ১৫৫

গব্য ঘৃত /৪ সের, দধি /৪ সের, ত্রিফলা কোল (বড় কুল) ও জয়ন্তী ইহাদের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—সাবর লোধের ত্বক্ এক সের। একত্র যথাবিধি পাক করিয়া পান করিবে। ইহা অতিশয় জ্বরনাশক ॥ ১৫৬

সুরা বা তীক্ষ্ণ মদ্যপান করিয়া অন্নের সহিত ময়ূর তিত্তিরি ও কুক্কুট মাংস অথবা মেধ্য ও উষ্ণবীর্য্য অন্য কোন মাংস প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিয়া সেই দিন দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে অথবা ভুক্তদ্রব্য বমন করিয়া ফেলিবে। অথবা অধিক পরিমাণে ঘৃত পান করিয়া তাহা বমন করিবে॥ ১৫৭।১৫৮

জ্বরাগমন দিবসে রোগিকে স্নেহ স্বেদ প্রদান করিয়া নীলবুহ্না, বনযমানী, তেউড়ী বা কট্‌কীর কাথ পান করাইবে॥ ১৫৯

বিষমজ্বরে মনছাল সৈন্ধব লবণ ও পিপুল তৈলের সহিত মিশাইয়া নয়নে তাহার অঞ্জন দিবে। (অঞ্জন শব্দে মাখানও বুঝায় অতএব ইহা চক্ষুতে মাখাইয়া দিবে)। হিং ব্যাঘ্রীর বসা ও সৈন্ধব লবণ কিংবা পুরাতন ঘৃত সৈন্ধব ও সিংহের বসা একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য দিবে। এই দুইটী নস্য বিষমজ্বরঘ্ন॥ ১৬০

গুগ্‌গুলু নিমপাতা বচ কুড় হরীতকী সর্ষপ যব ও ঘৃত ইহাদের ধূপ অথবা বিড়াল বিষ্ঠার ধূপ প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়॥ ১৬১

অপরাজিত ধূপ। গুগ্‌গুলু, গন্ধতৃণ, বচ, ধুনা, নিমপাতা, আকন্দপাতা, অগুরু ও দেবদারু ইহাদের ধূপ সকল জ্বরেই প্রয়োগ করিবে। ইহাকে অপরাজিত ধূপ কহে॥ ১৬২

চিত্তবৈকৃত রোগে (উন্মাদ অপস্মারাদিতে) ধূপ নস্য অঞ্জন ও ত্রাসোৎপাদন প্রভৃতি যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহা বিষমজ্বরে প্রয়োগ করিবে॥ ১৬৩

কেবল যে ধূপাদি দ্বারা জ্বর নষ্ট হয় তাহা নহে, দৈবব্যপাশ্রয় ঔষধ (যথা—মণিধারণ, মাঙ্গল্য কার্য্য, বলি, উপহার, প্রায়শ্চিত্ত, জপ দান স্বস্ত্যয়নাদি) দ্বারাও সকল প্রকার জ্বর বিশেষতঃ বিষমজ্বরের প্রশম হইয়া থাকে। কারণ বিষমজ্বর মাত্রেই ভূতাদি আগন্তু কারণের অনুবন্ধ থাকে॥ ১৬৪

উক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে বিষমজ্বরের শান্তি না হইলে যথাস্ব অর্থাৎ বাতাদি দোষানুসারে শিরাবেধ করিবে॥ ১৬৫

কেবল বায়ুজন্য বা বিস্ফোট কিংবা বিসর্প অথবা অভিঘাত জন্য জ্বরে ঘৃতপান, শীতল প্রলেপ, পরিষেক, মাংসরসের সহিত ভোজন এবং দোষানুসারে রক্তমোক্ষণাদি যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রযোজ্য॥ ১৬৬

গ্রহাবেশজনিত জ্বরে ভূতবিদ্যোক্ত বলি ও মন্ত্রাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে॥ ১৬৭

ওষধিগন্ধজন্য জ্বরে পিত্তনাশক এবং বিষজন্য জ্বরে বিষনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য॥ ১৬৮

ক্রোধশোকভয়াদি জন্য জ্বরে অভিমত ও মনোজ্ঞ বিষয় দান, হিতাহিত বিবেক ও বাতাদি-দোষানুসারে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে॥ ১৬৯

ক্রোধজজ্বর কামোপভোগ দ্বারা, কামজজ্বর ক্রোধ দ্বারা, ভয় ও শোক জন্য জ্বর কাম ও ক্রোধ দ্বারা এবং কাম ও ক্রোধ জন্য জ্বর ভয় ও শোক দ্বারা শান্তিপ্রাপ্ত হয়॥ ১৭০

মুনি ও পিত্রাদিকৃত অভিশাপ জন্য জ্বরে ও অথর্ব্ব মন্ত্রকৃত (অভিচারজ) জ্বরে দৈবাশ্রয় চিকিৎসা করিবে॥ ১৭১

ওষধিগন্ধাদিজনিত জ্বর প্রথমে কেবল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তাহাতে বাতাদি দোষের অনুবন্ধ

থাকে না, কিন্তু উৎপন্ন হইবামাত্র তাহারা বাতাদিদোষ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সেই সকল জ্বরে বাতাদি দোষানুসারে আহারাদি কল্পনা করিবে॥ ১৭২

বাতাদিদোষ ভিন্ন অন্য কারণে জাত জ্বর স্থায়ী হয় না, দীর্ঘকালস্থায়ী জ্বর মাত্রেই বাতাদি-দোষের সম্বন্ধ থাকে, অতএব দোষানুসারেই সেই সকল জ্বরে (ওষধিগন্ধাদিজনিত জ্বরে) আহারাদি কল্পনা করিবে॥ ১৭৩

জ্বরের কাল ও বেগ চিন্তা করিয়া যাহার জ্বর হয়, তাহার মনোহর বিষয় দ্বারা জ্বরকালের স্মৃতি নষ্ট করিয়া দিবে। অর্থাৎ মধুর সঙ্গীতাদি বা মনোমত বাক্য দ্বারা তাহাকে জ্বরের কালটা ভুলাইয়া দিবে তাহা হইলে আর জ্বর হইবে না॥ ১৭৪

মন শুদ্ধ অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদিশূন্য ও করুণার্দ্র হইলে সমস্ত জ্বর নষ্ট হয়॥ ১৭৫

জ্বরত্যাগের পর বললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যায়াম, স্নান, মৈথুন, গুরু অসাত্ম্য ও বিদাহি অন্ন এবং জ্বরকারক অন্য হেতু সমূহ ত্যাগ করিবে॥ ১৭৬

রোগী বিজ্বর হইলেও সহসা সর্ব্বপ্রকার অন্ন ভোজন করিবে না। কারণ জ্বর প্রশমিত হইলেও তাহা (সর্ব্বান্নভক্ষণে সহসা পুনরাবর্ত্তিত হইয়া) দুর্ব্বল ব্যক্তিকে শীঘ্র বিনাশ করিতে পারে॥ ১৭৭

যে হেতু জ্বর সদ্যঃপ্রাণনাশক, অতএব তাহার সেই সেই অবস্থায় (সাম পচ্যমান পক্ক জীর্ণ বিষমাদি অবস্থায়) তত্তৎ চিকিৎসা (লঙ্ঘন স্বেদন যবাগূ পাচন ক্ষীর ও সর্পিঃপানাদি) বিশেষভাবে করিবে॥ ১৭৮

ওষধি, মণি, সুমন্ত্র, সাধু গুরু ব্রাহ্মণ ও দেবতাদিগের পূজা এবং মনের প্রীতিকর বিষয় সকল বিষ্ণুকৃত উগ্রজ্বরও নষ্ট করে, ইহাদের দ্বারা অপচারাদি-জনিত জ্বর যে অবশ্য নষ্ট হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ১৭৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিতস্থানে জ্বরচিকিৎসিতনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(রক্তপিত্ত-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা রক্তপিত্ত চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন।

বলবান্ পুরুষের রক্তপিত্ত যদি মুখনাসাদি ঊর্দ্ধমার্গপ্রবৃত্ত, অল্পবেগবিশিষ্ট, কফানুবল, অচিরোৎপন্ন, সুখকরকালে অর্থাৎ ব্যাধিবিপরীত হেমন্ত বা শিশির ঋতুতে জাত ও বিকৃতি বিজ্ঞানীয়াধ্যায়োক্ত উপদ্রব রহিত হয়, তাহা হইলে সাধ্য জানিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে। (ইহার বিপরীতলক্ষণাক্রান্ত রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধগ হইলেও অসাধ্য হইয়া থাকে)॥ ১

গুহ্যাদি অধোমার্গ প্রবৃত্ত রক্তপিত্ত যাপ্য এবং দোষদ্বয়ানুগত রক্তপিত্ত (ঊর্দ্ধগ বা অধোগ) যাপ্য॥ ২

ঊর্দ্ধগ অধোগ বা একদোষানুগ রক্তপিত্ত যদি সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইয়া পুনর্ব্বার প্রকুপিত হয়, তাহা হইলে তাহা ত্যাজ্য জানিবে। আর যে রক্তপিত্ত একমার্গ হইতে অন্যমার্গগামী হয় অর্থাৎ ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত অধোগ বা অধোগ রক্তপিত্ত যদি ঊর্দ্ধগামী হয় তাহা হইলে তাহাকে বর্জ্জন করিবে। (চন্দ্রিকামতে অধোগ রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধগামী হইলে যাপ্য হইয়া থাকে)। যে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে ঊর্দ্ধমার্গদ্বারা বা অধোগরক্তপিত্তে অধোমার্গ দ্বারা অতিশয় রক্ত প্রবৃত্ত হয় তাহা এবং ত্রিদোষজাত রক্তপিত্ত, যুগপদ্ উভয়মার্গ প্রবৃত্ত রক্তপিত্ত ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির রক্তপিত্ত অসাধ্য ॥ ৩

বলবান্ ও বহুদোষাক্রান্ত ব্যক্তির সন্তর্পণজনিত ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত বিরেচন দ্বারা এবং অধোগ রক্তপিত্ত বমন দ্বারা চিকিৎসা করিবে। দুর্ব্বল ও অল্প দোষযুক্ত ব্যক্তির অপতর্পণজনিত ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত শমন দ্বারা ও অধোগ রক্তপিত্ত বৃংহণ দ্বারা চিকিৎসা কর্ত্তব্য। বৃংহণ বা শমন দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইলে রোগী লঙ্ঘনার্হ কি বৃংহণ যোগ্য তাহা দেখিতে হইবে। কারণ লঙ্ঘনোৎপন্ন অধোগ রক্তপিত্তও শমন দ্বারা এবং বৃংহণোৎপন্ন ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তও লঙ্ঘন দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয় ॥ ৪

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে তিক্ত ও কষায় রস, উপবাস ও শুণ্ঠী রহিত ষড়ঙ্গপানীয় পান এইগুলি শমন। অধোগ রক্তপিত্তে বৃংহণ মধুর রস হিতকর। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে প্রথমে তর্পণ ও অধোগ রক্তপিত্তে পেয়া প্রদান করিবে ॥ ৫—৭

রক্তপিত্ত রোগে যদি রোগির বল ও ভোজন শক্তি থাকে তাহা হইলে প্রবৃত্ত দুষ্টরক্ত স্তম্ভন করিবে না। কারণ দুষ্ট রক্ত ধৃত হইলে শিরাব্যধবিধ্যুক্ত বিসর্প বিদ্রধি প্লীহাদি রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর রোগী যদি দুর্ব্বল ও আহারে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার দুষ্ট রক্তও শীঘ্র বন্ধ করিবে। কারণ দুষ্টরক্ত স্তম্ভিত না করিলে তাহা অগ্নির ন্যায় আশু মারক হইয়া থাকে ॥ ৮

তেউড়ী ও কৃষ্ণমূলা তেউড়ীর কাথ ও কল্ক এবং চিনি যথাবিধি ইহাদের অবলেহ প্রস্তুত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় রক্তপিত্ত রোগিকে লেহন করাইবে ॥ ৯

তেউড়ী, ত্রিফলা, শ্যামমূলা তেউড়ী, পিপুল, চিনি ও মধু ইহাদের মোদক প্রস্তুত করিয়া তাহা সেবন করিলে সন্নিপাতজ ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত শোথ ও জ্বর নষ্ট হয়। অথবা তেউড়ী চূর্ণ ১ভাগ, চিনি ১ ভাগ ও পিপুল চূর্ণ সিকি ভাগ একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে উক্তরূপ ফল পাওয়া যায় ॥ ১০

অধোগ রক্তপিত্তের চিকিৎসা কথিত হইতেছে—অধোগ রক্তপিত্তে রোগী বমনার্হ হইলে তাহাকে ময়নাফল চূর্ণ সংযুক্ত তর্পণ মধু ও চিনি সহ পান করাইয়া বমন করাইবে। অথবা চিনি মিশ্রিত জল, মধু সংযুক্ত জল, যষ্টিমধুর কাথ, দুগ্ধ বা ইক্ষুরস ইহাদের কোন একটীর সহিত মদনফল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা পান করিতে দিবে ॥

এইরূপে ঊর্দ্ধগ ও অধোগ রক্তপিত্তাক্রান্ত ব্যক্তিকে যথাক্রমে বিরেচন ও বমন দ্বারা শুদ্ধ করিয়া বলরক্ষাপূর্ব্বক যথাবিধি মন্থ ও পেয়া প্রভৃতি (ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে মন্থ ও অধোগ রক্তপিত্তে পেয়া) প্রয়োগ করিবে ॥ ১১।১২

জ্বরচিকিৎসিতোক্ত দ্রাক্ষাদিগণ সাধিত মন্থ অথবা পিত্তঘ্ন ফল (দ্রাক্ষা আমলকী গাম্ভারী

প্রভৃতি) কৃত মদ্য কিংবা খর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, ফলসা, মধু ও চিনি এই পঞ্চ দ্রব্যে কৃত পঞ্চসারাখ্য মদ্য বা লাজশক্তু, কৃত ও ঘৃত মিশ্রিত মদ্য রক্তপিত্তরোগিকে সেবন করাইবে। রোগী যদি মন্দাগ্নি ও অম্লাভিলাষী হয় তাহা হইলে উক্ত মদ্য দাড়িম বা আমলকীর রসে অম্ল করিয়া প্রদান করিবে॥ ১৩।১৪

অধোগ রক্তপিত্তে প্রথমে পেয়া প্রদেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে পেয়া কথিত হইতেছে—কমল ও উৎপলের কেশর, চাকুলে ও প্রিয়ঙ্গু ; বেণামূল, শাবর লোধ, শুঁঠ ও রক্তচন্দন ; বালা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ ও দুরালভা ; এই অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোক বিহিত দ্রব্য দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিবে। অপর, চিরতা বেণার মূল ও মুতা ; মসূর কলাই ও চাকুলে ; শালপাণি ও মুগ ; এবং বেড়েলা, ঘৃত ও মটর কলায় ; পাদ শ্লোকোক্ত এই কয়টী যোগের সহিত পেয়া পাক করিয়া পান করাইবে॥ ১৫—১৭

শীতবীর্য্য জাঙ্গল মাংস (শশাদির মাংস), পূর্ব্বোক্ত পেয়াপযোগি দ্রব্যের সহিত পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া সেই মাংসরসে যবাগূ প্রস্তুত করিবে। এই শীতবীর্য্য যবাগূ চিনি ও মধু সহ আহার করিতে দিবে। উক্তরূপে সাধিত মাংসরসও শর্করামিশ্রিত ও ঘৃত সন্তুলিত করিয়া পান করিতে দিবে। রোগী যদি অম্লার্থী হয় তাহা হইলে এই মাংসরস দাড়িম আমলকী প্রভৃতির রসে ঈষদম্ল করিয়া দিবে নতুবা অনম্লই প্রদান করিবে॥ ১৮।১৯

আলকুশীর বীজ ও শাক এবং অন্নস্বরূপবিজ্ঞানীয়াধ্যায়োক্ত শীতবীর্য্য ও লঘু অন্ন রক্তপিত্ত রোগে প্রশস্ত॥ ২০

রক্তপিত্ত রোগে শুণ্ঠীরহিত ষড়ঙ্গপানীয়, বা স্বল্প পঞ্চমূলসিদ্ধ জল, অথবা সিদ্ধ শীতল জল বা মধু মিশ্রিত জল কিংবা দ্রাক্ষাদি পিত্তঘ্ন ফল সাধিত জল পানার্থ প্রদান করিবে॥ ২১

রক্তপিত্তরোগে মল বদ্ধ থাকিলে বেতোশাকের সহিত শশমাংস, বায়ুর আধিক্য থাকিলে যজ্ঞ ডুমুরের কাথের সহিত তিত্তিরি মাংস, পাকুড়ের কাথের সহিত ময়ূর মাংস অথবা বটের কাথের সহিত কুক্কুট মাংস পাক করিয়া রোগিকে খাওয়াইবে॥ ২২

যাহা কিছু রক্তপিত্তের কারণ অর্থাৎ যেরূপ আহার বিহার সেবনে রক্তপিত্ত রোগ জন্মে—তৎসমুদয় ত্যাগ করিবে॥ ২৩

প্রিয়ঙ্গু, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, গোধা (পাঠান্তরে—লোধ), রসাঞ্জন ও মধু বাসকের রসের সহিত সেবন করিলে অথবা বাসকের রস চিনি ও মধু সহ, বা কেবল বাসকের রস কিংবা বাসকের কাথ পান করিলে সদ্যঃ রক্তপিত্তের শান্তি হয়। কারণ বাসক দ্বারা সদ্যো রক্তবন্ধ হয়, ইহা রক্তপিত্তের শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ২৪।২৫

পটোল, মালতী (পাঠান্তরে—আমলকী), নিম, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ ; লোধ, বাসক, নটেশাক, কৃষ্ণমৃত্তিকা ও কাঠমল্লিকা ; শতমূলী, অনন্তমূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ও যষ্টিমধু ; এই অর্দ্ধশ্লোক সমাপ্ত তিনটি যোগের কাথ মধু ও চিনি সহ পান করিলে রক্তপিত্তের শান্তি হয়॥ ২৬।২৭

পলাশ ছালের কাথ সুশীতল ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া অথবা গো ও অশ্বের পুরীষের রস মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত নিবারিত হয়॥ ২৮

রক্তপিত্তের রক্ত যদি গ্রথিত (গাঁট্ গাঁট্) হয়, তাহা হইলে পারাবতের বিষ্ঠা মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। রক্ত অতিপ্রবৃত্ত হইলে মধুর সহিত জাঙ্গল পশুর রক্ত অথবা ছাগলের আম (কাঁচা) যকৃৎ, পিত্তের সহিত খাওয়াইবে ॥ ২৯।৩০

চন্দন, বেণামূল, মুতা, খৈ, মুগ, পিপুল ও যব এই সকল দ্রব্য পূর্ব্বদিন বেড়েলার জলে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে তাহা ছাঁকিয়া সেই হিমকষায় পান করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট হয় ॥ ৩১

চন্দন পদ্ম বেণার মূল সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ও ভৃষ্ট মৃত্তিকা কুট্টিত করিয়া শীতল জলে ভিজাইবে। পরে সেই স্বচ্ছ জল চিনি ও মধু সহ পান করিলে রক্তের অতিপ্রবৃত্তি নষ্ট হয় অর্থাৎ ইহাতে প্রবল রক্ত বন্ধ হয় ॥ ৩২

ইক্ষু খণ্ড সকল কুটিয়া নূতন হাঁড়িতে জলে ভিজাইবে, সমস্ত রাত্রি তাহা অনাবৃত স্থানে যত্ন পূর্ব্বক রাখিবে, যেন ক্রিমি কীটাদি দ্বারা দূষিত না হয়। পর দিন প্রাতঃকালে তাহা সিদ্ধ করিয়া সেই জলে মধু দ্রাক্ষা ও বিকসিত পদ্মপুষ্প চাপা দিয়া রাখিবে। এই জল পান করিলে পূর্ব্ববৎ ফল পাওয়া যায় ॥ ৩৩

পিত্তজ্বরে যে সকল কষায় উক্ত হইয়াছে, তাহা রক্তপিত্তেও প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪

এই সকল নানাপ্রকার কষায় পান দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত ও কফ বিজিত হইলে যদি রক্তপিত্ত প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে সেই বাতপ্রধান রক্তপিত্তে পঞ্চগুণ জল সহ সিদ্ধ ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ পান করিতে দিবে। অথবা স্বল্প পঞ্চমূল সহ সিদ্ধ গব্যদুগ্ধে চিনি ও মধু মিশাইয়া তাহা পান করাইবে। কিংবা জীবক ঋষভক দ্রাক্ষা বেড়েলা গোক্ষুর ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের সহিত পৃথক্ ভাবে গব্য দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত অথবা চিনি মিশাইয়া পান করিতে দিবে। গোক্ষুর ও শতমূলীর সহিত অথবা শালপাণি, চাকুলে, মুগানি ও মাষাণি ইহাদের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে শীঘ্র বেদনা যুক্ত রক্তপিত্ত বিশেষতঃ মূত্রমার্গজ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় ॥ ৩৫—৩৮

মলমার্গগত রক্তপিত্তে মোচরসের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান বিশেষ হিতকর। ইহাতে বটের ঝুরি বা প্রথমোদ্ভূত মুকুল সদৃশ অঙ্কুর সহ কিংবা শুঁঠ বালা ও নীলোৎপলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পানও প্রশস্ত ॥ ৩৯

রক্তপিত্তে রক্তাতিসার ও রক্তার্শের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ রক্তাতিসারে ও রক্তার্শে যে চিকিৎসা বিহিত, তাহা রক্তপিত্তে প্রয়োগ করিবে ॥ ৪০

রক্তপিত্ত রোগী দুগ্ধের সহিত পূর্ব্বোক্ত কষায় সকল পান করিয়া দুগ্ধের সহিতই অন্ন ভোজন করিবে। অথবা কষায়োক্ত যোগ দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিবে ॥ ৪১

বাসাদ্য ঘৃত বা বৃষঘৃত।

মূল ও পল্লবাদিযুক্ত বাসক কুট্টিত করিয়া আট গুণ জলে পাক করিবে এবং অষ্টাংশ অবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ ও বাসক পুষ্পের কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে ইহাতে মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে রক্তপিত্ত পিত্তগুল্ম জ্বর শ্বাস কাস হৃদ্রোগ কামলা তিমির ভ্রম বীসর্প ও স্বরভঙ্গ নষ্ট হয় ॥ ৪২।৪৩

পালাশ ঘৃত ও ত্রায়মাণাদ্য ঘৃত।

পলাশবৃন্তের স্বরস ও কল্ক সহ অথবা বলাডুমুরের কাথ ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া শীতল অবস্থায় তাহা মধু সহ সেবন করিলে রক্তপিত্তের শান্তি হয়॥ ৪৪

রক্তপিত্তের রক্ত যদি শিমুলের রসের ন্যায় পিচ্ছিল, কফযুক্ত, গ্রন্থিসদৃশ ও কণ্ঠমার্গগত হয়, তাহা হইলে নীলোৎপল নালের ক্ষার মধু ও ঘৃত সহ লেহন করাইবে। পদ্মরেণু প্রিয়ঙ্গুরেণু বা মৌল ফুলের রেণু পৃথক্ ভাবে মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলেও উক্তবিধ রক্তপিত্তের শান্তি হয়॥ ৪৫।৪৬

গুহ্যদেশ দিয়া রক্তস্রাব হইলে বিশেষভাবে বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৪৭

নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইলে নস্য প্রয়োগ করিবে। ইহাতে দুগ্ধ ও ইক্ষু প্রভৃতির রসে আপ্লুত পূর্ব্বোক্ত বাসকাদি কষায়, চিনি সংযুক্ত দুগ্ধাদি (আদিপদে মাংস রস ঘৃতাদি), চিনি মিশ্রিত জল বা কেবল জল, দাড়িম্বপুষ্পের রস, কচি আম্রফলের রস কিংবা দূর্ব্বার রস নস্যার্থ হিতকর॥ ৪৮।৪৯

রক্তপিত্ত রোগে প্রলেপ ও অভ্যঙ্গাদি কার্য্যে শীতবীর্য্য দ্রব্য সমূহ প্রয়োগ করিবে॥ ৫০

পিত্তজ্বরে এবং ক্ষত ও ক্ষীণ রোগে, বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগার্থ যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, তাহা রক্তপিত্তে হিতকর॥ ৫১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিতস্থানে রক্তপিত্ত চিকিৎসিত নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

(কাসচিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা কাসচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন।

কেবল বাতজ (দোষান্তরসংসর্গরহিত) কাস প্রথমে বাতঘ্ন ভেষজ সিদ্ধ স্নেহ প্রয়োগ, স্নিগ্ধ পেয়া মুদ্গাদি যূষ ও মাংস রসাদি পথ্য প্রদান, লেহ, ধূমপান, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, পরিষেক ও অবগাহন এই সকল প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ইহাতে মল ও বায়ু বিবদ্ধ থাকিলে বস্তি প্রয়োগ করিবে। পিত্তান্বিত বাতজ কাসে ভোজনের পর ঘৃতপান ও দুগ্ধ সহ ভোজন করাইবে। কফযুক্ত বাতজ কাসে স্নেহ বিরেচন প্রয়োগ করিবে॥ ১।২

স্নেহ কথিত হইতেছে—গুলঞ্চ ও কণ্টকারী প্রত্যেক ত্রিশ পল (৩৷০ সের), ইহাদের রস বা কাথ সহ ⁄৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাতজ কাসের শান্তি ও অগ্নির দীপ্তি হয়॥ ৩

ঘৃত ⁄৪ সের। দশমূলের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—যবক্ষার, রাস্না, বচ, হিঙ্গু, আকনাদি, যষ্টিমধু, ধনে, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ প্রত্যেক ১ তোলা; যথাবিধি পাক করিয়া পান করিবে এবং মণ্ড অনুপান করিবে। ইহাতে কাস শ্বাস হৃদ্রোগ পার্শ্ববেদনা গ্রহণীরোগ ও গুল্ম নিবারিত হয়॥ ৪।৫

ঘৃত ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কাথার্থ—রাস্না দশমূল ও শতমূলী প্রত্যেক ১ পল, কুলথকলাই, কুল ও যব প্রত্যেক এক সের, ছাগমাংস ৬।০ সওয়া ছয় সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবনীয়গণ (জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু) প্রত্যেক ১ পল। যথানিয়মে পাক করিবে। দেশ কাল ও রোগির বলাবল বিবেচনা করিয়া বাত রোগে পান নস্য ও বস্তি কার্য্যে এই ঘৃত প্রয়োগ করিলে পঞ্চবিধ কাস, শিরঃকম্প, যোনিবেদনা ও বঙ্ক্ষণ বেদনা, সর্ব্বাঙ্গগত ও একাঙ্গগত রোগ, প্লীহা এবং ঊর্দ্ধগ বায়ুরোগের শান্তি হয়॥ ৬—৮

বিদার্য্যাদিগণের কাথ ও কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে কাস নষ্ট হয়॥ ৯

অশোকবীজ, ক্ষবক (অপামার্গ বা হাঁচুটী), বিড়ঙ্গ, সৌবীরাঞ্জন, পদ্মকাষ্ঠ ও বিট্‌লবণ ইহাদের কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে অথবা অশোকবীজাদির চূর্ণ ঘৃত সহ লেহন করিয়া ছাগ দুগ্ধ অনুপান করিলে কাসাদির শান্তি হয়॥ ১০

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, রাস্না, পিপুল, হিং, সৈন্ধবলবণ, বামুনহাটী ও যবক্ষার ইহাদের চূর্ণ, উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃতের সহিত সেবন করিলে কফান্বিত বাতজ কাস শ্বাস হিক্কা ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়॥ ১১

দুরালভা, শুঁঠ, শঠী, দ্রাক্ষা, চিনি (মিছরী) ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ তৈলের সহিত বাতজ কাসে লেহন করিবে॥ ১২

বাতজ কাসে দুরালভা, পিপুল, মুতা, বামুনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী; ইহাদের চূর্ণ অথবা পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ কিংবা বামুনহাটী ও শুঁঠ চূর্ণ পুরাতন গুড় ও তৈলের সহিত লেহন করাইবে॥ ১৩

ইহাতে পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত, চিনি ও শুঁঠ চূর্ণ দধির মাতের সহিত, অথবা পিপুল ও প্রিয়ঙ্গু চূর্ণ দধির সহিত সেবন করিবে॥ ১৪

অথবা কুলের আঁঠির মজ্জা কিংবা ঘৃত ভর্জ্জিত পিপুলের কল্ক সৈন্ধবযুক্ত করিয়া, মস্তু দধি বা দধির মাতের সহিত সেবন করিবে॥ ১৫

কাসরোগী ও পীনস রোগী বিধিপূর্ব্বক স্নৈহিক ধূম পান করিবে এবং দুগ্ধ বা মাংস রসের সহিত ভোজন পূর্ব্বক হিক্কা রোগোক্ত বা শ্বাসোক্ত ধূম পান করিবে॥ ১৬

গ্রাম্য (ছাগাদি), আনূপ (বরাহাদি) ও ঔদক (কচ্ছপাদি) মাংস রস সহ অথবা মাষকলাই ও আলকুশী বীজের যূষের সহিত দেশ কালাদি সাত্ম্যানুসারে শালিতণ্ডুল যব গম বা ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাইবে॥ ১৭

যোয়ান, পিপুল, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, চিতা, রাস্না, জীরা, চাকুলে, শটী, পলাশ ও পুষ্করমূল ইহাদের সহিত যথাবিধি পেয়া পাক করিয়া তাহা ঘৃতাদি দ্বারা স্নিগ্ধ, দাড়িমাদি রসে অম্ল ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিবে। এই পেয়া বাতজ কাস রোগিকে পান করাইলে তাহার কটী হৃদয় পার্শ্ব ও কোষ্ঠে বেদনা, শ্বাস ও হিক্কার শান্তি হয়॥ ১৮।১৯

বাতকাসার্ত্ত রোগিকে দশমূল কাথ সাধিত পেয়া পঞ্চকোল চূর্ণ ও গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। অথবা দুগ্ধ সংস্কৃত পেয়া তিল ও সৈন্ধব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা মৎস্য কুক্কুট বা বরাহ মাংসের সহিত পেয়া পাক করিয়া তাহা ঘৃত ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে॥ ২০।২১

বেতোশাক, কাকমাচীশাক, কালকাসিন্দার পত্র (কেহ বলেন বামুনহাটীর পত্র), সুষুণিশাক, কণ্টকারীর ফল ও পত্র, কচি ও শুষ্ক মূলা, তৈলাদি স্নেহ, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও গুড়জাত খাদ্য, দধির মাত, আরনাল, অম্লফলের রস (কেহ ফলাম্ল শব্দের কাঁজিবিশেষ অর্থ করেন) ও মদ্য এই সকল দ্রব্য বাতজ কাসরোগে সুপথ্য অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য বাতজকাসে প্রায়ই উপযোগী ॥ ২২।২৩

কফান্বিত পিত্তকাসে ঘৃত পান করাইয়া বমন করাইবে অথবা অবস্থাভেদে ময়নাফল, গাম্ভার ও যষ্টিমধুর কাথ পান দ্বারা কিংবা ময়নাফল ও যষ্টিমধুর কল্ক ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুরসের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে ॥ ২৪

পিত্তকাসে শ্লেষ্মা পাত্‌লা হইলে মধুররসের সহিত এবং ঘন হইলে তিক্তরসের সহিত তেউড়ী চূর্ণ পান করাইয়া বিরেচন করাইবে ॥ ২৫

বমন বিরেচনাদি দ্বারা হৃতদোষ ব্যক্তি শীতল মধুর ও স্নিগ্ধ সংসর্জ্জন ক্রম এবং কফ ঘন থাকিলে শীতল রুক্ষ ও তিক্তরসযুক্ত সংসর্জ্জন সেবন করিবে। (বিরেচনের পর পেয়াদিক্রমে পথ্য দেওয়াকে সংসর্জ্জন কহে) ॥ ২৬

পিত্তজকাসে চিনি আমলকী মধু দ্রাক্ষা চন্দন ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্যে কৃত অবলেহ, কফান্বিত পিত্তকাসে মুতা ও মরিচকৃত লেহ, বাতযুক্ত পিত্তকাসে সঘৃত লেহ এবং দ্রাক্ষা ৫০টী, পিপুল ৩০টী ও চিনি ৵০ পোয়া এই সকল দ্রব্যে প্রস্তুতীকৃত লেহ মধুর সহিত লেহন করিবে, অথবা দুগ্ধপায়ী গোবৎসের পুরীষের রস পান করিবে ॥ ২৭।২৮

দারুচিনি, এলাচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দ্রাক্ষা, পিপুলমূল, পুষ্করমূল, খৈ, মুতা, শটী, রাস্না, আমলকী, বহেড়া, চিনি, মধু ও ঘৃত এই সকল দ্রব্যে যথাবিধি অবলেহ প্রস্তুত করিয়া লেহন করিলে কাস ও হৃদ্রোগ নষ্ট হয় ॥ ২৯

পিত্তজকাসে কফ ঘন থাকিলে মধুর জাঙ্গল মাংস রস, মুদ্গকুলথাদির যূষ ও তিক্তশাকের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় যব শ্যামাধান্য ও কোদোধান্যের অন্ন এবং তিক্তদ্রব্যযুক্ত ও মধুমিশ্রিত লেহ হিতকর ॥ ৩০

পিত্তজকাসে কফ পাত্‌লা থাকিলে শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন মাংসরসের সহিত হিতকর। অনুপানার্থ চিনি ভিজান জল, দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস ও দুগ্ধ প্রশস্ত ॥ ৩১

পিত্তকাসে কাকোলী, বৃহতী, মেদা, মহামেদা, বাসক ও শুঁঠ এই সকল ঔষধের সহিত মাংসরস দুগ্ধ পেয়া ও যূষ কল্পনা করিবে ॥ ৩২

দ্রাক্ষা, পিপুল ও তৃণপঞ্চমূল (কুশ কাশ শর কৃষ্ণইক্ষু ও বেণা এই পাঁচটার মূলকে তৃণপঞ্চমূল কহে), চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, সেই কাথের সহিত সমভাগ দুগ্ধ পাক করিবে। দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। অথবা সেই কাথে পেয়া পাক করিয়া তাহা শীতল হইলে মধুসহ পান করিবে ॥ ৩৩

শটী, বালা, বৃহতী, শর্করা ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া সেই রস ঘৃতপ্লুত করিয়া পান করিবে ॥ ৩৪

শর্করা জীবক মুগানি মাষাণি ও দুরালভা এই সকলের কল্ক ও আটগুণ দুগ্ধসহ ঘৃত পাক

করিবে। সেই ঘৃত পান ভোজন ও অবলেহে প্রয়োগ করিলে অথবা শর্করাদি দ্রব্যের চূর্ণ বা কাথ পান করিলে পিত্তজ কাসের শান্তি হয়॥ ৩৫।৩৬

কফকাস পীড়িত ব্যক্তি দেবদারু কাষ্ঠ অগ্নিতে প্রদীপিত করিলে তাহা হইতে যে তৈল নিঃসৃত হইবে, সেই তৈল ত্রিকটু ও যবক্ষারচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রথমে পান করিবে॥ ৩৭

স্নেহপানানন্তর কফকাসার্ত্ত রোগী স্নিগ্ধ হইলে তাহার যদি বল থাকে তাহা হইলে যুক্তিপূর্ব্বক (যাহাতে রোগির বলক্ষয় না হয় এরূপভাবে) তীক্ষ্ণ বিরেচন দ্বারা ঊর্দ্ধ বিরেচন (বমন) অধো-বিরেচন (ভেদন) ও শিরোবিরেচন করাইবে এবং তাহাকে পেয়াদিক্রমে পথ্য দিবে। যব মুগ কুলথ কৃত অন্ন, উষ্ণ রুক্ষ ও প্রভৃত কটুরস দ্রব্য, কাসমর্দ্দ (কালকাসিন্দা), বেগুন, কণ্টকারী, যবক্ষার ও পিপুল, জাঙ্গল ও বিলেশয় মাংসরস এবং তিল, সর্ষপ ও নিমের তৈল এই সকল দ্রব্যও প্রয়োগ করিবে॥ ৩৮।৩৯

কফজকাসে দশমূলের কাথ, গরমজল, মদ্য বা মধু মিশ্রিত জল পানার্থ দিবে। অথবা পুষ্করমূল, সোন্দালমূল ও পটোলমূল রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে সেই জল ছাঁকিয়া মধুসহ পান করিতে দিবে। কিংবা এই জল ভোজনের আদি মধ্য ও অন্ত এই তিন সময়ে পান করাইবে॥ ৪০

কফজকাসঘ্ন তিনটী লেহ। পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ ও বহেড়া; ময়ূর ও কুক্কুটের পুচ্ছের মসী ও যবক্ষার; রাখালশসা, পিপুলমূল ও তেউড়ী এই তিনটী যোগ মধুর সহিত লেহন করিলে কফজ কাসের শান্তি হয়॥ ৪১।৪২

কফজকাসে মধুর সহিত মরিচ চূর্ণ বা অগুরুচূর্ণ অথবা কণ্টকারী, বার্ত্তাক, ভৃঙ্গরাজ, কাসমর্দ্দ, অশ্বপুরীষ কিংবা কৃষ্ণতুলসী ইহাদের কোন একটীর রস পান করিতে দিবে॥ ৪৩

দেবদারু, শটী, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও দুরালভা; পিপুল, শুঁঠ, মুতা, হরীতকী, আমলকী ও চিনি; খৈ, শর্করা, ঘৃত ও ধাত্রীফলোদ্ভবা শৃঙ্গী (এস্থলে কেহ বলেন কাঁকড়াশৃঙ্গী ও আমলকী, কেহ বলেন আমলকীর প্রকার ভেদমাত্র); মধু ও তৈল সহ এই তিনটী লেহ বাতানুগ কফজকাসে প্রয়োগ করিবে॥ ৪৪।৪৫

দাড়িমাদ্যচূর্ণ।

দাড়িমচূর্ণ ২ পল (একপোয়া), গুড় একসের, ও ত্রিকটু তিন পল একত্র মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে পীনস শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। এই দাড়িমাদ্যচূর্ণ রুচিকারক, অগ্নিদীপক ও স্বরবর্দ্ধক॥ ৪৬

গুড় ১৬ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা ও দাড়িম ৮ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে পূর্ব্ববৎ গুণকারী হয়॥ ৪৭

জ্বরচিকিৎসিতোক্ত পথ্যাদি পাচন কাঁকড়াশৃঙ্গীর চূর্ণ সহ সেবন করিলেও পূর্ব্ববৎ ফল পাওয়া যায়॥ ৪৮

যোয়ান, তেউড়ী, রাখালশসা, মুতা ও পুষ্করমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্র অথবা জলে কাথ করিয়া তাহা পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিলে কফজনিত কাস প্রশমিত হয়॥ ৪৯

পিপ্পলীর কল্ক ২ তোলা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা তৈলে সাঁতলাইয়া কুলথ কলায়ের কাথের সহিত পান করিলে কফকাস নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৫০

ঘৃত /৪ সের ; দশমূলের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—পুষ্করমূল, শটী, বেলছাল, তুলসী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হিং প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিবে এবং পেয়া অনুপান করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাতশ্লেষ্মজ রোগ নষ্ট হয়॥ ৫১

নিসিন্দা পত্রের রসের সহিত ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে কাসের শান্তি হয়॥ ৫২

বিড়ঙ্গের কাথে এবং শুঁঠ মরিচ ও পিপুলের কল্কে যথাবিধি পক্ক ঘৃত কাসঘ্ন॥ ৫৩

ঘৃত /৪ সের, পুনর্নবা, শিবাটিকা (বংশপত্রী), সরল কাষ্ঠ, কালকাসিন্দা, গুলঞ্চ, পটোলপত্র, বৃহতী ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী ইহাদের স্বরস বা কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে কাস, বিষমজ্বর, ক্ষয়রোগ ও অর্শোরোগের কোন ভয় থাকে না॥ ৫৪

কণ্টকারী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, ফল মূল ও পত্রসহ কণ্টকারীর রস বা কাথ /১৬ সের। কল্কার্থ—বেড়েলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, শটী, দাড়িম, সচল লবণ যবক্ষার, মূলা, আমলকী, পুষ্কর মূল (কুড়), শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, হরীতকী, যোয়ান, চিতা, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, চৈ, রক্তপুনর্নবা, দুরালভা, অম্লবেতস, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁই আমলা, বামুনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর, মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই কণ্টকারী ঘৃত সর্ব্বপ্রকার কাস শ্বাস ও হিক্কারোগে প্রশস্ত॥ ৫৫—৫৮

কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ।

কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ। কণ্টকারী ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৪ দ্রোণ, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, গুলঞ্চ, চিতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, মুতা, পিপুলমূল ও দুরালভা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক এক ছটাক পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে এবং ঘৃত /২ সের ও মিছরী /৫ সের ইহার সহিত মিশাইবে। একত্র পাক করিয়া হাতায় লাগে এরূপ গাঢ় হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে পিপুল চূর্ণ, বংশলোচন ও পুরাতন মধু প্রত্যেক অর্দ্ধসের পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। এই লেহ গুল্ম, হৃদ্রোগ, অর্শঃ, শ্বাস ও কাস নিবারক॥ ৫৯—৬২

কফজ কাসে শমন ধূম পান করিবে কিন্তু কফ ঘন হইলে শোধন ধূম পান করিতে হইবে॥৬৩

শোধন ধূম। মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মুতা ও ইঙ্গুদীছাল ইহাদের ধূম সূত্রস্থানোক্ত কাসঘ্ন বিধানানুসারে পান করিয়া নিষ্ঠীবনের পর গুড়যুক্ত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে বহুদিন জাত বাতশ্লেষ্মপ্রধান কাস অচিরাৎ নষ্ট হয়॥ ৬৪।৬৫

কফজকাসে যদি পিত্তানুবন্ধজন্য তমক শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অবস্থা বুঝিয়া তাহাতে পিত্তকাস চিকিৎসা করিবে॥ ৬৬

কাসরোগে বায়ু যদি কফানুবন্ধ হয় তাহা হইলে কফকাসঘ্নী চিকিৎসা এবং বায়ু ও কফ পিত্তানুবন্ধ হইলে পিত্তকাসনাশনী চিকিৎসা বিধান করিবে॥ ৬৭

বাতশ্লেষ্মকাস শুষ্ক হইলে তাহাতে স্নিগ্ধ ক্রিয়া এবং আর্দ্র হইলে রুক্ষ চিকিৎসা করিতে হইবে ; কিন্তু পিত্তযুক্ত কফকাসে তিক্তসংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৬৮

উরঃক্ষত-চিকিৎসা।

কাসরোগে উরঃক্ষত হইলে (কাস বেগে বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে ক্ষত হইলে) লাক্ষাচূর্ণ মধু সহ মিশাইয়া তাহা দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে শালি তণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধ ও চিনি সহ আহার করিবে ॥ ৬৯

উরঃক্ষত রোগির পার্শ্ব ও বস্ত্যাদি স্থানে বেদনা থাকিলে ও জাঠর অগ্নি মন্দ হইলে তাহাকে লাক্ষাচূর্ণ মদ্যের সহিত এবং তরল মলভেদ হইলে মুতা আতইচ আকনাদি ও কুড়চির কাথের সহিত (লাক্ষাচূর্ণ) পান করিতে দিবে ॥ ৭০

উরঃক্ষতরোগির অগ্নির দীপ্তি থাকিলে তাহাকে লাক্ষা, ঘৃত, মোম, জীবনীয়গণ, চন্দন ও বংশলোচন এই সকল দ্রব্য সহ দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা পান করিতে দিবে।

ইক্ষুবালিকা, মৃণালগ্রন্থি, পদ্মকেশর ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উরঃস্থ ক্ষতের সন্ধান হয় ॥ ৭১।৭২

এই রোগে জ্বর ও দাহ থাকিলে রোগিকে কাঁচা যবের চূর্ণ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া তাহা ঘৃতের সহিত অথবা ছাতু চিনি ও মধু একত্র দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে ॥ ৭৩

কাসরোগী মধুরগণোক্ত ঔষধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিবে। অথবা গুড় ও জল (কাথবৎ) পাক করিয়া তাহা শীতল হইলে মধু ও মরিচ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে কিংবা আমলকীর চূর্ণ দুগ্ধে সিদ্ধ ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া সেবন বা রসায়নোক্তবিধানে পিপ্পলী সেবন করিবে ॥ ৭৪।৭৫

মৌলফল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, পিপুল ও বেড়েলা এই সকলের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে কাসরোগির পর্ব্ব ও অস্থিশূল নিবারিত হয় ॥ ৭৬

ত্রিজাত (দারুচিনি, এলাচ ও তেজপত্র) ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, চিনি, দ্রাক্ষা, মৌলফল ও খর্জ্জুর প্রত্যেকে ৮ তোলা ; এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ ও মধুর সহিত মর্দ্দিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা সেবন করিলে রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অরুচি, বমি, মূর্চ্ছা, হিক্কা, বমি, ভ্রম, উরঃক্ষত, ক্ষয়, স্বরভেদ, প্লীহা, শোথ, আঢ্যবাত, রক্তনিষ্ঠীবন, হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা এবং পিপাসা ও জ্বর নষ্ট হয়। ইহা শুক্রবর্দ্ধক ॥ ৭৭—৭৯

পুনর্নবা, চিনি ও রক্তশালি (দাউদখানি) চাউল ইহাদের চূর্ণ দ্রাক্ষারস দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে অথবা মৌলফল, যষ্টিমধু ও তণ্ডুলীয় শাক দুগ্ধ সহ পাক করিয়া খাইলে রক্তনিষ্ঠীবন নিবারিত হয় ॥ ৮০

মুখাদি পথ হইতে রক্ত নির্গত হইলে যথাযথ (রক্তপিত্তচিকিৎসিতোক্ত) ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৮১

মূঢ়বাত (বাহার বায়ু বিবদ্ধ) ব্যক্তিকে ছাগলের মেদ সুরায় ভাজিয়া তাহা অল্প সৈন্ধবসংযুক্ত করিয়া আহার করিতে দিবে ॥ ৮২

রোগী ক্ষাম (কৃশ), ক্ষীণ (দুর্ব্বল), ক্ষতোরস্ক (উরঃক্ষতরোগার্ত্ত), অল্পনিদ্রাযুক্ত ও দীপ্তাগ্নি হইলে তাহাকে দুগ্ধের সর, ঘৃত, মধু ও চিনিসহ ছাগলের মেদ খাইতে দিবে ॥ ৮৩

ক্ষীণ কৃশ বা উরঃক্ষত রোগিকে চিনি, যব, গম, জীবক ও ঋষভক ইহাদের চূর্ণ মধু মিশাইয়া সিদ্ধ দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে ॥ ৮৪

কাসরোগে ক্ষীণ কৃশাদি ব্যক্তিকে মাংসাশী জন্তুর মাংসের রস ঘৃতভৃষ্ট (পাঠান্তরে—সৈন্ধবযুক্ত) এবং পিপুল চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা রক্ত ও মাংসবর্দ্ধক ॥ ৮৫

বটছাল, যজ্ঞডুমুর ছাল, অশ্বত্থছাল, পাকুড়ছাল, শালছাল, প্রিয়ঙ্গুছাল, তালমাতি, জামছাল, পিয়াল, পদ্মকাষ্ঠ ও অশ্বকর্ণ (সালভেদ) ছাল ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধজাত ঘৃতের সহিত শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিলে বক্ষঃক্ষত এবং শুক্র বল ও ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা নষ্ট হয় ॥ ৮৬।৮৭

বাতপিত্তপীড়িত গাত্রভেদে ঘৃতাভ্যঙ্গ এবং বাতপীড়িত গাত্রভেদে বাতঘ্নদ্রব্যসাধিত তৈলাভ্যঙ্গ এবং ঘৃতাভ্যঙ্গও প্রশস্ত ॥ ৮৮

কাসরোগে হৃদয়ে ও পার্শ্বদেশে বেদনা থাকিলে জীবনীয়গণ সাধিত ঘৃত পান এবং পিত্ত ও রক্তের অবিরোধি যে বাতরোগঘ্ন ঔষধ, তাহা সেবন করাইবে ॥ ৮৯

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের, যষ্টিমধু ও গোরক্ষ চাকুলের কাথ /৮ সের। ক্ষীরকাকোলী (কেহ অর্থ করেন—দুগ্ধিকা) পিপুল ও বংশলোচনের কল্ক একসের ; যথাবিধি পাক করিবে। ইহা ক্ষতকাসে হিতকর ॥ ৯০

অমৃতপ্রাশ ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। দুগ্ধ, আমলকীর রস, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস, ইক্ষুরস ও ছাগমাংসরস প্রত্যেক /৪ সের। কল্ক যথা—জীবনীয়গণ (দশটী), শুঁঠ, শতমূল, বীরা (কাকোলী), পুনর্নবা, বেড়েলা, বামুনহাটী, আলকুশী বীজ, শটী, ভুঁই আমলা, পিপুল, শিঙ্গাড়া, ক্ষীরকাকোলী, স্বল্পপঞ্চমূল, দ্রাক্ষা, আখ্রোট প্রভৃতি মধুর স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকারক ফল (নারিকেলাদি) প্রত্যেক ২ তোলা। একত্র যথাবিধি পাক করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে এই ঘৃতের সহিত মধু /২ সের, চিনি /৬।০ সের, মরিচ, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র ও নাগকেশর প্রত্যেক ৪ তোলা চূর্ণ করিয়া মিশাইবে। এই ঘৃত রোগির বল অনুসারে উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিতে দিবে। ইহার নাম অমৃতপ্রাশ ঘৃত। নাগ-দিগের যেমন সুধা, দেবতাদিগের যেমন অমৃত, মনুষ্যদিগের পক্ষে এই ঘৃতও সেই রূপ অমৃততুল্য ঔষধ। অতএব সুধামৃত রস তুল্য এই অমৃতপ্রাশ সেবন করিয়া দুগ্ধ ও মাংস রসের সহিত অন্নভোজন করিবে। ইহা নষ্টশুক্র, ক্ষতক্ষীণ, দুর্ব্বল, ব্যাধিকর্শিত, স্ত্রীপ্রসক্ত, কৃশ, বর্ণ ও স্বরহীন ব্যক্তিদের বৃংহণ (পুষ্টিকারক)। এই ঘৃত সেবনে কাস হিক্কা জ্বর শ্বাস দাহ তৃষ্ণা রক্তপিত্ত বমি মূর্চ্ছা হৃদ্রোগ যোনিরোগ ও মূত্ররোগের শান্তি হয়। অমৃতপ্রাশ ঘৃত পুত্রজনক ॥ ৯১—৯৭

শ্বদংষ্ট্রাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। দুগ্ধ /১৬ সের। কাথার্থ—গোক্ষুর, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারী, গন্ধতৃণ, কুশমূল, চাকুলে, পলাশ, ঋষভক ও শালপাণি প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল /১৬ সের, শেষ /৪ সের। কল্কার্থ—আলকুশীবীজ, জীবন্তী, মেদা (পাঠান্তরে—মহামেদ ও মেদা),

ঋষভক, জীবক, শতমূলী, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, শর্করা, খুলকুড়ি ও মৃণাল মিলিত /১ এক সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাতপিত্তজ হৃদ্রোগ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস, শোষ ও ক্ষয়রোগ নষ্ট হয়। ধনুরাকর্ষণ, স্ত্রীসঙ্গম, মদ্যপান, ভারবহন ও পথশ্রমে খিন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে এই ঘৃত বলজনক ও মাংসবর্দ্ধক ॥ ৯৮—১০১

যষ্টিমধু /১ সের, দ্রাক্ষা /২ সের ; ইহাদের কাথে এবং এক সের পিপুলের কল্কে /৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে এই ঘৃতে মধু একসের ও চিনি একসের মিশ্রিত করিবে। সমপরিমিত ছাতুর সহিত মিশ্রিত করিয়া এই ঘৃত সেবন করিবে। ইহা ক্ষত ক্ষীণ ও রক্তগুল্মে হিতকর ॥ ১০২।১০৩

ঘৃত /৪ সের, আমলকী রস /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ সের, জীবনীয়-গণের রস /৪সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের ও ছাগদুগ্ধ /৪ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। পাকশেষে ছাঁকিয়া শীতল হইলে চিনি /৪ সের ও মধু /৪ সের, তাহার সহিত মিশাইবে। এই ঘৃত সেবনে যক্ষ্মা, অপস্মার, রক্তপিত্ত, কাস, মেহ ও ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়। ইহা বয়ঃস্থাপন, আয়ুর্বর্দ্ধক এবং মাংস শুক্র ও বলজনক ॥ ১০৪।১০৫

পিত্ত অধিক হইলে ঘৃত লেহন এবং বায়ু অধিক হইলে ঘৃত পান করিবে। লীঢ় ঘৃত পিত্তকে প্রশমিত করে অথচ অল্পত্ব হেতু অগ্নিকে নষ্ট করে না। আর পীত ঘৃত আধিক্য হেতু বায়ুকে বলপূর্ব্বক প্রশমিত করে এবং জাঠর অগ্নির উষ্মাকে রোধ করে অর্থাৎ অগ্নিকে কিঞ্চিৎ প্রশমিত করে ॥ ১০৬।১০৭

ক্ষাম ক্ষীণ ও কৃশাঙ্গ ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বোক্ত ঘৃত সকল বংশলোচন, চিনি ও খৈ চূর্ণের সহিত মিশাইয়া পান করিতে দিবে। অথবা উপযুক্ত মাত্রায় সর্পির্মিশ্র গুড় ও মধু একত্র করিয়া প্রদান করিবে। (শর্করা /৬।০ সের, মধু /২ সের ও ঘৃত /৪ সের মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।) ঘৃতপানান্তে দুগ্ধ পান করিবে। রোগী এইরূপে ঘৃত পান দ্বারা অতিশীঘ্র শুক্র বীর্য্য বল ও পুষ্টি লাভ করে ॥ ১০৮।১০৯

কুষ্মাণ্ডখণ্ড।

ত্বক্ ও বীজাদি রহিত কুষ্মাণ্ডশস্য স্বিন্ন ও বস্ত্রনিষ্পীড়িত করিয়া ১২।০ সের গ্রহণ করিবে। তৎপরে তাহা /৪ সের ঘৃতে ভাজিবে, কুষ্মাণ্ডশস্যগুলি মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে তাহার সহিত চিনি ১২॥০ সের (অনুক্ত হইলেও পাকের সুবিধার্থ বা সম্যক্ পাকার্থ কুষ্মাণ্ডের জল ১৬ সের) মিশাইয়া পুনরায় পাক করিবে। আসন্নপাকে পিপুল শুঁঠ ও জীরা প্রত্যেক ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ, ধনে ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে। তৎপরে নামাইয়া শীতল হইলে উহার সহিত মধু /২ সের মিশাইয়া দণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে মথিত করিয়া উপযুক্ত ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে কাস, হিক্কা, জ্বর, শ্বাস, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ক্ষয় নিবারিত হয়। এই কুষ্মাণ্ড রসায়ন উরঃক্ষতের সন্ধানকারক, হৃদ্য এবং মেধা স্মৃতি ও বলপ্রদ। ইহা অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ॥ ১১০—১১৩

নাগবলা (গোরক্ষচাকুলের) মূলের চূর্ণ এক তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া এক এক তোলা বর্দ্ধিত করিয়া ক্রমশঃ ৮ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায়, দুগ্ধের সহিত একমাসকাল সেবন করিবে। এই

ঔষধ সেবন কালে অন্নত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিবে। এই প্রয়োগ অত্যন্ত পুষ্টি আয়ু বল ও বর্ণকারক। এই নিয়মে মণ্ডুকপর্ণী (ব্রাহ্মী), যষ্টিমধু বা শুঁঠের প্রয়োগ করিবে॥ ১১৪।১১৫

নাগবলা ঘৃত।

গোরক্ষ চাকুলে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ /১৬ সের। ঘৃত /১৬ সের। দুগ্ধ /.৬ সের। কল্কার্থ—পীত বেড়েলা, বেড়েলা, যষ্টিমধু, পুনর্নবা, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, গাম্ভারী, পিয়াল, আল্‌কুশী, অশ্বগন্ধা, সিতা (শ্বেত কণ্টকারী বা দূর্ব্বা), শতমূলী, মেদা, মহামেদা, গোক্ষুর, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শুক্লভূমিকুষ্মাণ্ড, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা; যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই নাগবলাঘৃত—রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়রোগ, তৃষ্ণা, ভ্রম, দাহ এবং বলি ও পালিত্যের নাশক, অতিশয় বলজনক, পুষ্টিকর, বর্ণকারক, আয়ুষ্কর ও ওজোবর্দ্ধক। এই ঘৃত ছয় মাস পান করিলে বৃদ্ধও তরুণের সামর্থ্য লাভ করে॥ ১১৬—১২০

ক্ষতকাসাক্রান্ত ব্যক্তির অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে উক্ত বিধি সকল প্রশস্ত। কিন্তু অগ্নি ক্ষীণ থাকিলে রাজযক্ষ্মোক্ত দীপন ও পাচন চিকিৎসা কর্ত্তব্য। রোগির মল পাত্‌লা থাকিলে মল-সংগ্রাহক চিকিৎসা করিতে হইবে॥ ১২১

অগস্ত্য হরীতকী।

দশমূল, আলকুশীবীজ, শঙ্খপুষ্পী, শটী, বেড়েলা, গজপিপ্পলী, আপাঙ্গ, পিপুলমূল, চিতা, বামুনহাটী ও পুষ্করমূল প্রত্যেক ২ পল, যব /৮ সের, হরীতকী ১০০ একশত; এই সকল দ্রব্য একত্র ৫ আঢ়ক (৮০ সের) জলে পাক করিবে, যবগুলি সিদ্ধ হইলে ঐ কাথ নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই কাথ, হরীতকী শতটা, গুড় ১২॥০ সের, ঘৃত /॥০ সের, তৈল /॥০ সের, একত্র পুনর্ব্বার পাক করিবে। আসন্নপাকে পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধসের দিয়া নামাইবে, এবং শীতল হইলে অর্দ্ধসের মধু তাহাতে মিশাইবে। এই রসায়ন হইতে উপযুক্ত পরিমাণে এই লেহ ও দুইটি হরীতকী নিত্য সেবন করিবে। ইহা বলিপলিতনাশক এবং বর্ণ আয়ু ও বলবর্দ্ধক। ইহা সেবনে পঞ্চবিধ কাস, ক্ষয়, শ্বাস, হিক্কা, বিষমজ্বর, মেহ, গুল্ম, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, হৃদ্রোগ, অরুচি ও পীনস রোগ নিবারিত হয়। মহর্ষি অগস্ত্যবিহিত এই রসায়ন শস্ত ও শ্রেষ্ঠ ঔষধ। (এই ঔষধে ঘৃত তৈল ও মধুর সমানাংশ থাকিলেও পাক হেতু শক্ত্যন্তরের উৎপত্তি হয় বলিয়া সংযোগবিরোধী হয় না)॥ ১২১—১২৬

দশমূল হরীতকী বা বশিষ্ঠ রসায়ন।

দশমূল, বেড়েলা, মূর্ব্বা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, গজপিপুল, আকনাদি, অশ্বগন্ধা, অপামার্গ, আলকুশী, আতইচ, গুলঞ্চ, কচিবেল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, চিতার পাতা, পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী বা দুগ্ধিকা), কুড়চিছাল, জটামাংসী, হিংস্রা (কালাকড়া), বীজক (পিয়াসাল) পুষ্প ও সার, অলম্বুষা, শৈলেয়, ভেলা, বৈঁচ, শতমূলী, ডহরকরঞ্জ, সোন্দাল, বাকুচী, ঝিণ্টী, সজিনা, নিমছাল ও কুলেখাড়া প্রত্যেক ৮ তোলা, হরীতকী ১১০০ এগার শত, যব ১৬ সের; এই সকল দ্রব্য একত্র ৮ গুণ জলে পাক করিবে এবং যব সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই কাথে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের, তৈল /৪ সের, ঘৃত /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের ও পূর্ব্বোক্ত হরীতকী

১১০০ শত মিশাইয়া যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। হাতায় লাগে এরূপ ঘন হইলে নামাইয়া শীতল হইলে তাহার সহিত মধু ২ প্রস্থ, পিপুলচূর্ণ ৪ পল (অর্দ্ধসের) ও ত্রিজাত (দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাচ) চূর্ণ তিন পল প্রক্ষেপ দিবে। তৎপরে এই সমস্ত ঔষধ একটী পুরাতন ঘৃত কলসে পুরিয়া ধান্যরাশির মধ্যে এক মাসকাল রাখিয়া দিবে। মাসান্তে ঔষধ বাহির করিয়া পূর্ব্বোক্ত অগস্ত্য হরীতকীর নিয়মে সেবন করিবে। বশিষ্ঠোক্ত এই রসায়ন অগস্ত্য হরীতকী অপেক্ষা অধিকগুণশালী। ইহা স্বস্থ ব্যক্তিদেরও সকল ঋতুতে সেব্য। এই ঔষধ সেবনকালে কোনরূপ নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই॥ ১২৭—১৩৪

সৈন্ধবলবণ ১ পল, শুঁঠ ১ পল, সচল লবণ ২ পল, বৃক্ষাম্ল, দাড়িম ও অর্জ্জক (তুলসী বিশেষ) পত্র প্রত্যেক ৵৷৹ সের, মরিচ ১ পল, জীরা ১ পল, ধনে ২ পল ও চিনি ১২ পল (দেড় সের) এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা উপযুক্ত মাত্রায় অন্নপানের সহিত মিশাইয়া সেবন করিবে। এই চূর্ণ রুচিজনক, অগ্নিদীপক, বলকারক এবং পার্শ্ববেদনা শ্বাস ও কাস নাশক॥ ১৩৫—১৩৭

খাণ্ডবচূর্ণ।

ধনে ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা ৪ তোলা, যমানী ৪ তোলা, দাড়িম ১৬ তোলা ও বৃক্ষাম্ল (মহাদা) ১৬ তোলা, সচল লবণ ৮ তোলা, শুঁঠ ২ তোলা, কয়েত বেলের মজ্জা (শাঁস) ৪০ তোলা ইহাদের চূর্ণ ও চিনি ৴২ সের একত্র মিশ্রিত করিবে। এই খাণ্ডব চূর্ণ পূর্ব্ববৎ অন্নপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা পূর্ব্ববৎ গুণকারক॥ ১৩৮।১৩৯

ক্ষতকাসে অবস্থানুসারে যক্ষ্মরোগোক্ত চিকিৎসা প্রশস্ত॥ ১৪০

ক্ষতজকাসরোগির ক্ষত দোষ নিবৃত্ত হইলে কফ বর্দ্ধিত হইয়া যদি হৃদয়ে ও মস্তকে পাটনবৎ বেদনা উপস্থিত করে, তাহা হইলে তাহাকে বক্ষ্যমাণ ধুম পান করাইবে॥ ১৪১

ধূমপান যোগ। মেদা, মহামেদা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে (পাঠান্তরে—হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা) ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্কে ক্ষৌমবস্ত্র প্রলিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, এই বর্ত্তির ধূমপান করিয়া জীবনীয় ঘৃত অনুপান করিবে॥ ১৪২

মনছাল, পলাশ, বনযমানী, বংশলোচন ও শুঁঠ (পাঠান্তরে—বেড়েলা); ইহাদের কল্কদ্বারা পূর্ব্ববৎ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিবে। ধূমপানান্তে চিনির সরবৎ, ইক্ষুর রস বা গুড়োদক (গুড়ের সরবৎ) পান করিবে॥ ১৪৩

মনছাল ও কাঁচা বটের ঝুরি, সমভাগে পেষণ ও তাহাতে ঘৃত সংযোগ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার ধূমপান করিয়া তিত্তিরি মাংসরসের সহিত ভোজন করিবে॥ ১৪৪

ক্ষয়জ কাসরোগে পূর্ব্বকথিত বৃংহণ ও অগ্নিদীপক চিকিৎসা করিবে। ক্ষয়কাসার্ত্ত রোগির প্রভূত দোষ থাকিলে স্নেহের সহিত মৃদু বিরেচন দিবে॥ ১৪৫

সোন্দাল বা তেউড়ী ও দ্রাক্ষারস, লোধের কাথ ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরস এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিবে। ক্ষয়কাসার্ত্ত ব্যক্তি ক্ষীণ-দেহ হইলে দেশকালবলাদি বুঝিয়া তাহাকে এই ঘৃত বিশোধনার্থ পান করাইবে॥ ১৪৬

ক্ষয়কাসার্ত্ত রোগির পিত্ত কফ ও রসাদি ধাতু সকল ক্ষীণ হইলে তাহাকে, কাঁকড়াশৃঙ্গী দুগ্ধ বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি সাধিত ঘৃত পান করিতে দিবে ॥১৪৭

ভূমিকুষ্মাণ্ড কদম্ব অথবা তালফল দ্বারা সাধিত ঘৃত বা দুগ্ধ পান করিলে ক্ষয়কাস রোগির মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রবৈবর্ণ্য নষ্ট হয় ॥ ১৪৮

রোগির লিঙ্গ, গুহ্যদেশ, শ্রোণি ও বঙ্ক্ষণ শোথযুক্ত ও বেদনান্বিত হইলে তাহাকে লঘু ঘৃতমণ্ড বা ঘৃততৈলমিশ্রক স্নেহের অনুবাসন বস্তি দিবে ॥ ১৪৯

অনুবাসনের পর রোগিকে হরিণাদি জাঙ্গল মাংসরসের সহিত অথবা তৎসদৃশ অন্য মাংসের সহিত ভোজন করাইবে। তৎপরে বর্ত্তকাদি পক্ষী, বিলেশয় ভেকাদি ও মাংসাশী দ্বীপিব্যাঘ্রাদি প্রসহ জন্তুর মাংস ক্রমশঃ ব্যবস্থা করিবে। (অনুবাসন না দিয়া জাঙ্গল মাংসাদির প্রয়োগ করিলে অগ্নিমান্দ্য হইবে)। প্রসহ জন্তুর মাংস উষ্ণবীর্য্য ও প্রমাথি বলিয়া কফলিপ্ত স্রোতঃ হইতে কফকে বহির্নিঃসারিত করিয়া স্রোতঃসমূহকে বিশুদ্ধ করে। তাহাতে রসধাতু উক্ত শুদ্ধ স্রোতে গমন করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। (টীকা—যে সকল দ্রব্য সূক্ষ্মস্রোতোগামিত্ব ও তীক্ষ্ণত্ব হেতু কফাদিদোষলিপ্ত স্রোতঃসমূহকে প্রমথিত করিয়া বিবৃত করে, তাহাকে প্রমাথী কহে) ॥১৫০।১৫১

চৈ, ত্রিফলা, বামুনহাটী, দশমূল, চিতা, কুলত্থকলাই, পিপুলমূল, আকনাদি, কুল ও যব ইহাদের কাথ এবং শুঁঠ, দুরালভা, পিপুল, শটী, কুড় ও কাঁকড়াশৃঙ্গী সমভাগান্বিত এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ঘৃত নামাইয়া তাহাতে যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সৈন্ধবাদি পঞ্চলবণ মিশাইবে। ক্ষয়কাসপীড়িত রোগী এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে ॥ ১৫২—১৫৪

ঘৃত ⁄৪ সের, গাম্ভারীর স্বরস ⁄৪ সের, দুগ্ধ ও দ্রাক্ষারস মিলিত ১৬ সের। কল্কার্থ—কালকাসিন্দা, হরীতকী, মুতা, আকনাদি, কট্‌ফল, শুঁঠ, পিপুল ও কট্‌কী। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে শোষ, জ্বর, প্লীহা ও সর্ব্বপ্রকার কাস নিরারিত হয়। এই ঘৃত আরোগ্যপ্রদ ॥ ১৫৫।১৫৬

বাসক, কণ্টকারী ও গুলঞ্চের পত্র মূল ও অঙ্কুরের স্বরস (অভাবে কাথ) ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে কাস জ্বর ও অরুচি নষ্ট হয় ॥ ১৫৭

অথবা দ্বিগুণ দাড়িমরস ও ত্রিকটুর কল্কে যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে যবক্ষার মিশাইয়া ভোজনান্তে পান করিতে দিবে। কিংবা পিপুল ও গুড় মিলিত ১ ভাগ, ঘৃত ৪ ভাগ, জল ঘৃতের চতুর্গুণ (১৬ ভাগ) ও ছাগদুগ্ধ ঘৃতের সমান; যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে। ইহাতেও কাস জ্বর ও অরুচি নষ্ট হয় ॥ ১৫৮

পূর্ব্বোক্ত (চব্যাদি সাধিত) ঘৃত সমূহ পান করিলে ক্ষয়কাসরোগির অগ্নিবৃদ্ধি এবং কফাদি-দোষলিপ্ত কণ্ঠ হৃদয় ও স্রোতঃসমূহের বিশুদ্ধি হয় ॥ ১৫৯

⁄৪ সের পরিমিত যবকাথে ২০টী হরীতকী পাক করিবে। হরীতকীগুলি সিদ্ধ হইলে তাহার আঁঠি ফেলিয়া দিয়া ঐ কাথের সহিত মর্দ্দিত করিবে। পরে পুরাতন গুড় ⁄৮০ পোয়া, পিপুলচূর্ণ ২ পল (১৬ তোলা), মনছাল ২ তোলা ও রসাঞ্জন ১ তোলা উহার সহিত মিশাইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং লেহবৎ ঘন হইলে নামাইবে। ইহা শ্বাসকাসনাশক ॥ ১৬০।১৬১

কাসঘ্নযোগ। শজারুর কাঁটা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম ঘৃত মধু ও চিনি সহ, ময়ূরের পাদ দগ্ধ করিয়া তাহা মধু ও ঘৃত সহ, এরণ্ডপত্রের ক্ষার—তৈল পুরাতন গুড় ও ত্রিকটু চূর্ণের সহিত, তুলসী ও এরণ্ডপত্রের ক্ষার—ত্রিকটু চূর্ণ তৈল ও পুরাতন গুড়ের সহিত অথবা শুঁঠ পিপুল ও মরিচ চূর্ণ পুরাতন গুড় ও ঘৃত সহ, কিংবা পদ্মকাষ্ঠ আমলকী হরীতকী বহেড়া শুঁঠ পিপুল মরিচ বিড়ঙ্গ দেবদারু বেড়েলা ও রাস্না ইহাদের এক একটীর চূর্ণ সমভাগ চিনিসহ বা সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া তৎসমান চিনির সহিত সেবন করিলে অথবা সমশর্করা চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহ বা মরিচ চূর্ণ ঘৃত মধু ও চিনি সহ সেবন করিলে শ্বাসকাস নষ্ট হয়॥ ১৬২—১৬৫

হরীতকী, শুঁঠ, মুতা ও গুড় ইহাদের গুড়িকা করিয়া মুখে ধারণ করিলে বা কেবল বহেড়া মুখে রাখিলে সর্ব্বপ্রকার শ্বাসকাসে উপকার হয়॥ ১৬৬

লোধপত্র বাটিয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনির সহিত সেবন করিলে অথবা লোধপত্রের কল্কে পেয়া বা উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা খাইলে বমি পিপাসা কাস ও আমাতিসার নিবারিত হয়॥ ১৬৭

কণ্টকারীর ক্বাথে মুদ্গযূষ পাক করিয়া তাহা হিং ও সৈন্ধবাদি (আদি পদে আদা শুঁঠ ঘৃতাদি গ্রাহ্য) দ্বারা সুসংস্কৃত এবং গৌরবর্ণ আমলকীর রসে ও দাড়িমাদির রসে অম্লীকৃত করিয়া পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার কাস রোগের ঔষধ॥ ১৬৮

বাতঘ্ন ঔষধের ক্বাথে দুগ্ধ মুদ্গাদি যূষ এবং বিষ্কির প্রতুদ ও বিলেশয় প্রাণির মাংসরস প্রস্তুত করিয়া তাহা ক্ষয়কাসার্ত্ত রোগিকে পান করাইবে॥ ১৬৯

ক্ষতকাসে যে সকল ধূম সান্নুপান উক্ত হইয়াছে এবং যক্ষ্মরোগে বৃংহণ অগ্নিদীপন ও স্রোতো-বিশোধন যে সকল ঔষধ বলা হইবে, তাহা ক্ষয়কাস রোগে প্রয়োগ করিবে। আর হেতু ও ব্যাধির বিপরীত সর্ব্বপ্রকার বলকারক ঔষধ অন্ন ও বিহার ক্ষয়কাস রোগিকে ব্যবস্থা করিবে॥ ১৭০।১৭১

সন্নিপাতজ ক্ষয়কাস রোগ অতিদারুণ। অতএব দোষের বল অনুসারে যাহা সন্নিপাতে হিতকর, তাহাই ইহাতে প্রয়োগ করিবে॥ ১৭২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিতস্থানে কাসচিকিৎসিতনামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

(শ্বাসহিক্কা-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা শ্বাসহিক্কা-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥১

যেহেতু শ্বাস ও হিক্কা রোগের নিদান পূর্ব্বরূপ রূপাদি তুল্য প্রকার, অতএব শ্বাস হিক্কার চিকিৎসাও এক প্রকারই বিহিত হইয়াছে। শ্বাস ও হিক্কা রোগিকে প্রথমে (সকল চিকিৎসার পূর্ব্বে) লবণ মিশ্রিত তৈল মাখাইয়া স্নিগ্ধ স্বেদ দিবে। (রুক্ষ স্বেদ দিলে বায়ুর প্রকোপ হইবে।) স্বেদ দ্বারা স্রোতঃসমূহে অতিশয় সংশ্লিষ্ট কফ বিলীন হইয়া কোষ্ঠে আসিলে তাহাকে সুখে নির্হরণ করা যায়। ইহাতে বায়ুর স্রোতঃসকলের মৃদুত্ব ও বায়ুর অনুলোম হইয়া থাকে॥ ২।৩

স্বিন্ন রোগিকে স্নিগ্ধ শালিতণ্ডুলাদির অন্ন আনূপ মাংসরসের সহিত ভোজন করাইবে। তৎপরে শ্বাসহিক্কারোগিকে বিশেষতঃ তাহার কাস বমি হৃদয়ে বেদনা ও স্বরভেদ থাকিলে পিপুল সৈন্ধব ও মধুমিশ্রিত মৃদু 'বমন দধির সহিত প্রয়োগ করিবে। বমন যেন বায়ুর প্রকোপক না হয়। ইহা দ্বারা শরীরের তুষ্টিকারক কফ নির্হৃত হইলে হিক্কা শ্বাস রোগী সুখ লাভ করে। আর স্রোতঃসকল বিশুদ্ধ হওয়ায় বায়ু অপ্রতিহতভাবে শুদ্ধ স্রোতে বিচরণ করিয়া থাকে॥ ৪—৬

হিক্কাশ্বাস রোগির আনাহ উদাবর্ত্ত ও তমকশ্বাস থাকিলে তাহাকে মাতুলুঙ্গ অম্লবেতস হিঙ্গু পীলু ও বিট্‌লবণ মিশ্রিত অন্ন আহার করাইবে। ইহাতে বায়ুর অনুলোম হইবে। অথবা সৈন্ধবযুক্ত, বীজপূরাদি বাতানুলোমক ফলের রসে অম্লীকৃত ঈষদুষ্ণ বিরেচন দিবে। ইহাতে স্রোতঃশুদ্ধি হইবে॥ ৭

প্রাণবায়ুর গতি কফদ্বারা রুদ্ধ হওয়ায় উহার প্রকোপ হয়, সেই কুপিত প্রাণবায়ু হিক্কাশ্বাস রোগ উৎপাদন করে। অতএব প্রাণবায়ুর মার্গশুদ্ধির (গমনাগমন পথ পরিষ্কার) জন্য উর্দ্ধ ও অধঃ শোধন (বমন বিরেচন) হিতকর। দৃষ্টান্ত যথা—যেমন স্রোতোবিশিষ্ট জলের পথ বন্ধ করিলে তাহা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চলনস্বভাব বায়ুর পথ রুদ্ধ হইলে তাহাও অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই কারণে বায়ুর পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে॥ ৮।৯

পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠিত হইলেও যদি পীড়ার প্রশম না হয়, তাহা হইলে সংশোধন ক্রিয়ার পর বক্ষ্যমাণ ধূম প্রয়োগ দ্বারা সূক্ষ্মস্রোতোলীন কফের নির্হরণ করিবে॥ ১০

ধূমপান। হরিদ্রা তেজপত্র এরণ্ডমূল দ্রাক্ষা মনঃশিলা দেবদারু হরিতাল ও জটামাংসী এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ঘৃতাক্ত করিয়া অগ্নি-সংযোগে সামর্থ্যানুসারে তাহার ধূম পান করিবে। অথবা ঘৃত মিশ্রিত যবের কিংবা মোম ধুনা ও ঘৃত একত্র করিয়া তাহার ধূমপান করিবে। অথবা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাগুরুর, চন্দনের বা গরুর শৃঙ্গের বা গলকম্বলাদিজাত লোমের কিংবা ভল্লুক, গোসাপ, হরিণ ও এণ (মৃগবিশেষ) ইহাদের চর্ম্ম শৃঙ্গ বা খুরের ধূম, অথবা গুগ্‌গুলু মনঃশিলা বা ধুনার ধূম কিংবা শল্লকী (শালভেদ) গুগ্‌গুলু অগুরু ও পদ্মকাষ্ঠের চূর্ণ ঘৃতাক্ত করিয়া তাহার ধূমপান করিবে॥ ১১—১৪

হিক্কাশ্বাসরোগী স্বেদার্হ বা স্বেদের অযোগ্য হইলেও তাহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে চিনি ও দুগ্ধসংযুক্ত ঈষদুষ্ণ ঘৃতাদি স্নেহের দ্বারা অথবা স্বেদাধ্যায়োক্ত ঔষধের উৎকারিকা বা উপনাহ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা কিছুক্ষণ মৃদু স্বেদ দিবে। এইরোগে আমদোষ থাকিলে রোগিকে নিরামীকরণার্থ লঙ্ঘন পাচনাদি আমনাশক চিকিৎসা করিবে॥ ১৫।১৬

হিক্কা ও শ্বাস রোগির বমন বিরেচনের অতিযোগ হেতু যদি বায়ুর প্রকোপ হয়, তাহা হইলে বাতনাশক স্নিগ্ধ মাংসরস ঘৃতদুগ্ধাদি আহার ও ঈষদুষ্ণ অভ্যঙ্গ দ্বারা তাহার বায়ুর শান্তি করিবে॥ ১৭

অনুৎক্লিষ্টকফ (যাহাদের কফ বহির্গমনোন্মুখ হয় নাই), অস্বিন্ন (যাহাদিগকে স্বেদ দেওয়া হয় নাই) ও দুর্ব্বল রোগিদিগকে বমন বিরেচনাদি শোধন ঔষধ প্রদান করিলে তদ্দ্বারা বায়ু লব্ধাস্পদ হইয়া মর্ম্মস্থান হৃদয়কে শোষণ পূর্ব্বক আশু তাহাদের প্রাণ হরণ করে। অতএব

কষায় লেহ ও স্নেহাদি প্রয়োগ দ্বারা সংশোধনানর্হ দুর্ব্বল রোগির হিক্কাশ্বাসের শমন করিবে ॥ ১৮

ক্ষীণ ক্ষত অতিসার রক্তপিত্ত ও দাহের অনুবন্ধ জন্য জাত হিক্কা ও শ্বাস রোগে মধুর স্নিগ্ধ ও শীতাদি ক্রিয়া দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে ॥ ১৯

কুলথকলাই ও দশমূলের ক্বাথে জাঙ্গলমাংস রস ও যূষ প্রস্তুত করিয়া হিক্কাশ্বাস রোগিকে পান করাইবে। সজিনা, বেগুণ, কালকাসিন্দা (বা বামুনহাটী), বাসক, মূলা, নিম্বপাতা, পল্‌তা, বৃহতীপাতা, টাবালেবুর পাতা, কণ্টকারী, দুরালভা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, বেলের শাঁস, গোক্ষুর, চিতা, কৃষ্ণজীরা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী ও সচল লবণ ইহাদের সহিত বা দশমূলের ক্বাথের সহিত পেয়া পাক করিয়া পান করাইবে। ইহাতে কাস শ্বাস হিক্কা ও বেদনা নষ্ট হইবে ॥ ২০—২২

দশমূল শটী রাস্না বামুনহাটী বেলশুঁঠ ঋদ্ধি পুষ্করমূল কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী পিপুল ভুঁইআমলা গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ হিক্কাশ্বাস রোগিকে পান করাইবে। এই ক্বাথ জীর্ণ হইলে উক্ত দশমূলাদি সাধিত পেয়া পান করাইবে। আর ইহাতে শালি ষষ্টিক গোধূম যব মুগ ও কুলথ কৃত অন্ন ভোজন করাইবে। তাহাতে কাস হৃদ্বেদনা পার্শ্ববেদনা হিক্কা ও শ্বাস নষ্ট হইবে ॥ ২৩।২৪

আকন্দের অঙ্কুর ও আঠা দ্বারা ভাবিত যবের ছাতু উক্ত দশমূলাদির ক্বাথে আপ্লুত ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। যবক্ষার হিং ঘৃত বিট্‌লবণ দাড়িম পুষ্করমূল শটী শুঁঠ পিপুল মরিচ মাতুলুঙ্গ লেবু ও অম্লবেতস এই সকল দ্রব্য আহারার্থ দিবে ॥ ২৫।২৬

হিক্কা ও শ্বাসরোগী পিপাসিত হইলে দশমূলের ক্বাথ, দেবদারুর ক্বাথ বা বারুণী (সুরা) মণ্ড পান করিবে ॥ ২৭

পিপুল পিপুলমূল হরীতকী বিড়ঙ্গ ও চিতা বাটিয়া তদ্দ্বারা একটী ঘৃতভাবিত কুম্ভের অভ্যন্তর ভাগ প্রলিপ্ত করিবে, প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহাতে ঘোল রাখিবে এবং এক মাস কাল অতীত হইলে ঐ ঘোল পান করিবে। ইহা শ্বাস কাস নাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ২৮

আক্‌নাদি দ্রাক্ষা দেবদারু ও সরলকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া রাত্রিতে সুরামণ্ডে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতে ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা ২ পল (৵১০ পোয়া) পরিমাণে পান করিবে। অথবা বামুনহাটী ও শুঁঠ চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত, যবক্ষার মরিচচূর্ণের সহিত কিংবা বাষ্পিকা (রাঁধুনী) রাঁধুনীর ক্বাথের সহিত পিষ্ট ও আলোড়িত করিয়া পান করিবে ॥ ২৯।৩০

পিত্তকফদুষ্ট হিক্কা ও শ্বাসে ছাতিমছালের কিংবা শিরীষপুষ্পের রস মধু ও পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে ॥ ৩১

পিত্তানুবন্ধ হিক্কা-শ্বাসে বংশলোচন, পিপুল, জলজ যষ্টিমধু, ঘৃত ও শুঁঠ চূর্ণ ইহাদের সহিত উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা ব্যবস্থা করিবে। বাতানুবন্ধ হিক্কা-শ্বাসে শজারু ও খরগোস মাংস এবং পিপুল ঘৃত ময়না ফল ও কুঙ্কুম ইহাদের সহিত উৎকারিকা পাক করিয়া তাহা অথবা চারিগুণ জল সহ সিদ্ধ ছাগদুগ্ধ গুড় ও শুঁঠ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে। হিক্কা শ্বাসে

বায়ু ও পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে সুবর্চ্চল (হুড়্ হুড়ে) রস ত্রিকটু ও ঘৃত সহ সাধিত দুগ্ধ শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজনের পর পান করাইবে। দেশ ও সাত্ম্যাদি বুঝিয়া গব্য বা ছাগ দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে।

পিপুলমূল, যষ্টিমধু, গুড় এবং গো ও অশ্বপুরীষের রস ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে হিক্কা অভিষ্যন্দ ও কাস রোগ নষ্ট হয়॥ ৩২।৩৩

কফবহুল শ্বাস রোগে গো হস্তী অশ্ব শূকর উষ্ট্র গর্দ্দভ মেষ ও ছাগ ইহাদের এক একটীর পুরীষ রস মধুর সহিত লেহন করিবে অথবা পান করিবে। কিংবা চতুষ্পাদ জন্তুগণের চর্ম্ম লোম অস্থি খুর ও শৃঙ্গ দগ্ধ করিয়া সেই মসী, অথবা অশ্বগন্ধার মসী মধুর সহিত লেহন করিবে॥৩৪।৩৫

কফোল্বণ শ্বাসে শটী পুষ্করমূল ও আমলকী চূর্ণ মধুর সহিত, পিপুল ও পুষ্করমূল চূর্ণ বা গিরিমাটী রসাঞ্জন ও পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন অথবা কয়েতবেলের স্বরস পান করিবে কিংবা আমলকী সৈন্ধবলবণ ও পিপুলচূর্ণ কয়েতবেলের রসের সহিত অথবা হরীতকী বিড়ঙ্গ পিপুল ও মরিচ চূর্ণ বা কুলআঁঠির শাঁস খৈ আমলকী দ্রাক্ষা পিপুল ও শুঁঠ (পাঠান্তরে— কুলআঁঠির শস্য লাক্ষা মধু ও দ্রাক্ষা) ইহাদের চূর্ণ অথবা গুড় তৈল হরিদ্রা দ্রাক্ষা পিপুল রাস্না ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা অগস্ত্যাদি লেহোক্ত ঔষধের চূর্ণ, মাংসরস জল মদ্য বা কাঁজির সহিত পান করিবে॥ ৩৬—৩৮

জীবন্ত্যাদি চূর্ণ।

জীবন্তী, মুতা, গন্ধতৃণ, দারুচিনি, বড়এলাচ, ছোটএলাচ, পুষ্করমূল, চণ্ডা (আলকুশী), ভুঁই আমলা, অগুরু, বামুনহাটী, শুঁঠ, বালা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী, পিপুল, নাগকেশর ও চোরপুষ্পা ইহাদের চূর্ণ দ্বিগুণ চিনির সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে পার্শ্ববেদনা জ্বর কাস হিক্কা ও শ্বাস রোগের শান্তি হয়॥ ৩৯।৪০

শটী, ভুঁই আমলা, বামুনহাটী, চণ্ডা (আলকুশী বীজ), বালা, পুষ্করমূল প্রত্যেক সমভাগ, ইহাদের চূর্ণ আট গুণ চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস নষ্ট হয়॥ ৪১

সমভাগে গুড় ও শুঁঠ চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিবে বা তাহার নস্য লইবে॥ ৪২

হিক্কাশ্বাসার্ত্ত রোগিকে পেঁয়াজ লশুন বা গাজোরের রস অথবা চন্দনের রস স্তনদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া তাহার নস্য দিবে। কিংবা মক্ষিকার বিষ্ঠা স্তনদুগ্ধের সহিত বা আলতা ভিজান জলের সহিত গুলিয়া তাহার নস্য দিবে॥ ৪৩

পিপুল, সচললবণ, যবক্ষার, আমলকী, হিং, চোরপুষ্পী ও হরীতকী ইহাদের কল্ক একসের, দধির মাত ৴৮ সের ও দশমূল কৃত কাথ ৴৮ সের সহ ৴৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া তাহা হিক্কাশ্বাসার্ত্তকে পান করাইবে। অথবা জীবনীয়গণের কল্ক সহ যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে, পাক শেষে তাহাতে মধু মিশাইবে। এই ঘৃত হিক্কাশ্বাসার্ত্তকে লেহন করিতে দিবে॥ ৪৪

ঘৃত ৴৪ সের, কল্কার্থ—চৈ (বা গজপিপ্পলী), হরীতকী, কুড়, পিপুল, কটুকী, যোয়ান, পুষ্কর মূল, পলাশ, চিতা, শটী, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, ভুঁই আমলা, জীবন্তী, বেলশুঁঠ, বচ, তেজপত্র ও তালীশপত্র প্রত্যেক ২ তোলা, হিং অর্দ্ধ তোলা, যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে

অর্শঃ, গ্রহণী, হিক্কা এবং হৃদয়ের ও পার্শ্বদেশের বেদনা নষ্ট হয়। ইহা প্রমাথিগুণবিশিষ্ট বলিয়া স্রোতঃসমূহকে বিবৃত করিয়া শাখাগত (হস্তপাদগত) বায়ুকে নষ্ট করিয়া থাকে॥ ৪৫—৪৭

হিক্কা ও শ্বাস রোগে প্রমেহোক্ত ধান্বন্তর ঘৃত, রক্তপিত্ত কথিত বৃষ ঘৃত, গুল্মরোগোক্ত দাধিক ঘৃত এবং উদররোগোক্ত হবুষাদি ঘৃত অর্দ্ধাংশ পরিমিত যবক্ষার বা সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া রোগিকে পান করিতে দিবে॥ ৪৮

রোগির অজ্ঞাতসারে হঠাৎ শীতলজল সেক, ত্রাস (উদ্বেগজনক কার্য্য), বিক্ষেপ (কম্পন, নাড়া দেওয়া), ভয় ও শোক (চিত্তের সন্তাপ) উৎপাদন, ঈর্ষ্যা, শ্বাসরোধ ও কীট দ্বারা দংশন এই সকল ক্রিয়া দ্বারা হিক্কা ও শ্বাসের নিবৃত্তি হইয়া থাকে॥ ৪৯

যে কোন আহার বিহার ও ঔষধাদি কফবাতনাশক, বায়ুর অনুলোমকারী ও অতিশয় উষ্ণ সুতরাং বাতঘ্ন, তৎসমুদয় হিক্কাশ্বাস রোগির সেব্য॥ ৫০

সর্ব্বপ্রকার হিক্কা ও শ্বাস রোগির বৃংহণ ও শমন চিকিৎসা করিলে যদি কদাচিৎ দৈববশে অন্য রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা হইলেও উহা স্বল্প ও সুখসাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ষণ ক্রিয়া করিলে যে রোগ জন্মে, তাহা অতিদুঃসহ ও অসাধ্য (চিকিৎসা সাধ্য নহে) হয়। অতএব শমন ও বৃংহণ ঔষধ দ্বারা বাহুল্যরূপে হিক্কাশ্বাসের চিকিৎসা করিবে॥ ৫১

কাসাদির সামান্য চিকিৎসা। কাস শ্বাস ক্ষয় বমি ও হিক্কা এই সকল রোগে পরস্পরের ঔষধ দ্বারা পরস্পরের চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ কাসের ঔষধ শ্বাসক্ষয়াদিতে ও শ্বাস ক্ষয়াদির ঔষধ কাসরোগে প্রয়োগ করিবে। এই পাঁচটী রোগের চিকিৎসা তুল্য প্রকার॥ ৫২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিতস্থানে শ্বাস-হিক্কা-চিকিৎসিত নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

(রাজযক্ষ্মাদি-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা রাজযক্ষ্মাদি চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন।

বহুদোষান্বিত যক্ষ্মরোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া ঈষৎ স্নেহযুক্ত এরূপ বমন বিরেচন দিবে, যাহাতে তাহার শরীরের কর্ষণ না হয়॥ ১

ময়নাফলের চূর্ণ মিশ্রিত দুগ্ধ, ইক্ষুরসাদি মধুর দ্রব্য বা মাংসরস পান করাইয়া যক্ষ্মরোগিকে বমন করাইবে। অথবা মদনফলাদি বামক দ্রব্য সাধিত ও ঘৃত সংযুক্ত যবাগূ বমনার্থ পান করিতে দিবে। তেউড়ীমূল, শ্যামা (বৃদ্ধদারক, বা শ্যামমূলা তেউড়ীমূল) বা সোন্দালের আঠা ঘৃত মধু ও চিনির সহিত, দুগ্ধের সহিত, তর্পণের সহিত অথবা দ্রাক্ষা ভূমিকুষ্মাণ্ড গাম্ভারী ও মাংস ইহাদের কোন একটীর রসের সহিত পান করাইয়া যক্ষ্মরোগিকে বিরেচন দিবে॥ ২।৩

বমন বিরেচন দ্বারা যক্ষ্মরোগির কোষ্ঠশুদ্ধ হইলে তাহাকে বৃংহণ ও অগ্নিদীপন ঔষধ সেবন করাইবে। আর যে সকল অন্ন ও পানীয় হৃদয়প্রিয় বাতনাশক ও লঘুপাক তাহা এবং সংবৎ-

সরের পুরাতন শালি ষষ্টিক গম যব ও মুগ যক্ষ্মরোগিকে আহারার্থ প্রদান করিবে। ছাগদুগ্ধ ছাগঘৃত ছাগমাংস ও মাংসাশী প্রাণীর মাংস শোষরোগনাশক॥ ৪।৫

কাক, পেঁচা, নেকড়ে বাঘ, ব্যাঘ্র, গো, অশ্ব, নকুল, সর্প, গৃধ্র, ভাসপক্ষী, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র এই সকল প্রাণীর মাংস যক্ষ্মরোগির হিতকর। রোগী জানিতে না পারে এরূপ ছদ্মভাবে (অর্থাৎ অন্য মাংসের নাম করিয়া—যেমন ব্যাঘ্রাদির মাংস ছাগমাংস বলিয়া, কাকাদির মাংস অন্য পক্ষীর মাংস বলিয়া) উক্ত মাংস প্রদান করিতে হইবে। কারণ রোগী যদি এই নিন্দিত মাংসের বিষয় জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার বমি হইবে। সুতরাং রোগির বল বা ওজঃ বর্দ্ধিত হইবে না॥৬

যক্ষ্মরোগির পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে মৃগ বিষ্কির ও প্রতুদ মাংসের, বায়ুর আধিক্য থাকিলে প্রসহাদি মাংসের বেশবার ও রসাদি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। অথবা ঐ সকল মাংস সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া বা দেশকালাদি অনুসারে ঘৃতে ভাজিয়া কিংবা সৈন্ধবাদি দ্রব্যে সংস্কৃত স্নিগ্ধ মৃদু ও প্রশস্ত রসবিশিষ্ট করিয়া আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে। মুগ ও কুলথ কলায়ের যূষ বা তদ্বৎ অন্য কোন দ্রব্যের যথারীতি প্রস্তুত করা যূস যক্ষ্ম-রোগির হিতকর॥ ৭।৮

পিপুল, যব, কুলথ কলাই, শুঁঠ, দাড়িম ও আমলকী দ্বারা সাধিত ছাগমাংস রস ঘৃতাদি স্নেহ যোগে স্নিগ্ধ করিয়া যক্ষ্মরোগিকে পান করাইবে। এই মাংসরস পান করিলে পীনসাদি ছয়টী বিকার (পীনস, শ্বাস, কাস, স্কন্ধ ও মস্তকে বেদনা, স্বরভেদ ও অরুচি) বিনিবৃত্ত হয়॥ ৯

যক্ষ্মরোগী অতি পুরাণ জীর্ণ মদ্য স্রোতোবিশোধনার্থ পান করিবে। পিত্ত কফ ও বায়ুর আধিক্য থাকিলে যুক্তিপূর্ব্বক মধু অরিষ্ট ও বারুণী মদ্য পান করিবে অথবা স্বল্পপঞ্চমূল বা ভুঁই আমলা কিংবা শালপাণি চাকুলে মুগানি ও মাসাণি; অথবা ধনে ও শুঁঠ ইহাদের সহিত সিদ্ধ জল পান করিবে। যক্ষ্মরোগির অনুকূল যত্নবান্ পরিচারক পঞ্চমূলাদি সিদ্ধ জল দ্বারা পবিত্র অন্ন প্রস্তুত করিয়া আহারাথ দিবে॥ ১০।১১

দশমূলের কাথ ও দুগ্ধ অথবা মাংসরস ও বেড়েলার কল্ক সহ কিংবা মাংসাশি-জন্তুর মাংসরস ও বেড়েলার কল্ক সহ বা দশগুণ দুগ্ধ ও বেড়েলার কল্কসহ ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া মধুর সহিত যক্ষ্মরোগিকে পান করাইবে॥ ১২

জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, পুষ্করমূল, শটী, পিপুল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, নীলোৎপল, ভুঁই আমলা, বলাডুমুর ও দুরালভা ইহাদের কল্ক ও চতুর্গুণ জল সহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। ইহা যক্ষ্মরোগনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ১৩।১৪

স্বরভেদ।

খেজুর, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু (কেহ বলেন মৌলফল) ও ফল্‌সা।এই সকল দ্রব্যের কল্ক ও চতুর্গুণ জল সহ যথাবিধি পক ঘৃত পিপুল চুর্ণের সহিত পান করিলে স্বরভেদ কাস শ্বাস ও জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৫

দশমূলের কাথের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা হইতে ঘৃত উৎপাদন করিবে। সেই নূতন ঘৃত পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিলে মস্তক পার্শ্বদেশ ও স্কন্ধদেশের বেদনা, কাস, শ্বাস ও জ্বর নষ্ট হয়। ইহা স্বরপরিষ্কারক। পাঁচ প্রকার পঞ্চমূলের (স্বল্প পঞ্চমূল, বৃহৎ পঞ্চমূল, তৃণ পঞ্চমূল, কণ্টকপঞ্চমূল ও বল্লীপঞ্চমূল) কাথের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধোত্থ ঘৃতও পূর্ব্ববৎ গুণকারক॥ ১৬।১৭

পঞ্চপ্রকার পঞ্চমূলের কাথ (৴৪ সের) ও চতুর্গুণ দুগ্ধ (১৬ সের) সহ যথাবিধি পক্ব ঘৃত যক্ষ্মরোগির পীনসাদি সপ্তপ্রকার পীড়া নিবারক ॥ ১৮

ষট্‌পলক ঘৃত।

ঘৃত ৴৪ সের। দুগ্ধ ৴৪ সের। কল্ক দ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। (এস্থলে অনুক্ত হইলেও ঘৃতের সম্যক্ পাকার্থ চতুর্গুণ বা তিন গুণ জল দিতে হইবে।) এই ঘৃত পান করিলে গুল্ম, জ্বর, উদর, প্লীহা, গ্রহণীরোগ, পাণ্ডু, পীনস, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য, শোথ ও উর্দ্ধগ বায়ুর প্রশম হয়। এই ঘৃত স্রোতোবিশোধক ॥ ১৯।২০

রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, শালপাণি ও পুনর্নবা ইহাদের কাথ (১৬ সের) ; জীবন্তী ও পিপুলের কল্ক (৴১ সের) এবং ঘৃত (৴৪ সের) যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত শোষরোগ নাশক ॥ ২১

অশ্বগন্ধার কাথের সহিত পক্ব দুগ্ধ হইতে ঘৃত উত্তোলন করিবে। এই ঘৃত চিনি ও দুগ্ধের সহিত পান করিলে পূর্ব্ববৎ গুণকারী হয় ॥ ২২

মাংসসর্পিঃ।

ঘৃত ৴৪ সের। সাধারণ মাংস (যক্ষ্মরোগে ব্যবহার্য্য বিলেশয় প্রসহাদি মাংস) ১২॥০ সের। পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবনীয়গণের (জীবক ঋষভক মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী ঋদ্ধি বৃদ্ধি মুগানি মাসানি জীবন্তী ও যষ্টিমধু) প্রত্যেকের ১ পল ; যথাবিধি পাক করিবে। এই মাংসসর্পিঃ কেবল বা মাংসরসের সহিত পান করিলে বাতপিত্ত জন্য রোগ এবং কাস শ্বাস স্বরভেদ শোষ হৃদ্ব্যথা ও পার্শ্ববেদনা প্রশমিত হয় ॥ ২৩।২৪

এলাদি ঘৃত।

এলাইচ, বনযমানী, ত্রিফলা, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, ত্রিকটু, চিতা, ভেলার মুটি, বিড়ঙ্গ এবং নিম, খদির, শাল ও বীজক (শালভেদ, কেহ বলেন টাবালেবু) ইহাদের সার প্রত্যেক এক সের ; এই সকল দ্রব্য ১৬ গুণ জলে পাক করিয়া ষোড়শাংশ অবশেষ থাকিতে নামাইবে। এই কাথ সহ ৴৪ চারিসের ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে বংশলোচন ৬ পল, চিনি ৩০ পল, মধু ৴৮ সের, ত্রিজাত (দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাচ) তিন পল, এই সকল দ্রব্য উক্ত ঘৃতে প্রক্ষেপ দিয়া হাতা দ্বারা উত্তমরূপে আলোড়িত করিবে। এই ঘৃত পূর্ব্বাহ্নে দুগ্ধ অনুপানে পান করিতে হয়। ইহা সুখকর রসায়ন, মেধাবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, আয়ুর বর্দ্ধক ও অগ্নির দীপক। ইহা সেবনে মেহ গুল্ম ক্ষয়রোগ পাণ্ডুরোগ ও ভগন্দর আশু নষ্ট হয় ॥ ২৫—২৯

উরঃক্ষতে যে সকল সর্পিগুড় কথিত হইয়াছে, তাহা ক্ষয়রোগেও প্রয়োগ করিবে ॥ ৩০

দারুচিনি, এলাইচ, পিপুল, বংশলোচন ও চিনি, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যথাক্রমে দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রহণ করিয়া সেবন করিলে বা ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে কাস শ্বাস ক্ষয় পার্শ্ববেদনা ও কফ নষ্ট হয়। ইহা স্বরবর্দ্ধক ও বলকারক ॥ ৩১

রাজযক্ষ্মরোগির স্বরভেদে বিশেষরূপে নস্য ও ধূমপানাদি ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩২

এই সকল স্বরভেদের মধ্যে বাতজ স্বরভেদে কালকাসিন্দা, বৃহতী (বেগুণ) ও ভীমরাজের স্বরসের সহিত অথবা নীলঝিন্টির সহিত ঘৃত পাক করিয়া ভোজনের পর পান করিতে দিবে। ইহা কাসনাশক ও স্বরের হিতকর॥ ৩৩

কুলপত্রের কল্ক ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধব লবণের সহিত ভোজনের পরে সেবন করিবে। ইহা স্বরের হিতকর॥ ৩৪

যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপুল, বিড়ঙ্গ, ময়নাফল ও হংসপাদীর মূল ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া নস্য লইবে অর্থাৎ এই তৈল নাসিকাতে নিষেচন করিবে॥ ৩৫

গুড়মিশ্র অন্ন ও পায়স ঘৃতের সহিত ভোজন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল অনুপান করিবে। ইহাতে স্নিগ্ধ স্বেদ প্রয়োগ করিবে॥ ৩৬

পিত্তজন্য স্বরভেদে ক্ষীরিবৃক্ষের অঙ্কুরের কাথ ও কল্ক সহ সিদ্ধ ঘৃত মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে অথবা যষ্টিমধুচূর্ণ যুক্ত পায়স ঘৃত সহ আহার করিতে দিবে। অনুপান শৃতশীতল দুগ্ধ॥৩৭

বেড়েলা, শালপাণি, ভুমিকুষ্মাণ্ড ও যষ্টিমধু ইহাদের সহিত পক্ব ঘৃত লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য দিবে। ইহা স্বরভেদের উত্তম ঔষধ॥ ৩৮

পিত্তজ স্বরভেদে পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, বৃহতী ও বেড়েলা ইহাদের কল্কের সহিত দুগ্ধোদ্ভব ঘৃত পাক করিয়া তাহার নস্য দিবে। স্বরভঙ্গে ইহা শ্রেষ্ঠ নস্য। ইহাতে মধুররসবিশিষ্ট দ্রব্যের চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিবে॥ ৩৯

কফোদ্ভব স্বরভেদে কটুরসান্বিত দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পান ও রুক্ষ ভোজন করিবে। কায়ছাল, আমলকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ইহাদের চূর্ণ অথবা ত্রিকটু, যবক্ষার, চিতা, চৈ, বামুনহাটী, হরীতকী ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ তৈল ও মধু দ্বারা আপ্লুত করিয়া অবলেহ করিবে॥ ৪০

পিপুল ও আমলকীর কাথে যবচূর্ণের যবাগু পাক করিয়া তাহা ঘৃত ও তৈলে সন্তলিত করিবে। ইহা কফজ স্বরভেদাক্রান্ত রোগিকে খাইতে দিবে। ভোজনের পর পিপুল ও শুঁঠের চূর্ণ সেবন করাইবে অথবা তীক্ষ্ণ বমন দিবে॥ ৪১

উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করার জন্য যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে—তাহাকে মধুররসান্বিত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, চিনি ও মধু মিশাইয়া পান করিতে দিবে॥ ৪২

অরোচক।

অরোচক রোগে পথ্য দ্রব্য সমূহ দ্বারা নানাপ্রকার অন্ন ও পানীয় প্রস্তুত করিয়া রোগিকে আহার করিতে দিবে। এই অরুচি রোগ, সমস্ত ব্যাধি হইতে গুরুতর; কারণ প্রাণধারণার্থ অপথ্য অন্নও ইহাতে প্রয়োগ করিতে হয়। সেই জন্য প্রথমে অরুচিরই চিকিৎসা করিবে, তৎ পরে অন্যাদি রোগের প্রশমন চেষ্টা করিতে হইবে॥ ৪৩

অরুচি রোগে স্নানাদি দ্বারা বহিঃশুদ্ধি, বমন বিরেচনাদি দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি, চিত্তনির্বাণ (শান্তি), হৃদয়প্রিয় ঔষধ, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে দন্তধাবন, মুখধাবনোপযোগী কষায় দ্বারা মুখপ্রক্ষালন ও প্রায়োগিক (বৈদিক) ধূমপান ব্যবস্থা করিবে॥ ৪৪

তালীশচূর্ণ বটক, কর্পূর ও মিছরী এবং শশাঙ্ককিরণাখ্য ভক্ষ্য দ্রব্য অত্যন্ত রুচিকর ॥ ৪৫

অরোচকের সামান্য চিকিৎসা বলিয়া বিশেষ চিকিৎসা কথিত হইতেছে। বায়ুজন্য অরোচকে রেণুক, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দ্রাক্ষা, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ প্রসন্নাখ্য মদ্যবিশেষের সহিত, অথবা এলাইচ, বামুনহাটী, যবক্ষার ও হিঙ্গুযুক্ত ঘৃতের সহিত সেবন করাইবে। কিংবা বচসিদ্ধ জল পান করাইয়া বমন করাইবে। পিত্তজ অরোচকে গুড়মিশ্রিত জল পান করাইয়া বমি করাইবে। অথবা চিনি ঘৃত সৈন্ধবলবণ ও মধু একত্র মিশাইয়া লেহন করাইবে। কফজ অরোচকে নিমের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। ইহাতে কৃষ্ণজীরা ও সোন্দালের কাথ পান, মধু সহ তীক্ষ্ণ অরিষ্ট, মার্দ্বীক মদ্য বা মধুকৃত মদ্য পান, এবং পূর্ব্বোক্ত হরেণ্বাদি চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে ॥ ৪৬—৪৮

সমশর্কর চূর্ণ।

এলাইচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, নাগেশ্বরফুল ৩ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ ও শুঁঠ ৫ ভাগ, চিনি সর্ব্বসমষ্টির সমান; চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইবে। এই সমশর্কর চূর্ণ সেবন করিলে প্রসেক (মুখে জল উঠা), অরুচি, হৃদয় ও পার্শ্বে বেদনা, কাস, শ্বাস ও গল রোগ নষ্ট হয় ॥ ৪৯

যোয়ান, তেঁতুল, অম্লবেতস, শুঁঠ, দাড়িম ও কুল প্রত্যেক ২ তোলা, চিনি অর্দ্ধসের, ধনে সচললবণ কৃষ্ণজীরা ও দারুচিনি প্রত্যেক ১ তোলা, পিপুল ১০০ একশত ও মরিচ ২০০ দুইশত। ইহাদের চূর্ণ অত্যন্ত রুচিকর, মলসংগ্রাহক ও হৃদয়প্রিয়। ইহা সেবনে মলবিবন্ধ, কাস, হৃদ্রোগ, পার্শ্ববেদনা, প্লীহা, অর্শঃ ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয় ॥ ৫০—৫২

তালীশাদি চূর্ণ।

তালীশপত্র ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, শুঁঠ ৩ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, দারুচিনি অর্দ্ধ ভাগ, এলাচ অর্দ্ধ ভাগ, চিনি ৩২ ভাগ; একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাস শ্বাস অরুচি বমি প্লীহা হৃদ্রোগ পার্শ্ববেদনা পাণ্ডুরোগ জ্বর ও অতিসার নষ্ট হয়। ইহা রুচিকর অগ্নিদীপক ও বদ্ধবায়ুর অনুলোমকারক ॥ ৫৩।৫৪

আকন্দ, গুলঞ্চ ও দুগ্ধ ইহাদের কাথ করিয়া তাহাতে সমস্ত রাত্রি যব ভিজাইয়া রাখিবে। সেই যবের ছাতু করিয়া তাহা ও অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য কল্পনা করিয়া ভোজন করিলে প্রসেক (মুখ নাসাদি স্রাব) নিবারিত হয়। রোগী বলবান্ হইলে তাহাকে কটুতিক্তরস দ্রব্য দ্বারা বমন করাইয়া শূল্য জাঙ্গল মাংস (জাঙ্গল মাংসের শিক্‌কাবাব) এবং শুষ্ক ও লঘু ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করাইবে ও চণকাদির যূষ অনুপান করিতে দিবে ॥ ৫৫।৫৬

কুপিত বায়ু শ্লেষ্মাকে ক্ষেপণ করে, শ্লেষ্মার অতিপ্রসেক হেতু তাহাকে কফপ্রসেক বলে। বিদ্বান্ চিকিৎসক বাতশ্লেষ্মনাশক নিম্নোক্ত চিকিৎসা দ্বারা সেই কফপ্রসেকের শান্তি করিবে ॥ ৫৭

এই কফপ্রসেকোক্ত চিকিৎসাক্রম পীনস ও বমনরোগেও প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ পীনস রোগে অভ্যঙ্গ, স্নেহ এবং উৎকারিকা ও পিণ্ড দ্বারা মস্তক পার্শ্ব ও গল দেশে স্নিগ্ধ স্বেদ প্রয়োগ এবং স্নেহমিশ্রিত লবণ অম্ল ও কটুরস সেবন করিবে ॥ ৫৮।৫৯

মস্তক পার্শ্ব ও স্কন্ধ দেশে বেদনা থাকিলে দোষানুসারে চিকিৎসা করিবে। ইহাতে ঔদক ও আনূপ মাংস ঘৃত তৈলাদি চতুঃস্নেহে সুসংস্কৃত করিয়া তাহার উপনাহ স্বেদ দিবে দোষদ্বয়ের সংসর্গ থাকিলে তগরপাদুকা, যষ্টিমধু, শুলফা, কুড় ও চন্দনের প্রলেপ অথবা বেড়েলা রাস্না তিল ঘৃত যষ্টিমধু ও নীলোৎপলের প্রলেপ দিবে ॥ ৬০।৬১

ইহাতে পুনর্নবা, সজিনা, বেড়েলা, ক্ষীরকাকোলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের নস্য ও ধূমপান; ভোজনের পর স্নেহপান, অভ্যঙ্গোপযোগী তৈল মর্দ্দন ও বস্তিকর্ম্ম ব্যবস্থা করিবে ॥ ৬২

শৃঙ্গ জলৌকা ও অলাবু দ্বারা যক্ষ্মরোগির বাতপিত্তকফদুষ্ট রক্ত নির্হরণ করিবে ॥ ৬৩

পদ্মকাষ্ঠ বেণামূল ও রক্তচন্দন কিংবা দূর্ব্বা যষ্টিমধু মঞ্জিষ্ঠা ও কুঙ্কুম ইহাদের কল্ক ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে ॥ ৬৪

ন্যগ্রোধাদিগণে সিদ্ধ তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ, শতধৌত ঘৃত দ্বারা প্রলেপ এবং দুগ্ধ বা যষ্টিমধুর কাথ দ্বারা পরিষেক হিতকর ॥ ৬৫

প্রায়ই অগ্নিমান্দ্য হেতু যক্ষ্মরোগির পিচ্ছাযুক্ত মল অতি নিঃসরণ হয়। ইহাতে অতিসার ও গ্রহণীরোগোক্ত ঔষধ হিতকর ॥ ৬৬

রাজযক্ষ্মরোগির ধাতু শুষ্ক হইলে তাহার মল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। কারণ সর্ব্বধাতু-ক্ষয়ার্ত্ত ব্যক্তির মলই প্রধান বল ॥ ৬৭

দেশ কাল ও সাত্ম্যাদি বুঝিয়া মাংস ভোজন করিয়া পশ্চাৎ মার্দ্বীক মদ্য পান করিলে এবং মল মূত্রাদির বেগ ধারণ না করিলে যক্ষ্মা অবকাশ লাভ করে না ॥ ৬৮

যক্ষ্মরোগী মাংস ভোজন করিয়া যথাযোগ্য সুরা, সুরামণ্ড, মার্দ্বীক মদ্য, অরিষ্ট, সীধু ও মাধব মদ্য অনুপান করিলে তাহার বিবদ্ধ স্রোতের মোক্ষণ, বল, ওজোবৃদ্ধি ও পুষ্টি হয় ॥ ৬৯

যক্ষ্মরোগিকে তৈলাভ্যক্ত করিয়া তৈলাদি স্নেহ, দুগ্ধ ও জল পূর্ণ কোষ্ঠে অবগাহন করাইবে। কোষ্ঠ হইতে উঠিয়া সুখে অবস্থান করিলে গুল্মরোগোক্ত মিশ্রক স্নেহ দ্বারা সুখাবহ হস্তে তাহার গাত্র মর্দ্দন এবং অতিশয় সুখজনকভাবে উদ্বর্ত্তন ক্রিয়া করিবে ॥ ৭০

উদ্বর্ত্তন। জীবন্তী, শ্বেতদূর্ব্বা, মঞ্জিষ্ঠা, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, অপামার্গ, জয়ন্তী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, সর্ষপ, কুড়, তণ্ডুল, মসিনা, মাষকলায়, তিল ও সুরাবীজ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্ব চূর্ণের তিনগুণ যবচূর্ণ; একত্র মিশাইয়া দধি ও মধু সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা গাত্র উদ্বর্ত্তন করিবে। ইহা যক্ষ্মরোগির পুষ্টি বর্ণ ও বল জনক ॥ ৭১—৭৩

যক্ষ্মরোগী হেমন্তাদি ঋতুতে স্নানার্হ গন্ধদ্রব্য, সহদেবাদি ঔষধি বিশেষ ও জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ও শ্বেতসর্ষপের কল্ক মিশ্রিত ধাতুসুখকর ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিবে। ইহাতে চন্দন কুঙ্কুমাদি গন্ধ দ্রব্য লেপন, কুসুমমাল্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি অলক্ষ্মীনাশক ভূষণ ধারণ, বন্ধুদিগের দর্শন, গীতবাদ্য ও পুত্র জন্ম বিবাহাদি উৎসব বাক্যশ্রবণ, বস্তিপ্রয়োগ, ক্ষীরোদ্ভব ঘৃত, মদ্য, মাংস, সুশীলতা, বলি মঙ্গল হোম প্রায়শ্চিত্তাদি দৈব কর্ম্ম ও অথর্ব্ববেদোক্ত যাগাদি কর্ম্ম প্রশস্ত ॥ ৭৪—৭৬

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিতস্থানে রাজযক্ষ্মাদিচিকিৎসিত নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(ছর্দ্দি-হৃদ্রোগ-তৃষ্ণা-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা বমি হৃদ্রোগ ও তৃষ্ণা চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব —যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (যক্ষ্মারোগেরই উপদ্রবরূপে এই সকল পীড়া প্রকাশ পায় সেইজন্য যক্ষ্মরোগের পর এই সকল রোগ উক্ত হইল)।

প্রায় সকল প্রকার বমনই আমাশয়ের উৎক্লেশ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই জন্য ইহাতে প্রথমে লঙ্ঘনই হিতকর বলিয়া কথিত হইয়াছে। কেবল বায়ুজনিত বমনে লঙ্ঘন ব্যবস্থেয় নহে, কারণ (বাতজ বমনে) আমাশয়ের উৎক্লেশ হয় না। সম্যক্ লঙ্ঘন কৃত হইলেও যদি বমনবেগ শান্ত না হয়, তাহা হইলে বলবান্ বাতাদি-বহুদোষাক্রান্ত ও অনবরত বহু পরিমাণে বমনকারী ব্যক্তিকে বমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বমন ঔষধ প্রয়োগের পর, মদ্য বা দ্রাক্ষাদিফলনিষ্পাদিত জল অথবা গব্য দুগ্ধাদির সহিত ক্রমশঃ হৃদ্য বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তাহাতে ঊর্দ্ধগত দোষ অধোগত হইবে। ইহাতে শমন ঔষধও ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু রোগী রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইলে বমন বিরেচন ঔষধ না দিয়া কেবল শমন ঔষধই ব্যবস্থা করিবে॥ ১।২

বমনরোগে পরিশুষ্ক প্রিয় সাত্ম্য ও লঘু অন্ন, উপবাস, যূষ, মাংসরস, কাম্বলিকযূষ, খড়যূষ, শাক, লেহ, ভোজ্য, রাগ, খাণ্ডব, পানক, বিচিত্র শুষ্ক ভক্ষ্য, ফল, স্নান, ঘর্ষণ, শোভন গন্ধবিশিষ্ট গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি ফল পুষ্প অন্ন পান, ভোজনমাত্র সহসা মুখে শীতল জল সেচন এই সকল প্রশস্ত॥ ৩—৫

বাতজবমন-চিকিৎসা। ঈষদুষ্ণ ঘৃতে সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা পান করিলে কাস ও হৃদয়দ্রব (হৃদয়ের ধক্‌ধকানি) যুক্ত বাতজ বমি নষ্ট হয়। অথবা শুঁঠ পিপুল মরিচ সৈন্ধব সচল ও বিট্‌লবণযুক্ত ঘৃত ; দাড়িমের রসে বা শুঁঠ দধি ও ধনে'র সহিত যথাবিধি সিদ্ধ ঘৃত অথবা সমভাগ জল ও দুগ্ধ একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে কিংবা কুক্কুটাদি বিষ্কির পক্ষির মাংসরস বহুমাত্রায় ঘৃত ও সৈন্ধবসংযুক্ত এবং দাড়িম মাতুলুঙ্গাদি ফলের রসে অম্লীকৃত করিয়া তাহা পান করিলে বা শুঁঠ দধি ও দাড়িম সংস্কৃত স্নিগ্ধ ভোজন করিলে উক্তরূপ বাতজবমনাদির শান্তি হয়। ইহাতে সৈন্ধবসংযুক্ত ঈষদুষ্ণ এরণ্ড তৈলাদি স্নেহ দ্বারা বিরেচন হিতকর॥ ৬—৮

পিত্তজবমন-চিকিৎসা। পিত্তজবমনে দ্রাক্ষা ও ইক্ষু রসের সহিত তেউড়ী চূর্ণ অথবা তৈল্বক ঘৃত পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। ইহাতে প্রবৃদ্ধ পিত্ত যদি শ্লেষ্মস্থানে গমন করে তাহা হইলে মধুর তিক্ত রসের সহিত বমনদ্রব্য সেবন করাইয়া (পিত্ত) নির্হরণ করিবে। বমন বিরেচন দ্বারা শরীর শুদ্ধ হইলে তাহাকে খৈয়ের মন্থ বা যবাগু মধু ও চিনির সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে শালি বা ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন মুগের যূষ ও জাঙ্গল মাংসের ব্যঞ্জনের সহিত ভোজন করাইবে। পিত্তজবমনে মৃত্তিকা পিণ্ড অগ্নিতে পোড়াইয়া জলে নির্ব্বাপিত করিবে,

সেই জল সুশীতল হইলে তাহা অথবা মুগ বেণামূল পিপুল ও ধনে এই সমুদায় দ্রব্য সমস্ত রাত্রি জলে ভিজাইয়া পর দিন প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া সেই জল অথবা দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, গুলঞ্চের কাথ কিংবা দুগ্ধ পানার্থ প্রয়োগ করিবে॥ ৯—১২

জামের কচি পাতা, আমের কচি পাতা, বেণামূল, বটশুঙ্গ ও বটের ঝুরি ইহাদের কাথ বা শীতকষায় মধুসহ পান করিলে বমি জ্বর অতিসার মূর্চ্ছা ও দুর্জ্জয় তৃষ্ণা নিবারিত হয়॥ ১৩

মুদ্গদলের (মুগের ডাইলের) কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা আমলকীরসের সহিত অথবা উহার শীতকষায় পান করিবে। কুল আঁঠির শাঁস, চিনি, খৈ, মাছির বিষ্ঠা, পিপুল ও রসাঞ্জন ইহাদের চূর্ণ অথবা হরীতকী বা দ্রাক্ষা কিংবা কুলের চূর্ণ মধুসহ লেহন করিবে॥ ১৪

শ্লেষ্মজবমন-চিকিৎসা। শ্লেষ্মজন্য বমন রোগে নিম পিপুল ও সর্ষপের খৈল ইহাদের চূর্ণ গরম জলের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে তাহাকে উপবাস করাইবে, বমন দিবে না। আরগ্বধাদিগণের কাথ শীতল করিয়া তাহা মধুর সহিত পান করিতে দিবে। বমননাশক ঔষধ দ্বারা বহুবার ভাবিত যবের মন্থ পান করাইবে। কফনাশক হৃদ্য অন্ন, এবং তুলসী ও গন্ধতৃণের সহিত রাগ (আচার বিশেষ) ইহাতে প্রয়োগ করিবে। মনছাল, পিপুল ও মরিচচূর্ণ টাবালেবুর রস ও মধুসহ লেহন করিলে বা কয়েতবেলের রস ও মধুসহ লেহন করিলে বমি নষ্ট হয়। শুঁঠ পিপুল মরিচ ও কয়েতবেল চূর্ণ বা কেবল দুরালভার চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে বমি নষ্ট হয়॥ ১৫—১৮

দ্বিষ্টার্থ-সংযোগ জন্য বমি (বীভৎসজ বমি) মনের অনুকূল উপচার দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৯

ক্রিমিজন্য বমি ক্রিমিহৃদ্রোগকথিত ঔষধ দ্বারা নিবারিত হয়। এই সকল ঔষধে কেবল যে ক্রিমিজ বমি নষ্ট হয় তাহা নহে, ক্রিমিহৃদ্রোগকৃত অন্যান্য রোগও প্রশমিত হইয়া থাকে। ক্রিমিজ বমি জন্য উপদ্রবও এই ঔষধ দ্বারা নষ্ট হয়॥ ২০

বমনের নিরন্তর অনুবন্ধ থাকিলে ধাতুক্ষয় হয়। ধাতুক্ষয়হেতু বায়ু অবশ্য প্রকুপিত হইয়া থাকে। অতএব বমনাতিপ্রসঙ্গে বমনাতিযোগোক্ত অন্য চিকিৎসা না করিয়া স্তম্ভন ও বৃংহণ চিকিৎসা করিবে। বাতাদি দোষ ও রসাদি দূষ্যের অনুসারে সর্পির্গুড় মাংসরস কল্যাণকঘৃত ত্র্যষণ ঘৃত জীবনীয় ঘৃত এবং পথ্যযুক্ত দুগ্ধ ও লেহ যথাকালে প্রদান করিলে অতিপ্রসক্ত বমি প্রশমিত হয়॥ ২১।২২

হৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

বাতজ হৃদ্রোগে—দধির মাত সৌবীর ও তক্রমিশ্রিত তৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া পান করাইবে। বিট্ লবণ মিশ্রিত তৈল পান করিলে গুল্ম ও আনাহ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৩

সৈন্ধবাদি পঞ্চলবণ, গোমূত্র ও কাঁজির সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহা ব্যবহার করিলে পূর্ব্ববৎ ফল পাওয়া যায়॥ ২৪

বিল্ব, রাস্না, যব, কুল, দেবদারু, পুনর্নবা, কুলত্থ কলায় ও পঞ্চমূল ইহাদের কাথের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল নস্তে পানে ও বস্তিতে প্রয়োগ করিবে॥ ২৫

শুঁঠ, আমলকী, লবণ, কাকোলী, হিং, পুষ্করমূল ও হরীতকী ইহাদের সহিত যথাবিধি পক্ব ঘৃত পার্শ্ববেদনা, হৃদ্রোগ ও গুল্মরোগ বিনাশক ॥ ২৬

ঘৃত /৪ সের, সচল লবণ ২ পল ও হরীতকী পঞ্চাশটী ; যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে হৃদ্রোগ শ্বাস ও গুল্ম নষ্ট হয় ॥ ২৭

পুষ্করমূল, শঠী, শুঁঠ, টাবালেবু, জটামাংসী (বা টাবা লেবুর মূল) ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া তাহাতে যবক্ষার ঘৃত কাঁজি ও লবণ মিশাইয়া সেবন করিলে বিকর্ত্তিকা (হৃদয়ের আবর্ত্তন জনিত ছেদনবৎ পীড়া) ও শূল নষ্ট হয়। যোয়ান, বচ, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পুতিকরঞ্জ, দেবদারু, বীজপূরক, জয়ন্তী, শঠী ও পুষ্করমূল ইহাদের উষ্ণ কাথে লবণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উক্তরূপ হৃদ্রোগাদি নষ্ট হয় ॥ ২৮।২৯

(অধিক পাঠ—দাড়িম, কাললবণ, শুঁঠ, হিং ও অম্লবেতস ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে হৃদ্রোগ অপতন্ত্রক ও শ্বাস নষ্ট হয়।)

পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ), শঠী, হরীতকী, গুড়, বীজপূরক ও পুষ্করমূল ইহাদের কল্ক বারুণী মণ্ডে মিশাইয়া তাহা ঘৃত তৈলে সন্তলিত ও সৈন্ধবযুক্ত করিয়া পান করিলে হৃচ্ছূল পার্শ্বশূল যোনিশূল গুল্ম ও উদররোগ নষ্ট হয় ॥ ৩০

বাতজ হৃদ্রোগে স্নিগ্ধ স্বেদ ও ঔষধপক্ব ঘৃত হিতকর ॥ ৩১

বাতজ হৃদ্রোগে পিপাসা থাকিলে স্বল্প পঞ্চমূল বা শুঁঠের সহিত সিদ্ধ জল, বারুণীমণ্ড, দধির মাত অথবা ধান্যাম্ল পান করিতে দিবে ॥ ৩২

বাতজ হৃদ্রোগে আক্ষেপ, স্তব্ধতা, শূল ও আমদোষ থাকিলে পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা করিবে। কিন্তু দ্রবপূর্ণতা (বা ধক্ ধকানি), আক্ষেপ ও মোহ থাকিলে তিত্তিরি ক্রৌঞ্চ (বক) ময়ূর বর্ত্তক ও ভল্লুকের মাংস রস বহুস্নেহ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৩

হৃদ্রোগার্ত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বলাতৈল, প্রমেহোক্ত সুকুমারক ঘৃত, বাতশোণিতাধ্যায়োক্ত শতপাক যষ্ট্যাহ্ব তৈল অথবা উত্তম মহাস্নেহ পান করিবে ॥ ৩৪

মহাস্নেহ। ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা মিলিত /৪ সের। দধি চতুর্থাংশ। কাঞ্জিকাদি অম্ল যথালাভ। কল্কদ্রব্য—রাস্না, জীবক, জীবন্তী, বেড়েলা, কণ্টকারী, পুনর্নবা, বামুনহাটী, শালপাণি, বচ ও ত্রিকটু মিলিত /১ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া এই মহাস্নেহ পান করিতে দিবে। ইহা তর্পণ বৃংহণ বলজনক ও বাতজহৃদ্রোগ নাশক ॥ ৩৫।৩৬

দ্রব ও আক্ষেপ যুক্ত বাতজ হৃদ্রোগে অগ্নির দীপ্তি থাকিলে দুগ্ধ দধি গুড় ঘৃত মৎস্যাদি ঔদক ও বরাহাদি আনূপমাংস হিতকর। কিন্তু বাতজ হৃদ্রোগ ভিন্ন অন্য চারি প্রকার হৃদ্রোগে দুগ্ধ দধি গুড়াদি প্রয়োগ করিবে না। আর বাতজ হৃদ্রোগে যদি স্তব্ধতা জড়তা ও আমদোষ থাকে তাহা হইলেও ক্ষীরাদি প্রযোজ্য নহে। অর্থাৎ ইহা বর্জ্জন করিবে। এই বাতজ হৃদ্রোগে যদি কফের অনুবন্ধ থাকে তাহা হইলে রুক্ষ ও উষ্ণ চিকিৎসা করিবে ॥ ৩৭—৩৯

পিত্তজ হৃদ্রোগে দ্রাক্ষা ইক্ষুরস চিনি মধু ও ফলসা যুক্ত দ্রব্য বিরেচন দিবে। বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ হইলে পিত্তনাশক ক্রম (পেয়াদি) ব্যবস্থা করিবে। ক্ষতরোগে ও পিত্তজ্বরে

বাহ্য ও আভ্যন্তর যে সকল শোধন উক্ত হইয়াছে, তাহাও ইহাতে ব্যবস্থা করিবে। কট্কী ও যষ্টিমধুর কল্ক—চিনি সহ মিশাইয়া জলের সহিত সেবন করিবে॥ ৪০।৪১

মহিষের ঘৃত ⁄৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—গজপিপ্পলী, চিনি, দ্রাক্ষা, জীবক, ঋষভক, উৎপল, বেড়েলা, খেজুর, কাকোলী, মেদা ও মহামেদা মিলিত ⁄১ এক সের। যথাবিধি পাক করিয়া পান করিলে পিত্তজ হৃদ্রোগ নষ্ট হয়॥ ৪২

প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, মৃণালগ্রন্থি, কেশুর, শুঁঠ ও শৈবাল ইহাদের কল্ক ও দুগ্ধ সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। ইহা পিত্তজ হৃদ্রোগে প্রশস্ত। দ্রাক্ষাদি মধুর বর্গের সহিত সিদ্ধ ঘৃতও হৃদ্রোগনিবারক। যষ্টিমধুর সহিত পক্ব তৈলে মধু মিশাইয়া, তদ্দারা পিত্তজ হৃদ্রোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৪৩।৪৪

কফজ হৃদ্রোগে রোগিকে স্বেদ দিয়া তৎপরে বচ ও নিমের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। কুলত্থযূষ, জাঙ্গলমাংসরস, তীক্ষ্ণ মদ্য ও যবকৃত ভোজ্য দ্রব্য খাইতে দিবে॥ ৪৫

বচাদিচূর্ণ।

বচ, হিং, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, শুঁঠ, এলাইচ, যবানীক (যোয়ান বিশেষ), পিপুল ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গরম জল সহ সেবন করিবে। অথবা ত্রিফলা চূর্ণ—ধান্যাম্ল (কাঁজিবিশেষ), কুলত্থযূষ, গোমূত্র বা আসব ইহাদের সহিত বা ইহাদের মধ্যে কোন একটীর সহিত সেবন করিবে। পুষ্করমূল, হরীতকী, শুঁঠ, শটী, রাস্না, বচ, পিপুল, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জল বা ধান্যাম্লাদির কোন একটীর সহিত পান করিবে। হরীতকী, শুঁঠ, আতইচ, দারুহরিদ্রা ও কট্‌ফল ইহাদের ক্বাথ পান করাইবে॥ ৪৬।৪৭

রোহিতক, অশ্বথ, খদির, যজ্ঞডুমুর, অর্জ্জুন, পলাশ ও বট ইহাদের ছালের ক্বাথে ত্রিকটু ও তেউড়ী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহবৎ পাক করিবে। এই লেহ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কফজন্য রোগ নষ্ট হয়॥ ৪৮

শ্লেষ্মগুল্মে যে সকল ঘৃত ও নানা প্রকার ক্ষার উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত (ঘৃত ক্ষারাদি) শ্লেষ্মজ হৃদ্রোগে প্রয়োগ করিবে॥ ৪৯

কফজ হৃদ্রোগে শিলাজতু, রসায়নাধিকারোক্ত ব্রাহ্ম্যরসায়ন, আমলক লেহ ও কাস-চিকিৎসোক্ত অগস্ত্য নির্ম্মিত প্রাশ্য (লেহ) ব্যবস্থা করিবে॥ ৫০

যাহার অন্ন ভোজন মাত্র অতিশয় শূল, পরিপাক কালে শূলের অল্পতা এবং জীর্ণ হইলে শূলের শান্তি হয়—তাহাকে কুড়, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, লোধ, দেবদারু ও আতইচ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জল সহ পান করাইবে॥ ৫১

যাহার ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে অধিক শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে বিরেচন দ্রব্য সিদ্ধ স্নেহ পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। ভুক্তান্নের পচ্যমানাবস্থায় শূলের আধিক্য হইলে ফল দ্বারা বিরেচন দিবে। আর সর্ব্বদাই অত্যন্ত শূল হইলে ত্রিবৃতাদি তীক্ষ্ণ মূল বিরেচন দ্বারা বিরেচন করাইবে। (বিরেচক ফল যথা—দ্রাক্ষা, বিড়ঙ্গ, খর্জ্জুর, ফলসা, সোন্দাল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কমলা গুঁড়ি, মূষিকপর্ণী, ত্রপুস, দন্তী, নীলিনী, কুল ও পীলু। বিরেচক মূল যথা—সাতলা (চর্ম্মকষা),

শঙ্খিনী, দন্তী, দ্রবন্তী, হাপর মালী, তেউড়ী, শ্যামা লতা, ডহরকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, কাঞ্চনক্ষীরী, বৃদ্ধদারক, গোমক, কুচাক্ষী, শ্বেত অপরাজিতা ও মসূরদাল ইহাদের মূল।) ॥ ৫২

বায়ু প্রায়ই রুদ্ধগতি হওয়ায় আমাশয় গত হইয়া প্রকুপিত হয়, অতএব অবস্থাবশে বমন বিরেচনাদি শোধন লঙ্ঘন ও পাচন ঔষধ দ্বারা উক্ত প্রকুপিত বায়ুর অনুলোম অর্থাৎ স্বপথ-প্রবর্ত্তন করিবে ॥ ৫৩

ক্রিমি জন্য হৃদ্রোগে কৃমিঘ্ন সমস্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ৫৪

তৃষ্ণারোগ-চিকিৎসা।

সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণারোগে প্রায়ই বাতপিত্ত নাশক চিকিৎসা করিবে। ইহাতে বাহ্য ও আভ্যন্তরে শৈত্য ক্রিয়া এবং শোধন ও শমন ঔষধ হিতকর ॥ ৫৫

তৃষ্ণারোগে শীতল আন্তরীক্ষ (বৃষ্টি) জল মধু সহ বা তদ্‌গুণান্বিত ভৌমজল কিংবা অগ্নিতপ্ত লোষ্ট্র কপাল (খাপরা) ও বালুকাদি জলে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই জল অথবা সেই জলে চিনি মিশাইয়া তাহা পান করিতে দিবে। বা তৃণপঞ্চমূলের সহিত সিদ্ধজল পান করাইবে। ইহাতে লাজশক্তু (খৈরের ছাতু বা চূর্ণ) কৃত মন্থ, আম (ভাজা নহে) যব কৃত চিনি ও মধু সংযুক্ত শীতল বাট্য (মণ্ড), শালি বা পুরাতন কোদোধান্য কৃত চিনি ও মধু সংযুক্ত যবাগূ প্রশস্ত। শীতবীর্য্য দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ শীতল ভোজন, শীতল জলে পরিসিক্ত হইয়া দুগ্ধের সহিত চিনি ও মধু সংযুক্ত ভোজন ; অল্প লবণ ও অল্প অম্লরসান্বিত ঘৃত ভর্জ্জিত জাঙ্গল মাংসরসের সহিত ভোজন, জীবনীয়গণ সাধিত মুদ্গমসূরাদির যূষের সহিত ভোজন, শীতবীর্য্য চন্দনাদি দ্রব্যের সহিত বা ইক্ষুরসের সহিত সিদ্ধ ক্ষীরঘৃতের (ক্ষীরোত্থঘৃতের) নস্য গ্রহণ, সূত্রস্থানোক্ত রোপণ গণ্ডূষ ধারণ তৃষ্ণারোগে হিতকর ॥ ৫৬—৬১

তৃষ্ণারোগে দাহজ্বরোক্ত প্রলেপাদি, নিরীহতা (ব্যাপারশূন্যতা), মনের নির্বৃত্তি (শান্তি), মহান্ সরোবর ও হ্রদাদির দর্শন ও স্মরণ এই সকল প্রশস্ত ॥ ৬২

তৃষ্ণারোগের সামান্য চিকিৎসা উক্ত হইল। এক্ষণে বিশেষ চিকিৎসা কথিত হইতেছে। বাতজ তৃষ্ণারোগে গুড় মিশ্র দধি, বৃংহণ ও শীতল মাংসরস, এবং পূর্ব্বোক্ত বিদার্য্যাদিগণের সহিত সিদ্ধ জল প্রশস্ত ॥ ৬৩

পিত্তজ তৃষ্ণারোগে পক্ক যজ্ঞ ডুমুরের রস, কাথ বা হিমকষায় চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। শারিবাদিগণ সাধিত জল বা তদ্রূপ শীতবীর্য্য অন্যগণের শীতকষায়, দ্রাক্ষাদি মধুরগণের শীতকষায় অথবা বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ছালে কল্পিত শীতকষায় চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে ॥ ৬৪।৬৫

টাবালেবু, দ্রাক্ষা, বট ও বেত ইহাদের কচি পাতা, কুশমূল, কাশমূল ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল অথবা জ্বরচিকিৎসিতোক্ত দ্রাক্ষা মধুকাদির শীত কষায় কিংবা রক্তপিত্ত চিকিৎসিতোক্ত মধুখর্জ্জুরাদি পঞ্চসারাখ্য শীতকষায় পান করাইবে ॥ ৬৬

কফজ তৃষ্ণারোগে নিম্বপত্রের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। বেলছাল, অড়হর, পঞ্চকোল ও দর্ভপঞ্চক (কুশ কাশ শর উলু ও কৃষ্ণেক্ষু মূল) এই সকল দ্রব্যের সহিত সাধিত

জল অথবা মধু ও চিনি সংযুক্ত হরিদ্রা সিদ্ধ জল, কিংবা শুঁঠ পিপুল মরিচ পলতা ও নিমপত্র সহ প্রস্তুতীকৃত মুদ্গযূষ পানার্থ প্রদান করিবে। কফজ তৃষ্ণায় যবান্ন তীক্ষ্ণ কবল তীক্ষ্ণ নস্য ও তীক্ষ্ণ লেহ অভ্যাস করিবে॥ ৬৭।৬৮

ত্রিদোষ জন্যা ও আমজা তৃষ্ণাতে ত্রিদোষনাশক ও আমনাশক চিকিৎসা প্রশস্ত। ইহাতে ত্রিকটু ভেলা ও বচাদি চূর্ণ মিশ্রিত ফলাম্ল (দাড়িমাদি অম্ল ফলের) রস উষ্ণ জল বা দধির মাত পান করাইয়া বমন করান উচিত॥ ৬৯

অন্নাভাব জনিত (উপবাসজ) তৃষ্ণায় কাল প্রকৃতি ও সাত্ম্যাদিবিৎ চিকিৎসক উষ্ণ অন্নমণ্ড বা শীতল মন্থ প্রয়োগ করিবে। (যেমন বাতকফপ্রকৃতি উষ্ণ মণ্ড, পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি উষ্ণশীত, পিত্তপ্রকৃতি শীতল মন্থ পান করিবে। এইরূপ কাল ও সাত্ম্যানুসারে পথ্য প্রদেয়॥) ৭০

পরিশ্রম জন্য তৃষ্ণারোগে মাংস রস বা চিনি সংযুক্ত মন্থ পান করিবে॥ ৭১

সূর্য্যাতপজনিত তৃষ্ণারোগে যব ও কুলের ছাতুর মন্থ চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। আর তিলের খৈল কাঁজিতে মিশাইয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিবে॥ ৭২

শীতস্নান হেতু তৃষ্ণা হইলে মদ্য-জল বা গুড়-জল পান করিবে॥ ৭৩

মদ্যপানজ তৃষ্ণায় স্নানান্তে অর্দ্ধজলমিশ্রিত মদ্য অম্ল ও লবণ সংযুক্ত করিয়া পান করিবে॥ ৭৪

স্নেহ পান দ্বারা অগ্নি তীক্ষ্ণ হওয়ায় তৃষ্ণা হইলে স্বাভাবিক শীতল জল পান করিবে॥ ৭৫

স্নেহের অজীর্ণতা হেতু তৃষ্ণা হইলে উষ্ণ জল এবং স্নেহের জীর্ণতা হেতু তৃষ্ণা হইলে মণ্ড পান করিবে॥ ৭৬

স্নিগ্ধান্ন ভোজন জনিত তৃষ্ণায় হিমশীতল গুড়োদক পান করিবে॥ ৭৭

গুরুপাক অন্ন ভোজন জন্য তৃষ্ণায় গরম জল পান করিয়া বমি করিবে॥ ৭৮

ক্ষয়জ তৃষ্ণারোগে ক্ষয়নাশক বৃংহণ ঔষধ সমূহ ব্যবস্থা করিবে॥ ৭৯

কৃশ দুর্ব্বল ও রুক্ষ ব্যক্তিদের তৃষ্ণায় দুগ্ধ বা ছাগমাংসরস হিতকর॥ ৮০

ঊর্দ্ধবাত জন্য তৃষ্ণায় ক্ষয়কাসঘ্ন দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ ও মাংস রস হিতকর॥ ৮১

রোগোপসর্গ জনিত (কোন রোগের উপদ্রবরূপে জাত) তৃষ্ণায় চিনি ও মধু সংযুক্ত ধান্যাম্বু (কাঁজি বিশেষ), পান প্রশস্ত। যে যে রোগের উপসর্গ, সেই সেই রোগ, অনুসারে তাহার চিকিৎসা হিতকর॥ ৮২

পূর্ব্বরোগে ক্ষীণ ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যদি জল না পায় তাহা হইলে তাহার শীঘ্র মৃত্যু হয় বা দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ জন্মে। অতএব সাত্ম্য অন্ন পান ও ঔষধ দ্বারা প্রথমে তাহার পিপাসা নাশ করিবে। পিপাসা প্রশমিত হইলে অন্য ব্যাধির চিকিৎসা করিতে সহজ হইবে॥ ৮৩।৮৪

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে ছর্দ্দিহৃদ্রোগতৃষ্ণাচিকিৎসিত নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

(মদাত্যয়-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা মদাত্যয় চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন।

মদাত্যয় রোগে বাতাদি যে দোষের আধিক্য দেখিবে, সেই দোষের প্রথমে প্রতিকার করিবে। তুল্য দোষান্বিত মদাত্যয়ে কফস্থানানুপূর্ব্বী চিকিৎসা করিতে হইবে ॥ ১

কারণ মদাত্যয় রোগে প্রথমে কফের আধিক্য থাকে, পরে কালক্রমে উহা প্রায়ই বাত-পিত্তোল্বণ হইয়া দাঁড়ায় ॥ ২

হীন মাত্রায় অযথা মাত্রায় বা অধিক মাত্রায় পীত গৌড়মাধ্বাদি যে মদ্য দ্বারা যে মদাত্যয় রোগের উৎপত্তি হয়, সেই মদ্যেরই সম্যক্ মাত্রায় পান দ্বারা তজ্জাত মদাত্যয়ের শান্তি হইয়া থাকে। কারণ মদ্য বিষসদৃশ, অর্থাৎ বিষে যেমন তীক্ষ্ণতাদি দশবিধ গুণ তীব্রভাবে বর্ত্তমান থাকে, মদ্যেও সেইরূপ ঐ দশটী গুণ হীনভাবে বিদ্যমান থাকে। বিষজনিত রোগের ঔষধ যেমন বিষ, সেইরূপ মদ্যপানজ রোগের ঔষধও মদ্য। তবে বিশেষ এই যে বিষের তীক্ষ্ণতাদি গুণের উৎকর্ষ হেতু বিষজ রোগ বিষান্তরের অপেক্ষা করে। মদ্যে উক্ত গুণ সকল হীন মাত্রায় থাকে বলিয়া তজ্জাত মদাত্যয় রোগ অন্য মদ্যের অপেক্ষা করে না, সেই পীত মদ্য দ্বারাই তাহার প্রশম হইয়া থাকে। (সমপীত মদ্যের লক্ষণ—যে মাত্রায় মদ্য পান করিলে দৃষ্টির ভ্রম বা মনের ক্ষোভ না হয়, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই মাত্রাকে সম্যক্ জানিয়া তৎকালেই পান হইতে বিরত হইবেন) ॥ ৩।৪

স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য এবং অম্ল বিদাহী মদ্য অতিমাত্রায় পান করিলে অন্নরস-ক্লেদ বিদগ্ধ ও ক্ষারতা প্রাপ্ত হইয়া মদ তৃষ্ণা মোহ জ্বর অন্তর্দাহ ও বিভ্রমাদি যে সকল উপসর্গ আনয়ন করে; আর ভোজন হেতু মদ্যোৎক্লিষ্ট দোষকর্তৃক বায়ু স্রোতঃপথে রুদ্ধ হইয়া মস্তক অস্থি ও সন্ধি সমূহে যে সুতীব্র বেদনা উৎপাদন করে—সেই সমুদায় উপদ্রব যৌগিক ও বিধিবৎ প্রযুক্ত মদ্য পান দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে। মদ্যপায়ির আম মদ্য জীর্ণ ও মদ্য পানের আকাঙ্ক্ষার লাঘব হইলে উপযুক্ত দ্রব্যাদির সহিত যোগ করিয়া যথাবিধি মদ্য পান করিতে দিবে। তাহা হইলে তজ্জাত ব্যাধির শান্তি হইবে ॥ ৫—৭

মদ্য কি প্রকারে উক্ত উপদ্রব সমূহের নাশ করে, তাহা কথিত হইতেছে। ক্ষার দ্রব্য অম্লের সহিত সংযুক্ত হইলে শীঘ্রই মধুর ভাব প্রাপ্ত হয়। অন্নরসের মধ্যে অত্যন্ত দোষ বিষ্যন্দন হেতু মদ্যই প্রধান। (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তীক্ষ্ণোষ্ণাদি মদ্য পান দ্বারা অন্নরসক্লেদ ক্ষার ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা অম্লগুণ মদ্য পান দ্বারা মধুর রসে পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং অন্নরসের ক্ষারতা জন্য যে উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা এই অম্লরস মদ্যপানেই নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৮

পূর্ব্বে মদাত্যয় নিদানোক্ত তীক্ষ্ণোষ্ণাদি গুণ ও মদ্যবর্গোক্ত দীপনাদি গুণ দ্বারা এবং সাত্ম্য হেতু মদ্যই মদাত্যয় রোগির পক্ষে ধাতু সাম্যকারক শ্রেষ্ঠ ঔষধ ॥ ৯

সপ্তাহ বা অষ্টাহ কাল পর্য্যন্ত পানাত্যয়ের ঔষধ সেবন করিবে, তাহার অধিক সেবন করিতে হইবে না। কারণ এতাবৎ কালের মধ্যেই বিমার্গগত মদ্য জীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১০

সাত আট দিন পানাত্যয়ের ঔষধ সেবন করিলেও যে রোগ শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে, তখন সেই রোগের যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ১১

বিশেষ চিকিৎসা বিধি। বাতোল্বণ মদাত্যয়ে পিষ্টকৃত (পৈষ্টী) মদ্য নিম্নলিখিত (যথালাভ) দ্রব্যের সহিত দেশ কাল সাত্ম্যবশে মিশাইয়া পান করিতে দিবে। যথা—টাবালেবু, মহাদা, কুল, দাড়িম, যোয়ান, বনযোয়ান, হবুষ, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, আদা, শূল্য মাংস, হরিতক (কাঁচা চাট্‌নী, কেহ বলেন হরিয়াল মাংস) ও ঘৃত সংযুক্ত ছাতু। ইহাতে উষ্ণ স্নিগ্ধ ও অম্ললবণরসান্বিত মেদুর মাংস রস, আম চুর, আমড়া-শুঁট দ্বারা সংস্কৃত রাগ ও খাণ্ডব (খাদ্য বিশেষ), গোধূম ও মাষকলায়ের দ্বারা প্রস্তুত মৃদু বিচিত্র মুখরোচক খাদ্য, আর্দ্রিকা আদা কুল্মাষ (অর্দ্ধস্বিন্নচণকাদি, ঘুঘুনী) শুক্ত (আচার) ও মাংসাদি যুক্ত সুগন্ধ লবণরসান্বিত শীতল ও পুরাতন অচ্ছবারুণী, দাড়িমের রস, স্বল্পপঞ্চমূলের কাথ, শুঁঠ ও ধনের কাথ, দধির মাত, শুক্ত, অম্লকাঁজি, উষ্ণ অভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তন ও স্নান, ঘন প্রাবরণ বস্ত্র, বহুল অগুরুধূপ, অগুরু কুঙ্কুম পঙ্ক লেপন এবং নিবিড় কুচ উরু ও নিতম্বশালিনী, যৌবন মদে উষ্ণাঙ্গ যষ্টি, হর্ষণালিঙ্গনযুক্ত প্রিয়তমা রমণীগণ দ্বারা সংবাহন এই সকল প্রশস্ত ॥ ১২—১৮

পিত্তাধিক মদাত্যয়ে বহুজল মিশ্রিত এবং দাড়িম খর্জ্জুর ভব্য (চাল্‌তে বা কামরাঙ্গা) দ্রাক্ষা ও মিষ্ট ফলসা ইহাদের রস বা মধু সংযুক্ত সুশীতল শার্কর মদ্য (মদ্য প্রকারভেদ) পান করিতে দিবে। চিনি ও খৈ চূর্ণ মিশ্রিত পানক বা তাদৃশ অন্য পানক পান করাইবে। অথবা মধুর গণোক্ত দ্রব্যের কষায় ও মধু সংযুক্ত মদ্য পান করিতে দিবে ॥ ১৯।২০

ইহাতে শশ ছাগ হরিণ ও কপিঞ্জল মাংসের রসের সহিত ও মটর কলাই মুগ আমলকী পটোল ও দাড়িম্বের যূষের সহিত শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজনার্থ প্রদান করিবে ॥ ২১

তৃষ্ণা ও বিদাহ যুক্ত মদাত্যয় রোগী, শীতল জল বা প্রচুর ইক্ষুরস মিশ্রিত মদ্য বা দ্রাক্ষারস পান করিয়া সমুৎক্লিষ্ট (বহির্গমনোন্মুখ) কফ ও পিত্তকে বমন করিবে। বমনান্তে তাহাকে পেয়াদি-ক্রমে পথ্য দিবে। তাহাতে রোগির অগ্নির দীপ্তি ও দোষ শেষ যুক্ত অন্নের পরিপাক হইবে ॥ ২২।২৩

পিত্তজ মদাত্যয়ে রোগির রক্তনিষ্ঠীবনযুক্ত কাস, পার্শ্বে ও স্তনে বেদনা, বিদাহযুক্ত তৃষ্ণা এবং বক্ষঃ ও হৃদয় উৎক্লেশ যুক্ত হইলে গুলঞ্চ ভদ্রমুস্তাররস অথবা পটোলের রস শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। রোগিকে অল্প মাত্রায় তিত্তিরি মাংসরসের সহিত ভোজন করাইবে ॥২৪।২৫

পৈত্তিক মদাত্যয়ে তৃষ্ণার প্রাবল্য ও বাতপিত্তের আধিক্য থাকিলে শীতল ও দোষানুলোমন দ্রাক্ষারসের পানক পান করাইবে। ইহা জীর্ণ হইলে মধুর ও অম্লরসান্বিত ছাগমাংসরসের সহিত ভোজন করাইবে ॥ ২৬

পিত্তমদাত্যয়ে পিপাসা হইলে যাহাতে মত্ততা না জন্মে, এরূপ সাবধান হইয়া বহুজলমিশ্রিত মদ্য অল্প অল্প পান করাইবে। অথবা মুস্তা দাড়িম ও খৈ সিদ্ধ জল, অথবা শালপাণি চাকুলে মুগানি ও মাষাণি ইহাদের কাথ বা পটোলী ও উৎপলকন্দের কাথ কিংবা স্বভাবশীতল জল পান করিতে দিবে ॥ ২৭

মদ্যের অতিপান হেতু জলীয় ধাতু ক্ষীণ ও তেজঃ পদার্থ বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগির যদি গলদেশ তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায় এবং সে জিহ্বা নিঃসারিত করিয়া ইতস্ততঃ লুণ্ঠিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নিশীথ-পবনাহত (নিশীথ রাত্রির বায়ুদ্বারা চালিত) জল যথেচ্ছ পান করিতে দিবে ॥ ২৮

কুল দাড়িম মহাদা চুক্রীকা (আমরুল) ও চুকা পালঙ এই পঞ্চাম্লের দ্বারা মুখে প্রলেপ দিলে সদ্যঃ তৃষ্ণা নিবারিত হয় ॥ ২৯

মদ্যপানজনিত উষ্মা পিত্ত ও রক্তের সহিত মিশ্রিত ও ত্বক্‌প্রাপ্ত হইয়া ঘোর দাহ উৎপাদন করে। এই দাহে অতি শীতল চিকিৎসা করিবে। শীতোপচার দ্বারা দাহের শান্তি না হইলে রোগিকে মাংসরস পান দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া তাহার রোহিণীনামক শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে ॥ ৩০

বমন ও উপবাস দ্বারা শ্লেষ্মোল্বণ মদাত্যয়ের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে শুঁঠ শালপাণি বালা ও দুরালভা ইহাদের অন্যতমের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে ॥ ৩১

মদাত্যয় রোগী নিরাম ও ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে উপযুক্ত সময়ে বহু মধু মিশ্রিত পুরাতন শার্কর বা মার্দ্বীক মদ্য পান করাইবে। অথবা রুক্ষ তর্পণ সংযুক্ত যোয়ান ও শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত অভয়াদিকৃত অরিষ্ট বা সীধু পান করিতে দিবে ॥ ৩২

অম্ল কটু ও তিক্তরসান্বিত, উষ্ণ, অল্প ঘৃত সংযুক্ত, স্বচ্ছ ও অল্প পরিমিত কুলত্থ যূষ অথবা শুষ্কমূলার যূষের সহিত কিংবা অম্লবেতস, মহাদা, পটোলপত্র, ত্রিকটু ও দাড়িম-রস সাধিত ছাগ বা জাঙ্গল মাংস রসের সহিত যব ও গোধূম কৃত ভোজ্য ভোজন করাইবে ॥ ৩৩।৩৪

প্রচুর পরিমিত শুঁঠ মরিচ ও পীরিত আর্দ্রকযুক্ত (কেহ বলেন হরিদ্রা ও আদা যুক্ত), বীজপুর রসাদি দ্বারা অম্লীকৃত, যথাযথ ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্বারা ভৃষ্ট, নীরস (শুষ্কপ্রায়) ব্যঞ্জন সদৃশ বংশাঙ্কুর ও করমর্দ্দাদি (করম্চা প্রভৃতি) রুচিজনক বহু শালন (তরকারী) যুক্ত বিবিধ প্রকারে কল্পিত ও অষ্টাঙ্গ লবণ সংযুক্ত মাংসের সহিত অগ্নিবলানুসারে পুরাতন মাধ্ব মদ্য পান করাইবে ॥ ৩৫।৩৬

অষ্টাঙ্গ লবণ।

যথা—চিনি, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা, তেঁতুল, অম্লবেতস প্রত্যেক এক ভাগ ; দারুচিনি, এলাইচ ও মরিচ অর্দ্ধভাগ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম অষ্টাঙ্গ লবণ। কফবহুল মদাত্যয়ে এই লবণ সেবন করিলে স্রোতঃসমূহের বিশুদ্ধি ও অগ্নির দীপ্তি হয় ॥৩৭

রুক্ষ ও উষ্ণ উদ্বর্ত্তন, উদ্ঘর্ষণ, স্নান, ভোজন, লঙ্ঘন ও সকামা দয়িতার সহিত যুক্তিযুক্ত রাত্রিজাগরণ এই সকল চিকিৎসা দ্বারা কফপ্রধান মদাত্যয় শীঘ্র উপশমিত হয় ॥ ৩৮

বাতোল্বণ পিত্তোল্বণ ও কফোল্বণ মদাত্যয়ের পৃথক্ যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইল, দোষ ও বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই সকল চিকিৎসা বিবিধ প্রকারে কল্পনা করিয়া শেষ দশবিধ সন্নিপাতে প্রয়োগ করিবে। (যেমন বাতোল্বণ সান্নিপাতিক মদাত্যয়ের চিকিৎসা মদ্যপানাদি ও পিত্তোল্বণ সান্নিপাতিক মদাত্যয়ের চিকিৎসা বহুজলান্বিত মদ্যপানাদি তাহা মিলিত করিয়া বাত-পিত্তোল্বণ সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে প্রয়োগ করিবে। এইরূপ দোষবল দেখিয়া সকল মদাত্যয়েরই চিকিৎসা করিবে। এস্থলে শিষ্যহিতার্থ দশবিধ সন্নিপাত উক্ত হইতেছে। প্রথম—একদোষেরই

উৎকর্ষ, দুই দোষের মধ্যাবস্থা। দ্বিতীয়—দুই দোষের উৎকর্ষ, একদোষের মধ্যাবস্থা। তৃতীয়—একদোষের মধ্য প্রকোপ, দুই দোষের অল্প প্রকোপ। চতুর্থ—একদোষের উৎকর্ষ, দুই দোষের অল্পকোপ। পঞ্চম—দুইদোষের উৎকর্ষ ও একদোষের অল্পতা। ষষ্ঠ—একদোষের অল্পতা, দুই দোষের মধ্যাবস্থা। সপ্তম—বাতাদি ত্রিদোষেরই উৎকর্ষ। অষ্টম—বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যাবস্থা। নবম—তিনদোষেরই অল্পতা। দশম—তিনদোষের মধ্যে এক দোষের অল্পতা বা আধিক্য ও একদোষের মধ্যাবস্থা। এই দশপ্রকার সন্নিপাত) ॥ ৩৯

দারুচিনি, নাগকেশর, পিপুল, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, ধনে (পাঠান্তরে—যমানী), ফলসা, মৌল, এলাচ, দেবদারু ও চিনি এই সকল দ্রব্যের পানক প্রস্তুত করিয়া তাহা কয়েত বেলের রস দ্বারা অম্ল ও কর্পূর দ্বারা সুবাসিত করিবে। এই হৃদ্য রুচিকারক ও অগ্নিদীপক পানক সকল প্রকার মদাত্যয়ে পেয় ॥ ৪০।৪১

মদ্য মনকে ক্ষুভিত ও শরীরকে বিহত না করিয়া মদাত্যয় উৎপাদন করে না, অর্থাৎ সকল মদাত্যয়েই মন ক্ষুভিত ও শরীর বিহত হয় সেই জন্য ইহাতে হর্ষোৎপাদনী চিকিৎসা করিবে ॥ ৪২

সংশোধন ও সংশমনাদি ক্রিয়া করিলেও যদি মদদোষ (মদ্যপানজ রোগ) প্রশমিত না হয় তাহা হইলে মদ্যবিদগ্ধ রোগির সৌম্যধাতু কফ ক্ষীণ ও শরীরের দৌর্ব্বল্য লাঘব ও কার্শ্য জন্মে, সুতরাং তজ্জন্য বায়ুপিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে। এইরূপ বাতপিত্তপ্রধান ও মদ্যবিদগ্ধ রোগির পক্ষে গ্রীষ্মোপতপ্ত তরুর পক্ষে বৃষ্টিজলের ন্যায় দুগ্ধই একমাত্র পথ্য। কারণ দুগ্ধ গুর্ব্বাদি গুণসমূহ দ্বারা ওজোধাতুর তুল্যগুণান্বিত এবং মদ্যগুণের বিপরীতগুণযুক্ত। সেই জন্য দুগ্ধ মদ্যক্ষীণ ব্যক্তির ওজোধাতুকে শীঘ্রই বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। অন্যদ্রব্য দুগ্ধসদৃশ গুণকারী হয় না। দুগ্ধ পান দ্বারা রোগির মদাত্যয় রোগক্ষয় ও বলসঞ্জাত হইলে মদ্যপায়ী ব্যক্তি ক্রমশঃ দুগ্ধপান হইতে নিবর্ত্তন ও অল্প অল্প মদ্য পান অভ্যাস করিবে। এ সময়ে সাবধান হইতে হইবে যেন বিট্‌ক্ষয়জ কায়রোগ শিরোরোগাদি এবং ধ্বংসকরোগ শ্লেষ্মনিষ্ঠীবনাদি দ্বারা রোগী আক্রান্ত না হয়। যদি বিট্‌ক্ষয় ও ধ্বংসক রোগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ঘৃত ও দুগ্ধ পান, বৃংহণ বস্তিপ্রয়োগ, অভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তন স্নান ও বাতনাশক অন্নপান ব্যবস্থা করিবে ॥ ৪৩—৪৭

যুক্তমদ্য ব্যক্তির (যাহারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে মদ্য পান করে তাহাদের) মদ্যপানজ ব্যাধি জন্মে না। অতএব যে বিধি অবলম্বন করিয়া মদ্যপান করিলে কেবল সুখই হয়, কোন রোগ জন্মে না, মদ্যের সেই সকল সংযোগ কথিত হইতেছে ॥ ৪৮

যে সুরা অশ্বিনীকুমারের প্রদীপ্ত তেজঃ, যাহা সারস্বত বল, যে সুরা ইন্দ্রের বীর্য্য, যাহা বিষ্ণুর মাহাত্ম্য, যাহা কন্দর্পের অস্ত্র, যাহা বলদেবের পুরুষার্থ, যাহা যজ্ঞে দ্বিজমুখে ও অগ্নিতে আহুত হয়, যাহা সুরাসুর কর্ত্তৃক মথ্যমান সর্ব্বৌষধি সম্পূর্ণ সমুদ্র হইতে লক্ষ্মী চন্দ্র ও অমৃতের সহিত উদ্ভূত হইয়াছিল, যাহা মধু মাধব মৈরেয় সীধু গৌড় ও আসবাদি নানাপ্রকারে অবস্থিত হইলেও নিজ মদশক্তি ত্যাগ করে না, যে সুরা পান করিয়া বিলাসিনী রমণীগণ নিজের "বিলাসিনী" নামের সার্থকতা করে, যে সুরা পান করিয়া কুলকামিনীও উদ্ধতমানসা হইয়া অনঙ্গালিঙ্গিত অঙ্গ দ্বারা মুনির চিত্তও উদাস চঞ্চল করিয়া থাকে, যে সুরা কুটিল ভ্রূকুটি ও প্রণয়কলহ দ্বারা মানিনী রমণীর মন প্রসন্ন করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সুখ উৎপাদন করে,

যে সুরা পান করিয়া মনুষ্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে—যেখানে বীরপুরুষের শৌর্য্য দেখিয়া অপ্সরাগণও তাহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হয়,—তৃণের ন্যায় প্রাণত্যাগ করে, যে সুরা দীর্ঘকাল আহারের আদি মধ্য ও অবসানে নানাপ্রকারে এবং মধু মাধবাদি নানারূপে পান করিলেও মনুষ্য আনন্দাতিশয্যে প্রথম পানবৎ সেবন করে, যে সুরা দর্শন করিলেও (আস্বাদাদির দ্বারা ভোগ করিলে) শোক উদ্বেগ অরতি ও ভয় দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না, যে সুরা ব্যতীত গোষ্ঠী (মজলিস) মহোৎসব ও উদ্যান কিছুই শোভা পায় না, যে সুরা হইতে বিযুক্ত হইয়া লোক বারংবার তাহা স্মরণ পূর্ব্বক শোক করে, যে সুরা অপ্রসন্না অর্থাৎ কলুষা হইলেও প্রীতি এবং প্রসন্ন হইলে স্বর্গসুখ হয়, যে সুরা হৃদয়ে থাকিলে ইন্দ্রকেও দুঃস্থ বলিয়া মনে হয়, যে সুরার আস্বাদ অনির্ব্বচনীয় সুখপ্রদ ও স্বয়ং বেদ্য, যাহা পূর্ব্বোক্ত বিবিধ অবস্থায় পীত হইলে প্রিয়ার সহিত প্রণয় কলহ উপস্থিত হয়, যে সুরা মদ্যপ্রিয় ব্যক্তির অতিশয় প্রিয়তা লাভ করে, দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস ও মানুষ সকল যে সুরাকে প্রীতি রতি বাক্ ও পুষ্টি বলিয়া স্তব করেন, পানে প্রবৃত্ত হইলে সেই সুরাকে বিধি পূর্ব্বক পান করিবে ॥ ৪৯—৬২

বিধিপূর্ব্বক মদ্যপান ব্যতিরেকে মেদ বায়ু ও কফ জন্য যে সকল দারুণ রোগ প্রশমিত হয় না, সেই সকল রোগ যথাবিধি মদ্যপান করিলে জন্মে না। অর্থাৎ বিধি মতে মদ্যপান দ্বারা উক্ত রোগ সকলের শান্তি হয় ॥ ৬৩

কিন্তু দেহের এমন অবস্থা (যেমন দেহের প্রক্লিন্নতা মেহপ্রবণতাদি) আছে, যাহাতে বিবিধ ঔষধ সংস্কৃত নিগদ মদ্য ভিন্ন অন্য মদ্যপান নিবারণ করিতে হয় ॥ ৬৪

যথাবিধি (পাকশাস্ত্রানুসারে) উপকল্পিত জাঙ্গল ও আনূপ মাংস মদ্যরূপ সহায় না পাইলে অর্থাৎ মদ্যপান না করিলে কিরূপে সম্যক্ পরিপাক পাইবে। (উত্তমরূপে পক্ক মাংসও মদ্যপান না করিলে সম্যক্ জীর্ণ হয় না ॥) ৬৫

অত্যুৎকট বাতব্যাধি বিনাশক লশুনও মদ্য মাংস বিনা প্রয়োগ করিলে কতটুকু গুণকারী হইবে? অর্থাৎ মদ্য মাংস সেবন ব্যতীত লশুন দ্বারা অল্পই উপকার পাওয়া যায় ॥ ৬৬

রোগী মদ্যপান করিলে অত্যন্ত বিদ্ধ শল্যাহরণ এবং শাস্ত্র ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্মে বৈদ্যকৃত কদর্থনা (যন্ত্রণা) অক্লেশে সহ্য করিতে পারে ॥ ৬৭

মদ্য অপেক্ষা অগ্নির উত্তেজক, রুচিকর, পরিশ্রম ও শোকবিনোদন এবং আরোগ্য বল ও পুষ্টিকারক অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই ॥ ৬৮

যে হেতু মদ্য এরূপ মহাগুণকারী, অতএব জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছুক সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিয়মমত মদ্যপান করিবে। ইহা আশ্রিত ও উপাশ্রিত ব্যক্তিগণের হিতকর এবং ধর্ম্ম সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় ॥ ৬৯

মদ্যপান বিধি।

স্নানান্তে দেব ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদিগকে প্রণাম এবং পরিজনবর্গের ভোজনাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া আহারমণ্ডপের সমীপস্থ, চন্দন উশীর কর্পূরাদি গন্ধ জল দ্বারা অভিষিক্ত আপান ভূমিতে (মদ্যপানের স্থানে) গমন করিবে। পানভূমি আশ্রয় করিয়া উত্তম আস্তরণে আবৃত

কমনীয় শয়নে উপবিষ্ট এবং বন্ধু ভৃত্য ও রমণীগণের সহিত সমবেত হইয়া কথক ও স্তুতিপাঠক কর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত নিজের অতিলোক যশঃ এবং বিলাসিনীদের বিলাস লক্ষণান্বিত সনৃত্য গীত শ্রবণ করিতে করিতে মদ্যপান করিবে। সেই সঙ্গীত কামিনীদের কাঞ্চীকলাপের (চন্দ্রহারের) ও চঞ্চল কিঙ্কিণীর কলতূর্য্যধ্বনিতে এবং সারসাদি ক্রীড়া বিহঙ্গের অনুনাদে অনুনাদিত হইবে। মণিকাঞ্চনময়ঃভূষণে অলঙ্কৃত বিচিত্র জলসিক্ত ও বিবিধ রেখাযুক্ত ক্ষৌমবস্ত্র দ্বারা আবৃতাঙ্গ মুনিজনের চিত্তহারিণী চকিত হরিণের ন্যায় লোললোচনা, স্তন ও নিতম্বের গুরুত্ব হেতু অলস ও প্রভুর সম্ভ্রমে (ভয়ে) আকুলগমনা, তরুণজনচিত্তপ্রলোভনে বশীকরণস্বরূপা যৌবনমদমত্তা বিলাসিনী তন্বঙ্গী রমণীগণ যুগপৎ পানভূমির ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে। তালবৃন্ত ও পদ্মপত্রের ব্যজনের অতীব শীতল বায়ু দ্বারা শীতলীকৃত চূতরস কর্পূর ও মৃগমদ দ্বারা সুগন্ধীকৃত, বিকসিত মল্লিকা পুষ্প সনাথ, স্ফটিকময় পাত্রে বা শুক্তিপাত্রে স্থিত, অনঙ্গের ন্যায় কান্তমূর্ত্তি, তরঙ্গিত (টলটলায়মান) মদ্য দর্শন করিলেও লোকে মদনের বশীভূত হয়, ইহা পান করিলে যে কি হয় তাহা আর কি বলিব? ৭০—৭৭

প্রথমতঃ তালীশাদ্য বা হৃদ্য এলাদি চূর্ণ অথবা রসায়নোক্ত বয়ঃস্থাপন ঔষধ সেবন করিয়া সুমার্জ্জিত ভূমিভাগে তৎপ্রার্থী অর্থাৎ মদ্যপানাধিকারী দেব দানব কুষ্মাণ্ড প্রভৃতিকে জল মিশ্র মদ্য প্রদান করিয়া এবং স্বয়ং ধৃতিমান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া বিকসিত-অসিত-সরোরুহ নিন্দি নয়নসংক্রমে (নয়নের প্রতিবিম্বে) বর্দ্ধিতশ্রী সৌরভহৃত-মধুপপঙ্ক্তি কান্তামুখের ন্যায় প্রিয় মদ্য উপযুক্ত উপচার সহ উপযুক্ত মাত্রায় সকল কার্য্যের শেষে পান করিবে॥ ৭৮—৮০

এই প্রকারে দুইপাত্র মদ্যপান ও মিত্রাদি পরিজনবর্গ ও বেশ্যাদিগকে সম্মান করিয়া আহার ভূমিতে গমন পূর্ব্বক সুচিকিৎসকের সম্মুখে মাংস পিষ্টক ঘৃত সৌবর্চ্চল লবণ আর্দ্রকাদি উপদংশের সহিত পুনরায় দুই বা তিন পাত্র মদ্যপান করিবে। রাত্রিতে বনিতার মনোরঞ্জনার্থ অতি অল্প মাত্রায় মদ্য পেয়॥ ৮১

নিপুণ ব্যক্তি যদি গাঢ় আলিঙ্গনে পুলকিতদেহ সঞ্জাতস্বেদ কম্পিতপয়োধরা দয়িতাকে নির্জ্জনে ক্রোড়ে বসাইয়া স্ফূর্ত্তির সহিত মদ্যপান না করায়, তাহা হইলে কি জন্য সে বৃথা গৃহোপকরণ সম্পাদন ক্লেশ অনুভব করে॥ ৮২

সুন্দরীর বদনস্পর্শেঃঅতিশয় সুরভি, পদ্মরাগ মণি গলিত হইয়া যেন আসবরূপে পরিণত এবম্ভূত মদ্য পান করিবে। রতিশ্রমের পর মদ্য অল্পমাত্রায় পান করিলেও মত্ততা জন্মে এবং ওজঃ ক্ষয় হয়। অতএব তখন মদ্যপান না করিয়া কামজ ওজঃক্ষয় নিবারণার্থ শয়ন করিয়া যথেষ্ট নিদ্রা যাইবে॥৮৩

এই প্রকার যুক্তিপূর্ব্বক মদ্যপান করিলে মানব ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম হইতে ভ্রষ্ট হয় না এবং অসার সংসারে পরম সুখ পাইয়া থাকে। এই (মদ্যপানরূপ) ঐশ্বর্য্যের উপভোগ দেবগণেরও স্পৃহণীয়॥ ৮৪

উক্ত প্রকারে মদ্য উপভোগ না করিলে ধনীব্যক্তিদের ধন বিপৎকাল উপস্থিত হইলে পশ্চাত্তাপে ইন্ধন স্বরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ বিপৎকালে সে অনুতাপ করে যে কেন এত ধন পাইয়া উপভোগ করি নাই? হায়, উপভোগ রহিত "ভোগী" হইলাম। সে লোক কর্ত্তৃক এই বলিয়া নিন্দিত হয় যে বিধাতা অতি কদর্য্য এই নিধিপালককে (যক্ষকে) সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব বিষয়লুব্ধ

ইন্দ্রিয় সকলের স্বাতন্ত্র্য (স্বেচ্ছাচারিতা) জয় করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধীন না হইয়া বিধিপূর্ব্বক নিত্য মদ্যপান করিবে॥ ৮৫।৮৬

ধনবান্ ব্যক্তিদের মদ্যপানের এই ব্যবস্থা। সঞ্চিত ধন ব্যয় না করিয়া—ভবিষ্যৎ বসু অর্থাৎ যে ধন উপার্জ্জিত হইবে তদ্দ্বারা যুক্তিপূর্ব্বক হিতকর মদ্য উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। (কেহ বলেন—ভবিষ্যৎ-বসু অর্থাৎ যাহারা পরে সম্পত্তির অধিকারী হইবে, যেমন পোষ্যপুত্রাদি)॥ ৮৭

ধীমান্ ব্যক্তি দৃষ্টির ভ্রান্তি ও মনের ক্ষোভ না হইবার পূর্ব্বেই মদ্যপান হইতে বিরত হইবেন। (অর্থাৎ যতক্ষণ দৃষ্টির ভ্রম না হয় এবং যতক্ষণ মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয় ততক্ষণই মদ্যপান করিবে ইহাই মদ্যের সমযোগ। দৃষ্টি ও মনের বিকৃতির পূর্ব্বেই মদ্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইবে)॥ ৮৮

তৈলাদির অভ্যঙ্গ, হরিদ্রামলকাদির উদ্বর্ত্তন, স্নান, বস্ত্রপরিধান, ধূপগ্রহণ, চন্দনাদি অনুলেপন এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অন্ন ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া বাতপ্রধান ব্যক্তি মদ্যপান করিবে॥ ৮৯

চন্দন লেপনাদি বিবিধ শীতল উপচার এবং মধুর স্নিগ্ধ ও শীতল অন্ন সহ মদ্যপান করিলে পিত্ত-প্রধান ব্যক্তি অবসন্ন হয় না॥ ৯০

শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তি যব গোধূম কৃত অন্ন ভোজন করিয়া উষ্ণ উপচার এবং মরিচ সংস্কৃত জাঙ্গল মাংস সহ মদ্যপান করিবে॥ ৯১

বাতপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে প্রায়ই পৈষ্টিক ও গৌড়িক মদ্য, পিত্তপ্রধান ব্যক্তির জল ও মধু-মিশ্রিত মদ্য এবং কফপ্রধান ব্যক্তির মার্দ্বীক অরিষ্ট ও মাধব মদ্য হিতকর॥ ৯২

শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তি ভোজনের পূর্ব্বে, পিত্তপ্রধান ব্যক্তি ভোজনান্তে এবং বাতপ্রধান ব্যক্তি ভোজনের মধ্যে মদ্যপান করিবে। সমদোষ ব্যক্তি ইচ্ছামত সকল সময়েই অর্থাৎ ভোজনের আদি মধ্য বা অন্তে মদ্যপান করিতে পারিবে॥ ৯৩

মদরোগে ও মূর্চ্ছারোগে প্রায়ই বাতপিত্তঘ্ন চিকিৎসা করিবে। কিন্তু সর্ব্বত্র (মদ বা মূর্চ্ছা-রোগে) পিত্তের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে॥ ৯৪

মদ মূর্চ্ছারোগের সাধারণ চিকিৎসা। ইহাতে শীতল প্রলেপ, মণিধারণ, শীতল পরিষেক, পাখার বাতাস, চিনি, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, খর্জ্জুর, গাম্ভারী, দ্রাক্ষাদি মধুরবর্গসহ সিদ্ধ দুগ্ধ, মাংসরস, দাড়িম রসে অম্লীকৃত মুদ্গাদিযূষ, ষষ্টিক ও রক্তশালি তণ্ডুল, যব, উন্মাদপ্রতিষেধোক্ত কল্যাণক ঘৃত, কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্ত ঘৃত, রাজযক্ষ্মচিকিৎসিতোক্ত ষট্‌পল ঘৃত, দুগ্ধের সহিত চিতা, রসায়ন বিধানে পিপ্পলী বা শিলাজতু প্রয়োগ কিংবা ঘৃত মধু ও চিনি সহ ত্রিফলা প্রয়োগ হিতকর॥ ৯৫—৯৭

মদাদি রোগ প্রসক্তবেগ হইলে হস্তাদি দ্বারা মুখ ও নাসিকার অবরোধ করিবে অর্থাৎ নাক মুখ টিপিয়া ধরিবে। ইহাতে স্তনদুগ্ধ পান ও স্তনদুগ্ধের নস্য গ্রহণ, মৃণাল, স্থূল মৃণাল, পিপুল ও হরীতকীর চূর্ণ মধুর সহিত লেহন অথবা দুরালভা কিংবা মুতারচূর্ণ মধুর সহিত লেহন বা মরিচ, কুল আঁঠির শাঁস, বেণামূল ও নাগকেশর চূর্ণ শীতল জলের সহিত পান অথবা আমলকীর রস বা হরীতকীর কাথ সহ সিদ্ধ ঘৃত পান এই সকল হিতকর॥ ৯৮—১০০

মদাদি রোগে দোষ ও বল বুঝিয়া যথোক্ত চিকিৎসা করিবে। ইহাতে পঞ্চকর্ম্ম (বমন বিরেচন আস্থাপন অনুবাসন ও শিরোবিরেচন), রক্তমোক্ষণ, সত্ত্বগুণের আশ্রয়, জ্ঞান (মহাভূত

ইন্দ্রিয়তন্মাত্র মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও পুরুষাদির যাথার্থ্য নিশ্চয়) ও বিষয়ে অনভিলাষ এই সমস্ত প্রশস্ত ॥ ১০১।১০২

মদরোগ ও মূর্চ্ছারোগ অতিপ্রবৃদ্ধ হইলে সন্ন্যাস চিকিৎসোক্ত তীক্ষ্ণ নস্যাদি প্রয়োগ করিবে। বিষজমদরোগে বিষঘ্ন চিকিৎসা করিবে॥ ১০৩

সন্ন্যাসরোগে শীঘ্র অর্থাৎ সন্ন্যাস রোগ উপস্থিত হইবামাত্র অতি তীক্ষ্ণ নস্য অঞ্জন ধূম ও প্রধমন নস্য প্রয়োগ, নখের মধ্যে সূচীবেধ, কেশ সমূহের আকর্ষণ, দাহ, দন্ত বা বৃশ্চিকাদি দ্বারা দংশন, মুখে কটু ও অম্লরস ঢালিয়া দেওয়া ও আলকুশী ঘর্ষণ, এই সকল চিকিৎসা করিবে। এতদ্দ্বারা রোগী চৈতন্য লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলে তাহাকে লশুনের রস পান করাইবে। টাবালেবুর কেশর শুঁঠ পিপুল মরিচ ও লবণ সহ মিশাইয়া খাইতে দিবে। স্রোতোবিশুদ্ধির জন্য তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য অল্প লঘু অন্ন ভোজন করিতে দিবে॥ ১০৪—১০৬

মদাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পীড়ার অনুবন্ধ নাশ করিবার জন্য বিস্ময়জনন, স্মরণ, প্রিয় বস্তুর শ্রবণ ও দর্শন, মনোহর গীত ও বাদ্য শ্রবণ, ব্যায়াম করণ, বমন, বিরেচন, ধূমপান ও রক্তমোক্ষণ এই সকল ক্রিয়া দ্বারা তাহার মনকে প্রলয় হেতু (মোহকারণ) হইতে রক্ষা করিবে॥ ১০৭।১০৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে মদাত্যয়াদি-চিকিৎসিত নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

(অর্শোরোগ-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা অর্শোরোগের চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন।

শরৎ বসন্তাদি সাধারণ কালে মেঘশূন্য দিবসে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধকোষ্ঠ ও অনতি দুর্ব্বল অর্শোরোগিকে বাতানুলোমক লঘু অন্ন অল্প মাত্রায় ভোজন করাইবে। তৎপরে মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শুচি কৃতস্বস্ত্যয়ন পরিত্যক্তমলমূত্র অন্যব্যাধিরহিত অর্শোরোগিকে শয্যার কাষ্ঠাদি ফলকে বা অন্য লোকের ক্রোড়ে এরূপভাবে স্থাপিত করিবে, যেন তাহার শরীরের প্রথম অংশ উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) গুহ্যদেশ সূর্য্যাভিমুখে ও কটীদেশ উন্নত হইয়া থাকে। পরে বন্ধনোপযোগী বস্ত্র দ্বারা তাহার পদ ও গ্রীবাদেশ বন্ধন করিয়া রোগিকে সরলভাবে কার্য্যোপযোগী করিয়া রাখিবে এবং পরিচারকগণ তাহাকে নিশ্চলভাবে ধরিয়া থাকিবে। অনন্তর রোগির গুহ্যদেশ ঘৃত দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া তাহাতে ঘৃতাভ্যক্ত অর্শো-যন্ত্র ঋজুভাবে ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইবে, যেন রোগির কোন কষ্ট না হয়। যন্ত্রপ্রয়োগান্তে রোগিকে কুন্থন করিতে বলিবে। কুন্থন দ্বারা অর্শোবলি যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইলে বস্ত্র বেষ্টিত একটী শলাকা দ্বারা বলির উপরে পীড়ন করিয়া ভিষক্ সুশ্রুতস্থানোক্ত বিধি অনুসারে ক্ষারপাত পূর্ব্বক আর্দ্র অর্শঃ দাহ করিবে। শুষ্কার্শঃ ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা যথাবিধানে দগ্ধ করিবে। বলবান্ রোগির বৃহৎ (বহুমাংসাঙ্কুর) অর্শঃ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া যথাযোগ্য ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দহন করিবে। অতঃপর রোগির যন্ত্র অপনোদন

পূর্ব্বক বন্ধন খুলিয়া দিয়া পায়ু ও জঘন দেশ তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্ত করিবে এবং অবগাহনার্থ টবে বসাইবে ও উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিবে। তৎপরে তাহাকে বায়ু প্রবাহ রহিত গৃহে বসাইয়া পূর্ব্ববৎ উষ্ণোদকোপচার ব্রহ্মচর্য্যপালন প্রভৃতি আচার পালন করাইবে। এই নিয়মে এক এক সপ্তাহের পর এক একটী বলি ছেদন বা দহন করিতে হইবে। একদিনে সকল বলি ছিন্ন বা দগ্ধ করিবে না ॥ ১—৮

বহু অর্শোঽঙ্কুর যুক্ত রোগির প্রথমে দক্ষিণভাগস্থ তৎপরে বামভাগস্থ অনন্তর পৃষ্ঠভাগের শেষে সম্মুখ ভাগের বলি ছেদন বা দাহন করিবে।

অর্শঃ সুদগ্ধ হইলে বায়ুর অনুলোম, অন্নে রুচি, অগ্নির দীপ্তি, স্বাস্থ্য বল ও বর্ণের উদয় হয় ॥৯

অর্শোরোগির বস্তি দেশে শূল বেদনা থাকিলে পুনর্নবা কুড় রাস্না মিশি (মৌরী বা জটা মাংসী) অগুরু ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে বাটিয়া তদ্দ্বারা নাভির অধোদেশ প্রলিপ্ত করিবে ॥ ১০

অর্শোরোগির মল ও মূত্র বিবদ্ধ হইলে বরুণছাল, ভূঁইকদম্ব, এরণ্ডমূল, গোক্ষুর, পুনর্নবা, কৃষ্ণজীরা ও রাস্না এই সকল দ্রব্যের উষ্ণ ক্বাথে, তৈল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পরিষেক ও অবগাহন করাইবে। কিংবা বাতঘ্ন দ্রব্য সাধিত দুগ্ধ বা বলা তৈলাদি পরিষেক ও অবগাহনার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে মলভেদক অন্ন এবং বাতঘ্ন ও অগ্নিদীপক স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) প্রদান করিবে ॥ ১১।১২

যে সকল অর্শোরোগির দাহ অপ্রযোজ্য, তাহাদের কফবাতজ বলিসমূহ বহির্গত ও স্তব্ধতা কণ্ডু বেদনা ও শোথযুক্ত হইলে বিল্বমূল, চিতা, যবক্ষার ও কুড় এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি পক্ক তৈল দ্বারা অথবা সর্প বিড়াল উষ্ট্র বা শূকরের বসা দ্বারা সেই সকল বলি সিক্ত বা অভ্যক্ত করিবে। তৎপরে পিণ্ডস্বেদ অথবা স্বেদাধ্যায়োক্ত দ্রব স্বেদ দ্বারা বলিতে স্বেদ দিবে। কিংবা তৈল ঘৃত দ্বারা স্নিগ্ধ শক্তুপিণ্ডের অথবা হবুষা রাস্না বা সজিনার পিণ্ড দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে ॥ ১৩—১৫

ধূপ। আকন্দমূল, শমী (শাঁইবাব্‌লা) পত্র, মনুষ্যের কেশ, সাপের খোলস, বিড়ালের চর্ম্ম ও ঘৃত এই সকল দ্রব্যের ধূপ অথবা অশ্বগন্ধা তুলসী বৃহতী বা পিপুল ইহাদের কোন একটীর চূর্ণ ঘৃতসংযুক্ত করিয়া তাহার ধূপ অর্শোরোগে হিতকর ॥ ১৬

বর্ত্তি। ঘোষার বীজ কাঁজিতে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঘোষার মৃদু জাল (ফলের বহির্ভাগস্থ জালাকার পদার্থ বিশেষ) প্রলিপ্ত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা অর্শোরোগনাশক ॥ ১৭

ঘোষার মূল ও ঘোষা ফলের জাল পেষণ পূর্ব্বক লেহ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে যবক্ষার মিশাইবে। এই ক্ষারমিশ্রিত লেহ এবং কুঁচ ওল ও কুমড়াবীজ চূর্ণ একত্র করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি অর্শোনাশক ॥ ১৮

লেপ। মনসার আঠায় হরিদ্রাচূর্ণ আর্দ্র করিয়া তদ্দ্বারা লেপ দিলে অর্শের বলি নষ্ট হয়। মুরগীর বিষ্ঠা পিপুল হরিদ্রা ও কুঁচ গোমূত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পূর্ব্ববৎ গুণ হয় ॥

বচ, ঈশলাঙ্গলা, হস্তীর অস্থি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, সিদ্ধি, কুড়, ভেলা, তুঁতে, সজিনাবীজ, মূলার

বীজ, করবীর পত্র ও নিমপত্র এবং পীলুমূল, বিল্বমূল ও হিং এই সমস্ত দ্রব্য মনসার আঠায় পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অর্শের শান্তি হয় ॥ ১৯—২১

কুড়, শিরীষবীজ, পিপুল, সৈন্ধব লবণ, গুড়, আকন্দের আঠা, মনসা সিজের আঠা ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ প্রশস্ত ॥ ২২

আকন্দের আঠা, মনসার ডাল, তিতলাউর পল্লব (কেহ বলেন কট্‌কী ও লাউপত্র), করঞ্জ ও ছাগমূত্র এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ অর্শোরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ॥ ২৩

অনুবাসনোক্ত দ্রব্য দ্বারা এবং বক্ষ্যমাণ পিপ্পল্যাদি দ্রব্য দ্বারা প্রলেপ অর্শোরোগে পূজিত ॥২৪

পূর্ব্বোক্ত লেপন দ্রব্য সমূহ দ্বারা যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা বলি সকল অভ্যক্ত করিবে ॥ ২৫

ধূপ আলেপন ও তৈলাদি অভ্যঙ্গ দ্বারা অর্শোবলি সমূহ হইতে সঞ্চিত দুষ্ট রক্ত স্রাব হয়, তাহাতে রোগী বেদনাহীন হওয়ায় সুখী হয় ॥ ২৬

শোথযুক্ত (স্ফীত) কঠিন অর্শোবলি হইতে যদি রক্তস্রাব না হয়, তাহা হইলে জলৌকা শস্ত্র সূচী বা কূর্চ্চ দ্বারা পুনঃপুনঃ রক্তস্রাব করিবে ॥ ২৭

উক্ত অবস্থায় শীতোষ্ণাদি চিকিৎসা কেন করা হয় না, তাহা কথিত হইতেছে—অর্শোরোগে রক্ত দুষ্ট থাকিতে শীত উষ্ণ স্নিগ্ধ ও রুক্ষাদি কোন চিকিৎসা দ্বারাই উপকার হয় না, সেই জন্য তদবস্থায় রক্তমোক্ষণই করিবে, শীতাদি চিকিৎসা করিবে না ॥ ২৮

চিতামূল চূর্ণ মিশ্রিত গব্যদুগ্ধে জাত দধি বা তক্র পান করিয়া তৎসহ অন্ন ভোজন করিলে অর্শোরোগ প্রশমিত হয় ॥ ২৯

কোবিদারের (রক্তকাঞ্চনের) মূল চূর্ণ মথিতের (নির্জ্জল তক্রের) সহিত সেবন করিয়া উহা জীর্ণ হইলে সুপথ্য ভোজন করিবে। ইহাতে অর্শোবিনষ্ট হয় ॥ ৩০

অর্শোরোগির গুহ্যদেশে শোথ ও শূলবদ্ বেদনা এবং অগ্নিমান্দ্য থাকিলে গুল্মচিকিৎসোক্ত হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ বা গুড়মিশ্র জাঙ্গী হরীতকী চূর্ণ তক্রের সহিত পান করাইবে। অথবা হরীতকী বিড়ঙ্গ চিতা ও কুড়চিছাল ইহাদের চূর্ণ কিংবা কুড়চিছাল চূর্ণ ১ ভাগ, পিপুল চূর্ণ ২ ভাগ, চিতামূল চূর্ণ ৩ ভাগ ও ওলচূর্ণ ৪ ভাগ এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া তক্রানুপানে সেবন করিতে দিবে। অথবা সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং ও অম্লবেতস এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ গরম জল সহ পান করিতে দিবে ॥ ৩১।৩২

অর্শোরোগিকে বেল ও কয়েতবেল চূর্ণ বা শুঁঠ ও বিট্‌লবণ চূর্ণ কিংবা শোধিত ভেলা অথবা যোয়ানের সহিত তক্রতর্পণ (তক্রমিশ্রিত যবশক্তু) প্রদান করিবে ॥৩৩

হবুষা, হিং ও চিতামূল চূর্ণ তক্র সহ অর্শোরোগে প্রয়োগ করিবে। অর্শোরোগিকে পীলুফল চূর্ণ তক্রের সহিত একমাস খাইতে দিবে। অথবা তাহাকে অন্ন না দিয়া ইচ্ছামত তক্র দিবসে ও রাত্রিতে পান করাইবে। অর্শোরোগির অগ্নি অত্যন্ত মন্দ হইলে তাহাকে প্রাতঃ বা সায়ংকালে কেবল তক্রই পান করাইবে। অন্ন খাইতে দিবে না ॥ ৩৪।৩৫

চিকিৎসক অর্শোরোগির বল, পীড়ার অবস্থা ও কাল বুঝিয়া তাহাকে সাত দিন দশ দিন পনর দিন অথবা এক মাস পর্য্যন্ত তক্র পান করাইবে। যদি রোগী কেবল তক্রপানে অসমর্থ

হয়, তাহা হইলে তাহাকে খৈয়ের ছাতুর তক্রযুক্ত অবলেহ সৈন্ধব লবণ সহ সায়ংকালে পান করিতে দিবে, অথবা তক্র জীর্ণ হইলে তক্রসিদ্ধ পেয়া : সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। তৎপরে অর্থাৎ অবলেহ ও পেয়া পানের পর ক্রমশঃ তক্রানুপানের সহিত অল্পস্নেহ মিশ্রিত অন্ন কিংবা তক্রবহুল মুদ্গাদি যূষ বা মাংসরসের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাইবে॥ ৩৬—৩৮

সর্ব্বত্র তক্রপ্রয়োগ প্রায়ই প্রশস্ত এই কথা বলা হইতেছে—দোষ-অগ্নি-বলাভিজ্ঞ চিকিৎসক অর্শোরোগিকে কখন রুক্ষ তক্র (যাহা হইতে নবনীত একবারে নিঃশেষ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে), কখন অর্দ্ধোদ্ধৃত স্নেহ (যাহা হইতে অর্দ্ধ পরিমিত মাখন তোলা হইয়াছে) তক্র, কখন বা অনুদ্ধৃত স্নেহ তক্র (যাহা হইতে নবনীত একবারে উত্তোলিত হয় নাই) এই ত্রিবিধ তক্র প্রদান করিবে॥ ৩৯

তক্রপ্রয়োগের গুণ। তক্রপান দ্বারা উন্মূলিত অর্শোরোগ আর পুনরুদ্ভূত হয় না। যে তক্র ভূমিতে নিষিক্ত হইলেও উলুতৃণকে বিদগ্ধ করে, সেই তক্র যে অর্শের মাংসাঙ্কুরকে নষ্ট করিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?॥ ৪০

বায়ু ও শ্লেষ্ম দ্বারা আবৃত স্রোতঃসমূহ তক্রপান দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে যে আহার রস ধাতুরূপে পরিণত হয়, তদ্দ্বারা রোগির তুষ্টি পুষ্টি বল ও বর্ণ অতিশয় বর্দ্ধিত হয় এবং বাতশ্লেষ্মজ শত শত বিকার বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪১

কণ্টকারীফলের কল্ক দ্বারা একটী পাত্রের অভ্যন্তর ভাগ প্রলিপ্ত করিয়া তাহাতে মথিত (নির্জ্জল ঘোল) রাখিবে। পরদিন পর্য্যুষিত সেই ঘোল পান করিলে অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪২

তক্রারিষ্ট।

অনতি অম্ল তক্র ১২॥০ সের। ধনে, স্থূলজীরা, জীরা, হবুষা, পিপুল, গজপিপুল, কৃষ্ণজীরা, পিপুলমূল, শটী, যোয়ান, চিতা ও দুরালভা প্রত্যেক ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য কুট্টিত ও একত্র করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিবে এবং তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। যখন অন্তরুৎসিক্ত হইয়া ঐ তক্র স্পষ্ট অম্ল ও কটুরস হইবে, তখন এই তক্রারিষ্ট ইচ্ছামত পান করিতে দিবে। ইহা অগ্নির দীপক, রুচিকর, বর্ণকারক, কফ ও বায়ুর অনুলোমন এবং বলবর্দ্ধক। তক্রারিষ্ট পানে গুহ্যদেশের শোথ, কণ্ডূ ও বেদনা নিবারিত হয়॥ ৪৩—৪৫

চিতামূলের ত্বক্ জলে বাটিয়া তদ্দ্বারা একটী মৃৎপাত্রের ভিতর প্রলিপ্ত করিবে। তৎপরে তাহাতে দুগ্ধ রাখিয়া দধি বা তক্র পাতিবে। এই তক্র বা দধি পান করিলে অর্শোরোগ নষ্ট হয়॥৪৬

বামুনহাটী, হাপরমালী, গুলঞ্চ, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তদ্দ্বারা পূর্ব্ববৎ একটী কলসীর অভ্যন্তর ভাগ প্রলিপ্ত করিয়া তাহাতে দধি বা তক্র পাতিবে। এই দধি বা তক্র পান করিলে অর্শঃ প্রশমিত হয়॥ ৪৭

গজপিপুল, আকনাদি, কৃষ্ণজীরা, পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ), ক্ষুদ্র ধনে, জীরা, ধনে ও বেলশুঁঠ ইহাদের কল্কের সহিত পক্ব ও বীজপূরাদির ফলের রসে অম্লীকৃত

যবক স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত-তৈল, পেয়া, মুদ্গাদি যূষ ও মাংসরসাদি এবং এই সকল দ্রব্যের সহিত সাধিত জল ও ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ইহা অগ্নিদীপক ॥ ৪৮।৪৯

যে সকল অর্শোরোগির তরল মলভেদ হয়, তাহাদের চিকিৎসা বিধি উক্ত হইল। অতঃপর কঠিন মলবিশিষ্ট অর্শোরোগিদের চিকিৎসা ক্রম বলা যাইতেছে ॥ ৫০

কঠিনমল অর্শোরোগে প্রচুর ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত শক্তুর সহিত লবণ সংযুক্ত বারুণী মদ্য পান করিবে। অথবা কেবল লবণ মিশ্রিত তক্র সীধু কাঁজি ও বারুণী পান করিতে দিবে ॥ ৫১

করঞ্জের কচিপত্র ঘৃত-তৈলে ভাজিয়া তাহাতে শক্তু মিশাইয়া ভোজনের পূর্ব্বে খাইতে দিবে। ইহাতে বায়ু ও মলের অনুলোম হইবে ॥ ৫২

গুড়ের সহিত শুঁঠ বা আকনাদি কিংবা গুড় যবক্ষার ও ঘৃত একত্র করিয়া সেবন করিবে। অথবা হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া তাহা গুড়ের সহিত খাইতে দিবে ॥৫৩

হরীতকী দুই শত লইয়া ৬৪ সের গোমূত্রে পাক করিবে। যখন সমস্ত গোমূত্র ক্ষয় হইবে, তখন উহা নামাইবে। এই হরীতকী দুই দুইটী করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কফজনিত অর্শঃ কুষ্ঠ শোথ গুল্ম মেহ উদর কৃমি গ্রন্থি অর্ব্বুদ অপচী স্থৌল্য পাণ্ডুরোগ ও আঢ্যবাত নিবারিত হয় ॥ ৫৪।৫৫

মেড়াশিঙ্গীর মূল বাটিয়া ছাগমূত্রের সহিত পান করিবে, তৎপরে গুড়ের সহিত বার্ত্তাকুভোজন করিবে। ইহাতে অর্শোরোগ নষ্ট হয় ॥ ৫৬

ত্রিফলাকাথের সহিত তেউড়ীমূল চূর্ণ, তক্রের সহিত হরীতকী অথবা হরীতকী ও পিপুল ঘৃতে ভাজিয়া গুড়ের সহিত সেবন করিবে, কিংবা তেউড়ী ও দন্তীমূল চূর্ণ সহ হরীতকী বিরেচন যোগ্য মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। ইহাতে গুদাশ্রিত দোষ নষ্ট হওয়ায় অর্শোরোগের শান্তি হয় ॥ ৫৭।৫৮

দাড়িমের রস, জীরা, যোয়ান, গুড় ও শুঁঠ ইহাদের সহিত অথবা আকনাদির সহিত তক্র পান করিলে বায়ু ও মলের অনুলোম হয়। অথবা চিতা ও শুঁঠচূর্ণ সংযুক্ত সীধু বা গৌড়মদ্য কিংবা হবুষা আকনাদি ও সচল লবণ মিশ্রিত সুরা পান করিলেও বায়ু ও মলের অনুলোম হইয়া থাকে ॥ ৫৯।৬০

পিপ্পলীবর্দ্ধমান।

যথানিয়মে দশটী করিয়া বর্দ্ধিত পিপুল ও কৃষ্ণতিল ৪ তোলা একত্র উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে দেহ ও অগ্নির বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিয়ম যথা—প্রথম দিন ১০টী পিপুল, কৃষ্ণতিল ৪ তোলা, দ্বিতীয় দিন ২০টী পিপুল ও কৃষ্ণতিল ৪ তোলা, তৃতীয় দিনে ৩০টী পিপুল ও ৪ তোলা কৃষ্ণতিল এই রূপে দশ দিন প্রত্যহ দশটী করিয়া পিপুল বর্দ্ধিত করিয়া পুনরায় দশটী করিয়া হ্রাস করিতে হইবে, এবং পুনরায় বৃদ্ধি করিবে। এই নিয়মে সহস্রটী পিপুল সেবন করিবে, এই পিপ্পলীবর্দ্ধমান যোগ সকল কালেই সেবন করিতে পারা যায়। দুগ্ধও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে হইবে ॥ ৬১

দুরালভা, বিল্ব, যোয়ান ও শুঁঠ ইহাদের কোন একটী বা দুইটী বা তিনটীর সহিত আকনাদি সেবন করিলে অর্শের বেদনা নষ্ট হয় ॥ ৬২

অভয়ারিষ্ট।

বীজরহিত হরীতকী /১ সের, আমলকী /২ সের, কয়েতবেল পাঁচ পোয়া, রাখালশশা ৪০ তোলা ; লোধছাল, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, এলবালুক প্রত্যেক ১৬ তোলা : এই সকল দ্রব্য ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ছাঁকিয়া তাহাতে গুড় ২৫ সের ও ধাইফুল ২সের প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতভাবিত কলসে মুখ বন্ধ করিয়া পনর দিন রাখিয়া দিবে। তৎপরে ছাঁকিয়া ইহা উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ইহাতে অর্শঃ গ্রহণী পাণ্ডুরোগ কুষ্ঠ উদর গরবিষ জ্বর শোথ প্লীহা হৃদ্রোগ গুল্ম যক্ষ্মা বমি ও ক্রিমি প্রশমিত হইয়া থাকে ॥৬৩—৬৬

দন্ত্যরিষ্ট।

দন্তীমূল, দশমূল, ত্রিফলা ও চিতা প্রত্যেকে একপল ; একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তৎপরে ছাঁকিয়া তাহাতে গুড় ১২॥০ সের ও ধাইফুল ২ সের প্রক্ষেপ দিয়া এক পক্ষ কাল ঘৃতভাবিত কলসে রাখিবে। তৎপরে ছাঁকিয়া উপযুক্ত মাত্রায় এই দন্ত্যরিষ্ট পান করিবে। ইহা বায়ু ও মলের অতিশয় অনুলোমকারক ॥ ৬৭

দুরালভারিষ্ট।

দুরালভা /২ সের, এবং দন্তীমূল, আকনাদি, চিতামূল, সিদ্ধি, বাসকছাল, আমলকী ও শুঁঠ প্রত্যেক ১৬ তোলা ; একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ কাথে চিনি ১২॥০ সের ও ধাইফুল ২ সের প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতকুম্ভে পনর দিন রাখিয়া দিবে। ঔষধ রাখিবার পূর্ব্বে ঘৃতকুম্ভের অভ্যন্তর ভাগ প্রিয়ঙ্গু পিপুল চৈ ঘৃত ও মধু দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। এই দুরালভারিষ্ট পূর্ব্বোক্ত অরিষ্টের ন্যায় গুণকারক ॥ ৬৮।৬৯

মলবাতাদির অনুলোমনার্থ অর্শোরোগিকে ভোজনের পূর্ব্বে মাতুলুঙ্গাদি অনুলোমকারী ফলের সহিত পক্ব ঘৃত অথবা চৈ ও চিতাসিদ্ধ ঘৃত কিংবা যবক্ষার ও গুড় মিশ্র ঘৃত বা পিপুলমূল সহ সিদ্ধ এবং যবক্ষার গুড় ও শুঁঠচূর্ণ সংযুক্ত ঘৃত পান করাইবে ॥ ৭০

পিপুল পিপুলমূল ধনে ও দাড়িম ইহাদের কল্কে ও দধির সহিত যথাবিধি পক্ব ঘৃত পান করিলে বায়ু মল ও মূত্রের বিবন্ধ নিবারিত হয় ॥ ৭১

পলাশের ক্ষার জল তিন গুণ ও বৎসকাদিগণের কল্ক সহ যথানিয়মে পক্ব ঘৃত অর্শোনাশক এবং অত্যন্ত অগ্নিদীপ্তিকর ॥ ৭২

পঞ্চকোল (পিপুল পিপুলমূল চৈ চিতা ও শুঁঠ) হরীতকী যোয়ান বিটলবণ সৈন্ধবলবণ আকনাদি ধনে মরিচ ও বেলশুঁঠ ইহাদের কল্কে এবং দধি ও দুগ্ধের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। ইহা পান করিলে গুহ্যদেশ ও কুঁচকির বেদনা, প্রবাহিকা, গুদভ্রংশ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুহ্যস্রাব নিবারিত হয় ॥ ৭৩,৭৪

চাঙ্গেরী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। দধি ১৬ সের, আমরুলের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—আকনাদি, বনযমানী, ধনে, গোক্ষুর, পঞ্চকোল ও বেলশুঁঠ মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত

পান করিলে আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, গুদভ্রংশ, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ ও বিকৃত বায়ু নষ্ট হয় ॥ ৭৫।৭৬

অর্শোরোগির মল ও বায়ুর বিবদ্ধতা হইলে ময়ূর তিত্তির লাব কুক্কুট বা বটের পক্ষির মাংস রস সুসংস্কৃত ও অম্লীকৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ৭৭

আহার। যাহাদের শরীর বাতপ্রধান, রুক্ষ ও অগ্নিমান্দ্যযুক্ত এবং মল বদ্ধ তাহাদিগকে বেতো শাক চিতা তেউড়ী দন্তী আকনাদি ও তেঁতুল প্রভৃতির নূতন পত্র এবং কফবাতঘ্ন অন্যান্য লঘুপাক ও ভেদক শাক (ঘোমা প্রভৃতি) ঘৃত-তৈলে সন্তলিত, দধিসরের সহিত সিদ্ধ, ধনে পঞ্চকোল ও হিঙ্গের বাটনাযুক্ত, দাড়িমের রস ধনের কচিপত্র আদাখণ্ড জীরা মরিচ বিটলবণ ও সৌবর্চ্চল লবণ মিশ্রিত এবং জলন্ত অঙ্গার-ধূপে সুরভীকৃত করিয়া ভোজনার্থ প্রদান করিবে। রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে। ইহার ব্যঞ্জনও শাকের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংস্কার করিয়া প্রস্তুত করিবে এবং গোরু গোধা ছাগল ও উষ্ট্র পশুর বিশেষতঃ মাংসাশী জন্তুর মাংস রস পথ্যার্থ প্রদান করিবে ॥ ৭৮—৮২

পানীয়। অর্শোরোগে মদিরা শার্কর (শর্করাজাত) বা গৌড় (গুড়জাত) মদ্য, সীধু, তক্র, তুষোদক অরিষ্ট বা দধির:মাত অথবা ধনের সহিত কিংবা ধনে ও শুঠের সহিত বা কণ্টকারীর সহিত সিদ্ধ জল অল্প পরিমাণে অবস্থা ভেদে ভোজনের মধ্যে বা অন্তে পানার্থ প্রদান করিবে। ইহাতে বায়ু ও মলের অনুলোম হইবে ॥ ৮৩।৮৪

অর্শোরোগে অনুলোমন অবশ্য কর্ত্তব্য এই কথা বলা হইতেছে—মল বায়ু কফ ও পিত্তের অনুলোম হইলে গুহ্যদেশ নির্ম্মল হয়। গুহ্যদেশ নির্ম্মল হইলে অর্শোবলি সমূহ প্রশমিত ও অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। অতএব যে সকল ঔষধ অন্ন পানাদি মলপাতাদির অনুলোমকারক, অর্শোরোগে তাহাই ব্যবস্থা করিবে ॥ ৮৫

যে সকল অর্শোরোগী উদাবর্ত্তরোগাক্রান্ত, অত্যন্ত বিরুক্ষিত, বিলোমবাতবিশিষ্ট ও শূলার্ত্ত, তাহাদিগের পক্ষে অনুবাসন (স্নেহবস্তি) হিতকর ॥ ৮৬

অনুবাসন। তিলতৈল ⁄৪ সের, দুগ্ধ ⁄৮ সের। কল্কার্থ—পিপুল, মদনফল, বেলচাল, শুলফা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, শুঁঠ (পাঠান্তরে—শটী), পুষ্করমূল, চিতা ও দেবদারু। পাকার্থ জল ⁄১৬ সের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিবে। মূঢ়বাত অর্শোরোগিদের পক্ষে এই তৈলের অনুবাসন প্রশস্ত। ইহা দ্বারা গুদভ্রংশ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, কটী উরু ও পৃষ্ঠ দেশের দুর্ব্বলতা, বঙ্ক্ষণ-স্থানস্থ আনাহ (কুঁচকী টানিয়া ধরা), পিচ্ছাস্রাব, গুহ্যদেশে শোথ, বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা এবং পুনঃপুনঃ উত্থান (বারংবার অল্প অল্প মল প্রবর্ত্তন) এই সকল প্রশমিত হয় ॥ ৮৭—৯০

অথবা পাঞ্চমূলিক নিরূহ অর্থাৎ পঞ্চমূলের কাথে সমভাগ দুগ্ধ ও অল্প গোমূত্র তৈল ও লবণ এবং পূর্ব্বোক্ত মদনফলাদির কল্ক মিশ্রিত করিয়া তাহার নিরূহবস্তি প্রদান করিবে। ইহাও পূর্ব্ববৎ গুণকারক ॥ ৯১

রক্তার্শশ্চিকিৎসা।

শুষ্ক ও আর্দ্রভেদে দুইপ্রকার অর্শোরোগের মধ্যে শুষ্কার্শের চিকিৎসা পূর্ব্বে উক্ত হইল। এক্ষণে রক্তার্শের চিকিৎসা কথিত হইতেছে। রক্তার্শোরোগে সর্ব্বদা পিত্তসম্বন্ধ থাকিলেও

কখন বায়ুর কখনও বা কফের অনুবন্ধ থাকে। তাহা লক্ষণ দ্বারা অবগত হইয়া স্নিগ্ধ বা রুক্ষ ও শীতল ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ বাতানুবন্ধ থাকিলে স্নিগ্ধ শীত ক্রিয়া এবং কফানুবন্ধ থাকিলে রুক্ষ শীত ক্রিয়া কর্ত্তব্য। নিত্য পিত্তসম্বন্ধ থাকে বলিয়া ইহাতে উষ্ণ ক্রিয়া কখনই প্রযোজ্য নহে ॥ ৯২

বাতানুবন্ধ ও কফানুবন্ধ রক্তার্শের লক্ষণ। যে রক্তার্শে মল শ্যাববর্ণ কর্কশ ও রুক্ষ হয়, বায়ু অধোনির্গত হয় না, এবং কটী উরু ও গুহ্যদেশে অত্যন্ত শূল বেদনা থাকে, আর রুক্ষ কারণে যদি পীড়ার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই রক্তার্শে বায়ুর অনুবন্ধ আছে জানিবে। যে রক্তার্শে পুরীষ শিথিল শ্বেত বা পীতবর্ণ গুরু (ভারী) ও স্নিগ্ধ (চক্চকে) এবং গুহ্যদেশ পিচ্ছাযুক্ত ও স্তিমিত হয়, আর স্নিগ্ধ ও গুরু কারণে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাতে কফের অনুবন্ধ আছে বুঝিতে হইবে। শিরাব্যধবিধ্যুক্ত অস্র লক্ষণ দেখিয়াও বাতানুবন্ধ বা কফানুবন্ধ স্থির করিবে। অর্থাৎ স্রুতরক্ত যদি শ্যাবারুণত্বাদি লক্ষণান্বিত হয় তাহা হইলে তাহাতে বায়ুর অনুবন্ধ এবং যদি স্নিগ্ধাদি-লক্ষণান্বিত হয় তাহা হইলে তাহাতে কফের অনুবন্ধ স্থির করিবে ॥ ৯৩।৯৪

রক্ত বাতাদিদোষদুষ্ট হইলে রোগির বলানুসারে কখন লঙ্ঘন কখন বা শোধন ব্যবস্থা করিবে। (রোগী অল্পদোষ দুষ্ট হইলে উপবাসাদি লঙ্ঘন ও বহুদোষাক্রান্ত হইলে বিরেচনাদি শোধন ব্যবস্থেয়) ॥ ৯৫

যত দিন দোষ দ্বারা স্রুতরক্তের কলুষতা (অনির্ম্মলতা) থাকিবে, তত দিন ঐ রক্ত বন্ধ না করিয়া উপেক্ষা করিবে ॥ ৯৬

স্রুতরক্তের কলুষতা নিবারিত হইলে সামদোষের পাচনার্থ অগ্নির দীপনার্থ ও নির্ম্মল রক্তের স্রাবরোধার্থ তিক্তরসান্বিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে ॥ ৯৭

প্রক্ষীণদোষ (নিরাম) ব্যক্তির বা বাতপ্রধান ব্যক্তির যে রক্তস্রাব হয়, তাহা পান অভ্যঙ্গ ও বস্তিকার্য্যে ঘৃত ব্যবহার দ্বারা শোধন করিবে ॥ ৯৮

যদি গ্রীষ্মকালে পিত্তপ্রধান রক্ত স্রাব হয় তাহা হইলে ঐ রক্ত অবশ্য বন্ধ করিবে। কারণ ঐরূপ রক্তস্রাব আশু বিপজ্জনক। গ্রীষ্মকালে রক্তস্রাব মাত্রই যে বন্ধ করিতে হইবে তাহা নহে, গ্রীষ্মকালে বাতকফানুবন্ধ রক্তের স্রাব হইলে বন্ধ না করিয়া লঙ্ঘনাদি দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে ॥ ৯৯

কফানুগত রক্তস্রাব হইলে শুঁঠ ও কুড়চিছালের কাথ কিংবা চিরতা, শুঁঠ, দুরালভা, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, নিমছাল ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্যের কাথ বা দাড়িম ছালের কাথ পান করাইবে ॥ ১০০

কুড়্চিছাল, ইন্দ্রযব, রসাঞ্জন, মধু ও আতইচ এই সকল দ্রব্যের কল্ক অথবা অপামার্গের কল্ক তণ্ডুলজলের সহিত পান করাইবে ॥ ১০১

কুটজাবলেহ।

কাঁচা কুড়্চিছাল ১২॥০ সের, ৬৪ সের বৃষ্টির জলে পাক করিয়া ছাল নীরস হইলে (অষ্টাংশ অবশেষ থাকিতে) নামাইবে এবং ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। আসন্নপাকে ইহাতে বরাহক্রান্তা, প্রিয়ঙ্গু, মোচরস প্রত্যেকের চূর্ণ এক পল এবং ইন্দ্রযব চূর্ণ ৩ পল প্রক্ষেপ দিবে। পরে

হাতার লাগে এরূপ গাঢ় হইলে নামাইবে। ইহা অগ্নিবলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া পেয়া মণ্ড ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ অনুপান করিলে এবং ছাগদুগ্ধের সহিত অন্নভোজন করিলে রক্তাতিসার রক্তার্শঃ এবং প্রবল উর্দ্ধগ বা অধোগ রক্তপিত্ত আশু প্রশমিত হয়॥ ১০২—১০৫

কুটজলেহ।

কুড়চিছাল ১২॥০ সের, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া /৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পাকান্তে ছাঁকিয়া ইহাতে রসাঞ্জন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, লোধ, সাবর লোধ, মোচরস, বেড়েলা, দাড়িমছাল, কচিবেল, মুতা, বরাহক্রান্তা ও ধাইফুল প্রত্যেক ৮ তোলা, কুড়চিছাল ১০ পল (১।০ পোয়া) এই সকল দ্রব্যের কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া এবং তাহাতে গুড় ত্রিশ পল ও ঘৃত ২০ পল মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে উহা একটী কলসের মধ্যে রাখিয়া সেই কলস ধান্যরাশির মধ্যে ১৫ দিন রাখিবে। তৎপরে ইহা উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ গ্রহণীদোষ শ্বাস ও কাস নিবারিত হয়॥ ১০৬—১০৯

লোধ, কৃষ্ণতিল, মোচরস, বরাহক্রান্তা, চন্দন ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ছাগ দুগ্ধের সহিত পান করাইয়া রোগিকে ছাগদুগ্ধের সহিত শালি তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে। ইহা পূর্ব্ববৎ গুণকারী॥ ১১০

যষ্টিমধু, পদ্মকাণ্ঠ, অনন্তমূল, দুগ্ধিকা (বা ক্ষীরকাকোলী) ও ক্ষীরমোরট (পিণ্ডখর্জ্জুর) এই সকল দ্রব্য চিনি ও মধুর-সহিত মিশাইয়া শীতল জলের বা ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিবে॥ ১১১

লোধ, শোণাছাল, কুড়চি ছাল, বরাহক্রান্তা ও শিমুলছাল, ইহাদের চূর্ণ অথবা চন্দন নাগ-কেশর যষ্টিমধু ও বেণামূল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ চাউল ধোওয়া জলের সহিত পান করিবে। এই সকল যোগ রক্তার্শে প্রশস্ত॥ ১১২

যোয়ান, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও রসাঞ্জন ইহাদের চূর্ণ জলের সহিত পান করিলে অর্শে বাতজশূল ও অতিশয় রক্তস্রাব নিবারিত হয়॥ ১১৩

দুগ্ধিকা ও কণ্টকারীর সহিত সিদ্ধঘৃত অথবা ধাইফুল, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, নীলোৎপল ও নাগকেশর ইহাদের সহিত কিংবা যবক্ষার ও দাড়িম রসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত রক্তার্শে হিতকর॥ ১১৪

চিনি ও পদ্মকেশর কিংবা খোসাতোলা কৃষ্ণতিলের সহিত নবনীত কিছু বেশীদিন সেবন করিলে রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়॥ ১১৫

ছাগলের নবনীত, ছাগঘৃত, ছাগদুগ্ধ ও ছাগমাংস, বেতোশাকের রসের সহিত সংযুক্ত অম্লরহিত বা ঈষদম্ল জাঙ্গলমাংসরস, রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, দধির সর, ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, তরুণী (সঞ্জাত মধুরপ্রায়া) সুরা ও তরুণ সুরামণ্ড এই সকল রক্তার্শের শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ১১৬।১১৭

পেয়া যূষ ও মাংসরসাদির সহিত পলাণ্ডু সেবন করিলে অথবা কেবল পলাণ্ডু খাইলে অত্যুৎকট রক্তস্রাব ও বাত নষ্ট হয়॥ ১১৮

প্রায়ই রক্তের অতিস্রাব হেতু অর্শঃ সমূহ বাতপ্রধান হইয়া থাকে, অতএব বায়ুর শান্তি করিবার জন্য অত্যন্ত যত্ন করিবে॥ ১১৯

অর্শোরোগে রক্তপিত্ত প্রবল ও কফবায়ু দুর্ব্বল হইলে (রক্তপিত্তের) শান্তির জন্য সর্ব্বতোভাবে শীতোপচার করিবে ॥ ১২০

এই সকল চিকিৎসা দ্বারা যদি রক্তপিত্তের শান্তি না হয়, তাহা হইলে স্নিগ্ধোষ্ণ মাংসরস ও ঈষদুষ্ণ ঘৃত পান করাইয়া রোগিকে তর্পিত করিবে। আর রোগানুৎপাদনীয় অধ্যায়োক্ত অবপীড়ক-প্রযোজিত অয়োষ্ণ তৈল দুগ্ধ বা ঘৃত দ্বারা অর্শঃ অবস্থানুসারে সেচন করিবে ॥ ১২১

পিচ্ছাবস্তি।

দুরালভার মূল, কুশমূল, কাসমূল, শিমুল ফুল, বটের ঝুরি, যজ্ঞডুমুরের ঝুরি ও অশ্বত্থ শুঙ্গা প্রত্যেক ২ পল (১৬ তোলা), জল ১২ সের ও দুগ্ধ ✓৪ সের; একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। পরে ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথে মোচরস, বরাহক্রান্তা, চন্দন, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব ও পদ্মকেশর ইহাদের কল্ক প্রত্যেক ৩ তোলা মাত্রায় মিশাইবে। এবং ঘৃত মধু ও চিনি ইহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। ইহার বস্তি প্রয়োগ করিলে প্রবাহিকা গুদভ্রংশ রক্ত-স্রাব ও জ্বর নিবারিত হয়। (অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত নিরূহবস্তিকে পিচ্ছাবস্তি কহে) ॥ ১২২—১২৫

যষ্টিমধু, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ ও পূর্ব্বোক্ত মোচরসাদি কল্কের সহিত এবং দ্বিগুণ দুগ্ধের সহিত যথাবিধি স্নেহ পাক করিয়া তাহার অনুবাসন বস্তি দিবে ॥ ১২৬

চাঙ্গেরী ঘৃত।

ঘৃত ✓৪ সের, আমরুলের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, নীলোৎপল, লোধ, বালা, বরাহক্রান্তা, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন, চৈ, আতইচ, মুতা, আকনাদি, যবক্ষার, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, শুঁঠ, জটামাংসী, চিতা ও দেবদারু মিলিত ✓১ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। ইহা অর্শো-রোগের পরমৌষধ এবং ত্রিদোষনাশক। এই চাঙ্গেরী ঘৃত অর্শঃ অতিসার গ্রহণী পাণ্ডুরোগ জ্বর অরুচি মূত্রকৃচ্ছ্র গুদভ্রংশ বস্তির আনাহ পিচ্ছিল স্রাব প্রবাহণ ও অর্শের বেদনা নষ্ট করে ॥ ১২৭—১২৯

রোগির নিত্য অগ্নিবলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসক বিপরীতভাবে মধুর অম্ল রস প্রয়োগ এবং শীত ও উষ্ণ ক্রিয়া করিলে অর্শোজনিত উপদ্রব সকল প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৩০

অর্শোরোগী উদাবর্ত্তরোগে পীড়িত হইলে তাহাকে শীতজ্বরোক্ত তগরপাদুকা অগুরু কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্রব্য সাধিত তৈল দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া সুস্নিগ্ধ পিণ্ডস্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। স্বেদের পর রোগির গুহ্যদেশ তৈলাভ্যক্ত করিয়া তাহাতে বক্ষ্যমাণ দ্রব্যকৃত বায়ুর অনুলোমনীবর্ত্তি তৈলাভ্যক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। বর্ত্তি রোগির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সদৃশ হইবে। বর্ত্তিদ্রব্য যথা—শ্যামমূলা তেউড়ী, দন্তী, পিপুল ও নীলফল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণে সৈন্ধব ও সচল লবণ গুড় এবং গোমূত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। অথবা পিপুল, ময়নাফল, ঝুল ও সর্ষপ ইহাদের চূর্ণে গুড় ও গোমূত্র মিশাইয়া বর্ত্তি করিবে। কিংবা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ নল দ্বারা গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিবে ॥ ১৩১—১৩৪

ঐ চূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা কৃতকার্য্য না হইলে সুতীক্ষ্ণ স্নেহবস্তি সরলভাবে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে রোগির গুহ্যনাড়ীর উপরিভাগ মল মূত্র ও বায়ুর অনুলোম হইবে। তাহাতেও যদি অনুবন্ধ থাকে,

তাহা হইলে বাতঘ্ন স্নেহ রেচন দ্বারা বিরেচন ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। নতুবা রুক্ষতাবশতঃ বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা জন্মিবে ॥ ১৩৫।১৩৬

কল্যাণক ক্ষার।

ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, বিট্‌লবণ, শ্রেষ্ঠা (স্থলপদ্মিনী), দন্তী, ভেলা ও চিতা, এই সকল দ্রব্য জর্জ্জরীকৃত এবং ঘৃতাদি স্নেহ ও গোমূত্রে আপ্লুত করিয়া শরাব সম্পুটে অন্তর্ধূমে পাক করিবে। পাক করিবার পূর্ব্বে শরাবসন্ধি মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিতে হইবে। ইহাকে কল্যাণক ক্ষার কহে। এই ক্ষার ঘৃতের সহিত বা অন্নের সহিত সেবন ও স্নিগ্ধ ভোজন করিলে উদাবর্ত্ত, মলমূত্রাদির বিবন্ধ, অর্শঃ, গুল্ম, পাণ্ডু, উদর, ক্রিমি, মূত্রসঙ্গ, অশ্মরী, শোথ, হৃদ্রোগ, গ্রহণীরোগ, মেহ, প্লীহা, আনাহ, শ্বাস ও কাস নিবারিত হয় ॥ ১৩৭—১৩৯

কঠিন মলবিশিষ্ট অর্শের যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত ইহাতে প্রয়োগ করিবে ॥ ১৪০

পূতিকরঞ্জের ছাল ২০০ পল (২৫ সের), ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে গুড় ৮০ পল (১০ সের) ও ত্রিকটু চূর্ণ ৮ পল (৴১ সের) মিশাইয়া কোন একটী আবৃতমুখ পাত্রে ১ মাস কাল রাখিবে। তাহাতে যে শুক্ত জন্মিবে তাহা সেবন করিলে প্রবল অগ্নিবল ও বাতাদির অনুলোম হয়। ইহাতে অর্শঃ প্লীহা গুল্ম ও উদর রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৪১

পূতিকরঞ্জের ছাল ১২॥০ সের, চিতামূল ও কণ্টকারীর মূল ২৫ সের, পাকার্থ জল ১৯২ সের, শেষ ৪৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিবে এবং তাহাতে গুড় ১২॥০ সের মিশাইবে। পরে ত্রিজাত (দারুচিনি এলাইচ তেজপাতা), ত্রিকটু, পিপুলমূল, দাড়িমছাল, পাথরকুচি, পর (কেশুর্ত্তে, কেহ বলেন—নাগরমুতা), পুষ্করমূল, ধনে, চৈ, হবুষা, আদা ও অম্লবেতস এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ তোলা সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু ২০ পল, আদা দ্রাক্ষা ও টাবালেবু ১০ পল এবং ইক্ষুগণ্ডিকা যথেচ্ছ সংযুক্ত করিয়া তৎসমস্ত ঘৃতপাত্রে মুখ আবৃত করিয়া একমাস কাল রাখিবে। ইহাতে যে চুক্র জন্মিবে তাহা অর্শের ক্রকচ স্বরূপ (করাত তুল্য)। ইহা সেবনে অত্যন্ত অগ্নিদীপ্তি হয় এবং পাণ্ডু, গরদোষ, উদররোগ, গুল্ম, প্লীহা, আনাহ, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৪২—১৪৫

পীলু ফলের রস ৬৪ সের, বস্ত্রে ছাঁকিয়া একটী ঘৃতভাবিত কলসে রাখিবে। তাহাতে মদা (ধাইফুল), দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর ও আমলকী প্রত্যেক ২ পল (১৬ তোলা), আকনাদি, রেণুক, দুরালভা, অম্লবেতস, বেতস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, এলাইচ, উলুমূল, পিড়িং, কুলশুঁঠ, লবঙ্গ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল ও চিতা প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল এবং গুড় ১০০ পল (১২॥০) প্রক্ষেপ দিয়া মুখ বদ্ধ করিয়া এক পক্ষ কাল নিবাত স্থানে রাখিবে। তৎপরে নিয়মমত ইহা সেবন করিলে অর্শঃ ও গুল্ম প্রশমিত এবং অগ্নিবল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১৪৬।১৪৭

দশমূল, তেউড়ী মূল, আকনাদি, আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, আতইচ ও কট্‌ফল প্রত্যেকটী দশ পল পরিমাণে লইয়া একত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে সেই ভস্ম ৬৪ সের জলে পাক

করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে গুড় ১২॥০ সের এবং ত্রিকটু চৈ হরীতকী প্রত্যেক ৫ পল, চিতা ২ পল ও যবক্ষার ২ পল প্রক্ষেপ দিবে। হাতায় লাগে এরূপ গাঢ় হইলে নামাইয়া উপযুক্ত পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। এই গুড় সেবনে গুল্ম প্লীহা অর্শঃ কুষ্ঠ মেহ ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়॥ ১৪৮।১৪৯

চিতামূল ৬।০ সওয়া ছয় সের, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত পুরাতন গুড় ／১ সের মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে। গাঢ় হইলে সেই কাথে ত্রিকটু, মৌরী, হরীতকী, কুড়, মুতা, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, চিতা ও এলাইচ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে। এই অবলেহ নিত্য সেবন করিলে অর্শঃ, কুষ্ঠ, প্লীহা, গুল্ম ও উদর রোগ নষ্ট এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়॥ ১৫০।১৫১

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণতিল, ভেলা ও চিতা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিয়া নিত্য সেবন করিলে অর্শঃ ও ত্বগ্‌রোগ প্রশমিত হয়॥ ১৫২

ওল মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া পুটপাকের ন্যায় অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। সেই দগ্ধ ওল লবণ ও তৈল সংযুক্ত করিয়া খাইলে অর্শোরোগ নষ্ট হয়॥ ১৫৩

মরিচ ১ ভাগ, পিপুল ২ ভাগ, শুঁঠ ৩ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ওল চূর্ণ ১৬ ভাগ; গুড়ের সহিত মিশাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অর্শোনাশক॥ ১৫৪

ওল চূর্ণ ১৬ ভাগ, চিতামূল চূর্ণ ৮ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ ও মরিচ চূর্ণ ১ ভাগ গুড়ের সহিত পিণ্ডীকৃত করিয়া অর্শোরোগনাশার্থ সেবন করিবে॥ ১৫৫

বড়বানল চূর্ণ।

হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, করঞ্জছাল, বিড়ঙ্গ ও চিতা প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টিতুল্য চিনি। একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে বড়বানলের ন্যায় বহু গুরুপাক ভোজনও জীর্ণ হয়॥ ১৫৬

ইন্দ্রযব, ঈশলাঙ্গলা, পিপুল, চিতামূল, আপাং, চিরতা ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশাইয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা অর্শোরোগনাশক॥ ১৫৭

সৈন্ধব লবণ, চিতা, ইন্দ্রযব, করঞ্জ ও মহানিম এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘোলের সহিত মিশাইয়া ৭ দিন সেবন করিলে অর্শোরোগের শান্তি হয়॥ ১৫৮

শুষ্ক অর্শে ভেলা ও আর্দ্র (রক্তস্রাবযুক্ত) অর্শে কুড়চিছাল শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর সকল অর্শে ও সকল ঋতুতে ঘোলই প্রধান ঔষধ। ইহা বলকর ও দোষ নাশক॥ ১৫৯

যে অন্ন পান ও ঔষধ সেবিত হইলে গাঢ় কফাদি রূপ বিবদ্ধকে ভেদ করিয়া বায়ুর অনুলোম ও অগ্নিবল বর্দ্ধন করে, সেই অন্নপানাদি অর্শোরোগির নিত্য সেব্য। ইহার বিপরীত অন্নপান ঔষধ (বায়ুর বিবদ্ধকারক ও অগ্নিনাশক) পরিত্যাগ করিবে॥ ১৬০

অর্শঃ অতিসার ও গ্রহণীরোগ এই রোগত্রয় পরস্পর পরস্পরের নিদানস্বরূপ অর্থাৎ একটী অন্যটীর উৎপাদক। অপিচ এই সকল রোগ আবার অগ্নি অবসন্ন (মন্দ) হইলেই জন্মিয়া থাকে।

অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে জন্মিতে পারে না। অতএব অর্শঃ অতিসার ও গ্রহণী রোগে বিশেষভাবে অগ্নিকে রক্ষা করিবে ॥ ১৬১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে অর্শশ্চিকিৎসিত নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

(অতিসার-চিকিৎসা)

অতঃপর আমরা অতীসার-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব--যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

প্রায়ই অগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া অতিসার রোগ আমাশয়ে জন্মে বলিয়া বাতজ অতিসারেও প্রথমে উপবাস হিতকর (কফাদিজ অতিসারে উপবাস যে অবশ্য হিতকর তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতেছে)॥ ২

শূল আনাহ ও প্রসেক যুক্ত অতিসার রোগিকে বমন করাইবে। (অর্থাৎ ইহাতে প্রথমে লঙ্ঘন দিয়া তৎপরে বমন প্রয়োগ করিবে)॥ ৩

যে সকল দোষ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং বিদগ্ধ (কতক পক্ক ও কতক অপক্ক) আহারের সহিত একীভূত হইয়া অতিসারে পরিণত হয়, সেই সকল অতিশয় উৎক্লেশজনক (অতিসার করণার্থ সমুদ্যত) ও স্বয়ং চলস্বভাব (স্বয়ং প্রবৃত্ত) দোষে উপেক্ষাই ঔষধ অর্থাৎ এই অবস্থায় পাচনাদি কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবল সুপথ্যেরই ব্যবস্থা করিবে ॥ ৪

আমাতিসারে অর্থাৎ অতিসারের অপক্কাবস্থায় প্রথমে সংগ্রাহি (ধারক) ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। (এখানে "প্রথমে" এই কথার উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে—আমাতিসারের শেষাবস্থায় ঈষৎ আম থাকিলে ধারক ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। আর ধারক ঔষধের নিষেধ থাকায় তদ্ বিপরীতগুণান্বিত ভেদন. ঔষধ আমাতিসারের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিলে তাহা গুণকারী হইয়া থাকে)॥ ৫

দোষ বিবদ্ধ অর্থাৎ অল্প অল্প করিয়া প্রবর্ত্তমান হইলে এবং বিবদ্ধ হেতু উদরে আধ্মান গুরুতা শূল ও স্তৈমিত্য জন্মিলে সেই অবস্থায় মলসম্প্রবর্ত্তনী প্রাণদা (হরীতকী) প্রাণদায়িনী হইয়া থাকে। (বহুদোষান্বিত অতিসারের প্রায় ইহাই প্রথম চিকিৎসা)॥ ৬

মধ্যদোষান্বিত অতিসারিকে প্রথমে সম্যক্ উপবাস দেওয়াইয়া নিম্নলিখিত কাথ পান করাইবে। যথা—যমানী, পিপুল, শুঁঠ, বচ, ধনে ও হরীতকী ; অথবা বেলশুঁঠ, ধনে, মুতা, শুঁঠ ও বালা ; কিংবা বিট্ লবণ, আকনাদি, বচ, হরীতকী, বিড়ঙ্গ ও শুঁঠ ; অথবা শুঁঠ, মুতা, বচ, আতইচ, বেলশুঁঠ, কুড়্চিছাল ও হিং ; এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তাহার কাথ করিয়া সেই কাথ পান করিতে দিবে ॥ ৭।৮

অল্পদোষাক্রান্ত অতিসাররোগির পক্ষে উপবাসই প্রশস্ত ॥ ৯

অতিসার রোগির তৃষ্ণা থাকিলে দোষ ও দেশ অনুসারে কখন বচ ও আতইচ কদাচিৎ মুতা ও ক্ষেতপাপড়া কখনও বা বালা ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ জল পানার্থ প্রদান করিবে ॥ ১০

সম্যক্ লঙ্ঘনের পর অতিসার রোগী ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে উপযুক্ত অন্নকালে লঘু অন্ন উপযুক্ত মাত্রায় আহার করিতে দিবে। তাহাতে রোগী শীঘ্রই রুচি অগ্নি বল ও শারীর-বল লাভ করিবে ॥ ১১

রোগির সাত্ম্য অনুসারে কখনও তক্রের সহিত, কখন কাঁজির সহিত, কখন পেয়ার সহিত, কখন তর্পণের সহিত, কখন সুরার সহিত, কখনও বা মার্দ্বীক মদ্যের সহিত পথ্য দিবে ॥ ১২

এইরূপ ক্রমে চিকিৎসা করার পর অতিসাররোগিকে মলসংগ্রাহক, অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধের সহিত এবং কচিবেল, শঠী, ধনে, হিং, বৃক্ষাম্ল, দাড়িম, পলাশ, হবুষা, জীরা, যোয়ান, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব লবণ, স্বল্পপঞ্চমূল, পঞ্চকোল ও আকনাদি, এই সকল দ্রব্যের সহিত ভোজ্য কল্পনা করিয়া পথ্য দিবে ॥ ১৩।১৪

কফপিত্তাধিক অতিসারে শালপাণি, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও চাকুলের সহিত সাধিত পেয়া দাড়িম রসে অম্লীকৃত করিয়া পান করিতে দিবে। হরীতকী, পিপুলমূল ও বেলশুঁঠের সহিত সিদ্ধ পেয়া পান করিলে বায়ুর অনুলোম হয় ॥ ১৫

বহুদোষাক্রান্ত অতিসার রোগির যদি অগ্নির দীপ্তি থাকে এবং বিবদ্ধ মল অল্প অল্প করিয়া নিঃসারিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পিপুল বিড়ঙ্গ ও ত্রিফলার কাথ পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। বিরেচনের পর তাহাকে বায়ুনাশক ও অগ্নিদীপক ঔষধের সহিত সাধিত পেয়া পান করাইবে ॥ ১৬

আমের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি হইলে যে অতিসাররোগী ফেনযুক্ত পিচ্ছিল বিবদ্ধ অল্প অল্প অল্পমলযুক্ত সমল বা পুরীষরহিত প্রবাহিকা লক্ষণযুক্ত মল পুনঃপুনঃ ত্যাগ করে, মলত্যাগ কালে বেদনা হয়, তাহাকে দধি তৈল ঘৃত দুগ্ধ ও গুড়ের সহিত শুঁঠ সেবন করিতে দিবে। অথবা কুল সিদ্ধ করিয়া তাহা গুড় ও তৈলের সহিত ভক্ষণ করাইবে। উক্ত নিয়মে দোষাদি বশে শুণ্ঠী বা কুলসিদ্ধ খাইয়া রোগির অতিশয় ক্ষুধা হইলে তাহাকে গাঢ়বিট্‌বিহিত বাস্তুকাদি শাকের সহিত কিংবা বহু স্নেহযুক্ত ও দধি দাড়িম রস সংস্কৃত মাংসরসের সহিত শালি তণ্ডুলের অন্ন কিংবা তিল মাষকলায় বা মুগের সহিত উত্তমরূপে প্রস্তুতীকৃত শাল্যন্ন ভোজন করাইবে। অথবা শুঁঠ, লঘু (কচি) মূলা, আকনাদি, রসুন বা মনসাসিজ, যোয়ান, কুষ্মাণ্ড, দুগ্ধিকা, কাঁকুড় বা পুদিনা, জীবন্তী, সোমরাজী, বাস্তুক বা সুবর্চ্চলা (অতসী), সুষুণি বা আমরুল ইহাদের রসের সহিত প্রস্তুতীকৃত অন্ন কিংবা কচ্ছপ, বর্ত্তক, লোপাক (শৃগাল), ময়ূর, তিত্তিরি ও কুক্কুট মাংস রসের সহিত শাল্যন্ন ভোজন করাইবে ॥ ১৭—১৯

বেলশুঁঠ, মুতা, অক্ষি ভৈষজ্য (শ্বেতলোধ), ধাইফুল ও শুঁঠ ইহাদের সহিত সিদ্ধ যবাগূ অথবা কয়েতবেল, কচ্ছুরা (আলকুশী বা দুরালভা), বামুনহাটী, যূথিকা, বট, শৈলজ, দাড়িম, শণ, কার্পাস, শিমুল ও মোঁচ (সজিনা) ইহাদের কচি পত্রের সহিত পক্ক যবাগূ পক্কাতিসার নাশক ॥ ২০

বেলশুঁঠের কল্ক ও তিলকল্ক সমভাগ, দধির অম্লসর এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া তাহাতে দেশাদি সাত্ম্যবশে ঘৃতাদি স্নেহ মিশাইয়া পান করাইবে। এই খল বা খড় প্রবাহিকানাশক ॥ ২১

অপরাজিত খড়।

মরিচ, ধনে, জীরা, তেঁতুল, শটী, বিট্‌লবণ, দাড়িম, ধাইফুল, আকনাদি, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, যবক্ষার, কয়েত বেলের শাঁস, আমের আঁঠি, জামের আঁঠি, যোয়ান প্রত্যেক একভাগ, বেলশুঁঠ ছয়ভাগ; এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া সিদ্ধ করিবে। পরে তাহা দধি, মুগের যূস, গুড় ও যমক স্নেহে (ঘৃত তৈলে) পাক করিয়া খল প্রস্তুত করিবে। ইহাকে অপরাজিত খড় কহে। ইহা অগ্নির দীপক, আমদোষের পাচক, মলসংগ্রাহক, রুচিকর ও প্রবাহিকা-নাশক ॥ ২২

কুল, কচিবেল, শালিতণ্ডুল, যব, মুগ, মাষকলাই ও তিল এই সকল দ্রব্যের কল্কদ্বারা ধান্য যূষ প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘৃত তৈলে সন্তলিত এবং দধি ও অম্ল দাড়িমরসে অম্লীকৃত করিবে। অতিসাররোগে মলক্ষয়হেতু মুখশোষ উপদ্রবযুক্ত রোগিকে এই ধান্যযূষের সহিত রক্ত শাল্যন্ন ভোজন করাইবে। অথবা দধির সর যমকস্নেহে সন্তলিত এবং গুড় ও শুঁঠচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা ব্যঞ্জনার্থ কল্পনা করিবে। অথবা সুরা যমকস্নেহে ভৃষ্ট করিয়া ব্যঞ্জনার্থ দিবে। কিংবা গাজরের যূষ যমকস্নেহে সন্তলিত ও দাড়িম আমলকী প্রভৃতি ফলের রসে অম্লীকৃত করিয়া ব্যঞ্জনার্থ খাইতে দিবে ॥ ২৩।২৪

অথবা যবসক্তু, ঘৃততৈলে সন্তলিত ও ত্রিকটুচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া খাইতে দিবে। কিংবা মাষকলায় সিদ্ধ করিয়া তাহা ঘৃতমণ্ডের সহিত খাওয়াইবে। ছাগ ও মেষের মধ্যদেহের মাংসরস প্রস্তুত করিয়া তাহা ছাঁকিয়া দাড়িমরসে অম্লীকৃত এবং ধনে শুঁঠ ও ঘৃতে সংস্কৃত করিবে। এই মাংসরস পান ও তাহার সহিত রক্তশালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিলে অতিসার রোগে মলক্ষয়জনিত সমস্ত পীড়া হইতে রোগী মুক্তিলাভ করে ॥ ২৫।২৬

শূলবদ্ বেদনা ও প্রবাহিকা যুক্ত রোগী বায়ু প্রতিহত হইলে কচিবেল (পোড়া), গুড়, তৈল, পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ একত্র মিশাইয়া লেহন করিবে ॥ ২৭

ইহাতে সাবর লোধের ছাল, ধাইফুল ও কুলের কচিপাতা বাটিয়া তাহার সহিত দধির সর মধু ও কয়েত বেলের রস মিশাইয়া সেবন করিবে ॥ ২৮

অতিসাররোগির বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা, অত্যন্ত শূলবেদনা ও প্রবাহিকা, সরক্ত ও পিচ্ছিল মল এবং তৃষ্ণা থাকিলে তাহাকে তৃপ্তিপূর্ব্বক দুগ্ধ পান করাইবে। অথবা যমকস্নেহ পান করাইয়া তৎপরে ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিতে দিবে। কিংবা এরণ্ডমূল অথবা কচি বেলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহা পান করাইবে ॥ ২৯

দুগ্ধ ৪ পল, জল ১২ পল, মুতা ২০টী (প্রায় ১পল) একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই ৪ পল দুগ্ধ পান করিলে বেদনার সহিত আম বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩০

পিপুল বা মরিচের সূক্ষ্মচূর্ণ জলের সহিত পান করিলে বহুকালজাত প্রবাহিকা আশু নিবারিত হয় ॥ ৩১

শূলবেদনার্ত্ত, লঙ্ঘনাদি দ্বারা কর্ষিতদেহ, রুক্ষকোষ্ঠ ও নিরাম প্রায় অতিসাররোগির অগ্নিবল দেখিয়া, তাহাকে যবক্ষার মিশ্রিত ঘৃত পান করাইবে॥ ৩২

দধি ও সুরামণ্ডে অথবা দশমূলের কাথে সৈন্ধব ও পঞ্চকোলের কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে সদ্যঃ অতিসার ও প্রবাহিকা জনিত বেদনা বিনষ্ট হয়॥ ৩৩

তিল তৈল /৪ সের। দধি ১৬ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ ৬ পল, পিপুলমূল ২ পল, চিতা ২পল ও সৈন্ধব লবণ ২ পল। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল ব্যবহার করিলে প্রবাহিকা জনিত বেদনা নষ্ট হয়॥ ৩৪

একদিকে মাংস দুগ্ধ ও ঘৃত যেমন মলবদ্ধতা ও উদরের বেদনা নাশক, অপর দিকে পান অনু-বাসন ও অভ্যঙ্গে প্রযুক্ত তৈলও সেইরূপ মলবিবন্ধ ও শূল নিবারক হইয়া থাকে। কারণ বাতঘ্ন দ্রব্য সমূহের মধ্যে তৈলই শ্রেষ্ঠ। বায়ু প্রকুপিত হইয়াই শূল উৎপাদন করে। অতএব তৈল দ্বারা বায়ুর প্রকোপ নিবারিত হইলেই বায়ুজন্য শূল ও মলবদ্ধতা বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৫

বায়ু সকল শরীরব্যাপনশীল হইলেও পিত্ত-শ্লেষ্মাদি ধাত্বন্তরের ভাবান্তর হেতু স্বস্থান পক্কাশয়েই বিশেষভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থায় অতিসাররোগির অগ্নিমান্দ্য হইলেও যুক্তিপূর্ব্বক ঔষধ বিশেষের সহিত সংস্কৃত করিয়া তৈল প্রয়োগ করিলে রোগের শান্তিহেতু অতিশয় সুখ লাভ হয়। কারণ পক্কাশয় সতৈল হইলে প্রবাহিকা স্থিতি লাভ করিতে পারে না॥ ৩৬

পুরীষাখ্য মল ক্ষীণ হইলে, পিত্তশ্লেষ্মাদি দোষ স্বস্থানভ্রষ্ট হইলে এবং বায়ু একমাত্র নায়ক হইলে কোষ্ঠশূলযুক্ত এমন কোন অতিসারী আছে যে আক্রন্দনপূর্ব্বক সশূল মলত্যাগ করিতে করিতে বাঁচিতে পারে, যদি পান অভ্যঙ্গ ও অনুবাসন দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তরে তৈলপরায়ণ না হয়। অর্থাৎ ঐ অবস্থার অতিসাররোগী যদি সর্ব্বথা তৈলসেবী না হয় তাহা হইলে তাহাকে আক্রন্দনপূর্ব্বক সশূল মল ত্যাগ করিতে করিতে মরিতে হয়॥ ৩৭

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, কুল আমরুল শাকের রস ও দধি মিলিত ১৬ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ /১ সের। একত্র যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে গুহ্যদেশের বেদনা ও গুদভ্রংশ রোগ নিবারিত হয়॥ ৩৮

পূর্ব্বোক্ত কুল প্রভৃতির অম্লরস এবং ধনে পিপুল বিট্‌লবণ জীরা পঞ্চকোল ও দাড়িম ইহাদের সুপিষ্ট কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া তাহা সেবন করিলে পূর্ব্ববৎ গুণকারী হয়। দশমূলের সহিত অথবা শটী শুল্‌ফা ও কুড়ের সহিত কিংবা বচের বা চিতার সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া তাহার স্নেহবস্তি প্রদান করিলে পূর্ব্ববৎ গুণকারী হয় অর্থাৎ ইহা দ্বারা গুহ্য শূল ও গুদভ্রংশ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৯।৪০

প্রবাহণ (কুন্থন), গুদভ্রংশ, মূত্রাঘাত ও কটীগ্রহ (কোমরে বেদনা) রোগে মধুর ও অম্ল-রস দ্রব্যের সহিত তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া তাহার অনুবাসন বস্তি দিবে॥ ৪১

গুদভ্রংশ রোগে স্বস্থানচ্যুত গুহ্যনাড়ীকে তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্ত স্বেদিত ও মৃদু করিয়া অভ্য-ন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট একখানি চর্ম্ম দ্বারা গোফণা বন্ধ (বন্ধন বিশেষ) বাঁধিয়া দিবে॥ ৪২

তৈলের সমান বিল্বাদি মহৎপঞ্চমূলের কাথ ও অন্ত্ররহিত ইন্দুর মাংস সহ দুগ্ধ পাক করিবে। এই দুগ্ধ ১৬ সের ও রাস্না এরণ্ডাদি বাতঘ্ন দ্রব্যের কল্ক এক সের সহ ৴৪ সের তৈল পাক করিবে। এই তৈল পান ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিলে গুদভ্রংশ রোগ নষ্ট হয়॥ ৪৩

পিত্তজ অতিসারের আমাবস্থায় তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় (বাতাতিসারের ন্যায়) লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিবে। অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বর্জ্জন পূর্ব্বক শরীরের লাঘব কারক যে কোন দ্রব্য বা কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট তৎ সমুদায় ব্যবস্থা করিবে (ইহাতে শরীরলাঘবকারক পেয়াদি পান করাইবে)॥ ৪৪

পিত্তাতিসারে পিপাসা হইলে চিরতা ও অনন্তমূলের সহিত জ্বরচিকিৎসিতোক্ত ষড়ঙ্গ পানীয় (অষ্টাঙ্গ পানীয়) পানার্থ ব্যবস্থা করিবে। পিত্তাতিসারির অতিশয় ক্ষুধা হইলে বৃহত্যাদিগণ (বৃহতী কণ্টকারী ইন্দ্রযব আকনাদি ও যষ্টিমধু), শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, মুগানি ও মাষাণি ইহাদের সহিত পেয়াদি পাক করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক॥ ৪৫

লঙ্ঘন ও পেযাদি সেবন করিলেও যদি অতিসারের অনুবন্ধ থাকে অর্থাৎ নিবৃত্তি না হয় তাহা হইলে ইন্দ্রযব, কুড়্চিছাল ও আতইচ অথবা আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, দারুহরিদ্রা, পিপুলমূল ও শুঁঠ ইহাদের কল্ক মধু ও তণ্ডুলোদকের (চালুনি জলের) সহিত পান করিবে। অথবা আতইচ, বেলশুঁঠ, কুড়্চিছাল, বালা ও মুতা ইহাদের কাথ কিংবা আতইচ, মূর্ব্বা, হরিদ্রা, ইন্দ্রযব ও রসাঞ্জনের কাথ পান করাইবে। অথবা আতইচ শুঁঠ মুতা ইন্দ্রযব ও কট্ফলের কাথ মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে॥ ৪৬

৮ তোলা ইন্দ্রযব জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ পান ও মাংসরসের সহিত ভোজন করিলে পিত্তজ অতিসার শীঘ্র নষ্ট হয়। এইরূপ মুতার কাথ কিংবা শিমুলফুলের বোঁটার কাথ বা শীতকষায় মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তজ অতিসার সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৪৭

চিরতা, মুতা, কুড়্চিছাল ও রসাঞ্জন। দারুহরিদ্রা, বালা, বেলশুঁঠ ও দুরালভা। তিল, মোচরস, লোধ, বরাহক্রান্তা, কমল ও উৎপল। শুঁঠ, ধাইফুল, দাড়িমছাল ও উৎপল। এই চারিটী যোগ মধু ও তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে পিত্তজ অতিসার নষ্ট হয়॥ ৪৮

হরিদ্রা, ইন্দ্রযব, লোধ ও এলাচ এই সকল দ্রব্যের কাথ পক্বাতিসারনিবারক॥ ৪৯

রোধ্রাদিগণ অম্বষ্ঠাদিগণ ও প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণের পৃথক্ কাথ (বা কল্ক) মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত পান করিবে॥ ৫০

শ্যোনাছাল, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু ও দাড়িমাঙ্কুর এই সকল দ্রব্যের সহিত অথবা কয়েতবেল, বেল শুঁঠ, আমের আঁঠির শস্য ও জামের আঁঠির শস্য এই সকল দ্রব্যের সহিত পেয়া বিলেপী ও খলযূষ প্রস্তুত করিয়া তাহা দধি ও দাড়িম রস মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ৫১

নিরাম অতিসারে ছাগদুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে। যদি দোষের আধিক্য হেতু ছাগদুগ্ধ পানে পীড়ার শান্তি না হয়, তাহা হইলে বলবান্ রোগিকে বিরেচন দিবে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বিরেচন দিতে নাই॥ ৫২

যে অতিসাররোগির প্রথমে মল শেষে রক্ত বা প্রথমে রক্ত শেষে মল এইরূপ বিপরীতভাবে ভেদ হয় তাহাকে কেবল পলাশফলের কাথ বা তাহা দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

এই ক্বাথ পানের পর রোগিকে তাহার বল অনুসারে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ যথেষ্ট পান করাইবে তদ্দ্বারা মল নিঃসারিত হইলে অতিসারের শান্তি হইবে ॥ ৫৩

অতিসাররোগে পলাশফলের ক্বাথের ন্যায় বলাডুমুরের ক্বাথও বিশোধনার্থ প্রয়োগ করিবে ॥ ৫৪

পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া দ্বারা অতিসাররোগির মল নিঃসারণের পর সংসর্গীক্রমে (পেয়াদিক্রমে) পথ্য প্রদান করিলেও যদি তাহার উদরশূলের নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে রোগির অগ্নিবল বুঝিয়া তাহাকে শীঘ্র অনুবাসন বস্তি প্রদান করিবে ॥ ৫৫

অনুবাসন ঘৃত। যথা—শুল্‌ফা, শতমূলী, বেলশুঁঠ ও যষ্টিমধু এবং দুগ্ধ ইহাদের সহিত চতুর্থাংশ তৈল সংযুক্ত ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেই ঘৃতের অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে ॥ ৫৬

এই সকল চিকিৎসা দ্বারা অতিসাররোগের শান্তি না হইলে বক্ষ্যমাণ পিচ্ছাবস্তি (অল্প মাত্রায় প্রদত্ত নিরূহবস্তিকে পিচ্ছাবস্তি কহে) প্রয়োগ করিবে। ইহা অত্যন্ত হিতকর ॥ ৫৭

শিমুলের কাঁচা বোঁটা কতকগুলি লইয়া কাঁচা কুশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও কৃষ্ণমৃত্তিকায় প্রলিপ্ত করিয়া ঘুঁটের আগুনে স্বিন্ন করিবে। মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে অগ্নি হইতে উঠাইয়া পলপরিমিত শিমুলের বোঁটাগুলি কুটিয়া ⁄৪ সের দুগ্ধে মর্দ্দিত করিবে। পরে ছাঁকিয়া সেই দুগ্ধে তগরপাদুকা ও যষ্টিমধুর কল্ক এবং ঘৃত মধু ও তৈল মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা আস্থাপন বস্তি দিবে। বস্তিপ্রদানের পর রোগী স্নান করিয়া সাত্ম্যবশে দুগ্ধের সহিত অথবা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত ভোজন করিবে। এই বস্তি প্রযুক্ত হইলে পিত্তাতিসার, জ্বর, শোথ, গুল্ম, বাতরক্ত, গ্রহণীরোগ এবং বিরেচন ও আস্থাপনের অতিপ্রবৃত্তি (দোষের অতিযোগ) নষ্ট হয় ॥ ৫৮—৬১

বৎসকাদিগণ ও অম্বষ্ঠাদিগণ সংমিশ্র কুড়চির ক্বাথ ও ফাণিত মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অতিসার (আম ও পক্ক) নিবারক ॥ ৬২

অতিসার বেদনাশূন্য, নিরাম, সরক্ত, বহুদিনজাত ও নানাবর্ণবিশিষ্ট হইলে এবং রোগির অগ্নিদীপ্তি থাকিলে পুটপাক ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে ॥ ৬৩

শ্যোনাছালের পিণ্ড গাম্ভারীপত্রে বেষ্টিত ও কৃষ্ণমৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া অগ্নিতে স্বিন্ন করিবে। পরে (মৃত্তিকা অরুণবর্ণ হইলে) উহা অগ্নি হইতে উঠাইয়া নিষ্পীড়নপূর্ব্বক রস বাহির করিবে। সেই রস শীতল হইলে মধু অথবা চিনির সহিত পান করিবে, ইহা অতিসারনাশক। এইরূপ ক্ষীরিবৃক্ষের ছালের বা অঙ্কুরের পুটপাক কল্পনা করিবে ॥ ৬৫

শ্যোনাছাল পিষ্ট ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলের উষ্মায় স্বিন্ন করিবে। পরে তাহা ছাঁকিয়া সেই রস মধুর সহিত পান করিলে প্রবল অতিসারও শীঘ্র নষ্ট হয় ॥ ৬৬

পিত্তাতিসারগ্রস্ত রোগী যদি পিত্তবর্দ্ধক অন্ন পান অধিক পরিমাণে সেবন করে, তাহা হইলে তাহার পিত্ত আরও প্রকুপিত হইয়া তৃষ্ণা ও জ্বর যুক্ত রক্তাতিসার এবং দারুণ গুহ্যপাক রোগ উপস্থিত করে। এই রক্তাতিসারে পদ্ম উৎপল বরাহক্রান্তা ও মোচরসের সহিত সিদ্ধ ছাগদুগ্ধ অথবা অনন্তমূল যষ্টিমধু ও লোধ অথবা বটাদিজাত কোমল পল্লবের সহিত পক্ক ছাগদুগ্ধ মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান ভোজন ও গুহ্যদেশে পরিষেক জন্য প্রয়োগ করিবে ॥ ৬৭—৬৯

পিত্তাতিসারে পূর্ব্ববৎ মাংসরস ও মুদ্গাদিযূষ অম্লরসবিহীন ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া পান ভোজনে প্রয়োগ করিবে। অথবা গাম্ভারীফলের যূষ কিঞ্চিৎ অম্লরস ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে॥ ৭০

অর্দ্ধভাগ জল মিশ্রিত ছাগদুগ্ধ এবং বালা নীলোৎপল শুঁঠ ও চাকুলে ইহাদের একত্র কাথ করিবে। সেই কাথে পেয়া পাক করিয়া পান করিলে অথবা ভোজনের পূর্ব্বে নবনীত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়। রক্তাতিসারে অতিশয় রক্তস্রাব হইলে ছাগ অথবা মৃগের রক্ত ঘৃত সন্তলিত করিয়া তাহা পান করিবে এবং দুগ্ধ অনুপান করিবে। পথ্য— দুগ্ধ ও অন্ন। কিংবা দুগ্ধোত্থ ঘৃত তিন দিন লেহন করিয়া কপিঞ্জল (চাতক) মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহাতে মানব আরোগ্য লাভ করে॥ ৭১—৭৩

দুগ্ধের সহিত শতমূলের কল্ক অথবা শতমূলীর সহিত পক্ক ঘৃত পান করিয়া দুগ্ধান্ন পথ্য করিবে। ইহাতে রক্তাতিসার সত্বর প্রশমিত হয়॥ ৭৪

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—লাক্ষা, শুঁঠ, পিপুল, কট্‌কী, দারুহরিদ্রার ত্বক্‌ ও ইন্দ্রযব মিলিত /১ সের। জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পেয়া ও মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তাতিসার ও উৎকট ত্রিদোষজ অতিসার শীঘ্র প্রশমিত হয়।

কৃষ্ণমৃত্তিকা, শঙ্খভস্ম, যষ্টিমধু ও অসৃক্‌ (কুঙ্কুম) ইহাদের কল্ক মধু ও তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে অথবা কেবল প্রিয়ঙ্গু মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে রক্ত বন্ধ হয়॥ ৭৫।৭৬

কৃষ্ণতিল ৫ ভাগ ও চিনি একভাগ একত্র বাটিয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত পান করিলে সদ্যো রক্ত বন্ধ হয়॥ ৭৭

তণ্ডুলজলে ঘৃষ্ট চন্দন চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া তণ্ডুলজলেই আলোড়িত করিয়া পান করিবে। ইহাতে দাহ তৃষ্ণা প্রমেহ ও রক্তস্রাবের শান্তি হয়॥ ৭৮

গুহ্যদাহে ও গুহ্যদেশের পাকে শীতল পরিষেক ও প্রলেপ হিতকর॥ ৭৯

রক্তাতিসারে যদি অল্প অল্প রক্ত, বেদনার সহিত বহুবার নির্গত হয় এবং বায়ু বিবদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে বিচরণ করে (সরে) অথবা বিচরণ করে না (সরে না), তাহা হইলে সেই অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৮০

শিশু ও রক্তকাঞ্চনের পত্র কুটিয়া সেই কুট্টিত পত্র ও যব ইহাদের একত্র কাথ প্রস্তুত করিবে। সেই কাথে ঘৃত ও দুগ্ধ মিশাইয়া তাহার দ্বারা পিচ্ছাবস্তি প্রদান করিবে। এই পিচ্ছাবস্তি দ্বারা পিচ্ছাস্রাব (শিমুলের আটার ন্যায় স্রাব), গুদভ্রংশ ও প্রবাহণ বেদনা (কুন্থন জনিত বেদনা) দূরীভূত হয়। ইহা ক্ষত ক্ষীণ রোগির বলজনক॥ ৮১

পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃতের অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৮২

যে রক্তাতিসারির মলের সহিত অথবা মলের পূর্ব্বে কিংবা পরে রক্ত নির্গত হয়, তাহাকে শতাবরী ঘৃত লেহন করিতে দিবে॥ ৮৩

নবোদ্ধৃত নবনীত অর্দ্ধাংশ চিনি ও চতুর্থ ভাগ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে এবং পথ্য সেবী হইলে উক্ত পীড়ার শান্তি হয়॥ ৮৪

বট, যজ্ঞডুমুর ও অশ্বত্থের শুঙ্গা কুটিয়া অহোরাত্র গরম জলে ভিজাইবে। পরে ছাকিয়া সেই জলের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। অর্দ্ধভাগ চিনি ও চতুর্থ ভাগ মধু মিশ্রিত করিয়া এই ঘৃত লেহন করিলে, গুহ্যাদি অধোমার্গ বা মুখাদি উর্দ্ধমার্গ দ্বারা রক্তস্রাব নিবারিত হয়॥ ৮৫

শ্লেষ্মজনিত অতিসারে বাতাতিসারোক্ত আমপাচক ঔষধ সকল বিশেষভাবে প্রয়োগ করিবে। তাহাতে যদি পীড়ার অনুবন্ধ থাকে অর্থাৎ প্রশম না হয়, তাহা হইলে বেলশুঁঠ, মুতা, হরীতকী ও শুঁঠ, অথবা বচ, বিড়ঙ্গ, যোয়ান, ধনে ও দেবদারু কিংবা পিপুলমূল, পিপুল, গজপিপুল ও চিতা ইহাদের কাথ পান করাইবে। এই সকল যোগ অগ্নিদীপক॥ ৮৬

আকনাদি, চিতা, কুড়চি, পিপুলমূল (বা ভদ্রমুতা), কট্‌কী, শুঁঠ, বচ ও হরীতকী ইহাদের কাথ বা উষ্ণজল সহ ইহাদের চূর্ণ শ্লেষ্মাতিসারের উত্তম ঔষধ॥ ৮৭

শ্লেষ্মাতিসারার্ত্ত ব্যক্তি সচল লবণ, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, আতইচ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জল সহ পান করিবে॥ ৮৮

কয়েতবেলের শাঁস ত্রিকটুচূর্ণ মধু ও চিনি সহ অথবা কট্‌ফলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শ্লেষ্মাতিসারার্ত্ত ব্যক্তি উদর রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে॥ ৮৯

পিপুল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন অথবা চিতামূল চূর্ণ তক্রের সহিত পান কিংবা কচিবেল পোড়া ভক্ষণ করিলে উদরাময়ের নিবৃত্তি হয়॥ ৯০

আকনাদি, মোচরস, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ গুড় ও তক্রের সহিত সেবন করিলে অতি কষ্টসাধ্য অতিসারও বিনষ্ট হয়॥ ৯১

কপিত্থাষ্টক চূর্ণ।

যোয়ান, পিপুলমূল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, শুঁঠ, মরিচ, চিতা, বালা, জীরা, ধনে ও সচল লবণ প্রত্যেক একভাগ ; বৃক্ষাম্ল (মহাদা), ধাইফুল, পিপুল, বেলশুঁঠ, দাড়িম ও যোয়ান প্রত্যেক তিনভাগ ; চিনি ছয়গুণ (১০৮ ভাগ) ও কয়েতবেল চূর্ণ আটগুণ ; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া সেবন করিলে অতিসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুল্ম, উদরাময়, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, পীনস ও অরুচি রোগ প্রশমিত হয়॥ ৯২

দাড়িমাষ্টক চূর্ণ।

বংশলোচন ২ তোলা, চাতুর্জ্জাতক (মিলিত) ২ তোলা, যোয়ান ধনে ও জীরা প্রত্যেক ৪ তোলা, গ্রন্থি (পিপুলমূল) ও ত্রিকটু (মিলিত) প্রত্যেক ৮ তোলা, দাড়িম ৮ পল (৴১ সের) ও চিনি ৮ পল (৴১ সের) ; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে কপিত্থাষ্টক চূর্ণোক্ত ফল পাওয়া যায়। বাতাতিসার পীড়িত ব্যক্তি এই চূর্ণ অবস্থানুসারে জল বা পেয়াদির সহিত সেবন করিবে॥ ৯৩

বিড়ঙ্গ, মরিচ, কয়েতবেল, শুঁঠ, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া আমরুল শাকের রস, তক্র ও কুলের রসে অম্ল করিবে। এই খড় শ্লেষ্মাতিসারনাশক॥ ৯৪

অতিসারে শ্লেষ্মা ক্ষীণ হইলে পুর্ব্বোক্ত অন্নঘৃত (গুহ্যদেশে বেদনায় ও গুদভ্রংশে ব্যবস্থিত), বা লাক্ষাদি ঘৃত (৭৫।৭৬ শ্লোকের অনুবাদে উক্ত), যক্ষ্মরোগোক্ত ষট্‌পল ঘৃত অথবা পুরাণ ঘৃত যবাগূ ও মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে ॥ ৯৫

বায়ু ও কফের বিবন্ধ হইলে বা কফস্রাব হইলে কিংবা উদরে শূল বেদনা বা প্রবাহিকা উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত পিচ্ছাবস্তি, বচ, বেলশুঁঠ, পিপুল, কুড়, শুল্‌ফা ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিবে ॥ ৯৬

বাতশ্লেষ্মজ অতিসারে বচাদিগণের সহিত পক্ক বিল্ববীজোত্থ তৈল বা তিল তৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা বহুবার অনুবাসন বস্তি দিবে ॥ ৯৭

কফক্ষীণ হইলে বা দীর্ঘকাল অতিসার ভোগ করায় গুহ্যনাড়ী দুর্ব্বল হইলে স্বস্থানস্থ (গুহ্যদেশস্থ) বায়ু অবশ্য বলবান্ হইয়া উঠে। সেই প্রবল বায়ু সহসা রোগির প্রাণ নাশ করিতে পারে। সুতরাং সত্বরতা সহ তাহাকে জয় করিবে। বায়ুর শান্তির পর পিত্তের শান্তি ও পিত্ত শান্তির পর কফের প্রশম করিবে। কিংবা বাতাদি তিন দোষের মধ্যে যে দোষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাবল্য লক্ষিত হইবে, অগ্রে তাহাকেই প্রশমিত করিবে ॥ ৯৮

ভয় ও শোক হইতেও বায়ুর শীঘ্র প্রকোপ হয়। অতএব ভয়জ ও শোকজ অতিসারে বাতনাশনী ক্রিয়া এবং ভয় ও শোকশান্তির জন্য হর্ষোৎপাদন ও আশ্বাস প্রদান করিবে ॥ ৯৯

যাহার মল ব্যতিরেকে মূত্র বা অধোবায়ু নির্গত হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত ও কোষ্ঠ লঘু হইয়াছে, তাহারই উদরাময় প্রশমিত হইয়াছে জানিবে ॥ ১০০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে অতিসারচিকিৎসিত নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

(গ্রহণীদোষ-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা গ্রহণীদোষ-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (নিদানসামান্য হেতু অতিসারের পর গ্রহণীদোষের চিকিৎসা কথিত হইতেছে) ॥ ১

গ্রহণীদোষের চিকিৎসা অজীর্ণরোগের চিকিৎসার ন্যায় করিবে এবং অতিসারোক্তবিধানে তাহার আমদোষের পাক করিবে ॥ ২

গ্রহণীরোগিকে আহারকালে—সম্যক্ ক্ষুধা ও শরীর লঘু হইলে—পঞ্চকোলাদি অগ্নিদীপন দ্রব্যসাধিত পেয়া বিলেপী প্রভৃতি আহার করিতে দিবে। ইহাতে লবণযুক্ত লঘু অন্ন ও খাণ্ডবাদি অগ্নিদীপক যোগ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩

গ্রহণীরোগের আমাবস্থায় আতইচ ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ এবং দাড়িম্বাদির রসে অম্লীকৃত পেয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে পানার্থ অতিসারোক্ত জল তক্র বা সুরা প্রভৃতি প্রদান করিবে ॥ ৪

তক্র অগ্নিদীপন মলসংগ্রাহক ও লঘুপাক বলিয়া গ্রহণীদোষে সুপথ্য। ইহা মধুরপাকী বলিয়া পিত্তের প্রদূষক নহে। কষায়রস উষ্ণবীর্য্য বিকাশী ও রুক্ষগুণান্বিত বলিয়া কফে হিতকর; মধুরাম্লরস ও ঘন বলিয়া বাতে পথ্য। সদ্যোজাত তক্র বিদাহী নহে। (এ স্থলে কথা হইতেছে

তক্র গ্রহণীরোগে পথ্য এই কথা বলিলেই হইত, হেতু নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন কি? তজ্জন্য বলা হইতেছে যে, পূর্ব্বকথিত লঘ্বাদি গুণ হইতে অধিক বিকাশিত্ব মধুরপাকিত্বাদি গুণ বলিবার অবসরে তৎপ্রসঙ্গে দীপনাদি গুণও বলা হইয়াছে। এই দীপনাদি গুণ বিশিষ্ট বলিয়া তক্র গ্রহণীদোষে পথ্য; এইরূপ অন্য দ্রব্যও যদি দীপনাদিগুণবিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণীচিকিৎসিতে উক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও গ্রহণীরোগে সুপথ্য বলিয়া জানিবে। আরও কথা এই যে, যে তক্র পূর্ব্বোক্ত গুণ বিশিষ্ট তাহাই গ্রহণী রোগে পথ্য, যাহা ইহার বিপরীতলক্ষণান্বিত অর্থাৎ যাহা হইতে নবনীত উদ্ধৃত হয় নাই বা যাহা অধিক স্নেহবিশিষ্ট, অতিজাত বলিয়া অম্লরস বিশিষ্ট কিংবা যাহা সদ্যোজাত নহে, সেই সকল তক্র গ্রহণী রোগে অপথ্য। তক্রে রুক্ষ মধুর অম্লাদি পরস্পরবিরুদ্ধ গুণ অবস্থিত হইলেও ইহা স্বকীয় প্রভাববশতঃ স্বকার্য্য কফনাশ বা বায়ুনাশ করিয়া থাকে। যেমন সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ এক আশ্রয়ে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে)॥৫

কুল দাড়িম বৃক্ষাম্ল (মহাদা) ও আমরুল এই চারি প্রকার (কেহ বলেন বৃক্ষাম্ল অম্লবেতস দাড়িম ও কুল এই চারি প্রকার) অম্লের এক প্রস্থ (/২ সের), ত্রিকটু ৩পল, লবণ ৪ পল ও চিনি ৮ পল; এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ শাক সূপ (ডাইল) অন্ন ও রাগ (পান) প্রভৃতিতে মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে দিবে। ইহাতে আমাজীর্ণ অরুচি শ্বাস এবং হৃদয় ও পার্শ্ব বেদনা ও শূল নষ্ট হয়॥ ৬

আমপাচনার্থ শুঁঠ আতইচ ও মুতা ইহাদের কাথ, বা গরম জল সহ ইহাদের কল্ক অথবা উষ্ণ জলের সহিত কেবল শুঁঠ বা হরীতকীর কল্ক অথবা সৈন্ধবযুক্ত বচাদিগণের কল্ক পান করিতে দিবে। বচাদিগণের কল্ক মদ্যের সহিত পান করিলেও আম দোষের পরিপাক হয়॥ ৭

আম মল ও প্রবাহিকা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে দাড়িম রসের (বা কাথের) সহিত বিট্‌লবণ পেষণ করিয়া পান করিবে। আর যদি কফ ও বায়ু আমদোষ যুক্ত ও কোষ্ঠপীড়াকর হয়, তাহা হইলে বেলশুঁঠ চিতা ও শুঁঠের কল্ক ঈষদুষ্ণ জল সহ পান করিতে দিবে॥ ৮

বমি হৃদ্রোগ ও শূল বেদনা থাকিলে ইন্দ্রযব, হিং, আতইচ, বচ, সচল লবণ ও হরীতকী অথবা হরীতকী সচল লবণ কৃষ্ণজীরা ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে॥ ৯

পিপ্পল্যাদি চূর্ণ।

পিপুল, শুঁঠ, আকনাদি, অনন্তমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, চিতামূল, ইন্দ্রযব, যবক্ষার ও পঞ্চ লবণ (সৈন্ধব সচল বিট্ সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ লবণ) ইহাদের চূর্ণ দধি সুরা সুরামণ্ড উষ্ণজল বা কাঁজির সহিত সেবন করিলে অগ্নির বৃদ্ধি ও কোষ্ঠগতবায়ুর শান্তি হয়॥ ১০

পঞ্চ লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, মরিচ, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, যোয়ান ও হিং এই সকল দ্রব্যে জামীরের রসের বা কুল ও দাড়িমের রসের বা কাথের ভাবনা দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা অতিশয় আমপাচক ও অগ্নিদীপক॥ ১১

তালীসাদি চূর্ণ।

তালীশ পত্র, চৈ ও মরিচ প্রত্যেক ৮ তোলা, পিপুল ও পিপুলমূল প্রত্যেক ১৬ তোলা, শুঁঠ ২৪ তোলা, চাতুর্জ্জাত (এলাইচ তেজপত্র নাগকেশর ও দারুচিনি) ও বেণামূল প্রত্যেক ২

তোলা ; এই সকল দ্রব্য শ্লক্ষ্ণ চূর্ণ করিয়া তিন গুণ গুড়ের সহিত মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। মদ্য (পাঠান্তরে—দধি), যূষ, মাংসরস, অরিষ্ট, দধির মাত, পেয়া ও দুগ্ধ অনুপানে এই বটিকা সেবন করিলে বাতকফাত্মক বমি গ্রহণীদোষ পার্শ্বরোগ হৃদ্রোগ জ্বর শোথ পাণ্ডুতা গুল্ম পানাত্যয় অর্শঃ প্রসেক পীনস শ্বাস ও কাসের নিবৃত্তি হয়। এই সকল রোগে মলবদ্ধতা থাকিলে বটিকায় শুঁঠের পরিবর্ত্তে হরীতকী দিবে। উক্ত বমনাদি রোগ সকল বাতশ্লেষ্মজ না হইয়া যদি পিত্তাত্মক হয়, তাহা হইলে গুড়ের পরিবর্ত্তে চারিগুণ চিনি দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। গুড় বা চিনি দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবার বিধি যথা—প্রথমে গুড় বা চিনি অগ্নিতে পাক করিয়া শেষ পাকে উক্ত চূর্ণ সকল মিশাইয়া বটক বাঁধিবে। অগ্নিসম্পর্ক হেতু উক্ত বটক সকল অত্যন্ত লঘুপাক হইয়া থাকে। (তাহাতে বিশেষ গুণকারী হয়) ॥ ১২

সাম-গ্রহণীর চিকিৎসা বলিয়া এক্ষণে নিরাম-গ্রহণীর চিকিৎসা বিশেষভাবে বলা যাইতেছে। বাতজ-গ্রহণীরোগির আম পরিপক্ক হইলে তাহাকে পঞ্চকোলাদি অগ্নিদীপক ঔষধ সংযুক্ত ঘৃত অল্প মাত্রায় পান করাইবে। ঘৃত পান দ্বারা অগ্নি কিঞ্চিৎ সন্ধুক্ষিত অর্থাৎ সন্দীপিত হইলে যদি মল মূত্র ও অধোবায়ুর বিবদ্ধতা থাকে, তাহা হইলে দুই দিন বা তিন দিন স্নেহ ক্রিয়া করিয়া তৎপরে স্বিন্ন ও তৈলাভ্যক্ত করিয়া নিরূহবস্তি প্রদান করিবে। অনন্তর বায়ুর শান্তি ও দোষ শিথিল হইলে এরণ্ড তৈল বা যবক্ষার সংযুক্ত তৈল্বক ঘৃত দ্বারা বিরেচন করাইবে। বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়া দ্বারা কোষ্ঠ শুদ্ধ ও রুক্ষ হওয়ায় মল বদ্ধ হয়, সেই অবস্থায় দীপনীয় (শুণ্ঠী প্রভৃতি) দ্রব্য, অম্ল (বৃক্ষাম্ল টাবালেবু ও দাড়িমাদি) এবং কুড় রাস্না ও এরণ্ডাদি বাতঘ্ন ঔষধের সহিত তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা অনুবাসন বস্তি দিবে। যথাবিধি নিরূঢ় বিরিক্ত ও অনুবাসিত হইলে তাহাকে লঘুপাক অন্ন সংযুক্ত ঘৃত পান অভ্যাস করাইবে। (অর্থাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক লঘুপাক উপযুক্ত অন্নের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত পুনঃপুনঃ পান করাইবে) ॥ ১৩।১৪

বিল্বাদি বৃহৎ পঞ্চমূল, হরীতকী, ত্রিকটু, পিপুলমূল, সৈন্ধব লবণ, রাস্না, যবক্ষার, সাচিক্ষার, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ ও শটী ইহাদের কল্ক এবং শুক্ত, টাবালেবুর রস, আদার রস, শুষ্ক মূলা অম্ল কুল চুকাপালঙ ও দাড়িমের কাথ, তক্র, দধির মাত, সুরামণ্ড, সৌবীরক, তুষোদক ও কাঁজি এই সকল দ্রব্যের সহিত সামান্যপরিভাষার নিয়মে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে গুল্ম শূল উদর শ্বাস কাস বায়ু ও কফ নষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ১৫

টাবালেবুর রসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান গ্রহণীরোগে প্রশস্ত। পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ পঞ্চমূলাদি (ঘৃতোক্ত) ঔষধের সহিত যথাবিধি পক্ক তৈল অভ্যঙ্গ করিবে। ইহা বায়ুনাশক ॥ ১৬

বায়ু শ্লেষ্মাবৃত ও আমদোষ যুক্ত অথবা কফ বায়ু কর্ত্তৃক উদ্ধত ও আম যুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত বৃহৎপঞ্চমূলাদি ঔষধের চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জল সহ পান করাইবে ॥ ১৭

এক্ষণে পিত্তজগ্রহণীরোগ চিকিৎসা কথিত হইতেছে—গ্রহণীগত পিত্ত দ্রব বাহুল্য হেতু ঊর্দ্ধাধঃ প্লাবিত করিয়া অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে, সেই বর্দ্ধিত পিত্তকে বমন ও বিরেচন দ্বারা নষ্ট করিয়া তৎপরে তিক্ত লঘু মলসংগ্রাহক অগ্নিদীপক অন্ন, অবিদাহি অম্ল দ্রব্য, তিক্তদ্রব্য ভূরিষ্ঠ চূর্ণ ও স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা অগ্নির দীপ্তি করিবে ॥ ১৮

পটোলাদ্য চূর্ণ।

পটোলপত্র, নিম, বলাডুমুর, কট্‌কী, চিরতা, ক্ষেতপাপড়া, কুড়্‌চিছাল, ইন্দ্রযব, মূর্ব্বা, রক্তসজিনাবীজ, বচ, দারুহরিদ্রা ত্বক্, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যোয়ান, মুতা, চন্দন, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, আতইচ, ত্রিকটু, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধু সহ লেহন অথবা জল বা মদ্যের সহিত পান করিবে। ইহাতে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, শূল, অরুচি, জ্বর, কামলা, সন্নিপাত ও মুখরোগ নিবারিত হয়॥ ১৯

ভূনিম্বাদ্য চূর্ণ।

চিরতা, কট্‌কী, মুতা, ত্রিকটু ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক এক এক ভাগ, চিতা দুই ভাগ, কুড়্‌চিছাল চূর্ণ ১৬ ভাগ; ইহাদের চূর্ণ গুড়মিশ্র শীতল জল সহ পান করিলে গ্রহণীদোষ গুল্ম কামলা জ্বর পাণ্ডুরোগ মেহ অরুচি ও অতিসার নষ্ট হয়॥ ২০

নাগরাদি চূর্ণ।

শুঁঠ, আতইচ, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, রসাঞ্জন, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, কট্‌কী ও ধাইফুল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধু ও চাউলধোওয়া জলের সহিত সেবন করিলে পিত্তজ গ্রহণীরোগ প্রবাহিকা অর্শঃ গুহ্যদেশে বেদনা ও রক্তাতিসার নিবারিত হয়॥ ২১

ঘৃত ⁄৪ সের। কাথার্থ—রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, আকনাদি, মূর্ব্বা, খোনা, বচ, অনন্তমূল, শ্যামালতা, ছাতিমছাল, বাসক, পলতা, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, বেতস, কট্‌কী, হরীতকী, মুতা ও নিমছাল প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ তোলা; ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই কাথ এবং চিরতা, ইন্দ্রযব, ক্ষীরকাকোলী, পিপুল ও নীলোৎপল প্রত্যেক ২ তোলা এই সকল কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পিত্তজগ্রহণীরোগে পানার্থ প্রয়োগ করিবে। কুষ্ঠচিকিৎসিতোক্ত তিক্তকঘৃত ও মহাতিক্তক ঘৃত পান করিলে পিত্তজ গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়॥ ২২

শ্লেষ্মজগ্রহণীরোগ চিকিৎসা কথিত হইতেছে—গ্রহণীনাড়ী শ্লেষ্মদুষ্ট হইলে তীক্ষ্ণ দ্রব্য দ্বারা বমন করাইয়া প্রথমে কটু অম্ল লবণ ও ক্ষার দ্রব্য সেবন দ্বারা তাহার ক্রমশঃ অগ্নি বৃদ্ধি করিবে॥ ২৩

পঞ্চকোল, হরীতকী, ধনে, আকনাদি, গন্ধপত্র ও টাবা লেবুর কচিপাতা ইহাদের কাথ দ্বারা সিদ্ধ পেয়া শ্লেষ্মগ্রহণীরোগে কল্পনা করিবে॥ ২৪

মধুকপুষ্পাসব।

মৌলফুল ৩২ সের, বিড়ঙ্গ ১৬ সের, চিতা ⁄৮ সের, ভেলা ⁄৮ সের, মঞ্জিষ্ঠা ⁄১ সের; এই সমস্ত দ্রব্য তিন দ্রোণ (১৯২ সের) জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু ⁄৮ সের মিশ্রিত করিবে। পরে এলাইচ, মৃণাল, অগুরু ও চন্দনের কল্কে একটী কলসীর অভ্যন্তর ভাগ প্রলিপ্ত করিয়া তাহাতে ঐ কাথাদি একমাস কাল রাখিবে। আসব প্রস্তুত হইলে যথারীতি পান করিবে। এই আসব গ্রহণীর উদ্দীপক পুষ্টিকারক এবং রক্তপিত্ত শোষ কুষ্ঠ কিলাস ও প্রমেহ রোগের বিনাশক॥ ২৫

মৌলফুল অর্দ্ধসের (পাঠান্তরে—মৌলফুলের স্বরস), পাকার্থ জল /২ সের, শেষ ১ সের ; এই কাথ শীতল হইলে তাহাতে এক পোয়া মধু মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ এলাইচ প্রভৃতির কল্কলিপ্ত কলসে একমাস কাল রাখিবে। যথাকালে সেই আসব পান করিলে এবং হিতভোজী হইলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগ নষ্ট হয় ॥ ২৬

মৌলফুলের আসব প্রস্তুত করার নিয়মে দ্রাক্ষা ইক্ষু ও খর্জ্জুরের স্বরসের আসব প্রস্তুত করিয়া গ্রহণীরোগিকে পান করাইবে। (স্বরসের অভাবে দ্রাক্ষাদির কাথ গ্রহণ করিবে) ॥ ২৭

ক্ষার।

হিং, কট্‌কী, বচ, আতইচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, গোক্ষুর ও পঞ্চকোল প্রত্যেক ২ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য এক সের ঘৃত ও তৈলে এবং /৮ সের দধিতে পেষণ করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঐ রস দ্রব্যে উত্তমরূপে প্রবিষ্ট হইলে (দধি প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া গেলে) নামাইয়া উহা একটী কলসে রাখিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। এই ক্ষারচূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে মধুর দ্রব্যের সহিত ভোজন বা মধুর দ্রব্য ভোজন করিবে। ইহাতে বাতশ্লেষ্মজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগ এবং বিষ ও গরবিষ নিবারিত হয়। (এক্ষণে ইহা ২ তোলা মাত্রায় প্রযোজ্য নহে। রোগির অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রদেয়) ॥ ২৮

চিরতা, হরীতকী, কট্‌কী, পলতা, নিম ও ক্ষেতপাপড়া এই সকল দ্রব্য দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার মাহিষমূত্রের সহিত পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় ॥ ২৯

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড়, চিতা, কট্‌কী ও মুতা এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে সিদ্ধ ও দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার সেবন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয় ॥ ৩০

বার্ত্তাকুগুড়িকা।

মনসাসীজের ডাল /॥০ সের, সৈন্ধবলবণ ৵০ পোয়া, সচল লবণ ৵০ পোয়া, বিট্‌লবণ ৵০ পোয়া, পক্ক ও শুষ্ক বেগুণ /॥০ সের, আকন্দ /১ সের, চিতা /।০ পোয়া ; এই সকল দ্রব্য দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার বেগুণের রসে মাড়িয়া গুড়িকা করিবে। এই গুড়িকা ভোজনের পর সেবন করিলে ভুক্ত অন্ন আশু পরিপাক পায়। ইহা সেবনে কাস শ্বাস অর্শঃ বিসূচিকা প্রতিশ্যায় ও হৃদ্রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৩১

টাবালেবু, শটী, রাস্না, ত্রিকটু, হরীতকী, সাচিক্ষার, যবক্ষার ও পঞ্চলবণ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ গরম জলের সহিত সেবন করিলে বল বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয় ॥ ৩২

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে বায়ুর অনুবন্ধ থাকিলে পূর্ব্বোক্ত টাবালেবু শটী প্রভৃতির সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিতে দিবে। অথবা প্রমেহচিকিৎসিতোক্ত ধান্বন্তরঘৃত, রাজযক্ষ্ম-চিকিৎসিতোক্ত ষট্‌পল ঘৃত, গুল্মোক্ত ভল্লাতক ঘৃত ও উদরচিকিৎসিতোক্ত অভয়াঘৃত বিবেচনা পূর্ব্বক পানার্থ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩৩

বিট্‌লবণ, কাচ লবণ, ক্ষারলবণ, সাচিক্ষার, যবক্ষার, চর্ম্মকষা, কণ্টকারী ও চিতা এই সকল দ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম জলে গুলিয়া সাতবার ছাঁকিবে। পরে সেই পরিস্রুত ক্ষার-

জলের অর্দ্ধ আঢ়ক (৴৮ সের) সহ এক আঢ়ক ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। অগ্নিবল বৃদ্ধির জন্য এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিতে দিবে ॥ ৩৪

সন্নিপাতজ গ্রহণীরোগে রোগির বল বুঝিয়া পঞ্চকর্ম্ম (বমন বিরেচন আস্থাপন অনুবাসন ও শিরোবিরেচন) এবং পৃথক্ বাতাদিদোষজ গ্রহণীরোগের চিকিৎসা মিলিতভাবে প্রয়োগ করিবে। (যদিও গ্রহণীরোগে শিরোবিরেচনের কোন প্রয়োজন নাই, বমনাদিরই আবশ্যক, তাহা হইলেও ক্রিয়াবাহুল্য হেতু পঞ্চকর্ম্ম বলিয়াই উল্লেখ করা হইল) ॥ ৩৫

চারি প্রকার গ্রহণীরোগের চিকিৎসা উক্ত হইল। এক্ষণে প্রত্যেক রোগির দোষ ও অবস্থানুসারে অগ্নিমান্দ্যাদি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা কথিত হইতেছে। প্রসেক (মুখস্রাব) দ্বিবিধ, বাতজ ও শ্লেষ্মজ। মন্দাগ্নিসম্পন্ন গ্রহণীরোগির শ্লেষ্মপ্রকোপজ কফপ্রসেকে অগ্নাগ্নির দীপক রুক্ষ ও তিক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। আর মন্দাগ্নি অথচ কৃশ ব্যক্তির কফপ্রসেকে স্নিগ্ধ ও রুক্ষ ক্রিয়া পর্য্যায় ক্রমে অর্থাৎ স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিয়া রুক্ষ ক্রিয়া এবং রুক্ষ ক্রিয়ার পর স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিবে। কারণ কেবল রুক্ষ দ্রব্য প্রয়োগ করিলে রোগির কৃশতা এবং কেবল স্নিগ্ধ দ্রব্য প্রদান করিলে কফ বৃদ্ধি হইবে, অতএব বিপরীত ভাবে ইহা প্রয়োগ করিবে। ক্ষীণ ও কৃশ ব্যক্তির কফপ্রসেকে পঞ্চকোলাদি অগ্নিদীপক দ্রব্য ঘৃতাদি স্নেহ সংযুক্ত করিয়া খাইতে দিবে। বহুপিত্তান্বিত মন্দাগ্নি ব্যক্তির বিষয়ে মধুর দ্রব্য সংযুক্ত তিক্ত ও দীপন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩৬

মন্দাগ্নি বিষয়ে অন্য দ্রব্য অপেক্ষা সকলের পক্ষে স্নেহের প্রাধান্য প্রদর্শিত হইতেছে। বহু বাতাক্রান্ত রোগির পক্ষে বাতনাশক অম্ল ও লবণযুক্ত স্নেহই প্রশস্ত। দুর্ব্বল অগ্নিকে সন্দীপিত করিতে স্নেহকেই প্রধান বলিয়া জানিবে। কারণ অতিগুরুপাক অন্নও স্নেহসমিদ্ধ অগ্নিকে প্রশমিত করিতে সমর্থ হয় না। (অতি গুরুপাক অন্ন ভোজনেও স্নেহপ্রদীপ্ত অগ্নি নষ্ট হয় না বলিয়া দুর্ব্বলাগ্নির দীপ্তি পক্ষে স্নেহকেই প্রধান বলিয়া বুঝিতে হইবে) ॥ ৩৭

যে রোগী অল্পাগ্নিহেতু কফ ক্ষীণ হইলে পকপুরীষও শিথিলভাবে ত্যাগ করে, তাহাকে সৈন্ধব লবণ ও শুঁঠ চূর্ণ সংযুক্ত ঘৃত অল্প অল্প করিয়া পান করাইবে। এইরূপ ঘৃতপানে সমান বায়ু স্বপথে আনীত ও অন্নপচনরূপ স্বকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া অগ্নিকে সন্দীপিত করিবে। কারণ সমান বায়ুই অগ্নির সন্দীপক। আর যে রোগী কাঠিন্য হেতু অতি কষ্টে মলত্যাগ করে তাহাকে পঞ্চলবণযুক্ত ঘৃত অন্নাবষ্টব্ধ করিয়া অর্থাৎ ভোজনের পূর্ব্বেই পান করাইবে। কারণ এইরূপ ঘৃতপানের পর অন্ন ভোজন করিলে সেই পীতঘৃত সহসা ঊর্দ্ধকায়গামী হইতে পারে না ॥ ৩৮।৩৯

রুক্ষতা হেতু অগ্নিমান্দ্য হইলে অগ্নিদীপক ঔষধ সংযুক্ত ঘৃত বা তৈল পান করিতে দিবে। আর স্নেহের (ঘৃত তৈলাদির) অতিপান হেতু অগ্নি মন্দ হইলে ক্ষারচূর্ণ (বা ক্ষার ও অগ্নিদীপক চূর্ণ) আসব ও অরিষ্ট পান করাইবে। উদাবর্ত্তহেতু অগ্নি মন্দ হইলে নিরূহবস্তি ও স্নেহবস্তি প্রদান করিবে। বাতাদি দোষের অতিবৃদ্ধি হেতু অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিয়া অন্নবিধি পালন করাইবে অর্থাৎ পেয়াদি ক্রমে পথ্য দিবে ॥ ৪০-৪২

রোগমুক্ত ব্যক্তির অগ্নি মন্দ হইলে তাহাকে ঘৃতই পান করাইবে। কারণ ঘৃত যেমন অগ্নি সন্দীপক, তেমন অন্য দ্রব্য নাই ॥ ৪৩

পথশ্রম-উপবাস-কামন্থহেতু অগ্নিমান্দ্য হইলে যবাগুর সহিত ঘৃত পান করাইবে। কারণ অন্নাবপীড়িত (ভোজনের মধ্যে পীত) ঘৃত বলকারক, অগ্নিদীপক ও পুষ্টিকারক॥ ৪৪

রোগের দীর্ঘকালানুবন্ধে অগ্নি মন্দ হইলে আহার রসের সম্যক্ অপরিপাক হেতু ক্ষাম ক্ষীণ ও কৃশ ব্যক্তিদিগকে মাংসাশী প্রসহজন্তুর মাংসরস, দাড়িমামলকাদির রসে অম্লীকৃত করিয়া তাহার সহিত ভোজন করাইবে। মাংসাশি-প্রসহগণের মাংস লঘুপাক উষ্ণবীর্য্য কটু ও শোধন বলিয়া অগ্নিকে আশু সন্দীপিত করে, আর উক্ত মাংস, মাংস দ্বারা উপচিত হয় বলিয়া অত্যন্ত বল বৃদ্ধি করিয়া থাকে। (এস্থলে মাংসাশী প্রাণীর মাংস বলিলেই লঘ্বাদি গুণ পাওয়া যাইত। তবে লঘু উষ্ণ ইত্যাদি গুণের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, যে কোন দ্রব্য উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট তাহাও ইহাতে প্রয়োগ করিবে)। স্নেহ আসব সুরা অরিষ্ট চূর্ণ ক্বাথ ও হিতভোজন সম্যক্‌রূপে অবস্থানুসারে প্রযুক্ত হইলে দেহের ও অগ্নির বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৪৫।৪৬

অধুনা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্নেহের অগ্নিবর্দ্ধকত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—যেমন স্নেহবিশিষ্ট সারবান্ (শমীখদিরাদি) কাষ্ঠ দ্বারা বাহ্য অগ্নি প্রদীপ্ত ও স্থির হয়, সেইরূপ ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত আহার দ্বারা কোষ্ঠাগ্নি প্রদীপ্ত ও স্থির হইয়া থাকে॥ ৪৭

যেরূপ বাহ্য অগ্নি নিরিন্ধন (কাষ্ঠ রহিত) বা অল্প অগ্নি বহুকাষ্ঠাবৃত হইলে প্রদীপ্ত না হইয়া নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ কায়াগ্নি অভোজনে বা অতিভোজনে দীপ্ত হয় না, নষ্ট হইয়া যায়॥ ৪৮

তীক্ষ্ণাগ্নি বা ভস্মকাগ্নি। যে সময়ে কফ ক্ষীণ হইলে পিত্ত আমাশয় নামক স্বস্থানে বর্দ্ধিত ও বায়ুর অনুগামী হইয়া জঠরাগ্নিকে আরও বর্দ্ধিত করে, সেই সময়ে বাতাধ্মাপিত জঠরাগ্নি ভুক্তান্নকে আশু পরিপাক করিয়া তৎপরে অন্য পক্তব্য দ্রব্যের অভাবে সমস্ত ধাতুকে পাক ও সর্ব্বধাতুসার ওজঃপদার্থকে সংহরণ (নাশ) করিয়া মানবকে আশু বিনষ্ট করে। সেই মানব আহার করিলেই স্বস্থ ও আহার্য্য জীর্ণ হইলে সন্তপ্ত হইয়া থাকে। অত্যগ্নি হইতে তৃষ্ণা কাস দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি ব্যাধি জন্মিয়া থাকে॥ ৪৯

সন্দীপিত বাহ্য অগ্নিকে যেমন জলসেক দ্বারা নির্ব্বাপিত করিতে হয়, সেইরূপ গুরু-পাক, স্নিগ্ধ, মন্দ, সান্দ্র (ঘন), শীতল ও কঠিন অন্নপান দ্বারা ভস্মক নামক এই অত্যগ্নিরও শান্তি করিবে। এই রোগে ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণ থাকিলেও রোগিকে বারংবার আহার করাইবে। যেন অগ্নি নিরিন্ধন হইয়া অর্থাৎ আহাররূপ ইন্ধনের অভাবে রোগিকে বিনষ্ট করিতে না পারে॥ ৫০।৫১

ভস্মক রোগিকে কিরূপ আহার্য্য দিতে হইবে তাহা কথিত হইতেছে। এই রোগে কৃশরা (খিচুড়ী বিশেষ), পায়স, স্নিগ্ধ দ্রব্য, পিষ্ট দ্রব্য, গুড়জাত খাদ্য, ঔদক (কচ্ছপাদি) ও আনূপ (বরাহাদির) মেদুর মাংস, বিশেষতঃ মসৃণ মৎস্য ও স্থির (প্রবাহরহিত) জলাশয়চারী মৎস্য আহার করিতে দিবে॥ ৫২

মেদোবহুল মেষমাংস ভোজন করিলে অত্যগ্নি নিবারিত হয়॥ ৫৩

অত্যগ্নিরোগে পিপাসা হইলে রোগিকে ক্ষৌদ্র সংযুক্ত দুগ্ধ বা ঘৃত; বহুঘৃত মিশ্রিত ও দুগ্ধে আলোড়িত গোধূম চূর্ণ বা আনূপ মাংসরস যুক্ত তৈলবর্জ্জিত স্নেহ পদার্থ অথবা শ্যামা ও ত্রৈবৃৎ মূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইয়া বিরেচন দিবে॥ ৫৪

ইহাতে বারংবার পিত্তনাশক পায়স প্রতিভোজন করাইবে। যে কোন দ্রব্য গুরুপাক, মেদোজনক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক সেই সকল দ্রব্য ভোজন, এবং দিবসে ভোজনান্তে নিদ্রা, এই সকল বিষয় ভস্মক রোগে হিতকর ॥ ৫৫

গুর্ব্বাদি ভোজন অত্যগ্নি ব্যক্তিকে কেন দেওয়া হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—অগ্নি প্রথমে আহারকে, আহারাভাবে বাতপিত্তাদি দোষকে, দোষাভাবে রস রক্তাদি ধাতুকে পাক করে। দোষ সমূহ ক্ষীণ ও ধাতুর ক্ষয় হইলে জীবনকে নাশ করিয়া থাকে ॥ ৫৬

এই অন্ন স্বভাবতঃ অপথ্য (যেমন করমর্দ্দ সর্ষপশাক ফাণিত শুষ্ক মাংস প্রভৃতি), ইহা সংযোগ বিরুদ্ধ (যেমন ক্ষীর ও অম্ল, আনূপ মাংস ও মাষকলায়), ইহা পাকাদি সংস্কারবিরুদ্ধ (যেমন হরিয়ালের মাংস হরিদ্রার দণ্ডে হরিদ্রার অগ্নিতে পক্ক), ইহা মাত্রা-বিরুদ্ধ (তুল্যাংশঘৃত ও মধু), কালবিরুদ্ধ (রাত্রিপর্য্যুষিত কাকমাচী) বা পাত্রবিরুদ্ধ (কাংস্য পাত্রে দশদিন পর্য্যুষিত ঘৃত) ইত্যাদি কোন বিবেচনা না করিয়া যাহারা যথেচ্ছভাবে আহারাদি করিয়া সংসারে বিচরণ করে, তাহারা কেবল অগ্নি বলের শক্তিতেই জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় জানিবে। অগ্নি-বল না থাকিলে উক্তরূপ বিরুদ্ধ আহার দ্বারা কেহ বাঁচিতে পারে না। অতএব অগ্নিকে সর্ব্ব-প্রকার যত্নে প্রতিপালন (রক্ষা) করিবে। সেই অগ্নি নষ্ট হইলে মনুষ্যও নষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার মৃত্যু হয়। অগ্নি দোষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে মানব রোগ সমূহে পীড়িত ও অগ্নি স্বস্থ থাকিলে নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে ॥ ৫৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিতস্থানে গ্রহণীদোষ-চিকিৎসিত নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

(মূত্রাঘাত-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা মূত্রাঘাত-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন।

বাতজমূত্রকৃচ্ছ্র। বাতোত্থ মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতঘ্ন বলা তৈলাদি দ্বারা রোগির শরীর অভ্যক্ত করিয়া তাহার নাভির অধোদেশে স্নিগ্ধ পিণ্ডস্বেদ দিবে। বাতঘ্ন কাথ দ্বারা পরিষেক করিবে ও তাহাতে অবগাহন করাইবে ॥ ১

দশমূল, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, শতমূল, যব, পুনর্নবা, কুলথ কলাই, কুল, পত্তূর (শালিঞ্চ) শ্বেতপুনর্নবা ও পাষাণভেদী এই সকল দ্রব্যের কাথ ও কল্কের সহিত তৈল, ঘৃত, বরাহ বা ভল্লুকের বসা পাক করিয়া তাহা পঞ্চলবণের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রজনিত শূল বেদনার শান্তি হয় ॥ ২

উক্ত দশমূলাদি দ্রব্য সকল অন্নপানে ব্যবহার করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। নারিকেল আখ্রোট প্রভৃতি তৈলফল (কেহ বলেন—তিল), ধান্যকাঞ্জিকাদি অম্ল ও ঘৃত তৈলাদি বহু স্নেহ

এই সকল এবং পূর্ব্বোক্ত দশমূলাদি দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্দ্বারা পিণ্ডস্বেদ ও উপনাহ স্বেদ প্রদান করিবে॥ ৩

বহু পরিমাণে সচল লবণ মিশ্রিত মদ্য পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রের বেদনা বিনষ্ট হয়॥ ৪

পিত্তজমূত্রকৃচ্ছ্র। পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে শীতল পরিষেক প্রলেপ ও অবগাহন ব্যবস্থা করিবে॥ ৫

শতমূলী, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কেশুর ও তৃণপঞ্চমূল (কুশ কাশ শর বেণা ও কৃষ্ণেক্ষু ইহাদের মূল) ইহাদের কাথ মধু ও চিনি সহ পান করিলে অথবা পাষাণভেদী, শসাবীজ, কাঁকুড় বীজ, কুসুমবীজ ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্যের কল্ক দ্রাক্ষার কাথের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাত নিবারিত হয়॥ ৬

কাঁকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রার কল্ক চাউলধোয়া জলের সহিত অথবা দ্রাক্ষার কল্ক বাসি জলের সহিত সেবন করিবে॥ ৭

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র। কফজন্য মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগে বমন, স্বেদ, তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও কটু ভোজন, যবকৃত বিবিধ খাদ্য, ক্ষার ও ঘোল নিত্য সেবন করিবে॥ ৮

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে ছোটএলাচ চূর্ণ মদ্যের বা আমলকীর রসের সহিত বা :সারসাস্থি গোক্ষুর এলাচ ও ত্রিকটু চূর্ণ মধুতে মাড়িয়া গোমূত্রের সহিত, কণ্টকারীর স্বরস মধুর সহিত, শিতিবার (করঞ্জ) বীজ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তক্রের সহিত, ধাওয়া, ছাতিম, কুড়চি, গুলঞ্চ, সোন্দাল, কট্‌কী, এলাচ ও ডহর করঞ্জ ইহাদের কাথ মধুর সহিত কিংবা ধাওয়া প্রভৃতির কাথ সাধিত পেয়া পান করিবে অথবা প্রবালভস্ম চাউলধোওয়া জলের সহিত সেবন বা পারুলের ক্ষার জল সাতবার ছাঁকিয়া সেই জল তৈল সংযুক্ত করিয়া পান করিবে॥ ৯

পারুল ও যবক্ষারের ক্ষারোদক অথবা পালিধা ও তিলের ক্ষারোদকের সহিত মদ্য এবং দারুচিনি, এলাচ ও ক্ষারমৃত্তিকা সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। কিংবা গুড় সহ উক্ত চূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ লেহন করিতে দিবে॥ ১০

সন্নিপাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে, অল্পদিনজাত অশ্মরীরোগে ও বাতবস্তি প্রভৃতি মূত্রাঘাত রোগে অবস্থানুসারে পূর্ব্বোক্ত বাতাদিনির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা করিবে॥ ১১

অশ্মরী।

অশ্মরী অতিদারুণ রোগ, ইহা যমসদৃশ শীঘ্র প্রাণহারক। অল্পদিনজাত অশ্মরী ঔষধ দ্বারা সাধ্য। কিন্তু প্রবৃদ্ধ হইলে অস্ত্র দ্বারা ছেদন কর্ত্তব্য॥ ১২

অশ্মরীরোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে স্নেহস্বেদাদি (বমন বিরেচনাদি) চিকিৎসা কর্ত্তব্য॥ ১৩

পাষাণভেদাদ্য ঘৃত।

পাথর কুচি, কাঠমল্লিকা, সামুদ্র লবণ, অম্ল কুচাই, শতমূলী, :ব্রাহ্মী, গোরক্ষ চাকুলে, শোনা, বেণামূল, গন্ধতৃণ, বাঁদরা, সেগুণ ফল, কণ্টকারী, গুণ্ড (হোগলা বা কেশুর তৃণ বিশেষ), গোক্ষুর, যব, কুলত্থ কলার, কুল, বরুণ ও নির্ম্মলী ফল ইহাদের কাথে এবং উষকাদিগণের (ক্ষার মৃত্তিকা, সৈন্ধব লবণ, শিলাজতু, দুই প্রকার হীরাকস, হিঙ্গু ও তুত্থক) কল্কে যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করাইলে আশু বাতসম্ভূত অশ্মরী ভিন্ন হয়॥ ১৪

এরণ্ড, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও কুলেখাড়া এই সকল দ্রব্যের মূল বাটিয়া মধুর রসান্বিত দধির সহিত সেবন করিলে অশ্মরী (বাতজ) বিনষ্ট হয়॥ ১৫

কুশাদ্য ঘৃত।

কুশ কাস শর গুন্দ্র ইকড়মূল, ইক্ষুমূল, পাষাণভেদী, উলু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চামার আলু, শালিধান্যমূল, গোক্ষুর, শ্যোনা, পারুল, আকনাদি, শালিঞ্চ, পীতঝিণ্টা, পুনর্নবা ও শিরীষ, ইহাদের কাথে এবং ত্রপুসাদির বীজের (শসাবীজ, কাঁকুড়বীজ ও কুসুমবীজ) বা নীলোৎপলের বীজ, যষ্টিমধু ও শিলাজতু ইহাদের কল্কে যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে পিত্ত জন্য অশ্মরীর ভেদন হয়॥ ১৬

বরুণাদ্য ঘৃত।

বরুণাদিগণ, বীরতরাদিগণ, বিদার্য্যাদিগণ, এলাচ, রেণুক, গুগ্‌গুলু, মরিচ, কুড়, চিতা, দেবদারু এবং পূর্ব্বোক্ত উষকাদিগণের কল্কে যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে কফ জন্য অশ্মরী বিনষ্ট হইয়া থাকে। (বরুণাদিগণ যথা—বরুণ, সহচরদ্বয় (রক্তপুষ্প ও পীতপুষ্প), শতমূলী, চিতা, মূর্ব্বা, বিল্ব, অজশৃঙ্গী, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটাকরঞ্জ ও বিষকরঞ্জ, জয়ন্তী, হরীতকী, সজিনা, কুশ ও হিতালু (হেন্তাল) ইহাদিগকে বরুণাদিগণ কহে। বীরতরাদিগণ পরে বলা যাইতেছে। বিদার্য্যাদিগণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)॥ ১৭

অশ্মরীরোগে ক্ষার দুগ্ধ ও যবাগূ প্রভৃতি তত্তদ্‌যোগ্য দ্রব্য দ্বারা পাক করিয়া ব্যবহার করিবে॥ ১৮

পিচুক (শিতিবার অর্থাৎ করঞ্জ), ধলা আঁকড়া, নির্ম্মলী ফল, সেগুণ ও নীলোৎপল ইহাদের বীজের কাথ করিয়া তাহা উষ্ণ থাকিতে থাকিতে গুড় মিশাইয়া পান করিবে। ইহা উৎকৃষ্ট শর্করাপাতন অর্থাৎ ইহার দ্বারা শর্করা ভিন্ন হইয়া বাহির হইয়া যায় বা পতিত হয়॥ ১৯

বক উট ও গর্দ্দভের অস্থি, গোক্ষুর, তালমূলী, বন যমানী, কদম্বমূল, বিল্বমূল ও শুঁঠ ইহাদের কল্ক সুরা বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে শর্করা ভিন্ন হয়॥ ২০

তুম্বুরুবীজ চূর্ণ মধু সহ মিশাইয়া মেষদুগ্ধের সহিত এক সপ্তাহ সেবন করিলে অশ্মরী পতিত হইয়া থাকে॥ ২১

সজিনা মূলের ছালের কাথ ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান করিলে অশ্মরী নিবারিত হয়॥ ২২

শর্করা ও অশ্মরী রোগে তিল, অপামার্গ, কদলী, পলাশ ও যবের ক্ষার মেষমূত্রের সহিত পান করিতে দিবে॥ ২৩

শর্করা ও অশ্মরী জাত বেদনায় পীড়িত রোগিকে এক মাত্র ব্রাহ্মীশাকের মূল সুরা বা উষ্ণ জলাদির সহিত পান করাইবে। অথবা ব্রাহ্মীশাকের সহিত বা হরীতকীর আঁঠির সহিত কিংবা পুনর্নবার সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহা পান করিতে দিবে। অথবা ময়ূরশিখা মূল (গেঁঠেলা মূল) চালুনি জলের সহিত পান করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন করিবে॥ ২৪

পূর্ব্বে যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইল, সেই সকল চিকিৎসাই মূত্রাতীত প্রভৃতি অবশিষ্ট মূত্রাঘাত রোগে বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবে॥ ২৫

বৃহত্যাদিগণ (বৃহতী কণ্টকারী ইন্দ্রযব আকনাদি ও যষ্টিমধু ইহাদিগকে বৃহত্যাদিগণ কহে।) ও দ্বিগুণ পরিমিত গোক্ষুর এই সকল দ্রব্যের সহিত পক্ক জল দুগ্ধ বা ঘৃত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রবিকার প্রশমিত হয়॥ ২৬

দেবদারু, মুতা মূর্ব্বা, যষ্টিমধু ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ বা কল্ক সুরা দুগ্ধ বা জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাত নিবারিত হয়॥ ২৭

দুরালভার স্বরস বা অর্জ্জুনের কাথ অথবা উষ্ণজলে পেষিত ও সৈন্ধবসংযুক্ত ত্রিফলা, কিংবা কণ্টকারী ও গোক্ষুরের কাথে সিদ্ধ ও ফাণিতযুক্ত যবাগূ, বা বীরতরাদিগণের কাথে সিদ্ধ পেয়া কিংবা কুক্কুটমাংসরসে সিদ্ধ পেয়া অথবা বীরতরাদিগণের কাথে ভাবিত শিলাজতু এই সকল যোগ মূত্রাঘাতে ব্যবস্থা করিবে।

(বীরতরাদিগণ যথা—উশীর, গণিয়ারী, বৃক (ঈশ্বর মল্লিকা), বাসক, পাষাণভেদী, গোক্ষুর, ইৎকট (ইকড়গাছ), ঝিণ্টী, বাণ (নীলঝিণ্টী), কেশে, বাঁদরা, নল, স্থূলহস্মভেদে দ্বিবিধ কুশ, গুণ্ঠ (বৃন্ততৃণ), গুন্দ্রা (হোগলা), শোণা, ক্ষীরমোরট, কুরণ্ট (পীতঝাঁটী), করম্ভ (রাখালশশা), পার্থা (সূর্য্যমুখী) ; ইহাদিগকে বীরতরাদিগণ কহে)॥ ২৮

কিংবা পুরাতন মদ্য পান করিয়া শীঘ্রগামী অশ্ব বা রথে গমন করিলে শীঘ্র বেগ দ্বারা সংক্ষোভ হেতু অশ্মরী চ্যুত হইয়া যায়॥ ২৯

অশ্মরী ও শর্করা রোগে বীরতরাদিগণ সর্ব্ব প্রকারে (অর্থাৎ কাথ পেয়া জল দুগ্ধাদি সহপাক করিয়া) ব্যবহার করিবে। ইহাতে বিরেচনার্থ তৈল্বক ঘৃত পান করাইবে। যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ বিশেষতঃ উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। শুক্রাশ্মরী রোগে উত্তর বস্তি দ্বারা মূত্রমার্গ বিশোধিত হইলে শুক্রাশয় বিশুদ্ধির জন্য বৃষ্যমাংস বিশেষতঃ কুক্কুটমাংস তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া মদদায়িনী সকামা প্রমদাগণের যথেষ্ট উপভোগ করিবে॥ ৩০

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধফল চিকিৎসা দ্বারা যদি অশ্মরী রোগের শান্তি না হয়, তাহা হইলে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া উত্তমরূপে শস্ত্র প্রয়োগ করিবে। রাজাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, হে রাজন্ সঞ্জাত এই অশ্মরীর চিকিৎসা না করিলে নিশ্চিত মৃত্যু হইবে, আর শস্ত্র চিকিৎসা করিলে—চিকিৎসক শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ ও বহুবার সিদ্ধকর্ম্মা হইলেও—সংশয় আছে অর্থাৎ ইহা দ্বারা বাঁচিতেও পারে, না বাঁচিতেও পারে এই সংশয় জানাইয়া চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত হইবে॥ ৩১।৩২

অশ্মরীরোগে শস্ত্রপ্রয়োগার্থ রাজার অনুমতি পাইলে তৎপরে প্রথমে রোগিকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ, বমন বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়া দ্বারা শুদ্ধ ও লঙ্ঘনাদি দ্বারা ঈষৎ কর্ষিত করিবে। অস্ত্র প্রয়োগ দিবসে রোগিকে স্নেহ স্বেদ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন এবং মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়নাদি করিবে। অনন্তর অস্ত্রপাতকালে অভুক্ত অশ্মরীরোগিকে, আজানুপ্রসারিত একখানি কাষ্ঠফলকে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির ক্রোড়ে উপবেশন করাইবে। উক্ত ব্যক্তির ক্রোড়ে বস্ত্রনির্ম্মিত একটী চুম্বল (বিড়ে) থাকিবে, রোগী সেই বিড়ার উপর নিষণ্ণ হইবে। তাহার দেহের পূর্ব্বভাগ যেন উত্তানভাবে থাকে। পরে রোগির জানু ও কূর্পর আকুঞ্চিত করিয়া একখানি বস্ত্র বা দড়ি দ্বারা আশ্রয় ব্যক্তির সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিবে। বন্ধনের পর "এইবার তুমি নিরাময় হইবে, কোন ভয় নাই" ইত্যাদি বাক্যে এবং

শীতলবাতাস দ্বারা আশ্বাসিত করিবে। রোগির নাভির অধোভাগ তৈল দ্বারা উত্তমরূপে অভ্যক্ত করিয়া বামপার্শ্বে হস্তমুষ্টি দ্বারা টিপিয়া টিপিয়া অশ্মরীকে অধোগত করিবে। অনন্তর বাম হস্তের তৈলাভ্যক্ত বড় বড় নখ-বিশিষ্ট তর্জ্জনী ও মধ্যম অঙ্গুলি গুহ্য দেশে বাম দিক্ দিয়া সেবনী পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া বলয়াকৃতি স্থান প্রাপ্ত হইলে অশ্মরীকে গুহ্যনাড়ী ও লিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী করিয়া ঐ অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা উৎপীড়িত ও গ্রন্থিবৎ উন্নত করিবে এবং বস্তিতে অন্ত্রাঘাত না হয় এজন্য উহাকে সঙ্কুচিত ও নির্ব্যলীক (কোঁচ্‌কা রহিত) করিবে। অশ্মরী গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইলে তখন সেবনীর যব পরিমিত স্থান বাদ দিয়া অশ্মরীর প্রমাণ অনুসারে অস্ত্রপাত করিবে। এবং সর্পাস্য নামক যন্ত্র দ্বারা সমগ্র অশ্মরী এমন ভাবে আকর্ষণ (বাহির) করিয়া দিবে যেন উহা ভাঙ্গিয়া না যায়। (ভাঙ্গিলে পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইতে পারে।) স্ত্রীলোকদিগের বস্তি পার্শ্বভাগে গর্ভাশয়াশ্রিত। সেই জন্য উৎসঙ্গবৎ (অধোভাগে) শস্ত্রপাত করিবে নতুবা বস্তি বিদারিত হওয়ায় ক্ষত দিয়া মূত্রস্রাব হইবে। কেবল যে স্ত্রীলোকদিগেরই এরূপ হয় তাহা নহে, পুরুষদিগেরও এইরূপ মূত্রস্রাবী ব্রণ হইয়া থাকে। এই অশ্মরী হেতু বস্তিভেদ জন্য ব্রণ একদিকে হইলে সাধ্য হয়, কিন্তু অশ্মরীর অতিবৃদ্ধত্ব হেতু উভয় দিকে যদি বস্তিভেদ হয় তাহা হইলে উহা অসাধ্য হইয়া থাকে। ইহা ব্রণের স্বভাব॥ ৩৩

অশ্মরীনির্গমের পর রোগিকে উষ্ণ জল পূর্ণ দ্রোণীতে (টবে) অবগাহন করাইবে। তাহাতে বস্তি রক্তপূর্ণ হইবে না। যদি এরূপ করিলেও দৈববশতঃ বস্তি রক্তপূর্ণ হয় তাহা হইলে ক্ষীরিবৃক্ষের কাথ দ্বারা লিঙ্গে উত্তরবস্তি প্রদান করিবে। তৎপরে মূত্রসংশুদ্ধির জন্য তৃপ্তিপূর্ব্বক গুড় পান করিবে। অনন্তর ক্ষত স্থান মধু ও ঘৃতদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া গোক্ষুর শসা-বীজ প্রভৃতি মূত্রশোধক ঔষধের সহিত যবাগূ পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া দুইবার আহার কালে পান করিতে দিবে। এইরূপে তিন দিন যবাগূ সেবনের পর দশদিন পর্য্যন্ত বহুগুড়মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত অল্প পরিমাণে অন্ন খাইতে দিবে। তৎপরে অর্থাৎ দশদিন পরে কুল ও দাড়িমাদির রসে অম্লীকৃত জাঙ্গল মাংস রসের সহিত অন্ন উপযুক্ত পরিমাণে ভোজন করাইবে॥ ৩৪

বটাদি ক্ষীরি বৃক্ষের ছালের কাথ দ্বারা ব্রণ ধোত করিয়া উহাতে পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিমধু ও পটিকালোধ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। আর এই সকল দ্রব্য ও হরিদ্রা ইহাদের কল্কে তৈল পাক করিয়া তাহা ক্ষত স্থানে লাগাইবে॥ ৩৫

দশদিন পর্য্যন্ত ক্ষত স্থানে স্বেদ দিবে। স্বেদনের পর পুনঃ সপ্ত দিনের মধ্যে মূত্র যদি স্বমার্গে গমন না করে তাহা হইলে অশ্মরীক্ষত স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। মূত্র স্বমার্গে প্রবর্ত্তিত হইলে মধুরভূয়িষ্ঠ দ্রব্য দ্বারা সাধিত উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। ব্রণ রূঢ় হইলেও রোগী একবৎসর পর্য্যন্ত হস্তীতে পর্ব্বতে অশ্বে ও বৃক্ষে আরোহণ করিবে না, রথে গমন করিবে না, স্ত্রীসঙ্গ ও জল সন্তরণ করিবে না॥ ৩৬

অশ্মরী ছেদন কালে মূত্রবহ ও শুক্রবহ ধমনী, বস্তি, বৃষণ (অণ্ডকোষ), সেবনী, গুহ্যনাড়ী, লিঙ্গ ও যোনি এই আটটী মর্ম্ম স্থান বর্জ্জন করিবে। যেন এই সকল মর্ম্মে শস্ত্রের আঘাত না লাগে॥ ৩৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিতস্থানে মূত্রাঘাত-চিকিৎসা নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

(প্রমেহ-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা প্রমেহচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন।

মেহরোগী বলবান্ থাকিলে তাহাকে সর্ষপ নিম দন্তী বহেড়া ও করঞ্জ ইহাদের কোন একটীর তৈল দ্বারা বা বক্ষ্যমাণ ত্রিকণ্টকাদ্য স্নেহ দ্বারা অথবা দোষসাত্ম্যাদি বশে উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা সাধিত স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া মেহক্লেদ নাশার্থ প্রথমে বমন ও বিরেচন দিবে। বমনাদির পর রোগী জাতবল হইলে সুরসাদিগণের কাথে মুতা দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের কল্ক মিশাইয়া আর রোগী পিত্তপ্রধান হইলে ন্যগ্রোধাদিগণের কাথে মুতা প্রভৃতির কল্ক মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা আস্থাপন বস্তি দিবে। এই প্রকারে মেহরোগিকে সংশুদ্ধ করিয়া জাঙ্গল মাংস রস পথ্য প্রদান দ্বারা তর্পিত করিবে। কারণ মেহরোগে অপতর্পণ (উপবাসাদি) ক্রিয়া করিলে মূত্ররোধ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম ও ক্ষয়াদি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব অনুবন্ধ রক্ষার্থ শমন ক্রিয়া করিবে। নতুবা মেহরোগ প্রশান্ত হইলেও স্বল্প কারণেই পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইবে॥ ১—২

বমন বিরেচনাদি সংশোধন ক্রিয়ার অযোগ্য (যেমন বমনের অযোগ্য গর্ভিণী প্রভৃতি, বিরেচনের অযোগ্য নবজ্বরী ইত্যাদি) মেহরোগিকে সর্ব্বপ্রকার মেহে শমন ঔষধই প্রয়োগ করিবে॥ ৩

শমনযোগ কথিত হইতেছে—হরিদ্রার চূর্ণ বা কল্ক আমলকী রসে আপ্লুত করিয়া মধুর সহিত পূর্ব্বাহ্ণে পান করাইবে। দারুহরিদ্রা, দেবদারু, ত্রিফলা ও মুতা ইহাদের কাথ কিংবা চিতা, ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা ও ইন্দ্রযবের কাথ মধু সহ অথবা গুলঞ্চ বা আমলকীর রস মধুসহ পান করাইবে॥ ৪

লোধ, হরীতকী, মুতা ও কট্ফল। আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অর্জ্জুন ও ধনে। খদির, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ ও বচ। এই তিনটী কষায় মধুর সহিত পান করিলে কফজ মেহ নষ্ট হয়। বেণামূল, লোধ, অর্জ্জুন ও চন্দন। পলতা, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চ। লোধ, বালা, কৃষ্ণাগুরু ও ধাইফুল। এই তিনটী কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ মেহের শান্তি হয়॥ ৫

পূর্ব্বোক্ত লোধ প্রভৃতি যথাযোগ্য ঔষধের সহিত অন্ন ও পানীয় প্রস্তুত করিবে এবং ইহাদের দ্বারা ভাবিত যব ও গোধূমকৃত ভক্ষ্য কল্পনা করিবে॥ ৬

বাতপ্রধান মেহে উক্ত ঔষধের সহিত স্নেহ (তৈল ঘৃতাদি) পাক করিয়া তাহা প্রয়োগ করিবে॥ ৭

প্রমেহরোগে যবের পিষ্টক শক্তু, বাট্য প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য হিতকর। গো অশ্ব প্রভৃতিকে প্রচুর পরিমাণে যব খাওয়াইবে। তাহাদের মলের সহিত যে যব নির্গত হইবে সেই যব কৃত বিবিধ খাদ্য; বাঁশের চাউলের নানাপ্রকার খাদ্য এবং তৃণ ধান্য (শ্যামা প্রভৃতি), মুদ্গাদি কলায়,

পুরাতন শালি ও ষষ্টিক ধান্ত মেহরোগে হিতকর। তিল ও সর্ষপের খৈল সহ মুদগাদি বা আদার ছুচি ও নিস্তুষ গোধূম চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুতীকৃত শ্রীকুক্কুট নামক অন্ন খলক (ইহা মালব দেশে প্রসিদ্ধ খাদ্য), কয়েতবেল, গাব, জাম, এবং এই কপিত্থাদি দ্বারা প্রস্তুতীকৃত রাগ ও খাণ্ডব, তিক্ত শাক, মধু, ত্রিফলা, শুষ্ক ভক্ষ্য, ছাতু, পরিশুষ্ক শূল্য পক্ক জাঙ্গল মাংস, বক্ষ্যমাণ অয়স্কৃতি, পুরাতন মধু অরিষ্ট ও আসব, পক্ক রসজাত সীধু, অসনাদি সারসমূহের কাথ, কুশোদক ও মধূদক এই সকল প্রমেহ রোগে হিতকর॥ ৮

যব ত্রিফলার কাথে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন সেই যব রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তাহার ছাতু প্রস্তুত করিবে। এই ছাতু মধু সংযুক্ত ও সীধুতে আলোড়িত করিয়া প্রমেহ রোগিকে খাইতে দিবে॥ ৯

কফপিত্ত জন্য প্রমেহে শাল, ছাতিম, কম্পিল্ল (কমলাগুঁড়ি), কুড়্চি, বহেড়া, কয়েতবেল ও রোহিতক ইহাদের পুষ্পচূর্ণ মধুর সহিত অথবা আমলকীর রসের সহিত সেবন করাইবে॥ ১০

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত ও তৈল।

গোক্ষুর, হরিদ্রা, লোধ, শ্বেতখদির, বচ, অর্জ্জুন, পদ্মকাষ্ঠ, অশ্মন্তক (অম্লকুচাই), নিম, রক্তচন্দন, অগুরু কাষ্ঠ, যোয়ান, পলতা, মুতা, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ ও ভেলা ইহাদের কল্কে যথাবিধি তৈল পাক করিয়া বাতশ্লেষ্মজ মেহে প্রয়োগ করিবে। পিত্তপ্রধান প্রমেহে ঐ সকল দ্রব্যের কল্কে ঘৃত পাক করিয়া এবং মিশ্রদোষজ মেহে উহাদের কল্ক সহ ঘৃততৈল মিশ্রস্নেহ পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ১১

ধান্বন্তর ঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—দশমূল প্রত্যেকটী পৃথক্ পৃথক্ দশ পল এবং শটী, দন্তী, দেবদারু (পাঠান্তরে—শুল্ফা), শ্বেত পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মনসাসিজুর মূল, আকন্দমূল, হরীতকী, ভুঁইকদম্ব, ভেলা, করঞ্জমূল, বরুণমূল, পিপুলমূল ও পুষ্করমূল প্রত্যেক ১০ পল; যব কুল ও কুলত্থকলায় প্রত্যেক এক প্রস্থ (মোট /৬ সের); এই সমস্ত দ্রব্য একত্র আটগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই কাথ এবং পিপুল, গজপিপুল, চৈ, বচ, হিজল (বা বেত), গন্ধতৃণ, তেউড়ী, বিড়ঙ্গ, কমলাগুঁড়ি, বামুনহাটী ও বেলছাল (পাঠান্তরে—শুঁঠ); ইহাদের কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃতপাক করিবে। এই ধান্বন্তর ঘৃত পান করিলে সর্ব্ব প্রকার মেহ, পিড়কা, বিষ, পাণ্ডু, বিদ্রধি, গুল্ম, অর্শ, শোথ, শোষ, গরবিষ, উদর, শ্বাস, কাস, বমি, বৃদ্ধি, প্লীহা, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উন্মাদ ও অপস্মার রোগ নষ্ট হয়॥ ১২

লোধ্রাসব।

লোধ, মূর্ব্বা, শটী, বিড়ঙ্গ, বামুনহাটী, তগরপাদুকা, নখী, কৈবর্ত্ত মুতা, ইন্দ্রযব, কুড়, সুপারী, প্রিয়ঙ্গু, আতইচ, চিতা, রাখালশসা দুই প্রকার, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, চিরতা, কটুকী, যোয়ান, পুষ্করমূল, আকনাদি, গেঁঠেলা (বা পিপুলমূল) চৈ ও ত্রিফলা প্রত্যেক ২ তোলা; ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ শীতল হইলে তাহাতে মধু /৮ সের মিশাইয়া একটী কলসে ১৫ দিন

রাখিবে। পরে এই লোধ্রাসব উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে মেহ অর্শঃ কুষ্ঠ শ্বিত্র অরুচি ক্রিমি পাণ্ডু গ্রহণী ও স্থৌল্য রোগ নষ্ট হয়॥ ১৩

অয়স্কৃতি।

অসনাদি বর্গোক্ত দ্রব্য সকল প্রত্যেকটী ২০ পল পরিমাণে লইয়া ৫১২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১২৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিবে। এই কাথে গুড় ২৫ সের, মধু /৮ সের, এবং কল্কার্থ বৎসকাদিগণের প্রত্যেকটী এক পল পরিমাণে লইয়া তাহাতে মিশাইবে। একটী ঘৃত পাত্রের অভ্যন্তর ভাগ মধু ও পিপুল চূর্ণ দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া এবং জতু (গালা) দ্বারা কলসীটী লিপ্ত করিয়া তাহাতে ঐ সকল দ্রব্য রাখিয়া যবরাশির মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়া দিবে। পরে প্রায় একপ্রস্থ পরিমিত পাতলা লৌহ পত্র পুনঃপুনঃ খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কলসস্থ কাথে নিমজ্জিত করিবে; যখন ঐ লৌহপত্র সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, তখন জানিবে ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাকে অয়স্কৃতি বলে। এই ঔষধ পূর্ব্বোক্ত লোধ্রাসবাদি অপেক্ষা অধিকগুণবিশিষ্ট। (এস্থলে লৌহের পরিমাণ উল্লিখিত হয় নাই। টীকাকার বলেন—সংগ্রহোক্ত দশমূলারিষ্টের দ্রব্য দেখিয়া লৌহের পরিমাণ স্থির করিতে হয়। সে হিসাবে লৌহ প্রায় একপ্রস্থ হইয়া থাকে। এইরূপ নারসিংহ ঘৃতাদিতেও দ্রব দ্রব্য দেখিয়া লৌহের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিবে)॥ ১৪

রুক্ষ ও গাঢ় উদ্বর্ত্তন, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ এবং অপর যে কোন দ্রব্যাদি শ্লেষ্মঘ্ন ও মেদোনাশক, তৎসমুদায় প্রমেহ রোগে হিতকর। অসন ও খদিরাদির সারের কাথ দ্বারা ১২॥০ সের শিলাজতু সুভাবিত করিয়া তাহা ঐ কাথের সহিত পান এবং ঐ কাথে জাঙ্গল মাংসরস ও শাল্যন্ন পাক করিয়া তাহা ভোজন করিলে বহু উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বপ্রকার মেহ এবং গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, স্থৌল্য, কুষ্ঠ, ভগন্দর, ক্রিমি, শ্লীপদ ও শোথ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন॥ ১৫।১৬

নির্ধন প্রমেহ রোগী জুতা ও ছাতা বর্জ্জন এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শত যোজন গমন করিবে। অথবা জলাশয় খনন করিবে। কিংবা গোমূত্র ও গোময় ভক্ষণ পূর্ব্বক গোরুর সহিত ভ্রমণ করিবে॥ ১৭

কৃশ মেহরোগিকে অমেদস্কর ও অমূত্রল ঔষধযুক্ত আহার দ্বারা বৃংহণ করিবে অর্থাৎ তাহার পুষ্টির জন্য এমন ঔষধাহার দিবে যেন তাহা মেদোজনক ও মূত্রকারক না হয়॥ ১৮

শরাবিকাদি পিড়কার অপক্কাবস্থায় শোথবৎ এবং পক্কাবস্থায় ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। পিড়কার পূর্ব্বরূপে বটাদিক্ষীরিবৃক্ষের কাথ ও ছাগমূত্র পান করিতে দিবে। ইহাদিগকে তীক্ষ্ণ বিরেচন দিবে। কারণ মেহরোগিরা প্রায়ই দুর্ব্বিরেচ্য হইয়া থাকে॥ ১৯

এলাদিগণের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহা পিড়কার ব্রণরোপণার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে উদ্বর্ত্তনার্থ আরগ্বধাদিগণের, পরিষেকার্থ অসনাদিগণের এবং পানার্থ বৎসকাদিগণের কাথ প্রয়োগ করিবে॥ ২০

আকনাদি, চিতা, মহাকরঞ্জ, অনন্তমূল, কণ্টকারী, ছাতিমছাল, কুড়চিমূল, শ্বেতখদির ও সোঁদাল ইহাদের চূর্ণ অথবা নবায়স চূর্ণ মধুর সহিত পিড়কারোগে লেহন করাইবে॥ ২১

যে প্রমেহরোগ মধুমেহে পরিণত হওয়ায় চিকিৎসক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেই মধুমেহ-রোগিকে উপযুক্ত পরিমাণে ক্রমশঃ ১২॥০ সের পর্য্যন্ত শিলাজতু সেবন করাইলে সে রোগমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার নূতন দেহ লাভ করিয়া থাকে ॥ ২২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে প্রমেহচিকিৎসিত নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(বিদ্রধি-বৃদ্ধি-চিকিৎসা)।

অতঃপর আমরা বিদ্রধি-বৃদ্ধি-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন।

অপক্ব সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধিরই, শোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং তাহা হইতে অনবরত রক্তমোক্ষণ করিবে। বিদ্রধি পাকিলে তাহার ব্রণবৎ চিকিৎসা করিতে হইবে ॥ ১

বাতজ বিদ্রধি পঞ্চমূলের কাথে ধৌত করিবে এবং ভদ্রদার্ব্বাদিগণ যষ্টিমধু তিল ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তদ্দ্বারা উক্ত বিদ্রধিতে প্রলেপ দিবে। (ভদ্রদার্ব্বাদিগণ যথা—দেবদারু, তগরপাদুকা, কুড়, দশমূল, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে)। বিরেচনাক্ত দ্রব্য যুক্ত ত্রৈবৃতাখ্য শোধন দ্বারা শোধিত করিয়া বিদারীবর্গের সহিত সিদ্ধ ত্রৈবৃতাখ্য স্নেহ দ্বারা ক্ষত রোপণ করিবে ॥ ২।৩

পিত্তজ বিদ্রধি বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের কাথে ধৌত করিয়া যষ্টিমধু গুলঞ্চ ও তিলের কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। মঞ্জিষ্ঠা, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, পয়স্যা (দুগ্ধিকা বা শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্রেষ্ঠা (স্থলপদ্মিনী) ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্ক এবং জল ও দুগ্ধের সহিত সামান্য পরিভাষোক্ত নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া অথবা ন্যগ্রোধাদিগণের পল্লব ত্বক্ ও ফল সহ ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত রোপণ করিবে।

কফজ বিদ্রধি আরগ্বধ (সোন্দালের) কাথে ধৌত করিয়া ছাতু, গুগ্গুলু, হরিদ্রা ও তিলের কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। কুলথকলায়, দন্তী, তেউড়ী, শ্যামা, চিতা, লোধ ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের কল্ক ও গোমূত্র সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত রোপণ করিবে ॥ ৪

রক্তজ ও আগন্তুজ (ক্ষতজ) বিদ্রধিতে পিত্তজ বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে ॥ ৫

আভ্যন্তর বিদ্রধি অপক্ব থাকিলে রোগিকে বরুণাদিগণের কাথে ঊষকাদিগণের কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পূর্ব্বাহ্নে পান করাইবে। (বরুণাদিগণ—৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ঊষকাদিগণ যথা—ক্ষার মৃত্তিকা, সৈন্ধবলবণ, শিলাজতু, হীরাকস দুইপ্রকার, হিং ও তুঁতে) ॥ ৬

অন্তর্বিদ্রধির অপক্কাবস্থায় রোগিকে বাতাদি দোষানুসারে বিরেচন দ্রব্য সিদ্ধ ঘৃত অথবা বরুণাদিগণ ও ঊষকাদিগণের সহিত পক্ব ঘৃত পান করিতে দিবে। আর উক্ত বরুণাদিগণ ও ঊষকাদিগণ দ্বারা নিরূহ ও অনুবাসন বস্তি কল্পনা করিয়া তাহা প্রয়োগ করিবে ॥ ৭

অপক্ক অন্তর্বিদ্রধিতে পানে ভোজনে ও প্রলেপে রক্তসজিনা প্রয়োগ করিবে এবং দোষ বিবেচনা করিয়া তাহাতে উপযুক্ত ঔষধ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা অপক্ক বিদ্রধি নাশক ॥ ৮

বলাডুমুর, ত্রিফলা, নিম, কট্‌কী ও যষ্টিমধু প্রত্যেক এক এক ভাগ, তেউড়ীমূল ৪ ভাগ, পটোলমূল ৪ ভাগ, নিস্তুষ মসুর কলাই ৮ ভাগ ; এই সকল দ্রব্যের কাথ ঘৃত সহ সেবন করিলে বিদ্রধি, গুল্ম, বিসর্প, দাহ, মোহ, মদ, জ্বর, পিপাসা, মূর্চ্ছা, বমি, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ ও কামলা রোগ নষ্ট হয় ॥ ৯

ত্রায়ন্তী ঘৃত।

বলাডুমুর অর্দ্ধসের, পাকার্থ জল /৪ সের, শেষ /১ সের। এই কাথ /১ সের, আমলকীর রস /১ সের, দুগ্ধ /১ সের ও ঘৃত /১ সের এবং কল্কার্থ কট্‌কী, বলাডুমুর, দুরালভা, মুতা, ভুঁইআমলা, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, চন্দন ও নীলোৎপল প্রত্যেক ২ তোলা ; একত্র যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পূর্ব্ববৎ গুণ বিশিষ্ট ॥ ১০

দ্রাক্ষাদ্য ঘৃত।

দ্রাক্ষা, মৌলফল, পিণ্ড খর্জ্জুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, ফল্‌সা ও ত্রিফলা ইহাদের যথাবিধি প্রস্তুত কাথ /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ সের ও আমলকী রস /৪ সের। ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—হরীতকী এক সের। যথানিয়মে পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি ও মধু মিলিত /১ সের মিশাইবে। এই ঘৃত পূর্ব্ববৎ গুণকারক ॥ ১১

বিদ্রধিরোগে শৃঙ্গাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। অথবা বিদ্রধির সমীপস্থ শিরা বেধ করিয়া রক্তস্রাব করিবে।

কোষ্ঠগত বিদ্রধি বহির্দ্দেশে উন্নত হইয়া উঠিলে তাহাকে পচ্যমান জানিয়া উপনাহ (পুলটিশ্‌) দিবে। আর যদি বিদ্রধি কেবল শূলবৎ বেদনাযুক্ত ও পিণ্ডাকৃতি হয়, তাহার পার্শ্বস্থ স্থান পীড়ন করিলে (টিপিলে) সুপ্তি (বেদনার অননুভব) হয়, এবং দাহ উষা ও চোষ প্রভৃতির অল্পতা হয়, তাহা হইলে তাহাকে পক্ক জানিয়া ভেদ করিবে এবং ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে ॥ ১২

আভ্যন্তর বিদ্রধি পক্ক হইলে তাহারও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ কোষ্ঠস্থ পক্ক-বিদ্রধির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১৩

উক্ত বিদ্রধি পাকিয়া স্রোতঃসমূহকে ক্লিন্ন করিয়া যদি স্বয়ং ঊর্দ্ধ বা অধোদিক্ দিয়া নির্গত হয় অর্থাৎ অন্তর্বিদ্রধি যদি পাকিয়া স্বয়ং ফাটিয়া যায় এবং তাহার পূয়রক্তাদি দোষ সকল মুখাদি ঊর্দ্ধমার্গ বা গুহ্যাদি অধোদেশ দিয়া নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত চিকিৎসক রোগিকে উপদ্রব সকল হইতে রক্ষা করিবে, কোন চিকিৎসা করিবে না। রোগী হিতভোজী হইয়া থাকিবে। কিন্তু ক্লেদসমূহ সম্যক্‌রূপে নির্গত না হইলে বরুণাদিগণের চূর্ণ বা রক্ত সজিনার ছাল চূর্ণ গরম জলসহ রোগিকে সেবন করাইবে অথবা রক্তসজিনার সহিত পাক যবাগূ পান করিতে দিবে ॥ ১৪

ইহাতে যব কুল ও কুলথ যূষের সহিত অন্ন ভোজন হিতকর ॥ ১৫

দশদিনের পর রোগির বল বুঝিয়া পূর্ব্বোক্ত ত্রায়ন্তী ঘৃত বা তৈত্বক ঘৃত পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ হইলে তাহাকে মধুর সহিত তিক্তক ঘৃত পান করাইবে ॥ ১৬

বাতাদি দোষ অনুসারে গুল্মরোগের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে বিদ্রধির চিকিৎসা করিবে ॥ ১৭

বিদ্রধিরোগের সর্ব্বাবস্থায় তত্তদ্দোষঘ্ন দ্রব্যের কাথের সহিত গুগ্গুলু বা শিলাজতু প্রয়োগ করিবে ॥ ১৮

বিদ্রধিকে পাক হইতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে অর্থাৎ যাহাতে বিদ্রধি না পাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে। কারণ পক্ক বিদ্রধির সিদ্ধি দৈবিকী (চিকিৎসকের অধীন নহে), অতএব যত্নপূর্ব্বক বিদ্রধির পাক নিবারণ করিবে। আশু বিদাহজনক বলিয়া ইহাকে বিদ্রধি কহে। ইহাতে মেহ উপস্থিত হইলে এই সঙ্গে মেহ রোগেরও চিকিৎসা করিবে ॥ ১৯

স্তনজ বিদ্রধিতে ব্রণবৎ সমস্ত চিকিৎসাই করিবে, কেবল উপনাহ (পুলটিশ্) দিবে না। স্তন বিদ্রধি পাকিয়া গেলে স্তন্যবাহিনী শিরা ও স্তনের চুচুক (কৃষ্ণবর্ণ অগ্রভাগ) রক্ষা করিয়া অস্ত্রদ্বারা পাটিত করিবে। এই বিদ্রধির সকল অবস্থাতেই অর্থাৎ আম পচ্যমান ও পক্ক অবস্থাতে স্তন দোহন করিয়া দুগ্ধ বহির্গত করিয়া দিবে ॥ ২০

বৃদ্ধিরোগ।

বিদ্রধি চিকিৎসিত উক্ত হইল—অতঃপর বৃদ্ধি চিকিৎসা কথিত হইতেছে। বাতজ বৃদ্ধি রোগে রোগিকে ত্রিবৃতাখ্য স্নেহ দ্বারা সম্যক্ প্রকারে স্নিগ্ধ করিয়া কোশাম্র (কেওড়া), লোধ ও এরণ্ড সহ সিদ্ধ স্নেহ, বা বক্ষ্যমাণ সুকুমারক ঘৃত অথবা গুল্মরোগোক্ত মিশ্রক স্নেহ পান করাইয়া শোধন (বিরেচন) করাইবে ॥ ২১

তৎপরে বায়ুনাশক কাথ কল্ক ও স্নেহ দ্বারা নিরূহ বস্তি দিবে। নিরূহ প্রদানের পর মাংস-রসের সহিত ভোজন করাইবে। তৎপরে যষ্টিমধু তৈল দ্বারা অনুবাসন, বাতঘ্ন স্বেদ ও প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। বৃদ্ধি পাকিলে অস্ত্র দ্বারা পাটিত করিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে ॥ ২২

পিত্তজ ও রক্তজ বৃদ্ধিরোগের আম ও পক্ক অবস্থায় যথাযথ শোথের ও ব্রণের চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ উক্ত বৃদ্ধির আমাবস্থায় শোথের ও পক্কাবস্থায় ব্রণের চিকিৎসা করিবে। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই রক্ত মোক্ষণ করিবে ॥ ২৩

শ্লৈষ্মিক বৃদ্ধিরোগে দারুহরিদ্রার কল্ক গোমূত্রের সহিত পান করাইবে। ইহাতে এক বিম্লাপন ব্যতীত শ্লেষ্মগ্রন্থির সমস্ত চিকিৎসাই প্রশস্ত। শ্লেষ্মজ বৃদ্ধি পাকিলে তাহাকে পাটিত করিয়া জাতী (চামেলী), ভেলা, ধলা আঁকড়া, ছাতিম, পলতা, নিমছাল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ ও কুড়্চি ইহাদের সহিত যথাবিধি তৈলপাক করিয়া সেই তৈল ক্ষত রোপণার্থ প্রয়োগ করিবে ॥ ২৪

মেদোজ বৃদ্ধি গোমূত্রপিষ্ট সুরসাদিগণ দ্বারা বা শিরোবিরেচন দ্রব্য দ্বারা স্বিন্ন করিয়া ফল সেবনী (কোষে সেলাই করার ন্যায় স্থান) বর্জ্জন পূর্ব্বক বৃদ্ধিপত্র নামক অস্ত্র দ্বারা পাটিত করিবে। মেদ সম্যক্ প্রকারে নির্গত হইলে ক্ষত স্থান স্বর্ণমাক্ষিক হীরাকস ও সৈন্ধব লবণ দ্বারা প্রতিসারিত করিয়া সেলাই করিয়া দিবে। তৎপরে মেদোবিশুদ্ধির জন্য মনছাল, এলাচ, জাতী,

গেঁটেলা ও ভেলা এই সকল দ্রব্যের সহিত পক্ক তৈল কোষে মাখাইবে। যত দিন পর্য্যন্ত ক্ষত-স্থান সন্ধিত (যোড়া) না হইবে, ততদিন বারংবার স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে॥ ২৫

মূত্রজ বৃদ্ধি স্নিগ্ধ দ্রব্য দ্বারা স্বিন্ন ও বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া সেবনীর অধোভাগে বিদ্ধ করিবে এবং জলোদরের ন্যায় স্রাব করাইবে। পরে দুই মুখ বিশিষ্ট বা একমুখ একটী নল ব্রণের সহিত যোগ করিয়া স্থগিকা নামক বন্ধের দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে ব্রণরোপণ হইবে। অন্ত্রজ বৃদ্ধি যদি ফলকোষ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে বাতজ বৃদ্ধির চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে॥ ২৬

সুকুমারক ঘৃত।

পুনর্নবা ১২॥০ সের, দশমূল, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধভাদ্রলে এবং এরণ্ড, শতমূলী, কুশ, উলু, শর, কাশ ইহাদের মূল ও নল প্রত্যেক দশ পল ; এই সমস্ত একত্র ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্বাথে গুড় ৩০ পল, এরণ্ড তৈল ⁄৪ সের, ঘৃত ⁄৮ সের, দুগ্ধ ⁄৮ সের এবং পিপুল, পিপুলমূল, সৈন্ধব লবণ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, যোয়ান ও শুঁঠ প্রত্যেক ২ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। ইহাকে সুকুমার ঘৃত কহে। ইহা সুকুমার, সুখী, ধনী ও বহুপত্নীক ব্যক্তিদিগকে প্রদান করিবে। এই সুকুমারক ঘৃত পরম রসায়ন, অলক্ষ্মী ও কলি নাশক, এবং সকল সময় সেবন করিলে কান্তি লাবণ্য ও পুষ্টি কারক হয়। এই ঔষধ সেবন কালে বায়ু আতপ পথশ্রম যানে গমন প্রভৃতি পরিহার্য্য বিষয়ে কোন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না। ইহা ব্রধ্ন (বাগী), বিদ্রধি, গুল্ম, অর্শ, যোনিরোগ মেঢ্ররোগ, বাতবেদনা, শোথ, উদর, খুড়ুকাবাত, প্লীহা ও মলবিবন্ধ রোগে উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ॥ ২৭

স্নেহপান, বিরেচন ও অনুবাসন দ্বারা যদি ব্রধ্নের শান্তি না হয়, তাহা হইলে প্রথমে বস্তিক্রিয়া করিয়া বায়ুর পথ রোধার্থ বঙ্ক্ষণস্থ ব্রধ্নকে অগ্নিদ্বারা দাহ করিবে। যে পার্শ্বে ব্রধ্নরোগ জন্মে সেই পার্শ্বের অঙ্গুষ্ঠের উপরিভাগস্থিত তন্তুবৎ স্নায়ুকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া অর্দ্ধেন্দুবক্রা সূচী দ্বারা তির্য্যগ্‌ভাবে ছিন্ন করিয়া দাহ করিবে—ইহা কোন কোন আচার্য্যের মত। অপর আচার্য্যগণ বলেন—যে পার্শ্বে রোগ উৎপন্ন হয় তাহার বিপরীত পার্শ্বের অঙ্গুষ্ঠস্থিত স্নায়ুকে পূর্ব্ববৎ ছিন্ন ও দগ্ধ করিবে। অন্য আচার্য্যগণ বলেন যে—বিপরীত দিকের অনামিকা অঙ্গুলির উপরিস্থ স্নায়ু পূর্ব্ববৎ দগ্ধ করিবে। অপরের মতে বাতশ্লেষ্মজ গুল্ম ও প্লীহাতেও এইরূপ দাহ কর্ত্তব্য। বিশ্বাচী নামক বাতব্যাধি যে পার্শ্বে জন্মে সেই পার্শ্বের কনিষ্ঠা ও অনামিকার উপরিস্থিত তন্তুবৎ স্নায়ু উৎক্ষিপ্ত ছিন্ন ও দগ্ধ করিবে॥ ২৮

অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে বিদ্রধিবৃদ্ধি-চিকিৎসিত নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

(গুল্ম-চিকিৎসা)।

অতঃপর আমরা গুল্মচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥

বাতিক গুল্মে মল ও অধোবায়ুর বিবদ্ধতা এবং তীব্রবেদনা হয়, ইহা রুক্ষ ও শীত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাতচিকিৎসিতোক্ত তৈল দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিবে। স্নেহপান, স্নিগ্ধ অন্নভোজন, অনুবাসন ও স্নেহাভ্যঙ্গ দ্বারা গুল্মরোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে। যদি আনাহ বেদনা স্তব্ধতা ও মলবিবন্ধ থাকে, তাহা হইলে বিশেষরূপে স্বেদ দিবে। কারণ স্নিগ্ধ ব্যক্তির স্বেদ স্রোতঃসকলকে মৃদু, উল্বণ বায়ুর জয় ও বিবন্ধ ভেদ করিয়া গুল্মকে নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ১

গুল্মরোগে স্নেহপান হিতকর; নাভির ঊর্দ্ধদেশ জাত গুল্মে স্নেহপান বিশেষরূপে হিতকর, পক্বাশয়স্থ গুল্মে বস্তি এবং জঠরাশ্রিত গুল্মে স্নেহপান ও বস্তি উভয়ই হিতকর ॥ ২

বাতজ গুল্মে অগ্নির দীপ্তি এবং মল ও অধোবায়ুর বিবদ্ধতা থাকিলে স্নিগ্ধ উষ্ণবীর্য্য ও পুষ্টিকারক অন্নপান প্রয়োগ করিবে এবং পুনঃপুনঃ স্নেহপান করাইবে। বাতিক গুল্মে কফ পিত্ত রক্ষার্থ নিরূহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে ॥ ৩।৪

বস্তিকে গুল্মনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া জানিবে। কারণ, ইহা প্রথমে স্বস্থানে (বায়ুর স্থান পক্বাশয়ে) বায়ুকে জয় করিয়া সত্বই গুল্মকে নাশ করিয়া থাকে। অতএব বারংবার প্রযুজ্যমান নিরূহ ও অনুবাসন বস্তি দ্বারা বাতজ পিত্তজ ও কফজ সকল গুল্মই নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫

হিঙ্গ্বাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, দধি /৪ চারি সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—হিং, সচল লবণ, ত্রিকটু, বিট্‌-লবণ, দাড়িম ছাল, যমানী, পুষ্করমূল (অভাবে—কুড়), কৃষ্ণজীরা, ধনে, অম্লবেতস, যবক্ষার, চিতা, শটী, বচ, বনযমানী, এলাচ ও সুরসা (গন্ধতৃণ বা রাস্না) মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাতগুল্মাক্রান্ত রোগির শূলবদ্ বেদনা ও আনাহ (উদরে টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা) প্রশমিত হয় ॥ ৬

হবুষাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, দধি /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, দাড়িম রস /৪ সের, মূলার রস /৪ সের ও কুলের রস (বা কাথ) /৪ সের। কল্কার্থ—হবুষা, পিপুল, এলাচ, পঞ্চকোল, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধব লবণ মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাত-গুল্ম, উদর রোগ, আনাহ, পার্শ্ববেদনা, হৃদ্রোগ, কোষ্ঠ বেদনা, যোনিরোগ, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, ক্লাস, শ্বাস, অরুচি ও জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৭

দাধিক ঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—দশমূল, বেড়েলা, নীলগাছ, স্থূলজীরা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, পুষ্করমূল, এরণ্ডমূল, রাস্না, অশ্বগন্ধা, বামহাটি, গুলঞ্চ, শটী ও গন্ধপত্র প্রত্যেক দ্রব্য ২ পল;

যব কুলগুঁঠ কুলথ কলাই ও মাষকলাই প্রত্যেক /২ সের; এই সকল দ্রব্য একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ ১৬ সের, দধি ১৬ সের, দাড়িম রস /৪ সের, আমড়ার রস /৪ সের, টাবা লেবুর রস /৪ সের, তুষাম্বু (কাঁজিভেদ) /৪ সের ও কাঁজি /৪ সের। কল্কার্থ—বামুনহাটী, তুম্বুরু (ছোট ধনে), বচ (শ্বেত), গ্রন্থি (গেঁটেলা বা পিপুলমূল), রাস্না, চিতা, ধনে, যবানক (যমানী ভেদ), যোয়ান, অম্লবেতস, কালজীরা, জীরা, হিং, হবুষা, বনযমানী, বাসকছাল, ক্ষার মৃত্তিকা, দন্তী, তেউড়ী, মূর্ব্বা, গজপিপুল, বিড়ঙ্গ, দাড়িম, গোক্ষুর, শসাবীজ, কাঁকুড়বীজ, হিংস্রা (কেলেকড়া কেহ বলেন জটা, মাংসী), পাষাণভেদী, মৌরী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সুরস (গন্ধতৃণ), অনন্তমূল, নীলফল, ত্রিকটু, ও ত্রিলবণ (সৈন্ধব লবণ সচল লবণ ও বিটু লবণ) মিলিত /১ সের; যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। এই দাধিক ঘৃত পান করিলে পূর্ব্বোক্ত কষ্টসাধ্য রোগ সকল এবং অপস্মার, গরবিষ, উন্মাদ, মূত্রাঘাত ও বাতজ রোগ সকল নিবারিত হয়॥ ৮

ত্র্যুষণাদ্য ঘৃত।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে, চৈ, বিড়ঙ্গ ও চিতা ইহাদের কল্ক মিলিত এক সের, দুগ্ধ /৪ সের ও জল ১৬ সের সহ /৪ সের গব্য ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া পান করিলে বাতগুল্ম নিবারিত হয়॥ ৯

লসুন ১২॥০ সের, বৃহৎ পঞ্চমূল প্রত্যেক ৫ পল, ১০০০ দশশত পল জলে পাক করিয়া আড়াই শত (২৫০) পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথ এবং দাড়িমের রস, সুরা, কাঁজি ও দধি প্রত্যেক ১২৫ পল পরিমাণে লইবে। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিং, যোয়ান, চৈ, বন যোয়ান, অম্লবেতস, সৈন্ধব লবণ ও দেবদারু প্রত্যেক ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্যের সহিত /৪ সের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। বাতগুল্ম রোগের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ১০

বাতজগুল্ম শান্তির জন্য রাজযক্ষ্মচিকিৎসিতোক্ত ষট্‌পল ঘৃত দুগ্ধের পরিবর্ত্তে প্রসন্না সুরা দাড়িম রস অথবা দধির সর দিয়া পাক করিয়া বাতগুল্মঘ্ন করিয়া লইবে॥ ১১

বাতজ গুল্মে কফ বর্দ্ধিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করিয়া যদি অরুচি, হৃল্লাস (বমন ভাব), শরীরের গুরুত্ব ও তন্দ্রা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত করে, তাহা হইলে বমন দ্বারা সেই কফকে নিষ্কাশিত করিবে॥ ১২

বাতজগুল্মে শূল আনাহ ও মলমূত্রাদির বিবন্ধ থাকিলে ঘৃতোক্ত ঔষধ সেবন দ্বারা যদি কোষ্ঠকে সস্নেহ বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে অনন্তরোক্ত ঘৃতপাকোক্ত ঔষধের কাথ চূর্ণ বা বটক প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ১৩

ঘৃতোক্ত ঔষধের চূর্ণ—কুলের রস, দাড়িমের রস, উষ্ণ জল, তক্র, মদ্য, অম্ল কাঁজি বা মণ্ড ইহাদের কাহারও সহিত প্রাতঃকালে বা আহারের পূর্ব্বে ভোজন করিবে॥ ১৪

বাতশ্লেষ্মজ গুল্মে ঘৃতোক্ত ঔষধের চূর্ণ সকলে মাতুলুঙ্গ লেবুর রসের বারংবার ভাবনা দিয়া কুর্ব্বকরণ সমর্থ (ব্যাধিনাশক্ষম) বটক করিয়া লইবে॥ ১৫

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।

হিং, বচ, হরীতকী, পঞ্চগন্ধা (ক্ষেত্রযমানী), দাড়িমছাল, যমানী, ধনে, আকনাদি, পুষ্করমূল, শটী, হবুষা, চিতা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, ত্রিলবণ (সৈন্ধব সচল ও বিট্‌লবণ), ত্রিকটু, কৃষ্ণজীরা, চৈ, তেঁতুলছাল ভস্ম ও অম্লবেতস ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে হৃদয় পার্শ্ব বস্তি ত্রিক যোনি ও গুহ্যদেশ—এই সকল স্থানের বায়ু আম ও কফ জন্য বেদনা, দুঃখপ্রদ গুল্ম, অধোবায়ু মল ও মূত্রের বিবন্ধ, কণ্ঠরোধ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, অন্নে অশ্রদ্ধা, প্লীহা, অর্শ, হিক্কা, ব্রধ্ন, উদরাধ্মান, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য রোগ নষ্ট হয়॥ ১৬

বৈশ্বানর চূর্ণ।

সৈন্ধব লবণ ১ ভাগ, যোয়ান ২ ভাগ, বনযোয়ান ৩ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ; সর্ব্বসমষ্টির সমান হরীতকী চূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিবে। এই বৈশ্বানর চূর্ণ সাক্ষাৎ বৈশ্বানর (অগ্নি) সদৃশ অর্থাৎ ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক॥ ১৭

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধব লবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু এই সকল সমভাগে লইয়া একত্র মিশাইবে। এই হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসের সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নিদীপ্তি ও বাতগুল্ম নষ্ট হয়॥ ১৮

শার্দ্দূলাখ্য চূর্ণ।

হিং, বচ, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, জীরা, হরীতকী, বেড়েলা, কুড়, তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যথাক্রমে এক এক ভাগ বর্দ্ধিত করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই শার্দ্দূলাখ্য চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে শার্দ্দূল যেমন মৃগ সমূহকে বল পূর্ব্বক মথিত করে, সেইরূপ—এই চূর্ণ—কোষ্ঠজবেদনা এবং গুল্ম ও উদরাদি রোগ নষ্ট করিয়া থাকে॥ ১৯

সৈন্ধবাদি।

সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, পিপুল ও যোয়ান এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলসহ সেবন করিলে নারাচ অস্ত্রে নির্ভিন্ন শত্রুর ন্যায় কফবাতজ রোগ সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২০

পূতিকাদি।

করঞ্জপত্র, রাখালশসা, চৈ, চিতা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই সকল দ্রব্য একটী হাঁড়িতে যথাক্রমে স্তরে স্তরে (উপর্য্যুপরিভাবে) সাজাইয়া সর্ব্বোপরি লবণ চাপা দিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ভস্ম হইলে সেই চূর্ণ দধির মাতের সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে গুল্ম, উদর, শোথ, পাণ্ডুরোগাদি নিবারিত হইবে॥ ২১

হিং একভাগ, সৈন্ধবলবণ ৩ ভাগ, এরণ্ড তৈল ৯ ভাগ, রসুনের রস ২৭ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গুল্ম উদর ব্রধ্ন ও শূলরোগ নষ্ট হয়॥ ২২

টাবালেবুর রস, হিং, দাড়িমরস, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধব লবণ; এই সকল একত্র মিশাইয়া উপযুক্ত মাত্রায় সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে বাতগুল্মের বেদনা নষ্ট হয়॥ ২৩

শুঁঠ চূর্ণ ২তোলা, গুড় ৪ তোলা, খোসাতোলা কৃষ্ণতিল ৮তোলা ; একত্র চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে এবং ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহাতে বাতজহৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ, যোনিশূল ও মলবদ্ধতা নিবারিত হয়॥ ২৪

গুল্মরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে এরণ্ড তৈল প্রসন্নার (মদ্যের উপরিতন স্বচ্ছভাগের) সহিত এবং পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে দুগ্ধের সহিত পান করিবে॥ ২৫

বাতগুল্মাক্রান্ত ব্যক্তির পিত্ত বৰ্দ্ধিত হইয়া যদি দাহ উৎপাদন করে তাহা হইলে স্নেহযুক্ত আনুলোমিক বিরেচক দ্রব্য দ্বারা বিরেচন করাইবে। এরূপ বিরেচন ক্রিয়ার পরেও যদি সন্তাপ থাকে তাহা হইলে রক্তমোক্ষণ করাইবে॥ ২৬

বিশুদ্ধ (খোসাদি রহিত) ও শুষ্ক লশুন ৪ পল লইয়া জল মিশ্রিত ৩২ পল দুগ্ধে পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইয়া দুগ্ধমাত্র অবশেষ থাকিতে নামাইবে। এই দুগ্ধ পান করিলে বাতগুল্ম, উদাবৰ্ত্ত, গৃধ্রসী, বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, বিদ্রধি ও শোথ আশু প্রশমিত হয়॥ ২৭

তিলতৈল, প্রসন্না, গোমূত্র, কাঁজি ও যবক্ষার একত্র মিশাইয়া পান করিলে গুল্ম, জঠর রোগ ও আনাহ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৮

চিতামূল, পিপুলমূল, এরণ্ডমূল ও শুঁঠ ইহাদের কাথে হিং বিট্‌লবণ ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শূলবেদনা, আনাহ ও বিবন্ধ নষ্ট হয়॥ ২৯

পুষ্করমূল, এরণ্ডমূল, যব ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কোষ্ঠের দাহ ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩০

বেড়েলামূল, এরণ্ডমূল, কুশমূল, দেবদারু ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে কোষ্ঠ পৃষ্ঠ ও অংসদেশের শূলবেদনা নষ্ট হয়॥ ৩১

বাতগুল্মাক্রান্ত রোগী বৃহৎ পঞ্চমূলসহ সিদ্ধ দুগ্ধের সহিত শিলাজতু পান করিবে। গুল্মরোগে উদাবৰ্ত্ত থাকিলে বাট্য (যবমণ্ড) স্নেহসংযুক্ত করিয়া পিপুলের যূষের বা মূলার রসের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে মল ও অধোবায়ু বিবদ্ধ থাকিলে উষ্ণদুগ্ধসহ যাবক (যাউ, কুলত্থাদি কৃত খাদ্য বিশেষ) অথবা বহুস্নেহ ও লবণ বিশিষ্ট কুল্মাষ (অৰ্দ্ধসিদ্ধ যবচণকাদি, ঘুঘনী) খাইতে দিবে॥ ৩২

অধিক দোষ বিশিষ্ট গুল্মরোগিকে নীলগাছ, তেউড়ী, দন্তী, হরীতকী, কমলাগুঁড়ি, বিট্‌লবণ, যবক্ষার ও শুঁঠ চূর্ণ সংযুক্ত ঘৃত পান করাইবে॥ ৩৩

নীলিনী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, দধি /৪ সের, মনসাসীজের আঠা ১ পল। কাথার্থ—নীলগাছ, ত্রিফলা, রাস্না, বেড়েলা, কট্‌কী, বিড়ঙ্গ ও কণ্টকারী প্রত্যেক ১ পল, ১৬ সের জলে পাক করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত একপল মাত্রায়, যবাগূ বা মণ্ডের সহিত মিশাইয়া পান করিতে দিবে। পীত ঘৃত জীর্ণ ও রোগী সম্যক্‌ বিরিক্ত হইলে মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। এই নীলিনী ঘৃত সেবনে গুল্ম, কুষ্ঠ, উদর, ব্যঙ্গ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, শ্বিত্র, প্লীহা ও উন্মাদরোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩৪

কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তিরি, বক, বর্ত্তক, শালি তণ্ডুল, মস্ত ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য বাতগুল্মরোগের ঔষধ ॥ ৩৫

বাতগুল্মির পক্ষে উষ্ণ দ্রব ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ও পরিমিত ভোজন, মণ্ডের সহিত বারুণী মদ্যপান ও ধনে সিদ্ধ জল প্রশস্ত ॥ ৩৬

পিত্তগুল্ম চিকিৎসা। পিত্তজ গুল্ম স্নিগ্ধ ও উষ্ণকারণে উৎপন্ন হইলে তাহাতে দ্রাক্ষা, হরীতকী ও গুড়ের রস দ্বারা বা মধু প্লুত কমলাগুঁড়ির চূর্ণ অথবা কল্পস্থানোক্ত বিরেচক দ্রব্য দ্বারা কিংবা রক্তপিত্তোক্ত (ত্রিবৃতাদি) বিরেচক ঔষধ দ্বারা বিরেচন হিতকর। আর রুক্ষ ও উষ্ণকারণে পিত্তগুল্ম জন্মিলে শ্রেষ্ঠ সংশমন কুষ্ঠচিকিৎসিতোক্ত তিক্তঘৃত ও বাসাঘৃত, বা তৃণপঞ্চমূলের কাথে অথবা জীবনীয়গণের কাথে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত কিংবা জীবনীয়গণের বা ন্যগ্রোধাদিগণের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৭

স্নিগ্ধোষ্ণকারণজাত বা রুক্ষোষ্ণজ পৈত্তিক গুল্ম বা সাধারণ কারণে সমুৎপন্ন গুল্ম বিপজ্জনক বোধ করিলে বিরেচক দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ বা ঘৃত পান করাইয়া শীঘ্র বিরেচন করাইবে ॥ ৩৮

ঘৃত /৪ সের, আমলকীর রস ও ইক্ষুর রস মিলিত ১৬ সের। কল্কার্থ—হরীতকী /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত অথবা পিত্তবিদ্রধি চিকিৎসায় উক্ত তৈল্বক ঘৃত পান করিলে পিত্তগুল্ম নিবারিত হয় ॥ ৩৯

দ্রাক্ষা, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে পিত্তগুল্ম প্রশমিত হয় ॥ ৪০

২ পল বলাডুমুর /৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই কাথ সমভাগ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পান করিবে। তাহার উপর আর কিছু না খাইয়া যথাশক্তি উষ্ণ দুগ্ধই পান করিবে। ইহা দ্বারা দোষ সকল নির্হৃত হওয়ায় পৈত্তিক গুল্মের শাস্তি হইবে ॥ ৪১

পিত্তজ গুল্মে দাহ হইলে শীতবীর্য্যদ্রব্য সাধিত শীতল ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ, শীতবীর্য্য দ্রব্যের সঘৃত প্রলেপ, পদ্মপত্র স্পর্শ ও প্রচলজ্জলপাত্রের স্পর্শ প্রশস্ত। (উদরে একটী পাত্র বসাইয়া তন্মধ্যে জল ঢালিতে হয়, তাহাতে পাত্রের জল প্রচলিত বা উচ্ছলিত হইয়া থাকে) ॥ ৪২

বিদাহ পূর্ব্বরূপ (গুল্ম পাকিবার পূর্ব্বরূপ যুক্ত, কেহ বলেন বিদাহ যে গুল্মের পূর্ব্বরূপ) যুক্ত গুল্মে এবং যাহাতে শূল ও অগ্নিমান্দ্য থাকে সেই গুল্মে বিশেষতঃ পিত্তগুল্মে বারংবার রক্তমোক্ষণ করিবে। ইহাতে গুল্ম সকল ছিন্নমূল হইলে আর পাকিতে পারে না, পরন্তু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কারণ অভ্যন্তরে অবস্থিত রক্তই ব্যম্লীভাব প্রাপ্ত হওয়ায় গুল্ম পাকিয়া থাকে। অতএব সেই রক্ত যদি না থাকে, তাহা হইলে তজ্জন্য বেদনাও থাকিবে না ॥ ৪৩।৪৪

দোষ নির্হৃত হওয়ায় রোগী যদি ম্লান হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে জাঙ্গলমাংসরসের দ্বারা তর্পিত ও সম্যক্ প্রকারে আশ্বস্ত করিয়া ঘৃত পান অভ্যাস করাইবে। বারংবার ঘৃত পানে শেষ দোষের শান্তি হইবে ॥ ৪৫

রক্ত ও পিত্তের অতি বৃদ্ধি হেতু অথবা সম্যক্ চিকিৎসা না হওয়ায় যদি গুল্ম পাকোন্মুখ হয়, তাহা হইলে পিত্তবিদ্রধির ন্যায় সমস্ত চিকিৎসা করিবে ॥ ৪৬

ইহাতে (পিত্তজগুল্মে) গব্য বা ছাগ দুগ্ধের সহিত রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, পটোলী, জাঙ্গল মাংস, ঘৃত, আমলকী, ফল্‌সা, দ্রাক্ষা, খেজুর, দাড়িম ও চিনি এই সকল দ্রব্য ভোজনার্থ এবং বেড়েলা অথবা বৃহত্যাদিগণের সহিত সিদ্ধ জল পান করিতে দিবে ॥ ৪৭

শ্লেষ্মজগুল্ম চিকিৎসা। শ্লেষ্মজ গুল্মার্ত্ত রোগিকে প্রথমে বমন করাইবে। রোগী বমনের অযোগ্য হইলে বমন না দিয়া তাহাকে উপবাস করাইবে। উপবাসের পর তিক্ত কটু ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সংযুক্ত পেয়াদি পান করাইয়া রোগির অগ্নিকে উদ্দীপিত করিবে। দ্বিগুণ যবক্ষার হিঙ্গু ও অম্লবেতস যুক্ত হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ অগ্নিসন্ধুক্ষণার্থ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৪৮

কফজ গুল্ম যদি নিগূঢ়, উন্নদ্ধ (উপরিভাগে সংযত), স্তিমিত, কঠিন, স্থির ও আনাহাদি লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে রোগিকে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া যবক্ষার ও কটু দ্রব্য মিশ্রিত ঘৃত পান করাইবে ॥ ৪৯

দশমূলের কাথ এবং ত্রিকটু, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, হিং, বিট্‌লবণ ও দাড়িম ইহাদের কল্ক সহ যথাবিধি পক্ক ঘৃত পান করিলে কফগুল্ম আশু নির্জ্জিত হয় ॥ ৫০

ভল্লাতক ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কাথার্থ—ভেলা ২ পল, স্বল্পপঞ্চমূল প্রত্যেকে এক পল, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা—বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, শটী, বিট্‌লবণ, চিতা, রাস্না, যষ্টিমধু, বচ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সকল যথাবিধানে পাক করিবে। এই ভল্লাতক ঘৃত কফগুল্মের প্রধান ঔষধ। ইহা দ্বারা প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, শ্বাস, গ্রহণীরোগ ও কাস প্রশমিত হয় ॥ ৫১

ঘৃতপানের পর গুল্মে ও সমস্ত দেহে স্বেদ প্রদান করিবে। অষ্টবিধ গুল্মেই প্রথমে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া যে চিকিৎসা করা যায়, তাহা সফল হয়, কিন্তু বিরুক্ষিত দেহে কোন চিকিৎসাই সাফল্য লাভ করে না ॥ ৫২

স্নিগ্ধ স্বিন্ন রোগির গুল্ম শিথিল হইলে তাহার উপর যন্ত্রবিধি কথিত ঘটিকা যন্ত্র স্থাপন করিবে। তদ্দ্বারা গুল্ম গৃহীত হইলে সেই ঘটিকা যন্ত্র অপনয়ন করিবে। প্রমাণবিৎ চিকিৎসক অনন্তর গুল্মকে বস্ত্রান্তরিত করিয়া সূচিকাদি দ্বারা বিদ্ধ করিবে এবং বিমার্গ (দারুময় শস্ত্রাকৃতি বস্তু বিশেষ, চর্ম্মকারদিগের একপ্রকার যন্ত্র) অজপদ ও আদর্শ নামক (যথালাভ) যন্ত্র দ্বারা গুল্মকে প্রপীড়িত ও প্রমার্জ্জিত করিবে। অন্ত্র বা হৃদয়কে স্পর্শ করিবে না ॥৫৩

তিল, এরণ্ডবীজ, মসিনা ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তদ্দ্বারা কফগুল্মে প্রলেপ দিবে। এবং লৌহপাত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহারা স্বেদ দিবে ॥ ৫৪

পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া সমূহ দ্বারা কফগুল্ম স্বস্থান হইতে চলিত হইলে স্নেহযুক্ত বিরেচন ও দশমূল সাধিত বস্তি দ্বারা তাহাকে শোধন করিবে ॥ ৫৫

মিশ্রক স্নেহ।

পিপুল, আমলকী, দ্রাক্ষা ও শ্যামাদিগণ (শ্যামাদিগণ যথা—শ্যামমূলা তেউড়ী, দন্তী, ইন্দুরকানি, পাটলা লোধ, শ্বেত তেউড়ী, শঙ্খিনী (যবতিক্তা, শঙ্খপুষ্পী), চর্ম্মকষা (বা ব্রাহ্মী),

স্বর্ণক্ষীরি (কঙ্কুষ্ঠ নামক ধাতুবিশেষ ?), ইন্দ্রবারুণী (রাখালশশা), আপাং, কমলাগুঁড়ি, গুলঞ্চ, করঞ্জ, বস্তান্ত্রী (বৃষগন্ধা, ছাগলবেঁটে), সোন্দাল, ইক্ষু ও পীলুফল ; প্রত্যেক এক পল ; এরণ্ড তৈল /৪ সের, ঘৃত /৪ সের ও দুগ্ধ ৪৮ সের। এই সকল একত্র যথাবিধি পাক করিবে। এই মিশ্রক স্নেহ গুল্মরোগির পক্ষে প্রসিদ্ধ হিতকর স্রংসন (বিরেচন) এবং ইহা বৃদ্ধি, বিদ্রধি, শূল ও বাতব্যাধিতে অমৃততুল্যগুণকারী ॥ ৫৬

অথবা বিরেচনার্থ প্রাগুক্ত নীলিনী ঘৃত বা সুকুমারক ঘৃত (বিদ্রধি চিকিৎসায় কথিত) অথবা উদর চিকিৎসিতোক্ত ঘৃত সমূহ যোল তোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে পান করিবে ॥ ৫৭

দন্তী হরীতকী।

দন্তীমূল ২৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ২৫ পল, একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া /৮ আট সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই ক্বাথে পুরাতন গুড় ২৫ পল ও পূর্ব্বোক্ত হরীতকীগুলি মিশ্রিত করিবে এবং তিলতৈল ৪ পল, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪ পল, পিপুল চূর্ণ ৪ তোলা ও শুঁঠ চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া শীতল হইলে মধু ৪ পল এবং দারুচিনি এলাচ তেজপত্র ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিবে। এই লেহ ১ পল ও হরীতকী ১টী সেবন করিবে। (এক্ষণে এরূপ মাত্রায় প্রযোজ্য নহে)। স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ হইয়া ইহা সেবনে সহজে প্রচুর মল বিরেচিত হয়। এই দন্তীহরীতকী সেবনে গুল্ম, হৃদ্রোগ, অর্শঃ, শোথ, আনাহ, গরবিষ, উদর, কুষ্ঠ, উৎক্লেশ, অরুচি, প্লীহা, গ্রহণী, বিষমজ্বর, পাণ্ডু ও কামলা রোগ নষ্ট হয় ॥ ৫৮

তেউড়ীর চূর্ণ মনসাসীজের আঠায় সুভাবিত করিয়া তাহা ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে উত্তম বিরেচন হয় ॥ ৫৯

কুড়, শ্যামা, তেউড়ী, দন্তী, হরীতকী, যবক্ষার ও গুগ্‌গুলু ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিবে, অথবা একমাত্র গুগ্‌গুলুই গোমূত্রের সহিত সেবন করিবে। কল্প ও সিদ্ধিস্থানোক্ত গুল্মনাশক নিরূহবস্তি সকল প্রয়োগ করিবে ॥ ৬০

শরীরের বৃদ্ধি ও দোষবলের নাশ করণে উদ্যত চিকিৎসক কৃতমূল (ধাত্বন্তরাবগাহী), মহাবাস্তু (অনেকস্থানব্যাপী বা দীর্ঘাকৃতি), কঠিন, স্তিমিত, গুরু ও গূঢ়মাংস (সংহতাবয়ব) গুল্মকে একদিন দুই দিন বা তিন দিন বিশ্রাম দিয়া ক্ষার প্রয়োগ, অরিষ্ট পান ও অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা জয় করিবে ॥ ৬১

কফপ্রধান গুল্মে অর্শোরোগ গ্রহণীরোগ ও অশ্মরীপ্রোক্ত ক্ষারসমূহ প্রয়োগ করিবে ॥ ৬২

ক্ষার।

দেবদারু, তেউড়ী, দন্তী, কট্‌কী, পঞ্চকোল, সাচিক্ষার, যবক্ষার, শ্রেষ্ঠা (মেদা), আকনাদি, স্থূলজীরা, কুড়, নাকুলী প্রত্যেক ৪ তোলা ; পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ৮ আট তোলা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ তৈল দধি বসা ও ঘৃতে আপ্লুত করিয়া একটী ঘটের মধ্যে রাখিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। ঘট অগ্নিবর্ণ হইলে তাহার মধ্যস্থ সেই ক্ষার ঔষধ গ্রহণ করিয়া দুগ্ধ ঘৃত তক্র ও মস্তু প্রভৃতির সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এই ক্ষার সেবন করিলে গুল্ম, উদাবর্ত্ত, ব্রধ্ন, অর্শঃ, উদর,

গ্রহণী, কৃমি, অপস্মার, গরদোষ, উন্মাদ, যোনিরোগ, শুক্ররোগ ও অশ্মরীরোগ প্রশমিত হয়। এই অগদক্ষার ইন্দুর ও সর্পের বিষ নষ্ট করে॥ ৬৩

মাংসরস দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ভোজনশীল ব্যক্তির সেবিত ক্ষার ক্ষারত্বহেতু শ্লেষ্মাশয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মধুর ও স্নিগ্ধ কফকে অধঃপাতিত করে॥ ৬৪

গুল্মরোগে অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি হইলে সাত্ম্য মদ্যের সহিত সস্নেহ ভোজনকারী ব্যক্তিকে স্রোতোবিশুদ্ধির জন্য আসব অরিষ্ট ও নিগদ পান করিতে দিবে॥ ৬৫

গুল্মরোগে ভোজনার্থ পুরাতন শালি ও ষষ্টিক অন্ন, কুলত্থযূষ, জাঙ্গলমাংস, করঞ্জ, চিতা, জয়ন্তী, যোয়ান, বরুণাঙ্কুর, সজিনা, কচিবেল, কচি ও শুষ্ক মূলা, টাবালেবু, হিং, অম্লবেতস, যবক্ষার, দাড়িম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তক্র, ঘৃত ও তৈল এই সকল দ্রব্য এবং পানার্থ বারুণী মদ্য, ধান্যাম্ল, দধির মাত, যোয়ান ও বিট্‌লবণ চূর্ণ মিশ্রিত তক্র, পঞ্চমূল সিদ্ধজল ও পুরাতন মার্দ্বীক মদ্য এই সমুদায় দ্রব্য প্রদান করিবে॥ ৬৬

পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সংযুক্ত সুরা অথবা জাঙ্গল মাংস সেবন করিলে গুল্ম আশু প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৬৭

শ্লেষ্মজ গুল্ম বদ্ধমূলত্বহেতু যদি বমন, লঙ্ঘন, স্বেদ, ঘৃতপান, বিরেচন, বস্তিপ্রয়োগ, ক্ষার, আসব, অরিষ্ট ও গুল্মোক্ত পথ্য ভোজন দ্বারা প্রশান্ত না হয়, তাহা হইলে গুল্মের রক্তমোক্ষণ করিয়া উত্তপ্ত শরাদিদ্বারা প্রান্তভাগে দাহ করিবে॥ ৬৮

দাহ বিধি। রোগির নাভি বস্তি অন্ত্র হৃদয় ও রোমরাজী বর্জ্জন করিয়া বস্ত্র দ্বারা গুল্মকে প্রান্তভাগের সহিত ধরিয়া আচ্ছাদিত করিয়া উত্তপ্ত শর বা লৌহ দ্বারা নাতিগাঢ় স্পর্শ করিবে। অরণি বা গাবকাষ্ঠের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করিবে। অগ্নিবেগ শান্ত হইলে শীতল প্রলেপাদি দ্বারা ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে॥ ৬৯

গুল্মরোগে আমসম্বন্ধ থাকিলে লঙ্ঘন ও পেয়াদিক্রমে পথ্য দিয়া অগ্নি সন্ধুক্ষিত করিবে। পরে কালবিৎ চিকিৎসক বাতাদি দোষের স্ব স্ব চিকিৎসা করিবে। দ্বন্দ্বদোষে মিশ্র চিকিৎসা করিবে॥৭০

রক্তগুল্মচিকিৎসা। স্ত্রীলোকদিগের রক্তজ গুল্মে প্রসবকাল অতীত হইলে অর্থাৎ দশম মাস গত হইলে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া স্নেহ বিরেচন দিবে। (রক্তগুল্মে গর্ভের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়, সেই জন্য গর্ভকে রক্তগুল্ম এবং রক্তগুল্মকে গর্ভ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, সেই শঙ্কা নিবারণার্থ প্রসবকাল ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করিবার উপদেশ আছে। আরও কথা এই যে রোগ পুরাতন হইলেও কোন আশঙ্কা নাই। কারণ রক্তগুল্ম পুরাণ হইলেই সুখসাধ্য হয়।) ॥ ৭১

স্ত্রীলোকদিগের রক্তগুল্ম ও রজোনাশ হইলে তিলের কাথে ঘৃত গুড় ত্রিকটু ও বামুনহাটী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিতে দিবে॥ ৭২

বামুনহাটী, পিপুল, করঞ্জছাল, পিপুলমূল ও দেবদারু; ইহাদের চূর্ণ তিলের কাথের সহিত পান করিলে গুল্মের বেদনা নষ্ট হয়॥ ৭৩

পলাশক্ষার ১৬ সের, তৈল ৴৮ সের, ঘৃত ৴৮ সের ও পাকার্থ জল ৬৪ সের; একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে গুল্ম শিথিল হয়॥ ৭৪

উক্ত ক্রিয়া সমূহ দ্বারা যদি গুল্ম ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে যোনি বিরেচন দিবে ॥ ৭৫

ক্ষারসংযুক্ত বা মনসাসীজের আঠা যুক্ত ভৃষ্ট তিলচূর্ণ কিংবা ক্ষার ও সীজের আঠায় ভাবিত তিক্তমৎস্য অথবা বরাহপিত্ত ও মৎস্যপিত্ত দ্বারা ভাবিত কটুমৎস্য বা ডহরকরঞ্জ ছাল কিংবা গুড় ও ক্ষারমিশ্র কিণ্ব (সুরাবীজ), বিশোধনার্থ যোনিতে প্রয়োগ করিবে। রক্তপিত্তনাশক ক্ষার ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইবে। লশুন, তীক্ষ্ণমদ্য ও মৎস্য খাইতে দিবে। দশমূলের ক্বাথে দুগ্ধ গোমূত্র ও ক্ষার মিশ্রিত করিয়া তাহার বস্তি প্রয়োগ করিবে ॥ ৭৬

পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা দ্বারা রক্তস্রাব না হইলে গুল্মভেদক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৭৭

রক্তস্রাব হইতে থাকিলে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কেবল রোগিণীকে মিশ্রিত ঘৃত তৈল দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন ও নূতন মদ্য পান করাইবে ॥ ৭৮

রক্ত অতিশয় স্রাব হইতে থাকিলে রক্তপিত্তনাশক চিকিৎসা করিবে। রোগিণী বাত-বেদনার্ত্তা হইলে বাতহর সমস্ত চিকিৎসা করিতে হইবে। আনাহাদি পীড়া উপস্থিত হইলে যথাযথ উদাবর্ত্ত ও কফনাশক চিকিৎসা করিবে ॥ ৭৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে গুল্মচিকিৎসিত নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

(উদর-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা উদর-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন।

বাতাদি দোষ সমূহের অতিশয় বৃদ্ধি হেতু স্রোতঃসমূহের মুখরূপ ছিদ্র সকল নিরুদ্ধ হওয়ায় উদর রোগের উৎপত্তি হয়, অতএব উদররো'গিকে নিত্য বিরেচন দিবে ॥ ১

উদররোগ প্রায়ই বাতপ্রধান হয় বলিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন কথিত হইতেছে—এরণ্ডতৈল গোমূত্র বা গোদুগ্ধের সহিত এক মাস বা দুই মাস কাল পান করিবে। অথবা দোষাদি অনুসারে গোমূত্র বা মাহিষ মূত্র পান করিবে এবং গোদুগ্ধ বা উষ্ট্রী দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। রোগির দাহ, আনাহ, অতিশয় তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা থাকিলে বিশেষভাবে উক্ত নিয়ম পালন করিতে হইবে ॥ ২

যে সকল জঠর রোগী রুক্ষদেহ বহুবাতাক্রান্ত ও দোষের সংশোধনাকাঙ্ক্ষী, তাহাদিগকে জঠরনাশক স্নেহনীয় ঘৃতপান করাইবে ॥ ৩

দশমূলষট্‌পলক ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক এক পল, সমষ্টি ৬ পল। যথাবিধি পাক করিয়া এই দশমূল ষট্‌পলক ঘৃত উদররোগে প্রয়োগ করিবে ॥ ৪

ঘৃত ও তৈল মিলিত /৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ শুঁঠ ৩ পল। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত সর্ব্বপ্রকার উদররোগ নাশক বিশেষতঃ বাতশ্লেষ্মজ গুল্মে অত্যন্ত হিতকর ॥ ৫

ঘৃত /৪ সের, জল ১৬ সের, গোমূত্র /৮ সের, চিতা মূলের কল্ক ১ পল। যথাবিধি এই ঘৃত পাক করিবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া জঠর রোগিকে পান করাইবে॥ ৬

যব, কুল, কুলত্থকলায় ও পঞ্চমূলের কাথ এবং সুরা ও সৌবীর (কাঁজিবিশেষ) এই সকল দ্রব্য সহ পক্ক ঘৃত উদর রোগিকে পান করাইবে॥ ৭

পূর্ব্বোক্ত এই সকল ঘৃত পান দ্বারা স্নিগ্ধ রোগির বল সঞ্জাত, বায়ু প্রশান্ত ও দোষাশয় শিথিল হইলে কল্পস্থানোক্ত বিরেচন দিবে॥ ৮

পটোলমূলাদি চূর্ণ।

পটোলমূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা ও বিড়ঙ্গ-প্রত্যেক ২ তোলা; কমলাগুঁড়ি ৪ তোলা; নীলবুহ্না ৬ তোলা ও তেউড়ীমূল ৮ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্রের সহিত সেবন করিবে। তাহাতে বিরেচন হইলে পর পেয়া পান করিয়া জাঙ্গল মাংসরসের সহিত রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে। অনন্তর ছয় দিন পর্য্যন্ত কথিত দুগ্ধ ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উদর এমন কি জলোদরও নিবারিত হয়॥ ৯

রাখালশশা, শঙ্খপুষ্পা, দন্তী, লোধছাল ও বচ ইহাদের চূর্ণ বনকুল দ্রাক্ষা ও বড়কুলের কাথ গোমূত্র অথবা সীধু ইহাদের কোন একটীর সহিত পান করিবে॥ ১০

নারায়ণ চূর্ণ।

যোয়ান, হবুষা, ধনে, শুল্‌ফা, স্থূলজীরা, কৃষ্ণজীরা, পিপুলমূল, বনযমানী, শটী, বচ, চিতা, জীরা, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরী, ত্রিফলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, পঞ্চলবণ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের একভাগ, দন্তীমূল ৩ ভাগ, তেউড়ী ও রাখালশশা প্রত্যেকটী ২ ভাগ, চামারকষা ৪ ভাগ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাকে নারায়ণ চূর্ণ কহে। নারায়ণ চূর্ণ সর্ব্বরোগ নাশক। এই চূর্ণ সেবন করিলে বিষ্ণুপ্রাপ্ত অসুরের স্থায় কোন রোগই বর্দ্ধিত হইতে পারে না। ইহা উদররোগে তক্রের সহিত, গুল্মরোগে কুলের কাথের সহিত, আনাহ বায়ুতে সুরার সহিত, বাতরোগে প্রসন্নার সহিত, মলবদ্ধতায় দধিমণ্ডের সহিত, অর্শোরোগে দাড়িমের কাথের সহিত, পরিকর্ত্তে (উদরে কর্ত্তনবৎ পীড়ায়) মহাদা ও দাড়িম কাথের সহিত এবং অজীর্ণরোগে উষ্ণজলের সহিত প্রয়োগ করিবে। ভগন্দর, পাণ্ডুরোগ, কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, হৃদ্রোগ, গ্রহণীদোষ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, দংষ্ট্রাবিষ, মূলবিষ, গরবিষ ও কৃত্রিম বিষে যথোপযুক্ত স্নেহপান দ্বারা রোগির কোষ্ঠ স্নিগ্ধ করিয়া বিরেচনার্থ এই চূর্ণ সেবন করাইবে॥ ১১

হবুষাদি চূর্ণ।

হবুষা, স্বর্ণক্ষীরী (শেয়ালকাঁটা), ত্রিফলা, নীলফল, বলাডুমুর, কট্‌কী, আকনাদি, চর্ম্মকষা, তেউড়ী, বচ, সৈন্ধবলবণ, কাল লবণ ও পিপুল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ (সমভাগ), দাড়িম রস, ত্রিফলার কাথ, মাংসরস, গোমূত্র বা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার গুল্ম প্লীহা, সর্ব্বপ্রকার উদর, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, অজীর্ণ, অবসাদ, বিষমাগ্নি, শোথ, অর্শোরোগ, পাণ্ডুরোগ,

কামলা ও হলীমক রোগে প্রদেয়। এই হবুষাদ্য চূর্ণ সেবিত হইলে বিরেচন দ্বারা বায়ু পিত্ত ও কফকে আশু প্রশমিত করে॥ ১২

নীলগাছ, হিঙ্গুল, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উদর ও গুল্মরোগ নষ্ট হয়॥ ১৩

পূর্ব্বোক্ত পটোলমূলাদি চূর্ণে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই নিয়মে পটোলমূলাদি দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া বিরেচনান্তে শুদ্ধ ও ক্ষীণ হইলে জাঙ্গলমাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া মধ্যে মধ্যে হস্তিনীর গোরুর বা ছাগের দুগ্ধ পান করিবে। রোগ কঠিন হইলে বিরেচনার্থ স্নেহ পান করিবে। বিশেষতঃ দুর্ব্বলরোগী অবশ্য স্নেহ পান করিবে॥ ১৪

/২ সের হরীতকী চূর্ণ, ১৬ সের ঘৃতে মিশাইয়া অগ্নিতে পাক করিবে এবং দণ্ড দ্বারা মথিত করিয়া ঘৃতে বিলীন করিয়া দিবে। পরে এই ঘৃত একটী কলসে করিয়া যবপল্লে (যবরাশির মধ্যে) এক মাস রাখিবে। পরে তাহা উদ্ধৃত করিয়া ছাঁকিবে। সেই ঘৃত হরীতকীর ক্বাথ ও অম্লদধির সহিত সামান্য পরিভাষা অনুসারে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে উদররোগ, গরবিষ, অষ্ঠীলা, আনাহ, গুল্ম, বিদ্রধি, কুষ্ঠ, উন্মাদ ও অপস্মার রোগ নষ্ট হয়॥ ১৫

দুগ্ধের সহিত মনসাসীজের আঠা মিশাইয়া অগ্নিতে পাক করিবে। পাকান্তে নামাইয়া শীতল হইলে মন্থন দণ্ড দ্বারা মথিত করিয়া তাহা হইতে ঘৃত উদ্ধৃত করিবে। সেই ঘৃত মনসার আঠার সহিত পাক করিবে। ইহা পূর্ব্ববৎ গুনকারী॥ ১৬

দুগ্ধ ৬৪ সের ও মনসাসীজের আঠা দুই সের, একত্র পাক করিয়া সেই দুগ্ধের দধি পাতিবে। পরে ঐ দধি মন্থন করিয়া ঘৃত উত্তোলিত করিবে। এই ঘৃত তেউড়ীর কল্কের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া পান করিলে পূর্ব্ববৎ ফলদায়ক হয়॥ ১৭

পূর্ব্ববৎ পক্ব ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ৩২ সের, মনসার আঠা ১ পল ও তেউড়ী ৬ পল ; একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। এই সকল ঘৃত পান করিয়া পশ্চাৎ পেয়া, মধুর মাংসরস বা দুগ্ধ পান করিবে॥ ১৮।১৯

পীত ঘৃত জীর্ণ ও রোগী বিরিক্ত হইলে শুণ্ঠীর সহিত সিদ্ধ ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দিবে। পরে পেয়া ও তৎপরে কুলত্থযূষ পান করাইবে॥ ২০

এই প্রকারে তিনদিন রোগিকে রুক্ষ রাখিয়া ও পথ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পুনঃপুনঃ ঘৃত পান করাইবে॥ ২১

নিপুণ চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধ ঘৃত সকল গুল্মরোগ, উদররোগ ও গরদোষ শান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে॥ ২২

আনাহ শান্তির জন্য পীলুকল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত, তৈল্বক ঘৃত বা নীলিনী ঘৃত অথবা মিশ্রক-স্নেহ পান করিতে দিবে॥ ২৩

পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে চিকিৎসায় রোগী হৃতদোষ হইলে ক্রমে তাহাকে লঘু শাল্যন্ন অল্প পরিমাণে খাইতে দিবে॥ ২৪

উদররোগাক্রান্ত ব্যক্তি দোষশেষের নিবৃত্তির জন্য দুগ্ধানুপায়ী হইয়া গোমূত্রভাবিত হরীতকী সহস্র বা স্নুক্ক্ষীরভাবিত পিপ্পলী সহস্র অথবা রসায়নবিধি অনুসারে পিপ্পলীবর্দ্ধমান যোগ সেবন

করিবে। কিংবা দুগ্ধপায়ী হইয়া শিলাজতু, গুগ্‌গুলু বা সমপরিমিত আদার রস মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে ॥ ২৫

সংযত হইয়া চিতা ও দেবদারুর কল্ক অথবা গজপিপুল ও শুঁঠের কল্ক একমাস কাল সেবন করিবে ॥ ২৬

বিড়ঙ্গ, চিতা, দন্তী, চৈ ও ত্রিকটু ইহাদের ১ তোলা পরিমিত কল্ক দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া সেবন করিলে প্রবৃদ্ধ উদর নষ্ট হয় ॥ ২৭

মনসার আঠার সহিত সিদ্ধ ঘৃতসংযুক্ত ভোজ্যদ্রব্য একমাস কাল উদররোগিকে প্রদান করিবে অথবা মনসার আঠা, পীতঝিণ্টী, হরীতকী ও পিপুল ইহাদের সহিত উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা সেবন করাইবে ॥ ২৮

যদি বায়ু কুপিত হইয়া পার্শ্বশূল স্তব্ধতা ও হৃদ্রোগ উপস্থিত করে, তাহা হইলে বিল্ব ও যবক্ষারযুক্ত তৈল পান করিবে। অথবা শোনা, বেড়েলা, পলাশ ও তিলনাল ইহাদের ক্ষারের সহিত কিংবা কদলী অপামার্গ ও জয়ন্তী ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ কৃত ক্ষারের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল পান করাইবে ॥ ২৯

যদি কফ বা পিত্ত বায়ু দ্বারা আবৃত অথবা কফ ও পিত্ত দ্বারা বায়ু আবৃত হয়, তাহা হইলে তদ্দোষনাশক ঔষধ সংযুক্ত এরণ্ড তৈল বলবান্ রোগিকে পান করাইবে। দুর্ব্বল রোগির পক্ষে এরূপ বিরেচন ব্যবস্থা নহে ॥ ৩০

বিরেচক ঔষধ সেবনে রোগী বিরিক্ত ও তাহার উদর ম্লান হইলে দেবদারু, পলাশ, আকন্দ, গজপিপ্পলী, সজিনাছাল ও অশ্বকর্ণ (শালবৃক্ষ বিশেষ) এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া তদ্দ্বারা উদরে প্রলেপ দিবে ॥ ৩১

বিছাটী, বচ, শুঁঠ, পঞ্চমূল, পুনর্নবা, শ্বেত পুনর্নবা, ধনে ও কুড় ইহাদের কাথ ও গোমূত্র উদরে সেচন করিবে ॥ ৩২

বিরিক্ত ও ম্লান উদরকে শাল্বণাদি স্বেদ দ্বারা স্বেদিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া বাঁধিবে, এরূপ করিলে বায়ু আর পুনর্ব্বার উদরকে আধ্মাপিত করিতে পারিবে না ॥ ৩৩

রোগী সুবিরিক্ত হইলেও যদি উদরাধ্মান থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অম্ল ও লবণ রসান্বিত সুস্নিগ্ধ নিরূহবস্তি প্রদান করিবে ॥ ৩৪

সোপস্তম্ভ (কফাদি আধারকের সহিত বর্ত্তমান) বায়ু যাহার আধ্মান উপস্থিত করে, সেই উদর রোগিকে ক্ষার ও গোমূত্রের সহিত তীক্ষ্ণ বস্তি প্রদান করিবে ॥ ৩৫

এইরূপে উদররোগে সিদ্ধফল চিকিৎসা সামান্যভাবে উক্ত হইল—অতঃপর বিশেষভাবে বলা যাইতেছে ॥ ৩৬

বাতোদররোগাক্রান্ত বলবান্ রোগিকে বিদার্য্যাদিগণের সহিত পক্ব ঘৃত পান করাইবে। অনন্তর স্নিগ্ধ রোগিকে স্বেদ দ্বারা স্বেদিত করিয়া বহুবার তৈল্বক ঘৃত বা মিশ্রক ঘৃত পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। সংসর্জ্জন (পেয়াদি অন্ন সেবন) ক্রম কৃত হইলে রোগির বলাধানার্থ তাহাকে দুগ্ধ পান করাইবে। তৎপরে দুগ্ধ পানে বলবান্ রোগিকে কফের উপচয় হেতু উৎক্লেশ হইবার পূর্ব্বেই ক্রমে ক্রমে দুগ্ধ হইতে নিবর্ত্তিত করিবে ॥ ৩৭।৩৮

উদাবর্ত্তযুক্ত উদরিকে অন্ন অম্ল ও লবণ যুক্ত মুদগাদি যূষ বা মাংসরস পান করাইয়া তাহার অগ্নিকে বর্দ্ধিত করিবে। পরে পুনর্ব্বার স্নেহ স্বেদ দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ স্বিন্ন করিয়া তীক্ষ্ণ বিরেচক দ্রব্য বিমিশ্রিত দাশমূলিক বস্তি দ্বারা নিরূহ প্রয়োগ করিবে॥ ৩৯

রুক্ষ বদ্ধমলবাত ও দীপ্তানল উদররোগির স্ফুরণ, আক্ষেপ এবং সন্ধি অস্থি পার্শ্ব পৃষ্ঠদেশ ও ত্রিক স্থানে বেদনা থাকিলে বাতঘ্ন ও অম্লরসান্বিত ঔষধের সহিত সিদ্ধ তিল ও এরণ্ডতৈলের অনুবাসন বস্তি দিবে। কিন্তু রোগী যদি বিরেচনার্হ না হয় এবং তাহার স্ফুরণাক্ষেপাদি উপদ্রব থাকে তাহা হইলে শমনার্থ বস্তি দুগ্ধ ও ঘৃতাদি প্রয়োগ করিবে॥ ৪০

পিত্তোদরাক্রান্ত বলবান্ রোগিকে মধুরবর্গসিদ্ধ ঘৃত পান দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া শ্যামা তেউড়ী ও ত্রিফলার সহিত পক্ক ঘৃত পান করাইয়া বিরেচন করাইবে, পরে ন্যগ্রোধাদিগণের কাথে প্রচুর পরিমাণে চিনি মধু ও ঘৃত মিশাইয়া তদ্দ্বারা নিরূহ প্রয়োগ করিবে এবং ন্যগ্রোধাদিগণের কাথেই পক্ক স্নেহবস্তিও প্রদান করিবে॥ ৪১

দুর্ব্বল পিত্তোদরিকে- প্রথমে অনুবাসন দিয়া ক্ষীরবস্তি দ্বারা শোধন করিবে। পরে অগ্নির দীপ্তি হইলে রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া এরণ্ড তৈল সহ পক্ক ও তেউড়ীচূর্ণ সংযুক্ত দুগ্ধ পান বা চামারকষা ও বলাডুমুরের সহিত অথবা সোন্দালের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইয়া বারংবার বিরেচন করাইবে। কফান্বিত পিত্তোদরে গোমূত্রের সহিত দুগ্ধ পান করাইয়া এবং বায়ুযুক্ত পিত্তোদরে কুষ্ঠোক্ত তিক্তঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ পান দ্বারা কিংবা পুর্ব্বোক্ত যোগের অন্যতমের সহিত পক্ক দুগ্ধ পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। অথবা বিদার্য্যাদিগণের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ সহ তিক্তঘৃত পান বা অন্নাদি ভোজন করিতে দিবে। আর বিদার্য্যাদিগণে কথিত দুগ্ধে পায়স প্রস্তুত করিয়া তাহার উপনাহ দিবে॥ ৪২

ক্ষীরপান, বস্তিপ্রয়োগ ও তৎপরে বিরেচন এই ক্রম বারংবার অনুষ্ঠিত হইলে পিত্তোদর নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪৩

কফোদরে রোগির বল থাকিলে তাহাকে বৎসকাদিগণের সহিত পক্ক ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে, তৎপরে স্বেদ দিয়া মনসার আঠার সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করাইয়া বিরেচন করাইবে এবং কফঘ্ন কটু ও ক্ষারযুক্ত পেয়াদি অন্ন সংসর্জ্জন ক্রমে পথ্য দিবে॥ ৪৪

সংসর্জ্জনের পর কফোদরিকে মুষ্ককাদিগণের কাথে অধিক পরিমাণে গোমূত্র ত্রিকটু ও তৈল মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নিরূহ দিবে এবং উক্ত কাথসিদ্ধ স্নেহবস্তি (অনুবাসন) প্রদান করিবে। অনন্তর ত্রিকটু সংযুক্ত দুগ্ধের সহিত বা কুলথ কলায়ের যূষের সহিত অন্ন পথ্য দিবে॥ ৪৫

মন্দপারী জঠর রোগির অগ্নিমান্দ্য স্তৈমিত্য অরুচি ও বমনভাব থাকিলে এবং উদর কফদ্বারা স্ত্যান (পিণ্ডীভূত) ও কঠিন হইলে অরিষ্ট ও ক্ষার পান করাইবে॥ ৪৬

ক্ষার।

হিং, পিপুল, ত্রিফলা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলা, সজিনাবীজ, কট্‌কী, চিরতা, চৈ, শুঁঠ, আতইচ, মুতা, কুড়, সরলকাষ্ঠ ও পঞ্চলবণ এই সকল দ্রব্য কুট্টিত এবং দধি ও ঘৃত তৈল বসা মজ্জা এই স্নেহ চতুষ্টয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। সেই ক্ষার ২

তোলা (উপযুক্ত) মাত্রায় লইয়া মন্ত, দধিমণ্ড, উষ্ণজল, অরিষ্ট, সুরা বা আসবের সহিত সেবন করিলে উদর, গুল্ম, অষ্ঠীলা, তূণী, প্রতিতূণী, শোথ, বিসূচিকা, প্লীহা, হৃদ্রোগ, অর্শ ও উদাবর্ত্ত রোগ নষ্ট হয় ॥ ৪৭

অরিষ্ট, গোমূত্র, চূর্ণ, অয়স্কৃতি (প্রমেহচিকিৎসিতোক্ত) ও ক্ষারের সহিত তৈল পান করিলে দুর্ব্বল রোগির কফোদর নষ্ট হয় ॥ ৪৮

দুর্ব্বল উদরির উদর শ্বেত সর্ষপ, কিণ্ব (সুরাবীজ) ও মূলার বীজের কল্কের উপনাহ (পুলটিশ) দিবে এবং তাহাতে বারংবার স্বেদ দিবে ॥ ৪৯

সন্নিপাতোদর রোগির বল ও অগ্নি যদি অনতিক্ষীণ হয় তাহা হইলে চিকিৎসক প্রত্যাখ্যান করিয়া অর্থাৎ তাহার আত্মীয়বর্গকে "এই রোগ অসাধ্য, চিকিৎসা না করিলে নিশ্চয় মৃত্যু, চিকিৎসা করিলে সংশয় (অর্থাৎ বাঁচিতে পারে না বাঁচিতেও পারে এই সংশয়, তবে অগ্নি ও বল যখন নষ্ট হয় নাই তখন ইহা অসাধ্য হইলেও চিকিৎস্য) ইহা জানাইয়া, যে দোষের আধিক্য থাকিবে সেই দোষের অনুবর্ত্তী হইয়া নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে চিকিৎসা করিবে। ইহাতে দন্তী ও দ্রবন্তী (চীরিতপত্রা দন্তী) ফলের তৈল পান করা প্রশস্ত ॥ ৫০

সর্ব্বপ্রকার উদরে বিশেষতঃ ত্রিদোষজ উদর রোগে পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসায় ফল না দর্শিলে রোগির বন্ধুবর্গকে জানাইবে যে, অন্য চিকিৎসায় ফল হইল না, সম্প্রতি বিষপ্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু বিষ অতিবিষম, ইহা সেবন করিলে রোগী বাঁচে কি মরে অর্থাৎ বাঁচিতেও পারে, মরিতেও পারে—এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। তৎপরে তাঁহাদের মত লইয়া কাকাদনী (কুঁচ বিশেষ) গুঞ্জা (কুঁচ) ও করবী ইহাদের কল্ক মদ্যের সহিত পান করাইবে, কিংবা স্থাবর বিষ অন্নপানের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিবে। অথবা সর্প কুপিত হইয়া যে ফলে দংশন পূর্ব্বক বিষত্যাগ করিবে সেই বিষাক্ত ফল উদররোগিকে সেবন করাইবে। প্রমাথি-গুণবিশিষ্ট সেই বিষ দ্বারা রোগির ধাতু প্রভৃতিতে লীন স্থির ও উন্মার্গগামী দোষ সকল আশু ভিন্ন হইয়া বহির্নিগত হওয়ায় রোগী নির্ব্যাধিত হয় অথবা (বিষবেগ সংবরণ করিতে না পারায়) শরীরান্তর (মৃত্যু) লাভ করে ॥ ৫১।৫২

উক্ত চিকিৎসা দ্বারা দোষ সকল হৃত হইলে রোগিকে শীতল জলে স্নান করাইয়া শীতল দুগ্ধ বা পেয়া পান করাইবে। অথবা স্বকীয় রসে সাধিত অম্ললবণ ও তৈলাদি স্নেহ বর্জ্জিত কতক স্বিন্ন ও কতক অস্বিন্ন তেউড়ীশাক, থুলকুড়ির শাক, বেতোশাক, কালশাক বা যবশাক একমাস কাল সেবন করাইবে। এ সময় অন্নত্যাগ করিবে। পিপাসা হইলে উক্ত শাকেরই স্বরস পান করিতে দিবে ॥ ৫৩

এই রূপে কোন শাক সেবন দ্বারা দোষ অর্থাৎ জল নির্হৃত হইলে একমাসের পর দুর্ব্বল রোগিকে প্রাণকর (বলবর্দ্ধক) হস্তিনী দুগ্ধ পান করিতে দিবে ॥ ৫৪

প্লীহোদর রোগে রোগিকে দোষানুসারে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া দধির সহিত অন্ন ভোজন করাইবে এবং সেই সময় তাহার বাম বাহুর শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে ॥ ৫৫

রোগী বল লাভ করিলে পুনর্ব্বার তাহাকে স্নেহ পান করাইয়া বিশোধিত করিবে। তৎপরে দধিশুক্তির ক্ষার দুগ্ধের সহিত পান করিতে দিবে। করঞ্জের ক্ষার কাঁজি প্রভৃতির সহিত সিদ্ধ ও অধিক পরিমাণে বিটলবণ ও পিপুলচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করাইবে। কিংবা সর্জ্জিকার ক্বাথ

সৈন্ধবলবণ চিতা ও পিপুলচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ, ক্ষার ও ষট্পলাদি ঘৃত বল অনুসারে পান করাইবে॥ ৫৬

পিপুল ২ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ, দন্তী ২ ভাগ, হরীতকী ৪ ভাগ ও বিট্লবণ ১ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করাইবে॥ ৫৭

বিড়ঙ্গ, চিতা, ঘৃতমিশ্রিত শক্তু (ছাতু), সৈন্ধব লবণ ও বচ এই সকল দ্রব্য খোলায় রাখিয়া অগ্নিতাপে দগ্ধ করিবে। তৎপরে সেই চূর্ণ দুগ্ধ সহ পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা গুল্ম ও প্লীহা নষ্ট হয়॥ ৫৮

তৈল মিশ্রিত বদরী পত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্লীহাতে প্রলেপ দিবে, পশ্চাৎ একটী মুশল দ্বারা প্লীহা টিপিতে থাকিবে, এ সময়ে কেবল দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে প্লাহা নষ্ট হয়॥ ৫৯

রোহীতকের (রোড়া বা তিতরাজ) লতা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কতকগুলি হরীতকীর সহিত জলে বা গোমূত্রে ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিবে। সপ্তাহান্তে ছাঁকিয়া সেই জল বা গোমূত্র পান করিলে কামলা প্লীহা গুল্ম অর্শঃ ক্রিমি মেহ ও উদর রোগ নষ্ট হয়॥ ৬০

রোহিতকাদ্য ঘৃত

ঘৃত ⁄৪ সের। কাথার্থ—রোহিতকের ছাল ২৫ পল, কুল ⁄৪ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। কল্কদ্রব্য যথা—পঞ্চকোল প্রত্যেকটি ১ পল (মিলিত ৫ পল) ও বীজরহিত হরীতকী (পাঠান্তরে রোহিতকের ছাল) ৫ পল। এই সকল একত্র যথাবিধানে পাক করিয়া পান করিলে অতিপ্রবৃদ্ধ প্লীহা আশু প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৬১

কদলী, তিলনাল ও কুলেখাড়া ইহাদের (যথাবিধি প্রস্তুতীকৃত) ক্ষারের সহিত তৈল পাক করিয়া পান করিলে কফবাতজ প্লাহা নষ্ট হয়॥ ৬২

পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা দ্বারা বাতকফজ প্লীহার শান্তি না হইলে এবং প্লীহায় পিচ্ছোদক (শাল্মলী নির্য্যাসবৎ সলিল) না জন্মিলে গুল্মরোগোক্ত বিধানানুসারে অগ্নিকর্ম্ম করিবে॥ ৬৩

পিত্তপ্রধান প্লীহরোগে জীবনীয়গণ সাধিত ঘৃতপান, ক্ষীরবস্তি, রক্তমোক্ষণ (পূর্ব্ববৎ দধির সহিত ভোজন করাইয়া বাম বাহুর শিরাবেধ পূর্ব্বক রক্তমোক্ষণ), বিরেচনাদি সংশোধন ও দুগ্ধপান প্রশস্ত॥ ৬৪

যকৃৎ রোগে প্লাহোক্ত সমস্ত চিকিৎসাই করিবে। তবে ইহাতে দক্ষিণ বাহুর শিরাবেধ পূর্ব্বক রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য॥ ৬৫

বদ্ধোদর রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া গোমূত্র, তীক্ষ্ণ ঔষধ, তৈল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত নিরূহ ও অনুবাসন প্রদান করিবে (প্রথমে ও শেষে অনুবাসন, মধ্যে নিরূহ দেয়)। ইহাতে অনুলোমক অন্ন ভোজন ও তীক্ষ্ণ বিরেচন করাইবে এবং উদাবর্ত্তনাশক ও বাতনিবারক চিকিৎসা করিবে॥ ৬৬

ছিদ্রোদর রোগে স্বেদ প্রয়োগ ব্যতীত শ্লেষ্মজ উদরোক্ত সমস্ত চিকিৎসা করিবে। যে সময়ে সছিদ্র অন্ত্র হইতে রস পরিস্রুত হইয়া উদরকে জলপূর্ণ করিবে, সেই সময়েই অস্ত্র করিয়া

(ট্যাপ করিয়া) উদর হইতে জলস্রাব করাইবে। যতবার জল জন্মিবে, ততবারই সঞ্চিত জল অস্ত্র দ্বারা স্রাব করাইবে। এই প্রকারে চিকিৎসক উদর রোগ যাপ্য রাখিবে॥ ৬৭

জলোদর রোগে প্রথমে গোমূত্রযুক্ত, তীক্ষ্ণ, অনেক ক্ষারবিশিষ্ট, জলনাশক ও তৎসংসৃষ্ট দোষহারক ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। তৎপরে অগ্নিদীপক ও কফনাশক আহার দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে॥ ৬৮

ছাগলনাদির ক্ষার গোমূত্রে মিশাইয়া অগ্নিতে পাক করিবে। ক্ষারজল ঘনীভূত হইলে তাহাতে পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, পঞ্চলবণ, দন্তী, তেউড়ী, ত্রিফলা, স্বর্ণক্ষীরী, মেড়াশিঙ্গী সাচিক্ষার, বচ, চামারকষা ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকর চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে। তৎপরে নামাইয়া একতোলা পরিমিত গুড়িকা সৌবীরকের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ শোথ ও প্রবৃদ্ধ জলোদর নিবারিত হয়॥ ৬৯

পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা দ্বারা বদ্ধোদর ছিদ্রোদর ও জলোদর এই ত্রিবিধ উদর রোগের শান্তি না হইলে চিকিৎসক রোগির আত্মীয়গণের এবং রাজার অনুমতি লইয়া অস্ত্রপ্রয়োগ করিবে॥ ৭০

বদ্ধোদরে ও ছিদ্রোদরে রোগিকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদপ্রয়োগে স্বিন্ন করিবে। পরে নাভির নিম্নে বামদিকে ৪ অঙ্গুলি স্থান ত্যাগ করিয়া উদরের চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থান চিরিবে, সেই ছিদ্র দ্বারা অন্ত্রকে বহির্নিষ্কাশিত করিয়া তাহাতে কেশ মল লেপ ও প্রস্তর খণ্ডাদি অন্ত্রপথ-রোধক যে সকল দ্রব্য দেখিবে তাহা অপনয়ন করিবে। ছিদ্রোদরেও এইরূপভাবে অন্ত্র হইতে শল্য ও পরিস্রাব মাত্র শোধন করিয়া কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকা সমূহ দ্বারা (ডেয়ো দ্বারা) অন্ত্র ছিদ্র দংশন করাইবে, পিপীলিকাগণ যখন অন্ত্র ছিদ্র কামড়াইয়া ধরিবে তখন তাহার শরীরাংশ (মস্তক ভিন্ন) ছিঁড়িয়া ফেলিবে। কেবল তাহাদের মস্তকগুলি ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। তৎপরে অন্ত্র সকল মধু ও ঘৃত দ্বারা অভ্যক্ত এবং যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া বাহিরের ক্ষত স্থান সেলাই করিয়া দিবে (অভ্যন্তরস্থ ক্ষত সেলাই করিতে হইবে না)। তৎপরে যষ্টিমধু ও কৃষ্ণ মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া উদর বাঁধিয়া দিবে। রোগী কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া নিবাত স্থানে স্নেহপূর্ণ দ্রোণীতে (তৈল বা ঘৃত পূর্ণ টবে) বসিবে॥ ৭১

জলোদর ও সঞ্জাতজল উদর রোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে। সজল উদররোগে তিল তৈল সর্ষপ তৈল বা এরণ্ড বাতঘ্ন তৈল দ্বারা উদর অভ্যক্ত করিয়া উষ্ণজল দ্বারা স্বিন্ন করিবে এবং কক্ষ পর্য্যন্ত বস্ত্রাদির দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বদ্ধোদর ও ছিদ্রোদরোক্ত স্থানে (নাভির বামভাগে রোমরাজী হইতে ৪ অঙ্গুলি দূরে) এক অঙ্গুলি পরিমিত স্থান বিদ্ধ করিবে। এবং সেই ছিদ্রে একটী নল বসাইয়া উদরস্থ জলের অর্দ্ধপরিমিত জল স্রাব করাইবে। তৎপরে নল বাহির করিয়া ক্ষত স্থান তৈল ও লবণ দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া বস্ত্রদ্বারা উদর বেষ্টিত করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। পুনরায় তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে উক্ত নিয়মে জলস্রাব করাইবে। এইরূপে শরীরের বলাবল অনুসারে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দিয়া ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত অল্প অল্প করিয়া জল স্রাব করাইবে। কারণ সহসা প্রচুর জলস্রাব করাইলে বিপদ ঘটিতে পারে। জলস্রাবের পর শিথিল উদর বস্ত্রদ্বারা গাঢ়তররূপে বেষ্টিত করিয়া বান্ধিবে এবং রোগিকে লঙ্ঘন দিয়া অল্প স্নেহ ও লবণ মিশ্রিত পেয়া পথ্য দিবে। প্রকুপিত বায়ুর শান্তি ও ক্লেদ রক্ষার জন্য এইরূপ পথ্য দিতে হইবে॥ ৭২

জলস্রাবের পর জঠরী ৬ মাস কাল কেবল দুগ্ধপান ও তৎপরে তিনমাস দুগ্ধের সহিত পেয়া পান করিবে। তদনন্তর তিন মাস দুগ্ধের সহিত অথবা ফলরসে অম্লীকৃত ও অল্পস্নেহ লবণ সংযুক্ত মাংসরসের সহিত :পুরাতন শ্যামা বা কোদো ধান্যের অন্ন ভোজন করিবে। এই প্রকার সংযতভাবে একবৎসর থাকিলে জলোদর নিবারিত হইবে॥ ৭৩

উদররোগী বর্জ্জনীয় আহার বিহার অম্ল লবণাদি একবারে ত্যাগ করিবে। আদিষ্ট আহার বিহারাদিতে সাবধান থাকিবে। আর অনুক্ত অন্নপানাদিতে জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ অলোভ হইবে॥ ৭৪

জলোদরের চিকিৎসা প্রসঙ্গে সমস্ত উদরের চিকিৎসা কথিত হইতেছে। প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদরই দোষত্রয়ের সম্মিলনে উৎপন্ন হয়, অতএব সকল উদরেই বাতাদি দোষত্রয়ের প্রশমনী চিকিৎসা করিবে। (এখানে প্রায় শব্দ বলায় বুঝিতে হইবে যে, প্রাক্তন কর্ম্ম জন্য কোন কোন উদর ত্রিদোষজ হয় না)॥ ৭৫

দোষ কর্তৃক উদর পরিপূর্ণ হইলে অগ্নি মন্দ হইয়া থাকে, অতএব ইহাতে অগ্নিদীপক, পঞ্চমূল যুক্ত, অল্প অল্প লবণ স্নেহ ও কটুরস মিশ্রিত, লঘু অন্ন ভোজন করাইবে॥ ৭৬

গোমূত্রে ভাবিত ষষ্টিক তণ্ডুলের পেয়া দুগ্ধের সহিত প্রস্তুত করিয়া উদর রোগিকে যথেচ্ছ পরিমাণে খাইতে দিবে, তৎপরে উদর শান্তির জন্য ইক্ষুরস অনুপান করাইবে। তাহাতে বায়ু পিত্ত ও কফ স্ব স্ব স্থানে গমন করিবে॥ ৭৭

অপথ্য। অতি উষ্ণ, অম্ল, লবণ, রুক্ষ, গ্রাহি, শীতল ও গুরুপাক দ্রব্য, গুড়, তৈলপক্ক শাক, জলপান, জলাবগাহন, পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, দিবানিদ্রা ও যানে গমন এইগুলি জঠর রোগির পরিত্যাজ্য॥ ৭৮

জলপান নিষিদ্ধ হইলে রোগী কি পান করিবে তজ্জন্য বলা হইতেছে যে—জঠর রোগী মধুর রস বিশিষ্ট অল্প ঘন তক্র পান করিবে। বাতোদরে পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণের সহিত; পিত্তোদরে মরিচচূর্ণ ও চিনির সহিত; কফোদরে যোয়ান, সৈন্ধব লবণ, জীরা, মধু ও ত্রিকটুর সহিত; সন্নিপাতোদরে ত্রিকটু যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণের সহিত; প্লীহোদরে মধু, তৈল, বচ, শুঁঠ, শুল্ফা, কুড় ও সৈন্ধবের সহিত; বদ্ধোদরে হবুষা, যোয়ান, লবণ ও জীরার সহিত; ছিদ্রোদরে পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত এবং জলোদরে ত্রিকটু চূর্ণের সহিত তক্র পানার্থ প্রয়োগ করিবে॥ ৭৯

শরীরের গুরুতা, অরুচি, আনাহ, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসার এই সকল রোগে ও বাতশ্লেষ্মার্ত্তের পক্ষে তক্র অমৃতস্বরূপ॥ ৮০

জঠর রোগে সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রয়োগের পর দুগ্ধ ও তক্র প্রয়োগ করিবে। কারণ তক্র ধাতুসমূহের স্থৈর্য্যকারক, বলজনক ও দোষের অনুবন্ধনাশক॥ ৮১

ঔষধ সেবনে পুষ্টাঙ্গ রোগির পক্ষে দুগ্ধই অমৃতরূপে কল্পিত হইয়া থাকে॥ ৮২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে উদর-চিকিৎসিত নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

(পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা পাণ্ডুরোগ চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন।

পাণ্ডুরোগী প্রথমেই কল্যাণক ঘৃত, অপস্মারপ্রতিষেধোক্ত পঞ্চগব্য ঘৃত, কুষ্ঠচিকিৎসিতোক্ত মহাতিক্ত ঘৃত অথবা আরগ্বধাদিগণের সহিত যথাবিধি পক্ক ঘৃত পান করিবে। (প্রথমেই ঘৃতপানের ব্যবস্থা করিবার হেতু এই যে পাণ্ডুরোগ উৎপাদনে পিত্তেরই কর্তৃত্ব, অতএব প্রথমে পিত্তের তৎপরে বায়ু ও কফের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। পিত্তশান্তির জন্য ঘৃতপান প্রশস্ত। সেই জন্য "প্রথমে" এই কথা দেওয়া হইয়াছে) ॥ ১

দাড়িমাদ্য ঘৃত।

দাড়িম অর্দ্ধসের, ধনে একপোয়া, চিতা ও শুঁঠ প্রত্যেকে এক পল ও পিপুল ৪ তোলা ; এই সকল কল্ক ও ১৬ সের জল সহ ২০ পল ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। ইহা পান করিলে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, বাতকফজ রোগ এবং শ্বাস ও কাসরোগ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপ্তিকারক ও মূঢ়বায়ুর অনুলোমক। যে সকল নারী দুঃখপ্রসবিনী অর্থাৎ যাহাদের প্রসবকালে অতি কষ্ট হয় বা যাহারা বন্ধ্যা তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত প্রশস্ত ॥ ২

পাণ্ডুরোগিকে স্নেহদ্বারা স্নেহিত করিয়া তীক্ষ্ণ বমন ঔষধ দ্বারা বমন করাইবে। তৎপরে পুনরায় স্নিগ্ধ করিয়া গোমূত্রযুক্ত দুগ্ধ বা কেবল দুগ্ধ দ্বারা বহুবার শোধন করিবে ॥ ৩

দন্তীর একপল পরিমিত ঈষদুষ্ণ রসে গাম্ভারী অর্দ্ধসের আসুত (সন্ধান দ্বারা আসব) করিয়া অথবা দ্রাক্ষা অর্দ্ধসের মর্দ্দিত করিয়া তাহা পান করিবে। এই উভয় যোগই পাণ্ডুরোগনাশক। হরীতকী গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া অথবা ত্রিফলা গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া পান করিবে ॥ ৪

স্বর্ণক্ষীরী, তেউড়ী, শ্যামা, দেবদারু ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য অর্দ্ধসের পরিমিত গোমূত্রে পিষ্ট বা সিদ্ধ করিয়া অথবা উক্ত দ্রব্য সকলের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া তাহা পাণ্ডুরোগিকে পান করাইবে, ইহাতে দোষের অনুলোম হইবে ॥ ৫

লৌহচূর্ণ এক সপ্তাহ গোমূত্রে ভিজাইবে। পরে তাহা উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া দুগ্ধের সহিত পাণ্ডুরোগিকে সেবন করাইবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধের সহিত অথবা মধুর মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে ॥ ৬

পাণ্ডুরোগী বমন বিরেচন দ্বারা উর্দ্ধাধঃ শুদ্ধ হইয়া মধু ও ঘৃত দ্বারা আপ্লুত হরীতকী চূর্ণ লেহন করিবে ॥ ৭

বিশালাদি।

রাখাল শসা, কট্‌কী, মুতা, কুড়, দেবদারু ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক ২ তোলা, মূর্ব্বা ৪ তোলা ও আতইচ ১তোলা; ইহাদের চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলসহ সেবন করিয়া তৎপরে মধু লেহন করিবে। ইহাদ্বারা পাণ্ডুরোগ, জ্বর, দাহ, কাস, শ্বাস, অরুচি, গুল্ম, আনাহ, আমবাত ও রক্তপিত্ত নিবারিত হয় ॥ ৮

বাসকাদি (ফলত্রিকাদি)।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, কট্‌কী, চিরতা ও নিমছাল ইহাদের কাথ শীতল হইলে মধু মিশাইয়া সেবন করিবে। ইহা পাণ্ডুরোগ রক্তপিত্ত ও কামলা নাশক।

ব্যোষাদি।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, বিড়ঙ্গ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও মুতা প্রত্যেক সমভাগ; সকলের সমান লৌহচূর্ণ। একত্র মিশাইয়া উপযুক্ত মাত্রায় তক্র মধু ঘৃত বা গরম জল সহ সেবন করিলে কামলা পাণ্ডু হৃদ্রোগ কুষ্ঠ অর্শ ও মেহ নষ্ট হয়।

গুড়, শুঁঠ, মণ্ডুর ও তিল প্রত্যেক এক ভাগ, পিপুলচূর্ণ ২ ভাগ; একত্র গুটিকা প্রস্তুত করিয়া পাণ্ডুরোগিকে সেবন করাইবে॥ ৯

মণ্ডূর বটক।

স্বর্ণমাক্ষিক, দারুহরিদ্রার ত্বক্, চৈ, পিপুলমূল ও দেবদারু এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যোষাদি নবক (যথা শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, বিড়ঙ্গ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও মুতা); এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের দ্বিগুণ কজ্জলনিভ মণ্ডূর গ্রহণ করিবে। এই সমস্ত ঔষধের আটগুণ গোমূত্রে মণ্ডূর চূর্ণ প্রথমে পাক করিবে। ইহা বটকীকরণ যোগ্য ঘন হইলে পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণমাক্ষিক প্রভৃতি চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ দিয়া বটক প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে তক্রপ্রধান ভোজন করিতে হইবে। এই মণ্ডূরবটক পাণ্ডুরোগিদিগের প্রাণদ। ইহাতে কুষ্ঠ অজীর্ণ শোথ উরুস্তম্ভ অরুচি অর্শ কামলা মেহ ও প্লীহা প্রশমিত হয়॥ ১০

স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, রৌপ্য, মণ্ডূর প্রত্যেকটী ৫ পল; চিতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক একপল; চিনি ৮ পল; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ ও মধুপ্লুত করিয়া লেহন করিবে। ইহা সেবনে পাণ্ডুরোগ, বিষ, কাস, যক্ষ্মা, বিষমজ্বর, কুষ্ঠ, অজীর্ণ, মেহ, শোথ, শ্বাস ও অরুচি বিশেষতঃ অপস্মার কামলা ও অর্শোরোগ নষ্ট হয়॥ ১১

কুড়চি ছাল, ত্রিফলা, নিম, পটোলপত্র, মুতা ও শুঁঠ ইহাদের কাথে ৮ পল শিলাজতু দশবার কুড়িবার বা ত্রিশবার ভাবিত করিয়া তাহার সহিত চিনি ৮ পল এবং বংশলোচন পিপুল, আমলকী ও কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেক একপল, কণ্টকারীর মূল ও ফল মিলিত একপল, ত্রিজাতক (দারুচিনি এলাচ ও তেজপাতা) যথোপযুক্ত (সৌগন্ধ্যকরণোপযোগী) এবং মধু তিন পল; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমিত বটক করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া দাড়িমের রস, দুগ্ধ, পক্ষিমাংস রস, জল, সুরা বা আসব অনুপান করিবে। আহারের পূর্ব্বে (শূন্যোদরে) বা আহারান্তে এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহাতে পাণ্ডু, কুষ্ঠ, জ্বর, প্লীহা, তমক-শ্বাস, অর্শঃ, ভগন্দর, হৃদ্রোগ, মূত্ররোগ, পূতিশুক্রতা, অগ্নিদোষ, শোষ, গরোদর, কাস, অসৃগ্দর, রক্তপিত্ত, শোথ, গুল্ম, গলরোগ, মেহ, বৃদ্ধি ও ভ্রমরোগ নিবারিত হয়। ইহা সর্ব্বদোষনাশক ও শিবপ্রদ॥ ১২

দ্রাক্ষালেহ।

দ্রাক্ষা /২ সের, পিপুল /২ সের, চিনি /৬৷৹ সের, এবং যষ্টিমধু শুঁঠ ও বংশলোচন প্রত্যেক ১৬ তোলা ; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া আমলকীর ৬৪ সের রসের সহিত পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু /৪ সের মিশ্রিত করিবে। এই লেহ ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে হলীমক পাণ্ডুরোগ ও কামলা নষ্ট হয় ॥ ১৩

পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ও কামলার্ত্ত ব্যক্তির পান ভোজনে স্বল্প পঞ্চমূলের কাথ, দ্রাক্ষার রস ও আমলকীর রস প্রশস্ত ॥ ১৪

পাণ্ডুরোগের সাধারণ চিকিৎসা উক্ত হইল। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বাতাদি দোষবলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবেন ॥ ১৫

বাতজ পাণ্ডুরোগে স্নেহবহুল ঔষধ, পিত্তজ পাণ্ডুতে তিক্তরস ও শীতবীর্য্য ঔষধ, কফজ পাণ্ডুতে কটুরস, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ এবং সান্নিপাতিক পাণ্ডুতে এই সকল ঔষধ মিশ্রভাবে প্রয়োগ করিবে ॥ ১৬

মৃদভক্ষণজ পাণ্ডুরোগে প্রথমে স্নুহীক্ষীরাদি তীক্ষ্ণ বিরেচন ঔষধ দ্বারা রোগির শরীর হইতে শল্যভূত মৃত্তিকা নির্হরণ করিবে। এইরূপে কোষ্ঠ শুদ্ধ হইলে বলকারক ঘৃত পানার্থ ব্যবস্থা করিবে। (ঘৃত কথিত হইতেছে) ॥ ১৭

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—ত্রিকটু, বেলছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মুতা, লৌহচূর্ণ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছুটী ও বামুনহাটী মিলিত /১ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে মৃত্তিকাজনিত সর্ব্বপ্রকার বিকার প্রশমিত হয়।

নাগকেশর, যষ্টিমধু, পিপুল, ক্ষীর, শাদ্বল (নীলদূর্ব্বা) ইহাদের কল্কের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া পান করিলেও পূর্ব্ববৎ ফল পাওয়া যায় ॥ ১৮

পাণ্ডুরোগির মৃত্তিকা ভোজনে লোভ থাকিলে মৃত্তিকায় দ্বেষোৎপাদনার্থ তাহাকে বিড়ঙ্গ, চিতা ও কচি নিমপত্র অথবা আকনাদি কিংবা মূর্ব্বা দ্বারা ভাবিত মৃত্তিকা সেবন করিতে দিবে ॥ ১৯

মৃত্তিকাভেদে প্রকুপিত দোষবিশেষ বুঝিয়া মৃদভক্ষণজ পাণ্ডুরোগে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। (মৃত্তিকাভেদে দোষভেদ যেমন—কষায় রস মৃত্তিকা সেবনে বায়ু, ক্ষার মৃত্তিকা ভক্ষণে পিত্ত ও মধুর মৃত্তিকা ভোজনে কফ প্রকুপিত হয়। অতএব কোন্ মৃত্তিকা ভোজনে কোন্ দোষ প্রকুপিত হইয়া রোগ উৎপাদন করিয়াছে তাহা স্থির করিয়া মৃদভক্ষণজ পাণ্ডুরোগে তদ্দোষনাশক ঔষধ প্রদান করিবে। ইহাতে হেতুবিপরীত মৃন্নির্হারক ঔষধ প্রযোজ্য) ॥ ২০

কামলা।

কামলারোগে—পিত্তনাশক অথচ পাণ্ডুরোগের অবিরোধী ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ॥ ২১

একশতটী হরীতকীর কাথে ও পঞ্চাশটী হরীতকীর বৃন্তের কল্কে /৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে গুল্ম কামলা ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয় ॥ ২২

ইক্ষুর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস বা আমলকীর রসের সহিত ত্রিকটু সংযুক্ত সোন্দাল একপল পরিমাণে পান করিলে কামলা রোগ নষ্ট হয় ॥ ২৩

দ্বিগুণ মাত্রায় অর্থাৎ ২ পল পরিমাণে দন্তীচূর্ণ শীতল জলের সহিত অথবা তেউড়ী চূর্ণ মধু ও ত্রিফলার কাথের সহিত পান করাইবে ॥ ২৪

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও নিম ইহাদের কোন একটীর রস বা কাথ মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে কামলা রোগিকে সেবন করাইবে ॥ ২৫

হরিদ্রা, গিরিমাটী ও আমলকীর অঞ্জন দিলে কামলারোগ নষ্ট হয় ॥ ২৬

যে কামলারোগী তিলপিষ্ট সদৃশ (তিলবাটার ন্যায়) মলত্যাগ করে, তাহার কফরুদ্ধমার্গ পিত্তকে কফনাশক ঔষধ দ্বারা জয় করিবে ॥ ২৭

রুক্ষ শীতল গুরুপাক ও মধুর অন্নাদিভোজন, ব্যায়াম ও বলক্ষয় এই সকল কারণে কুপিত বায়ু যখন কফের সহিত মিলিত হইয়া পিত্তকে বহির্নিক্ষিপ্ত করে, তখন রোগির নেত্র মূত্র ও ত্বক্ হরিদ্রাবর্ণ এবং মল শ্বেতবর্ণ হয় ; আটোপ (উদরে সবেদন গুড়গুড় শব্দ), বিষ্টম্ভ, হৃদয়ের গুরুত্ব, দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, পার্শ্ববেদনা, হিক্কা, শ্বাস, অরুচি ও জ্বর এই সকল লক্ষণের সহিত ক্রমে কুপিত বায়ু শাখা সমাশ্রিত অল্প পিত্তের সহিত অনুষক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ রোগিকে রুক্ষ কটু ও অম্লরসান্বিত, ময়ুর তিত্তিরি ও কুক্কুট মাংসরস অথবা শুষ্কমূলা ও কুলত্থ কলায়ের যূষসহ ভোজন করাইবে। ইহাতে অতিশয় অম্ল, অতিতীক্ষ্ণ, অতিকটু, অতিলবণ ও অতি উষ্ণভোজন প্রশস্ত। টাবালেবুর রসের সহিত ত্রিকটুচূর্ণ লেহন করিবে। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা তাহার পিত্ত স্বকীয় স্থানে আগত এবং মল অনুরঞ্জিত (হরিদ্রাবর্ণ) হয়। বায়ুও আটোপাদি উপদ্রবের সহিত প্রশমিত হইয়া থাকে। রোগী নিবৃত্তোপদ্রব হইলে তাহার কামলাবিহিত চিকিৎসা করিবে ॥ ২৮

কুম্ভকামলাক্রান্ত রোগিকে গোমূত্রের সহিত শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক বা রূপ্যমল (রৌপ্যমাক্ষিক) একমাস কাল সেবন করাইবে ॥ ২৯

হলীমক। ১৬ সের গুলঞ্চের স্বরস ও /৪ সের দুগ্ধের সহিত মহিষী ঘৃত (/৪সের) যথাবিধি পাক করিয়া হলীমক রোগিকে পান করাইবে। তদ্দ্বারা রোগী স্নিগ্ধ হইলে তাহাকে আমলকী রসের সহিত তেউড়ী চূর্ণ সেবন দ্বারা বিরেচন করাইবে। বিরেচনান্তে রোগিকে বাতপিত্তনাশক মধুর পথ্য, পূর্ব্বোক্ত দ্রাক্ষালেহ, মধুরগণোক্তদ্রব্যসাধিত ঘৃত, বলবর্দ্ধক ক্ষীরবস্তি ও অনুবাসন ব্যবস্থা করিবে। আর অগ্নিবৃদ্ধির জন্য যুক্তিপূর্ব্বক মার্দ্বীক অরিষ্ট পান, কাসচিকিৎসোক্ত অভয়ালেহ লেহন এবং দুগ্ধের সহিত পিপুল যষ্টিমধু ও বেড়েলা দোষ বলানুসারে প্রয়োগ করিবে ॥ ৩০

নিপুণ চিকিৎসক পাণ্ডুরোগে শোথোক্ত চিকিৎসা-ক্রম অবলম্বন করিবে ॥ ৩১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে পাণ্ডুরোগ চিকিৎসিত নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

(শোথ-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা শ্বয়থু (শোথ) চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

বাতাদি দোষজ সর্ব্বাঙ্গগত শোথে আমাবস্থায় প্রথমে রোগিকে উপবাস দিয়া লঘু ভোজন করাইবে ; তৎপরে শুঁঠ, আতইচ, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব ও পিপুল অথবা হরীতকী, শুঁঠ, দেবদারু ও পুনর্নবা ইহাদের চূর্ণ ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করাইবে। দোষবহুল রোগী পাণ্ডুরোগোক্ত নবায়স সেবন করিবে। বিরেচনার্থ গোমূত্রের সহিত হরীতকী, অথবা ত্রিফলা ক্বাথের সহিত কট্‌কী, তেউড়ী, লৌহচূর্ণ ও ত্রিকটু চূর্ণ কিংবা গুল্‌গুলু বা শিলাজতু নিত্য সেবন করিবে ॥ ২

শোথরোগির অগ্নিমান্দ্য এবং মল আমযুক্ত গুরু (ভারী, জলে ডুবিয়া যায়) ভিন্ন (ভাঙ্গা ভাঙ্গা বা শিথিল) বা বিবদ্ধ (গুট্‌লে) হইলে তাহাকে সচললবণ ত্রিকটু ও মধু মিশ্রিত তক্র প্রত্যহ পান করাইবে অথবা গুড় ও হরীতকীচূর্ণ বা গুড় ও শুঁঠ চূর্ণ তক্র অনুপানে সেবন করিতে দিবে ॥ ৩

আদা ও গুড় সমভাগে অর্দ্ধপল মাত্রায় লইয়া সেবন আরম্ভ করিবে। প্রতিদিন অর্দ্ধপল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিবে। যখন একদিনে পাঁচপল পর্য্যন্ত মাত্রা হইবে তখন আর মাত্রা বৃদ্ধি না করিয়া প্রত্যহ অর্দ্ধপল পরিমাণে মাত্রা হ্রাস করিবে, যখন অর্দ্ধপল মাত্রায় দাঁড়াইবে তখন পুনরায় অর্দ্ধপল করিয়া মাত্রা বর্দ্ধিত করিবে। এইরূপে এক মাস পর্য্যন্ত গুড় ও আদা সেবন করিতে হইবে। ইহা সেবন কালে কফপ্রধান রোগী যূষ সহ, পিত্তপ্রধান ব্যক্তি দুগ্ধ সহ এবং বাতাধিক ব্যক্তি মাংসরসের সহিত ভোজন করিবে। এই প্রয়োগ সেবন করিলে গুল্ম, উদর, অর্শঃ, শোথ, প্রমেহ, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, অলসক, অপরিপাক, কামলা, শোথ, মনোবিকার, কাস ও কফ এই চতুর্দ্দশ প্রকার রোগ নিবারিত হয় ॥ ৪

দুগ্ধ এবং আদার রস ও কল্কের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে শোথ, ক্ষবথু (হাঁচি), উদর ও অগ্নিমান্দ্য রোগে অভিভূত ব্যক্তি নীরোগ হইয়া থাকে ॥ ৫

শোথার্ত্ত ব্যক্তি নিরাম ও বদ্ধমল হইলে তাহাকে ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তী ও চিতা ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। অথবা গোমূত্র কিংবা মহিষী মূত্র দুগ্ধ সহ পান ও দুগ্ধান্ন ভোজন করিবে কিংবা অন্নপান ত্যাগ করিয়া এক সপ্তাহ বা এক মাস কাল কেবল উষ্ট্রী দুগ্ধ পান করিবে ॥ ৬

যবানক (যোয়ান বিশেষ), যবক্ষার, যোয়ান, পঞ্চকোল, মরিচ, দাড়িম, আক্‌নাদি, ধনে, অম্লবেতস ও কচিবেল প্রত্যেক ২ তোলা। এক আঢ়ক (১৬ সের) জলে পাক করিয়া সেই ক্বাথ সহ যথাবিধি /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে শোথ অর্শঃ গুল্ম ও মেহ রোগ নষ্ট হয় ॥ ৭

চিতা চূর্ণ মিশ্রিত দুগ্ধে দধি পাতিয়া সেই দধি মন্থন পূর্ব্বক তক্র করিবে। এই তক্র ও চিতার কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে পূর্ব্বোক্ত ঘৃতবৎ ফল পাওয়া যায়। পীড়ার অবস্থা-দোষাদিবিৎ চিকিৎসক ধান্বন্তর ঘৃত, মহাতিক্ত ঘৃত, কল্যাণক ঘৃত বা অভয়া ঘৃত শোথ রোগে ব্যবস্থা করিবে॥ ৮

দশমূল হরীতকী।

দশমূল ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে ১০০টী হরীতকী পাক করিবে। তাহাতে গুড় ১২॥০ সের মিশ্রিত করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে তাহাতে ত্রিজাতক চূর্ণ তিন পল, ত্রিকটু চূর্ণ ৪ পল ও যবক্ষার ২ পল প্রক্ষেপ দিবে। নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু /২ সের মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবৃদ্ধ শোথ, জ্বর, মেহ, গুল্ম, কৃশতা, আমবাত, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, শরীরের বিবর্ণতা, মূত্র বায়ু ও শুক্রের দোষ এবং শ্বাস অরুচি প্লীহা ও গরোদর নিবারিত হয়॥ ৯

দশমূলের কাথে পুরাতন যব বা শালি তণ্ডুলের অন্ন পরিমিত অন্ন পাক করিয়া তাহা কিঞ্চিৎ লবণ ও ঘৃতাদি স্নেহ সংযুক্ত করিয়া শোথ রোগিকে নিম্নলিখিত যূষাদির সহিত ভোজন করাইবে। যবক্ষার ও ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত মুগের যূষ, পিপুল চূর্ণ সংযুক্ত কুলথ যূষ, জাঙ্গল মাংস রস বা কচ্ছপ গোসাপ সজারুর মাংস রস উক্ত অন্নের সহিত খাইতে দিবে। পানার্থ অনম্ল মথিত ও ঔষধ সংযুক্ত মদ্য প্রদান করিবে॥ ১০

জীরা, শটী, জীবন্তী, কৃষ্ণজীরা, পুষ্কর মূল, চিতা, বেলশুঁঠ, যবক্ষার ও বৃক্ষাম্ল মিলিত ২ তোলা; ইহাদের সহিত পেয়া পাক করিয়া তাহা যুক্তিপূর্ব্বক ঘৃততৈলে সন্তলিত করিবে। এই পেয়া শোথ রোগে পরম হিতকর। ইহাতে শোথ, অতিসার, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও মেহ নষ্ট হয়॥ ১১

২ তোলা পরিমিত আকনাদি অথবা পঞ্চকোলের কাথে সাধিত পেয়া পূর্ব্ববৎ গুণকারক॥ ১২

শৈলেয়, কুষ্ঠ, গেঠেলা, রেণুকা, অগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, নখী, গন্ধপিড়িং, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, জটামাংসী, পিপুল, বস্ত (ভদ্রমুস্তা), ধনে, গন্ধতৃণ, বালা, চাতুর্জ্জাতক (দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর), তালীস পত্র, মুতা ও গন্ধপলাশ এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে অভ্যঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ এবং ইহাদের সহিত সিদ্ধ জলে স্নান শোথ রোগির কর্ত্তব্য॥ ১৩

অথবা নিমছাল, পুনর্নবা, করঞ্জ ও আকন্দের কাথে শোথরোগিকে স্নান করাইবে॥ ১৪

পুনর্নবা, করবীর, পলাশ, রাখালশসা, ত্রিফলা, লোধ, নালুকা, দেবদারু, কালিয়াকড়া, ধোবা, আতইচ, তালমূলী, জয়ন্তী, স্থূল কাকাদনী (গুড়কামাই), শাল, নাকুলী (গন্ধরাস্না), বাসক, শালপাণি, বৃদ্ধি, পলাশ ও হস্তিকর্ণ পলাশ (কেহ অর্থ করেন বৃদ্ধি ঋদ্ধি পলাশ ও হস্তিকর্ণ পলাশ) এই সকল দ্রব্য পেষিত ও উষ্ণীকৃত করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে একাঙ্গজাত শোথের শান্তি হয়। শোথের সামান্য চিকিৎসা উক্ত হইল॥ ১৫

বাতজ শোথে পনর দিন তেউড়ী চূর্ণ ও এরণ্ড তৈল পান করিবে। যদি বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা থাকে তাহা হইলে উক্ত ঔষধ (তেউড়ী মূল ও এরণ্ড তৈল) ভোজনের পূর্ব্বে দুগ্ধের সহিত বা মাংসরসের সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে বাতঘ্ন স্বেদ ও অভ্যঙ্গ প্রশস্ত। বাতজ শোথ একাঙ্গগত হইলে টাবালেবু, গণিয়ারী, শুঁঠ, বৃহতী ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে ॥১৬

পিত্তজ শোথে তিক্তক ঘৃত বা ন্যগ্রোধাদিগণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করাইবে। যদি পিপাসা দাহ ও মোহ থাকে তাহা হইলে দুগ্ধ পান করিতে দিবে। ইহাতে শীতল প্রলেপ ও শীতল অভ্যঙ্গ সমূহ হিতকর ॥ ১৭

পটোল পত্র, শুক্ষমূলা, বলাডুমুর, যষ্টিমধু, কটুকী, হরীতকী, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, চন্দন, দন্তী, রাখালশশা, হিজ্জল ও পিপুল এই সকল দ্রব্যের কাথ ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্ত-স্তাপ, পিপাসা, ভ্রম, সন্নিপাত, বিসর্প, শোথ, দাহ ও বিষজজ্বর নষ্ট হয় ॥ ১৮

শ্লেষ্মজ শোথে আরগ্বধাদিগণের সহিত পক্ক তৈল পান করিবে ॥ ১৯

স্রোতঃসমূহের বিবদ্ধতা, অগ্নির মান্দ্য, অরুচি ও কোষ্ঠের স্তৈমিত্য থাকিলে ক্ষারচূর্ণ আসব অরিষ্ট মূত্র ও তক্র পান করিবে ॥ ২০

পিপুল, পুরাণ খৈল, সজিনা ছাল, বালি ও মসিনা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে ও তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিবে ॥ ২১

কুড় জয়ন্তী ও চিতা এই সকল দ্রব্যের সহিত বা কুলথ কলায় ও শুঁঠের সহিত গোমূত্র বা জল সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা স্নান করিবে। শঙ্খপুষ্পী ও অগুরুর প্রলেপ দিবে ॥ ২২

নীলগাছ, মেড়াশিঙ্গী, সরলকাষ্ঠ, কৃষ্ণজীরা, অশ্বগন্ধা ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে একাঙ্গগত শোথ নষ্ট হয় ॥ ২৩

শোথরোগে দোষানুসারে আসন্ন স্থানের শুদ্ধি ও রক্তমোক্ষণ করিবে। মিশ্রদোষে দোষের আধিক্য অনুসারে চিকিৎসা করিবে ॥ ২৪

কৃষ্ণজীরা, আকনাদি, মুতা, পঞ্চকোল, কণ্টকারী ও হরিদ্রা ইহাদের চূর্ণ অথবা চিরতা ও শুঁঠের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে বহুদিনসঞ্জাত প্রবৃদ্ধ ত্রিদোষজ শোথ নিবারিত হয় ॥২৫

গুলঞ্চ, হরীতকী, সিবাটিকা (রক্তপুনর্নবা), দেবদারু ও গুগ্‌গুলু গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শোথ, উদর, কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, মেহ এবং উর্দ্ধগ কফ ও বায়ু নষ্ট হয় ॥ ২৬

এই পর্য্যন্ত বাতাদি দোষজ শোথের চিকিৎসা উক্ত হইল। ক্ষতজ শোথে রক্তস্রাব, শীতল ঘৃত, শীতল প্রলেপ, শীতল পরিষেক ও বিরেচন দ্বারা রক্তকে বিশুদ্ধ করিবে। বিষজনিত শোথে বিষনাশক চিকিৎসা করিবে ॥ ২৭

শোথে অপথ্য। গ্রাম্য জলজ ও আনূপ মাংস, লবণ, শুষ্কশাক, তিলান্ন, গুড়কৃত খাদ্য, পিষ্টান্ন, দধি, কৃশরা (খিচুড়ি বিশেষ), পিচ্ছিল মদ্য, অম্ল, ভৃষ্টযব, শুষ্কমাংস, সমশন (পথ্যাপথ্য একত্র করিয়া ভোজন), গুরুপাক, অসাত্ম্য ও বিদাহি দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা ও মৈথুন এই সকল শোথরোগী বর্জ্জন করিবে ॥ ২৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে শোথ চিকিৎসিত নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

(বিসর্প-চিকিৎসা)।

অতঃপর আমরা বিসর্প-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥১

বিসর্প রোগে প্রথমেই লঙ্ঘন, রুক্ষণ, রক্ত মোক্ষণ, বমন ও বিরেচন হিতকর। ইহাতে স্নেহ ক্রিয়া করিবে না ॥ ২

ইহাতে যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযবের কাথে অথবা পলতা, পিপুল ও নিমপত্রের কাথে ময়না ফল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা পান করাইয়া বমন করাইবে। ইহা বিসর্পনাশক ॥ ৩

বিসর্প রোগে বিরেচনার্থ তেউড়ী চূর্ণ, বলাডুমুরের দ্রাক্ষার বা ত্রিফলার কাথের সহিত অথবা দুগ্ধ কিংবা ঘৃতের সহিত পান করাইবে। দোষ কোষ্ঠগত হইলে বিরেচন অবশ্য প্রযোজ্য ॥ ৪

রোগী যদি বমন বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়ার অযোগ্য ও অল্পদোষবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে শমন ঔষধ প্রদান করিবে। শমনার্থ—চন্দন ও উৎপল ; বা মুতা নিমছাল ও পটোল পত্র ; অথবা পটোলাদিগণ ; কিংবা অনন্তমূল, আমলকী, বেণামূল ও মুতা এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রয়োগ করিবে ॥ ৫

তৃষ্ণাযুক্ত বিসর্পরোগী দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের কাথ বা শীতকষায় পান করিবে ॥ ৬

দারুহরিদ্রা, পটোল পত্র, কট্‌কী, মসুর, ত্রিফলা, নিমছাল, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর ইহাদের কাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে বিসর্প নিবারিত হয় ॥ ৭

বিসর্পে শাখায় অর্থাৎ হস্তপদে রক্ত দুষ্ট হইলে প্রথমে রক্ত মোক্ষণ করিবে। কারণ রক্তক্লেদ হেতু ত্বক্ মাংস ও স্নায়ুতে ক্লেদ জন্মে, অতএব রক্ত নির্হরণ কর্ত্তব্য ॥ ৮

বিসর্পরোগী বাতপিত্তপ্রধান ও নিরাম হইলে এবং তাহার শ্লেষ্মা ক্ষীণ থাকিলে তাহাকে তিক্তঘৃত, মহাতিক্তঘৃত বা বলাডুমুরের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করাইবে। (পূর্ব্বে বিসর্প রোগে সামান্যতঃ স্নেহ নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থা বিশেষে যে ইহা হিতকর তাহা বলা হইল।) রক্ত নির্হৃত ও আভ্যন্তর দোষের বিশুদ্ধি হইলে ত্বক্ মাংস ও সন্ধিগত বিসর্পে প্রলেপাদি বাহ্য চিকিৎসা করিবে। ইহাতে সদ্যঃ বিসর্প নষ্ট হইবে ॥ ৯।১০

গুলফা, মুতা, চামার আলু, বাঁশ (নীল বা মূল), নীলঝিণ্টি, ধনে, দেবদারু, সজিনা ও কুড় ; এই সকল দ্রব্য দ্বারা বাতজ বিসর্পে প্রলেপ দিবে ॥ ১১

পিত্তজ বিসর্পে ন্যগ্রোধাদিগণ (সূত্রস্থান ১৫অধ্যায় ৮২পৃষ্ঠা দেখ) এবং পদ্ম ও উৎপলাদি (যথা সংগ্রহে—পদ্ম, উৎপল, শৈবাল, পঙ্ক, দুর্ব্বা, মৃণাল, শিঙ্গাড়া, কেশুর, চিনি, বালা, চন্দন, মুক্তা, মণি, গিরিমাটী, ক্ষীরকাকোলী, পুণ্ডরিয়া, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, ঘৃত ও দুগ্ধ এই সকল) শীতবীর্য্য দ্রব্যের প্রলেপ দিবে ॥ ১২

ইহাতে বটের কোমল ঝুরি, কদলীর কচি থোড়, ও মৃণাল গ্রন্থি এই সকল দ্রব্য পিষ্ট ও শতধৌত ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। অথবা পদ্মিনী পঙ্কের শীতল প্রলেপ

কিংবা মুক্তা শঙ্খ প্রবাল বা শুক্তি জলে পেষণ করিয়া তাহার শীতল প্রলেপ অথবা ঘৃত মিশ্রিত গিরিমাটীর প্রলেপ হিতকর॥ ১৩

ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, বরাহক্রান্তা, করবীর মূল, নলমূল ও অনন্তমূল ; এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ শ্লেষ্মবিসর্পনাশক॥ ১৪

শ্লেষ্মবিসর্পে ধাওয়া, ছাতিম, খদির কাষ্ঠ, দেবদারু, পীত ঝাঁটী, মুতা ও সোন্দাল এই সকল দ্রব্যের বা বরুণাদিগণের প্রলেপ, অথবা সোন্দাল পাতা কিংবা চাল্‌তের ছাল বা নিসিন্দা পাতা, কাকজঙ্ঘা ও শিরীষ ফুল ইহাদের প্রলেপ হিতকর॥ ১৫

উক্ত শ্লেষ্ম বিসর্প নাশক প্রলেপোক্ত ঔষধের কাথ দ্বারা পরিষেক, উক্ত ঔষধ পক্ক ঘৃত দ্বারা ব্রণাভ্যঙ্গ, এবং উক্ত দ্রব্যের প্রলেপ ও চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। বাতজ বিসর্পে যে প্রলেপ উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রচুর ঘৃত সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ১৬

সাম বায়ু কফস্থানগত (বা পিত্তস্থানগত) হইলে অল্প শীতল অল্প উষ্ণ ও অল্প রুক্ষ প্রলেপ সকল এবং রক্তপিত্ত পিত্তস্থান গত হইলে অত্যন্ত শীতল পাত্‌লা প্রলেপ সূক্ষ্মবস্ত্রাভ্যন্তরস্থ করিয়া বারংবার প্রদান করিবে। প্রত্যেক বারেই নূতন নূতন প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। কারণ একই প্রলেপ বারংবার প্রযুক্ত হইলে মন্দবীর্য্য হইয়া থাকে॥ ১৭

দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ বিসর্পে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি দোষজ বিসর্পের চিকিৎসা মিলিত ভাবে প্রয়োগ করিবে॥ ১৮

বিসর্প রোগের সাধারণ চিকিৎসা বলিয়া এক্ষণে বাতপিত্তজাদি অগ্নিবিসর্প প্রভৃতির চিকিৎসা বলা যাইতেছে—অগ্নিবিসর্প শতধৌত ঘৃত দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। অথবা কেবল ঘৃতমণ্ড, যষ্টিমধুর শীতল কাথ, চিনি ভিজান জল, মুতার কাথ, দুগ্ধ অথবা ইক্ষুরস দ্বারা পরিষেক করিবে। ইহাতে মহাতিক্ত ঘৃত পান লেপন ও পরিষেকার্থ পরম হিতকর জানিবে॥ ১৯

গ্রন্থিবিসর্পে রক্তপিত্তনাশক চিকিৎসা করিয়া বাতশ্লেষ্মঘ্ন কর্ম্ম পিণ্ডস্বেদ ও উপনাহ প্রয়োগ করিবে॥ ২০

গ্রন্থিবিসর্পে শূলবদ্‌ বেদনা হইলে দশমূলের সহিত পক্ক তৈল বা গোমূত্র উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তদ্দ্বারা পরিষেক করিবে। অথবা দশমূলের উষ্ণকাথ সেচন করিবে॥ ২১

গ্রন্থিবিসর্পে সজিনা, ডহর করঞ্জছাল, শুষ্কমূলা অথবা বহেড়া বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে॥ ২২

দন্তীমূলের ছাল, চিতামূলের ছাল, সীজের আঠা, আকন্দের আঠা, গুড়, ভেলার আঁঠি ও হীরাকস ইহাদের প্রলেপ দিলে শিলাও ভিন্ন হইয়া যায়। বহির্ম্মার্গাশ্রিত কফজ গ্রন্থি যে ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহাতে আর বক্তব্য কি ? এই সকল ঔষধের প্রলেপে দীর্ঘকালস্থিত গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া থাকে॥ ২৩

মূলার যূষ, কুলথ কলায়ের যূষ, যবক্ষার ও দাড়িম সংযুক্ত গোধূমকৃত অন্নভোজন ও যবান্ন ভোজন, সীধু, মধু, শর্করা, মধু ও টাবালেবুর রস মিশ্রিত বারুণী মণ্ড পান ; মধু সংযুক্ত ত্রিফলা প্রয়োগ, মধুসংযুক্ত পিপ্পলী প্রয়োগ, দেবদারুর গুলঞ্চের এবং শিলাজতুর প্রয়োগ, মুতা ভেলা ও শক্তুর প্রয়োগ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রয়োগ, ধূমপান, শিরোবিরেচন ঔষধ, পূর্ব্বোক্ত গুলভেদক ঔষধ,

তপ্ত লৌহ, স্বর্ণ, লবণ ও পাষাণাদি দ্বারা প্রপীড়ন, এই সকল ঔষধ ও অস্ত্রাদি দ্বারা দীর্ঘকালোৎপন্ন গ্রন্থি নষ্ট হয়॥ ২৪

এই সকল বিবিধ প্রকার সিদ্ধ চিকিৎসা দ্বারা যদি পাষাণকঠিন প্রবল গ্রন্থি উপশমিত না হয়, তাহাহইলে ক্ষারপ্রয়োগ দ্বারা অথবা উত্তপ্ত শর বা স্বর্ণ দ্বারা দাহ করিবে। অথবা পাচক ঔষধ দ্বারা পাকাইয়া তাহাকে অস্ত্রদ্বারা উৎপাটিত করিবে॥ ২৫

গ্রন্থিবিসর্পযুক্ত রোগির রক্ত উৎক্লেশ প্রাপ্ত (বিকারকরণে উন্মুখ) হইলে সেই রক্ত বারংবার নির্হরণ করিবে। রক্ত অপহৃত হইলে বাতশ্লেষ্ম নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ২৬

সর্ব্বপ্রকার বিসর্প দাহ ও পাকযুক্ত এবং প্রক্লিন্ন হইলে বাহ্য ও আভ্যন্তর ব্রণের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে। দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ ও কমলা গুঁড়ির সহিত পক্ব তৈল বাতপ্রধান বিসর্প ব্রণে এবং দূর্ব্বাস্বরসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত কফপিত্তপ্রধান বিসর্পে হিতকর॥ ২৭

বিসর্প রোগের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত চিকিৎসা একদিকে এবং এক রক্তমোক্ষণ এক দিকে, অর্থাৎ সমস্ত চিকিৎসা দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, একমাত্র রক্ত মোক্ষণ দ্বারাও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। কারণ বিসর্প রক্তপিত্তকর্ত্তৃক অসংসৃষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয় না, সকল বিসর্পেই রক্ত ও পিত্তের সংস্রব থাকে। রক্তই বিসর্পের আশ্রয়, অতএব ইহাতে বহুবার রক্ত মোক্ষণ করিবে॥ ২৮।২৯

যে ঘৃত বিরেচক নহে তাহা বহুদোষাক্রান্ত বিসর্প রোগিকে প্রদান করিবে না। কারণ বিসর্পে পিত্তই প্রধান চিকিৎস্য, পিত্তের প্রধান চিকিৎসা বিরেচন। অবিরেচক ঘৃত পান দ্বারা দোষ স্তম্ভিত হইয়া ত্বগ্‌ রক্ত ও মাংসকে পাক করে। অতএব ইহাতে বিরেচক ঘৃত পান করিতে দিবে॥ ৩০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে বিসর্প চিকিৎসিত নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশ অধ্যায়।

(কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা)।

অতঃপর আমরা কুষ্ঠচিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

ত্বগ্‌ রক্ত ও মাংসাদির দুষ্টি, রসাদির স্রাব ও রোগের স্বভাব হেতু কুষ্ঠরোগিদের প্রায়ই শরীর কৃশ হইয়া থাকে। অতএব তাহাদের শরীরের আপ্যায়নের জন্য প্রথমে স্নেহপান করাইয়া চিকিৎসা করিবে। সকল কুষ্ঠরোগেই প্রথমে স্নেহপান ব্যবস্থা॥ ২

তন্মধ্যে বাতপ্রধান কুষ্ঠে দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, শার্ঙ্গষ্টা (মহাকরঞ্জ) ও মেড়াশিঙ্গী এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি পক্ব তৈল বা ঘৃত হিতকর॥ ৩

তিক্তক ঘৃত।

ঘৃত ১২ পল (/১॥০ সের)। কাথার্থ—পটোলপত্র, নিমছাল, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া ও বলাডুমুর প্রত্যেক ৮ তোলা ; পাকার্থ—জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের।

কল্কার্থ—বলাডুমুর, মুতা, চিরতা, ইন্দ্রযব, কণ (বনজীরা) ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। এই কল্ক ও উক্ত কাথ সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই তিক্তক ঘৃত পান করিলে পিত্তোল্বণ কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, দাহ, পিপাসা, ভ্রম, কণ্ডু, পাণ্ডুরোগ, গণ্ড, দুষ্ট নাড়ীব্রণ, অপচী, বিস্ফোট, বিদ্রধি, গুল্ম, শোথ, উন্মাদ, মদরোগ, হৃদ্রোগ, তিমিররোগ, ব্যঙ্গ, গ্রহণী, শ্বিত্র, কামলা, ভগন্দর, অপস্মার, উদর, প্রদর রোগ, গরবিষ, :, রক্তপিত্ত ও অন্যান্য অতিকষ্টসাধ্য পিত্তজ রোগসমূহ নিবারিত হয়॥ ৪

মহাতিক্তক ঘৃত।

ঘৃত ⁄৪ সের। আমলকীর রস ⁄৮ সের। কল্কদ্রব্য যথা—ছাতিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, সোন্দাল, কট্‌কী, বচ, ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, আকনাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, পিপুল, পিপুলমূল, নিমছাল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রাখালশসা, ইন্দ্রযব, গুলঞ্চ, চিরতা, বেণামূল, বাসকছাল, মূর্ব্বা, শতমূলী, পলতা, আতইচ, মুতা, বলাডুমুর ও দুরালভা মিলিত ⁄১ সের। পাকার্থ জল ৩২ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই মহাতিক্ত ঘৃত তিক্ত ঘৃত অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট॥ ৫।৬

কফোল্বণ কুষ্ঠে নিমছাল, ছাতিমছাল, চিতা, কুড়, মরিচ, বচ, শাল, পিয়াল ও সোন্দাল এই সকল কল্কের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করাইবে॥ ৭

ভেলার তৈল, তৌবর (চাকুন্দের) তৈল বা সর্ষপ তৈল সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগে পানার্থ প্রয়োগ করিবে। বিড়ঙ্গ হরীতকী ও ভেলার কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা সকল কুষ্ঠে ব্যবহার করিবে॥ ৮

সোন্দালের মূলের সহিত একশত বার ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান ও খদির সংযুক্ত জল পান করিলে কুষ্ঠ রোগ সত্বর নিবারিত হয়॥ ৯

কুষ্ঠরোগে পূর্ব্বোক্ত স্নেহ সকল দ্বারা অভ্যঙ্গ হিতকর। ইহা দোষানুসারে প্রয়োগ করিবে॥১০

স্নেহপান দ্বারা কুষ্ঠরোগী স্নিগ্ধ হইলে তাহাকে বিসর্প রোগোক্ত শোধন ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ১১

চিকিৎসক কুষ্ঠরোগির বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার ললাট হস্ত ও পদের শিরাবেধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। অল্প কুষ্ঠে প্রচ্ছান করিবে, অর্থাৎ অস্ত্র দ্বারা চিরিয়া দিবে। ইহাতে রক্তমোক্ষণার্থ দোষানুসারে শৃঙ্গাদি যন্ত্র প্রয়োগ করিবে॥ ১২

মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব এবং বিরেচন দ্বারা রিক্ত কোষ্ঠ হইলে কুষ্ঠ রোগিকে কুষ্ঠঘ্ন দ্রব্য সাধিত স্নেহ পান করাইয়া আপ্যায়িত করিবে। তাহা হইলে শূন্যকোষ্ঠ কুষ্ঠির প্রভঞ্জন দেহপ্রভঞ্জন হইবে না। অর্থাৎ স্নেহ পান দ্বারা বায়ু প্রশান্ত হইলে আর শরীরের অনিষ্টকারী হইবে না॥ ১৩

বজ্রক ঘৃত।

বাসক ছাল, গুলঞ্চ, নিমছাল, ত্রিফলা, পলতা, কণ্টকারী ও করঞ্জ, ইহাদের কাথ ও কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে বিসর্প জ্বর কামলা রক্তদুষ্টি ও কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়॥ ১৪

মহাবজ্রক ঘৃত।

ঘৃত ⁄৪ সের। ত্রিফলা, ত্রিকটু, বৃহতী, কণ্টকারী, কটুকী, তেউড়ী, দন্তী, সোন্দাল, বচ, আতইচ, চিতা ও আকনাদি প্রত্যেক ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য নূতন মনসাসীজের এক পল পরিমিত আঠায় ভাবিত করিবে। এই কল্ক ও চতুর্গুণ জল সহ যথাবিধি ঘৃতপাক করিবে। এই মহাবজ্রক ঘৃত ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির স্নেহন ও রেচন। ইহা পান করিলে অতি কষ্টসাধ্য কুষ্ঠ শ্বিত্র প্লীহা ব্রধ্ন অশ্মরী ও গুল্মরোগ প্রশমিত হয়॥ ১৫

দন্তীঘৃত।

দন্তীমূল ৮ সের, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথ ও ঘোষাফলের কল্ক এক পল সহ ৪ সের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বমন বিরেচন দ্বারা ঊর্দ্ধাধো বিশুদ্ধি হয়॥ ১৬

দন্তীঘৃত।

দন্তী ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথ ও দন্তীমূলের কল্ক এক সের সহ ৪ সের ঘৃত যথারীতি পাক করিবে। এই ঘৃত এক দিন অন্তর পান করিবে, পীত ঘৃত জীর্ণ হইলে কোদোধান্য সংস্কৃত কাঁজির সহিত ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, কিলাস ও অপচী নষ্ট, স্মৃতি ও ধারণাশক্তি বর্দ্ধিত এবং প্রজাবৃদ্ধি হয়॥ ১৭

কুষ্ঠরোগী ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া লেলীতক বসা (সচল লবণ ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাকে লেলীতক বসা কহে। কেহ বলেন ইহার সহিত গন্ধক এক ভাগ দিতে হয়।) মধু ও গন্ধবোলের সহিত অথবা সমপরিমিত ঘৃতের সহিত কিংবা খদির ও অসন কাথের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়॥ ১৮

পথ্যাপথ্য। ত্রিফলা, পল্‌তা, খদিরকাষ্ঠ, নিমছাল ও ভেলা এই সকল দ্রব্যের সহিত যোজিত শালিতণ্ডুল, যব, গোধূম, কোদোধান্যকৃত তণ্ডুল, প্রিয়ঙ্গু, মুগ, মসূর, অড়হর, তিক্ত শাক ও জাঙ্গল মাংস এই সকল অন্নপান, উপযুক্ত ঔষধ মিশ্রিত মন্থ, সোমরাজী বীজ চূর্ণ যুক্ত মথিত (নির্জ্জল ঘোল) কুষ্ঠরোগে পথ্য। অম্ল লবণ ও কটুরস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, আনূপ মাংস, তিল ও মাষকলায় এই সকল অন্নপান কুষ্ঠরোগির একবারে বর্জ্জনীয়॥ ১৯

পটোলমূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও রাখাল শসা প্রত্যেক ১৬ ধানক (ত্রিভাগহীন তিন শাণ অর্থাৎ দুই শাণে ৬ ধানক করিয়া ১২ ধানক, এক শাণ ত্রিভাগহীন অর্থাৎ ৪ ধানক, মোট ১৬ ধানক। এক শাণ আধতোলা বা ৬ ধানক।) বলাডুমুর ৬ ধান, কটুকী ৬ ধান, শুণ্ঠ ৪ ধান, এই ৯৬ ধানক অর্থাৎ এক পল দ্রব্য কিঞ্চিৎ কুট্টিত ও জলে সিদ্ধ করিয়া দোষ সংশোধনার্থ পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে জাঙ্গল পশুপক্ষির মাংস রসের সহিত পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে হইবে। এই ঔষধ ৬ দিন কাল সেবন করিলে কুষ্ঠ, কিলাস, গ্রহণীদোষ, অর্শঃ, হলীমক, হৃচ্ছূল, বস্তিশূল ও বিষম জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২০

বিড়ঙ্গ আমলকী ও হরীতকী মিলিত ৩ পল, তেউড়ী ৩ পল, গুড় ১২ পল, একত্র মিশ্রিত করিবে। জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই ঔষধ একমাস কাল সেবন করিলে কুষ্ঠ, শ্বিত্র, শ্বাস, কাস,

উদর, অর্শঃ, মেহ, প্লীহা, গ্রন্থিরোগ, ক্রিমি ও গুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে। মাণিভদ্র নামক যক্ষ, কুষ্ঠরোগে মুমূর্ষু কোন বৌদ্ধভিক্ষুর প্রাণরক্ষার্থ এই সিদ্ধযোগ বলিয়াছিলেন। (এই ঔষধ একমাস কাল সেবন করিতে হইলে প্রত্যহ ৪ তোলা ৯ ধানক ও ৩ রতি মাত্রায় লইতে হইবে)॥ ২১

চিরতা, নিমছাল, ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, আতইচ, পিপুল, মূর্ব্বা, পটোলী (মধুর পটোলপত্র), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, কটকী, রাখালশসা, ইন্দ্রযব ও বচ প্রত্যেক সমভাগ, দন্তী ২ভাগ, তেউড়ীমূল ৪ ভাগ ও ব্রাহ্মীশাক ৮ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিবে। ইহা কুষ্ঠ, মেহ ও প্রসুপ্তি (স্পর্শ শক্তিহীনতা) রোগের পরম ঔষধ॥ ২২

অথবা ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ তৈল ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে॥ ২৩

ডুমুর, বিড়ঙ্গ, নিমছাল, মুতা ও ত্রিকটু ইহাদের কল্ক কুড়চির কাথের সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়॥ ২৪

কুড়চি, চিতা, নিমছাল, সোন্দাল, খদিরকাষ্ঠ, অসনছাল ও ছাতিম ছাল ইহাদের কাথে হরীতকী সিদ্ধ করিয়া সেই হরীতকী মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়॥ ২৫

দারুহরিদ্রা, খদিরকাষ্ঠ ও নিম ইহাদের ছালের কাথ কুষ্ঠনিস্থদন॥ ৬

হরিদ্রা, উত্তমা (ক্ষীরুই বা ত্রিফলা), নিম, পটোলমূল, কটকী, বচ ও মঞ্জিষ্ঠা ইহাদের কাথ সেবন করিলে সুসেবিত ধর্ম্মের ন্যায় কফপিত্তজ কুষ্ঠ নষ্ট হয়। এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে বাতজ কুষ্ঠ নিবারিত হইয়া থাকে। খদির কাষ্ঠ, নিমছাল, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরিদ্রা ইহাদের কোন একটীর সহিত পূর্ব্ববৎ কল্পনা (কাথ বা ঘৃতপাক) করিয়া তাহা কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে॥ ২৭

আকনাদি, দারুহরিদ্রা, চিতা, আতইচ ও কটকী এই সকল দ্রব্যের সহিত বা ইন্দ্রযবের সহিত গোমূত্র বা উষ্ণজল একমাস কাল পান করিলে অর্থাৎ উক্ত চূর্ণ সমূহ গোমূত্র বা উষ্ণজলের সহিত একমাস পান করিলে কুষ্ঠরোগী, অর্শোরোগী, মেহী, শোথী, পাণ্ডুরোগী, অজীর্ণী ও ক্রিমিমান্ ব্যক্তি নীরোগ হইয়া থাকে॥ ২৮

লাক্ষা, দন্তী, মধুরস (ইক্ষু), ত্রিফলা, চিতা, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, ছাতিম, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, নিমছাল, দেবদারু ও দশমূল ইহাদের চূর্ণ, হিতভোজী হইয়া, গোমূত্রের সহিত এক মাস কাল সেবন করিলে কুষ্ঠ প্রশমিত হয়॥ ২৯

হরিদ্রা, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দে, চিতা ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য উত্তরোত্তর এক এক ভাগ বর্দ্ধিত করিয়া গ্রহণ করিবে। ইহাদের চূর্ণ বা বটিকা গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে সুদারুণ কুষ্ঠ সমূহ প্রশমিত হয়॥ ৩০

ত্রিকটু, ত্রিফলা, তিল, ভেলা, ঘৃত, মধু ও চিনি এই সপ্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা কুষ্ঠঘ্নী রসায়ন ও বৃষ্য॥ ৩১

সোমরাজী বীজ, চিতা, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দে বীজ, ভেলা ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা গুড়ের সহিত নিত্য সেবন করিলে সমস্ত কুষ্ঠ প্রশমিত হয়॥ ৩২

বিড়ঙ্গ, ভেলা, সোমরাজী, চিতা, চামার আলু, হরীতকী, শৈলাজলা, কৃষ্ণতিল ও পিপুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গুড়ের সহিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়॥ ৩৩

সোমরাজী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, চিতামূল, মণ্ডুর ও আমলকী ইহাদের চূর্ণ তৈলের সহিত লেহন করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য কুষ্ঠ নিবারিত হয়॥ ৩৪

হরীতকী, তিল ও ভেলা অথবা ভেলা, বিড়ঙ্গ ও সোমরাজী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ বিজিত হয়॥ ৩৫

বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও খদির চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে হিতকর পরিমিত ভোজন করিবে। ইহাতে কিটিম শ্বিত্র ও দদ্রুরোগ নষ্ট হয়॥ ৩৬

চিনি, তৈল, বিড়ঙ্গ, আমলকী, লৌহমল ও পিপুল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লেহন করিলে অতি কঠিন সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিজিত হয়॥ ৩৭

মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, দশমূল, ছাতিম ছাল, নিমছাল, রাখালশসা, চিতা ও মূর্ব্বা, প্রত্যেক একভাগ, শক্তু, (ছাতু) ৯ ভাগ, একত্র করিয়া মধুর সহিত নিত্য সেবন করিলে কুষ্ঠ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, শ্বিত্র, গ্রহণীদোষ, অর্শঃ, ব্রধ্ন, ভগন্দর, পিড়কা, কণ্ডু, কোঠ ও অপচী প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩৮

রসায়নোক্ত বিধানে চাকুন্দেবীজ, ভেলা, সোমরাজী বীজ, চিতামূল অথবা শিলাজতু ইহাদের কোন একটী নিত্য সেবন করিবে॥ ৩৯

এই সকল ঔষধ সেবন দ্বারা আভ্যন্তর দোষ সমূহ বিজিত হইলে ত্বগ্‌গত দোষের প্রতিকারার্থ বহিঃপ্রলেপাদি শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রথমেই প্রলেপাদি দ্বারা বাহ্যকুষ্ঠ কেন জয় করা হয় না? সেই জন্য বলা হইতেছে যে, মলিন অর্থাৎ দোষযুক্ত দেহে তীক্ষ্ণ প্রলেপ দ্বারা উৎক্লিষ্ট কুষ্ঠ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই জন্য প্রথমে আভ্যন্তর দোষের শুদ্ধি করিয়া পশ্চাৎ বাহ্যকুষ্ঠের শান্তি জন্য প্রলেপ স্নানাদি ব্যবস্থা করিবে॥ ৪০

যে সকল কুষ্ঠের মণ্ডল সমূহ স্থির ও কঠিন তাহাতে পোট্টলীস্বেদ দিবে। স্বেদ দ্বারা কুষ্ঠ মণ্ডল উৎসন্ন (উচু) হইয়া উঠিলে শস্ত্র দ্বারা লেখন করিয়া (আঁচড়াইয়া) প্রলেপ দ্বারা লিপ্ত করিবে॥ ৪১

স্পর্শেন্দ্রিয় নাশক যে সকল কুষ্ঠ শস্ত্র প্রয়োগ যোগ্য নহে। তাহাতে রক্তমোক্ষণ ও দোষ-স্রাব করিয়া ক্ষার প্রয়োগ করিবে॥ ৪২

কুষ্ঠ পাষাণবৎ অতি কঠিন, খরস্পর্শ, স্পর্শশক্তিহীন, স্থির ও পুরাতন হইলে রোগিকে উপযুক্ত অগদ পান করাইয়া মন্ত্র সহিত বিষের প্রলেপ দিবে। পশ্চাৎ অগদ দ্বারা প্রলেপ দিবে॥ ৪৩

কুষ্ঠ স্তব্ধ, অতিসুপ্ত (একবারে স্পর্শ জ্ঞান হীন); স্বেদরহিত ও মণ্ডলাকৃতি হইলে শুষ্ক গোময় সমুদ্রফেন অথবা অস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া প্রলিপ্ত করিবে॥ ৪৪

মুতা, ত্রিফলা, মদনফল, করঞ্জ, সোন্দাল, ইন্দ্রযব, ছাতিমছাল, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, দারুহরিদ্রা ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে কুষ্ঠ রোগিকে স্নান করাইবে। ইহাদের

কাথ বমনকারক ও বিরেচক, কন্ধের উদ্‌ঘর্ষ বর্ণকারক, রোমাঞ্চজনক এবং ত্বগদোষ, কুষ্ঠ, শোথ ও পাণ্ডু রোগ নিবারক ॥ ৪৫

করবী, নিম, কুড়চি, সোন্দাল ও চিতা, ইহাদের মূল চারিগুণ গোমূত্র সহ পাক করিয়া "হাতায় লাগে এরূপ" গাঢ় করিবে। ইহা দ্বারা প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৬

শ্বেতকরবীর মূল, ইন্দ্রযব, ডহর করঞ্জফল, দারুহরিদ্রার ছাল ও জাতীফুলের কচিপাতা এই সকল দ্রব্য বাটিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে। ইহা কুষ্ঠঘ্ন সিদ্ধ ঔষধ ॥ ৪৭

শিরীষের ছাল, কার্পাসী ফুল, সোন্দালের পত্র ও কাকমাচী, এই চারিটী দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ প্রলেপ কুষ্ঠ নাশক। ত্রিকটু, সর্ষপ, হরিদ্রা, ঝুল, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, চিতা ও কুড় সমভাগ এবং বিষ অর্দ্ধভাগ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া কোল প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার প্রলেপ দিলে শ্বিত্র কুষ্ঠ নষ্ট হয় ॥ ৪৮

নিম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সুরস (গন্ধবোল), পটোলপত্র, কুষ্ঠ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, সজিনা, সর্ষপ, তুম্বুরু, ধনে, বন্য (কৈবর্ত্তমুতা) ও চোরকাঁচকী. এই সকল দ্রব্য তক্রে বাটিবে, প্রথমে কুষ্ঠরোগির শরীর তৈলাভ্যক্ত করিয়া পরে উক্ত প্রলেপ দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিবে। উদ্বর্ত্তনের পর গরম জলে স্নান করিবে। ইহা দ্বারা কণ্ডু পিড়কা কোঠ কুষ্ঠ ও শোথ প্রশমিত হয় ॥ ৪৯

মুতা, অমৃতাসঙ্গ (তুঁতে), দারুহরিদ্রা, হীরাকস, কমলা গুঁড়ি, কুড়, লোধ, গন্ধক, ধুনা, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা, হরিতাল ও করবীর ছাল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা তৈলাভ্যক্ত কুষ্ঠির গাত্র অবচূর্ণন করিবে। ইহাতে দদ্রু, কণ্ডু, কিটিম, পামা ও বিচর্চ্চিকা নিবারিত হয় ॥ ৫০

মনসার ডালের ভিতর সর্ষপ কল্ক পুরিয়া কুকুলাগ্নিতে পাক করিবে। পাকান্তে উক্ত দ্বারা বিচর্চ্চিকায় প্রলেপ দিবে। অতিশয় অনুরাগ যেমন লজ্জাকে নষ্ট করে, এই প্রলেপ সেইরূপ বিচর্চ্চিকা নষ্ট করিয়া থাকে ॥

মনছাল, হরিতাল, মরিচ, তৈল ও আকন্দের আঠা ইহাদের প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ডহরকরঞ্জ, চাকুন্দেবীজ ও কুড় গোমূত্রের সহিত বাটিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে ॥ ৫১

গুগ্‌গুলু, মরিচ, বিড়ঙ্গ, সর্ষপ, হীরাকস, ধুনা, মুতা, সরলনির্য্যাস, হরিতাল, গন্ধক, মনছাল, কুড়, কমলা গুঁড়ি, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া চক্রতৈলের সহিত মিশ্রিত ও সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে শীঘ্র কুষ্ঠ নষ্ট হয়। (ঘানিগাছ হইতে সদ্যোনিঃসৃত গরম তৈলকে চক্র তৈল কহে। কেহ বলেন—পুরাতন ঘানিগাছের কাঠ জ্বালাইলে তাহা হইতে যে তৈল নির্গত হয় তাহাকে চক্র তৈল কহে) ॥ ৫২

মরিচ, তমালপত্র, কুড়, মনঃশিলা ও হীরাকস এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তৈলের সহিত মিশাইবে এবং তাহা তাম্রপাত্রে এক সপ্তাহ রাখিবে। পরে এই তৈল দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া রৌদ্র লাগাইবে। ইহা দ্বারা এক সপ্তাহে সিধ্ম ও একমাসে নূতন কিলাস অর্থাৎ ধবল প্রশমিত হয়। এই ঔষধ ব্যবহার কালে স্নান করিবে না, মার্জ্জনাদি দ্বারা শরীর পরিষ্কার রাখিবে ॥ ৫৩

অপামার্গের ক্ষার জল সাতবার পরিস্রুত করিয়া তাহার সহিত লতাকস্তুরীর তৈল পাক করিবে। এই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে সিধ্ম নষ্ট হয় ॥ ৫৪

কাকজঙ্ঘামূল, যমনী পত্র ও মূলার বীজ তক্রের সহিত মঙ্গলবারে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম নষ্ট হয় ॥ ৫৫

জীবন্তী, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, কমলা গুঁড়ি, আকন্দের আঠা ও তুঁতে এই সকল দ্রব্য ঘৃত তৈলের সহিত পাক করিয়া শেষ পাকে ধুনা ও মোম মিশ্রিত করিবে। ইহা দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলে বিপাদিকা, চর্ম্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম ও অলসক প্রশমিত হয় ॥ ৫৬

বজ্রক তৈল।

তিলতৈল /৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য—ছাতিমের মূল, শিরীষ, করবীর, আকন্দ, মালতী, চিতা, হাপরমালী (কেহ বলেন অপরাজিতা) ও নিম ইহাদের ছাল, ডহর-করঞ্জবীজ, সর্ষপ, চাকুন্দেবীজ, স্থলপদ্মিনী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বাতশ্লেষ্মজ ত্বগ্দোষ ও দুষ্টনাড়ীব্রণ নিবারিত হইয়া থাকে। উক্ত রোগ নাশে বজ্রতুল্য অব্যাহতশক্তি বলিয়া ইহাকে বজ্রক তৈল কহে ॥ ৫৭

মহাবজ্রক তৈল।

এরণ্ড মূল, রসাঞ্জন, মুতা, কেলিকদম্ব, কদম্ব, বামুনহাটী, কমলাগুঁড়ি, বিড়ঙ্গ, প্রিয়ঙ্গু, রাখালশসা, নিসিন্দা, ভেলা, দেবদারু, স্বর্ণক্ষীরী, সরলকাষ্ঠ, গুগ্গুলু, মনঃশিলা, সৈন্ধবলবণ, হরিতাল ও শুঁঠ, ইহাদের কল্ক, এবং তৈলের সমান ভাগ মনসা ও আকন্দের আঠা, একত্র করিয়া তৈল পাক করিবে। এই মহাবজ্রক তৈল পূর্ব্বোক্ত বজ্রক তৈল অপেক্ষা অধিক গুণ বিশিষ্ট। ইহা দ্বারা শ্বিত্র অর্শঃ ও গ্রন্থিমালা বিনষ্ট হয় ॥ ৫৮

কুড়, করবীর, ভৃঙ্গরাজ, আকন্দ, গোমূত্র, মনসার আঠা, সৈন্ধবলবণ ও মিঠাবিষ এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে ইহা অতিশয় কুষ্ঠনাশক ॥ ৫৯

মোম, সিন্দুর, গুগ্গুলু, তুঁতে ও রসাঞ্জন ইহাদের কল্ক সহ কটু তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে কণ্ডূ ও বিচর্চ্চিকা নষ্ট হয় ॥ ৬০

লাক্ষা, ত্রিকটু, চাকুন্দেবীজ, সরল কাষ্ঠ, কুড়, শ্বেতসর্ষপ ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য অথবা মূলার বীজ তক্রের সহিত বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে দদ্রু রোগ নিবারিত হয় ॥ ৬১

চিতা মূল ও সজিনাছাল ; গুলঞ্চ, আপাং ও দেবদারু ; খদির ও ধাওয়াছাল ; শ্যামা (বীজতাড়ক), দন্তী ও দ্রবন্তী ; লাক্ষা রসাঞ্জন ও এলাচ, এবং পুনর্নবা এই ছয়টী যোগ দধি মণ্ডের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতশ্লেষ্মজ কুষ্ঠ প্রশমিত হয় ॥ ৬২

বালা, কুড়, অগুরু, নাগকেশর, তেজপত্র, কৈবর্ত্ত মুতা, চন্দন ও বেণামূল এই সকল দ্রব্য উত্তরোত্তর এক একভাগ বর্দ্ধিত করিয়া পেষণ করিবে। পিত্তশ্লেষ্মজ কুষ্ঠে এই প্রলেপ শ্রেষ্ঠ ॥ ৬৩

দাহযুক্ত কুষ্ঠে তিক্ত দ্রব্য সাধিত ঘৃত অথবা শতধৌত ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ হিতকর। অত্যন্ত ক্লেদস্রাবযুক্ত কুষ্ঠে রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পুণ্ডরীয়া ও উৎপল সহ পক্ব তৈলের (এবং ঘৃতের) অভ্যঙ্গ প্রশস্ত। দাহযুক্ত অঙ্গে বিস্ফোটক ও চর্ম্মদল কুষ্ঠে শীতল প্রলেপ, শীতল পরিষেক, শিরাবেধ, বিরেচন ও তিক্ত ঘৃত হিতজনক ॥ ৬৪

খদির, বাসক, নিম, কুড়চি, স্থলপদ্ম, বিড়ঙ্গ, পলতা ও গুড়ূচী এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত আভ্যন্তর ও বাহ্য প্রযুক্ত হইলে কৃমিযুক্ত কুষ্ঠ নষ্ট হয়॥ ৬৫

বাত প্রধান কুষ্ঠে ঘৃত পান, শ্লেষ্ম প্রধান কুষ্ঠে বমন, পিত্ত প্রধান কুষ্ঠে রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা॥ ৬৬

কুষ্ঠরোগির দুষ্টরক্ত নির্হরণ ও আশয় সংশোধন পূর্ব্বক যে সকল প্রলেপ দেওয়া যায় তদ্দ্বারা পীড়ার শীঘ্র শান্তি হইয়া থাকে॥ ৬৭

কুষ্ঠরোগে যদি বাতাদি দোষ অপহৃত, দুষ্টরক্ত অপনীত, বাহ্যাভ্যন্তরে শমন ঔষধ প্রযুক্ত এবং স্নেহ যদি যথাকালে প্রদত্ত হয় তাহা হইলে কোন কুষ্ঠই অসাধ্য হয় না। অর্থাৎ সকল কুষ্ঠই উপশমিত হইয়া থাকে॥ ৬৮

বহুদোষান্বিত কুষ্ঠরোগির বল রক্ষা করিয়া পুনঃ পুনঃ সংশোধন ক্রিয়া করিবে। একবারে সমস্ত দোষ নির্হরণ করিবে না। কারণ দোষ অতি মাত্র নির্হৃত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া দুর্ব্বল রোগিকে আশু হনন করিয়া থাকে॥ ৬৯

কুষ্ঠরোগী পক্ষে পক্ষে (পনর দিন অন্তর) বমন, মাসে মাসে বিরেচন, তিন দিন অন্তর শিরোবিরেচন ও ছয় মাস অন্তর রক্ত মোক্ষণ করিবে॥ ৭০

যে কুষ্ঠরোগী দুর্ব্বান্ত বা দুর্ব্বিরিক্ত হয় অর্থাৎ যাহার বমন বিরেচন অসম্যক্‌কৃত হয়, সে ব্যক্তি কুপিত বাতাদি দোষের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় এবং তাহার পীড়া অসাধ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে সেই জন্য কুষ্ঠরোগির সমস্ত দোষ বমন বিরেচনাদিদ্বারা সম্যক্‌রূপে নির্হরণ করিবে॥ ৭১

কুষ্ঠরোগী ব্রত, দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ), যম-(অহিংসা সত্যবচন ব্রহ্মচর্য্যাদি)-পরায়ণ, দানশীল, ব্রাহ্মণ দেবতা ও গুরু পূজক, সর্ব্বপ্রাণিতে মৈত্রীভাবাপন্ন, শিব গণপতি তারা ও সূর্য্যের আরাধক হইলে অর্থাৎ এই সকল কার্য্য করিলে তাহার প্রবৃদ্ধ দোষজ ও পাপজ কুষ্ঠরোগ নির্ম্মূল হইয়া থাকে॥ ৭২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে কুষ্ঠচিকিৎসিত নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

(শ্বিত্র-কৃমি-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা শ্বিত্র-কৃমি-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব,—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

যেহেতু শ্বিত্ররোগ কুষ্ঠ অপেক্ষাও নিন্দিত এবং অতি শীঘ্র অসাধ্যতা প্রাপ্ত হয় অতএব প্রজ্বলিত গৃহের অগ্নি নির্ব্বাপণের ন্যায় শ্বিত্র রোগ শান্তির জন্য অতীব যত্ন করিবে॥ ২

শ্বিত্র রোগে প্রথমে সংশোধন বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বিরেচনার্থ সোমরাজীর ক্বাথ সিজের আঠার সহিত মিশাইয়া পান করাইবে। তৎপরে রোগিকে তৈলাভ্যক্ত করাইয়া

যথাশক্তি রৌদ্রে বসাইবে। বিরেচন হওয়ার পর পিপাসা হইলে তিন দিন পর্য্যন্ত পেয়া পান করিতে দিবে॥ ৩

শ্বিত্র স্থান অভ্যক্ত হইলে তাহাতে যে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহা (সেই স্ফোটক) কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দিবে। স্ফোটক সকল নিঃস্রুত হইলে তিন দিন প্রাতঃকালে সোমরাজী, অসন, গুল্‌ফা ও প্রিয়ঙ্গু ইহাদের কাথ অথবা ফাণিত যুক্ত পলাশক্ষার যথাবল পান করিবে॥ ৪

কাকডুমুর ও বহেড়া ছালের কাথের সহিত সোমরাজী বীজ কল্ক সেবন করিয়া রৌদ্র সেবন করিবে। তাহাতে শ্বিত্রস্থানে স্ফোটক সঞ্জাত হইলে তক্রের সহিত নির্লবণ অন্ন ভোজন করিবে॥ ৫

চিতা ও ত্রিকটু যুক্ত গোমূত্র মধুর সহিত মিশ্রিত একটী ঘৃত কলসে ১৫ দিন রাখিবে। তৎপরে ইহা শ্বিত্ররোগিকে পান করিতে দিবে। ইহাতে কুষ্ঠোক্ত বিধি অবলম্বন করিবে॥ ৬

লৌহপাত্রে তৈলের সহিত ভীমরাজ ভাজিয়া খাইবে, তৎপরে বীজক (বীজসার) সহ সিদ্ধ দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহাতে শ্বিত্র প্রশমিত হয়॥ ৭

নাটাকরঞ্জ, আকন্দ, সোন্দাল ও মনসা ইহাদের পত্র ও চামেলীর পত্র গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র, অর্শঃ, দদ্রু, পামা (পাঁচড়া), কুষ্ঠ ও দুষ্ট নালী ঘা নিবারিত হয়॥ ৮

ব্যাঘ্রচর্ম্ম বা হস্তীচর্ম্ম ভস্ম করিয়া তাহা তৈল সহ মিশাইয়া শ্বিত্রে প্রলেপ দিবে। ইহা শ্বিত্র রোগে শ্রেষ্ঠ প্রলেপ॥ ৯

একমাত্র পূতিকীট (পেদোপোকা) সোন্দালের ক্ষারের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র নষ্ট হয়॥ ১০

ভেলা কুটিয়া রাত্রিতে গোমূত্রে ভিজাইবে, দিবসে তাহা গোমূত্র হইতে তুলিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এইরূপে তিন দিন গোমূত্রে স্থাপন ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া মনসা সীজুর আঠার সহিত উত্তম রূপে পেষণ করিয়া শ্বিত্রে লেপ দিবে। ইহা শ্বিত্র নাশক॥ ১১

কৃষ্ণ সর্প বা বালার ভস্ম, বহেড়ার তৈল সহ মিশ্রিত করিয়া লেপ দিলে অথবা ময়ূর পিত্তের প্রলেপ দিলে শ্বিত্র নষ্ট হয়॥ ১২

সোমরাজী বীজ ৪ পল ও হরিতাল ১ পল গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র গাত্র সমবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৩

হস্তির পুরীষ উত্তম রূপে দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার এক দ্রোণ (৬৪ সের) পরিমিত লইয়া যথোপযুক্ত হস্তি-মূত্রে গুলিবে। পরে ক্ষার বিধানানুসারে একুশ বার ছাঁকিয়া তাহার সহিত উক্ত ক্ষারের দশম ভাগ সোমরাজী বীজ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। যখন ক্ষার চিক্কণ (পিচ্ছিল) হইবে তখন উহা নামাইবে। শ্বিত্র স্থান উত্তম রূপে ঘর্ষণ করিয়া এই ক্ষার দ্বারা বারংবার প্রলেপ দিলে শ্বিত্র, কুষ্ঠ, মষী (মষক), তিলকালক ও ব্রণের অধিমাংস নষ্ট হয়॥১৪

ভেলা, চিতামূল, মনসাসীজ মূল, আকন্দ মূল, কুঁচ, ত্রিকটু, শঙ্খচূর্ণ, তুঁতে, কুড়, পঞ্চ লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও ঈশ লাঙ্গলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মনসাসীজ ও আকন্দের আঠার সহিত লৌহপাত্রে পাক করিয়া ঘন হইলে নামাইবে। এবং শলাকা দ্বারা তাহার প্রলেপ দিবে। ইহাতে কুষ্ঠ, কিলাস, তিলকালক, অর্শের অঙ্কুর ও চর্ম্মকীল নষ্ট হয়।

ক্ষীণপাপ কোন ব্যক্তির কদাচিৎ বমন বিরেচনাদি শোধক ক্রিয়া, রক্তমোক্ষণ, বিরুক্ষণ ও শক্তুভোজন দ্বারা শ্বিত্র রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৫

অথ কৃমিচিকিৎসা।

অতঃপর শ্বিত্র রোগের সহিত চিকিৎসাসামান্যহেতু কৃমি-রোগের চিকিৎসা ব্যাখ্যাত হইতেছে।

কৃমিযুক্ত ব্যক্তির উদরে স্নেহ স্বেদ দিয়া তাহাকে গুড় ক্ষীর ও মৎস্যাদি ভোজন করাইয়া কৃমি ও কফকে উৎক্লেশিত অর্থাৎ স্বস্থান চ্যুত করিবে।" এবং 'রোগিকে আর কিছু খাইতে না দিয়া রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে দিবে। পরদিন অর্দ্ধ জল মিশ্রিত গোমূত্রে সুরসাদিগণের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথে পিপুল মদনফল ও বিড়ঙ্গের কল্ক এবং তৈল ও সাচিক্ষার মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্তি দিবে। অনন্তর সেই দিবসেই নিরূহ বস্তি প্রদানের পর তাহাকে বিরেচক তেউড়ি কল্ক, মদন ফল ও পিপুলের কাথে আলোড়ন করিয়া বিরেচনার্থ পান করাইবে। এই ক্রিয়ার দ্বারা রোগী উর্দ্ধাধঃ পরিশুদ্ধ হইলে পঞ্চকোল যুক্ত পেয়া ও বিলেপী প্রভৃতি পথ্য দিবে। তৎপরে কটু তিক্ত ও কষায় দ্রব্যের কাথ দ্বারা তাহাকে পরিষেচন করিবে। তদনন্তর যখন রোগির অগ্নি সন্ধুক্ষিত হইবে, তখন বিড়ঙ্গ তৈল দ্বারা অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ১৬

শিরোগত ক্রিমিরোগে শিরোরোগপ্রতিষেধোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। পশ্চাৎ প্রচুর তিক্ত-কটু রসান্বিত ও অল্প স্নেহ যুক্ত ভোজন করাইবে॥ ১৭

বিড়ঙ্গ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল ও সজিনা ইহাদের কল্ক সহ তক্রে পেয়া পাক করিয়া তাহাতে সাচিক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া রোগিকে সেবন করাইবে॥ ১৮

শিরীষ, আপাং, পালিধা, কৈউ, পলাশ বীজ, শালিঞ্চ শাক ও নাটাকরঞ্জ ইহাদের প্রত্যেকের রস মধু প্রক্ষেপ দিয়া পৃথক্ পৃথক্ পান করিবে অথবা সুরসাদিগণের (সূত্রস্থান ১৫ অধ্যায় ৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) পৃথক চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে॥ ১৯

অশ্বপুরীষ চূর্ণ বিড়ঙ্গের কাথে অথবা ত্রিফলার কাথে শতবার ভাবিত করিয়া তাহা মধুর সহিত লেহন করিলে কৃমিরোগের শান্তি হয়॥ ২০

শিরোগত ক্রিমিরোগে শিরোরোগনিষেধোক্ত ঔষধের চূর্ণ অথবা প্রধমন নস্য (ইহা নলে করিয়া ফুৎকার দ্বারা নাসিকার অভ্যন্তরে প্রযোজ্য) প্রয়োগ করিবে॥ ২১

ইন্দুরকানির কচিপাতা ও শালিতণ্ডুল একত্র উত্তমরূপে বাটিয়া তাহার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইবে। পরে ধান্যাম্ল (কাঁজি) পান করিবে অথবা পঞ্চকোল চূর্ণ ও লবণ মিশ্রিত পাত্‌লা তক্র অনুপান করিবে॥ ২২

কদম্ব, ভীমরাজ ও নিসিন্দাপত্র অথবা বিড়ঙ্গ সহ শালিতণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্ববৎ পিষ্টকাদি খাদ্য প্রস্তুত করিবে এবং তাহা ক্রিমিরোগিকে খাইতে দিবে॥ ২৩

ভেলার তৈলে তদর্দ্ধপরিমিত বিড়ঙ্গ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা সপ্তাহ দিন রৌদ্রে রাখিবে, পরে সেই তৈল পানে ও বস্তি কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। এইরূপ দেবদারু ও সরল কাষ্ঠের তৈলও বিড়ঙ্গ চূর্ণ মিশ্রিত ও রৌদ্রতপ্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ পানে ও বস্তিকার্য্যে ব্যবস্থা করিবে॥ ২৪

পুরীষজ ক্রিমিরোগে বিশেষ করিয়া বস্তি ও বিরেচন ব্যবস্থেয়॥ ২৫

কফজ ক্রিমিতে শিরোবিরেচন বমন ও শমন ঔষধ প্রযোজ্য॥ ২৬

কুষ্ঠরোগোক্ত চিকিৎসা দ্বারা রক্তজ ক্রিমির এবং ইন্দ্রলুপ্ত চিকিৎসা বিধানে রোমভোজি ক্রিমির প্রতিকার করিবে॥ ২৭

ক্রিমিরোগে অপথ্য। দুগ্ধ মাংস ঘৃত গুড় দধি পত্রশাক অম্লরস ও মধুর রস এই সকল দ্রব্য ক্রিমিরোগ হইতে মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তির পরিবর্জ্জনীয়॥ ২৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিত স্থানে শ্বিত্রক্রিমি-চিকিৎসিত নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

(বাতব্যাধি-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা বাতব্যাধি-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

শুদ্ধ ও নিরুপস্তম্ভ (সমীপস্থ অন্য কোন পদার্থ দ্বারা অনবরুদ্ধ) বায়ুর ঘৃতাদি স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা প্রথমে চিকিৎসা করিবে। বাতাক্রান্ত মানবকে ঘৃত বসা মজ্জা ও তৈল পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিতে হইবে। (এস্থলে শঙ্কা হইতেছে যে বাতবিজয়ে তৈলের প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, এখানে প্রথমে ঘৃতের উল্লেখ করা হইল কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে আজন্মসাত্ম্য হেতু ঘৃত সর্ব্বদাই প্রশস্ত, সেই জন্য প্রথমে ঘৃতশব্দ উপন্যস্ত হইয়াছে।) তদনন্তর স্নেহোদ্বেগাদি স্নিগ্ধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে স্নেহাক্রান্ত ব্যক্তিকে দুগ্ধ পান দ্বারা আশ্বস্ত করিয়া বারংবার স্নেহসংযুক্ত মুদ্গাদি যূষ, গ্রাম্য (ছাগাদি) ঔদক (কচ্ছপাদি) ও আনূপ (বরাহাদি) মাংস, পায়স, কৃশরা (খিচুড়ী বিশেষ), অম্ললবণ-রসান্বিত বাতঘ্ন অনুবাসন, সুস্নিগ্ধ তর্পণ অন্ন প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে স্নিগ্ধ করিবে। তৎপরে রোগিকে উত্তমরূপে অভ্যক্ত করিয়া স্নেহযুক্ত সঙ্করাদি স্বেদ দ্বারা পুনঃপুনঃ স্বিন্ন করিবে॥ ২

স্বেদের গুণ বলা যাইতেছে—বক্র স্তব্ধ ও বেদনান্বিত অঙ্গ স্নেহাভ্যক্ত ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিলে উহাকে যথেচ্ছভাবে সুখে নোয়াইতে পারা যায়॥ ৩

দৃষ্টান্ত যথা—যখন নির্জীব শুষ্ক কাষ্ঠকেও স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা কার্য্যোপযোগী করিতে পারা যায়, তখন সজীব গাত্র যে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন হইলে কর্ম্মণ্য হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি?॥ ৪

স্বিন্ন ব্যক্তির হর্ষ (রোমাঞ্চ), তোদ (সূচীবেধবদ্ বেদনা), বেদনা, আয়াম, শোথ, স্তব্ধতা ও গ্রহাদি (সন্ধিস্থানে বেদনাদি), আশু প্রশমিত হয় ও অঙ্গ কোমল হইয়া থাকে॥ ৫

স্বিন্নব্যক্তিকে স্নেহ প্রয়োগ করিলে তাহার (বাতরোগির) সংশুষ্ক ধাতুসমূহ আশু পুষ্ট হয় এবং বল অগ্নিবল পুষ্টি ও আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৬

বাতার্ত্ত ব্যক্তিকে বারংবার স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিবে ; তাহাতে কোষ্ঠ স্নেহ দ্বারা মৃদু হওয়ায় বাতজরোগ সমূহ নষ্ট হইবে ॥ ৭

যদি দোষের আধিক্য হেতু পূর্ব্বোক্তরূপ চিকিৎসা দ্বারা বাতব্যাধির শান্তি না হয়, তাহা হইলে স্নেহযুক্ত মৃদু (সোন্দাল প্রভৃতি) ঔষধ দ্বারা বায়ুরোগিকে বিশোধিত করিবে। অথবা লোধের সহিত বা চামার কষার সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত অথবা দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল পান করাইবে। ইহা দ্বারা দোষ নষ্ট ও ব্যাধি প্রশান্ত হইবে ॥ ৮।৯

উক্ত অবস্থায় কেন অনুলোমন দেওয়া হয় তাহা বলা যাইতেছে। স্নিগ্ধ অম্ল লবণ ও উষ্ণবীর্য্যাদি আহার দ্বারা সঞ্চিত মল স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া বায়ুকে রুদ্ধ করে, অতএব বায়ুকে অনুলোম (স্বপথে প্রবৃত্ত) করিবে ॥ ১০

বাতাক্রান্ত যে রোগী দুর্ব্বল, অথচ বিরেচন যোগ্য, তাহাকে বিরেচন না দিয়া অগ্নি-দীপন ও পাচনীয় নিরূহ প্রদান করিয়া চিকিৎসা করিবে। অথবা দীপন ও পাচন ভোজ্য প্রয়োগ করিবে। তৎপরে নিরূহাদি দ্বারা সম্যক্ শুদ্ধরোগির অগ্নিদীপ্তি হইলে পুনরায় স্নেহ ও স্বেদ ব্যবস্থা করিবে ॥ ১১

কুপিত বায়ু আমাশয় গত হইলে রোগিকে বমিত ও প্রতিভোজিত করিয়া উষ্ণজলের সহিত ষড়্ধরণ যোগ বা বচাদিগণ (সূত্রস্থান পঞ্চদশ অধ্যায় দেখ) সেবন করাইবে। ইহাতে অগ্নি সন্দীপিত হইলে কেবল বাতঘ্ন চিকিৎসা করিবে। (ষড়্ধরণ যোগ যথা—দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, আঁতইচ, চিতা ও আকনাদি এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রাহ্য)।

দুষ্টবায়ু নাভিপ্রদেশস্থ হইলে বেলশুঁঠের সহিত মৎস্য পাক করিয়া তাহা খাইতে দিবে ॥ ১২

কুপিত বায়ু নাভির অধোদেশে অবস্থিত হইলে বস্তি ক্রিয়া, অবপীড়ক ও উপরি কথিত মৎস্য প্রযোজ্য ॥ ১৩

দুষ্টবায়ু কোষ্ঠগত হইলে পাচন ও দীপন ক্ষার ও চূর্ণাদি ঔষধ হিতকর ॥ ১৪

কুপিতবায়ু হৃদ্‌গত হইলে শালপাণির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান এবং শিরোগত হইলে শিরোবস্তি স্নৈহিক নস্য ধূমপান ও কর্ণাদির তর্পণ প্রশস্ত ॥ ১৫

ত্বগাশ্রিত দুষ্ট বায়ুতে স্বেদ অভ্যঙ্গ ও হৃদ্য অন্ন ব্যবস্থা করিবে ॥ ১৬

দুষ্টবায়ু রক্তগত হইলে শীতল প্রলেপ বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করিবে ॥ ১৭

মাংস ও মেদোগত কুপিত বায়ুতে বিরেচন নিরূহ বস্তি ও শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ১৮

দুষ্ট বায়ু অস্থি ও মজ্জাগত হইলে বাহ্যে ও অভ্যন্তরে স্নেহ প্রয়োগ করিবে ॥ ১৯

শুক্রগত কুপিত বায়ুতে হর্ষোৎপাদন এবং বলকর ও শুক্রবর্দ্ধক অন্ন হিতকর ॥ ২০

বায়ুদ্বারা শুক্রের পথ রুদ্ধ হইলে বিরেচন দিবে। বিরেচনের পর পথ্য ভোজন করাইয়া পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা করিবে ॥ ২১

কুপিত বায়ুদ্বারা গর্ভ শুষ্ক হইলে সেই গর্ভের ও গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টির জন্য চিনি যষ্টিমধু ও গাম্ভারীর ফলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবে ॥ ২২

কুপিত বায়ু স্নায়ু সন্ধি ও শিরাকে আশ্রয় করিলে স্বেদ দাহ ও উপনাহ প্রয়োগ করিবে ॥ ২৩

দুষ্ট বায়ুদ্বারা অঙ্গ সঙ্কুচিত হইলে মাষকলায় ও সৈন্ধবের কল্কসহ পক্ক তৈল অভ্যঙ্গ করিবে ॥ ২৪

শরীরের কোন অঙ্গ হইতে রক্তস্রাব হইলে ঝুল, সৈন্ধবলবণ ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। কোন স্থান সুপ্ত (স্পর্শশক্তি হীন) অথবা বেষ্টনবৎ বেদনা বিশিষ্ট হইলে উপনাহ (পুল্টিশ) দিবে॥ ২৫

অপতানক-চিকিৎসা। আক্ষেপকাদি রোগের অসাধ্যত্ব ও আশু বিপজ্জনকত্ব হেতু প্রথমে তাহার চিকিৎসা কথিত হইতেছে। অতঃপর বাতব্যাধি সমূহের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক চিকিৎসা উপদিষ্ট হইবে। অপতানকার্ত্ত রোগী যদি অশিথিল নেত্র, অকম্পিত, অস্তব্ধলিঙ্গ, স্বেদ রহিত ও বহিরায়াম বর্জ্জিত হয় এবং একবারে শয্যাশায়ী হইয়া না পড়ে, তাহা হইলে শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করিবে॥ ২৬

অপতানক রোগিকে প্রথমেই উত্তমরূপে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া স্রোতোবিশুদ্ধির জন্য ত্রিকটু প্রভৃতির তীক্ষ্ণ নস্য দিবে। তৎপরে বিদার্য্যাদিগণের ক্বাথ দধি দুগ্ধ ও মাংস রসের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া তাহার অচ্ছপান ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে বায়ু সহসা অতিমাত্র ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না। (ঘৃত /৪ সের, বিদার্য্যাদিগণের ক্বাথ ১৬ সের, দধি দুগ্ধ ও মাংস রস প্রত্যেক /৪ সের)॥ ২৭

কুলথকলাই, যব, কুল, ভদ্রদার্ব্বাদিগণ ও আনূপ মাংস ইহাদের যথাবিধি প্রস্তুতীকৃত ক্বাথ, কাঁজি ও দুগ্ধ এবং মধুরগণের কল্ক সহ যথানিয়মে মহাস্নেহ পাক করিবে। সেক, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, অন্ন, পান, নস্য ও অনুবাসনে এই মহাস্নেহ প্রযোজিত হইলে এবং পূর্ব্বোক্ত স্নেহ ও স্বেদ সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে বায়ুর শান্তি হইয়া থাকে॥ ২৮

অপতানক রোগে যে সময়ে বায়ুর বেগ থাকিবে না, সেই সময়ে শ্লেষ্মনিবারক তীক্ষ্ণ অবপীড় ও প্রধমন নস্য প্রয়োগ করিবে। তদ্দ্বারা শ্বসনা (হৃদয়াশ্রিতা প্রাণবহা নাড়ী) শ্লেষ্মবিমুক্ত হইলে রোগী শীঘ্র সংজ্ঞা লাভ করে। (কল্কীকৃত দ্রব্য নিষ্পীড়ন করিলে যে রস বহির্গত হইবে তাহার নস্যকে অবপীড় এবং চূর্ণ ঔষধ নলসহযোগে ফুৎকার দ্বারা নাসিকার মধ্যে প্রদান করাকে প্রধমন নস্য কহে)॥ ২৯

বায়ুর অধিক প্রকোপ থাকিলে সচললবণ হরীতকী ও ত্রিকটু সিদ্ধ ঘৃত পান করাইবে॥ ৩০

লোধ /১ সের, ত্রিফলা /২ সের, মহৎপঞ্চমূল, এরণ্ডমূল, কণ্টকারী ও তেউড়ী প্রত্যেক একপল ; এই সমস্ত দ্রব্য ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ ১৬ সের, দধি ১৬ সের ও যবক্ষার ৩ পল সহ ঘৃত /৪ সের পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে একাঙ্গগত বা সর্ব্বাঙ্গগত দুষ্ট বাতরোগ, যোনিব্যাপদ্, গুল্ম, ব্রধ্ন ও উদর রোগ নষ্ট হয়॥ ৩১

পূর্ব্বে লোধের সহিত যে রূপ ঘৃত পাক করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে, সেই নিয়মে সোন্দাল ও অশোকের সহিতও ঘৃত পাক করিবে॥ ৩২

কেবল বায়ু জন্য অপতানকে (অর্থাৎ যাহাতে অন্য দোষের সংসর্গ নাই) পূর্ব্বোক্ত রূপ চিকিৎসা করিবে। সংসৃষ্ট দোষজ অপতানকে দোষদ্বয়োক্ত মিশ্র চিকিৎসা করিবে। কফান্বিত অপতানক রোগে ধনে, হরীতকী, হিং, পুষ্করমূল, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও বিটলবণ ইহাদের চূর্ণ যবের ক্বাথ সহ পান করাইবে। ইহাতে হৃদ্রোগ, পার্শ্ব বেদনা ও অপতন্ত্রকের শান্তি হইবে।

অথবা হিং, সচললবণ, শুঁঠ, দাড়িম ও অম্লবেতস ইহাদের চূর্ণ যবক্বাথের সহিত সেবন করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল পাওয়া যায়। ইহাতে বাতশ্লেষ্মজ হৃদ্রোগোক্ত ঔষধ প্রশস্ত ॥ ৩৩

বাহ্যায়াম ও আভ্যন্তরায়াম। বহিরায়াম ও অন্তরায়াম এই উভয় প্রকার আয়ামের চিকিৎসা অর্দ্দিত রোগের চিকিৎসার ন্যায় করিবে। ইহাতে তৈল-দ্রোণীতে রোগিকে শয়ন করাইবে। এই দ্বিবিধ আয়ামের মধ্যে অন্তরায়াম অতি কষ্টসাধ্য ॥ ৩৪

ধনুঃস্তম্ভের অসাধ্য লক্ষণ। ধনুঃস্তম্ভাক্রান্ত যে রোগির দন্ত ও মুখ বিবর্ণ, অঙ্গ শিথিল, চেতনা নষ্ট ও শরীর স্বেদযুক্ত, সে ব্যক্তি দশ দিনও বাঁচে না। অর্থাৎ দশ দিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয় ॥ ৩৫

পূর্ব্বোক্ত দুষ্ট লক্ষণ সমুহ উপস্থিত না হইলে এবং পীড়ার বেগ অল্প হইলে রোগী বাঁচে। কিন্তু বিনত দেহ, জড়, খঞ্জ, কুণি (নুলো), পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পঙ্গু অথবা বিকল (অকর্ম্মণ্য) হইয়া থাকে।

হনুস্রংস চিকিৎসা। হনুস্রংস রোগে হনুদ্বয়ে স্নেহ স্বেদ দিয়া তাহাকে স্বস্থানে স্থাপিত করিবে। কুশল চিকিৎসক রোগির মুখ বিবৃত হইলে চিবুককে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া এবং মুখ সংবৃত হইলে নিম্নে নামাইয়া প্রকৃতিস্থ করিবে। অবশিষ্ট চিকিৎসা অর্দ্দিত রোগের ন্যায় জানিবে ॥ ৩৬

জিহ্বাস্তম্ভ চিকিৎসা। জিহ্বাস্তম্ভ রোগে অবস্থানুসারে বায়ুর চিকিৎসা করিবে ॥ ৩৭

অর্দ্দিত চিকিৎসা। অর্দ্দিত রোগে নস্য গ্রহণ, মস্তকে তৈল প্রদান এবং কর্ণ ও নেত্রের তর্পণ বিশেষ। অর্দ্দিত শোথান্বিত হইলে তাহাতে বমন এবং দাহ ও রাগযুক্ত হইলে শিরাবেধ কর্ত্তব্য ॥ ৩৮

পক্ষাঘাত চিকিৎসা। পক্ষাঘাত রোগে স্নেহন ক্রিয়া ও স্নেহযুক্ত বিরেচন প্রশস্ত ॥ ৩৯

অববাহুক চিকিৎসা। অববাহুক রোগে নস্য গ্রহণ ও ভোজনান্তে ঘৃত পান কর্ত্তব্য ॥ ৪০

ঊরুস্তম্ভ চিকিৎসা।

ঊরুস্তম্ভ রোগে স্নেহ পান বা বমনবিরেচনাদি শোধন ব্যবস্থেয় নহে, কারণ ইহাতে শ্লেষ্মা আম ও মেদের আধিক্য থাকে, সেই জন্য যুক্তিপূর্ব্বক প্রথমে শ্লেষ্ম প্রভৃতির নাশক ঔষধই ব্যবস্থা করিবে। অতএব ইহাতে রুক্ষ উপচার, যব শ্যামা ও কোদোধান্যের অন্ন, ঈষৎ লবণ ও তৈল সংযুক্ত জলে সিদ্ধ শাক, ঘৃত রহিত জাঙ্গল মাংস রস, মধুমিশ্র জল ও অরিষ্ট পান প্রশস্ত। আমযুক্ত বায়ুতে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত বৎসকাদিগণ হরিদ্রাদিগণ বা বচাদিগণের চূর্ণ সুখোষ্ণ জল সহ পান করিবে অথবা ষড়ধরণ যোগ সেবন করিবে ॥ ৪১

ঊরুস্তম্ভরোগে ত্রিফলা, চৈ, কট্‌কী, পিপুল ও মুতা ইহাদের কল্ক অথবা চৈ, হরীতকী, চিতামূল ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের কল্ক মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা হরীতকী গুগ্‌গুলু বা শিলাজতু ইহাদের কোন একটী গোমূত্রের সহিত নিত্য সেবন করিবে ॥ ৪২

ব্যোষাদিগুগ্‌গুলু।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, মুতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ; এই নয়টী দ্রব্যের সমান গুগ্‌গুলু; একত্র করিয়া সেবন করিলে মেদ শ্লেষ্মা ও আমবাতজ সমস্ত রোগ নিবারিত হয় ॥ ৪৩

উক্তরূপ চিকিৎসা দ্বারা মেদোযুক্ত ও কফান্বিত বায়ু (উরুস্তম্ভ) প্রশমিত হয়। উরুস্তম্ভে যবক্ষার ও গোমূত্রযুক্ত স্বেদ, পরিষেক ও উদ্বর্ত্তন করিবে। ইহাতে করঞ্জফল ও শ্বেতসর্ষপ গোমূত্রে বাটিয়া তদ্দ্বারা অথবা আকন্দ, জয়ন্তী, নিম ও দেবদারু ইহাদের মূল, সর্ষপ, আপক্কলোষ্ট্র (ইট) ও বল্মীক মৃত্তিকা এই সকল দ্রব্য মধু মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে॥ ৪৪

উরুস্তম্ভ রোগিকে কফক্ষয়ার্থ (ও মেদোনাশার্থ) সহ্যমত ব্যায়াম করাইবে। ব্যায়াম যথা—কোন স্থান উল্লঙ্ঘন, যথাশক্তি স্ত্রী-সেবা, স্থিরজলবিশিষ্ট সরোবরে সন্তরণ অথবা ক্ষেম (হিংস্রজন্তু কুম্ভীরাদি রহিত) নদীতে স্রোতোঽভিমুখে সন্তরণ করাইবে। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা শ্লেষ্মা ও মেদের ক্ষয় হইলে স্নেহাদি প্রয়োগ করিবে॥ ৪৫

অবশিষ্ট বাতব্যাধিতে স্থান ও দূষ্যাদি আলোচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে॥ ৪৬

ঝিণ্টি, দেবদারু, শুঁঠ ইহাদের কাথে তৈল প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে বায়ুরোগী ইচ্ছামত দ্রুতগামী বা বিলম্বিতগামী হইতে পারে॥ ৪৭

রাস্না, শুঁঠ, চিতা, পিপুল, শটী ও পুষ্কর মূল এই সকল দ্রব্যের কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। ইহা বাতঘ্ন উত্তম ঔষধ॥ ৪৮

নিম্বাদি ঘৃত।

ঘৃত ⁄৪ সের। কাথার্থ—নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পল্‌তা, কণ্টকারী (কেহ বলেন—নিসিন্দা) প্রত্যেক দশপল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ⁄৮ সের। কল্ক দ্রব্য—আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শুঁঠ, হরিদ্রা, মৌরী, চৈ ২ ভাগ, কুড়, মরিচ, ইন্দ্রযব, যমানী, চিতা, কট্‌কী, ভেলা, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ (২ ভাগ) ও যোয়ান প্রত্যেক ২ তোলা, শোধিত গুগ্‌গুলু ৫ পল; যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সন্ধি অস্থি ও মজ্জগত প্রবল বায়ু, সন্ধ্যাদিগত কুষ্ঠ, নালী-ঘা, অর্ব্বুদ, ভগন্দর, গণ্ডমালা, জক্রর উর্দ্ধগত সর্ব্বপ্রকার রোগ, গুল্ম, অর্শঃ, মেহ, যক্ষ্মা, অরুচি, শ্বাস, পীনস, কাস, শোথ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, মদরোগ, বিদ্রধি ও বাতরক্ত নষ্ট হয়॥ ৪৯

বেড়েলা ও বেলশুঁঠের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধের সহিত ঘৃতমণ্ড পাক করিবে। সেই পক্ক ঘৃতমণ্ডের ৪ বা ৮ তোলা পর্য্যন্ত নস্য লইলে শিরোগত বাতরোগ নষ্ট হয়॥ ৫০

পূর্ব্বোক্ত ঘৃতমণ্ডের ন্যায় কুম্ভীর, মৎস্য, কূর্ম্ম ও শুশুকের বসা পাক করিয়া তাহা কেবল বাতে প্রয়োগ করিবে॥ ৫১

পুরাতন তিলকল্ক (তিলের খৈল) ও পঞ্চমূল, ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ কাথ করিবে। এই কাথ দ্বয় ও আট গুণ দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া পান করিলে বায়ুরোগ সমূহ বিশেষতঃ শ্লেষ্মাশ্রিত বায়ুরোগ নিবারিত হয়॥ ৫২

প্রসারণী তৈল।

তৈল ⁄৪ সের, দুগ্ধ ⁄৪ সের। গন্ধভাদুলে ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—মেদা, মহামেদা, মৌরী (কেহ বলেন—জটামাংসী), মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রাস্না, রক্তচন্দন,

জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু মিলিত ১ সের ; যথাবিধি পাক করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ নষ্ট হয় ॥ ৫৩

সহাচর তৈল।

তৈল ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। ক্কাথার্থ—মূল ও শাখা সমন্বিত পীতঝিণ্টী ১২৷৷০ সের, দশমূল ১২৷৷০ সের, শতমূলী ৵৷০ সের, একত্র ৪ দ্রোণ (২৫৬ সের) জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। কল্কদ্রব্য যথা—বেণামূল, নখী, কুড়, চন্দন, এলাইচ, গন্ধ পিড়িং, প্রিয়ঙ্গু, নালুকা, বালা, শিলাজতু, লোহিতা (বরাহক্রান্তা বা মঞ্জিষ্ঠা) নলদ (উশীরবৎ পীতবর্ণ তৃণ বিশেষ), অগুরু, দেবদারু, চোরপুষ্পী, মৌরী (কেহ বলেন জটামাংসী), শিলারস ও তগরপাদুকা, প্রত্যেক এক পল ; যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল নিয়মপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে কম্প আক্ষেপ স্তব্ধতা ও শোষাদিযুক্ত সর্ব্বপ্রকার কষ্টসাধ্য বাতরোগ এবং গুল্ম, উন্মাদ, পীনস ও যোনিরোগ নিবারিত হয় ॥ ৫৪।৫৫

অপর সহাচর তৈল।

মূলপত্রযুক্ত পীতঝিণ্টী ১২৷৷০ সের ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই ক্কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের ও মূলার কল্ক দশ পল সহ ১৬ সের তৈল যথানিয়মে পাক করিবে। অথবা তৈল ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কৃত পীতঝিণ্টীর ক্কাথ ১৬ সের এবং কল্ক দ্রব্য যথা—তগরপাদুকা, বচ, শালপাণি, কুড়, দেবদারু, এলাচ, নলদ, শৈলেয়, শুল্ফা, রক্তচন্দন (মিলিত ৴৪ সের) ; একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া তাহাতে ১৮ পল শর্করা মিশ্রিত করিবে। এই তৈল ভেড় মহর্ষির সম্মত। ইহা ব্যবহার করিলে কষ্টসাধ্য বায়ুরোগ সমূহ এবং বাতকুণ্ডলিকা, উন্মাদ, গুল্ম ও ব্রধ্ন প্রভৃতি রোগ সমূহ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫৬

বলা তৈল।

তৈল ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, শুক্ত ১৬ সের, ছাগ দুগ্ধ ৴৮ সের। ক্কাথার্থ—বেড়েলা ১২৷৷০ সের, গুলঞ্চ ৩৵০ তিন সের অর্দ্ধ পোয়া, রাস্না ১২৷৷০ পল (১৷৵০) এই সকল একত্র ১৬০০ সের জলে পাক করিয়া শতভাগাবশিষ্ট থাকিতে অর্থাৎ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। কল্কদ্রব্য যথা—শটী, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, এলাচ, মঞ্জিষ্ঠা, অগুরু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গোরক্ষ চাকুলে, মুতা, মুগানি, রেণুকা, যষ্টিমধু, সুরস, বাঘনখ (কণ্টকযুক্ত ফলবিশেষ), ঋষভক, জীবক, পলাশ, শিলারস, কস্তুরী, নীলগাছ, জয়িত্রী, গন্ধপিড়িং, কুঙ্কুম, শৈলেয়, আমলকী, কায়ফল, বালা, দারুচিনি, কুন্দুরু, কর্পূর, শিলারস, লবঙ্গ, নখী, কঙ্কোল, কুড়, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, গেঁঠেলা, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, বচ, ময়না, কৈবর্ত্তমুতা ও নাগকেশর প্রত্যেক এক পল। যথানিয়মে পাক করিয়া নামাইবে। পরে তাহাতে যথাবিধি পত্র-কল্ক দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈল বিধিপূর্ব্বক প্রযুক্ত হইলে কাস, শ্বাস, জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, গুল্ম, ক্ষত, ক্ষয়, প্লীহা, শোষ, অপস্মার ও অলক্ষ্মী দোষ নষ্ট হয়। এই বলা তৈল বাতব্যাধিবিনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ ॥ ৫৭

পূর্ব্বোক্ত স্নেহ সমূহ উপযুক্ত কালে পানে নস্তে অনুবাসনে ও অভ্যঙ্গে সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে দুষ্ট বায়ুরোগ সমূহ আশু শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং বন্ধ্যানারী পুত্রভাগিনী হইয়া থাকে ॥ ৫৮

স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা দ্রবীভূত শ্লেষ্মা যখন পক্কাশয়ে গমন করিয়া নিজ লক্ষণ প্রকাশ করে অথবা পিত্ত স্বলক্ষণ প্রদর্শন করে, তখন সেই কফ বা পিত্তকে বস্তি প্রয়োগ দ্বারা নির্হরণ করিবে॥ ৫৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিতস্থানে বাতব্যাধি চিকিৎসিত নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

(বাতরক্ত-চিকিৎসা।)

অতঃপর আমরা বাতশোণিত-চিকিৎসিত ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

বাতরক্তাক্রান্ত ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ করিয়া তাহার বল ও দোষদুষ্যানুসারে অল্প অল্প করিয়া বারংবার রক্ত নির্হরণ করিবে। রক্তমোক্ষণ দ্বারা যাহাতে বায়ুর প্রকোপ না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে॥ ২

বাতরক্ত রোগে বেদনা, রক্তবর্ণতা, সূচীবেধবৎ ব্যথা ও দাহ থাকিলে জলৌকা দ্বারা, চিমি-চিমিবৎ বেদনা, কণ্ডূ, বেদনা ও সন্তাপ থাকিলে শৃঙ্গ বা অলাবুদ্বারা, এবং এক স্থান হইতে স্থানান্তরগামী রক্ত প্রচ্ছান বা শিরাবেধ দ্বারা নির্হরণ করিবে (কেহ ব্যাখ্যা করেন—শিরাদ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে রক্ত চুঁচিয়া আনিয়া প্রচ্ছান দ্বারা নির্হরণ করিবে। কিন্তু ইহা টীকাকারসম্মত নহে।) ৩

রোগির যদি শরীরে গ্লানি থাকে তাহা হইলে রক্তমোক্ষণ করিবে না এবং যে রক্ত রুক্ষ ও বাতপ্রধান, তাহাও স্রাব করিবে না। কারণ রক্তক্ষয় হেতু কুপিত বায়ু গম্ভীর শোথ, স্তম্ভ, কম্প, স্নায়ু ও শিরাগত রোগ, গ্লানি এবং বাতজনিত অন্যান্য রোগ উৎপাদন করে। (রক্ত রুক্ষ হইলে বায়ুর চিকিৎসা করিবে)। ৪

বিরেচনার্হ বাতরক্তরোগিকে স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া স্নেহযুক্ত বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে॥ ৫

বাতপ্রধান বাতরক্তে পুরাতন ঘৃত পান করিতে দিবে॥ ৬

থুলকুড়ি, ক্ষীরকাকোলী, ক্ষীরিণী (স্বর্ণক্ষীরী), জীবক ও সর্ষপ ইহাদের কল্ক ও দুগ্ধের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাতরক্ত নষ্ট হয়॥ ৭

বাতরক্ত রোগিকে দ্রাক্ষা ও মৌলের কাথে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত চিনির সহিত পান করাইবে। আর গুলঞ্চের স্বরসে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ কিংবা তৈল দুগ্ধ ও চিনি একত্র সংমিশ্রিত করিয়া তাহা পান করিতে দিবে॥ ৮

বেড়েলা, শতমূলী, রাস্না, দশমূল, পীলু, বৃদ্ধদারক, এরণ্ডমূল ও শালপাণি ইহাদের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ বাতার্ত্তিনাশক॥ ৯

ধারোষ্ণ দুগ্ধ বা গোমূত্রযুক্ত দুগ্ধ পান করিলে দোষের অনুলোম হয়॥ ১০

পিত্তোত্তর বাতরক্তে শতমূলী, কটুকী, পটোলপত্র, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ অথবা মধুর ও তিক্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত বা দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা পানার্থ ব্যবস্থা করিবে॥ ১১

বহুদোষাক্রান্ত বাতরক্ত রোগী বিরেচনার্থ দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিবে এবং উহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিবে॥ ১২

অথবা হরীতকীর কাথ ঘৃত ভর্জ্জিত করিয়া পান করিবে কিংবা তেউড়ীমূল চূর্ণ দুগ্ধানুপানে বা দ্রাক্ষারসানুপানে পান করিবে॥ ১৩

কিংবা সেই বাতরক্ত রোগির মল, ঘৃতান্বিত ক্ষীরবস্তি দ্বারা নির্হরণ করিবে। কারণ বস্তির তুল্য বাতরক্তচিকিৎসিত আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। বিশেষতঃ গুহ্যদেশ পার্শ্ব উরু পর্ব্ব অস্থি ও উদরে বেদনা থাকিলে বস্তি অতিশয় হিতকর॥ ১৪

কফোল্বণ বাতরক্তে মুতা, দ্রাক্ষা ও হরিদ্রা ইহাদের কাথ বা ত্রিফলার কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ইহাতে গুলঞ্চ সর্ব্বপ্রকারে অর্থাৎ কাথ কল্ক বা চূর্ণাদি রূপে প্রয়োগ করিবে॥ ১৫

যে স্নেহ যে বাতরক্ত রোগির উপযুক্ত, তাহাকে সেই স্নেহ পান করাইয়া মৃদু বমন করাইবে এবং তাহার শরীর রুক্ষ করিবে॥ ১৬

ত্রিফলা, ত্রিকটু, তেজপত্র, এলাচ, দারুচিনি, ক্ষীরী (দুগ্ধিকা), চিতা, বচ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, লোমশ (নিম্বছাল), বাসক ছাল, ঋদ্ধি, ঈশলাঙ্গলা ও চৈ এই সকল দ্রব্য সমভাগে জলের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রাতঃকালে লৌহপাত্র প্রলিপ্ত করিবে। মধ্যাহ্নে সেই কল্ক ভক্ষণ করিবে। ইহা সর্ব্বদোষান্বিত ও অত্যন্ত শূলবেদনা যুক্ত বাতরক্তে হিতকর॥ ১৭

কৃপা অভ্যাস দ্বারা যেমন ক্রোধ জয় করা যায়, কুলেখাড়ার কাথ পান ও তাহার শাক ভোজন করিলে সেইরূপ বাতরক্ত বিজিত হইয়া থাকে॥ ১৮

ব্রহ্মচর্য্যপালন পূর্ব্বক পঞ্চমূলের কাথ বা আমলকীর রসের সহিত লেলীতক বসা সেবন করিলে শরীরে সুস্থিরীভূত বাতরক্তও নষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৯

বাতরক্তের আভ্যন্তর চিকিৎসা উক্ত হইল; অতঃপর বাহ্য চিকিৎসা কথিত হইতেছে॥ ২০

তৈল ⁄৪ সের, কাঁজি ১৬ সের ও ধূনা এক সের; একত্র যথাবিধি পাক করিবে। পরে ঐ তৈল প্রভূত জলে মথিত করিয়া তাহা অঙ্গে মাখাইলে রোগির জ্বর দাহ ও বেদনার শান্তি হয়॥ ২১

পিণ্ডতৈল।

পূর্ব্বোক্ত তৈল—মোম, মঞ্জিষ্ঠা, ধুনা ও অনন্তমূল ইহাদের কল্কের সহিত পাক করিলে তাহাকে পিণ্ডতৈল কহে। এই তৈলের অভ্যঙ্গে বাতরক্তের বেদনা নষ্ট হয়॥ ২২

দশমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তদ্দ্বারা পরিষেক করিলে বাতরক্তের বেদনা সত্বো নিবৃত্ত হয়। বাতপ্রধান বাতরক্তে কোষ্ণ ঘৃতের দ্বারা পরিষেক করিলেও উক্ত ফল হয়॥ ২৩

মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত চতুর্ব্বিধ স্নেহ পাক করিবে। বাতরক্ত রোগির স্তম্ভ আক্ষেপ ও শূল থাকিলে এই স্নেহ ঈষদুষ্ণ করিয়া এবং দাহ থাকিলে শীতল করিয়া তদ্দ্বারা পরিষেক করিবে। গব্যদুগ্ধ মেষদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা (স্তম্ভাদি যুক্ত রোগিকে উষ্ণাবস্থায় এবং দাহযুক্ত রোগিকে শীতল অবস্থায়) পরিষেক করিবে। জীবনীয়গণের কাথ বা লঘু পঞ্চমূলের কাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে স্তম্ভাদিযুক্ত রোগিকে এবং শীতল থাকিতে দাহান্বিত রোগিকে পরিষেক করিবে॥ ২৪।২৫

বাতরক্তে দাহ থাকিলে দ্রাক্ষা, ইক্ষুরস, মদ্য, দধির মাৎ, অম্লকাঁজি, তণ্ডুলোদক, মধু সংযুক্ত জল ও চিনির জল পরিষেকার্থ প্রয়োগ করিবে॥ ২৬

চন্দনার্দ্রকরস্তনা স্পর্শশীতলা সুখস্পর্শা প্রিয়বাদিনী প্রিয়া কামিনীগণের আলিঙ্গনে দাহ বেদনা ও ক্লান্তি নষ্ট হয়॥ ২৭

বাতরক্তে রক্তবর্ণতা বেদনা ও দাহ থাকিলে রক্তমোক্ষণ করিয়া প্রপুণ্ডরিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, দারু-হরিদ্রা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, চিনি, কাস, ইক্ষু, মসূর ও এরকা (হোগলা বা শর) বীজের চূর্ণ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ দ্বারা বেদনা, দাহ, বীসর্প, লৌহিত্য ও শোথ নষ্ট হয়॥ ২৮

বাতঘ্নদ্রব্য সাধিত তিলমুদ্গাদি কৃত স্নিগ্ধ কৃশর (খিচুড়ি বিশেষ) এবং মুদ্গ ও দুগ্ধ মিশ্রিত তিল ও সর্ষপ পিণ্ড ইহাদের উপনাহ (পুলটিশ) দিলে শূল বেদনা নিবারিত হয়॥ ২৯

ঔদক প্রসহ ও আনূপ বেশবার জীবনীয়গণোক্ত ঔষধের সহিত পক, স্নেহযুক্ত ও সুসংস্কৃত করিয়া তাহার উপনাহ অথবা ঔদক প্রসহ ও আনূপ জন্তুর বসা জীবনীয় ঔষধের সহিত সিদ্ধ ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া তাহার উপনাহ দিলে স্তব্ধতা, তোদ (সূচীবেধবৎ বেদনা), যন্ত্রণা, আয়াম, শোথ ও অঙ্গগ্রহ (অঙ্গের ক্রিয়া হানি) নিবারিত হয়॥ ৩০

পীতঝাঁটী ও জীবন্তী ইহাদের মূল ছাগদুগ্ধে বাটিয়া তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া অথবা ভৃষ্ট কৃষ্ণতিল দুগ্ধে নির্ব্বাপিত ও পেষিত করিয়া তাহার পূর্ব্ববৎ প্রলেপ দিবে॥ ৩১

মসিনা এরণ্ডবীজ অথবা শুল্‌ফা দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তের প্রবল বাতশূলের নিবৃত্তি হয়॥ ৩২

বাতাধিক বাতরক্তে গোমূত্র ক্ষার ও সুরার সহিত যথাবিধি পক ঘৃত অভ্যঙ্গ করিবে॥ ৩৩

মধুমিশ্রিত শুক্ত পরিষেকে ও অভ্যঙ্গে হিতকর। কফোত্তর বাতরক্তে ঝুল, বচ, কুড়, শুল্‌ফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের প্রলেপ দিলে বেদনা নষ্ট হয়। বাতকফপ্রধান বাতরক্তে রক্ত:সজিনার বীজ কাঁজির সহিত বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে, মুহূর্ত্তকাল পরেই উক্ত প্রলিপ্ত স্থান শুক্তাদি অম্লদ্রব্য দ্বারা পরিষিক্ত করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ বাতরক্তের বেদনা নিবারক॥ ৩৪।৩৫

উত্তান বাতরক্ত প্রলেপ অভ্যঙ্গ পরিষেক ও অবগাহন দ্বারা এবং গম্ভীর বাতরক্ত বিরেচন স্নেহপান ও আস্থাপন দ্বারা চিকিৎসা করিবে॥ ৩৬।৩৭

বাতশ্লেষ্মপ্রধান বাতরক্তে প্রলেপ অভ্যঙ্গাদি ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শীতল প্রলেপাদি প্রদান করিলে স্তম্ভন হেতু বিদাহ শোথ বেদনা ও কণ্ডুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৩৮

রক্তপিত্তোল্বণ বাতরক্তে প্রলেপাদি শীতল অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। ইহাতে উষ্ণ প্রলেপাদি দিলে প্লোষ (দাহ), বেদনা, রক্তবর্ণতা, স্বেদ ও বিদারণাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৯

যষ্টিমধু তৈল।

তৈল ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, যষ্টিমধু ১২৷৷৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—শালপাণি, ভুঁই আমলা, দূর্ব্বা, অর্কপুষ্পা, শতমূলী, চন্দন, অগুরু, হংসপাদী (গোয়ালিয়া, কীটমারী), জটামাংসী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শুল্ফা, ঋদ্ধি, পদ্মকাষ্ঠ, জীবন্তী, জীবক, ঋষভক, দারুচিনি, তেজপত্র, নখী, বালা, পুণ্ডরিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, রাখালশসা ও বিভূন্নক (ধনে) প্রত্যেক এক পল। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈলের চতুঃপ্রয়োগ অর্থাৎ পান নস্য অনুবাসন ও বস্তি কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা বাতরক্ত, পিত্তদুষ্টি, দাহ ও জ্বর নষ্ট হয় ॥ ৪০

বলাতৈল।

বেড়েলার কাথ ও কল্ক এবং সমভাগ দুগ্ধসহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এইরূপে তৈলের শতপাক বা সহস্র পাক করিবে। এই তৈল বাতরক্ত ও বাতরোগ নাশক। ইহা প্রধান রসায়ন, ইন্দ্রিয়ের প্রসাদক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, স্বরবর্দ্ধক এবং শুক্রদোষ ও রক্তদোষ নিবারক ॥ ৪১

মেদের বা কফের অতিবৃদ্ধিবশতঃ পথরোধ হেতু বায়ু কুপিত হইলে প্রথমে স্নেহন ও বৃংহণ ঔষধ প্রশস্ত। তৎপরে আঢ্যবাতোক্ত চিকিৎসা, তদনন্তর বাতরক্তোক্ত স্নেহন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে রক্তপ্রসাদক ঔষধও প্রয়োগ করিবে ॥ ৪২

বাতশোণিতের চিকিৎসা বলিয়া এক্ষণে প্রাণাদিবাতকোপের চিকিৎসা কথিত হইতেছে— প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর যুগপৎ প্রকোপ হইলে যথোদ্দিষ্ট (বাতব্যাধি চিকিৎসানুসারে) যথারোগ (প্রাণাপানাদি বায়ুর প্রকোপ জন্য রোগানুসারে) যথাসন্ন (প্রাণাদি বায়ুর অন্যতমের সামীপ্যানুসারে) ও যথাবল (প্রাণাদি বায়ুর অন্যতমের বলানুসারে; অর্থাৎ বলবান্ বায়ু প্রথমে চিকিৎসিতব্য) তাহাদের ঔষধ কল্পনা করিবে ॥ ৪৩

স্বেদ, লঙ্ঘন, পাচন এবং রুক্ষ প্রলেপ ও পরিষেকাদি দ্বারা সাম বায়ুর আমদোষ নষ্ট হইলে তখন শুদ্ধ বায়ুর নাশক চিকিৎসা করিবে ॥ ৪৪

শোষ, আক্ষেপ, অঙ্গাবয়বের সঙ্কোচ, দণ্ডবৎ স্তব্ধতা, স্পর্শশক্তিহীনতা, কম্প, হনুভ্রংশ, অর্দ্দিত, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, খুড়বাত, সন্ধিচ্যুতি (সন্ধির স্বস্থানভ্রষ্টতা), পক্ষাঘাত এবং মেদঃ মজ্জা ও অস্থিস্থান গত রোগ সমূহ—স্থানের গাম্ভীর্য্য (গভীরস্থানজাতত্ব) হেতু অল্প কালোৎপন্ন হইলে যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা দ্বারা আরাম হইতে পারে; অতএব রোগির বল থাকিতে থাকিতে এবং কোন উপদ্রব জন্মাইবার পূর্ব্বেই সযত্নে শীঘ্র চিকিৎসা করিবে। (বিলম্বে অসাধ্য হইবে।) ॥ ৪৫

বায়ু পিত্তাবৃত হইলে পর্য্যায় ক্রমে শীত ও উষ্ণ ক্রিয়া বহুবার করিবে। অর্থাৎ একবার শীতল একবার উষ্ণ ক্রিয়া করিবে। রোগিকে জীবনীয়গণ সাধিত ঘৃত পান, জাঙ্গল মাংস যব ও শাল্যন্ন ভোজন এবং দুগ্ধসংযুক্ত মৃদু বিরেচন করাইবে॥ ৪৬

পিত্তাবৃত বায়ুতে ক্ষীরমিশ্র বস্তি বৃহৎপঞ্চমূল ও বেড়েলার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ এবং উপযুক্ত কালে অনুবাসন যোগ্য মধুরৌষধ সাধিত তৈলের অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৪৭

ইহাতে যষ্টিমধু তৈল, বলা তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, পঞ্চমূলের কাথ অথবা শীতল জল দ্বারা পরিষেক করিবে॥ ৪৮

কফাবৃত বায়ুতে যবান্ন, জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংস, স্বেদ, তীক্ষ্ণ নিরূহ বস্তি, তীক্ষ্ণ বমন, তীক্ষ্ণ বিরেচন, পুরাতন ঘৃত এবং তিল ও সর্ষপের তৈল হিতকর॥ ৪৯

কফ ও পিত্ত উভয় দ্বারা সংসৃষ্ট বায়ুতে প্রথমে পিত্তের নির্হরণ করিয়া পশ্চাৎ বাতযুক্ত কফের প্রতিকার করিবে। আর বায়ু রক্তসংসৃষ্ট হইলে বাতশোণিতঘ্ন চিকিৎসা করিবে॥ ৫০।৫১

মাংসাবৃত বাতে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, মাংসরস, দুগ্ধ ও যথোপযুক্ত স্নেহ হিতকর॥ ৫২

আঢ্যবাতে (মেদের দ্বারা আবৃত বাতে) প্রমেহঘ্ন, মেদোঘ্ন ও বাতঘ্ন ঔষধ হিতকর॥ ৫৩

অস্থি ও মজ্জাগত বাতে মহাস্নেহ (একত্র পক্ব ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা) অথবা নারায়ণাদি তৈল হিতকর। শুক্রাবৃত বাতে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ (অর্থাৎ পূর্ব্বে বাতব্যাধিতে শুক্রস্থ বাতের যে ঔষধ কথিত হইয়াছে তাহা) প্রশস্ত॥ ৫৪

অন্নাবৃত বায়ুতে পাচনীয় ঔষধ, বমন এবং অগ্নিদীপক ও লঘু ঔষধ সমূহ হিতকর॥ ৫৫

মূত্রাবৃত বায়ুতে মূত্রকারক (শসাবীজ প্রভৃতি) ঔষধ, স্বেদ ও উত্তরবস্তি হিতকর॥ ৫৬

পুরীষাবৃত বাতে এরণ্ড তৈল এবং ভেদজনক বস্তি ও স্নেহ প্রশস্ত॥ ৫৭

সর্ব্বস্থানাবৃতে অর্থাৎ সর্ব্বধাতুদ্বারা আবৃত বাতে যে কোন ঔষধ কফ ও পিত্তের অবিরোধী এবং যাহা বায়ুর অনুলোমক, তাহা শীঘ্র প্রয়োগ কবিবে॥ ৫৮

ইহাতে (সর্ব্বধাত্বাবৃতবাতে) যাহা অনভিষ্যন্দি, স্নিগ্ধ ও স্রোতঃসমূহের শুদ্ধিকারক, তৎ সমুদায় (অন্নপান ঔষধ) এবং পাচন বস্তি, প্রায় (বহুলভাবে) মধুর রসান্বিত অনুবাসন, রোগির বল বুঝিয়া মৃদু বিরেচন, সর্ব্বপ্রকার রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ, বিশেষতঃ দুগ্ধের সহিত শিলাজতু ও শুদ্ধ গুগ্গুলু প্রয়োগ, ব্রাহ্ম্যরসায়নোক্ত চ্যবনপ্রাশ ও একাদশ সিতাসিত ঔষধ প্রশস্ত॥ ৫৯

অপান বায়ু, কাহারও দ্বারা আবৃত হইলে সর্ব্বপ্রকার অগ্নিদীপক, মলসংগ্রাহি, বাতানুলোমক ও মূত্রাশয় বিশোধক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে॥ ৬০

উক্তরূপে আবৃত প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর চিকিৎসা সংক্ষেপে উক্ত হইল; চিকিৎসক স্বয়ং বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে চিকিৎসা করিবে॥ ৬১

উদান বায়ু সর্ব্বদা উর্দ্ধগামী, অতএব যাহাতে তাহার উর্দ্ধগমন অব্যাহত থাকে সেই রূপ যত্ন করিবে। অপান বায়ু স্বভাবতঃ অধোগামী, অতএব তাহার অনুলোমন চিকিৎসা করিবে। সমান বায়ু উর্দ্ধগামীও নহে অধোগামীও নহে, ইহা স্বস্থানস্থ; অতএব বিদ্বান্ চিকিৎসক বাতঘ্ন ঔষধ দ্বারা শমন পূর্ব্বক সমান বায়ুকে স্বস্থানেই রক্ষা বা স্থাপন করিবে।

ব্যান বায়ুকে তিন প্রকারে যোগ করিবে অর্থাৎ যাহাতে তাহা ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্যে গমন করে সেইরূপ চিকিৎসা করিবে। আর প্রাণবায়ুকে উদানাদি বায়ুচতুষ্টয় হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিবে। অর্থাৎ যাহাতে উদান অপান প্রভৃতি বায়ুদ্বারা প্রাণ বায়ুর বাধা না হয়, সেইরূপ চিকিৎসা করিবে। কারণ প্রাণবায়ুর স্থিতিতেই শরীরের স্থিতি, প্রাণবায়ু বিনা মানুষ বাঁচে না। অতএব উহা বিশেষরূপে রক্ষণীয়। এইরূপে বিমার্গগত আবৃত বায়ু সকলকে স্বস্বস্থানে প্রেরণ করিবে ॥৬২

রসায়ন বিধিতে লশুন সেবন করিলে পিত্ত ও রক্তের সংসর্গ বর্জ্জিত বায়ুর সর্ব্বপ্রকার আবরণই নিবারিত হয় ॥ ৬৩

পিত্তাবৃত উদানাদি বায়ুতে পিত্তনাশক ও বায়ুর অনুলোমকর ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৬৪

রক্তাবৃত বায়ুতে পূর্ব্ববৎ পিত্তহর ও বাতানুলোমক ঔষধ, বাতরক্ত চিকিৎসোক্ত ঔষধ, রক্তপিত্ত ও বাতনাশক ঔষধ এবং বিবিধ রসায়ন ঔষধ, সর্ব্বপ্রকার দোষদূষ্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ৬৫

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিদানস্থানানুসারে চিকিৎসিত স্থান সম্যক্ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই চিকিৎসিত স্থান আয়ুর্ব্বেদের ফলস্বরূপ; কারণ ইহার উপদেশে সদ্যো রোগ নষ্ট হয় ॥ ৬৬

ঔষধ শব্দের পর্য্যায়। চিকিৎসিত, হিত, পথ্য, প্রায়শ্চিত্ত, ভিষগ্‌জিত, ভেষজ, শমন ও শস্ত এইগুলি ঔষধ শব্দের পর্য্যায় বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৬৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে চিকিৎসিতস্থানে বাতশোণিত-চিকিৎসিত নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চিকিৎসিতস্থান সম্পূর্ণ।

অষ্টাঙ্গহৃদয়।

কল্পস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

(বমনকল্প।)

অতঃপর আমরা বমনকল্প ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (চিকিৎসাস্থানের পর কল্পস্থান বলা যাইতেছে, কারণ চিকিৎসা স্থান কল্পস্থানাপেক্ষী; পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ইক্ষুরস বা মন্থ প্রভৃতির সহিত কল্পস্থানোক্ত বমন প্রয়োগ করিবে। এই উপদেশ হেতু ইহার সাপেক্ষতা আছে। ঊর্দ্ধদিকে মুখ দ্বারা দোষহরণকে বমন কহে)॥ ১

বমন বিষয়ে মদন ফল ও বিরেচনে তেউড়ী মূল নিত্যই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্যাধিবিশেষে মদন ফল ও তেউড়ী মূল ভিন্ন অন্যেরও বিশিষ্টতা আছে। (যেমন জ্বর শ্বাস কাসাদিতে জীমূতাদির শ্রেষ্ঠতা, উদরাদিরোগে স্নুহী ক্ষীরের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইয়াছে; তবে মদনফল ও ত্রিবৃন্মূল সর্ব্বত্র অনিষিদ্ধপ্রসর নিরপায় এবং সুখকর বলিয়া ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।) ২

বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যে (ঋতু-সন্ধিকালে) প্রশস্ত নক্ষত্রযুক্ত দিবসে পাণ্ডুবর্ণ ও অনতি-হরিদ্বর্ণ মদন ফল সংগ্রহ করিবে। ফল গুলি যেন অতিপক্বতা হেতু অতিপাণ্ডুবর্ণ বা অপক্বতা হেতু অতি হরিতবর্ণ না হয়। তৎপরে সেই ফলগুলি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া কুশনির্ম্মিত মুত্তোলীতে (কুশের থ'লে) বাঁধিবে এবং গোময় দ্বারা তাহার উপর প্রলেপ দিবে। প্রলেপ শুষ্ক হইলে মদনফল পূর্ণ সেই মুত্তোলী ধান্যরাশির মধ্যে অষ্টাহ পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। ফলগুলি কোমল ও মধুগন্ধি বা ইষ্টগন্ধি হইলে অষ্টাহান্তে কুশমুত্তোলী হইতে বাহির করিয়া আতপে শুষ্ক করিবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে ফল হইতে বীজ গুলি বাহির করিয়া দধি মধু ঘৃত ও তিল চূর্ণ সহ মর্দ্দন করিয়া পুনরায় রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিবে। তৎপরে সে গুলিকে যত্নপূর্ব্বক কোন পাত্রে রাখিয়া কার্য্যকালে অর্থাৎ বমনকালে প্রয়োগ করিবে॥ ৩

দেশ কাল ও পাত্র বুঝিয়া উক্ত মদন ফল উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিবে এবং উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ যষ্টিমধু, রক্ত কাঞ্চন, শ্বেত কাঞ্চন, বিম্বী (তেলাকুচা), কদম্ব, বেতস, শণপুষ্পা, সদাপুষ্পী (লাল আকন্দ) অথবা অপামার্গের কাথে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে সেই কাথ উত্তমরূপে মর্দ্দিত ও বস্ত্রগালিত করিয়া সূত্রস্থানোক্ত বিধি অনুসারে পান করিবে। ইহাতে উত্তম বমন হইবে॥ ৪

শ্লেষ্মজ্বর, প্রতিশ্যায়, গুল্ম ও অন্তর্বিদ্রধি রোগে বিশেষ ভাবে বমন প্রয়োগ করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পিত্ত দর্শন না হয়, ততক্ষণ বমন করাইতে হইবে॥ ৫

মদনফল চূর্ণ মদন ফলের কাথে ভাবিত করিয়া তাহাতে তিন ভাগ ত্রিফলা চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ রক্তকাঞ্চন প্রভৃতির কাথের সহিত জ্বর ও অরুচি রোগে প্রয়োগ করিবে। আর পিত্ত কফস্থানগত হইলে গ্রন্থি অপচী অর্ব্বুদ ও উদর রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ইহা ঘোষাফল প্রভৃতির কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে॥ ৬

হৃদ্দাহ ও অধোগ রক্তপিত্তে মদন ফলের সহিত দুগ্ধ বা ক্ষৈরেয়ী (পায়স) পাক করিয়া তাহা বমনার্থ প্রয়োগ করিবে। মদন ফলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধজাত দধি বা দধির সর কফজ বমি প্রসেক ও তমকশ্বাসে সেবন করাইবে॥ ৭

ময়না ফল ঘোষা ফল প্রভৃতির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। এই ঘৃত মদনফলাদির কাথ ও কল্ক সহ যথাবিধি পাক করিবে। অগ্নি কফ দ্বারা অভিভূত হইলে ও দেহ শুষ্ক হইতে থাকিলে এই ঘৃত পান করাইয়া বমন করাইবে॥ ৮

মদনফল মজ্জার স্বরস ভল্লাতক বিধানে পাক করিয়া হাতায় লাগে এরূপ ঘন হইলে নামাইবে। এই লেহ লেহন করিলে সুখে বমন হয়। ভক্ষ্য ও ভোজ্যদ্রব্যে এই লেহ ও মদন ফলের কষায় প্রয়োগ করিবে॥ ৯

মদন ফল মজ্জার কষায় বৎসকাদিগণের কল্ক মিশ্রিত করিয়া তাহা নিম বা আকন্দের কাথের সহিত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে সন্তর্পণজনিত বদ্ধমূল ব্যাধিসকলও নষ্ট হইয়া থাকে॥ ১০

মদনের ফল ও ফুল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তাহা পুষ্পে মাখাইবে। পরে রোগী মণ্ড মাংসরস কৃশরা দুগ্ধ প্রভৃতি সেবনে পরিতৃপ্ত হইয়া উক্ত মাল্যের আঘ্রাণ লইবে। ইহাতে সুখী-ব্যক্তি অক্লেশে বমন করে॥ ১১

মদন ফল না পাইলে উহার পুষ্প বা অপক্ব ফল দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বমন কল্পনা করিবে। অর্থাৎ শলাটু পুষ্পাদি আহরণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া যষ্টিমধু প্রভৃতির কাথে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে এবং প্রাতঃকালে মর্দ্দিত ও বস্ত্রগালিত করিয়া সূত্রস্থানোক্ত বিধানে পান করিবে॥ ১২

মদনফলের স্থায় ঘোষাফল, তিক্ত অলাবু প্রভৃতিরও কল্পনা করিবে অর্থাৎ পূর্ব্বে মদন ফল দ্বারা যেরূপ যোগ প্রস্তুত করিতে বলা হইয়াছে, ঘোষাফল প্রভৃতি দ্বারাও সেই রূপ যোগ কল্পনা করিবে। বিশেষতঃ জ্বর শ্বাস কাস ও হিক্কাদি রোগে ঘোষাফল বিশেষ-রূপে প্রয়োগ করিবে॥ ১৩

ঘোষাফলের পুষ্প পরিণত হইলে তাহার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবে। ঘোষাফল পরিণত হইলে তাহার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধে পেয়া প্রস্তুত করিবে। ঘোষাফল অপক্ব অবস্থায় লোমশ ও মৃদু এবং পক্বাবস্থায় অলোমশ ও কঠিন হয়। লোমশ ঘোষাফলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহার সর অথবা অলোমশ ঘোষা ফলের চূর্ণের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তজ্জাত দধির সর বমনার্থ প্রয়োগ করিবে। আর ঘোষার হরিতপাণ্ডু ফলের (লোমশ ও অলোমশ ফলের মধ্যমাবস্থা, ডাঁশান ফল) সহিত সিদ্ধ দুগ্ধে দধি পাতিয়া সেই অম্লদধি (কেহ বলেন—উক্তবিধ দধির মাত) পান করাইবে। অথবা ঘোষাফল বারুণীমণ্ডের সহিত আপ্লুত করিয়া তাহা মর্দ্দিত ও বস্ত্রগালিত করিয়া কফজ অরুচি কাস পাণ্ডু ও রাজযক্ষ্মা রোগে ব্যবস্থা করিবে॥ ১৪

ঘোষাফলের যেরূপ যোগ কথিত হইল, তুম্বী (তিতলাউ) ও কোষাতকীরও (ঘোষা-ভেদ) সেইরূপ যোগ কল্পনা করিবে॥ ১৫

দেবদালী (ঘোষাভেদ) ফল সুপক্ব হইলে শুষ্ক করিয়া তাহার চূর্ণ ৪ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় লইয়া দুগ্ধের সহিত বাতপিত্তপীড়িত ব্যক্তিকে পান করাইবে। দুইটী বা তিনটী ঘোষাফল চূর্ণ করিয়া নিমের কাথের সহিত পিত্তশ্লেষ্মজ্বরিকে পান করিতে দিবে। কিংবা আরগ্বধাদি-গণোক্ত নয়টী ঔষধের কোন একটীর কাথের সহিত ২।৩টী ঘোষাফল আপ্লুত করিয়া তাহা মর্দ্দিত ও বস্ত্রগালিত করিয়া পিত্তশ্লেষ্মজ্বরার্ত্ত ব্যক্তিকে পান করাইবে॥ ১৬

ঘোষাফলের চূর্ণ বা কল্ক শীতল জলের সহিত পিত্তজ্বরে এবং ঈষদুষ্ণ জলের সহিত কফজ বা বাতকফজ জ্বরে পান করাইবে॥ ১৭

কাস, শ্বাস, বিষদোষ, বমি ও জ্বরার্দ্দিত ব্যক্তির, কফাক্রান্ত রোগির এবং প্রতমকরোগে যে ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হয় তাহাদের পক্ষে বমনার্থ তিতলাউ প্রশস্ত॥ ১৮

ফলপুষ্পবিহীন (আফুলো) তিতলাউর কচিপাতা দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া তাহা পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরে পিত্তোদ্রেকে প্রয়োগ করিবে॥ ১৯

পাকা তিতলাউয়ের মধ্যভাগ বীজাদিরহিত করিয়া তাহাতে দধি পাতিবে। সেই দধি কফজ শ্বাস-কাসে বম্যব্যক্তিকে বমনার্থ পান করিতে দিবে॥ ২০

পাণ্ডু কুষ্ঠ ও বিষার্দ্দিত ব্যক্তি তিতলাউর মজ্জা দধির মাতের সহিত অথবা ঐ ফলমজ্জার সহিত তক্র প্রস্তুত করিয়া সেই তক্র মধু ও সৈন্ধব লবণের সহিত পান করিবে॥ ২১

তিতলাউর বীজ ছাগদুগ্ধে ভাবিত করিয়া তাহা ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে বমন হইয়া বিষদোষ গুল্ম উদর গ্রন্থি গণ্ডমালা ও শ্লীপদ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ২২

তিতলাউয়ের স্বরসে ভাবিত শক্তুর মন্থ প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করিলে কফজ জ্বর কাস গলরোগ ও অরুচি নিবারিত হয়॥ ২৩

তিতলাউয়ের কল্ক মাংসরসের সহিত পান করিলে সম্যক্ বমন হইয়া গুল্ম ও দীর্ঘকালানুবন্ধী জ্বর নিবারিত হয়। ইহাতে রোগী দুর্ব্বল হয় না। তিতলাউয়ের ফলের রসে উহার পুষ্পচূর্ণ ভাবিত করিয়া শুষ্ক করিবে। এই চূর্ণ দ্বারা কোন সুগন্ধি মাল্য অবচূর্ণিত করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলে সুখী ব্যক্তির অক্লেশে বমন হয়। ইহাতেও রোগী দুর্ব্বল হয় না॥ ২৪

কাসে, গুল্মে, উদররোগে, গরবিষে, শ্লেষ্মাশয়স্থিত বাতে, গলদেশস্থ ও বক্ত্রস্থিত কফে, কফসঞ্চয়জনিত অরোচকাদিরোগে এবং দীর্ঘকালস্থায়ী অত্যন্ত প্রবৃদ্ধরোগ সমূহে বমনার্থ ধামার্গব (পীত ঘোষা) ফল প্রশস্ত॥ ২৫

জীবক, ঋষভক, ক্ষীরকাকোলী, আলকুশী, শতমূলী, কাকোলী, থুলকুড়ি, মেদা, মহামেদা ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ চূর্ণ মধু ও চিনিদ্বারা অত্যন্ত দ্রবীকৃত ও ধামার্গব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ কাসে ও হৃদয় দাহে হিতকর॥ ২৬

উক্ত অবলেহ সকল উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে বমন হইয়া পিত্তযুক্ত বা পিত্তের উন্মযুক্ত কফের শান্তি হয়॥ ২৭

ধামার্গবের কল্ক ধনে ও তুম্বুরুর (তম্বুলের) কাথের সহিত সেবন করিলে বিষদোষ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৮

মানস রোগে (উন্মাদাদিতে) তেলাকুচা পুনর্নবা বা কালকাসিন্দার কাথে একটী বা দুইটী ঘোষাফল মর্দ্দিত করিয়া তাহা পান করাইবে। অথবা ঘোষাফলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধজাত ঘৃত মদনফলাদি (মদনফল, ঘোষা, তিতলাউ, পীত ঘোষা, কোষাতকী (তিক্তঝিঙ্গা) ও কুড়্চি ছয়টী দ্রব্যের) কল্ক সহ পাক করিয়া তাহা বমনার্থ পান করাইবে॥ ২৯

তিক্ত কোশাতকী অতিতীক্ষ্ণ অতিকটু ও অতি উষ্ণবীর্য্য বলিয়া দীর্ঘকালোৎপন্নত্ব হেতু প্রগূঢ় কুষ্ঠ পাণ্ডুরোগ প্লীহা শোথ গুল্ম ও গরবিষাদিতে বমনার্থ প্রয়োগ করিবে॥ ৩০

পূর্ব্বোক্ত মদনফলাদি ছয়টী দ্রব্যের পৃথক্ কাথে সমভাগ আনূপ মাংস ও ঘোষাফল পাক করিয়া সেই মাংসরস লবণ সংযুক্ত করিয়া বমনার্থ পান করাইবে॥ ৩১

মদনফলাদির (মদনফল ঘোষা ও তিক্তলাউয়ের মজ্জা ও বীজ) বীজ ও তত্তুল্য আনূপ মাংস সমভাগ তিক্ত কোশাতকীর কাথে সিদ্ধ করিয়া তাহা পান করিবে। অথবা তিক্ত কোশাতকীর কাথে সিদ্ধ আনূপ মাংসরস ইক্ষুরস ও লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে॥ ৩২

সুকুমার (অত্যন্ত বমনাসহিষ্ণু) ব্যক্তিদের, পিত্ত রক্ত ও কফের আধিক্যে, জ্বর বিসর্প হৃদ্রোগ খুড়বাত ও কুষ্ঠ রোগে বমনার্থ কুড়্চি শ্রেষ্ঠ॥ ৩৩

কুটজ প্রয়োগ বিধি। কুটজবীজ চূর্ণ সর্ষপের বা যষ্টিমধুর কাথের সহিত কিংবা লবণ মিশ্র জলের সহিত অথবা কৃশরার (খিচুড়ীর) সহিত পান করাইবে। অথবা কুটজবীজ চূর্ণ সপ্তাহ কাল আকন্দের আঠায় ভাবিত করিয়া মদনফল, ঘোষাফল, তিতলাউ, জীবন্তী ও জীবক ইহাদের কোন একটীর কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে॥ ৩৪

উক্তরূপে প্রধান বমনৌষধ সমূহের কল্পনার দিগ্দর্শন করান হইল। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক এই সূত্র অনুসারে অন্যান্য বমন যোগ কল্পনা করিবে॥ ৩৫

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে কল্পস্থানে বমনকল্প নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমরা বিরেচনকল্প ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (অধোমার্গ দ্বারা দোষ হরণকে বিরেচন কহে) ॥ ১

তেউড়ী—কষায় মধুর রস, কটুবিপাক ও রুক্ষ। ইহা কফ ও পিত্তের নাশক এবং রুক্ষগুণান্বিত বলিয়া বাতপ্রকোপক ॥ ২

এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট তেউড়ী বায়ু পিত্ত ও কফ নাশক ঔষধের সহিত সংযুক্ত ও কল্পনা-বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিরেচনসাধ্য সর্ব্বরোগ নাশক হইয়া থাকে। (দন্ত্যাদি বিরেচন দ্রব্য হইতে নিরপায় ও সর্ব্বত্র অপ্রতিষিদ্ধগতি বলিয়া প্রথমে তেউড়ীর উল্লেখ করা হইল) ॥ ৩

শ্যামবর্ণ ও শ্যামারুণ বর্ণভেদে তেউড়ীমূল দুইপ্রকার। এই দুইপ্রকার তেউড়ীমূলের মধ্যে শ্যামারুণবর্ণ তেউড়ীমূল শ্রেষ্ঠতর। ইহা নিরপায় ও সুখকর বলিয়া সুকুমার শিশু বৃদ্ধ ও মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিদের পক্ষে হিতকর। আর শ্যামমূলা ত্রিবৃৎ তীক্ষ্ণ ও আশুকারি বলিয়া নিরপায় না হইলেও ক্রুর কোষ্ঠে বহুদোষে ও ক্লেশসহিষ্ণু রোগিদের পক্ষে প্রশস্ত। ইহা মূর্চ্ছা মোহনাশক এবং হৃদয় ও কণ্ঠের কর্ষক ও বাধক ॥ ৪।৫

তেউড়ীর যে মূল গভীর মৃত্তিকায় অনুপ্রবিষ্ট, মসৃণ ও অতির্য্যগ্‌গামী (যাহা বক্রভাবে পার্শ্ব দিয়া যায় নাই) তাহা গ্রহণ করিয়া তন্মধ্যস্থ কাষ্ঠ ত্যাগ করিবে এবং ত্বক্ শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া রাখিবে ॥ ৬

অনন্তর বিরেচন কালে এই তেউড়ী চূর্ণ কিঞ্চিৎ শুণ্ঠচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা কাঁজি প্রভৃতির সহিত বাতজরোগে, ঘৃত চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ দ্রাক্ষা রস ইক্ষু রস এবং গাম্ভারী ভূমিকুষ্মাণ্ড বা বরা (ত্রিফলা) রসের সহিত পিত্তজরোগে আর পঞ্চকোলাদি কফঘ্ন ঔষধের চূর্ণ যুক্তিপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া পীলুরস গোমূত্র মস্ত বা অম্ল কাঁজির সহিত কফজ রোগে প্রয়োগ করিবে ॥ ৭

ত্রিবৃদবলেহ।

তেউড়ীমূল কুট্টিত করিয়া তাহার কাথ করিবে, সেই কাথে চিনি মিশাইয়া লেহবৎ পাক করিবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু এবং তেজপত্র এলাচ ও দারুচিনি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। (কাসচিকিৎসিতোক্ত কণ্টকারিকাবলেহের ন্যায় ইহার প্রমাণ নিরূপণ করিবে।) এই অবলেহ অতিহৃদ্য বিরেচন ॥ ৮

বনযমানী, বংশলোচন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চিনি ও তেউড়ীমূল ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে সন্নিপাত জর, স্তব্ধতা, পিপাসা ও দাহ পীড়িত ব্যক্তির অক্লেশে বিরেচন হয় ॥ ৯

ইক্ষু চিরিয়া তাহার অভ্যন্তর ভাগ তেউড়ীমূল কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে; পরে উভয় খণ্ড একত্র করিয়া পুটপাকে সিদ্ধ করিবে। পরে সেই ইক্ষু ভক্ষণ করিবে ॥ ১০

দারুচিনি ১ ভাগ, এলাচ ১ ভাগ, নীলগাছ ২ ভাগ, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪ ভাগ ও চিনি ৮ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া এই চূর্ণ কোন ফলরস মধু ও ছাতুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তর্পণ প্রস্তুত করিবে। ইহা বাত পিত্ত ও কফজ রোগে অল্পাগ্নিতে ও সুকুমার ব্যক্তিকে বিরেচনার্থ প্রদান করিবে। ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই॥ ১১

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, যবক্ষার ও পিপুল প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধভাগ তেউড়ী চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত অথবা গুড়ের সহিত লেহন করিলে গুল্ম, প্লীহোদর, কাস, হলীমক, অরুচি ও কফবাত জন্য অন্যান্য বহুরোগ নিরাকৃত হয়॥ ১২

কল্যাণক গুড়।

গুড় ৵৬৷৷০ সের, আমলকীর রস ১২ সের, তিলতৈল এক সের, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৵১ সের। বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, ত্রিফলা, ধনে, চিতা, মরিচ, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, গজপিপুল, যোয়ান ও পঞ্চ লবণ প্রত্যেক ২ তোলা। মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ, অর্শঃ, কামলা, গুল্ম, মেহ, উদর, ভগন্দর, গ্রহণীরোগ ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়। এই কল্যাণক গুড় পুংসবন। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়, সেবনে কোন যন্ত্রণা হয় না॥ ১৩

অবিপত্তি যোগ।

ত্রিকটু, ত্রিজাতক, মুতা, বিড়ঙ্গ ও আমলকী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসম তেউড়ী মূল চূর্ণ, তেউড়ী চূর্ণের সমান চিনি। একত্র মধুতে মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই অবিপত্তি যোগ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর, বমি, কাস, শোথ, ভ্রম, ক্ষয়, সন্তাপ, পাণ্ডুরোগ, অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বপ্রকার বিসদোষ নষ্ট হয়। ইহা পিত্তরোগিদের পক্ষে প্রশস্ত॥ ১৪

ঋতুবিশেষে বিরেচন যোগ।

বর্ষাকালে বিরেচনার্থ তেউড়ীমূল চূর্ণ, ইন্দ্রযব, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ মধু ও দ্রাক্ষা রসের সহিত সেবন করিবে॥ ১৫

শরৎকালে বিরেচন জন্য তেউড়ীমূল, দুরালভা, মুতা, চিনি, বালা, চন্দন, যষ্টিমধু ও চামার কষা ইহাদের চূর্ণ দ্রাক্ষার রসের সহিত পান করিবে॥ ১৬

হেমন্তকালে তেউড়ীমূল, চিতা, আকনাদি, জীরা, সরলকাষ্ঠ, বচ ও স্বর্ণক্ষীরী ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত বিরেচনার্থ সেবন করিবে॥ ১৭

গ্রীষ্মকালে তেউড়ীমূল চূর্ণ ও চিনি সমভাগে মিশাইয়া সেবন করিলে বিরেচন হয়॥ ১৮

তেউড়ীমূল, বলাডুমুর, হবুষা, চামার কষা, কট্‌কী ও স্বর্ণক্ষীরী ইহাদের চূর্ণ তিন দিন গোমূত্রে ভাবিত করিবে। ইহা সর্ব্বর্ত্তুক যোগ অর্থাৎ সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়। ইহা দ্বারা স্নিগ্ধব্যক্তির মলদোষ নিবারিত হয়॥ ১৯

শ্যামমূলা তেউড়ী (কেহ বলেন শ্যামালতা ও তেউড়ী, কেহ বা বলেন বৃদ্ধদারক ও তেউড়ী), দুরালভা, গজপিপ্পলী, ইন্দ্রযব, নীলগাছ, কট্‌কী, মুতা ও স্থলপদ্ম ইহাদের চূর্ণ মাংসরস ঘৃত বা উষ্ণজলের সহিত সকল সময়েই রুক্ষব্যক্তিদিগকেও বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহা স্নিগ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষেও প্রশস্ত॥ ২০

সোন্দাল—মৃদুবীর্য্য মধুর ও শীতল বলিয়া জ্বর হৃদ্রোগ বাতরক্ত ও উদাবর্ত্তাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে অন্য বিরেচক ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ ইহা মৃদু ও নিরাপদ্ বলিয়া বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ ও সুকুমার ব্যক্তিদের বিরেচনার্থ অবশ্য প্রযোজ্য॥ ২১।২২

ফলকালে কীটাদি দোষ শূন্য ও সুপক্ব সোন্দালের ফল ২০০০ পল গ্রহণ করিয়া তাহা বালুকা রাশির মধ্যে সাত দিন রাখিবে। তৎপরে উদ্ধৃত করিয়া আতপে শুষ্ক করিবে। অনন্তর সেই ফল হইতে মজ্জা উদ্ধৃত করিয়া বিশুদ্ধ পাত্রে রাখিবে। দাহ ও উদাবর্ত্ত পীড়িত ব্যক্তিকে এবং চারি বৎসর হইতে দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক পর্য্যন্ত বালককে ইহা দ্রাক্ষারসের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা সুখে বিরেচন হয়॥ ২৩।২৪

অথবা সোন্দালের মজ্জার হিমকষায় প্রস্তুত করিয়া তাহা দধিমণ্ড সুরামণ্ড আমলকীর রস অথবা সৌবীরকের (কাঁজির) সহিত মিশাইয়া কিংবা তেউড়ীকল্ক সংযুক্ত করিয়া পান করাইবে॥ ২৫

দন্তীর কাথে সোন্দাল মজ্জা ও পুরাতন গুড় মিশাইয়া তাহা একটী পাত্রে মুখবন্ধ করিয়া একমাস বা ১৫ দিন রাখিবে। তৎপরে এই অরিষ্ট বিরেচনার্থ পান করিতে দিবে॥ ২৬

লোধমূলের ছালের উপরকার অংশ ত্যাগ করিয়া মধ্যবল্কল গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ ৩ ভাগ করিয়া তাহার ২ ভাগ, লোধের কষায়েই অলোড়িত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে এই বস্ত্রগালিত কষায় দ্বারা অবশিষ্ট তৃতীয় ভাগ চূর্ণকে ভাবিত করিবে। লোধের দ্বারা ভাবনা দেওয়ার পর দশমূলের কাথ দ্বারা ভাবনা দিবে। তৎপরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে লইয়া দধির মাত গোমূত্র সুরামণ্ড কুলের রস বা আমলকীর রস সহ সেবন করিবে॥ ২৭

লোধের কাথ ও কল্কে ঘৃত ও চিনি মিশ্রিত করিয়া লেহবৎ পাক করিবে। এই লেহ শ্রেষ্ঠ বিরেচক॥ ২৮

সুহীক্ষীর দোষের প্রবল সঞ্চয়কেও আশু ভেদ করিয়া থাকে। এরূপ গুণান্বিত হইলেও মৃদুকোষ্ঠ, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ ও চিররোগিকে ইহা প্রয়োগ করিবে না, কারণ তদ্দ্বারা শীঘ্র কোষ্ঠভ্রংশ হইয়া থাকে। তবে গুল্ম, উদর, গরদোষ, চর্ম্মরোগ, মধুমেহ, পাণ্ডুরোগ, দূষীবিষ, শোথ ও মানসিক বিকারে ইহা কল্পনা করিবে। যে সুহী বহু তীক্ষ্ণ কণ্টক দ্বারা ব্যাপ্ত, বিরেচনে তাহাই শ্রেষ্ঠ॥ ২৯।৩০

দুই বা তিন বৎসরের পুরাতন সুহী (মনসা) বৃক্ষকে বসন্ত কালে (কার্য্যবশতঃ অন্য ঋতুতেও) শস্ত্র দ্বারা পাটিত করিয়া তাহা হইতে ক্ষীর (দুগ্ধবৎ আঠা) সংগ্রহ করিবে। পরে এই আঠা সমপরিমিত বিল্বাদি পঞ্চমূলের অথবা বৃহতী ও কণ্টকারীর কাথের সহিত একে একে মিশাইয়া উভয়কেই অঙ্গারাগ্নিতে শোষিত করিবে। পরে গুটিকা প্রস্তুত করিয়া দধির মাত গোমূত্র সুরা প্রভৃতির সহিত সেবন করিবে॥ ৩১

ত্রিবৃতাদি নয়টী ঔষধ (তেউড়ী, শ্যামা, সোন্দাল, লোধ, মনসাসীজ, শঙ্খিনী, চর্ম্মকষা, দন্তী ও দ্রবন্তী) এবং ত্রিফলা, স্বর্ণক্ষীরী (শেয়ালকাঁটা) ও সাতলা (চামারকষা); এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মনসার আঠা দ্বারা সপ্তাহ কাল ভাবিত করিয়া মাংসরস বা ঘৃতের সহিত সেবন করিবে॥ ৩২

এইরূপ ত্রিকটু ত্রিফলা তেউড়ীমূল ও দন্তী ইহাদের চূর্ণও গুড় মিশ্রিত জলের সহিত পান করিবে ॥ ৩৩

শঙ্খিনীর (কেহ বলেন শঙ্খপুষ্পী, কেহ বা বলেন চোরকাঁচকী) নাতিশুষ্ক নিস্তুষীকৃত ফল ও সপ্তলার মূল তীক্ষ্ণ ও বিকাশি গুণ বিশিষ্ট। এই বিরেচকদ্বয় শ্লেষ্মজ রোগ, উদর, গরদোষ ও শোথাদি রোগে প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪

পূর্ব্বোক্ত শঙ্খিনীর ফল ও সপ্তলার (চামার কষার) মূলের ২ তোলা পরিমিত কল্ক সুরা ও লবণ সংযুক্ত করিয়া বিরেচনার্থ বাতকফজ হৃদ্রোগে ও গুল্মে ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩৫

হস্তীর দন্তবৎ কঠিন ও স্থূল দন্তীমূল ও দ্রবন্তীমূল কিঞ্চিৎ তাম্র ও শ্যাববর্ণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, আশুকারী, বিকাশী, গুরু, বাতপ্রকোপক এবং পিত্তশ্লেষ্মবিলায়ন। এবম্ভূত মূল মধু ও পিপুল চূর্ণ দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া কুশ দ্বারা বন্ধন করিবে এবং তাহার উপরে মৃত্তিকার প্রলেপ দিবে। পরে অগ্নিতে স্বেদিত করিয়া মন্দ আতপে শুষ্ক করিবে। এরূপ করিবার হেতু এই যে সূর্য্য ও অগ্নিতাপে ইহার বিকাশিতাগুণ নষ্ট হইবে। এই মূল চূর্ণ দধির মাত মস্তু তক্র পীলুরস ও আসব ইহাদের কোন একটীর সহিত পান করিবে। শ্লেষ্মবহুল ব্যক্তি, গুল্মী, প্রমেহী, জঠরী, পাণ্ডুরোগী, কৃমিকোষ্ঠী ও ভগন্দরী এবং গরদোষাক্রান্ত ব্যক্তি ইহা গো মৃগ ও ছাগ মাংস রসের সহিত পান করিবে ॥ ৩৬।৩৭

উক্ত মূলের কাথ ও কল্ক এবং দশমূলের কষায় সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে বিসর্প বিদ্রধি অলজী কক্ষা ও দাহ রোগ নিবারিত হয় এবং উহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহা প্রয়োগ করিলে গুল্ম মেহ অর্শঃ মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা ও বাতশ্লেষ্মা নষ্ট হয়। আর উহাদের সহিত পক্ক মহাস্নেহ মল শুক্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা ও বাতজ বেদনা নাশক ॥ ৩৮

পূর্ব্বোক্ত তেউড়ী প্রভৃতি নয়টী দ্রব্য বিরেচন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম ॥ ৩৯

পূর্ব্বে বিরেচনার্থ তেউড়ী প্রভৃতির যে রূপ বিধান উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকারে হরীতকীরও প্রয়োগ করিবে (অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে হরীতকী আহরণ পূর্ব্বক তাহা বীজরহিত ও চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ বাতিকরোগে কিঞ্চিৎ শুঁঠ ও সৈন্ধব চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া অম্ল কাঁজি প্রভৃতির সহিত, পৈত্তিক রোগে ঘৃত চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া দুগ্ধের সহিত বা দ্রাক্ষা ইক্ষু প্রভৃতির রসের সহিত এবং কফজ রোগে কফঘ্ন পঞ্চকোলাদি চূর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া পীলু গোমূত্র বা মদ্যাদির সহিত প্রয়োগ করিবে) ॥ ৪০

হরীতকীপ্রয়োগ।

হরীতকীচূর্ণ ২০ পল, দন্তীমূলচূর্ণ ১ পল, চিতামূল চূর্ণ ১ পল, পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, তেউড়ী চূর্ণ ২ তোলা, একত্র ৮ পল গুড়ের সহিত পাক করিয়া দশটী মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রতি দশম দিনে এই মোদক এক একটী সেবন করিয়া পশ্চাৎ গরম জল পান করিবে। এইরূপে সমস্ত মোদক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিশেষতঃ গ্রহণীরোগ পাণ্ডুরোগ কণ্ডু কোঠ ও অর্শো রোগ নষ্ট হয়। এই মোদক সেবন কালে কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না ॥ ৪১

সংশ্লেষ, বিয়োগ, কাল, সংস্কার ও যুক্তি বিশেষ দ্বারা ঔষধ সকল অল্পমাত্রাতেও অধিক কার্য্য ও অধিক মাত্রাতেও অল্প কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৪২

দারুচিনি, নাগকেশর, আমড়া, দাড়িম, এলাচ, মিছরী বা চিনি, মধু, ছোলঙ্গ নেবু ও মদ্য এবং মনের অনুকূল দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া বিরেচক ঔষধ সকল সেবন করাইবে। ইহাতে বিরেচনের সম্যক্ যোগ হয়॥ ৪৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে কল্পস্থানে বিরেচনকল্প নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমরা বমনবিরেচনব্যাপৎ সিদ্ধি ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়া ছিলেন॥ ১

মৃদুকোষ্ঠ, ক্ষুধার্ত্ত, অল্পকফবিশিষ্ট, দুর্ব্বল অথবা অজীর্ণরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে অতিতীক্ষ্ণ অতিহিম ও অল্প (মাত্রাহীন) বমন ঔষধ পান করাইলে তাহা উর্দ্ধগামী না হইয়া অধোগামী হয় অর্থাৎ তদ্দ্বারা বমন না হইয়া বিরেচন হয়। তাহাতে অভিপ্রেত বমন কার্য্যের অনিষ্পত্তি ও বমন সাধ্য কেবল কফের বা অন্যদোষ যুক্ত কফের উদয় হয় অর্থাৎ তাহা স্বস্থানে থাকিয়াই রোগোৎপত্তি করে। এরূপ হইলে পূর্ব্বের অতিক্রম স্মরণ পূর্ব্বক (এই ব্যক্তির এই পরিমিত বমন ঔষধ সেবনেও বমন হয় নাই ইহা মনে রাখিয়া), রোগিকে পুনর্ব্বার স্নিগ্ধ করিয়া বমন করাইবে॥ ২

অজীর্ণগ্রস্ত ও শ্লেষ্মবহুল ব্যক্তিকে অতিতীক্ষ্ণ, অতি উষ্ণ, অতি লবণ, অহৃদ্য বা অতি প্রচুর বিরেচন ঔষধ সেবন করাইলে তদ্দ্বারা তাহার বিরেচন না হইয়া পীত ঔষধ উর্দ্ধগামী অর্থাৎ বমন হইয়া যায়। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ ব্যাপত্তি ঘটে অর্থাৎ বিরেচন কার্য্যের অনিষ্পত্তি ও বিরেচন সাধ্য দোষের উদয় হইয়া থাকে। ইহারও পূর্ব্ববৎ সিদ্ধি অর্থাৎ রোগিকে পুনর্ব্বার স্নিগ্ধ করিয়া বিরেচন করাইবে। দ্বিতীয় বার বিরেচন দিবার সময় পূর্ব্বের অতিক্রম অর্থাৎ অপরাধ স্মরণ করিবে। অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ মাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। দ্বিতীয় বার পীত বিরেচনৌষধও যদি কোষ্ঠে না থাকে—বমন হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে সাত্ম্য হৃদ্য ও নিরপায় বিরেচন ঔষধ তৃতীয় বার পান করাইবে। (মদন ফল সোন্দাল প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে না)॥ ৩

বিরেচনার্হ ব্যক্তিকে স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা স্নিগ্ধ স্বিন্ন না করিয়া পুরাতন ও রুক্ষ বিরেচন ঔষধ পান করাইলে সেই পীত ঔষধ তাহার দোষ সমূহকে নির্হরণ করিতে সমর্থ না হইয়া কেবল উৎক্লেশিত (বহির্গমনোন্মুখ) করিয়া বিভ্রংশ, শোথ, হিক্কা, অন্ধকার দর্শন, পিপাসা, পিণ্ডিকায় (পায়ের ডিমে) উদ্বেষ্টনবৎ পীড়া, কণ্ডু, উরুদ্বয়ের অবসাদ ও বৈবর্ণ্য উৎপাদন করে। আর স্নিগ্ধস্বিন্ন দেহ ও দীপ্তাগ্নি রোগিকেও যদি অত্যল্প (মাত্রাবিহীন) বিরেচনৌষধ সেবন করান হয়, তাহা হইলে সেই পীত ঔষধ জীর্ণ বা শীত দ্বারা অথবা আম দ্বারা স্তব্ধ হইয়া দোষ সমূহকে

উৎক্লেশিত করে, নির্হরণ করিতে পারে না। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার সমস্ত যোগকেই অযোগ কহে ॥ ৪

সেই উৎক্লিষ্ট-দোষ-ব্যক্তিকে তৈল লবণ দ্বারা অভ্যক্ত, প্রস্তর ও সঙ্কর স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন এবং নিরূঢ় (নিরূহ বস্তি দ্বারা নিরূঢ়) করিয়া জাঙ্গল মাংসরসের সহিত ভোজন করাইবে। তৎপরে ময়নাফল, পিপুল ও দেবদারু সিদ্ধ তৈলের উপযুক্ত মাত্রার অনুবাসন বস্তি দিবে। অনন্তর বাতঘ্ন স্নেহ দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া পুনরায় তীক্ষ্ণ বিরেচন দ্বারা শোধন করিবে ॥ ৫

বহুদোষান্বিত রুক্ষ মন্দাগ্নি ও উদাবর্ত্ত বাতান্বিত ব্যক্তিকে অল্প ঔষধ সেবন করাইলে সেই পীত ঔষধ দোষ সমূহকে উৎক্লেশিত করিয়া তদ্দ্বারা মলমূত্রাদির পথ রুদ্ধ করিয়া নাভিদেশকে অত্যন্ত আধ্মাপিত করে এবং পৃষ্ঠ পার্শ্বদেশ ও মস্তকে বেদনা, শ্বাস, মলমূত্র ও অধোবায়ুর দারুণ বিবদ্ধতা জন্মায়। এইরূপ আধ্মাত ব্যক্তির অভ্যঙ্গ স্বেদ বর্ত্ত্যাদিপ্রয়োগ নিরূহ অনুবাসন ও উদাবর্ত্তনাশক সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা প্রশস্ত ॥ ৬

পঞ্চমূল, যবক্ষার, বচ, যোয়ান ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্যের সহিত যথানিয়মে যবাগূ পাক করিয়া সেবন করিলে শূল বিবন্ধ ও আনাহ নষ্ট হয় ॥ ৭

পিপুল, দাড়িম, যবক্ষার, হিং, শুঁঠ, অম্লবেতস ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ মদ্য উষ্ণজল বা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে প্রবাহিকা স্রাব বেদনা ও পরিকর্ত্তিকা নিবারিত হয় ॥ ৮

পীত ঔষধের বেগ নিগ্রহ করিলে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া হৃদয়ে গমন পূর্ব্বক হিক্কা পার্শ্ববেদনা কাস দৈন্য লালাস্রাব ও দৃষ্টিবিভ্রম লক্ষণযুক্ত দারুণ হৃদ্‌রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে রোগী সংজ্ঞাহীন হইয়া জিহ্বাদংশন ও দন্ত কট্‌মট্ করে ॥ ৯

রোগির এরূপ অবস্থা ঘটিলে চিকিৎসক বিভ্রান্ত না হইয়া তাহাকে শীঘ্র বমন করাইবে। পিত্তমূর্চ্ছিত রোগিকে মধুরৌষধ দ্বারা এবং কফমূর্চ্ছিত রোগিকে কটু ঔষধ দ্বারা বমন করাইয়া দোষশেষ পাচনীয় ঔষধ দ্বারা পরিপাক করিবে। রোগির জঠরাগ্নি ও বল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে হইবে ॥ ১০

অতিশয় বমন করিতে করিতে যে রোগির বায়ু কুপিত হইয়া হৃদয়কে কুপিত বায়ুদ্বারা পীড়িত করে, তাহাকে স্নিগ্ধ অম্ল লবণ যুক্ত পথ্য দিবে। আর পিত্তশ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে ইহার বিপরীত অর্থাৎ মধুর শীতাদি পথ্য দিবে ॥ ১১

পীতৌষধ ব্যক্তির বেগ নিগ্রহ দ্বারা বা কফদ্বারা অথবা অতি বিশোধন দ্বারা বায়ু রুদ্ধ ও কুপিত হইয়া স্তম্ভ বেপথু তোদ অঙ্গাবসাদ উদ্‌বেষ্টনবৎ বা ভেদনবৎ পীড়া দ্বারা শরীরকে আক্রমণ করিলে সে অবস্থায় স্নেহ স্বেদাদি বাতঘ্ন সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা করিবে ॥ ১২

ক্ষুধার্ত্ত ও মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে বহু তীক্ষ্ণ বিরেচন দিলে সেই ঔষধ তাহার মল পিত্ত ও কফকে আশু নির্হরণ করিয়া দ্রব ধাতু সমূহের স্রাব করাইয়া থাকে ॥ ১৩

বিরেচনের এই অতিযোগে মধুরৌষধ সংযুক্ত বমন ঔষধ সেবন করাইয়া অবশিষ্ট বিরেচন ঔষধ বমন করাইয়া ফেলিবে। বমনের অতিযোগ হইলে বিরেচন এবং বিরেচনের অতিযোগ হইলে মৃদু বমন ব্যবস্থা করিবে। শীতল পরিষেক অবগাহন শীতল বায়ু সেবনাদি দ্বারা বিরেচনকে স্তম্ভিত করিবে ॥ ১৪

অঞ্জন, চন্দন, বেণামূল, মজ্জা, রক্ত, চিনিভিজান জল ও খৈ চূর্ণ ইহাদের মন্থ বিরেকাতিযোগ নাশক ॥ ১৫

বমনের অতিযোগ হইলে রোগিকে শীতল জলে পরিষিক্ত করিয়া ঘৃত মধু ও চিনি সংযুক্ত মন্থ দাড়িমাদি ফল রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। অতিশয় উদ্‌গারযুক্ত অতি বমনে মূর্ব্বা, ধনে, মুতা, মৌলফল ও রসাঞ্জন চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে ॥ ১৬

অতিবমনে জিহ্বা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে কবল ধারণ, স্নিগ্ধ অম্ল ও লবণরসান্বিত হৃদ্য যূষ ও মাংসরস প্রয়োগ করিবে। রোগির সম্মুখে অন্য ব্যক্তিদিগকে অম্ল ফল খাইতে দিবে। জিহ্বা বহির্গত হইয়া পড়িলে তিল ও দ্রাক্ষার কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া তাহা অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিবে ॥ ১৭

অতিযোগ হেতু বাক্‌রোধাদি বাতব্যাধি উপস্থিত হইলে কালবিৎ চিকিৎসক ঘৃত ও মাংসের সহিত সাধিত তনু (পাত্‌লা) যবাগূ পান করিতে দিবে। এবং স্নেহ ও স্বেদ ব্যবস্থা করিবে ॥ ১৮

অতিযোগ হেতু যে ঔষধ জীবশোণিতকে হরণ করে তাহাকে জীবাদান কহে। কারণ উহা জীবনকে নষ্ট করিয়া থাকে। বিরেচনাতিযোগে যে রক্ত নির্গত হয় তাহা রক্ত কি পিত্ত এই সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহার পরীক্ষার জন্য ঐ রক্তের সহিত অন্ন মিশ্রিত করিয়া কুকুরকে বা কাককে খাইতে দিবে। ঐ রক্ত মিশ্রিত অন্ন যদি তাহারা খায়, তাহা হইলে তাহাকে জীবরক্ত এবং না খাইলে বিরেচনাতিযোগে নির্গত পিত্ত বলিয়া জানিবে। অথবা ঐ রক্ত এক খানি শুক্লবস্ত্রে মাখাইয়া তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে ঈষদুষ্ণ জলে ধৌত করিবে। যদি ঐ বস্ত্রে দাগ থাকে তাহা হইলে জানিবে উহা পিত্ত আর দাগ না থাকিলে জানিবে জীবরক্ত ॥ ১৯

বিরেচনাদিযোগে তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও মদার্ত্ত ব্যক্তির জীবশোণিত নির্গত হইতে থাকিলে শীঘ্র রক্তপিত্তাতিসারঘ্নী ও প্রাণরক্ষণী চিকিৎসা করিবে। ইহা আমরণ পর্য্যন্ত করিতে হইবে (প্রাণের সংশয় থাকিলেও চিকিৎসা কর্ত্তব্য ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)। ইহাতে মৃগ, গো, মহিষ ও ছাগলের সদ্যোধৃত রক্ত পান করাইবে। এই জীবাভিসন্ধান রক্ত জীবরক্তের সহিত আশু সংযুক্ত হইয়া উহাকে পুষ্ট করে। উক্ত মৃগাদির রক্ত নূতন কুশের সহিত মর্দ্দিত করিয়া বস্তিতে নিষেক করিবে ॥ ২০

শ্যামা, গাম্ভারী, যষ্টিমধু, দূর্ব্বা ও বেণার মূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃতমণ্ড ও রসাঞ্জন মিশাইবে। শীতল হইলে ইহার বস্তি দিবে। ইহাতে সুশীতল পিচ্ছাবস্তি বা ঘৃতমণ্ডের অনুবাসন বস্তি দিবে ॥ ২১

বিরেচনাতিযোগে গুদভ্রংশ হইলে কষায় রসান্বিত দ্রব্যের কাথ দ্বারা উহাকে স্তম্ভিত করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিবে ॥ ২২

রোগী সংজ্ঞারহিত হইলে সামবেদ এবং বাঁশী ও গীতাদির ধ্বনি শ্রবণ করাইবে ॥ ২৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে কল্পস্থানে বমনবিরেচনব্যাপৎসিদ্ধি নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দোষহরণ সাকল্য নামক বস্তিকল্প ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

বেড়েলা, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, রাস্না, দশমূল প্রত্যেক ১ পল, মদনফল ৮ টি (প্রায় ১ পল), ছাগমাংস /৬৷৹ সের, এই সমস্ত দ্রব্য চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথে কল্কার্থ—যমানী, মদনফল, বেলশুঁঠ, কুড়, বচ, শুল্‌ফা, মুতা ও পিপুল মিলিত দুই পল ; ঘৃত ও তৈল কাথের চতুর্থাংশ (বাতে) ষষ্ঠাংশ (পিত্তে) বা অষ্টমাংশ (কফে) এবং গুড় মধু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিবে। যাহাতে কাথ অতি পাত্‌লা বা অধিক লবণ রস বিশিষ্ট না হয় এরূপ মাত্রায় গুড় মধু ও লবণ মিশাইতে হইবে। ঈষদুষ্ণাবস্থায় ইহা প্রযোজ্য। এই বস্তি শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বরোগহর, স্বস্থহিত, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর। যে সকল বস্তিতে কল্কের উল্লেখ থাকিবে না, সেই সকল বস্তিতে উক্ত যমান্যাদির কল্ক মিশ্রিত করিবে ॥ ২

দশমূল ও ছাগমাংসের কাথে কাঞ্জিকাদি অম্ল, পূর্ব্বোক্ত যমান্যাদি কল্ক এবং ঘৃত বসা ও মজ্জা এই তিন প্রকার স্নেহ মিশ্রিত করিয়া তাহা বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বাতরোগনাশক উৎকৃষ্ট বস্তি ॥ ৩

বেড়েলা, পটোলী, স্বল্পপঞ্চমূল, বলাডুমুর, এরণ্ড ও যব ইহাদের যথাবিধি প্রস্তুত কাথ /৪ সের, ছাগমাংসের কাথ /২ সের ; এই দুই প্রকার কাথ পুনর্ব্বার একত্র পাক করিয়া /৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে তাহাতে প্রিয়ঙ্গু, পিপুল ও মুতার কল্ক এবং তৈল, ঘৃত, মধু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া বস্তি কল্পনা করিবে। এই বস্তি অগ্নির দীপক, মাংসবলপ্রদ এবং সদ্যঃ চক্ষুর বলোপধায়ক ॥ ৪

এরণ্ডমূল ৩ পল, পলাশ ৩ পল, লঘুপঞ্চমূল ১ পল এবং রাস্না, বেড়েলা, গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, শ্বেতপুনর্নবা, সোন্দাল ও দেবদারু প্রত্যেক ১ পল, মদনফল ৮ টি (প্রায় ১ পল) ; এই সকল দ্রব্য ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথে বচ, শুলফা, হবুষ, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, পিপুল, ইন্দ্রযব, মুতা, রসাঞ্জন প্রত্যেক ২ তোলা, লবণ অর্দ্ধ তোলা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া দিবে এবং মধু তৈল ও গোমূত্র মিশ্রিত করিবে। এই বস্তি লেখন ও অগ্নির দীপক। ইহাতে জঙ্ঘা-উরু পার্শ্ব ত্রিক পৃষ্ঠ কোষ্ঠ হৃদয় ও গুহ্যদেশের শূল, গুরুতা, বিবন্ধ (মলবদ্ধতা), গুল্ম, অশ্মরী, ব্রধ্ন, গ্রহণীদোষ, অর্শঃ এবং কফবাতজ বিবিধ ব্যাধি প্রশমিত হয় ॥ ৫

যষ্টিমধু, লোধ, বেণার মূল, পদ্ম ও উৎপল ইহাদের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে জীবনীয়গণের কল্ক এবং চিনি, মধু ও ঘৃত মিশাইয়া তদ্দারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পিত্তজনিত রোগ সকল দূরীভূত হয় ॥ ৬

রাস্না, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, বেড়েলা, স্বল্পপঞ্চমূল, তৃণপঞ্চমূল, অনন্তমূল, চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, যষ্টিমধু ও লোধ প্রত্যেক ৪ তোলা ; যথাবিধি ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথের সহিত /৮ সের দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পরে তাহাতে জীবন্তী, মেদা, ঋদ্ধি, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বীরা (ক্ষীরকাকোলী অথবা চাকুলে), কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কেশুর, চিনি, জীবক, পদ্মরেণু, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, নীলোৎপল, শ্বেতপদ্ম, অগুরু, আলকুশী, যষ্টিমধু, নাগকেশর, মুঞ্জাতক (উত্তরাপথে প্রসিদ্ধ কন্দবিশেষ, তদভাবে তালমস্তক গ্রহণীয়) ও রক্তচন্দন পেষণ করিয়া দিবে এবং মধু, ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া শীতলাবস্থায় তাহার বস্তি প্রদান করিবে। বস্তি প্রত্যাগত হইলে রোগির গাত্র পরিষিক্ত করিয়া অভ্যাসানুসারে জাঙ্গলমাংস রসের সহিত অথবা দুগ্ধের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এই বস্তি প্রয়োগে দাহ, অতিসার, প্রদর, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, বিষম জ্বর, গুল্ম, মূত্রগ্রহ ও কামলা প্রভৃতি সকল প্রকার পৈত্তিক রোগ নিবৃত্ত হয় ॥ ৭

ঘোষালতা, সোন্দাল, দেবদারু, মূর্ব্বা, গোক্ষুর, কুড়্চি, আকন্দ, আকনাদি, কুলথ কলাই ও বৃহতী মিলিত ৫ পল, জল ৮০ পল, শেষ ২০ পল। এই কাথে সর্ষপ, এলাইচ, মদনফল ও কুড় প্রত্যেক ২ তোলা এবং মধু, ফলতৈল (মদনফল ও অন্যাদি সাধিত তৈল), যবক্ষার, তৈল ও ঘৃত প্রত্যেক ১ প্রসৃত বা ২ পল পরিমাণে মিশাইবে। এই নিরূহবস্তি কফরোগাক্রান্ত, মন্দাগ্নি ও অন্নদ্বেষী রোগিকে প্রয়োগ করিবে ॥ ৮

অতঃপর সুখোচিত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত এবং যাহারা সুকুমার ও বমনাদি কর্ম্ম ভ্রষ্ট, তাহাদের সম্বন্ধে পৃথক্ প্রসৃত পরিমিত, মৃদু, স্নেহনসমর্থ নিরূহ সকল বর্ণন করিব ॥ ৯

দুগ্ধ ২ প্রসৃত (৪ পল) এবং মধু, তৈল ও ঘৃত প্রত্যেক ১ প্রসৃত ; এই সমস্ত দ্রব্য দর্ব্বী (তাড়ু) দ্বারা আলোড়িত করিয়া লইবে। এই বস্তি বাতঘ্ন ও বলবর্ণকারক ॥ ১০

বিল্বাদি পঞ্চমূলের কাথ ২ প্রসৃত, কুলথ কলায়ের কাথ ২ প্রসৃত এবং তৈল, প্রসন্না, মধু ও ঘৃত প্রত্যেক ১ প্রসৃত ; এই গুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার বস্তি প্রদান করিলে বায়ুর শমতা হয় ॥ ১১

পল্তা, নিমছাল, ভূতিক (যমানী বা চিরতা), রাস্না ও ছাতিম, ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ কাথ এক প্রসৃত, ঘৃত ১ প্রসৃত ; ইহাতে সর্ষপের ও পঞ্চতিক্ত দ্রব্যের (কেহ বলেন—পঞ্চতিক্ত ঘৃতের) কল্ক মিশ্রিত করিয়া তাহার বস্তি দিবে। তাহাতে অভিষ্যন্দ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও প্রমেহ নষ্ট হইবে ॥ ১২

তৈল, গোমূত্র, দধির মাত্ ও অম্লকাঞ্জিক প্রত্যেকটী এক প্রসৃত (মিলিত ৪ প্রসৃত) লইয়া তাহাতে সর্ষপের কল্ক মিশ্রিত করিবে। এই বস্তি মলবদ্ধতা ও আনাহনাশক ॥ ১৩

ছুন্ধিকা, ইক্ষুমূল, শালপানি, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মধু ও ঘৃত প্রত্যেক ১ প্রসৃত ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাহাতে পিপুলের কল্ক মিশ্রিত করিবে। ইহা শুক্রজনক ॥ ১৪

একণে সিদ্ধবস্তি সকল বলিব (যে বস্তি দ্বারা অবশ্য সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাকে সিদ্ধ বস্তি কহে)। ইহা নিরাপদ, বহুফলদায়ক, বলপুষ্টিকর ও সুখোৎপাদক এবং সর্ব্বদা প্রয়োগ করা যায় ॥ ১৫

মধুতৈলিক বস্তি।

মধু ও তৈল সমানভাগ (৮ পল), এরণ্ডমূলের কাথ (৮ পল), সৈন্ধবলবণ ২ তোলা, শুল্‌ফা ৪ তোলা ; এই সকল একত্র মিশ্রিত করিবে। এই মধুতৈলিক বস্তি প্রমেহ, অর্শঃ, ক্রিমি, গুল্ম ও অন্ত্রবৃদ্ধিনাশক এবং রসায়ন। (এই বস্তিতে মধু ও তৈলের প্রাধান্য কথিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে মধুতৈলিক বস্তি কহে) ॥ ১৬

যষ্টিমধু সংযুক্ত এই বস্তি (মধুতৈলিক বস্তি) চক্ষুষ্য এবং রক্তপিত্তনাশক ॥ ১৭

যাপনবস্তি।

মুতার কল্কের সহিত মধু৷ তৈল মাংসরস ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বস্তি কল্পনা করিবে। যাপন নামক এই বস্তি দ্বারা গুহ্য জঙ্ঘা উরু বৃষণ বস্তি ও লিঙ্গের বেদনা নিবারিত হয়। (যে বস্তি দ্বারা প্রাণ যাপিত অর্থাৎ রক্ষিত হয়, তাহাকে যাপন বস্তি কহে) ॥ ১৮

ঘৃত, মধু, বসা ও তৈল প্রত্যেক ১ প্রসৃত, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা ও হবুষ ৪ তোলা ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যাপন বস্তি কল্পনা করিবে॥ ১৯

যুক্তরথ বস্তি।

এরণ্ডমূলের কাথে বচ, পিপুল ও মদনফলের কল্ক এবং মধু তৈল ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া যুক্তরথ নামক বস্তি কল্পনা করিবে। (হস্ত্যশ্বযুক্ত সচল রথেও রোগিকে ইহা প্রয়োগ করা যায় বলিয়া এই বস্তি যুক্তরথ নামে কথিত হইয়াছে) ॥ ২০

এরণ্ডমূলের কাথের সহিত মধু, বচ, হিং, শুল্‌ফা, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, বচ ও রাস্না সংযুক্ত করিয়া বস্তি প্রদান করিবে। ইহা দোষহর শ্রেষ্ঠ বস্তি ॥ ২১

পঞ্চমূলের কাথ, তিলতৈল, পিপুল, মধু, সৈন্ধবলবণ ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বস্তি কল্পনা করিবে। ইহা সিদ্ধবস্তি ॥ ২২

দশমূল, ত্রিফলা, মদনফল ও বেলশুঁঠ, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পাক করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথে আকনাদি, ইন্দ্রযব, মুতা, ময়না ফলের কল্ক এবং মধু, তৈল, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ যুক্ত করিয়া তাহার বস্তি প্রয়োগ করিলে কফজ ব্যাধি, পাণ্ডুরোগ, বিসূচী, শুক্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা এবং বস্তি দেশের আটোপ (বেদনার সহিত গুড় গুড় ধ্বনি) নিবারিত হয় ॥ ২৩

মুতা, আকনাদি, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, রাস্না, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, সোন্দাল, বেণার মূল, বলাডুমুর, বহেড়া, কটকী ও স্বল্প পঞ্চমূল প্রত্যেক ১ পল; মদনফল ৮টি ; এই সমস্ত ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই কাথ ও ✓৮ সের দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে জাঙ্গল মাংসরস ৬ পল (নিরূহ দ্রব্য ২৪ পল পরিমাণে লইবার বিধি), ঘৃত, মধু ও সৈন্ধবলবণ এবং যষ্টিমধু, শুল্‌ফা, শ্যামমূলা [illegible] (কেহ বলেন—বৃদ্ধদারক), ইন্দ্রযব ও রসাঞ্জনের কল্ক মিশ্রিত করিবে। [illegible] এই বস্তি প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত, মূর্চ্ছা, মেহ, অর্শঃ, গুল্ম, মলমূত্রের বদ্ধতা, বি[illegible], বিসর্প, ব্রধ্ন, আধ্মান, প্রবাহিকা, রক্তপ্রদর, উন্মাদ, শোথ, কাস, অশ্মরী ও বস্তি কুণ্ডলিকা এবং বঙ্ক্ষণ উরু কটী কুক্ষি মন্যা কর্ণ ও মস্তকের বেদনা দূরীভূত হয়। ইহা মাংস

অগ্নি বল ও শুক্রবর্দ্ধক এবং চক্ষুর হিতকর, পুত্রজনক, রসায়ন ও যাপনবস্তি সমুহের মধ্যে উৎকৃষ্ট ॥ ২৪

স্বল্প ও বৃহৎকায় মৃগের মাংস এবং দশমূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত হবুষ, শুল্ফা ও নাগর মুতার কল্ক মিশাইবে। এই বস্তি অতিশয় বায়ুনাশক। মহাস্নেহ সংযুক্ত হইলে ইহা অত্যন্ত বৃষ্য হয় ॥ ২৫

পক্ষ পিত্ত অন্ত্র পাদ বিষ্ঠা ও তুণ্ড রহিত ময়ুরের মাংস দশ পল, লঘু পঞ্চমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ৩২ সের, দুগ্ধ ৩২ সের; এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। উক্ত বস্ত্রপূত কাথে ভূমিকুষ্মাণ্ড, পিপুল, যষ্টিমধু, শুল্ফা ও মদনফলের কল্ক এবং ঘৃত মধু ও ঈষৎ লবণ সংযুক্ত করিয়া তাহার বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই নিরূহ অত্যন্ত বল ও শুক্রবর্দ্ধক ॥২৬

উক্ত বিধানে তিত্তিরি প্রভৃতি পক্ষী এবং সমস্ত বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও জলচর প্রাণির মাংসেরও পৃথক্ পৃথক্ বস্তি কল্পনা করিবে। বিরুদ্ধসংযোগ হেতু কেবল মৎস্য দুগ্ধ সহ পাক করিবে না ॥ ২৭

গোধা, নকুল, বিড়াল, শল্লাকী ও ইন্দুর ইহাদের মাংস এবং পঞ্চমূল প্রত্যেক ১০ পল; এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধ ও জল সহ সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। পরে তাহাতে ময়নাফল ও পিপুলের কল্ক এবং সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, চিনি, তৈল, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিবে। ব্যায়াম দ্বারা যাহাদের বক্ষঃ মথিত হইয়াছে, যাহাদের ইন্দ্রিয়শক্তি ও ওজঃ পদার্থের ক্ষয় হইয়াছে, যাহাদের শুক্র মল ও মূত্র বিবদ্ধ হইয়াছে, যাহারা খুড়বাতে পীড়িত, যাহারা হস্তী অশ্ব ও রথ সংক্ষোভ হেতু ভগ্ন ও জর্জ্জরিত দেহ—তাহারা এই বস্তি দ্বারা নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা রসায়ন ও মুখ্য বাজীকরণ বস্তি ॥ ২৮

আলকুশী, উচ্চটা (কুঁচ) ও কুলেখাড়ার বীজের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহার সহিত অন্ন ভোজন করিবে ॥ ২৯

সিদ্ধফল দ্রব্য সমুহের দ্বারা অযন্ত্রণ সিদ্ধফল স্নেহবস্তি সকল কল্পনা করিবে ॥ ৩০

এক্ষণে দোষঘ্ন সযন্ত্রণ স্নেহবস্তি সকল কথিত হইতেছে। তৈল ১৬ সের। কাথার্থ—দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, যমানী, বামুনহাটী, বাসক, গন্ধতৃণ, শতমূলী, ঝিণ্টি ও কাকজঙ্ঘা প্রত্যেক ১ পল; যব, মাষকলায়, মসিনা, কুল ও কুলথকলায় প্রত্যেক ১ প্রসৃত (২ পল), জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কল্ক দ্রব্য—জীবনীয়গণ প্রত্যেক ১ পল। এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া তাহার অনুবাসন দিবে। এই বস্তি সর্ব্বপ্রকার বাতবিকার নাশক ॥ ৩১

জীবনীয়গণের সহিত আনূপ প্রাণির বসা পাক করিবে। ইহার বস্তিও পূর্ব্ববৎ গুণকারক ॥৩২

শুল্ফা, করঞ্জ ও কাঁজির সহিত সিদ্ধ তৈলের বস্তি বাতরোগে প্রযোজ্য ॥ ৩৩

সৈন্ধবলবণ অগ্নিতে লোহিতবর্ণ করিয়া ঘৃতে মজ্জন করিবে। এই ঘৃতের বস্তি বায়ুনাশক ॥ ৩৪

জীবন্তী, ময়নাফল, মেদা; থুলকুড়ি, যষ্টিমধু, বেড়েলা, শুল্ফা, ঋষভক, পিপুল, কাকজঙ্ঘা, শতমূলী, আলকুশী, ক্ষীরকাকোলী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী ও বচ ইহাদের কল্কের ও চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত মিলিত ঘৃত তৈল পাক করিয়া তাহার অনুবাসন দিবে। ইহা পুষ্টিকর, বাতপিত্তনাশক, বল শুক্র ও অগ্নিবর্দ্ধক, রজোদোষ ও শুক্রদোষ নাশক এবং পুত্রজননে হিতকর ॥ ৩৫

সৈন্ধবলবণ, মদনফল, কুড়, শুল্ফা, হিজল ফল, বচ, বালা, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, দেবদারু, কট্‌ফল, শুঁঠ, কুড়, মেদা (পাঠান্তরে—মূর্ব্বা), চৈ, চিতা, শটী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, তেউড়ীমূল, রেণুক, নীলীবৃক্ষ, শালপানি, বেলশুঁঠ, বনযমানী, পিপুল, দন্তী ও রাস্না প্রত্যেক সমভাগ; ইহাদের কল্কের সহিত এরণ্ড তৈল বা তিলতৈল অথবা সমভাগে মিশ্রিত এরণ্ডতৈল-তিলতৈল পাক করিবে। ইহার অনুবাসনে কফরোগ, ব্রধ্ন, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, মেহ, আঢ্যবাত, আনাহ ও অশ্মরী আশু বিনষ্ট হয়॥ ৩৬

বিল্বাদি মহৎপঞ্চমূলের ক্বাথ ও কল্কের সহিত অথবা কফহর দ্রব্য ও ফলের কল্ক এবং আট গুণ কাঞ্জিকাদি অম্ল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ তৈলের অনুবাসন কফনাশক॥ ৩৭

মধুর-স্নিগ্ধ-শীতলাত্মকত্ব হেতু মৃদু বস্তি জড়ীভূত অর্থাৎ বহির্নিঃসৃত হইয়া কোষ্ঠেই অবস্থিত হইলে অন্য তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ করিবে। গোমূত্রাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য নিষ্পাদিত বস্তি দ্বারা কোষ্ঠ বিকর্ষিত হইলে স্নিগ্ধ-মধুর-শীতল মৃদুবস্তি প্রদান করিবে॥ ৩৮

গোমূত্র, পীলু, চিতা, লবণ, ক্ষার ও সর্ষপ সংযোগে বস্তির তীক্ষ্ণত্ব এবং ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা মৃদুত্ব সম্পাদন করিবে এবং ইহা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করিবে॥ ৩৯

বল কাল রোগ দোষ ও প্রকৃতির উপযুক্ত ঔষধ সমূহ দ্বারা সাধিত বস্তি প্রযুক্ত হইলে স্ব স্ব রোগ নিবৃত্ত হয়॥ ৪০

উষ্ণার্ত্তদিগের তদ্‌যোগ্য ঔষধসাধিত শীতল বস্তি এবং শীতার্ত্তদিগের সুখোষ্ণ বস্তি বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে॥ ৪১

শোধনযোগ্য রোগ সমূহে বৃংহণীয় বস্তি ব্যবস্থা করিবে না॥ ৪২

মেদস্বী, বিশোধনীয়, কুষ্ঠ ও মেহ রোগে পীড়িত, ক্ষীণ, ক্ষতবান্, দুর্ব্বল, মূর্চ্ছিত, কৃশ, শুষ্ক ও বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ দেহ ব্যক্তিদিগকে বিশোধনীয় বস্তি প্রদান করিবে না। দোষ দ্বারা প্রাণ নিবদ্ধ হয়। দোষ নির্হরণ করিলে প্রাণ সংশয় হইতে পারে, অতএব প্রাণ রক্ষার্থ ইহারা বিশোধ্য নহে॥ ৪৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে কল্পস্থানে দোষসাকল্য বস্তিকল্প নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা বস্তিব্যাপৎসিদ্ধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

স্নেহ স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন না করিয়া গুরুকোষ্ঠ রোগিকে যদি অল্প স্নেহলবণ দ্রব্যবিশিষ্ট শীতলবস্তি অথবা ঘনবস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সেই বস্তি দুর্ব্বলত্ব প্রযুক্ত বস্তিসাধ্য দোষ নির্হরণে অসমর্থ হইয়া কেবল দোষকে সংক্ষোভিত করিয়া অযোগ

আনয়ন করে। তাহাতে বায়ু মল ও মূত্রের অপ্রবর্ত্তন, নাভি ও বস্তিদেশে বেদনা এবং দাহ, হৃদয়ের লিপ্ততা, গুহ্যদেশে শোথ, কণ্ডু, গণ্ডরোগ, বৈবর্ণ্য, অরতি ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল ব্যাপত্তি হয়॥ ২

এই সকল বস্তিব্যাপদে মধ্যদোষাতীসারে কথিত ভূতীকপিপ্পল্যাদি বা বিল্বধনিকাদি পাচনদ্বয়ের কোন একটির কাথ ঈষদুষ্ণ করিয়া পান, ফলবর্ত্তি, স্বেদ এবং অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিরেচন হিতকর। আর বিল্বমূল, তেউড়ী, দেবদারু, যব, কুল ও কুলথকলায় যুক্ত বস্তি, সুরাদিযুক্ত বস্তি, অথবা বস্তিকল্পাধ্যায়ে প্রথমবস্তিতে কথিত যমাহ্বাদি কল্কযুক্ত বস্তি উৎক্লিষ্ট দোষ আকর্ষণ করিয়া থাকে॥ ৩

প্রবলদোষে রুক্ষদেহে অথবা ক্রূরকোষ্ঠে অল্পবীর্য্য বস্তি প্রদত্ত হইলে তাহা বাতাদি আবরক দোষকর্ত্তৃক আবৃত হয় এবং রুদ্ধমার্গ হইয়া শেষে বায়ুরও গতিরোধ করে। তাহাতে বায়ু বিমার্গগামী হইয়া আধ্মান, হৃদয়াদি মর্ম্মের পীড়ন, গুহ্যে ও কোষ্ঠে বিদাহ, মুষ্ক ও বঙ্ক্ষণদেশে বেদনা এবং ভগ্ন রুদ্ধামৃদিতাদি নানাবিধ বেদনা দ্বারা হৃদয়ের অবরোধ উপস্থিত করে ও ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়॥ ৪

এরূপ হইলে রোগিকে উত্তমরূপে অভ্যক্ত ও স্বিন্নগাত্র করিয়া অবস্থাভেদে ফলবর্ত্তি অথবা পীলু সর্ষপ ও গোমূত্রসংযুক্ত উপরি কথিত বিল্বমূলাদিযুক্ত নিরূহ কিংবা সরলকাষ্ঠ ও দেবদারুর দ্বারা সাধিত তৈলের অনুবাসন ব্যবস্থা করিবে॥ ৫

মলমূত্রাদির বেগরোধকারী ব্যক্তির বস্তি, অম্লিগ্ধলবণোষ্ণ বস্তি, অল্পৌষধান্বিত বস্তি, মৃদুবস্তি কিংবা অতিমাত্র বা অল্পমাত্র বস্তি প্রদত্ত হইলে তাহা বায়ুকর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত হইয়া মূর্চ্ছা, বমনভাব, তৃষ্ণা ও দাহাদি ব্যাপত্তি জন্মাইয়া মুখ ও নাসিকা দিয়া বহির্গত হয়॥ ৬

মূর্চ্ছাদি বিকার উপস্থিত হইলে রোগির মুখে শীতলজল সেচন করিবে এবং যে পর্য্যন্ত ক্লান্তিনাশ না হয়, তাবৎ পাখার বাতাস করিবে। প্রাণায়াম করাইবে। তদ্দ্বারা ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত বস্তি অধোনীত হইয়া থাকে। উষ্ণ হস্তদ্বারা রোগির পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও উদর মর্দ্দন করিবে। তাহাকে অধোমুখ করিয়া চুল ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া নাড়া দিবে। সর্প, দংষ্ট্রীজন্তু, শস্ত্র, উল্কা ও রাজপুরুষাদি দ্বারা ভয় দেখাইবে। এরূপ করিলে বস্তি অধোগত হইবে। হস্ত ও বস্ত্রদ্বারা তাহার গলদেশ এরূপভাবে টিপিয়া ধরিবে, যাহাতে রোগী মরিয়া না যায়। ইহাতে প্রাণ ও উদান বায়ুর নিরোধহেতু অপানবায়ু অতি শুদ্ধাশয় হইয়া আশু বস্তিকে অধঃ আনয়ন করিয়া থাকে। কুড় ও গুবাকের কল্ক অম্লসংযুক্ত করিয়া পান করাইবে। এই কল্কের উষ্ণত্ব, তীক্ষ্ণত্ব ও সরত্বহেতু বস্তির অনুলোম হয়। গোমূত্রের সহিত তেউড়ীমূল ও হরীতকীর কল্ক পান করিলেও বস্তির অনুলোম হয়। দোষ পক্কাশয়ে অবস্থিত হইলে স্বেদ দিয়া দশমূলের কাথের বস্তি প্রয়োগ করিবে কিংবা যব কুল ও কুলথকলায় গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই কাথের অথবা গুলঞ্চ, বাঁশপাতা, নাটাকরঞ্জের ছাল ও পাতা, শটী, দেবদারু ও গন্ধতৃণ গোমূত্রে পাক করিয়া এবং তাহাতে তৈল, গুড়, সৈন্ধবলবণ ও বিরেচক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া তাহার বস্তি প্রয়োগ করিবে। দোষ বক্ষঃস্থিত হইলে বিল্বাদি পঞ্চমূলের কাথের বস্তি প্রয়োজ্য। দোষ শিরঃস্থ হইলে নস্য ও ধূম প্রদান এবং সর্ষপদ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিবে॥ ৭

অতি স্নেহিত ব্যক্তিকে অতিউষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ, অত্যম্ল ও অতিঘন বস্তি প্রয়োগ করিলে কিংবা অল্পদোষে বা মৃদুকোষ্ঠে পুনঃপুনঃ বস্তি প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি অতিযোগত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুক্ষির রুজাকর হইয়া থাকে। বিরেচনের অতিযোগের সমান ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা জানিবে॥ ৮

পিত্তপ্রধান ব্যক্তিকে ক্ষার, অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যদ্বারা কল্পিত বস্তি প্রদান করিলে উহা গুহ্যদেশকে যেন দহন, লেখন ও ক্ষীণ করিয়া স্রাব করায়। রোগী বিদগ্ধ রক্ত ও অতিবেগে বারংবার বহুবর্ণবিশিষ্ট পিত্ত স্রাব করে এবং পুনঃপুনঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রক্তপিত্তঘ্ন ও রক্তাতিসারনাশক চিকিৎসা হিতকর। দাহ মোহাদি থাকিলে দ্রাক্ষাক্বাথের সহিত তেউড়ীর কল্ক পান করিবে। ইহা পিত্ত, মল ও বায়ুর শমতা করিয়া দাহাদির নাশ করে। আর অতিনিরিক্ত ক্ষীণপুরীষ ব্যক্তি মাষকলায়ের যূষের সহিত কুল্মাষ (ঘুঘুনী বিশেষ) ভোজন এবং দধি বা সুরা পান করিবে॥ ৯

এইরূপে নিরূহব্যাপত্তির চিকিৎসা কথিত হইল, অতঃপর স্নেহবস্তির সিদ্ধি (চিকিৎসা) বলা যাইতেছে॥ ১০

অধিকবাতে শীতল বা অল্প বস্তি, পিত্তাধিক্যে অত্যুষ্ণবস্তি, কফাধিক্যে মৃদুবস্তি, অতিভুক্তে গুরুবস্তি (মাত্রায় ও বীর্য্যে গুরু) এবং পুরীষসঞ্চয়ে অল্পবস্তি (মাত্রায় ও বীর্য্যে অল্প) প্রয়োগ করিলে সেই স্নেহবস্তি, শীতাদি কারণে কুপিত বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক আবৃত হওয়ায় এবং অভিভবত্ব প্রযুক্ত প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না। বায়ুকর্ত্তৃক স্নেহ আবৃত হইলে স্তব্ধতা, উরুদ্বয়ের অবসন্নতা, আধ্মান, জ্বর, শূল, অঙ্গমর্দ্দ, পার্শ্ববেদনা ও বেষ্টনবৎ পীড়া উপস্থিত হয়। সম্যক্ স্নিগ্ধ অম্ললবণ ও উষ্ণবীর্য্য নিরূহসকল দ্বারা বাতাবৃত স্নেহবস্তি প্রত্যানয়ন করিবে। নিরূহ সকল যথা—সৌবীরক, সুরা, কুল, কুলত্থকলায় ও যবের দ্বারা সাধিত নিরূহ, গোমূত্রযুক্ত নিরূহ ও পঞ্চমূলের ক্বাথের নিরূহ। রাস্না ও দারুহরিদ্রার সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলদ্বয়ের কোন একটি নিরূহে সংযুক্ত করিবে। আর দোষাদি বিবেচনা করিয়া সায়ং ভোজনের পর উক্ত তৈলদ্বয়ের অনুবাসনও প্রয়োগ করিবে॥ ১১

তৃষ্ণা, দাহ, রক্তিমা, সংমোহ, বিবর্ণতা, তমক ও জ্বর এইগুলি পিত্তাবৃত স্নেহবস্তির লক্ষণ। স্বাদু ও তিক্তদ্রব্যসাধিত বস্তি দ্বারা পিত্তাবৃত বস্তি নির্হরণ করিবে॥ ১২

তন্দ্রা, শীতজ্বর, আলস্য, প্রসেক, অরুচি, শরীরের গুরুতা, মূর্চ্ছা ও গ্লানি এই সকল লক্ষণদ্বারা স্নেহবস্তি শ্লেষ্মাবৃত হইয়াছে, বুঝিবে। উহা কষায়-তিক্ত-কটুরসান্বিত, সুরা-গোমূত্র-সাধিত, ফলতৈলসংযুক্ত (উষ্ণবীর্য্য আখরোটাদি ফলের তৈল, কেহ বলেন—মদনফল ও তিলতৈল যুক্ত) এবং কাঞ্জিকাদি অম্লদ্রব্যে মিশ্রিত বস্তিদ্বারা প্রত্যাহরণ করিবে॥ ১৩

বমন, মূর্চ্ছা, অরুচি, গ্লানি, শূল, নিদ্রা, অঙ্গমর্দ্দ, আমলক্ষণ ও দাহ এই সকল লক্ষণ দ্বারা স্নেহ বস্তি অতি ভোজন দ্বারা আবৃত হইয়াছে, জানিবে। ইহাতে লবণ ও কটু দ্রব্যের ক্বাথ ও চূর্ণ দ্বারা পাচন ঔষধ, মৃদু বিরেচন এবং আম-চিকিৎসোক্ত সর্ব্বপ্রকার ঔষধ হিতকর॥ ১৪

মল মূত্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা, বেদনা, শরীরের গুরুতা, আধ্মান ও হৃদয় ব্যথা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে স্নেহবস্তি পুরীষাবৃত হইয়াছে জানিয়া তাহাকে স্নেহ, স্বেদ, বর্ত্তি, তেউড়ী ও বিল্বাদি পঞ্চমূল সিদ্ধ নিরূহ ও অনুবাসন এবং উদাবর্ত্তনাশক বিধি দ্বারা নির্হরণ করিবে॥ ১৫

অভুক্ত কিংবা শূনপায়ু (যাহার গুহ্যদেশ স্ফীত হইয়াছে) ব্যক্তিকে অথবা পেয়ামাত্র ভোজনের পরে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে তাহা অনাবৃতত্ব হেতু বেগে ঊর্দ্ধ দেহে গমন করে এবং কণ্ঠের উপরিভাগস্থ মুখ নাসাদি স্রোতো দ্বারা বহির্গত হয়। তাহাতে গোমূত্রের সহিত তেউড়ীমূল ও শ্যামার (বৃদ্ধদারক অথবা শ্যামমূলা তেউড়ী) ক্বাথ এবং যব কুল ও কুলথ কলায়ের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নিরূহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। স্তব্ধতা, কণ্ঠগ্রহ (গলা চাপিয়া ধরা), বিরেচন এবং বমননাশক ক্রিয়া সমূহের দ্বারা কণ্ঠ হইতে আগত স্নেহের প্রত্যাহরণ করিবে॥ ১৬

অপক্ব স্নেহ গুহ্যে প্রয়োগ করিবে না। যেহেতু অপক্ব স্নেহ দ্বারা গুহ্যদেশ উপলিপ্ত হওয়ায় বেদনা, মোহ, কণ্ডু ও শোথ উপদ্রব উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে তীক্ষ্ণবস্তি এবং আকন্দপত্রের রসে পক্ব তৈল প্রয়োগ করিবে॥ ১৭

বস্তির মুখ উচ্ছ্বসিত না করিয়া বদ্ধ করিলে কিংবা বস্তি দ্রব্য বস্তিপুটকে কিঞ্চিৎ না রাখিয়া নিঃশেষে বস্তি প্রদান করিলে বস্তিস্থ বায়ু অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ও কুপিত হইয়া শূল ও সূচীবেধবদ্ বেদনা উপস্থিত করে। তাহাতে অভ্যঙ্গ, গুহ্যদেশে স্বেদ এবং বায়ুনাশক ভোজন ব্যবস্থা করিবে॥ ১৮

বস্তি শীঘ্র প্রদত্ত, আকৃষ্ট কিংবা হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হইলে কটী, গুহ্য, জঙ্ঘা, ঊরু ও বস্তিদেশে স্তম্ভ, বেদনা ও ভেদবৎ পীড়া হইয়া থাকে। তাহাতে বাতঘ্ন আহার এবং স্বেদ, অভ্যঙ্গ ও বস্তি প্রদান করিবে॥ ১৯

বস্তিপুট পীড্যমান অবস্থার মধ্যেই যদি গুহ্যনাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়ে। তাহা হইলে বায়ু প্রতিহত কুপিত ও বলবান্ হইয়া বক্ষঃ ও মস্তকে বেদনা এবং ঊরুদ্বয়ের অবসাদ জন্মায়। এরূপ স্থলে বিল্বাদি পঞ্চমূলের ক্বাথ, মদনফল ও শ্যামাদির কল্ক এবং গোমূত্রসাধিত বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ২০

বস্তিপুটক অতি প্রপীড়িত হইলে বস্তিস্থ ঔষধ কোষ্ঠে যাইয়া অবস্থিতি করে বা কণ্ঠপর্য্যন্ত যায়। এই অবস্থায় বস্তি, বিরেচন ও গলপীড়া (গলা চাপিয়া ধরা) প্রভৃতি কর্ম্ম প্রশস্ত॥ ২১

বমন বিরেচনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ ক্ষীণদেহ ক্ষীণবল ও ক্ষীণাগ্নি ব্যক্তিকে নূতন অণ্ড বা তৈল-পূর্ণপাত্রের ন্যায় চিকিৎসক সকল প্রকার বাধা হইতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে॥ ২২

এইরূপ অবস্থায় প্রথমে মধুর ও হৃদয়প্রিয় দ্রব্য পরে অম্ল লবণ রস বিশিষ্ট, তৎপরে মধুর ও তিক্ত রসান্বিত, অনন্তর কষায় ও কটুরসযুক্ত পথ্য দিবে॥ ২৩

পরস্পর প্রতিকূল মধুরাদি রস এবং পরস্পর প্রতিপক্ষ স্নিগ্ধ ও রুক্ষ দ্রব্য সকল বিপরীত ভাবে (অর্থাৎ প্রথমে মধুর রস প্রয়োগ করিয়া তৎপ্রতিপক্ষ অম্ল রস দিবে। এইরূপে স্নিগ্ধ দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া রুক্ষ দ্রব্য প্রয়োগ করিবে) প্রয়োগ করিয়া রোগিকে প্রকৃতিস্থ করিবে॥ ২৪

বমন বিরেচনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তি যখন সর্ব্বক্ষম ও স্থিরবল হইবে, তখন সে স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, জানিবে॥ ২৫

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে কল্পস্থানে বস্তিব্যাপৎসিদ্ধি নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা ভেষজকল্প নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

জাঙ্গল ও সাধারণ দেশে, সমতল, উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা বিশিষ্ট, শ্মশান চৈত্য গর্ত্ত ও বল্মীক রহিত, অনুকূল জল বিশিষ্ট, কুশ ও গন্ধতৃণাস্তৃত, মৃদু (স্পর্শসুখ), অফালকৃষ্ট, বৃহৎ বৃক্ষ রহিত ও পবিত্র ক্ষেত্রে জাত এবং যাহা প্রশস্ত বর্ণ রসাদি সমন্বিত, কীট কর্ত্তৃক অভক্ষিত, দাবাগ্নি দ্বারা অদগ্ধ, বিকৃত আকাশাদি ভৌতিক পদার্থ দ্বারা অনাশ্রিত, যথাকালে ছায়া আতপ ও জলাদি দ্বারা সেবিত, দূরানুপ্রবিষ্ট স্থূলমূলবিশিষ্ট ও উত্তরদিগাশ্রিত, সেই সকল ঔষধই প্রশস্ত ॥ ২

অনন্তর ভেষজ সংগ্রহার্থ স্বস্ত্যয়নাদি মঙ্গলানুষ্ঠান পূর্ব্বক, শ্রদ্ধাসমন্বিত, স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধ ও কৃতোপবাস হইয়া উপরি কথিত গুণান্বিত ঔষধ সংগ্রহ করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক রাখিবে। তৎপরে উপযুক্ত কালে আর্দ্র (কাঁচা) অবস্থায় উহার কল্পনা করিবে। তথাবিধ আর্দ্র ঔষধের অভাব ঘটিলে বৎসর মধ্যে সংগৃহীত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গুড়, ঘৃত, মধু, ধনে, পিপুল ও বিড়ঙ্গ পুরাতনই গ্রহণীয় ॥ ৩

বষ্কয়িণী (চিরপ্রসূতা) গাভীর নির্দ্দোষ দুগ্ধ, নির্দ্দোষ মলমূত্র এবং বলবর্ণবিশিষ্ট তরুণ প্রাণির রক্তাদি ধাতু, পিচ্ছ (পালক), শৃঙ্গ, খুর ও নখাদি গ্রহণ করিবে ॥ ৪

লবণ রস ব্যতীত মধুরাদি পাঁচটি রস হইতে স্বরসকল্কাদি পাঁচ প্রকার কষায়ের কল্পনা করা হয়। সর্ব্বদা শুষ্করূপত্ব হেতু লবণ রসের স্বরসকল্পনাদি যোগ হইতে পারে না। পঞ্চবিধ কষায় কল্পনা যথা—স্বরস, কল্ক, শৃত, শীত ও ফাণ্ট। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি অধিক বীর্য্যবান্, অর্থাৎ ফাণ্ট অপেক্ষা শীতকষায়, শীতকষায় অপেক্ষা শৃতকষায়, শৃতকষায় অপেক্ষা কল্ক এবং কল্ক অপেক্ষা স্বরস অধিক শক্তিশালী ॥ ৫

সদ্যঃ উদ্ধৃত ঔষধি কুট্টিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়িত করিলে তাহা হইতে যে রস বহির্গত হয়, তাহাকে স্বরস কহে। কোন দ্রব্য দ্রবপদার্থে আপ্লুত করিয়া শিলায় পেষণ করিলে তাহাকে কল্ক বলা যায়। আর কোন দ্রব্য দ্রব পদার্থ দ্বারা আপ্লুত না করিয়া শুষ্ক অবস্থায় উত্তমরূপে পেষণ করিলে তাহাকে চূর্ণ কহে। চূর্ণ কল্কেরই প্রকারভেদ। কোন দ্রব্য জলাদি দ্বারা সিদ্ধ করিয়া যে কষায় কল্পনা করা যায়, তাহাকে শৃত বা কাথ কহে। কোন দ্রব্য দ্রব পদার্থে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে যে কষায় প্রস্তুত হয়, তাহাকে শীতকষায়, আর কোন দ্রব্য উষ্ণ দ্রবে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইলে তাহাকে ফাণ্টকষায় বলে। এই স্বরসাদির পরিমাণ ও কল্পনা দোষ ধাত্বাদির আলোচনা পূর্ব্বক ব্যাধি প্রভৃতির বলানুসারে নির্ণয় করিবে। এ সম্বন্ধে মুনি বলিয়াছেন—"মাত্রার কোন ব্যবস্থা নাই ; ব্যাধি, কোষ্ঠ, বল, বয়স এবং দেশও কাল এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রা ও কল্পনা স্থির করিবে ॥ ৬।৭

স্বরসের মধ্য পরিমাণ ৪ পল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কল্ক বা চূর্ণের মধ্যম মান ২ তোলা; ইহা ৩ পল দ্রব দ্রব্যে আপ্লুত করিয়া সেবন করিবে। ১ পল দ্রব্য ৴২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া কাথ করিবে। ১ পল দ্রব্যে ৬ পল দ্রব পদার্থ দিয়া শীতকষায় এবং ১ পল দ্রব্যে ৪ পল দ্রব দ্রব্য দিয়া ফাণ্টকষায় কল্পনা করিবে।

পাঁচ প্রকার স্বরসাদি কষায়ের মধ্যমান কথিত হইল। নিপুণ চিকিৎসক দেশকালাদি বিবেচনা করিয়া ইহাদের ন্যূনাধিক মাত্রা কল্পনা করিবে॥ ৮—১১

স্নেহপাক বিষয়ে কল্ক, স্নেহ ও দ্রব পদার্থের উল্লেখ না থাকিলে কল্কের চতুর্গুণ স্নেহ এবং স্নেহের চতুর্গুণ দ্রবদ্রব্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু শৌনক মুনি বলেন—শুদ্ধ জলের সহিত স্নেহ পাক করিতে হইলে স্নেহের চতুর্থাংশ, কাথের সহিত পাক করিতে হইলে ষষ্ঠাংশ এবং স্বরসের সহিত পাক করিতে হইলে অষ্টমাংশ কল্ক দ্রব্য দিবে। আর চারিটীর অধিক দ্রব পদার্থের সহিত যখন স্নেহ পাক করিতে হইবে, তখন প্রত্যেক দ্রবই স্নেহের সমান গ্রহণ করিবে॥ ১২

স্নেহপাক লক্ষণ।

কল্ক পদার্থ যখন অঙ্গুলিতে না লাগিবে এবং স্নেহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে চট্ পট্ শব্দ না হইবে এবং মনোহর গন্ধ বর্ণ রস ও স্পর্শের উৎপত্তি হইবে, তখন অগ্নি হইতে স্নেহ নামাইবে অর্থাৎ তখনই স্নেহপাক নিষ্পন্ন হইয়াছে, জানিবে॥ ১৩

ঘৃতের পাক নিষ্পন্ন হইলে ফেনের নিবৃত্তি এবং তৈলের পাকশেষ হইলে ফেনের উৎপত্তি হয়। লেহের সম্যক্ পাক হইলে তন্তুর উৎপত্তি হয় এবং তাহা জলে ফেলিলে গলে না, ডুবিয়া তলদেশে অবস্থিতি করে। (পক্ক লেহমাত্রেই যে জলে ডুবে বা গলিয়া যায় তাহা নহে। তথাপি তাহাদিগকে সম্যক্ পক্ক বলিয়া জানিবে।)

মন্দ, চিক্কণ ও খরচিক্কণ ভেদে স্নেহের পাক তিন প্রকার। কল্ক দ্রব্যের কিয়দংশ অঙ্গুলিতে জড়াইয়া ধরে, কতক ধরে না—ইহা মন্দপাকের লক্ষণ। চিক্কণ পাকে কল্ক মোমের মত চট্কাইলে অঙ্গুলিতে লাগে। আর যদি ঈষৎ চট্কাইলেই কল্ক অবসন্ন ও কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তির আকারে পরিণত হয়, তবে তাহাকে খরচিক্কণ পাক বলা যায়। ইহার অধিক পাক হইলে তাহাকে দগ্ধপাক বলে। দগ্ধপাক স্নেহ নির্ব্বীর্য্যত্ব হেতু অকর্ম্মণ্য হয়। আমপক্ক (ঈষৎ পক্ক) স্নেহ অগ্নিমান্দ্যকর। নস্যে মৃদুপাক, অভ্যঙ্গে খরচিক্কণ পাক এবং পানে ও বস্তিকার্য্যে চিক্কণ পাক স্নেহ প্রয়োগ করিবে॥ ১৪

মান পরিভাষা।

শাণ, পাণিতল, মুষ্টি, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, দ্রোণ ও বহ এই কয়েকটি মান উত্তরোত্তর চতুর্গুণ বর্দ্ধিত জানিবে। যথা—শাণ অপেক্ষা পাণিতল চারিগুণ, পাণিতল অপেক্ষা মুষ্টি চারিগুণ, মুষ্টি অপেক্ষা কুড়ব চারিগুণ অধিক ইত্যাদি॥ ১৫

কোন যোগে দ্রব বা আর্দ্র দ্রব্যের উল্লেখ থাকিলে তাহা শুষ্ক দ্রব্যের পরিমাণের দ্বিগুণ লইবে। (বা শুষ্ক দ্রব্যের উল্লেখ থাকিলে তাহার অভাবে দ্রব দ্রব্য দ্বিগুণ মাত্রায় লইবে।) এই দ্বিগুণ পরিমাণ কুড়ব হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় পরিমাণবাচক শব্দের

বিষয়ে বুঝিতে হইবে। কুড়ব অপেক্ষা অল্প পরিমাণ হইলে আর্দ্র, দ্রব ও শুষ্ক সর্ব্ব দ্রব্যেরই পরিমাণ সমান॥ ১৬

পেষণ, আলোড়ন ও স্নেহপাক কার্য্যে যদি কোন দ্রব দ্রব্যের উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, জল দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে॥ ১৭

যে সকল যোগে দ্রব্য সমূহের পরিমাণ উল্লিখিত হয় নাই, সে সকল যোগে সমান সমান ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঔষধের স্বরসাদি কল্পনা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তাহার কল্কই গ্রহণীয়, বুঝিবে॥ ১৮

২ শাণে এক বটক। কোল, বদর ও দ্রক্ষণ এইগুলি বটকের নামান্তর। ২ দ্রক্ষণে ১ অক্ষ। অক্ষের অপর নাম পিচু, পাণিতল, সুবর্ণ, কবলগ্রহ, কর্ষ, বিড়ালপদক, তিন্দুক, পাণিমানিকা। ২ পিচুতে ১ শুক্তি। ইহার অপর নাম অষ্টমিকা। ২ শুক্তিতে ১ পল। প্রকুঞ্চ, বিল্ব, মুষ্টি, আম্র ও চতুর্থিকা এই গুলি পলের পর্য্যায়বাচক। দুই পলে ১ প্রসৃত। ২ প্রসৃতে ১ অঞ্জলি। ২ অঞ্জলিতে এক মানিকা। আঢ়ক, ভাজন ও কংস ইহারা একার্থবাচক। দ্রোণ, কুম্ভ, ঘট, অর্ম্মণ ইহারাও এক পর্য্যায়বাচক। একশত পলে এক তুলা। বিংশতি তুলায় এক ভার॥ ১৯

শাণ হইতে সংখ্যার পরিমাণ কথিত হইয়াছে। শাণের পরিমাণ না জানিলে অন্য কোন সংখ্যারই মান জানা যাইবে না। অতএব গ্রন্থান্তর হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লিখিত হইতেছে—৬ বংশীতে (জালান্তর্গত রেণু) ১ মরীচী, ৬ মরীচীতে ১ সর্ষপ, ৮ সর্ষপে ১ তণ্ডুল, ২ তণ্ডুলে ১ ধান, ২ ধানে ১ যব, ৩ যবে ১ গুঞ্জা বা রতি। মতভেদে পাঁচ, ছয়, সাত, আট, দশ বা বার রতিতে মাষা হয়। এইরূপ ৪ মাষায় ১ শাণ।

ধরিত্রী হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বত দ্বারা প্রায় ব্যাপ্ত। তন্মধ্যে হিমালয়জাত ঔষধ সকল স্বভাবতঃ সৌম্য ও পথ্য এবং বিন্ধ্যোদ্ভব ঔষধ সমূহ আগ্নেয়॥ ২০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে কল্পস্থানে ভেষজকল্প নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

কল্পস্থান সম্পূর্ণ।

অষ্টাঙ্গ-হৃদয়।

উত্তরস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বালোপচরণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

জরায়ু হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশুকে সৈন্ধব সংযুক্ত সর্পির দ্বারা নানাপ্রকারে শোধিত করিবে, পশ্চাৎ প্রসবহেতু ক্লেশিত বালককে বলাতৈল মাখাইবে। পরে ইহার কর্ণমূলসমীপে দুই খানি প্রস্তর ঘর্ষণ করিয়া শব্দ করিবে। অনন্তর ইহার দক্ষিণকর্ণে "অঙ্গাৎ" ইত্যাদি "অভিরক্ষতু" পর্য্যন্ত মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে॥ ২—৫

এইরূপে শিশু সমাশ্বস্ত হইলে তাহার নাভিনাড়ী চারি অঙ্গুল উর্দ্ধে সূত্রদ্বারা বাঁধিয়া ছেদন করিবে এবং নাড়ীবদ্ধ সূত্রের অপর প্রান্ত শিশুর গলদেশে বান্ধিয়া দিবে। তাৎপর্য্য—নাড়ী উন্নত হইয়া থাকায় নাড়ীদিয়া রক্তস্রাব হইবে না। নাভিতে কুষ্ঠতৈল সেচন করিবে। পরে ক্ষীরিবৃক্ষের (অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, বট, পলাশ পিপুল) কাথে অথবা চন্দনাদি সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্যের জলে তপ্ত রজত ও সুবর্ণ বারংবার ডুবাইয়া সেই ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা স্নান করাইবে। তদনন্তর বৈদ্য দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বারা শিশুর তালু উন্নমিত করিয়া তাহার মস্তক (ব্রহ্মরন্ধ্র) তৈলসিক্ত পিচু (কার্পাসতুলা বা বস্ত্রখণ্ড) দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। তৎপরে মেধা আয়ুঃ ও বলবর্দ্ধনার্থ রাখালশশা, ব্রাহ্মী, বচ ও শঙ্খপুষ্পী ইহাদের কল্ক ঘৃত ও মধুসংযুক্ত এবং পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া মটরপ্রমাণ লেহন করিতে দিবে। সুবর্ণ, বচ, ব্রাহ্মী, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরীতকী ইহাদের অথবা সুবর্ণ ও আমলকীর সূক্ষ্মচূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইবে। তদনন্তর শিশুকে সৈন্ধবসংযুক্ত ঘৃত পান করাইয়া গর্ভসলিল বমন করাইবে। অতঃপর বেদবিহিত প্রাজাপত্য (গৃহোক্ত) বিধানে জাতকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিবে॥ ৬—১১

প্রসবহেতু স্ত্রীলোকদের হৃদয়স্থ ধমনী সকল বিবৃত হওয়ায় তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিবসে স্তন্য প্রবৃত্ত হয়। এই কয় দিবস প্রথমদিন প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে দুর্ব্বালভা সংযুক্ত ঘৃত ও মধু মন্ত্রপূত করিয়া শিশুকে লেহন করিতে দিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে লক্ষণাসিদ্ধ ঘৃত পূর্ব্ববৎ তিনবার সেবন করাইবে। তৎপরে পূর্ব্বনিবারিত স্তন্য বালকের পাণিতলমধ্যভাগে যতটুকু ধরিতে পারে, ততটুকু পরিমাণ নবনীত প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পান করাইয়া পশ্চাৎ স্তন্য পান করাইবে। শিশু মাতারই স্তন্য পান করিবে; যেহেতু তাহা শিশুর অতিশয় দেহবৃদ্ধিকারক। মাতৃস্তন্যের একান্ত অভাব হইলে দুইজন স্তন্যধাত্রী নিযুক্ত করিবে। তাহারা যেন সন্তানবৎসলা, অব্যঙ্গা (কদর্য্যচিহ্নরহিতা বা অবিকলাঙ্গী), মৈথুন-বর্জ্জিতা. সমানজাতি, সমানপ্রকৃতি, ব্যাধিহীনা, মধ্যমবয়স্কা, জীবদ্বৎসা ও অলোলুপা হয়। হিতজনক আহারবিহারাদি দ্বারা ধাত্রীদ্বয়কে অতিযত্নে রক্ষা করিবে। শোক, ক্রোধ, উপবাস ও পরিশ্রমহেতু স্তন্যের নাশ হয়। সীধুভিন্ন যাবতীয় মদ্য, আনূপমাংসরস, দুগ্ধ, জীবন্ত্যাদি ক্ষীরবিশিষ্ট ওষধিসকল এবং শোকাদির বিপর্য্যয় এই সকল স্তন্যোৎপাদক। বিরুদ্ধভোজন-শীলা, ক্ষুধিতা, নিন্দিতচিত্তা, প্রদুষ্টধাতু ও গর্ভিণীর স্তন্য শিশুর পক্ষে রোগকর। স্তনদুগ্ধের অভাব ঘটিলে ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিবে। স্বল্পপঞ্চমূলের অথবা শালপানি কিংবা চাকুলের সহিত গব্যদুগ্ধ সিদ্ধ এবং তাহাতে শর্করা সংযুক্ত করিয়া বালককে পান করাইবে। ইহাও ছাগদুগ্ধের ন্যায় গুণকারক ॥ ১২—১৯

বালকের আত্মীয়গণ রক্ষাবিধান ও পূজাদিকার্য্য সমাপন করিয়া পরম আনন্দে যত্নের সহিত সূতিকাষষ্ঠী রাত্রি জাগরণ করিবে। দশম দিবস পূর্ণ হইলে নিজবংশোচিত বিধানে সূতিকা তুলিবে। কুমারের হস্তাদিতে মনঃশিলা, হরিতাল, গোরোচনা, অগুরু ও রক্তচন্দন ধারণ করাইয়া জন্মনক্ষত্র দেবতার নামযুক্ত অথবা বংশানুগত সমান অক্ষর বিশিষ্ট বান্ধব নাম রাখিবে। তদনন্তর বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বিকৃতিবিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে কথিত লক্ষণ সমূহদ্বারা প্রকৃতিভেদে আয়ুঃপরীক্ষানন্তর বালককে পূর্ব্ব বা উত্তরভাগে শির করিয়া শয়ন করাইবে। শয্যা, আস্তরণ, উপাধান ও বস্ত্র শুদ্ধ, ধৌত, সমান ও কোমল হওয়া আবশ্যক। ঐ সকল শয্যাদি রক্ষোঘ্ন দ্রব্যাদিদ্বারা ধূপিত করিবে। একটি কাক মারিয়া তেউড়ীসংযুক্ত করিয়া ধূপ দিবে। জীবিত গণ্ডার প্রভৃতির শৃঙ্গজাত (সর্পাদিজাত মণিসকলও) এবং ব্রাহ্মী, রাখালশশা ও জীবকাদি প্রশস্ত ওষধীসকল বালকের হস্তে, গলদেশে ও মস্তকে ধারণ করাইবে। বচ বিশেষরূপে সর্ব্বদা ধারণ করিবে। ইহা আয়ুঃ, মেধা, স্মৃতি ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং রক্ষোভয়নিবারক ॥ ২০—২৭

পঞ্চম মাসে শুভদিনে শিশুকে ভূমিতে উপবেশন করাইবে। পরে ক্রমশঃ ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন সম্পাদন করিবে ॥ ২৮

ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম মাসে শীতকালে শুভদিনে মাতা বা ধাত্রীর ক্রোড়ে বসাইয়া প্রীতি বচনাদির দ্বারা সান্ত্বনা করিতে করিতে ভিষক্ নীরোগ বালকের প্রথমে দক্ষিণ কর্ণ পরে বাম কর্ণ এবং বালিকার প্রথমে বাম কর্ণ পরে দক্ষিণ কর্ণ বিদ্ধ করিবে। কর্ণপীঠের মধ্যভাগে গণ্ড সমীপবর্ত্তী যে স্থান কেবল মাত্র জরায়ু (পাতলা চর্ম্ম) দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সূর্য্যকিরণে

অবভাসিত, সেই দৈবকৃত ছিদ্রস্থান আল্‌তা দিয়া চিহ্নিত করিবে। পরে শিশু নড়িতে না পারে, এইরূপ ভাবে তাহাকে ধরিয়া বামহস্তে কর্ণপালি আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে সূচীদ্বারা ধীরে ধীরে ও ঋজুভাবে একবারে সেই চিহ্নিত স্থান বিন্ধিয়া দিবে। (কর্ণের পাতায় দৈবকৃত অর্থাৎ স্বাভাবিক ছিদ্র থাকে, তাহা মাত্র একখানি পাত্‌লা চর্ম্মদ্বারা আচ্ছন্ন, পাতা টানিয়া ধরিলে সূর্য্যালোকে তাহা দৃশ্য হয়, সেই ছিদ্রস্থান বিদ্ধ করিলে, রক্তপাত ও যন্ত্রণাদি কিছুই হয় না)। দৈবকৃত ছিদ্রের উর্দ্ধে, অধোভাগে বা পার্শ্বদেশে বিঁধিবে না। কারণ তথায় কালিকা, মর্ম্মরী ও রক্তা নামে শিরা সকল আছে। উক্তশিরা সকল বিদ্ধ হইলে লৌহিত্য, বেদনা, জ্বর, শোথ, দাহ, সংরম্ভ, মন্যাস্তম্ভ ও অপতানক রোগ জন্মে। উহাদের যাহার যে চিকিৎসা, বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাই করিবে। ঠিক দৈবকৃত ছিদ্রে বিদ্ধ করিলে রক্তপাত, বেদনা ও লৌহিত্যাদি কিছুই হয় না। কর্ণব্যধানন্তর সূচীলগ্ন স্নেহাক্ত সূত্র ছিদ্রমধ্যে প্রবেশিত করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। কাঁচা তৈলের পরিষেক করিবে। স্থূলকর্ণ আরা অর্থাৎ শলাকা দ্বারা পূর্ব্ববৎ বিদ্ধ করিয়া হিতকর দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। তিন দিন পরে বর্ত্তি বদ্‌লাইয়া অপেক্ষাকৃত স্থূলতর বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। পরে কর্ণছিদ্র শুষ্ক হইলে ক্রমে ক্রমে উহা বাড়াইবে॥ ২৯—৩৭

অনন্তর শিশুর দন্তোদগম হইলে তাহাকে ক্রমে ক্রমে স্তনপান ছাড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত ছাগদুগ্ধ অভাবে ঔষধ সংস্কৃত গব্যদুগ্ধ এবং লঘু ও পুষ্টিকর অন্ন ভোজন করিতে দিবে। স্তন্যত্যাগের পর বালককে পিয়ালের মজ্জা, যষ্টিমধু, খৈ চূর্ণ, শর্করা ও মধু সংযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে। ইহা বালকদের তৃপ্তিকর। কচি বেল, এলাইচ, চিনি ও খৈ চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত মোদক দীপক এবং ধাইফুল, চিনি ও খৈ চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত মোদক ধারক। অনুদ্বেজক, মনোরম ঔষধ দ্বারা বালকের পীড়া সকল নিবারিত করিবে। নিতান্ত অনিষ্টজনক রোগ উপস্থিত না হইলে কদাচ বিরেচন দিবে না। শিশু অনায়ত্ত হইলেও তাহাকে অযথা ভয় দেখাইবে না। ভীত বালককে গ্রহগণ আক্রমণ করিয়া থাকে। বালকের গাত্রে যাহাতে অন্যের বস্ত্রাঞ্চলের বাতাস না লাগে, খরস্পর্শ দ্রব্য না লাগে এবং তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে॥ ৩৮—৪৩

ব্রাহ্মী, শ্বেতসর্ষপ, বচ, অনন্তমূল, কুড়, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল ইহাদের কল্কে ঘৃতপাক করিবে। ইহা সেবনে বাক্য, মেধা ও স্মৃতি শক্তির বৃদ্ধি হয়। এই ঘৃত আয়ুর হিতকর, পাপনাশক, রক্ষোঘ্ন ও ভূতোন্মাদনিবারক॥ ৪৪

অষ্টাঙ্গঘৃত।

ঘৃত /৪ সের ; দুগ্ধ ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ—বচ, সোমরাজী, মণ্ডূকপর্ণী (থুলকুড়ি), শঙ্খপুষ্পী, শতমূলী, সোমলতা, গুলঞ্চ ও ব্রাহ্মী প্রত্যেকের এক পল। যথানিয়মে পাক করিবে। এই অষ্টাঙ্গ ঘৃত ধন্য, আয়ুষ্য এবং বাক্য মেধা স্মৃতি ও বুদ্ধিকর॥ ৪৫।৪৬

সারস্বতঘৃত।

হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, বচ, সজিনাবীজ ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের কল্ক ও ছাগদুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই সারস্বতঘৃত বাক্য, মেধা, স্মৃতি ও অগ্নিজনক॥ ৪৭

বচ, গুলঞ্চ, শটী, হরীতকী, শঙ্খপুষ্পী, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ ও আপাঙ্গ এই সকল দ্রব্যের সহিত প্রস্তুত ঘৃতও পূর্ব্ববদ্‌গুণকারক।

(১) সুবর্ণ, শ্বেতবচ ও কুড়। (২) অর্কপুষ্পী (ক্ষীরুই) ও সুবর্ণ। (৩) সুবর্ণ, ব্রাহ্মীশাক ও শঙ্খপুষ্পী। (৪) কট্‌ফল বা মহানিম্ব, সুবর্ণ ও বচ। এই চারিটি যোগ মধু ও ঘৃতের সহিত এক বৎসর লেহন করিলে বালকের দেহ, মেধা, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হয়।

বচ, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, শুঁঠ, যমানী, কুড়, পিপুল ও জীরা ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া লেহন করিলে বাক্য বিশুদ্ধ হয়॥ ৪৮—৫১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে বালোপচরণীয় নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বালাময়-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

বালক ত্রিবিধ—দুগ্ধপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। দূষিত দুগ্ধান্নে বালকের পীড়া হয় এবং নির্দ্দোষ দুগ্ধান্নে বালকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। যে দুগ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, জলের সহিত একীভূত হইয়া যায়, এবং যাহা বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত, তাহাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ। বাত দূষিত স্তন্য জলে ভাসে। ইহা কষায়রসবিশিষ্ট, ফেনিল, রুক্ষ এবং মল ও মূত্রের বিবন্ধকারক। পিত্তদুষ্ট স্তনদুগ্ধ—উষ্ণ, অম্ল ও কটুরস, দাহকর এবং জলে ফেলিলে পীতবর্ণ রেখাযুক্ত হয়। কফদুষ্ট দুগ্ধ—ঘন, পিচ্ছিল ও লবণাস্বাদ; ইহা জলে ডুবিয়া যায়। দুই দোষের লক্ষণ দেখিলে দ্বিদোষ দুষ্ট ও তিনদোষের লক্ষণ দেখিলে ত্রিদোষ দুষ্ট বলিয়া জানিবে। বালক যে দোষে দূষিত স্তনদুগ্ধ পান করে, তাহার তদ্দোষলক্ষণাক্রান্ত পীড়া সকল উৎপন্ন হয়॥ ২—৫

বালকদের অতি ক্রন্দন দেখিয়া রোগের আধিক্য এবং অল্প রোদন দেখিয়া অল্পত্ব বুঝিবে। যেহেতু তাহারা কথা দ্বারা নিজ পীড়ার অবস্থা বলিতে পারে না। বালক যে অঙ্গ মুহুর্মুহুঃ স্পর্শ করে এবং অপরে স্পর্শ করিলে কাঁদিয়া উঠে, তাহার সেই স্থানে পীড়া হইয়াছে বুঝিবে। যদি মস্তকে পীড়া হয়, তবে নেত্র মুদিত করিয়া থাকে। হৃদয়ে পীড়া হইলে জিহ্বা ও ওষ্ঠ কামড়ায়, ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে থাকে ও মুষ্টি নিপীড়ন করে। কোষ্ঠে পীড়া হইলে মল-মূত্রের বিবদ্ধতা, বমি, অন্ত্রকূজন, আধ্মান, পৃষ্ঠনমন ও উদরোন্নমন হয় এবং বালক ধাত্রীর স্তনে দংশন করে। বস্তি বা গুহ্যদেশে পীড়া হইলে মল-মূত্রের নিরোধ, ত্রাস ও ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৬—৯

অনন্তর বৈদ্য বালকের দোষ ও রোগ অনুসারে ধাত্রীর চিকিৎসা করিবে। বায়ু কর্ত্তৃক স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে ধাত্রীকে দশমূলের কাথ অথবা চিতা, বচ, আকনাদি, কট্‌কী, কুড়, যমানী, বামুনহাটী, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, বিছুটী, পিপুল ও মরিচ ইহাদের কাথ তিন দিন পান করিতে

দিবে। তদনন্তর বাতব্যাধিনাশক কোনও ঘৃত সেবন করাইবে। পশ্চাৎ অচ্ছ সুরা পান করিতে দিবে। এইরূপে ধাত্রী স্নিগ্ধ হইলে তাহাকে সোঁদালু দ্বারা মৃদু বিরেচন দিবে। তৎপরে বস্তিকর্ম্ম ও বায়ুনাশক স্বেদাভ্যঙ্গাদি ব্যবস্থা করিবে। রাস্না, বনযমানী, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ ঘৃতের সহিত অথবা ঐ সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃত চিনির সহিত বালককে লেহন করাইবে। পিত্ত কর্ত্তৃক স্তন্য দূষিত হইলে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমছাল, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল ইহাদের কাথ অথবা ত্রিফলা, মুতা, চিরতা ও কটুকী ইহাদের কাথ কিংবা সারিবাদিগণ (অনন্তমূল, বেণামূল, গাম্ভারী, মৌল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও ফল্‌সা), পটোলাদিগণ (পল্‌তা, কট্‌কী, চন্দন, মৌলবৃক্ষ, গুলঞ্চ ও আক্‌নাদি) বা পদ্মকাদিগণের (পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, বৃদ্ধি, বংশলোচন, ঋদ্ধি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গুলঞ্চ ও জীবনীয় দশক) কাথ ধাত্রী ও কুমার উভয়কেই সেবন করাইবে। উক্ত সারিবাদি প্রভৃতি গণের সহিত পৃথক্ পৃথক্ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইবে। পিত্তঘ্ন বিরেচন, শীতল অভ্যঙ্গ ও প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে। শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক স্তন্য দূষিত হইলে যষ্টিমধু চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ অথবা পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া বালককে লেহন করাইবে। মদনপুষ্প পেষিত ও মধু সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ধাত্রীর স্তনদ্বয় ও শিশুর ওষ্ঠদ্বয় প্রলিপ্ত করিবে। তাহাতে বালক বিনা ক্লেশে বমন করিবে। ধাত্রীকে তীব্র-বমনকারক ঔষধ দ্বারা বমন করাইবে। পরে যথাবিধি পেয়াদি পথ্য দিয়া মুস্তাদিগণের (মুতা, বচ, চিতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, কাকতিক্তা (কাকজঙ্ঘা), ভেলা, আক্‌নাদি, ত্রিফলা, বিষ (শুক্লকন্দ), কুড়, ছোট এলাইচ ও শ্বেতবচ) অথবা তগরপাদুকা, এলাচ, দেবদারু ও ইন্দ্রযব কিংবা আতইচ, মুতা, বচ ও পঞ্চকোলের কাথ পান করিতে দিবে। ত্রিদোষকর্ত্তৃক স্তন্য দূষিত হইলে বালক দুর্গন্ধযুক্ত, অপক্ব, জলের মত পাতলা, বিবদ্ধ (গুট্‌লে), অচ্ছ, বিচ্ছিন্ন (ছেঁড়া ছেঁড়া), ফেনিল, বিবিধবর্ণ এবং নানাবিধ যন্ত্রণাযুক্ত মলত্যাগ করে। উহার মূত্র পীত বা শ্বেতবর্ণ ও ঘন হয়। জ্বর, অরুচি, তৃষ্ণা, বমি, শুষ্কোদ্গার, জৃম্ভা, অঙ্গভঙ্গ, অঙ্গবিক্ষেপ, কূজন, কম্প, ভ্রম, নাসা অক্ষি ও মুখের পাক প্রভৃতি এবং অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে। এই অতি দারুণ প্রাণনাশক ব্যাধিকে ক্ষীরালসক কহে। ক্ষীরালসক রোগে আশু বমনকারক ঔষধ দ্বারা ধাত্রীকে ও বালককে বমন করাইয়া যথাবিধি পেয়াদি পথ্য দিবে। পশ্চাৎ বচাদিগণের (বচ, মুতা, দেবদারু, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী) অথবা হরিদ্রাদিগণের (হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, যষ্টিমধু, চাকুলে ও ইন্দ্রযব) কিংবা আতইচ, আক্‌নাদি, কট্‌কী, মুতা ও কুড়ের কাথ পান করিতে দিবে। আক্‌নাদি, শুঁঠ, গুলঞ্চ, চিরতা, কটুকী, দেবদারু, অনন্তমূল, মুতা, মূর্ব্বা ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য উৎকৃষ্ট স্তন্যদোষনাশক॥ ১০—২৫

রোগের অনুবন্ধ থাকিলে কালবিৎ বৈদ্য রোগানুসারে চিকিৎসা করিবেন॥ ২৬

দন্তোদ্গম সকল প্রকার রোগের বিশেষতঃ জ্বর, মলভেদ, কাস, বমি, শিরোরোগ, অভিষ্যন্দন, পোথকী নামক চক্ষু রোগ ও বিসর্প এই সকল রোগের কারণ। অর্থাৎ বালকদের দাঁত উঠিবার সময় প্রায়ই এই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে। বিড়ালদের পৃষ্ঠভঙ্গে, ময়ূরদের শিখোদ্গম কালে এবং বালকদের দন্তোদ্ভেদ সময়ে এমন কোনো অঙ্গ নাই, যাহা পীড়িত হয় না অর্থাৎ সেই সময়ে তাহাদের সকল অঙ্গই পীড়িত হইয়া থাকে। দোষ, দোষাধিক্য, ব্যাধি ও আশয়

অনুসারে এবং দেশ, কাল, স্বত্ব, সাত্ম্য ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। পূর্ণ-বয়স্কদের যে সকল দোষ, দূষ্য ও জ্বরাদি রোগ কথিত হইয়াছে, বালকদেরও সেই সকল দোষ, দূষ্য ও ব্যাধি হয়, অতএব তাহাদের ঔষধও পূর্ব্ববৎ জানিবে। তবে সুকুমারত্ব, অল্পকায়ত্ব ও সকল প্রকার অন্ন ভোজন করে না বলিয়া উহাদের ঔষধের মাত্রা অল্প হইবে। ঘৃত ও দুগ্ধ পান করিয়া বালকেরা সদাই স্নিগ্ধ থাকে, অতএব বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক স্নিগ্ধ না করিয়াই উহাদিগকে সদ্যো মৃদু বমন করাইবে। দুগ্ধপায়ী ও দুগ্ধান্নসেবী শিশুকে স্তন্যপানে তৃপ্ত করিয়া এবং অন্নভোজী বালককে ঘৃতযুক্ত পাত্‌লা পেয়া পান করাইয়া বমন করাইবে। বিরেচনসাধ্যরোগে বিরেচক ঔষধ সেবন না করাইয়া বস্তি এবং মর্শ (নস্য ভেদ) সাধ্য রোগে প্রতিমর্শ প্রয়োগ করিবে। ধাত্রীকে যথোক্ত বিরেচনাদি ঔষধ সেবন করাইবে॥ ২৭—৩৪

মূর্ব্বা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, কুল, জামছাল, দেবদারু, শ্বেতসর্ষপ ও আক্‌নাদি এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত লেহন করিলে বিশেষরূপে স্তন্য দোষ নিবারিত হয়। পিপুল চূর্ণ, অথবা ধাইফুল ও আমলকীচূর্ণ দ্বারা দাঁতের মাড়ি ঘর্ষণ করিলে কিংবা লাব ও তিত্তিরি পক্ষির মাংস চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে শীঘ্রই বালকের অতি সুন্দর দন্ত উদ্ভূত হয়।

বচ, বৃহতী, কণ্টকারী, আক্‌নাদি, কট্‌কী, আতইচ, মুতা ও জীবনীয়াদি মধুরবর্গোক্ত দ্রব্য সকলের সহিত সিদ্ধ ঘৃত দন্তোত্থাপনে সিদ্ধফল ঔষধ॥ ৩৫—৩৮

হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপুল, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শুল্‌ফা এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইলে গ্রহণীর কার্য্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি, বায়ুর অনুলোম এবং অতীসার, জ্বর, শ্বাস, কামলা, পাণ্ডু ও কাস রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বল ও বর্ণকারক এবং শিশুদের সর্ব্বপ্রকার রোগেই হিতকর॥ ৩৯।৪০

বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ, কৈবর্ত্তমুতা, বেড়েলা, পীতবেড়েলা, মাষাণী, মুগানী, কচি বেলশুঁঠ ও কার্পাসীফল ইহাদের কল্ক, জল, দুগ্ধ ও দধির মাত এই সকল দ্রব্যের সহিত সাধারণ পরিভাষানুসারে যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া তাহা সেবন করাইলে বালকদের দন্তোদ্ভেদ জনিত বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। এই ঘৃত বৃদ্ধ কাশ্যপ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। দন্তোদ্ভেদকালে বালকদের যে সকল রোগ হয়, তন্নিবারণার্থ তাহাদিগকে কোনপ্রকার যন্ত্রণা দেওয়া বিধেয় নহে; যেহেতু দাঁত উঠিলে ঐ সকল রোগ স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়া যায়॥ ৪১—৪৩

অতিরিক্ত দিবানিদ্রা, শীতলজল পান ও শ্লেষ্মদুষ্ট স্তন্য পান হেতু কফ প্রকুপিত হইয়া শিশুর রসবাহী স্রোতঃ সকল রুদ্ধ করে। তাহাতে অরুচি, প্রতিশ্যায়, জ্বর ও কাস জন্মে। শিশু শুষ্ক এবং তাহার মুখ ও চক্ষুঃ স্নিগ্ধ ও শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে শুষ্ক ও অরুচ্যাদিযুক্ত বালককে সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু, ডহরকরঞ্জ, আক্‌নাদি ও গিরিকদম্ব এই সকল দ্রব্য ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিতে দিবে। অশোকছাল, কট্‌কী ও পঞ্চকোলচূর্ণ কিংবা কুল, ধাইফুল ও আমলকীচূর্ণ মধুর সহিত আপ্লুত করিয়া সেবন করাইবে॥ ৪৪—৪৭

ঘৃত /২ সের। কল্কার্থ—শালপাণি, বচ, বৃহতী, কণ্টকারী, কাকোলী, পিপুল, তগরপাদুকা, হিজলবৃক্ষ, নীলোৎপল, শ্বেতপুনর্নবা, বামুনহাটী ও মুতা প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা। যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা উৎকৃষ্ট স্রোতোবিশোধন ঔষধ॥ ৪৮

বৃহতী, অশ্বগন্ধা, তুলসী ও পিপুল এই সকল দ্রব্যের কল্ক দ্বারা প্রস্তুত ঘৃতও উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট। যষ্টিমধু, পিপুল, লোধ, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, তালীশপত্র ও অনন্তমূল ইহাদের সহিত সাধিত ঘৃত শোষনাশক। কাঁকড়াশৃঙ্গী, জলজ যষ্টিমধু, বামুনহাটী, পিপুল, দেবদারু, অশ্বগন্ধা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রাস্না, ঋষভক, জীবক, মুগানী ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং যথানিয়মে সাধিত শশমস্তকের কাথ সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া তাহা সেবন করিলে শুষ্ক বালক অত্যন্ত পুষ্ট হয়॥ ৪৯—৫২

বচ, আমলকী, তগরপাদুকা, হরীতকী ও চোরক এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং ছাগমূত্র ও সুরার সহিত তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা বালককে অভ্যঙ্গ করিবে॥ ৫৩

লাক্ষাদি তৈল।

তৈল ⁄৪ সের, লাক্ষার কাথ ⁄৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দেবদারু, রেণুক, কুড়, মুতা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, কটুকী, রাস্না, শুলফা ও যষ্টিমধু মিলিত ⁄১ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। ইহার নাম লাক্ষাদি তৈল। এই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে জ্বর, ক্ষয়, উন্মাদ, শ্বাস, অপস্মার ও বাত নষ্ট হয়। ইহা বলপ্রদ ও গর্ভিণীর হিতকর এবং যক্ষ, রাক্ষস ও ভূতভয়নিবারক॥ ৫৪—৫৬

আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী (পাঠান্তরে বামুনহাটী) ও পিপ্পলী ইহাদের চূর্ণ অথবা একমাত্র আতইচ চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুদের কাস, জ্বর ও বমন রোগ প্রশমিত হয়। যে শিশু স্তন্যপান করিয়া বমন করিতে থাকে, তাহাকে বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের রস অথবা পঞ্চকোল চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইবে। এইরূপে পিপুল, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ ও পালিধা ইহাদের চূর্ণ অথবা ত্রিকটু চূর্ণ কিংবা শজারু, শাবিৎ (শশক বা শজারু বিশেষ), গোধা, ভল্লুক ও ময়ূর ইহাদের রোম ও চর্ম্মভস্ম ঘৃত ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া সেবন করিতে দিবে। খদিরকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল, তালীশপত্র, কুড় ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথ ও দুগ্ধের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করাইলে বমি নিবারিত হয়॥ ৫৭—৬০

যে বালক দন্তের সহিত ভূমিষ্ঠ হয় বা যাহার উপরের পাটীর দাঁত প্রথমে উঠে, তাহার নিমিত্ত স্বস্ত্যয়নাদি শান্তি কর্ম্ম করিবে। নৈগমেষ পূজা করিবে। সেই বালককে দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিবে॥ ৬১

মধুরাদি ভোজন হেতু শিশুর তালুমাংসে কফ ক্রুদ্ধ হইয়া তালুকণ্টক নামক রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে মস্তকের তালুপ্রদেশ বসিয়া যায়। তালুকণ্টক রোগে অভ্যন্তরভাগে তালুর পতন, স্তনদ্বেষ, তরল মলভেদ, পিপাসা, মুখকণ্ডু, চক্ষুতে বেদনা, দুধ তোলা ও ঘাড় নুইয়া পড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং শিশু অতি কষ্টে স্তন পান করে। তালুকণ্টক রোগে তালু উত্তোলিত করিয়া তাহা মধুমিশ্রিত যবক্ষার চূর্ণ দ্বারা অথবা গোময়রস সংযুক্ত সৈন্ধবলবণ পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ দ্বারা অল্প অল্প ঘর্ষণ করিবে। শুঁঠ, হরিদ্রা ও দারুচিনি ইহাদের কল্ক বটপত্রে বাঁধিয়া ও গোময় দ্বারা লিপ্ত করিয়া তুষানলে স্বিন্ন করিবে। পশ্চাৎ উহার রস নিষ্কাসিত করিয়া তদ্দ্বারা শিশুর তালু ও মুখ প্রলিপ্ত এবং নেত্রদ্বয় পরিষিক্ত করিবে। হরীতকী, বচ ও

কুড় এই সকল দ্রব্যের কল্ক মধু সংযুক্ত করিয়া স্তনদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বালক তালু-কণ্টকরোগ হইতে মুক্তি লাভ করে॥ ৬২—৬৬

মলোপলেপ (গুহ্যদেশ পরিষ্কার না রাখা) বা ঘর্ম্মহেতু রক্ত ও কফ দূষিত হইয়া শিশুর গুহ্যদেশে তাম্রবর্ণ, মধ্যে কণ্ডুবিশিষ্ট,নানা উপদ্রবযুক্ত ব্রণ জন্মায়। এই প্রকার রোগকে কেহ মাতৃকা-দোষ, কেহ পূতনরোগ, কেহ প্রষ্টারু, কেহ গুদকুন্দ, কেহ কেহ বা অনামিক কহে॥ ৬৭।৬৮

উক্তরোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মনাশক ঔষধ দ্বারা ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ শোধিত করিবে। মধু ও রসাঞ্জন সংযুক্ত অতি শীতল সিদ্ধ জল পান করিবে এবং তদ্দ্বারা ব্রণ লেপন করিবে। (অতি শীতল জল পানেই পিত্তের শান্তি হয়, পিত্তসংযুক্ত কফের শান্তিজন্যই উহার সহিত মধু ও রসাঞ্জন যোগ করিতে বলা হইয়াছে।) ত্রিফলা, কুল ও পাকুড় ছাল ইহাদের কাথে ক্ষত পরিষিক্ত করিয়া হীরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, মনছাল, হরিতাল ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য কাঞ্জীক প্রভৃতি অম্লদ্রব্যে পেষিত করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণে প্রলেপ দিবে অথবা উক্ত ত্রিফলাদির সূক্ষ্ম চূর্ণ কিংবা যষ্টিমধু, শঙ্খনাভি ও সৌবীরাঞ্জনের চূর্ণ বা অনন্তমূল ও শঙ্খনাভি চূর্ণ কিংবা অসন ছালের চূর্ণ দ্বারা ব্রণ অবচূর্ণিত করিবে (ক্ষতোপরি সূক্ষ্মচূর্ণ সকল ছড়াইয়া দিবে)। ক্ষতে উৎকট লৌহিত্য ও কণ্ডু থাকিলে জলৌকার দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে। বস্তুতঃ গুহ্যকুট্টক রোগে সর্ব্বপ্রকার পিত্তব্রণনাশক চিকিৎসাই প্রশস্ত॥ ৬৯—৭৩

আকনাদি, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, বামুনহাটী, পুনর্নবা, বেলশুঁঠ, ত্রিকটু ও বিছাটী ইহাদের কল্কের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া তাহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বালক মৃত্তিকাভক্ষণজনিত রোগ সকল হইতে মুক্তি লাভ করে॥ ৭৪

যে রোগের যে ঔষধ বলা হইল, সেই ঔষধ দ্বারা স্তনদাত্রীর স্তন প্রলিপ্ত করিয়া মুহূর্ত্ত (দুইদণ্ড) কাল রাখিবে, পশ্চাৎ ধৌত করিয়া শিশুকে সেই স্তন পান করাইলে সেই সেই রোগ প্রশমিত হয়॥ ৭৫

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে বালাময়-প্রতিষেধ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমরা বালগ্রহ প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

পুরাকালে ভগবান্ শূলপাণি কার্ত্তিকেয়ের রক্ষার্থ পুরুষরূপ পাঁচটি ও স্ত্রীরূপ সাতটি গ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্কন্দগ্রহ, বিশাখগ্রহ, মেষগ্রহ, শ্বগ্রহ ও পিতৃগ্রহ এই পাঁচটি পুরুষগ্রহ এবং শকুনি, পূতনা, শীতপূতনা, দৃষ্টিপূতনা, মুখমণ্ডিকা, রেবতী ও শুষ্ক রেবতী এই সাতটি স্ত্রীগ্রহ॥ ২।৩

গ্রহগণ কর্তৃক অভিলষ্যমাণ অর্থাৎ গ্রহগণ যাহাকে আক্রমণ করিতে অভিলাষ করে, সেই বালক সর্ব্বদা ক্রন্দন করিতে থাকে ও তাহার জ্বর হয়॥ ৪

গ্রহগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, বালক ভয় পায়, হাই তুলে, ভ্রূ সঞ্চালন করে, কাতর হয়, ফেন বমন করে, ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করে, ওষ্ঠ ও দন্ত কামড়ায়, ঘুমায় না, কান্দে, একপ্রকার অস্পষ্ট শব্দ করে, স্তন্য পান করে না, বিকৃতস্বর হয় এবং সহসা নখ দ্বারা নিজের ও ধাত্রীর অঙ্গ চারিদিকে আঁচড়ায়। এই গুলি গ্রহাক্রান্ত শিশুর সাধারণ লক্ষণ ॥ ৫।৬

বালক স্কন্দগ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে—মুহুর্ম্মুহুঃ শিরশ্চালন, পক্ষাঘাত, অঙ্গের জড়তা, ঘর্ম্মনির্গম ও একচক্ষুঃ দিয়া জল স্রাব হয় এবং তাহার ঘাড় নুইয়া পড়ে। শিশু দাঁত কামড়ায়, স্তন্য পান করে না, ত্রাস পায়, কান্দে, অত্যন্ত লালা স্রাব করে, ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করে, তাহার স্বর বিকৃত হয় ও মুখ বাঁকিয়া যায়। শিশুর গাত্র হইতে বসা ও রক্তের গন্ধ বাহির হয়, সে উদ্বিগ্নচিত্ত হয়, মুষ্টি বদ্ধ করে, তাহার মলের বিবদ্ধতা হয়, এক দিকের চক্ষুঃ, গণ্ড ও ভ্রূ কাঁপিতে থাকে এবং নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ হয়। স্কন্দগ্রহ গৃহীত বালকের অঙ্গহানি বা নিশ্চয় মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৭—৯

বালক স্কন্দাপস্মার বা বিশাখ গ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহার সংজ্ঞা লোপ, বারংবার চুল ছেঁড়া, ঘাড় নুইয়া পড়া, হাই তুলিবার সময় দেহের নমন ও মল মূত্রের প্রবর্ত্তন, ফেন বমন, ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ, ভ্রূ হাত ও পা নাচান, মাতার স্তন ও নিজের জিহ্বা কামড়ান, নেত্রাদির বিকৃতি, জ্বর ও নিদ্রানাশ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং শিশুর গাত্র দিয়া পূয ও রক্তের গন্ধ বাহির হইতে থাকে ॥ ১০।১১

বালক নৈগমেষ বা মেষ গ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহার আধ্মান, হস্ত পদ ও মুখের স্পন্দন, ফেননির্গম, তৃষ্ণা, মুষ্টিবন্ধ, অতীসার, স্বরের বিকৃতি, বিবর্ণতা, কূজন বা মেষধ্বনিবৎ শব্দ, বমি, কাস, হিক্কা, নিদ্রাভাব, ওষ্ঠদংশন, অঙ্গের সঙ্কোচ ও স্তব্ধতা, গাত্রে ছাগগন্ধ বা আমগন্ধ, ঊর্দ্ধ-নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য, দেহের মধ্যভাগের নমন অর্থাৎ নুইয়া পড়া, জ্বর, মূর্চ্ছা ও এক চক্ষুতে শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ১২—১৪

শিশু শ্বগ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহার কম্প, রোমাঞ্চ, স্বেদনির্গম, নেত্র নিমীলন, বহিরায়াম, জিহ্বাদংশন ও কণ্ঠের মধ্যে অস্পষ্ট ধ্বনি এবং গাত্র দিয়া বিষ্ঠার ন্যায় গন্ধ বাহির হয়। সে দৌড়ায় ও কুকুরের ন্যায় রোদন করে ॥ ১৫

শিশু পিতৃগৃহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহার রোমাঞ্চ, মুহুর্ম্মুহুঃ ত্রাস, বিনাকারণে রোদন, জ্বর, কাস, অতীসার, বমন, হাই উঠা, পিপাসা, গাত্র হইতে শবের ন্যায় গন্ধনির্গম, অঙ্গসমূহের আক্ষেপ ও সঞ্চালন, শোষ, স্তম্ভ, বিবর্ণতা, মুষ্টিবন্ধ ও নেত্র হইতে জলস্রাব হয় ॥ ১৬।১৭

বালক শকুনিগ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহার অঙ্গের শিথিলতা, অতীসার, জিহ্বা তালু ও গলদেশে ব্রণ, দিবা ও রাত্রিতে সন্ধিসমূহে দাহ বেদনা ও পাকসমন্বিত স্ফোটসকলের উৎপত্তি ও নাশ, মুখে ও গুহ্যদেশে পাক, ভয়, জ্বর এবং গাত্র হইতে শকুনির ন্যায় গন্ধ বহির্গত হয় ॥ ১৮—১৯

পূতনাগ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত বালকের বমি, কম্প, তন্দ্রা, রাত্রিতে নিদ্রাভাব, হিক্কা, আধ্মান, মলভেদ, পিপাসা, মূত্ররোধ, অঙ্গশৈথিল্য, রোমাঞ্চ এবং গাত্র হইতে কাকের ন্যায় দুর্গন্ধ বাহির হয় ॥ ২০

শীতপুতনাগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত শিশুর কম্প, রোদন, বক্রভাবে নিরীক্ষণ, তৃষ্ণা, অন্ত্রকূজন, অতিসার, গাত্রে বসার ন্যায় বিস্র (আঁস্‌টে) গন্ধ এবং একপার্শ্ব শীতল ও অপর পার্শ্ব উষ্ণ হয়॥ ২১

অন্ধপুতনাগ্রহ পীড়িত শিশুর বমন, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য (পাঠান্তরে—নিদ্রাল্পতা), মলের ভেদ বৈবর্ণ্য ও দৌর্গন্ধ্য, অঙ্গশোষ, দৃষ্টির দুর্ব্বলতা, অতিশয় ব্যথা, কণ্ডু, পোথকী নামক নেত্ররোগের উৎপত্তি, দেহের শূন্যতা, হিক্কা, উদ্বেগ, স্তনপানে অনভিলাষ, বিবর্ণতা, স্বপ্নের তীক্ষ্ণতা, কম্প এবং গাত্র হইতে মৎস্যগন্ধ বা অম্লগন্ধ বহির্গত হয়॥ ২২—২৩

মুখমণ্ডলিকাগ্রহাক্রান্ত বালকের হাত ও পা শোভন হয়, উদর কৃষ্ণবর্ণ সিরাসমূহে ব্যাপ্ত হয় এবং জ্বর, অরুচি, অঙ্গগ্লানি ও গাত্রে গোমূত্রের সমান গন্ধ বাহির হয়॥ ২৪

রেবতীগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে—শিশুর বর্ণ শ্যাব বা নীল হয়। সে কর্ণ, নাসিকা ও অক্ষিমর্দ্দন করে। তাহার কাস, হিক্কা, অক্ষিবিক্ষেপ, মুখের বক্রত্ব ও রক্তবর্ণতা, জ্বর, শোষ, গাত্র-হইতে ছাগগন্ধ নির্গম এবং মল হরিদ্বর্ণ ও পাত্‌লা হয়॥ ২৫

শুষ্করেবতীগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বালকের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে॥ ২৬

অসাধ্য লক্ষণ। কেশপাত, অন্নদ্বেষ, স্বরের দীনতা, বিবর্ণতা, রোদন, গাত্রে শকুনিগন্ধ, ব্যাধির দীর্ঘকালস্থায়িত্ব, উদরে গোলাকার গ্রন্থিসকলের উৎপত্তি, মলের বহুবিধত্ব, জিহ্বার মধ্যভাগে নিম্নতা ও তালুর শ্যাববর্ণতা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে গ্রহাক্রান্ত বালককে ত্যাগ করিবে॥ ২৭।২৮

যে বালক বহুবিধ অন্নভোজন করিয়াও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, পিপাসাযুক্ত হয় এবং যাহার অক্ষি ম্লান হয়, শুষ্করেবতীগ্রহ তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে॥ ২৯

গ্রহগণ হিংসা, রতি ও অর্চ্চনা অভিলাষে শিশুকে আক্রমণ করিয়া থাকে॥ ৩০

উক্ত গ্রহসকলের মধ্যে হিংসাত্মকগ্রহ কর্ত্তৃক বালক বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি আক্রান্ত হইলে তাহাদের নাসিকা ও নেত্র দিয়া জল পড়ে, জিহ্বায় ক্ষত হয়, তাহারা আর্ত্তনাদ করে ও আপনাকে অসুখী বলিয়া মনে করে এবং বিবর্ণ, ক্ষীণবচন, দুর্গন্ধযুক্তগাত্র ও কৃশ হয়, নিজের মলমূত্র ঘাঁটে, ঘৃণা বোধ করে না। হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া নানা আড়ম্বর করিতে থাকে, শস্ত্র ও লগুড়াদিদ্বারা আপনাকে ও অপরকে হনন করে অথবা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে, জলে ডুবে, কূপে পড়ে ও এইরূপ অন্যান্য গর্হিত কার্য্যসকল করিয়া থাকে। তৃষ্ণা, দাহ ও মূর্চ্ছায় পীড়িত হয় ও পূয বমন করে। তাহাদের সমস্ত স্রোত হইতে রক্তনির্গম হয় ও অরিষ্টলক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। এবংবিধ রোগিকে ত্যাগ করিবে॥ ৩১—৩৪

রতিকামগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত রোগী নির্জ্জনে স্ত্রীলোকের সহিত রমণ ও আলাপ করিতে ভালবাসে, গন্ধদ্রব্য মাল্য ও অলঙ্কারপ্রিয় হয় এবং হৃষ্ট ও শান্ত হয়। এবংবিধ রোগী কৃচ্ছ্রসাধ্য॥ ৩৫

বলিকামগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত রোগী দীনভাবাপন্ন হইয়া মুখ ঘর্ষণ করে, তাহার ওষ্ঠ গলদেশ ও তালু শুষ্ক হয়, সে ভীত হইয়া দেখে, কান্দে, চিন্তা করে ও ক্লান্তচিত্ত হয়, আহারে

অভিলাষ থাকিলেও অন্ন দিলে অধিক আহার করিতে পারে না। এইপ্রকার রোগী সুখসাধ্য ॥ ৩৬,৩৭

হিংসাত্মক গ্রহের বেদোক্তসিদ্ধ মন্ত্র প্রবর্ত্তিত হোমাদি দ্বারা রতিকাম ও বলিকাম গ্রহের অভিলষিত রতি ও পূজাদি প্রদানদ্বারা শান্তি করিবে ॥ ৩৮

অনন্তর সাধ্যগ্রহার্ত্ত বালককে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক একটি নির্জ্জন গৃহে রাখিবে। সেই গৃহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে তিনবার জল ছিটাইয়া পরিষ্কৃত করিবে। সর্ব্বদা নিকটে অগ্নি রাখিবে। গৃহে বিভূতি, পুষ্প, পত্র,বীজ, আতপতণ্ডুল ও শ্বেতসর্ষপ ছড়াইবে। রক্ষোঘ্ন তৈলদ্বারা প্রদীপ জ্বালিবে, তাহাতে পাপ দূর হইবে। রোগির পরিচারক মদ্য মাংস মৈথুন-ত্যাগী হইবে। বালককে পুরাণঘৃত মাখাইয়া বেড়েলা, নিম, জয়ন্তী, সোন্দাল, পালিধা, শোনা, জাম, বরুণ, কট্‌তৃণ, ব্রাহ্মী, আপাঙ্গ, পারুল, লালসজিনা, কাকজঙ্ঘা, শ্বেতাপরাজিতা, কয়েত-বেল, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষসকল, কদম্ব ও করঞ্জ এই সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেই জলে স্নান করাইবে। স্নাতবালককে নেকড়ে বাঘ, বাঘ, সর্প, সিংহ ও ভল্লুক ইহাদের চর্ম্ম ঘৃতাক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ধূপ দিবে ॥ ৩৯—৪৪

ডহরকরঞ্জ, পরশ্লোকে কথিত বচাদি দশটিদ্রব্য, শ্বেতসর্ষপ, বচ, ভেলা, যমানী ও কুড় এই সকল দ্রব্য ঘৃতমিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে সকল গ্রহ হইতে মুক্তিলাভ হয় ॥ ৪৫

দশাঙ্গধূপ।

বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, গজপিপুল, আকনাদি, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই দশটী দ্রব্যের ধূপ সর্ব্বগ্রহনিবারক। এই দশাঙ্গ ধূপ মহর্ষি কশ্যপ কর্ত্তৃক কথিত ॥ ৪৬

শ্বেতসর্ষপ, নিম্বপত্র, পুষ্করমূল, অপরাজিতা, বচ, ভূর্জ্জপত্র এই সকল দ্রব্য ঘৃতাক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে সর্ব্বগ্রহ নিবারিত হয় ॥ ৪৭।

দুরালভা, আমের আঁঠি, তগরমূল, মরিচ, মধুরগণোক্ত দ্রব্য সকল, চাকুলে ও মুতা ইহাদের কল্ক এবং দশমূলের কাথ ও দুগ্ধের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। ইহা শিশুর পথ্য ও গ্রহনাশক ॥ ৪৮

রাস্নাদিগণ, শালপানি, বিল্বাদি মহৎ পঞ্চমূল, বচ ও মুতা ইহাদের কাথ ও অনন্তমূল, ত্রিকটু, চিতা, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, ছুন্ধিকা, হিং, দেবদারু, পিপুলমূল ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত বালকের সর্ব্বরোগহর ও সর্ব্বপ্রকার গ্রহ নাশক, অগ্নির দীপ্তিকারক, বলবর্ণকারক এবং সদা সুপথ্য ॥ ৪৯

অনন্তমূল, মুরামাংসী, ব্রাহ্মী, শঙ্খপুষ্পা, কৃষ্ণসর্ষপ, বচ, অশ্বগন্ধা ও তুলসী ইহাদের কল্কের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান ও অভ্যঙ্গ করিলে সর্ব্বগ্রহ নিবারিত হয় ॥ ৫০

গোরুর শিং লোম (পাঠান্তরে চর্ম্ম) ও পুচ্ছলোম, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, নিম্বপত্র, ঘৃত, কট্‌কী, ময়নাফল, বৃহতী, কণ্টকারী, কার্পাসবীজ, যব, ছাগলোম, (পাঠান্তরে বচ বেলশুঁঠ ও লোধ) দেবদারু, শ্বেতসর্ষপ, আপাঙ্গের পাতা, সরলকাষ্ঠ, তুষ, কেশ ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য

মৃৎপাত্রে রাখিয়া ও ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণের ধূপ সর্ব্বভূত দোষে ও বিষমজ্বরে হিতকর ॥ ৫১

ভূতবিদ্যায় যে সকল ঘৃত বলা হইবে, মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ বৈদ্য সেই সকল ঘৃত এবং পূজা, হোম ও স্নান ব্যবস্থা করিবে ॥ ৫২

ডহরকরঞ্জ ছাল, ক্ষীরিবৃক্ষ, বাবুইতুলসী, তিতলাউ, রাখালশসা, শোনা, শমী, বেল ও কয়েতবেল ইহ'দের পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে শিশুকে রাত্রিতে স্নান করাইবে ॥ ৫৩

গ্রহদোষ নিবারিত হইলে বালরোগ-চিকিৎসিতোক্ত ঔষধদ্বারা কৃচ্ছ্রসাধ্য অনুবন্ধের ও উপদ্রব সকলের চিকিৎসা করিবে ॥ ৫৪

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে বালগ্রহ-প্রতিষেধ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ভূতবিজ্ঞান নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

যে পুরুষে অমানুষিক জ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান) বিজ্ঞান (শাস্ত্রার্থনিশ্চয়), বাক্য, চেষ্টা, বল ও পৌরুষ লক্ষিত হয়, তথায় ভূতগ্রহের আবেশ হইয়াছে, বুঝিবে। ইহাই সাধারণ ভূতবিজ্ঞানোপায় ॥ ২

যে ব্যক্তি যে ভূতের রূপ, প্রকৃতি, ভাষা, গতি প্রভৃতি চেষ্টার অনুকরণ করে, তাহাকে সেই ভূত কর্তৃক আবিষ্ট বলিয়া জানিবে। দেব-দানবাদি ভেদে সেই ভূতগ্রহ অষ্টাদশ প্রকার ॥ ৩

সদ্যঃকৃত বা পূর্ব্বজন্মকৃত প্রজ্ঞাপরাধই ভূতাবেশ বিষয়ে কারণ। কামক্রোধাদিজনিত প্রজ্ঞাপরাধ হেতু লোকে ধর্ম্মচ্যুত নষ্টব্রত ও আচারভ্রষ্ট হইয়া পূজ্যদিগকেও অতিক্রম করিয়া থাকে। এইরূপ অতিক্রান্তমর্য্যাদ, পাপাত্মা, আত্মোপঘাতী মনুষ্যকে দেবাদিগ্রহেরাও ছিদ্র পাইলেই হিংসা করিয়া থাকে। পাপকার্য্যারম্ভের নাম ছিদ্র; ইহা অশুভ কর্ম্মের ফল। একাকী শূন্যে অথবা শ্মশানাদি স্থানে রাত্রিতে অবস্থান, নগ্নত্ব, গুরুনিন্দা, অবিধিপূর্ব্বক মৈথুন, অশুচি অবস্থায় দেবার্চ্চনাদি, অন্যসূতকের (অশৌচগ্রস্ত ব্যক্তির) সম্মার্জ্জনীনিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনা, হোম মন্ত্র বলি ও যজ্ঞের বিগুণ অনুষ্ঠান অর্থাৎ যথাযথভাবে সম্পাদিত না হওয়া, সংক্ষেপতঃ দিনচর্য্যাদি কথিত আচারের ব্যতিক্রম এইগুলি গ্রহাক্রমণের হেতু ॥ ৪—৮

দেবগ্রহগণ শুক্ল প্রতিপদ ও ত্রয়োদশীতে, দানবগ্রহগণ শুক্ল ত্রয়োদশীতে ও কৃষ্ণ দ্বাদশীতে, গন্ধর্ব্বগ্রহগণ চতুর্দ্দশীতে ও দ্বাদশীতে, সর্পগ্রহগণ পঞ্চমীতে, যক্ষগ্রহগণ শুক্লসপ্তমীতে ও একাদশীতে, ব্রহ্মরাক্ষসগণ শুক্ল পঞ্চমী, অষ্টমী ও পূর্ণিমাতে, রাক্ষস পিশাচাদিগ্রহগণ কৃষ্ণনবমী ও দ্বাদশী তিথিতে এবং পর্ব্বদিনে, পিতৃগ্রহগণ দশমী ও অমাবস্যাতে আর অন্যান্য গুরুবৃদ্ধাদি গ্রহগণ অষ্টমী ও নবমীতে পুরুষকে প্রায়ই সন্ধ্যাকালে আক্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৯—১২

দেবগ্রহাক্রান্ত ব্যক্তির প্রফুল্ল পদ্মের তুল্য মুখ, সৌম্যদৃষ্টি, অকোপন স্বভাব, বাক্য ঘর্ম্ম মল ও মূত্রের অল্পতা, আহারে অনিচ্ছা, দেবতা ব্রাহ্মণে অনুরক্তি, বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষণ, বহুক্ষণ পরে চক্ষুর্দ্বয় নিমীলন, গাত্র দিয়া সুগন্ধনির্গম, লোককে বরদান, শুক্লমাল্য শুক্লবস্ত্র নদী পর্ব্বত ও উচ্চভবনে প্রীতি, অনিদ্রা ও অপরাভব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ১৩—১৫

দৈত্যগ্রহগৃহীত ব্যক্তি কুটিলদৃষ্টি, দুষ্টাত্মা, গুরু-দেবতা-ব্রাহ্মণ-দ্বেষী, নির্ভর, মানী, শূর, কোপনস্বভাব, ব্যবসায়ী এবং সুরা ও মাংসপ্রিয় হয়। সে "আমি রুদ্র, আমি স্কন্দ, আমি বিশাখ, আমি ইন্দ্র" এইরূপ বলিতে থাকে॥ ১৬।১৭

গন্ধর্ব্বগ্রহপীড়িত ব্যক্তি অনিন্দিতাচার, সুগন্ধযুক্ত ও হৃষ্ট হয় এবং গীত ও নর্ত্তন করে। সে স্নানে ও উদ্যানভ্রমণে রুচিযুক্ত, রক্তবস্ত্র রক্তমাল্য ও রক্তবর্ণ অনুলেপনধারী, ও শৃঙ্গার লীলায় বিশেষ রত হয়॥ ১৮

সর্পগ্রহাক্রান্ত ব্যক্তি রক্তাক্ষ, কোপনস্বভাব, স্তব্ধদৃষ্টি, বক্রগতি ও চঞ্চল হয়। তাহার জিহ্বা হইতে লাল পড়ে। সে নিরন্তর শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে থাকে, ওষ্ঠদ্বয় লেহন করে, দুগ্ধ গুড় ও স্নানে অভিলাষী হয়, মুখ অধোদিকে রাখিয়া অর্থাৎ উপুড় হইয়া শয়ন করে ও আতপত্র (ছাতা) হইতে ভয় পায়॥ ১৯।২০

যক্ষগ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, ত্রস্ত ও রক্তবর্ণ হয়, তাহার গাত্র দিয়া সুগন্ধ বাহির হইতে থাকে। তাহার নৃত্য গীত কথা স্নান মাল্য ও অনুলেপনে প্রীতি, মৎস্য মাংসে রুচি, হর্ষ ও তুষ্টি হয়। সে তেজস্বী, বলশালী ও ব্যথাহীন হয়, অগ্রকর চালনা করে, 'কাহাকে কি দিব' এই কথা বলিতে থাকে, রহস্য (গোপনীয় বিষয়) বলে, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করে, অল্পই ক্রোধ প্রকাশ করে ও মন্দগতি হয়॥ ২১—২৩

ব্রহ্মরাক্ষসগ্রহ পীড়িত ব্যক্তির হাস্য ও নৃত্যপ্রিয়তা, ক্রূরচেষ্টা, ছিদ্রপ্রহারিতা (ছিদ্র পাইলেই হিংসা করে), আক্রোশ, শীঘ্র গমন, দেবতা ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যে দ্বেষ, কাষ্ঠ ও শস্ত্রাদি দ্বারা আপনাকে প্রহার, 'ভোঃ ভোঃ' এই শব্দ উচ্চারণ, শাস্ত্রগ্রন্থ ও বেদপাঠ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ২৪।২৫

রাক্ষসগ্রহাধিষ্ঠিত পুরুষ ক্রুদ্ধদৃষ্টি, ভ্রূকুটিযুক্ত ও সম্ভ্রম (হর্ষাদিজনিত বেগ) পূর্ণ হয়। সে প্রহার করে, দৌড়ায়, চীৎকার করে, বিকট আনন হয়; আহার না করিলেও বলবান্ হয় এবং নষ্টনিদ্র, রাত্রিকালে ভ্রমণ শীল, লজ্জাহীন, অপবিত্র, শূর, ক্রূর, পরুষভাষী ও ক্রোধী হইয়া থাকে; রক্তবর্ণ মাল্য, স্ত্রী, মদ্য ও আমিষ ভালবাসে; রক্ত বা মাংস দেখিয়া ওষ্ঠ-দ্বয় লেহন করিতে থাকে ও আহারকালে হাস্য করে॥ ২৬—২৮

পিশাচগ্রহগৃহীত ব্যক্তি অস্বস্থচিত্ত হয়, একস্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না, দৌড়িয়া বেড়ায়, উচ্ছিষ্টদ্রব্য নৃত্য গীতাদি হাস্য মদ্য ও আমিষ ভালবাসে; ভর্ৎসনা করিলে ম্লান মুখ হয়, অকস্মাৎ ক্রন্দন করে, নখ দ্বারা নিজ দেহ আঁচড়ায়, তাহার দেহ ও স্বর রুক্ষ ও বিধ্বস্ত হয়, সে নিজের দুঃখ সকল বলিতে থাকে, সম্বদ্ধ বা অসম্বদ্ধ বাক্য বলে, তাহার স্মৃতিশক্তির নাশ, শূন্যে রতি, চাঞ্চল্য, ও মলিনতা উপস্থিত হয়। সে ব্যক্তি নগ্ন থাকে বা

রথ্যাচেল অর্থাৎ পথিস্থ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে, তৃণের মালা ধারণ করে, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও সম্মার্জ্জনী নিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনাস্তূপের উপর আরোহণ করে ও বহু ভোজী হয়॥ ২৯—৩২

প্রেতগ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির আকৃতি কার্য্য ও গন্ধ প্রেতের স্থায় হয়। সে ভীত ও আহারে বিদ্বিষ্ট হয় এবং তৃণ ছেদন করে॥ ৩৩

কুষ্মাণ্ডগ্রহাক্রান্ত ব্যক্তি বহু প্রলাপ বাক্য বলে ও মন্দ মন্দ গমন করে। তাহার মুখ কৃষ্ণবর্ণ এবং বৃষণ শোথযুক্ত ও প্রলম্বিত হয় (ঝুলিয়া পড়ে)॥ ৩৪

নিষাদগ্রহপীড়িত ব্যক্তি কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি লইয়া ভ্রমণ করে, চীর পরিধান করে, নগ্ন হইয়া থাকে, দৌড়ায়, ত্রস্তদৃষ্টি হয়, তৃণের অলঙ্কার ধারণ করে, শ্মশান শূন্যস্থান রথ্যা ও একমাত্র বৃক্ষে অবস্থান করে, তিলায় মস্ত ও মাংসে সতত একাগ্রভাবে দৃষ্টি করে ও নিষ্ঠুর বাক্য বলে॥ ৩৫।৩৬

ঔকিরণ গ্রহার্দ্দিত ব্যক্তি ত্রস্ত ও আরক্তলোচন হইয়া অন্ন ও পানীয় প্রার্থনা করে এবং উগ্রবাক্য বলে॥ ৩৭

বেতালগ্রহাক্রান্ত ব্যক্তির গন্ধমাল্যে প্রীতি, সত্যবাদিতা, কম্প ও বহুচ্ছিদ্র (বহুদোষ) উপস্থিত হয়॥ ৩৮

পিতৃগ্রহাক্রান্ত ব্যক্তি অপ্রসন্নদৃষ্টি, ম্লানমুখ, শুষ্কতালু, চঞ্চল নয়ন ও চঞ্চল পক্ষ্ম, নিদ্রালু, মন্দাগ্নি, দক্ষিণোত্তরীয়, তিল মাংস গুড় প্রিয় ও স্খলিতবাক্য হয়॥ ৩৯।৪০

গুরু, বৃদ্ধ, ঋষি ও সিদ্ধদিগের অভিশাপ ও চিন্তার অনুরূপ আহার বিহার ও চেষ্টা দ্বারা যথাযথ তত্তদ্‌গ্রহকে লক্ষ্য করিবে॥ ৪১

যে গ্রহপীড়িত ব্যক্তি বালকগণের অনুগমন করে, নগ্ন হইয়া থাকে, উৎক্ষিপ্ত কেশ ও অস্বস্থচিত্ত হয় এবং যাহার গ্রহাক্রমণ দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তাহাকে (যে কোনও গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হউক না কেন) ত্যাগ করিবে॥ ৪২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে ভূতবিজ্ঞাননামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ভূত-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥

জপ, হোম, বলি, ব্রত, তপস্যা, শীল (স্বভাব), সমাধান (চিত্তৈকাগ্রতা), জ্ঞান, দান ও দয়াদি দ্বারা অহিংসাভিলাষী ভূতগ্রহকে জয় করিবে॥ ১

হিঙ্গু, ত্রিকটু, হরিতাল, মৃগনাভি, রসুন, আকন্দমূল, জটামাংসী, অজলোমী, গোলোমী, শ্বেতদূর্ব্বা, বচ, প্রিয়ঙ্গু, সুষুণি, গন্ধরাস্না, তিল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বজ্রপ্রোক্তা, হরীতকী,

আতইচ, বন্দাক, স্রোতোঞ্জন, শ্বেতসর্ষপ এবং গুগ্‌গুল্বাদি অন্যান্য রক্ষোঘ্ন ঔষধ সকল আর গর্দ্দভ, অশ্ব, শ্বাবিৎ (শজারু সদৃশ জন্তু বিশেষ), উষ্ট্র, ভল্লুক, গোধা (গোসাপ), নকুল, শজারু, নেকড়ে বাঘ, বিড়াল, গরু, সিংহ, ব্যাঘ্র ও সমুদ্রজাত জন্তু সকল ইহাদের চর্ম্ম, পিত্ত, দন্ত ও নখ ; এই সকল দ্রব্যের সহিত পুরাতন ঘৃত অথবা নূতন তৈল যথাবিধি পাক করিয়া পানে, নস্যে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। অথবা উক্ত দ্রব্য সমূহ চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা ধূপ দিবে। কিংবা উহাদের গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া অঞ্জন ও নস্যার্থ ব্যবস্থা করিবে। অথবা উহাদের কল্কের প্রলেপ দিবে কিংবা ঐ সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা পরিষেক করিবে। এই সমস্ত প্রয়োগ দ্বারা গ্রহদোষ, উন্মাদ ও অপস্মার রোগ প্রশমিত হয়॥ ২—৭

গজপিপুল, কুড়, ত্রিকটু, আমলকী, শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য গোধা, নকুল, বিড়াল ও মৎস্য ইহাদের পিত্তে উত্তমরূপে পেষিত করিয়া তাহা নস্যে, অভ্যঙ্গে ও পরিষেকে প্রয়োগ করিবে। ইহা গ্রহদোষনিবারক॥ ৮

সিদ্ধার্থক ঘৃত।

শ্বেতসর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতগুঞ্জা, বচ, শ্বেতাপরাজিতা, নিম্বপত্র, করঞ্জবীজ, শিরীষের বীজ, দেবদারু ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্যের কল্কের ও চতুর্গুণ গোমূত্রের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া তাহা পানে ও নস্যে প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার গ্রহ বিশেষতঃ আসুরগ্রহ, কৃত্যা (মন্ত্রোৎপন্না রাক্ষসী), অলক্ষ্মী, বিষদোষ, উন্মাদ, জ্বর, অপস্মার ও পাপ বিনষ্ট করে। ইহার নাম সিদ্ধার্থক ঘৃত॥ ৯—১১

উক্ত দ্রব্য সকল ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুত অগদ পান, নস্য, অঞ্জন, লেপন, স্নান (এতন্মিশ্রিত জলে) ও উদবর্ষণ (ইহা দ্বারা মর্দ্দন) রূপে ব্যবহার করিবে। ইহা পূর্ব্ববদ্‌গুণ-কারক ও রাজদ্বারে সিদ্ধিপ্রদ॥ ১২

শ্বেতসর্ষপ, ত্রিকটু, বচ, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, পলাণ্ডু, করঞ্জবীজ, শিরীষপুষ্প, কয়েতবেলের ফল ও ছাল, সৈন্ধবলবণ, তগরপাদুকা, কুড়, শোনামূল, আপাঙ্গ ও চিনি এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমানভাগে গ্রহণ করিয়া ছাগমূত্রে ভাবিত এবং গোপিত্তে মর্দ্দন করিয়া গুড়ক প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জন নস্য ও আলেপন দ্বারা দুষ্টব্রণ, উন্মাদ, রাত্র্যন্ধ, উদ্বন্ধ (উদ্বন্ধনে মৃত), জলনিমগ্ন, বিষলিপ্ত, শস্ত্রক্ষত ও সর্পদষ্ট ব্যক্তিদের চিকিৎসা করিবে॥ ১৩—১৫

কাপাসের বীজ, ময়ূর পিচ্ছ, বৃহতী, শিবনির্ম্মাল্য, মদনফল, দারুচিনি, জটামাংসী, বিড়ালের বিষ্ঠা, তুষ, বচ, কেশ, সাপের খোলস, হস্তিদন্ত, শৃঙ্গ, হিঙ্গু, মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তদ্দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে স্কন্দোন্মাদ, পিশাচাদিগ্রহের আবেশ এবং জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৬

ভূতরাব ঘৃত।

ত্রিকটু, তমালপত্র, কুঙ্কুম, পিপুলমূল, যবক্ষার, বৃহতী, হরিদ্রা, দেবদারু, শ্বেতসর্ষপ, কৃষ্ণসর্ষপ, বালা, ইন্দ্রযব, শ্বেতলশুন, ত্রিফলা, বেণার মূল, কটুকী, বচ, খর্পরী তুঁতে, যষ্টিমধু, বেড়েলা, রক্তচন্দন (কেহ বলেন—বরাহক্রান্তা), এলাচ, মনঃশিলা, পদ্মকাষ্ঠ, দধি, তগরপাদুকা,

কাঙ্গুনীধান্য, আতইচ, কাকোলী, রসাঞ্জন, চৈ ও কুড় ইহাদের কল্ক এবং গোমূত্র ছাগমূত্র প্রভৃতির অংশ সহ পুরাতন ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহদোষ নিবারিত হয়॥ ১৭।১৮

মহাভূতরাব ঘৃত।

তগরমূল, যষ্টিমধু, করঞ্জ, লাক্ষা, পটোলী, বরাক্রান্তা, বচ, পারুল, হিঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, বৃহতী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, কটকী, কুল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, হাড়যোড়া, আঁকড়, ঘোষালতা, সজিনা, নিম, বালা, ইন্দ্রযব, কুড়, শিরীষের পুষ্প ও বীজ, সজিনা, যষ্টিমধু, অপরাজিতা, দন্তী, চিতা ও বেল ইহাদের কল্ক ও মূত্রবর্গের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা পানে, অভ্যঙ্গে ও নস্যাদিতে প্রয়োগ করিবে। এই মহাভূতরাব নামক ঘৃত সর্ব্বপ্রকার গ্রহদোষ, উন্মাদ, কুষ্ঠ ও জ্বর নিবারণ করে॥ ১৯

যে গ্রহ যে দিনে আক্রমণ করে, সেই দিনে তাহাদের উদ্দেশ্যে বিশেষরূপে বলিপ্রদান ও হোম করিবে। স্নান, বস্ত্র, বসা, মাংস, মদ্য, দুগ্ধ, গুড়াদি যে দ্রব্য যে গ্রহের প্রিয়, সেইদিনে তাহাকে সেই দ্রব্য দিবে। রত্ন, গন্ধদ্রব্য, মাল্য, যবাদিবীজ, মধু, ঘৃত ও সর্ব্বপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য গ্রহদিগকে প্রদান করিবে। ইহা গ্রহশান্তির সাধারণ বিধি॥ ২০—২২

দেবতা, ঋষি, গুরু, বৃদ্ধ ও সিদ্ধ এই পাঁচগ্রহের বলি অর্থাৎ উপহার দেবালয়ে দিবে। তাহাদের মধ্যে দেবগ্রহের বলি উত্তরদিকে দিবে। যথাকালে অঙ্গনে পশ্চিমদিকে দৈত্যগ্রহের, গো-পথে বস্ত্র ও অলঙ্কারের সহিত গন্ধর্ব্বগ্রহের, নদীতীরে পিতৃগ্রহের ও নাগগ্রহের, পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে নাগগ্রহের, যক্ষপ্রাসাদে অথবা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে যক্ষগ্রহের, ভয়ঙ্কর বনে বা চতুষ্পথে দক্ষিণদিকে রাক্ষসগ্রহের, পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মরাক্ষসের, পশ্চিমদিকে অবস্থিত শূন্যভবনে পিশাচগ্রহের বলি দিবে॥ ২৩—২৬

শুচ ও শুক্ল মাল্য, গন্ধদ্রব্য, পায়সান্ন, দধি ও শ্বেতচ্ছত্র এই সকল দেবগ্রহের বলি দ্রব্য॥২৭

ঘৃত ৴৪ সের ; গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—হিঙ্গু, সর্ষপ, বচ ও ত্রিকটু প্রত্যেকের ৪তোলা। একত্র পাক করিবে। এই ঘৃতের পান, নস্য ও অভ্যঙ্গ দ্বারা দেবগ্রহের শান্তি হয়।

বচ, হিঙ্গু ও রসুন ছাগমূত্রে বাটিয়া তাহার নস্য ও অঞ্জন দিলে দেবগ্রহ নিবারিত হয়॥ ২৮

দৈত্যগ্রহকে নানাবিধ ফল, বেণার মূল, পদ্ম ও নীলোৎপল বলি দিবে। নাগগ্রহকে জাতীপুষ্প, লাজ, গুড়পিষ্টক, গুড়োদন, পায়স, মধু, দুগ্ধ, কৃষ্ণমৃত্তিকা, নাগকেশর, বচ, পদ্ম, গুগগুলু, বেণার মূল, রক্তপদ্ম এই সকল দ্রব্য বলি দিবে। শ্বেতপদ্ম, লোধ, তগরপাদুকা, নাগেশ্বর ও সর্ষপ এই সমস্ত দ্রব্য শীতল জলে বাটিয়া তাহার নস্য ও অঞ্জন দিলে নাগগ্রহ নিবারিত হয়॥ ২৯—৩১

যক্ষগ্রহকে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মিশ্রৌদন (খিচুড়ি), গুগ্গুলু, দেবদারু, নীলোৎপল, পদ্ম, বেণার মূল, বস্ত্রসহ স্বর্ণ ও কেবল স্বর্ণ বলি দিবে। সমপরিমিত গোমূত্র, ঘৃত ও দুগ্ধ একত্র সিদ্ধ করিয়া তাহা পান, নস্য ও অভ্যঙ্গ করিবে। তাহাতে যক্ষগ্রহ প্রশমিত হইবে। অথবা হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রসুন, মরিচ, বচ ও নিম্বপত্র ছাগমূত্রে বাটিয়া তাহার নস্য ও অঞ্জন দিবে। ইহাও যক্ষগ্রহ প্রশমক॥ ৩২—৩৪

সিদ্ধ যবপূর্ণ পাত্র, জলপূর্ণ কুম্ভ, তিলচূর্ণ, ছত্র, বস্ত্র ও বিলেপন এই সকল দ্রব্য ব্রহ্মরাক্ষসের বলি।

ঘৃত ⁄৩৷৷০ সের, গোমূত্র ১০৷৷০ সের। কষার্থ—খদির ⁄১৷০, জল ১০ সের, শেষ ⁄২৷৷০ সের। কল্কদ্রব্য—ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিঙ্গু, বচ, মৌরি, সর্ষপ, নিম্বপত্র, লশুন প্রত্যেক ৪ তোলা। যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত পানে, নস্যে ও অভ্যঙ্গে হিতকর ॥ ৩৫—৩৭

তিলচূর্ণ, শুক্লপুষ্প, মিশ্রকৌদন, পক্ক ও কাঁচা মাংস এবং রক্তসিক্ত শিম এই সকল দ্রব্য দ্বারা রাক্ষসগ্রহকে বলি দিবে।

করঞ্জ, শিরীষ ও কৃষ্ণপারুলের ত্বক্ মূল পুষ্প ও ফল, বিল্বমূল, ত্রিকটু, হিঙ্গু, ইন্দ্রযব, শ্বেতসর্ষপ, রসুন ও আমলকী এই সমস্ত দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিবে। এই ঔষধ নস্যে ও অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। আর এই সকল দ্রব্যের কল্কের ও চতুর্গুণ গোমূত্রের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহার পান, নস্য ও অভ্যঙ্গ করিলে রাক্ষসগ্রহ নিবারিত হয় ॥ ৩৮—৪১

সীধু, তিলকল্ক, মাংস, দধি, মূলা, লবণ, ঘৃত ও ভুতোপযোগী দ্রব্যের যাবক (যাউ) পিশাচগ্রহকে বলি দিবে।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, হিঙ্গু, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিকটু, রসুন, ত্রিফলা, বচ, পারুল, শ্বেতাপরাজিতা ও শিরীষপুষ্প ইহাদের কল্কে ও চতুর্থাংশ গোমূত্রে ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান ও অভ্যঙ্গ করিবে। আর ঐসকল দ্রব্য ছাগমূত্রে বাটিয়া তাহার অঞ্জন ও নস্য দিবে। তাহাতে পিশাচগ্রহ নিবারিত হইবে ॥ ৪২—৪৫

দেব, ঋষি, পিতৃ ও গন্ধর্ব্ব গ্রহাক্রান্ত ব্যক্তিকে তীক্ষ্ণ নস্যাদি প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে ঘৃত পানাদি মৃদু ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। পিশাচগ্রহ ব্যতীত দেবাদি অন্য কোন গ্রহেরই প্রতি-কূলাচরণ করিবে না। কারণ তাহারা অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন, প্রতিকূলাচরণ হেতু কুপিত হইয়া বৈদ্য এবং রোগী উভয়কেই বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৪৬।৪৭

সর্ব্বব্যাধিবিনাশন, দ্বাদশভুজ, নাথ, পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অবলোকিত মহাদেবের জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহ, উন্মাদ, অপস্মার ও চিত্তবিপ্লব দূর হয়। গ্রহাবিষ্ট পুরুষকে স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ করিয়া মায়ূরী মহাবিদ্যা স্তব সতত শ্রবণ করাইবে। ভূতনাথ মহেশ ও তদনুচর প্রমথগণের পূজা ও সিদ্ধ মন্ত্র সকল জপ করিলে সর্ব্বগ্রহের শান্তি হয় ॥ ৪৮—৫০

উন্মাদ ও অপস্মার প্রতিষেধ নামক অধ্যায়দ্বয়ে যে সকল চিকিৎসা বলা হইবে এবং এই অধ্যায়ে দেবগ্রহাদির যে পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা কথিত হইল, তৎসমুদয় গ্রহদিগকে পরস্পর প্রয়োগ করিবে ॥ ৫১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে ভূতপ্রতিষেধ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা উন্মাদ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

উন্মাদ রোগ ছয় প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, আগিজ (অর্থাৎ মানস) ও বিষজ। প্রবৃদ্ধ দোষ সকল উন্মার্গ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ বিমার্গগামী হইয়া মনের মদ (চিত্ত-বিভ্রম) জন্মায় বলিয়া, ইহাকে উন্মাদ কহে॥ ২।৩

দুষ্ট শারীর মানস দোষ, অহিত অন্ন পান, বিকৃত ভোজন, অসাত্ম্য ভোজন, সদোষ ভোজন, বিষম ভোজন, বিসম ও অল্পসত্ত্ব ব্যক্তির ব্যাধিবেগাধিক্য, দুর্ব্বল ব্যক্তির যুদ্ধকরণাদি বিষম চেষ্টা, পূজ্যের পূজা ব্যতিক্রম (দেবতা গুরু ব্রাহ্মণাদির অবমাননা), মানসিক পীড়া দ্বারা চিত্তভ্রংশ, বিষ ও উপবিষ সেবন এই সমস্ত কারণে অল্পসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির দোষ সকল হৃদয়ে প্রদুষ্ট হইয়া বুদ্ধিকে কলুসিত ও মনোবহ দশটি ধমনীকে দূষিত করিয়া উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে। সেই উন্মাদ রোগ কর্তৃক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও স্মৃতি শক্তির বিভ্রম হওয়ায় দেহ সুখ-দুঃখবিহীন হয় এবং রোগী অনিরূপিত-উদ্যম হইয়া ভ্রষ্ট সারথি রথের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়॥

বাতোন্মাদে রোগী অনুপযুক্ত স্থলে রোদন, আক্রোশ, হাস্য, ঈষৎ হাস্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বাক্যকথন, অঙ্গবিক্ষেপ, আস্ফোটন (তাল ঠোকা) এবং ঔদ্ধত্যের সহিত বারংবার বেণু ও বীণাদির শব্দের অনুকরণ করে। তাহার অঙ্গের কৃশতা ও মুখ হইতে ফেন নির্গত হয়। আর নিরন্তর পর্য্যটন, বহু কথন, অনলঙ্কার দ্বারা দেহ অলঙ্কৃত করা, অযানে (প্রাচীর বৃক্ষ প্রভৃতিকে যানরূপে কল্পনা করিয়া তাহাতে) গমনের চেষ্টা, আহার্য্য বস্তুতে অতিশয় আকাঙ্ক্ষা, আহার পাইলে তাহা অগ্রাহ্য করা, চক্ষুর পিণ্ডাকারত্ব ও অরুণবর্ণত্ব এবং আহার পরিপাক পাইলে ব্যাধির বলবৃদ্ধি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৪

পিত্তোন্মাদে তর্জ্জন, ক্রোধ, মুষ্টি ও লোষ্ট্রাদির দ্বারা অপরকে আঘাত করা, শীতল ছায়া ও শীতল জলে অভিলাষ, নগ্নতা, দেহের পীতবর্ণতা, অগ্নিশিখা নক্ষত্র ও দীপের মিথ্যাদর্শন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৫

কফোন্মাদে অরুচি, বমন, চেষ্টা আহার ও বাক্যের অল্পতা, নারীপ্রিয়তা, নির্জ্জনস্থানে প্রীতি, লালা ও সিঙ্ঘাণকের (সিক্‌নির) স্রাব, নিন্দিত আচার, শৌচদ্বেষ, নিদ্রা, মুখে শোথ এবং রাত্রিতে ও ভুক্ত মাত্রেই রোগের বৃদ্ধি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৬

সান্নিপাতিক উন্মাদে বাতাদি দোষত্রয়ের ~~ই নিদান~~ ও লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ইহা মারাত্মক ও অসাধ্য॥ ৭

ধনক্ষয় অথবা অভিমত কান্তাদির বিয়োগ হেতু মন প্রগাঢ় রূপে আহত হইলে আধিজ বা মানস উন্মাদ জন্মে। ইহাতে রোগী পাণ্ডুবর্ণ ও দীনভাব যুক্ত হয়। মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যায়। হাহাকার করিয়া দুঃখ করিতে থাকে, ক্রন্দন করে, অকস্মাৎ বা মরিয়া যায়। ধনজনাদি যে বস্তুর বিয়োগ

হয়, শোকক্লিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে করিতে পুনঃপুনঃ তাহার স্মরণ বা বর্ণন করে, ঘুমায় ও না বিরুদ্ধ চেষ্টা করে॥ ৮

বিষোন্মাদে রোগির মুখ শ্যাববর্ণ এবং কান্তি বল ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি নষ্ট হয়। রোগের বেগান্তর (হ্রাস) হইলেও রোগী সম্রান্ত ও রক্তলোচন হয়। এইরূপ রোগিকে ত্যাগ করিবে॥ ৯

বাতিক উন্মাদে প্রথমে স্নেহপান করাইবে। কিন্তু বায়ুর পথ যদি কোনও দোষকর্তৃক আবৃত থাকে, তবে স্নেহপানের পূর্ব্বে স্নেহযুক্ত মৃদু শোধন (বমন বিরেচনাদি) প্রয়োগ করিবে। বাতজ উন্মাদের ন্যায় কফজ ও পিত্তজ উন্মাদেও প্রথমে স্নেহপান করান কর্ত্তব্য। কফজ ও পিত্তজ উন্মাদ রোগিকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া কফজে বমন এবং পিত্তজে বিরেচন করাইবে। আর বাতজাদি ত্রিবিধ উন্মাদেই বস্তি ও শিরোবিরেচন ব্যবস্থা করিবে। এইরূপে দেহ শুদ্ধ হইলে রোগির মন প্রসন্ন হইয়া থাকে॥ ১০।১১

এই প্রকারে চিকিৎসিত হইলেও যদি রোগের নিবৃত্তি না হইয়া অনুবৃত্তি থাকে অর্থাৎ রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তবে যথাযোগ্য তীক্ষ্ণ নস্য, অঞ্জন, হর্ষণ, সান্ত্বনাপ্রদান, ত্রাসন, ভয় প্রদর্শন, তাড়ন, তর্জ্জন, অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, আলেপন, ধূমপ্রয়োগ ও ঘৃতপান ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ করিলে শুদ্ধদেহ রোগির মন প্রকৃতিস্থ হয়॥ ১২

হিঙ্গ্বাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ১৬ সের; গোমূত্র ৬৪ সের। হিঙ্গু, সচললবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেক ২ পল। একত্র পাক করিবে। ইহা উন্মাদ, ভূতোন্মাদ ও অপস্মার নাশক॥ ১৩

ব্রাহ্মী ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের, ব্রাহ্মীশাকের রস /৮ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, শ্যামালতা, তেউড়ী, দন্তী, শঙ্খপুষ্পা, সোঁদাল, সপ্তলা (চামারকষা) ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে পাক করিয়া এই ঘৃত প্রত্যহ ১ পল মাত্রায় সেবন আরম্ভ করিয়া ৪ পল পর্য্যন্ত মাত্রা বাড়াইবে। অর্থাৎ প্রথমদিনে ১ পল, দ্বিতীয় দিনে ২ পল, তৃতীয় দিনে ৩ পল, চতুর্থ দিনে ৪ পল মাত্রায় সেবন করিবে। পঞ্চম দিন হইতে ৪ পল মাত্রাতেই সেবন করিবে; আর মাত্রা বাড়াইবে না। এই ব্রাহ্মীঘৃত উন্মাদ কুষ্ঠ অপস্মার নাশক, বন্ধ্যার সুতপ্রদ এবং বাক্য স্বর স্মৃতি ও মেধাকারক এবং ধন্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ১৪

কল্যাণক ঘৃত।

ত্রিফলা, রাখালশশা, বড় এলাইচ, দেবদারু, এলবালুক, অনন্তমূল, শ্যামালতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শালপানি, চাকুলে, প্রিয়ঙ্গু, তগরপাদুকা, বৃহতী, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, নাগেশ্বর, দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, তালীশপত্র, ছোট এলাইচ, মালতীমুকুল, নীলোৎপল, দন্তী, পদ্মকাষ্ঠ ও চন্দন এই অষ্টাবিংশতি দ্রব্যের প্রত্যেকটা ২ তোলা; ঘৃত /৪ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। একত্র পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে ভূতগ্রহ, উন্মাদ, অপস্মার, পাপদোষ, পাণ্ডুরোগ, কণ্ডু, বিষদোষ, শোথ, মূর্চ্ছা, মেহ, সংযোগজ বিষ, জ্বর, শুক্রাল্পতা, বন্ধ্যাদোষ, মেধাহীনতা,

গদগদভাষণ, স্মৃতিহীনতা ও অগ্নিমান্দ্যরোগ উপশমিত হয়। ইহা বলকর, মঙ্গলজনক, আয়ুর হিতকর এবং কান্তি সৌভাগ্য ও পুষ্টিপ্রদ। এই কল্যাণক ঘৃত উৎকৃষ্ট পুংসবন ঔষধ॥ ১৫

মহাকল্যাণক ঘৃত।

পূর্ব্বোক্ত অনন্তমূল হইতে রক্তচন্দন পর্য্যন্ত ২১টি দ্রব্য ঘৃতের ১৬ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঘৃতের চতুর্গুণ এই কাথ ও একবার মাত্র প্রসূতা গাভীর চতুর্গুণ (ঘৃতের) দুগ্ধ এবং ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, আলকুশী বীজ, অজশৃঙ্গী ও মুগানী এই সকল কল্কদ্রব্যের (ঘৃতের চতুর্থাংশ) সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই মহাকল্যাণক ঘৃত পূর্ব্বোক্ত কল্যাণক ঘৃত অপেক্ষা অধিকগুণদায়ক। ইহা পুষ্টিকর ও বাতাদিত্রিদোষনাশক॥ ১৬

মহাপৈশাচিক ঘৃত।

জটামাংসী, হরীতকী, গন্ধমাংসী, (একপ্রকার জটামাংসী), পদ্মচারিণী, আলকুশী বীজ, বচ, বলাডুমুর, জয়ন্তী, কাকোলী, চোরপুষ্পী, কটুকী, ক্ষীরকাকোলী, বীজতাড়ক, ধনে, শুল্ফা, লাক্ষা, শতমূলী, আমলকী, রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাদুলে, বিছাটী ও শালপানি এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। এই মহাপৈশাচিক ঘৃত অমৃততুল্য। ইহ বুদ্ধি মেধা ও স্মৃতিকারক এবং বালকদিগের অঙ্গবর্দ্ধক॥ ১৭

ব্রাহ্মীশাক, রাখালশশা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, জটামাংসী, মুরামাংসী, রাস্না, ঈশলাঙ্গলা, রসুন, আতইচ, বচ, লতাফটকী, হাতিশুঁড়া, অনন্তমূল, হরীতকী ও সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা এই সকলদ্রব্য হস্তিমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই বর্ত্তির নস্য, অঞ্জন, আলেপন ও ধূপ প্রয়োগে উন্মাদরোগ নিবারিত হয়॥ ১৮

সর্ষপতৈল ও সর্ষপ সংযুক্ত বিবিধ অবপীড়, সর্ষপ তৈলের অভ্যঙ্গ, সর্ষপ চূর্ণের প্রধমন (নলদ্বারা নস্য প্রদান) এবং সূত্রস্থানে কথিত তীক্ষ্ণধূম সকল হিঙ্গুসংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ১৯

শৃগাল, শজারু, পেচক, চামচিকা, বৃষ ও ছাগ ইহাদের মল মূত্র পিত্ত লোম নখ ও চর্ম্মে কৃত ধূপ, ধূম, অঞ্জন, অভ্যঙ্গ, প্রলেপ ও পরিষেক উন্মাদরোগে হিতকর॥ ২০

পচা দুর্গন্ধ মৎস্য এবং কুকুর ও গোরুর পচা দুর্গন্ধ মাংসদ্বারা উন্মাদরোগিকে পুনঃপুনঃ ধূপ প্রদান করিবে। বাতশ্লেষ্মাত্মক উন্মাদে এই ধূপ বিশেষরূপে প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক উন্মাদরোগে তিক্তক ও জীবনীয় ঘৃত যমক স্নেহ (মিশ্রিত ঘৃত তৈলাদি স্নেহদ্বয়) এবং শীতল মধুর ও লঘু অন্ন পান ব্যবস্থেয়॥ ২১

বিজ্ঞ চিকিৎসক উন্মাদরোগে যথোক্ত শিরা (শঙ্খ ও কেশান্ত এই উভয় স্থানের সন্ধিস্থানের শিরা) বিদ্ধ করিবে। উন্মাদরোগিকে মেদুর মাংস তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া নিবাত স্থানে শয়ন করাইবে। এইরূপ করিলে রোগী মতিভ্রংশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। অথবা জলশূন্য কূপে নিক্ষেপ করিয়া অনাহারে শুষ্ক করিবে। কিংবা সুহৃৎ ব্যক্তি ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বাক্য দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিবে। ধনজনাদি ইষ্ট দ্রব্যের বিনাশ উল্লেখ করিবে বা অদ্ভুত বস্তু

সকল দর্শন করাইবে। প্রয়োজন হইলে সর্ষপতৈল মাখাইয়া বন্ধন পূর্ব্বক রৌদ্রে চিৎ করিয়া ফেলিয়া রাখিবে। অথবা তাহার গাত্রে আলকুশী ঘষিয়া দিবে বা পুড়িয়া না যায় এরূপভাবে তপ্ত লৌহ তপ্ত তৈল বা তপ্ত জল: স্পর্শ করাইবে। কশাঘাত করিবে। গর্ত্তে অথবা শস্ত্র লোষ্ট্র ও জনশূন্য ঘোর অন্ধকারযুক্ত গৃহে বন্ধনপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। অথবা সর্পের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া সেই সর্প দ্বারা অথবা বশীভূত সিংহ বা হস্তি দ্বারা ভয় দেখাইবে। কিংবা রাজপুরুষগণ উন্মাদ-রোগিকে বাহিরে লইয়া গিয়া বন্ধনপূর্ব্বক তর্জ্জন করিবেন এবং রাজার আজ্ঞায় তোমার প্রাণ বধ করিব, এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিবে। কারণ দেহের ভয় ও দুঃখের ভয় অপেক্ষা প্রাণের ভয় অধিক, অতএব প্রাণ ভয় দ্বারা তাহার বিভ্রান্তমন স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে॥ ২২।২৩

দেশকালাদি বিবেচনা করিয়া এই সকল সিদ্ধফল ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ২৪

ইষ্টবস্তুর বিনাশে উন্মাদ জন্মিলে তৎসদৃশ বস্তু প্রদান দ্বারা এবং সান্ত্বনা ও আশ্বাস বাক্যে তাহার মনের স্থিরতা সম্পাদন করিবে॥ ২৫

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষ্যা ও লোভ হইতে উৎপন্ন উন্মাদরোগে কামাদির প্রতি-দ্বন্দ্বিভাব উপস্থিত করিয়া পীড়া শান্তির চেষ্টা করিবে অর্থাৎ কাম জন্য উন্মাদে শোক এবং ভয়জ উন্মাদে ক্রোধ উৎপাদন দ্বারা রোগের চিকিৎসা করিবে॥ ২৬

ষড়্‌বিধ উন্মাদের যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে, তদতিরিক্ত ভূতগ্রহের লক্ষণ যদি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উন্মাদরোগে ভূতগ্রহের অভিষঙ্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে জানিবে। এই ভূতোন্মাদে ভূতগ্রহ চিকিৎসিতোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

ভূতোন্মাদে তিলচূর্ণ, যাবক, শক্তুপিণ্ড, স্নিগ্ধ ও মধুর আহার, রক্তাপ্লুত তণ্ডুল, পক্ক ও কাঁচা মাংস, সুরা, মৈরেয় ও আসব এবং মাধবীলতা, জাতী ও ঝিণ্টীর পুষ্পসকল চতুষ্পথে (চৌমাথায়) গোতীর্থে ও নদীসঙ্গমে বলি দিবে॥ ২৭।২৮

যে ব্যক্তি মৎস্য মাংস ও মদ্য বিরত, হিতভোজী, সংযতচিত্ত ও পবিত্র সেই সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তি দোষজ বা আগন্তুজ কোন উন্মাদেই আক্রান্ত হয় না॥ ২৯

ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি ও মনের প্রসন্নতা এবং ধাতুসমূহের প্রকৃতিস্থতা উন্মাদমুক্তির লক্ষণ॥ ৩০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে উন্মাদ-প্রতিষেধ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অপস্মার-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

স্মৃতির অপগমকেই অপস্মার কহে। বুদ্ধি ও সত্ত্বগুণের বিনাশহেতু চিন্তা শোক ও ভয়াদি কর্ত্তৃক চিত্ত অভিহত হইলে এবং উন্মাদবৎ শারীর ও মানস দোষ সকল কর্ত্তৃক সত্ত্বগুণ হত এবং

হৃদয় ও সংজ্ঞাবহ স্রোতঃ সকল ব্যাপ্ত হইলে অপস্মার রোগ জন্মে। এই অবস্থায় রোগী মোহাচ্ছন্ন ও মূঢ়মতি হইয়া বীভৎস কার্য্যসকল করিতে থাকে। সে দাঁত কামড়ায়, ফেন বমন করে, হাত ও পা খেঁচে, অবাস্তবিক রূপ সকল দর্শন করে, স্খলিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয় এবং তাহার নেত্র ও ভ্রূ বাঁকিয়া যায়। দোষের বেগ অপগত হইলে অপস্মার রোগী প্রতিবুদ্ধ হইয়া থাকে এবং সময়ান্তরে পুনঃ ঐরূপ করিতে থাকে ॥ ২

বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভেদে অপস্মার রোগ চারিপ্রকার ॥ ৩

হৃৎকম্প, শূন্যতা, ভ্রম, অন্ধকার দর্শন, চিন্তা, ভ্রূভঙ্গী, নেত্রবিকৃতি, শব্দ না হইলেও শব্দ শ্রবণ, ঘর্ম্ম, লালা ও সিঙ্ঘানকের (সিক্নির) স্রাব, অপরিপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, কুক্ষিতে গুড়্ গুড়্ শব্দ, বলহানি, নিদ্রানাশ, অঙ্গমর্দ্দ, পিপাসা, স্বপ্নে গান ও নর্ত্তন, মদ্য বা তৈলের পান এবং তাহাদেরই মূত্রণ এইগুলি অপস্মার রোগের পূর্ব্বলক্ষণ ॥ ৪

বাতিক অপস্মারে রোগী স্পন্দিত-সক্থি হইয়া পতিত হয়। তাহার মুহুর্ম্মুহুঃ স্মৃতিনাশ ও চেতনা হয়, স্বর বিকৃত ও চক্ষুঃ উৎপিণ্ডিত হয়, সে রোদন করে, ঘন ঘন শ্বাস ফেলে, ফেন বমন করে, কাঁপে, শিরশ্চালন করে, দাঁত কামড়ায়, চতুর্দ্দিকে বিষমভাবে অঙ্গবিক্ষেপ করে, তাহার কন্ধরা (ঘাড়) স্ফীত ও অঙ্গুলিসমূহ নত হয়, নেত্র, ত্বক্, নখ ও মুখ রুক্ষ শ্যাব বা অরুণবর্ণ হয়, সে কৃষ্ণ, চঞ্চল, পরুষ, বিরূপ ও বিকৃতানন অবাস্তবিক রূপসকল দর্শন করে ॥ ৫

পৈত্তিক অপস্মারে মুহুর্ম্মুহুঃ স্মৃতির নাশ ও চেতনার উদয় হয়। তাহার মুখনিঃসৃত ফেন, মুখ নেত্র ও ত্বক্ পীতবর্ণ হয়, সে ভূমিতে পতিত হইয়া আস্ফালন করে, পিপাসান্বিত হয় এবং ভয়ানক, প্রদীপ্ত ও কুপিত রূপ সকল দর্শন করে ॥ ৬

শ্লৈষ্মিক অপস্মারে বিলম্বে স্মৃতির নাশ ও বিলম্বে চেতনা হয়। অঙ্গবিক্ষেপাদি চেষ্টা অল্প হয়, অধিক পরিমাণে লালাস্রাব হয়, নেত্র নখ ও মুখ শুক্লবর্ণ হয় এবং রোগী শুক্লবর্ণ রূপসকল দর্শন করে। যাহাতে বাতজাদি ত্রিবিধ অপস্মারেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে ত্রিদোষজ অপস্মার কহে ; ইহা ত্যাগ করিবে ॥ ৭

এইরূপে অপস্মার রোগের প্রকৃতি অবগত হইয়া প্রথমে তীক্ষ্ণবমন বিরেচনাদি কর্ম্মদ্বারা দোষাবৃত বুদ্ধি মন ও হৃদয়স্রোতের প্রবোধন করিবে। বাতিক অপস্মারে বস্তিপ্রধান, পৈত্তিক অপস্মারে বিরেচনপ্রধান এবং শ্লৈষ্মিক অপস্মারে বমনপ্রধান চিকিৎসা করিবে। অপস্মার রোগিকে এইরূপে সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ ও পেয়াদি ভোজনদ্বারা আশ্বাসিত করিয়া অপস্মার বিমোক্ষার্থ যে সকল সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি শুন ॥ ৮—১০

পঞ্চগব্য ঘৃত।

গোময়রস, দুগ্ধ, দধি ও গোমূত্রের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে অপস্মার, জ্বর, উন্মাদ ও কামলারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১

মহাপঞ্চগব্য ঘৃত।

দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়্চির ছাল, ছাতিম ছাল, আপাঙ্, নীলবৃক্ষ, কট্‌কী, সোন্দাল, পুষ্করমূল, কাকডুমুর মূল ও দুরালভা প্রত্যেক ২ পল ; জল ৬৪ সের, শেষ ১৬

সের। কল্কার্থ—বামুনহাটী, আকৃনাদি, অড়হর, দন্তী, তেউড়ীমূল, ত্রিকটু, রোহিসতৃণ, মূর্ব্বা, যমানী, চিরতা, হরীতকী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, কাঠমল্লিকা, চিতামূল ও হিজলবীজ প্রত্যেক ২ তোলা। ঘৃত ⁄৪ সের। পূর্ব্বোক্ত গোময়রস, দধি, দুগ্ধ ও গোমূত্র প্রত্যেক ঘৃতের সমান। যথাবিধানে পাক করিবে। এই মহাপঞ্চগব্য ঘৃত জ্বর, অপস্মার, উদর, ভগন্দর, শোথ, অর্শঃ, কামলা, পাণ্ডু, গুল্ম, কাস ও গ্রহদোষ নাশক॥ ১২

ব্রাহ্মীশাকের রস এবং বচ, কুড়, শঙ্খপুষ্পী এই সকল কল্কদ্রব্যের সহিত পুরাতন ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত মেধাজনক এবং উন্মাদ, অলক্ষ্মীদোষ, অপস্মার ও পাপ নাশক॥ ১৩

জীবনীয়গণোক্ত দশটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১ পল পরিমাণে লইয়া তাহাদের কল্ক এবং ৬৪ সের দুগ্ধের সহিত ⁄৪ সের তিলতৈল ও ⁄৪ সের ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। ইহা অপস্মারনাশক॥ ১৪

ঘৃত ⁄৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, গাম্ভারীর কাথ ৩২ সের। কল্কার্থ—জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা বাতজ ও পিত্তজ অপস্মার আশু বিনষ্ট করে॥ ১৫

কাশ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষু ও কুশ ইহাদের মূলের কাথ সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহা সেবন করিলেও বাতজ ও পিত্তজ অপস্মার প্রশমিত হয়॥ ১৬

যষ্টিমধুর কল্ক ও অষ্টাদশগুণ কুষ্মাণ্ডরস সহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত অপস্মারনাশক এবং বুদ্ধি বাক্য ও স্বরপ্রদ॥ ১৭

কপিলবর্ণা (কৃষ্ণবর্ণা নহে) গাভীর এবং কুকুর, শৃগাল, বিড়াল ও সিংহাদির পিত্তের নস্য পরম হিতকর॥ ১৮

গোধা, নকুল, সর্প, বৃষভ, ঋক্ষ ও গো ইহাদের পিত্তে তৈল পাক করিবে। এই তৈল নস্যে ও অভ্যঙ্গে প্রশস্ত॥ ১৯

ত্রিফলা, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রা, যবক্ষার, তুলসী (বা টাবালেবু বিশেষ), শ্যামমূলা তেউড়ী, অপামার্গ ও করঞ্জবীজ ইহাদের কল্ক চতুর্থাংশ এবং চতুর্গুণ ছাগমূত্র সহ ⁄৪ সের তৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের অথবা উক্ত (কল্কোক্ত) ত্রিফলাদি চূর্ণের নস্য প্রয়োগ করিলে উন্মাদ ও অপস্মার রোগ প্রশমিত হয়॥ ২০

নকুল, পেচক, বিড়াল, গৃধ্র, কীট (পাশ্চাত্য বৃশ্চিক বিশেষ), সর্প ও কাক ইহাদের যথা সম্ভব তুণ্ড (ঠোঁট), পক্ষ ও পুরীষ দ্বারা অপস্মার রোগিকে ধূপ প্রদান করিবে॥ ২১

তৈলের সহিত রসুন, দুগ্ধের সহিত শতমূলী, অথবা মধুর সহিত ব্রাহ্মী শাকের রস, কুড়ের রস কিংবা বচ নিত্য সেবন করিবে॥ ২২

যেহেতু যুগপৎ কুপিত শারীর ও মানস দোষ সকল হইতে অপস্মার রোগ উৎপন্ন হয়, এবং ইহা মহামর্ম্ম হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া জন্মে অতএব ইহা দুশ্চিকিৎস্য। রসায়নোক্ত বিধানে ইহার চিকিৎসা করিবে। অপস্মারাক্রান্ত রোগিকে অগ্নি, জল, বৃক্ষাদি এবং বিষম স্থান হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে॥ ২৩

অপস্মারাক্রান্ত ব্যক্তি পীড়িত অবস্থায় যেন বমনাদি যে সকল নিন্দিত কার্য্য করে, পীড়ার বেগ অপগত হইলে তাহাকে সে সকল (তুমি এই এই করিয়াছ) কিছুই বলিবে না। তখন কেবল তাহার ক্লিষ্ট চিত্তকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিবে ॥ ২৪

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে অপস্মার-প্রতিষেধ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বর্ত্মরোগবিজ্ঞান নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

সর্ব্বরোগ নিদানোক্ত কটুতিক্তাদি অহিত আহার বিহার হেতু বিশেষতঃ চক্ষুর অহিতকর আহার বিহার হেতু দোষ সকল কুপিত এবং বহুলরূপে পিত্তের অনুগত ও শিরা সমূহ দ্বারা ঊর্দ্ধগত হইয়া নেত্রাবরণবর্ত্ম বা সন্ধি কিংবা শুক্লমণ্ডল বা কৃষ্ণমণ্ডল অথবা দৃষ্টিমণ্ডল বা সমস্ত চক্ষুকে আশ্রয় করিয়া নেত্ররোগ সকল উৎপাদন করে। তন্মধ্যে কুপিত বায়ু বর্ত্মাশ্রিত শিরা সকলকে আশ্রয় করিয়া কৃচ্ছ্রোন্মীল নামক রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে রোগী নিদ্রা হইতে উঠিলে চক্ষুর পাতা স্তব্ধ, বেদনাযুক্ত ও নেত্র পাংশুদ্বারা পূর্ণের ন্যায় বোধ হয়, কষ্টে নেত্রের উন্মীলন ও অশ্রুপাত হয় এবং চক্ষুঃ রগ্‌ড়াইলে উপদ্রব সকলের প্রশম হয় ॥ ২

দূষিত বায়ু চক্ষুর পাতাকে সঞ্চালিত করিয়া বারংবার বেদনাহীন নিমেষ উন্মেষ করিয়া থাকে, ইহাকে নিমেষ রোগ কহে।

বাতহত রোগে বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের মধ্যগত সন্ধি বিশ্লিষ্ট হয়। তজ্জন্য বর্ত্ম নিমেষোন্মেষ ক্রিয়া রহিত ও হীন হইয়া নিমীলিতই থাকে ॥ ৩

পিত্ত কর্ত্তৃক বর্ত্মমধ্যে কুম্ভীকাবীজ (কুম্ভীকাফল কচ্ছদেশে জন্মে, দেখিতে দাড়িমের ন্যায়, ইহার বীজ দাড়িমাদিবীজবৎ) সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ বহু পিড়কা জন্মে। তাহারা বিদীর্ণ হইয়া রসাদি স্রাব করে এবং পুনর্ব্বার স্ফীত হইয়া উঠে। ইহার নাম কুম্ভীরোগ ॥ ৪

পিত্তোৎক্লিষ্টরোগে পিত্ত কর্ত্তৃক বর্ত্ম দাহ, ক্লেদ ও সূচীবেধবদ্ বেদনাযুক্ত রক্তাভ এবং স্পর্শাসহ হইয়া থাকে ॥ ৫

পিত্ত পক্ষ্মান্ত আশ্রয় করিয়া উহাতে কণ্ডূ ও দাহ জন্মাইয়া পশ্চাৎ পক্ষ্মলোম সকল উন্মূলিত করে। ইহাকে পক্ষ্মশাত রোগ কহে ॥ ৬

কুপিত কফ কর্ত্তৃক নেত্রবর্ত্মে শোথ, উপদেহ অর্থাৎ লিপ্ততা, কণ্ডূ ও পিচ্ছিল স্রাবযুক্ত সর্ষপাকৃতি নিবিড় শ্বেতবর্ণ পিড়কা সকল জন্মে, এই রোগকে পোথকী কহে। আর কফ কর্ত্তৃক বর্ত্ম স্তব্ধ ক্লেদ ও উপদেহ যুক্ত হইলে, তাহাকে কফোৎক্লিষ্ট বর্ত্ম কহে ॥ ৭।৮

নেত্রবর্ত্মে পাণ্ডুবর্ণ, অল্পবেদনা ও পাকযুক্ত, সকণ্ডূ, কঠিন, কুলপ্রমাণ বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে লগণ কহে ॥ ৯

রক্ত কর্ত্তৃক চক্ষুর পাতায় রক্তবর্ণ পিড়কা সকল তত্তুল্য পিড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাকে উৎসঙ্গ রোগ কহে। আর উৎসঙ্গরোগেরই মত উৎক্লিষ্টবর্ত্ম রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাতে পিড়কা সকল শিরা ব্যাপ্ত ও স্পর্শনাসহ হইয়া থাকে॥ ১০

রক্তের প্রকোপ হেতু চক্ষুর পাতার মধ্যে স্তব্ধ, স্নিগ্ধ, দাহ ও বেদনা যুক্ত, রক্তবর্ণ ও রক্তস্রাবী যে মাংসাঙ্কুর জন্মে, তাহাকে নেত্রার্শঃ কহে। ইহা পুনঃপুনঃ ছিন্ন হইলেও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥১১

রক্তপ্রকোপে বর্ত্মমধ্যে বা বর্ত্মপ্রান্তে কণ্ডু, দাহ ও বেদনা যুক্ত, কঠিন, তাম্রবর্ণ ও মুগ-প্রমাণ পিড়কা সকল উৎপন্ন হয়; তাহাকে অঞ্জন নামিকা কহে॥ ১২

বিসবর্ত্মরোগে বাতাদিদোষ কর্ত্তৃক বর্ত্মের বহির্ভাগ স্ফীত এবং অভ্যন্তরভাগ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রদ্বারা ব্যাপ্ত ও স্রাবযুক্ত হয়। বিস অর্থাৎ মৃণাল যেমন বহুচ্ছিদ্র ও অন্তর্জ্জলবিশিষ্ট হয়, ইহাও তদ্বৎ হয় বলিয়া বিসবর্ত্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ১৩

রক্ত ও বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপহেতু নেত্রবর্ত্ম উৎক্লিষ্ট হয় ও অকস্মাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, ইহাকে উৎক্লিষ্টবর্ত্ম কহে॥ ১৪

প্রকুপিতরক্ত ও ত্রিদোষ কর্ত্তৃক নেত্রবর্ত্ম শ্যাববর্ণ এবং বেদনা, ক্লেদ ও শোথযুক্ত হইলে তাহাকে শ্যাববর্ত্ম বলে॥ ১৫

শ্লিষ্টবর্ত্মরোগে নেত্রবর্ত্মদ্বয় জুড়িয়া যায় এবং কণ্ডু, শোথ ও লোহিত্যযুক্ত হইয়া থাকে॥ ১৬

বর্ত্মমধ্যে খরস্পর্শ, রুক্ষ, বালুকাসদৃশ পিড়কা সকল উৎপন্ন হইলে তাহাকে সিকতাবর্ত্ম আর কৃষ্ণবর্ণ ও কর্দ্দমতুল্য পিড়কা জন্মিলে তাহাকে কর্দ্দমবর্ত্ম রোগ কহে॥ ১৭

ত্বক্‌সমবর্ণ সমানাকৃতি ঘন মাংস দ্বারা বর্ত্ম পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাকে বহলবর্ত্ম কহা যায়॥ ১৮

দন্তোদ্গমকালে শিশুদিগেরই কুকূণক রোগ জন্মিয়া থাকে। তাহাতে শিশুর অক্ষি স্ফীত ও তাম্রবর্ণ হয়। সে চক্ষু মেলিতে পারে না। কর্ণ, নাসা ও চক্ষুঃ রগড়ায়। তাহার চক্ষুর পাতা শূলনিযুক্ত ও পিচ্ছিল হয়॥ ১৯

পক্ষ্মোপরোধ রোগে নেত্রবর্ত্মের সঙ্কোচ এবং পক্ষ্মলোমসকল খর ও অন্তর্মুখ হয় অথবা অন্য পক্ষ্ম লোম জন্মে। সেই সকল তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকবৎ লোম দ্বারা চক্ষুঃ ঘৃষ্ট হওয়ায় তাহাতে (শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডলে) শোথ উৎপন্ন হয়। ইহাতে নেত্র দাহযুক্ত হয় এবং বাত আতপ ও অগ্নি-সন্তাপ সহ্য করিতে পারে না। পক্ষ্মসকল উৎপাটিত করিলে শান্তিলাভ হইয়া থাকে॥ ২০

কনীনক বা অলজীরোগে বর্ত্মের বহির্ভাগে কঠিন, তাম্রবর্ণ, উন্নতাকার গ্রন্থি জন্মে। এই গ্রন্থি পাকিয়া পূয বা রক্তস্রাব করে এবং ক্ষত হইয়া পুনর্ব্বার স্ফীত হইয়া থাকে॥ ২১

বাতাদিদোষ ও রক্তের প্রকোপহেতু বর্ত্মমধ্যে মাংসপিণ্ডাকার, গ্রথিত, অল্প বেদনান্বিত যে শোথ জন্মে, তাহাকে নেত্রার্ব্বুদ বলিয়া জানিবে। উহা বহির্ভাগে হইলে চল ও বিষম হইয়া থাকে॥ ২২

এই ২ টি ব্যাধি নেত্রবর্ত্মাশ্রিত। ইহাদের মধ্যে কৃচ্ছ্রোন্মীল নামক রোগ ঔষধদ্বারা সাধ্য। নিমেষ, বাতহত ও নেত্রার্শঃ অসাধ্য। পক্ষ্মোপরোধ যাপ্য। অবশিষ্ট ঊনবিংশতিটি রোগ শস্ত্রদ্বারা সাধ্য। উক্ত শস্ত্রসাধ্য রোগ সমূহের মধ্যে পক্ষ্মশাত সূচীকূর্চ্চদ্বারা কুট্টিত

করিবে। নেত্রার্ব্বুদ বৃদ্ধি পত্রাদিদ্বারা ছেদন করিবে। লগণ, কুম্ভীক, বিসবর্ত্ম, উৎসঙ্গ, অঞ্জন, অলজী, পোথকী, শ্যাববর্ত্ম, সিকতাবর্ত্ম, শ্লিষ্টবর্ত্ম, চারিপ্রকার উৎক্লিষ্ট (পিত্তোৎক্লিষ্ট, কফোৎক্লিষ্ট, রক্তোৎক্লিষ্ট ও উৎক্লিষ্টবর্ত্ম), কর্দ্দম, বহল ও কুকূণক এইগুলি লেখন দ্বারা সাধ্য॥ ২৩—২৫

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে বর্ত্মরোগ-বিজ্ঞানীয় নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা বর্ত্মরোগ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

কৃচ্ছ্রোন্মীল নামক নেত্রবর্ত্মরোগে দ্রাক্ষার কল্ক ও কাথসহ পুরাণ ঘৃত পাক করিয়া সম-পরিমিত চিনির সহিত তাহা সেবন করিবে। আর স্নিগ্ধ নস্য, ধূম ও অঞ্জনাদি প্রয়োগ করিবে॥ ২

কুম্ভীকাবর্ত্ম নামক রোগ বৃদ্ধিপত্রাদি শস্ত্রদ্বারা লিখিত করিয়া (আঁচড়াইয়া) ও সৈন্ধব লবণদ্বারা প্রতিসারিত অর্থাৎ অল্প অল্প ঘর্ষণ করিয়া তাহা যষ্টিমধু আমলকী ও পলতার কাথে পরিষিক্ত করিবে॥ ৩

এক্ষণে কিরূপে লেখন করিতে হইবে, তাহাই বলা যাইতেছে—

একটি নিবাতগৃহে বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের অধীনে রোগিকে রাখিয়া তাহাকে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে। পরে উষ্ণজলে সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পীড়িত চক্ষুর পাতার বহির্ভাগ স্বেদিত করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা বস্ত্রমধ্যগত বর্ত্মকে কুটিলীকৃত করিয়া ধরিবে। তাহাতে পাতা স্রস্ত বা চলিত হইতে পারিবে না। তদনন্তর নেত্রবর্ত্ম মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদ্বারা তির্য্যক্‌ভাবে শস্ত্রপদাঙ্কিত করিয়া সেই শস্ত্রদ্বারা, শাক (সেগুণ) শেফালিকা প্রভৃতির পত্রদ্বারা কিংবা সমুদ্রফেন দ্বারা সেই স্থান লিখিত করিবে। পরে নেকড়া দিয়া রক্ত মুছাইয়া দিবে। রক্ত বন্ধ হইলে বুঝিবে, বর্ত্ম সুলিখিত হইয়াছে। পরে মধুর সহিত সৈন্ধবাদি যথাযোগ্য ঔষধদ্বারা প্রতিসারিত করিবে। পরে উষ্ণজলে প্রক্ষালিত এবং ঘৃতদ্বারা সিক্ত করিয়া ঘৃত ও মধুদ্বারা অভ্যক্ত করিবে এবং উহাতে যবের ছাতুর পিণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক কর্ণদ্বয়ের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে বাঁধিয়া রাখিবে। দ্বিতীয়দিনে খুলিয়া যথোপযুক্ত ঔষধদ্বারা পরিষেক করিবে এবং পুনর্ব্বার বান্ধিয়া রাখিবে। চতুর্থ দিবসে উপযুক্ত নস্যাদি ব্যবস্থা করিবে। পঞ্চম দিবসে কেবল বন্ধন মোচন করিবে, অন্যকার্য্য করিতে হইবে না॥ ৪

বর্ত্ম যদি শোথ, কণ্ডু ও ঘর্ষাদিদ্বারা অপীড়িত, সমতল ও নখপৃষ্ঠ সদৃশ হয়, তবে তাহা সুলিখিত হইয়াছে, জানিবে। বিপরীত হইলে পুনর্ব্বার লিখিত করিবে॥ ৫

বর্ত্ম স্রস্ত বা অতিলিখিত হইলে বেদনা এবং পক্ষ্ম ও বর্ত্মের অবসাদ হয়। তাহাতে স্নেহ স্বেদাদি বাতহর চিকিৎসা কর্ত্তব্য ॥ ৬

শ্বেতলোধকাষ্ঠ নবনীতে অভ্যক্ত এবং এরণ্ডমূলের কল্কে প্রলিপ্ত করিয়া পুটপক করিবে। পরে উহা প্রক্ষালিত করিয়া শুষ্ক ও চূর্ণ করিবে। পশ্চাৎ ঐ চূর্ণ পোট্টলীবদ্ধ করিয়া তাহা স্তনদুগ্ধে বা ছাগদুগ্ধে মৃদিত করিয়া তদ্দ্বারা নেত্রসেচন করিবে। এইরূপে শ্বেতলোধ কাষ্ঠ নবনীতাক্ত ও পিষ্ট শালিতণ্ডুল দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া পুটপক করিবে এবং পূর্ব্ববৎ প্রক্ষালিত শুষ্ক, চূর্ণ ও পোট্টলীবদ্ধ করিবে। পশ্চাৎ ঐ পোট্টলীবদ্ধ চূর্ণ দধির মাতে মৃদিত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা কেবল দধির মাতে নেত্রসেচন করিবে। জাঙ্গলমাংস পথ্য। বর্ত্মের অতি লেখনে এইরূপ নেত্রসেচন হিতকর ॥ ৭।৮

কঠিন ও উন্নত পিড়কা সমূহ ব্রীহিমুখ শস্ত্রদ্বারা ভেদ করিয়া পশ্চাৎ নিষ্পীড়ন করিবে। পরে প্রলেপন, বন্ধন, ক্ষালন ও সেচনাদি কার্য্য পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে ॥ ৯

বর্ত্মরোগে সর্ব্বত্র লেখন ও ভেদন কার্য্যে উক্তরূপ চিকিৎসা করিবে ॥ ১০

পিত্তোৎক্লিষ্ট ও রক্তোৎক্লিষ্ট রোগে মধুরস্কন্ধের (দুগ্ধ গুড়াদির) সহিত ঘৃত পাক করিবে। রোগিকে এই ঘৃত সেবন দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া তাহার শিরামোক্ষণ করিবে। পরে তাহাকে তেউড়ীর বিরেচন প্রয়োগ করিবে। বর্ত্ম লিখিত ও ক্ষতরক্ত হইলে যষ্টিমধুর কাথদ্বারা তাহা প্রক্ষালিত করিবে। পরে চন্দনের সহিত পক্ক দুগ্ধদ্বারা পরিষেক করিবে ॥ ১১

পক্ষ্মসদন রোগে সূচীদ্বারা রোমকূপ সমূহ কুট্টিত করিবে। অথবা জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। কিংবা দুগ্ধ অথবা ইক্ষুরস পান করাইয়া বমন করাইবে। দ্রাক্ষাদি মধুর ও শীতল ঔষধের সহিত প্রস্তুত ঘৃতের নস্য ব্যবস্থা করিবে ॥ ১২

পুষ্পকাশীশ (একপ্রকার হীরাকস্) চূর্ণ করিয়া তাহা তাম্রপাত্রে সুরসার (তুলসী বা নিসিন্দা) ও মূর্ব্বার রসে দশ দিন ভাবিত করিবে। পক্ষ্মশাতরোগে এই অঞ্জন হিতকর ॥ ১৩

পোথকীরোগে নেত্রবর্ত্ম বৃদ্ধিপত্রাদি দ্বারা লিখিত এবং শুঁঠ ও সৈন্ধব চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারিত করিয়া উষ্ণ জলে প্রক্ষালিত করিবে। পরে খদির অড়হর ও সজিনার কাথ দ্বারা অথবা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, স্থলপদ্মিনী ও যষ্টিমধুর কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পরিষেক করিবে ॥ ১৪

কফোৎক্লিষ্ট রোগে শস্ত্রদ্বারা লিখিত বর্ত্ম সৈন্ধবলবণ, হীরাকস্, মনঃশিলা, পিপুল ও রসাঞ্জন ইহাদের সূক্ষ্ম চূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারিত করিবে। ইহাতে বমন, অঞ্জন, নস্যাদি ও সর্ব্বপ্রকার কফনাশক কার্য্য হিতকর ॥ ১৫

লগণাখ্য নেত্ররোগেও উক্ত ক্রিয়া সকল করিবে। তাহাতে রোগের প্রশম না হইলে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে ॥ ১৬

কুকূণক রোগে খদির, স্থলপদ্মিনী ও নিম্বপত্রের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা ধাত্রীকে পান করাইয়া পিপুল, যষ্টিমধু, সর্ষপ ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা তাহাকে বমন করাইবে। পরে হরীতকী, পিপুল ও দ্রাক্ষা ইহাদের কাথ পান করাইয়া ধাত্রীর বিরেচন করাইবে। মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, ইহাদের কল্কে তাহার স্তন প্রলিপ্ত ও ঘৃতযুক্ত সর্ষপ দ্বারা ধূপিত করিবে। ধাত্রী এইরূপে শুদ্ধ হইলে তাহাকে পলতা, মুতা, কিস্মিস্, গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথ পান করাইবে ॥ ১৭—১৯

লেখন দ্বারা বা জলৌকা দ্বারা শিশুর বর্ত্মের রক্তস্রাব করিয়া তাহা আমলকী, অম্লকুঁচা ও জামপাতার কাথ দ্বারা পরিষিক্ত করিবে ॥ ২০

অধিক মাত্রায় দুগ্ধ-ঘৃত ভোজন হেতু বালকদিগের শ্লেষ্মজ রোগসকল জন্মিয়া থাকে। সেই হেতু তাহাদের সকল রোগেই অগ্রে বমন হিতকর ॥ ২১

শিশুদিগের সকল রোগেই বিশেষতঃ কুকূণকরোগে দুগ্ধপায়ী শিশুকে সৈন্ধবলবণ, পিপুল, অপামার্গবীজ, ঘৃত, স্তনদুগ্ধ ও মধু দ্বারা, দুগ্ধান্নভোজী শিশুকে মধুযুক্ত বচ চূর্ণ দ্বারা এবং অন্নভোজী শিশুকে যষ্টিমধুযুক্ত ময়না ফল দ্বারা বমন করাইবে ॥ ২২

সপ্তলা (চামারকসা) রসে সিদ্ধ ঘৃত দ্বারা বমন বিরেচন উভয় প্রকার শোধন কার্য্য করিবে ॥ ২৩

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, যষ্টিমধু, কট্‌কী, নিম্বপত্র ও তাম্রচূর্ণ এই সকল দ্রব্যে প্রস্তুত বর্ত্তি অথবা দগ্ধ লৌহ চূর্ণ দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া কুকূণকরোগে ব্যবস্থা করিবে ॥ ২৪

এলাচ, রসোন, নির্ম্মলীফল, শঙ্খচূর্ণ, মরিচ, তুলসী ও কট্‌ফল এই সমস্ত দ্রব্য সুরাতে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি কুকূণক ও পোথকীরোগে হিতকর ॥ ২৫

পক্ষ্মরোধ রোগে রোম সকল অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে রোগিকে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ দেহ করিয়া তাহার ভ্রূর অধোভাগে বর্ত্মের উপরে দুই ভাগ এবং পক্ষ্মের সমীপে একভাগ চর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তির্য্যক্‌ভাবে যবপরিমিত ও যবাকৃতি করিয়া ছেদন করিবে অর্থাৎ শস্ত্রাঙ্কনের মধ্যভাগ স্থূল ও প্রান্তদ্বয় সূক্ষ্ম হইবে। আর্দ্র বস্ত্র খণ্ড দ্বারা রক্ত মুছাইয়া দিবে। রক্তস্রাব হ্রাস হইলে বক্রসূচী দ্বারা মুগ পরিমাণ অন্তর বিছা-সেলায়ের ন্যায় সেলাই করিয়া দিবে। তদনন্তর ললাটে পট্টবন্ধন করিয়া তাহাতে নাতিগাঢ় নাতিশ্লথ সীবনসূত্র নিক্ষেপ করিবে। পরে মধু ও ঘৃতের কবলিকা যোজনা করিবে। ইহা বাঁধিবে না। বেদনা থাকিলে দুগ্ধের সহিত যষ্ট্যাদি-গণের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা পরিষেক করিবে। পঞ্চম দিবসে সূত্র খুলিয়া দিয়া গিরিমাটীর চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণিত করিবে। ইহাতে তীক্ষ্ণ নস্য ও অঞ্জনাদি প্রয়োগ করিবে ॥ ২৬

উক্তরূপ চিকিৎসায় যদি পক্ষ্মরোধের প্রশম না হয়, তবে বর্ত্মদোষাশ্রিত বলিকে কুটিলীকৃত করিয়া দহন করিবে। আর সন্দংশ (সন্না) দ্বারা পক্ষ্মলোম সকল তুলিয়া তাহার আশ্রয় স্থান অগ্নিবর্ণ সূচ্যগ্র দ্বারা দগ্ধ করিবে।

বাহ্য অলজীরোগ ভেদ করিয়া দগ্ধ করিবে। অর্ব্বুদ উত্তমরূপে ছিন্ন করিয়া ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া দিবে ॥ ২৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে বর্ত্মরোগ-প্রতিষেধ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা সন্ধিসিতাসিত (শুক্লমণ্ডল ও কৃষ্ণমণ্ডল গত) রোগ বিজ্ঞানীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

কুপিত বায়ু জলবাহি শিরাসকল আশ্রয় করিয়া বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের সন্ধি কনীনক হইতে জলের মত অশ্রু স্রাব করায়। সেই অশ্রুস্রাব হেতু চক্ষু বেদনা রক্তিমা ও শোথযুক্ত হয়। এই রোগকে জলস্রব কহে ॥ ২

কফহেতু কফস্রব নামক রোগ উৎপন্ন হয়। তাহাতে শ্বেতবর্ণ পিচ্ছিল ও ঘন স্রাব হয় ॥ ৩

কফহেতু তীক্ষ্ণাগ্র, ক্ষারবুদ্বুদতুল্য, স্থূলমূল, বলবান্, স্নিগ্ধ, ত্বক্‌সমানবর্ণ, কোমল, পিচ্ছিল, মহান্, অপাক, কণ্ডুযুক্ত, বেদনাহীন যে শোথ (দৃষ্টিসন্ধিতে) উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপনাহ রোগ কহে ॥ ৪

রক্তপ্রকোপ হেতু রক্তস্রাব নামক রোগ জন্মে। তাহাতে তাম্রবর্ণ, বহু, উষ্ণ অশ্রুস্রাব হইয়া থাকে ॥ ৫

রক্তদুষ্টি হেতু শুক্লমণ্ডলে বর্ত্মসন্ধিকে আশ্রয় করিয়া দাহ-শূলান্বিত, তাম্রবর্ণ, মুগসদৃশ পিড়কা সকল উৎপন্ন হয়। ভিন্ন হইলে উহা হইতে রক্তস্রাব হয়। এই রোগকে পর্ব্বণী কহে ॥ ৬

রক্ত ও বাতাদি দোষত্রয় রক্ত, ত্বক্ ও মাংস পাক হেতু বর্ত্মসন্ধিকনীনক হইতে মুহুর্ম্মুহুঃ পূযস্রাব করায়। ইহার নাম পূযস্রাব ॥ ৭

কনীনক সন্ধিতে প্রথমে শোথ ও বেদনা জন্মাইয়া সূক্ষ্ম, আনাহযুক্ত, বেদনান্বিত, পূযস্রাবী ব্রণ উৎপন্ন হয় ইহাকে পূযালস নামক রোগ কহে ॥ ৮

কনীনক মধ্যে বেদনা তোদ ও দাহ যুক্ত শোথ জন্মে। ইহার নাম অলজী ॥ ৯

অপাঙ্গে বা কনীনকে কণ্ডু, দাহ, পক্ষ্মপোটবিশিষ্ট, পূযস্রাবী, পীড়াদায়ক, ক্রিমিযুক্ত যে গ্রন্থি জন্মে, তাহাকে ক্রিমিগ্রন্থি কহে ॥ ১০

উপনাহ, ক্রিমিগ্রন্থি, পূযালস ও পর্ব্বণী এই চারি প্রকার রোগ শস্ত্রসাধ্য। আর জলস্রব, কফস্রব, রক্তস্রব ও পূযস্রাব এই স্রাবচতুষ্টয় এবং অলজী রোগকে পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ইহারা অসাধ্য ॥ ১১

এক্ষণে নেত্রের শুক্লমণ্ডলগত একাদশ প্রকার রোগের লক্ষণ বলা হইতেছে—

প্রকুপিত পিত্ত নেত্রের শুক্লমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ, শ্যাববর্ণ বা পীতবর্ণ বিন্দু সকল উৎপাদন করে। অথবা সমস্ত শুক্লমণ্ডলকেই মললিপ্ত দর্পণ তুল্য করিয়া ফেলে। ইহাকে শুক্তিকারোগ কহে। এই রোগে দাহ, বেদনা, মলভেদ, পিপাসা ও জ্বর হইয়া থাকে ॥ ১২

কফহেতু শুক্লভাগে সমতল, শ্বেতাভ, দীর্ঘকালে বর্দ্ধনশীল যে অধিমাংস উৎপন্ন হয়, তাহাকে শুক্লার্ম্ম কহে ॥

আর বেদনারহিত, ত্বক্‌সমবর্ণ, ঘন, কোমল, শুক্র, স্নিগ্ধ ও জলবিন্দু সদৃশ যে শোথ শুক্রমণ্ডলে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলাসগ্রথিত কহে॥ ১৩

শুক্লভাগে তণ্ডুলপিষ্টনিভ শুক্লবর্ণ, উন্নত যে বিন্দু উৎপন্ন হয়, তাহাকে পিষ্টক কহে॥১৪

রক্তপ্রকোপ হেতু শুক্লমণ্ডল রক্তবর্ণ শিরা ব্যাপ্ত, দাহযুক্ত ও বেদনান্বিত হয়। ইহাতে শোথ, অশ্রুস্রাব ও লিপ্তত্ব হয় না। এই রোগকে শিরোৎপাত কহে॥ ১৫

শিরোৎপাত রোগ উপেক্ষিত হইলে অর্থাৎ চিকিৎসিত না হইলে সেই রক্তবর্ণ শিরাসকল বর্দ্ধিত হইয়া সরক্ত শিরাহর্ষ রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে চক্ষুঃ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না॥ ১৬

শিরাজাল নামক রোগে শিরাসকল বৃহৎ, রক্তবর্ণ, ঘন ও উন্নত হইয়া থাকে॥ ১৭

শুক্লভাগে সমতল, মসৃণ, পদ্মতুল্য যে মাংস জন্মে, তাহাকে শোণিতার্ম্ম কহে॥ ১৮

শুক্লমণ্ডলে বেদনারহিত, চিক্কণ, শশরক্তবৎ লোহিতবর্ণ বিন্দু উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অর্জ্জুন রোগ কহে॥ ১৯

শুক্লমণ্ডলে কোমল, শীঘ্র বর্দ্ধনশীল, বেদনারহিত, বিস্তীর্ণ, শ্যাব বা লোহিত বর্ণ যে মাংস জন্মে, তাহাকে প্রস্তার্য্যর্ম্ম কহে। এই রোগ বাতাদি ত্রিদোষ ও রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর মাংস, স্নায়ুসদৃশ হইলে তাহাকে স্নায়্বর্ম্ম কহে॥ ২০

শুক্লরক্তপিণ্ডবৎ শ্যাববর্ণ, ঘন, স্থূল যে মাংস জন্মে, তাহাকে অধিমাংসার্ম্ম কহে। আর কৃষ্ণমণ্ডলের সমীপে দাহ ও ঘর্ষণ যুক্ত, শিরাব্যাপ্ত, সর্ষপতুল্য যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাকে শিরা নামক রোগ কহে॥ ২১

শুক্লিকা, শিরাহর্ষ, শিরোৎপাত, পিষ্টক, বলাসগ্রথিত ও অর্জ্জুন এই ছয় প্রকার রোগ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অবশিষ্ট সাত প্রকার শস্ত্রসাধ্য। কিন্তু এই সাত প্রকার রোগ যদি অচিরোৎপন্ন হয়, তবে ঔষধদ্বারাও সাধ্য হইতে পারে। শুক্লার্ম্ম প্রভৃতি পাঁচ প্রকার অর্ম্মরোগ ছেদনার্হ। আর যে সকল রোগ কৃষ্ণভাগ প্রাপ্ত, মাংস স্নায়ু ও শিরাব্যাপ্ত, চর্ম্মদলবৎ উন্নত এবং দৃষ্টিভাগপ্রাপ্ত, তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে॥ ২২

অতঃপর কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগ সকল বলা হইতেছে—

পিত্ত প্রথম পটল ভেদ করিয়া কৃষ্ণমণ্ডলে অথবা দৃষ্টিভাগে তোদ, অশ্রুস্রাব ও লৌহিত্যযুক্ত শুক্র জন্মায়। তাহাতে কৃষ্ণমণ্ডল পাকা জামের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং ঈষৎ নিম্ন হইয়া থাকে। ইহার নাম ক্ষতশুক্রক। এই রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য। আর দ্বিতীয় পটল ছেদন করিলে উহাতে তোদাদি যন্ত্রণা অধিক মাত্রায় হয় এবং কৃষ্ণমণ্ডল সূচীবিদ্ধোপম কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা যাপ্য। তৃতীয় পটল ছেদন করিলে উহা ব্রণ সমূহে ব্যাপ্ত হয়। তৃতীয়পটলচ্ছেদি ক্ষতশুক্র অসাধ্য॥ ২৩

কফ হইতে শঙ্খবৎ শুক্লবর্ণ বা শ্যাববর্ণ, অল্পবেদনান্বিত শুদ্ধশুক্র উৎপন্ন হয়॥ ২৪

রক্তদুষ্টিহেতু ঈষৎ তাম্রবর্ণ, পিচ্ছিল রক্তস্রাবকারী, ঈষৎ তাম্রবর্ণ পিড়কাযুক্ত, অতিবেদনান্বিত, ছাগপুরীষসদৃশ উন্নত ও কৃষ্ণবর্ণ যে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে অজকা কহে। অজকা অসাধ্য॥ ২৫

রক্ত ও বাতাদি ত্রিদোষ হইতে শিরাশুক্র নামক রোগ জন্মে। এইরোগে কৃষ্ণমণ্ডল তোদ ও দাহযুক্ত তাম্রবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত হয়। ইহাতে অকস্মাৎ কখনও উষ্ণ, কখনও শীতল, কখনও স্বচ্ছ, কখনও বা ঘন রক্ত স্রুত হইয়া থাকে। শিরাশুক্র পরিত্যাজ্য॥ ২৬

রক্ত ও ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু একবার সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডল শুভ্রমেঘোপলিপ্তের ন্যায় শুক্লরূপ এবং অর্দ্ধসীমবীজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে অতি তীব্র বেদনা, লৌহিত্য, দাহ ও শোথ হয়। পাকাত্যয়ে তীব্রবেদনাজনিত এই শুক্র অসাধ্য হইয়া থাকে॥ ২৭

যে শুক্ররোগে অন্তর্দৃষ্টির বিনাশ হয় কিংবা যাহা অভ্যন্তরভাগে শ্যাববর্ণ এবং মধ্যভাগে কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ, যাহা অতি উন্নত বা অতি অবগাঢ়, যাহা অশ্রু স্রাবযুক্ত এবং নাড়ীব্রণ দ্বারা আবৃত, যাহা বৎসরাতীত, যাহা বিষমাকৃতি এবং যাহা মধ্যভাগে বিচ্ছিন্ন এরূপ শুক্ররোগ সকল অসাধ্য॥ ২৮

সাধ্যাসাধ্যবিভাগানুসারে পাঁচ প্রকার কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগ কথিত হইল॥ ২৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে সন্ধিসিতাসিতরোগ-বিজ্ঞানীয় নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা সন্ধিসিতাসিত (সন্ধিগত, শুক্লমণ্ডলগত ও কৃষ্ণমণ্ডলগত) রোগপ্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

চিকিৎসক উপনাহ রোগ উষ্ণজলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডদ্বারা স্বিন্ন ও ব্রীহিমুখ অস্ত্রদ্বারা ভিন্ন এবং মণ্ডলাগ্র অস্ত্র দ্বারা লিখিত করিয়া পিপুল মধু ও সৈন্ধব লবণ দ্বারা প্রতিসারিত করিবে। তদনন্তর পূর্ব্ববৎ উষ্ণজলে প্রক্ষালিত, ঘৃত দ্বারা সিক্ত এবং ঘৃত ও মধু দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া উহাতে যবপিণ্ডী স্থাপনপূর্ব্বক কর্ণদ্বয়ের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে বান্ধিয়া রাখিবে। পরে পল্‌তা ও আমলকীর ক্বাথে আশ্চ্যোতন করিবে॥ ২

পর্ব্বণীরোগে বাহ্যসন্ধির ত্রিভাগে অর্থাৎ পিড়কার উপরিতন তৃতীয়ভাগে বড়িশ দ্বারা বিন্ধিয়া বৃদ্ধিপত্র অস্ত্রদ্বারা অর্দ্ধভাগে ছেদন করিবে। তাহা না করিলে অধিক ছেদন হেতু অশ্রুনালী উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্ম্ম চিকিৎসার ন্যায় ইহার চিকিৎসা। ইহাতেও সৈন্ধব ও মধুর প্রতি-সারণ করিতে হইবে॥ ৩

পূযালস রোগে শিরা বিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে অক্ষিপাক রোগোক্ত সমস্ত ক্রিয়া যথাবিধি প্রয়োগ করিবে। সৈন্ধব লবণ, আদা, হীরাকস, লৌহ ও তাম্রচূর্ণ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণদ্বারা অঞ্জন দিবে। অথবা ঐ সকল চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা রসক্রিয়া করিবে॥ ৪।৫

ক্রিমিগ্রন্থি শুষ্ক গোময়দ্বারা স্বিন্ন এবং ব্রীহিমুখাদি শস্ত্রদ্বারা ভিন্ন ও বিলিখিত করিয়া তাহা ত্রিফলা, মধু, হীরাকস ও সৈন্ধব দ্বারা প্রতিসারিত করিবে॥ ৬

পিত্তাভিষ্যন্দের ন্যায় শুক্তিরোগের চিকিৎসা করিবে। বলাসগ্রথিত ও পিষ্টক রোগে শিরা-ব্যধ ভিন্ন কফাভিষ্যন্দের মত চিকিৎসা করিবে এবং ত্রিকটু ও কট্‌ফল চূর্ণ টাবা লেবুর রসে আলোড়িত করিয়া তদ্দারা অঞ্জন দিবে॥ ৭।৮

জাতীমুকুল, সৈন্ধব লবণ, দেবদারু ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য প্রসন্না সুরায় পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন প্রয়োগে শোথ ও কণ্ডু বিনষ্ট হয়॥ ৯

রক্তাভিষ্যন্দের ন্যায় শিরোৎপাত, শিরাহর্ষ, শিরাজাল ও অর্জ্জুনরোগের চিকিৎসা করিবে। বিশেষ এই—শিরোৎপাতে ঘৃত ও মধুর অঞ্জন, শিরাহর্ষে মধুর সহিত রসাঞ্জন উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন, অর্জ্জুনরোগে চিনি দধির মাত ও মধুর আশ্চ্যোতন (নেত্র পূরণ) অথবা স্ফটিক, কুঙ্কুম, শঙ্খ ও যষ্টিমধু মধুসহ মর্দ্দন করিয়া তাহার অঞ্জন কিংবা মধুর সহিত সৌবীরাঞ্জন, অথবা চিনির সহিত শঙ্খ বা সমুদ্রফেনের অঞ্জন হিতকর॥ ১০।১১

পাঁচপ্রকার অর্ম্মরোগ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যাহা পাত্‌লা, ধূমের ন্যায় আবিল, রক্তবর্ণ অথবা দধিসদৃশ শুভ্রবর্ণ তাহার চিকিৎসা শুক্ররোগের মত করিবে॥ ১২

এক্ষণে অর্ম্মচ্ছেদ (ছানি তোলা) প্রণালী কথিত হইতেছে—রোগিকে উত্তানভাবে শায়িত করিয়া দক্ষিণ বা বাম চক্ষু স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন এবং সৈন্ধবমিশ্রিত টাবালেবুর রস দ্বারা অঞ্জিত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিবে। নিমীলিত চক্ষু মর্দ্দন করিবে। এইরূপে চক্ষু সংক্ষোভিত ও অর্ম্মের অধিমাংস চালিত হইলে রোগির মস্তক বিশেষতঃ নেত্রবর্ত্ম নিশ্চলভাবে ধারণ করিবে এবং তাহাকে অপাঙ্গদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিবে। তাহাতে কনীনক হইতে অর্ম্ম বর্দ্ধিত হইলে অর্ম্মের যে স্থানে মাংস কুঞ্চিত হইবে, সেই স্থান বড়িশ দ্বারা অনতিদীর্ঘভাবে (অর্থাৎ ছিঁড়িয়া না যায়) ধরিয়া মুচুণ্ডী (বড়িশের ন্যায় বক্রমুখ), সূচী বা সূত্র দ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে মোচিত করিবে। পরে সেই বিমোচিত অর্ম্ম কনীনিকা সমীপে আনয়নপূর্ব্বক চতুর্ভাগাবশিষ্ট করিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা এরূপ ভাবে ছেদন করিবে, যেন কনীনক ও অশ্রুবাহিনী ধমনী সকল আহত না হয়, অর্থাৎ অতি সমীপে ছেদন করিবে না। কনীনকচ্ছেদে অশ্রুনাড়ী উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যপার্শ্বে রোগী কনীনকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কালে যখন অর্ম্মমাংস অপাঙ্গ দেশ হইতে বর্দ্ধিত হইবে, সেই সময়ে তাহা ছেদন করিবে॥ ১৩।১৪

এইরূপে অর্ম্ম সম্যক্ ছিন্ন হইলে মধু মিশ্রিত ত্রিকটু ও সৈন্ধব চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারিত, উষ্ণ ঘৃত দ্বারা সিক্ত এবং মধু ও ঘৃত দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। পরে তৃতীয়াদি দিনে বন্ধন মোচন করিয়া দুগ্ধের সহিত করঞ্জবীজ সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা এবং হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, পল্‌তা, যষ্টিমধু, পলাশ ও পীতঝাঁটীর মুকুল ইহাদের কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পরিষেক করিবে এবং বাঁধিয়া রাখিবে সপ্তম দিবসে পুনরায় খুলিয়া দিবে॥ ১৫

অর্ম্ম সম্যক্ ছিন্ন হইলে রোগী সুস্থ হয়। হীনচ্ছেদ বা অতিচ্ছেদ হেতু উৎপন্ন রোগ সকল যথাযোগ্য সেক ও অঞ্জনাদি এবং লেখন ও বৃংহণাদি দ্বারা প্রশমিত করিবে॥ ১৬

চিনি, মনছাল, এলবালুক, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা; রসাঞ্জন ৪ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন দিলে শ্লেষ্মজ তিমির, পিল্ল, শুক্লার্ম্ম ও শোথ বিনষ্ট হয়॥ ১৭

ত্রিফলার কোন একটি দ্রব্যের ত্বক্ জলে পেষণ করিয়া কল্ক করিবে। সেই কল্ক একখানি শরার মধ্যে স্থাপন করিয়া আর একখানি শরা চাপা দিয়া মুখবদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিবে। দগ্ধ হইলে তাহা চূর্ণ করিয়া অপর দুইটি দ্রব্যের অর্থাৎ হরীতকী আমলকীর অথবা আমলকী বহেড়ার

কিংবা হরীতকী বহেড়ার কাথে পৃথক্ ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। সেই মসীচূর্ণ সৈন্ধব ও সচললবণের সহিত পুনর্ব্বার পেষণ করিবে। তিন দ্রব্যের এই তিন প্রকার অঞ্জন উৎকৃষ্ট লেখন অর্থাৎ তিমিররোগ নাশক ঔষধ—ইহা নিমি কহিয়াছেন॥ ১৮

শিরাজালরোগে যে সকল শিরা কঠিন, লেখন ঔষধ দ্বারা প্রশমিত না হয়, তাহাদিগের এবং শিরাজাত পিড়কা সকলের অর্ম্মবৎ (অর্থাৎ মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া) চিকিৎসা করিবে॥ ১৯

শুক্ররোগে দোষ বিবেচনা করিয়া কখনও স্নিগ্ধ কখনও বা রুক্ষ ত্রিফলা ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে তিক্তঘৃত, মস্তক হইতে রক্তস্রাব, শিরোবিরেচন ও পরিষেকাদি হিতকর॥ ২০

ক্ষতশুক্ররোগে তেউড়ীর কাথে তিনবার পক্ক ঘৃত পান করিবে। পশ্চাৎ শিরামোক্ষণ অথবা জোঁক বসাইয়া চক্ষু হইতে রক্ত নির্হরণ করিবে। অনন্তর নীলোৎপল, কাকোলী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে অথবা জলের সহিত সিদ্ধ ও শর্করা সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা নেত্রের সেচন করিবে। লৌহিত্য, অশ্রুস্রাব ও বেদনার প্রশম হইলে লেখন অঞ্জন প্রয়োগ করিবে॥ ২১

জাতীমুকুল, লাক্ষা, গিরিমাটী ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যে নির্ম্মিত বর্ত্তি পিত্ত ও রক্তকে প্রসাদিত ও ক্ষতশুক্র বিনষ্ট করে॥ ২২

দন্তবর্ত্তি। হস্তী, বরাহ, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, ছাগ ও গর্দ্দভ ইহাদের দন্ত এবং শঙ্খ, মুক্তা, সমুদ্রফেন প্রত্যেক সমানভাগ; সর্ব্বসমষ্টির চতুর্থাংশ মরিচ। এই সমুদায় চূর্ণ জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে অনেকস্থানব্যাপি ক্ষতশুক্র ও শুদ্ধ শুক্র উপশমিত হয়॥ ২৩

তমালপত্র, গোদন্ত, শঙ্খ, সমুদ্রফেন, গর্দ্দভাস্থি ও তাম্র চূর্ণ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি সর্ব্বপ্রকার শুক্ররোগনাশক॥ ২৪

মুক্তাদি রত্ন, গজাদির দন্ত, ছাগাদির শৃঙ্গ, গৈরিকাদি ধাতুদ্রব্য, ত্রিকটু, ছোট এলাইচ, করঞ্জবীজ, রসুন এবং স্বর্ণক্ষীরী প্রভৃতি ব্রণসাদক ঔষধ সকল; এই সকল দ্রব্যের অঞ্জন সব্রণ অব্রণ গম্ভীর ও ত্বগ্‌গত শুক্ররোগ নাশ করে॥ ২৫

স্নেহপান, নস্য ও রসাঞ্জন প্রয়োগ দ্বারা নিম্নশুক্রকে এবং তর্পণ ও পুটপাক দ্বারা সবেদন ও বেদনাহীন শুক্রকে উন্নমিত করিবে॥ ২৬

শুদ্ধশুক্রে হরিদ্রা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল ও শাবরলোধ ইহাদের কাথ দ্বারা অথবা লোধচূর্ণ পোট্টলীবদ্ধ ও উষ্ণ জলে সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা সেক দিবে॥ ২৭

মহানীলা।

বৃহতীমূল, যষ্টিমধু, তাম্র, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য আমলকীর রসে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা একটি তাম্রপাত্র প্রলিপ্ত করিবে এবং তাহা যব, ঘৃত ও আমলকীপত্র দ্বারা পুনঃপুনঃ ধূপিত করিবে। পরে সেই পাত্রলিপ্ত ঔষধ জলে ও মধু দ্বারা মর্দ্দিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মহানীলা নামে খ্যাত ও শুদ্ধশুক্র রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ॥ ২৮

শুক্ররোগ কঠিন ও ঘন হইলে বহুবার রক্তমোক্ষণ করিবে এবং পুনঃপুনঃ শিরোবিরেচন, কায়বিরেচন ও পুটপাক ব্যবস্থা করিবে॥ ২৯

মরিচ, পিপুল, শিরীষফল ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা অথবা ত্রিফলার কাথ ভাবিত সৈন্ধব দ্বারা শুক্র ঘর্ষণ করিবে॥ ৩০

শঙ্খ, কুলের আঁটি, নির্ম্মলীফল, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও মধু; অথবা সুরা, গবাদির দন্ত, সমুদ্রফেন ও শিরীষপুষ্প; শ্লোকার্দ্ধ কথিত এই দুইটি অঞ্জন শুক্ররোগে ব্যবস্থা করিবে॥ ৩১

ঈশলাঙ্গলার ক্ষার আমলকী ও তুলসীপাতার রসে উষিত (বাসি) করিয়া শুষ্ক করিবে। এই চূর্ণের অঞ্জন দিলে শুক্ররোগ নিবারিত হয়॥ ৩২

শঙ্খ, মধু ও নিস্তুষ মুগ একত্র বাটিয়া অথবা মৌলসার মধুর সহিত পেষণ করিয়া কিংবা বহেড়ার মজ্জা মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা শুক্ররোগে অঞ্জন দিবে॥ ৩৩

গো, গর্দ্দভ, অশ্ব ও উষ্ট্রের দন্ত, শঙ্খ ও সমুদ্রফেন এই সকল দ্রব্য অর্জ্জুনছালের কাথে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি দুষ্টশুক্রনাশক॥ ৩৪

উদ্গত বা সশল্য শুক্র কেশ বা সেগুণের পত্রাদি দ্বারা লিখিত করিবে॥ ৩৫

অদৃষ্টির শিরাশুক্ররোগে ব্রণশুক্রবৎ চিকিৎসা করিবে॥ ৩৬

পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কাকোলী, কণ্টকারী, লৌহ, হরিদ্রা ও রসাঞ্জন ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহা ঘৃতযুক্ত যব ও ঘৃতযুক্ত আমলকীপত্র দ্বারা পর্য্যায় ক্রমে ধূপিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি নেত্রাঞ্জনে শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ৩৭

ঔষধ প্রয়োগে অজকার প্রশম না হইলে ইহাতে অর্ম্মবৎ শস্ত্র প্রয়োগ করিবে। অসাধ্য অজকা, শুক্র এবং তদ্বিধ অন্যান্য রোগে স্নেহপান ও রক্তমোক্ষণাদি দ্বারা তাহাদের বেদনার শান্তি করিবে। শুক্ররোগের নিন্দনীয়তা নিবারণার্থ উৎসেধ সাধন করিবে॥ ৩৮।৩৯

নারিকেলের খোলা, ভেলার আঁটী, তালজটা ও বংশাঙ্কুর অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে সেই ভস্ম জলে গুলিয়া (একুশবার) ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর সেই ক্ষারজলে হস্তির অস্থিচূর্ণ ভাবিত করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে অসাধ্য শুক্ররোগের বৈবর্ণ্য বিনষ্ট এবং ইহার সেবন অভ্যাস করিলে সাধ্য শুক্ররোগ নিবারিত হয়॥ ৪০

অজকার পার্শ্ব সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিয়া জল নিঃসারণ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা টিপিয়া বসাযুক্ত গোমাংস চূর্ণ দ্বারা ক্ষত পূরণ করিয়া পুনঃপুনঃ বান্ধিবে ও খুলিবে। সপ্তাহের পর ক্ষত রূঢ় ও কৃষ্ণভাগ সমান ও কঠিন হইলে স্নেহাঞ্জন এবং দুগ্ধ ও ঘৃতের নস্য ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ করিলেও যদি পুনর্ব্বার আধ্মান হয়, তাহা হইলে ভেদ ও ছেদনাদি ক্রিয়া এমনভাবে যুক্তিপূর্ব্বক করিবে, যেন অধিকচ্ছেদন হেতু দৃষ্টি নিমগ্ন হইয়া না যায়॥ ৪১

শুক্ররোগে যথাযোগ্য ঔষধের সহিত পক্ব ঘৃত পানে ও নস্যে নিত্য ব্যবস্থা করিবে। ঘৃত পানাদি দ্বারা দৃষ্টির বল বৃদ্ধি হওয়ায় দৃষ্টিপ্রান্তে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণাঞ্জন প্রয়োগ করিলেও উহার আর কোনও হানি হয় না॥ ৪২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে সন্ধিসিতাসিত রোগ প্রতিষেধ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা দৃষ্টিরোগ বিজ্ঞানীয় নামক অধ্যায় ব্যাখা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

শিরানুগামী বাতাদি কোন দোষ প্রথম পটলে (স্তরে) ব্যবস্থিত হইলে রোগী রূপসকল অস্পষ্ট কখনও বা বিনা হেতুতে স্পষ্ট দর্শন করিয়া থাকে॥ ২

দোষ দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে রোগী অভূত পদার্থও দর্শন করে। কিন্তু সমাপবর্ত্তী বস্তু অতিযত্নে দেখিতে পায়, আর দূরে সূক্ষ্মবস্তু দেখিতে পায় না। দূরান্তিকস্থ রূপ বিপরীতভাবে অর্থাৎ দূরস্থ বস্তু নিকটস্থ এবং নিকটস্থ বস্তু দূরস্থ বলিয়া মনে করে। দোষ মণ্ডলস্থ হইলে সমস্ত বস্তু বর্ত্তুলাকার, দৃষ্টিমধ্যস্থ হইলে একবস্তু দুইপ্রকার, বহুভাবে অবস্থিত হইলে এক বস্তুকে বহুপ্রকার, দৃষ্টির অভ্যন্তরস্থ হইলে ক্ষুদ্রবস্তু বৃহৎ এবং বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র দেখে। দোষ অধোভাগে অবস্থিত হইলে সমীপস্থ এবং উপরিভাগে স্থিত হইলে দূরস্থ, পার্শ্বে অবস্থিত হইলে পার্শ্বস্থ বস্তু দেখিতে পায় না। এই সমস্ত রোগই তিমির নামে অভিহিত॥ ৩

দোষ তৃতীয় পটলস্থ হইলে কাচত্ব প্রাপ্ত হয়। তদ্দ্বারা রোগী উর্দ্ধদিকে দেখিতে পায়, কিন্তু অধোদিকে দেখিতে পায় না। বস্তু সকল তনুবস্ত্রাবৃতবৎ বলিয়া বোধ করে। দোষানুসারে (অর্থাৎ বাতে শ্যাববর্ণ, কফে শ্বেতবর্ণ, পিত্তে পীতবর্ণ ইত্যাদি রূপে) দৃষ্টি রঞ্জিত এবং ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে। উপেক্ষিত হইলে অর্থাৎ এই অবস্থায় চিকিৎসা না করিলে দোষ চতুর্থ পটলগত হয় এবং লিঙ্গ (দৃষ্টি) নাশ করিয়া দৃষ্টিমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে॥ ৪।৫

বাতিক তিমিরে রোগী বস্তুসকলকে কুটিল, চঞ্চল, কলুষ (ঘোঁয়াটে) ও অরুণাভ দর্শন করে। আবার বায়ুর চপলস্বভাবহেতু প্রসন্ন অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপ দেখে। ইহাতে জাল, কেশ, মশক ও সূর্য্যরশ্মি সকল দর্শন করিয়া থাকে। অচিকিৎসায় তিমির রোগ কাচত্বে পরিণত হইলে দৃষ্টি অরুণবর্ণ হয়। রোগী নাসিকাহীন মুখ এবং চন্দ্র, প্রদীপ প্রভৃতির অনেকত্ব দর্শন করে। বক্রকে অবক্র বলিয়া মনে করে। কাচ প্রবৃদ্ধ হইলে দৃষ্টি ধূলি ও ধূমদ্বারা আবৃতবৎ, স্পষ্ট অরুণাভ, বিস্তীর্ণ অথবা সূক্ষ্ম এবং হতদর্শন হয়। ইহার নাম বাতজ লিঙ্গনাশ। বায়ু-কর্ত্তৃক দৃক্‌শিরাসকল সঙ্কুচিত এবং দৃষ্টিমণ্ডল অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। ইহার নাম গম্ভীরা দৃষ্টি॥ ৬

পিত্তজ তিমিরে রোগী বিদ্যুৎ ও খদ্যোতের আলোকে উদ্ভাসিত, ময়ূর ও তিত্তিরির পিচ্ছাভ এবং প্রায়শঃ নীলবর্ণ রূপ দর্শন করে। পিত্তজ কাচে দৃষ্টি কাচনীলাভ হয় এবং কাচনীলাভ রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগী সূর্য্য ও চন্দ্রের মণ্ডল, অগ্নি, রশ্মি ও ইন্দ্রধনু সকল দর্শন করে। লিঙ্গনাশে পিত্তকর্ত্তৃক দৃষ্টি ভ্রমরবৎ নীলবর্ণ, আলোকহীন ও স্নিগ্ধ হয়। ইহার নাম হ্রস্বদৃষ্টি। ইহাতে দৃষ্টি হ্রস্ব ও অল্পদর্শিনী হইয়া থাকে। পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টিতে দৃষ্টি পীতবর্ণ হয় এবং রোগী বস্তুসকল পীতাভ দর্শন করে॥ ৭

কফজ তিমিরে রোগী প্রায়ই স্নিগ্ধ ও শুক্লবর্ণ এবং শঙ্খ, চন্দ্র, কুন্দপুষ্প ও কুমুদপুষ্প দ্বারা ব্যাপ্তবৎ রূপ সকল দর্শন করে। কফজ কাচে যেন নিষ্প্রভ চন্দ্র, সূর্য্য ও প্রদীপাদি দ্বারা ব্যাপ্ত রূপ সকল দৃষ্ট হয়। লিঙ্গনাশে দৃষ্টি শুক্লাভ হয়। দৃষ্টিগত কফ কঠিন, স্নিগ্ধ,

দর্শনশক্তিনাশক এবং পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল হয়। উহা আতপে সঙ্কুচিত, ছায়ায় প্রসারিত এবং শঙ্খ, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, কুমুদপুষ্প ও স্ফটিকতুল্য শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে॥ ৮

রক্তজ তিমিরে রোগী রক্তবর্ণ ও অন্ধকারময় রূপ দর্শন করে। রক্তজ কাচে দৃষ্টি রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং রোগী রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ রূপ দেখে। লিঙ্গনাশেও দৃষ্টি রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ, প্রভাহীন ও হতদর্শন হয়॥ ৯

দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক তিমির কাচ ও লিঙ্গনাশ রোগ সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রলক্ষণযুক্ত হয়। দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক তিমিরে অকস্মাৎ রোগী কখনও ব্যক্ত, কখনও বা চঞ্চল রূপ দর্শন করে। আর দ্বন্দ্ব ও সান্নিপাতিক কাচ ও লিঙ্গনাশ রোগে দৃষ্টিতে বিচিত্র রক্তিমা জন্মিয়া থাকে॥ ১০

যাহার দৃষ্টি বাতাদিদোষ সমূহে উপসৃষ্ট হইয়া নকুলদৃষ্টির ন্যায় দীপ্তি পায়, তাহাকে নকুলান্ধ কহে। ইহাতে রোগী দিবাভাগে বিচিত্র দর্শন করে, রাত্রিকালে দেখিতে পায় না॥ ১১

সূর্য্যরশ্মি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে অর্থাৎ দিবাবসান হইলে দোষসকল স্তম্ভিত হইয়া দৃষ্টি আচ্ছাদিত করে। ইহার নাম দোষান্ধ (রাত্র্যন্ধ) রোগ। দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ সম্পর্কে দোষসকল দৃষ্টিপথ হইতে ভ্রষ্ট ও বিলীন হইয়া থাকে, সেই হেতু রোগী এই রোগে দিবাভাগে দেখিতে পায়॥ ১২

আতপাদি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া সহসা শীতলজলে নিমজ্জন করিলে শরীরস্থ উষ্মা বাতাদি ত্রিদোষ ও রক্তের সহিত মিলিত এবং ঊর্দ্ধগামী হইয়া অক্ষিকে আশ্রয় করে। উষ্মার ঊর্দ্ধগমন হেতু নেত্র দাহ ও তাপযুক্ত এবং শুক্লভাগ মলিন হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী দিবাভাগে আবিল দর্শন করে। রাত্রিকালে দেখিতে পায় না। এই রোগকে উষ্ণবিদগ্ধ দৃষ্টি কহে॥ ১৩

অতিশয় অম্লভোজন হেতু বাতাদি দোষত্রয় ও রক্তের দ্বারা দৃষ্টি ব্যাপ্ত হইলে উহা ক্লেদ, কণ্ডু ও কলুষান্বিত হইয়া থাকে। ইহার নাম বিদগ্ধাম্লদৃষ্টি॥ ১৪

শোক, জ্বর ও শিরোরোগে সন্তপ্ত ব্যক্তির বাতাদিদোষ সকল দৃষ্টিকে ধূমবৎ আবিল ও ধূমদর্শনা করে। ইহাকে ধূমররোগ কহে॥ ১৫

অল্পসত্ত্বগুণান্বিত ও অকস্মাৎ অদ্ভুতরূপ বা দীপ্তিশালী সূর্য্যাদি পদার্থ দর্শনকারী ব্যক্তির বাতাদি দোষসকল নেত্রকে আশ্রয় ও তাহার তেজঃ সংশোষিত করিয়া দৃষ্টিকে মুষিতদর্শনা (দর্শন-শক্তিহীনা), প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণা, স্তিমিতা ও প্রকৃতিস্থবৎ পীড়ারহিত করে। ইহার নাম ঔপসর্গিক লিঙ্গনাশ।

কফজ লিঙ্গনাশ ভিন্ন বাতজ, পিত্তজ, দ্বন্দ্বজ, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও ঔপসর্গিক এই ছয় প্রকার লিঙ্গনাশ এবং গম্ভীরা দৃষ্টি ও হ্রস্বজা দৃষ্টি এই আট প্রকার নেত্ররোগ অসাধ্য। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক এই ছয়প্রকার কাচ ও নকুলান্ধ রোগ যাপ্য। অবশিষ্ট বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক এই ছয়প্রকার তিমির, কফজ লিঙ্গনাশ, পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি, দোষান্ধ, উষ্ণবিদগ্ধ দৃষ্টি, বিদগ্ধাম্ল দৃষ্টি ও ধূমর এই দ্বাদশ প্রকার নেত্ররোগ সাধ্য। দৃষ্টিমণ্ডলে সমুদায়ে সপ্তবিংশতি প্রকার রোগ কথিত হইয়াছে॥ ১৬

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে দৃষ্টিরোগ-বিজ্ঞানীয় নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা তিমির-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

উপেক্ষিত হইলে অর্থাৎ চিকিৎসা না করিলে তিমিররোগ হইতে কাচরোগ এবং কাচ হইতে অন্ধতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব নেত্ররোগ সকলের মধ্যে দারুণ তিমিররোগের সত্বর প্রতীকার করিবে॥ ২

ঘৃত /৪ সের ; দুগ্ধ /৮ সের। কাথার্থ—জীবন্তী ১২৷৷৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—পুণ্ডরিয়া, কাকোলী, পিপুল, লোধ, সৈন্ধবলবণ, শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, চিনি, দেবদারু, ত্রিফলা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা। যথারীতি পাক করিয়া রাত্রিকালে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা তিমিররোগনাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, সিতা (চিনি), শতমূলী, মেদা, পুণ্ডরিয়া, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে কাচ, তিমির, রক্তরাজী ও শিরোরোগ নিবারিত হয়॥ ৩

পটোলাদ্য ঘৃত।

কাথার্থ—পল্‌তা, নিমছাল, কটুকী, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, ত্রিফলা, বাসকছাল, দুরালভা, বলাডুমুর ও ক্ষেৎপাপড়া প্রত্যেক ১ পল, আমলকী /২ সের ; এই সমস্ত দ্রব্য ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। কল্ক দ্রব্য—মুতা, চিরতা, যষ্টিমধু, কুড়্চিছাল, বালা, রক্তচন্দন ও পিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা। উক্ত কাথ ও কল্কের সহিত /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে নাসারোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, বিদ্রধি, জ্বর, দুষ্টব্রণ, বিসর্প, অপচী, কুষ্ঠ বিশেষতঃ শুক্র, তিমির, রাত্র্যান্ধ্য, উষ্ণবিদগ্ধা ও অম্লবিদগ্ধা দৃষ্টি নিবারিত হয়॥ ৪

ত্রিফলা ঘৃত।

ঘৃত /২ সের। কাথার্থ—ত্রিফলা /১ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। মিলিত ত্রিফলার কল্ক ১ পল। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত চিনি বা মধুর সহিত সেবন করিলে তিমিররোগ বিনষ্ট হয়। অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহা ত্রিফলার কাথ সহও ব্যবস্থা করিবে॥ ৫

মহাত্রৈফল ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের। দ্রাক্ষার কাথ /৪ সের, ত্রিফলার কাথ ৪ সের (ত্রিফলা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের), বাসকের রস ৪ সের ও ভীমরাজের রস ৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কণ্টকারী, পিপুল, শুলফ, নীলোৎপল, চিনি ও দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল। যথানিয়মে পাক করিবে। পাকান্তে ইহার সহিত চিনি মিশাইবে। এই মহাত্রৈফল নামক ঘৃত দৃষ্টিরোগনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ৬

যষ্টিমধু সংযুক্ত ত্রিফলা, ত্রিফলাঘৃত ও মধুর সহিত পরিপ্লুত করিয়া রাত্রিকালে লেহন করিলে এবং একমাস পথ্যাশী হইয়া আমলকীর জল পান করিলে গরুড়ের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি হয়,ইহা ভগবান্ নিমি কহিয়াছেন॥ ৭

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, স্বর্ণ, যষ্টিমধু, চিনি, পুরাতন ঘৃত ও মধুর সহিত ত্রিফলা সংযোজিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ তিমিরঘ্ন॥ ৮

তিমিররোগী ঘৃতসংযুক্ত ত্রিফলার কাথ সেবন অভ্যাস করিবে। অথবা পিষ্টক, সূপ ও শক্তু, ত্রিফলাচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবে। কিংবা প্রাতঃকালে ত্রিফলার কাথ সংযুক্ত শীতল পায়স চিনি ও মধুর সহিত মিলিত করিয়া অথবা প্রাতঃকালে আহারের পূর্ব্বে হরীতকী বা কিস্‌মিস্ চিনি ও মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহা সতত সেবন করিবে॥ ৯।১০

স্রোতোঞ্জন ৬৪ ভাগ, তাম্র, লৌহ, রৌপ্য ও স্বর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ। এই সমস্ত দ্রব্য অন্ধমূষায় স্থাপিত, অগ্নিতে ধ্মাপিত এবং শিলায় সম্যক্‌রূপে আবর্ত্তিত করিয়া মধুরাদিগণের প্রত্যেকের কাথে সাতবার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নিষিক্ত করিবে। পরে তিন ভাগ বৈদূর্য্যমণি, মুক্তা ও শঙ্খের সহিত মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণাঞ্জন তিমিররোগনাশক॥ ১১

জটামাংসী, এলাইচ, তেজপাত, দারুচিনি, লৌহ, কুঙ্কুম, নীলোৎপল, হরীতকী, তুঁতে, চিনি, কাচ, শঙ্খ, সমুদ্রফেন, মরিচ, সৌবীরাঞ্জন, পিপুল ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য সুচূর্ণিত করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। অশ্বিনীযুক্তচন্দ্রে সেই অঞ্জন দ্বারা নেত্রদ্বয় অঞ্জিত করিলে তিমির, অর্ম্ম, রক্তরাজী, কণ্ডূ ও কাচাদিরোগ প্রশমিত হয়॥ ১২

মরিচ ও সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, পিপুল ও সমুদ্রফেন ২ ভাগ, সৌবীরাঞ্জন ৯ ভাগ; চিত্রানক্ষত্রে এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া অঞ্জন দিলে কফজ নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৩

দ্রাক্ষা ও মৃণালের রসে, দুগ্ধে, মদ্যে, বসায় ও বৃষ্টির জলে পৃথক্ পৃথক্ সাতবার করিয়া সৌবীরাঞ্জন নিষিক্ত করিবে। এই অঞ্জন দৃষ্টির প্রসাদজনক ও সর্ব্বপ্রকার অক্ষিরোগে প্রশস্ত। ইহা বিদেহপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত॥ ১৪

ভাস্কর চূর্ণ।

কুলকাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে তুঁতে নির্দ্দগ্ধ ও যথাক্রমে ছাগদুগ্ধে, ঘৃতে ও মধুতে পূর্ব্ববৎ নিষেচিত করিবে। উক্ত তুঁতে ভস্ম ২পল, স্বর্ণমাক্ষিক, মরিচ, স্রোতোঞ্জন, কট্‌কী, তগরপাদুকা, সৈন্ধবলবণ, লোধ, মনঃশিলা, হরীতকী, পিপুল, এলাইচ, রসাঞ্জন ও সমুদ্রফেন প্রত্যেক ২ তোলা; যষ্টিমধু ১ পল; এই সমস্ত অন্তর্মূষায় স্থাপিত ও ধ্মাপিত করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণের অঞ্জনে কাচ, অর্ম্ম, রাত্র্যান্ধ্য ও রক্তরাজী রোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ভাস্করোদয়ে যেমন তিমিরের অর্থাৎ অন্ধকারের নাশ হয়, সেই রূপ এই ভাস্কর চূর্ণের দ্বারা তিমির রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৫

অপর ভাস্করাঞ্জন।

শোধিত সীসক ৩০ ভাগ, গন্ধক ৫ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ, সৌবীরাঞ্জন ৩ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য অন্ধমূষায় স্থাপিত করিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। এই বিমল অঞ্জন দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় তিমিরনাশক॥ ১৬

তুঁতে অগ্নিতে দগ্ধ এবং গোমূত্রে, ছাগমাংসরসে, অম্লকাঞ্জিকে, নারীদুগ্ধে, ঘৃতে, বিষে ও মধুতে প্রত্যেকটিতে সাতবার করিয়া নিষিক্ত করিবে। সেই তুঁতের অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষু গরুড়ের ন্যায় দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হয়॥ ১৭

শোধিত সীসক উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার কাথে, ভীমরাজের রসে, বিষে, ঘৃতে, ছাগদুগ্ধে ও যষ্টিমধুর কাথে পৃথক্ পৃথক্ সাতবার নিষেচিত করিবে। পশ্চাৎ সেই সীসায় শলাকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহা অঞ্জনযুক্ত বা নিরঞ্জন করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে তিমির, অর্ম্ম, স্রাব, পৈচ্ছিল্য, পৈল্ল, কণ্ডূ, নেত্রজাড্য ও রক্তরাজী বিনষ্ট হয়॥ ১৮

পারদ ১ ভাগ, সীসক ১ ভাগ, রসাঞ্জন ২ ভাগ, সর্ব্বসমষ্টির ষোড়শাংশ কর্পূর চূর্ণ; একত্র পেষণ করিয়া লইবে। এই অঞ্জন তিমিরনাশক।

যে গৃধ্রের গলদেশ প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ, সময়ে মৃত সেই গৃধ্রের মুখ ছেদন করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে ভস্ম করিবে। পরে তাহার সহিত সমভাগ স্রোতোঞ্জন ও ঘৃত একত্র পেষণ করিয়া লইবে। এই অঞ্জন নেত্রে দিলে গৃধ্রতুল্য দৃষ্টি হয়॥ ১৯

কৃষ্ণসর্পের মুখের মধ্যে ঘৃত ও স্রোতোঞ্জন নিহিত করিয়া তাহা এরূপভাবে (অন্তর্ধূমে) দগ্ধ করিবে, যেন ধূম বহির্গত না হয়। পরে তাহার সহিত জটামাংসীপত্র চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণের অঞ্জন দিলে ভিন্নতারক চক্ষুও রক্ষিত হয়। ("ভিন্নতারক চক্ষুও রক্ষিত হয়" এই কথা বলায় বুঝিতে হইবে যে, ঔষধটি বিশেষ শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে তারা ভিন্ন হইলে সে চক্ষুর রক্ষা পাওয়া অসম্ভব)॥ ২০

একটি কৃষ্ণসর্প ও চারিটি বিছা মারিয়া দুগ্ধপূর্ণ কলসে রাখিয়া তিন সপ্তাহকাল পচাইবে। পরে সেই দুগ্ধ মন্থনপূর্ব্বক নবনীত উদ্ধৃত করিয়া তাহা দ্বারা একটি কুক্কুটকে পোষণ করিবে। সেই কুক্কুটের পুরীষের অঞ্জন দিলে অন্ধব্যক্তি নিশ্চিত দেখিতে পায়॥ ২১

কৃষ্ণসর্পের বসা, শঙ্খ, নির্ম্মলীফল ও সৌবীরাঞ্জন ইহাদের রসক্রিয়া প্রয়োগে অন্ধদিগের আশু দৃষ্টি শক্তি হয়॥ ২২

অপ্রতিসারাঞ্জন।

মরিচ ১০টি, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, তুঁতে ১ পল ও যষ্টিমধু ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধে সিক্ত করিয়া পরে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। অপ্রতিসার নামক এই অঞ্জন তিমির রোগে শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ২৩

বহেড়ার বীজ, মরিচ, আমলকী, তুঁতে ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই গুটিকা আশু তিমিররোগ সকল নাশ করে॥ ২৪

ষণ্মাক্ষিক যোগ।

মরিচ ১ ভাগ, আমলকী ২ ভাগ, শিহলীছোপড়া ৩ ভাগ, তুঁতে ৪ ভাগ, সৌবীরাঞ্জন ৫ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৬ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে তিমির, অর্ম্ম, ক্লেদ, কাচ ও কণ্ডূ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম ষণ্মাক্ষিক যোগ॥ ২৫

হীরক মুক্তাদি রত্ন, রৌপ্য, স্ফটিক, সুবর্ণ, স্রোতোঽঞ্জন, তাম্র, লৌহ, শঙ্খ, রক্তচন্দন ও লোহিত গৈরিক (কেহ কেহ লোহিতের অর্থ কুঙ্কুম করেন) ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণাঞ্জন প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার দৃষ্টিরোগবিনাশক ॥ ২৬

তিলতৈল ও বহেড়ার তৈল সমভাগে গ্রহণ করিয়া তাহা ভীমরাজের রস ও অসন ছালের কাথের সহিত লৌহপাত্রে পাক করিবে। এই তৈলের নস্তগ্রহণ করিলে দৃষ্টির বল হইয়া থাকে ॥ ২৭

বাতাদিদোষানুসারে পুনঃপুনঃ স্নেহ প্রয়োগ, রক্তমোক্ষণ, বিরেচন, নস্তপ্রদান, অঞ্জন, গণ্ডূষাদিবিধানোক্ত মূর্দ্ধবস্তি, বস্তিক্রিয়া, তর্পণ, প্রলেপ ও পরিষেক দ্বারা নেত্ররোগির চিকিৎসা করিবে ॥ ২৮

নেত্ররোগের সাধারণ চিকিৎসা কথিত হইল। অতঃপর বাতাদি দোষের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা বলা হইতেছে ; শুন ॥ ২৯

বাতজ তিমির রোগে দশমূলের কাথ, চতুর্গুণ দুগ্ধ ও ত্রিফলার কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিতে দিবে। তদনন্তর ত্রিফলা ও পঞ্চমূলের (স্বল্প) কাথ দুগ্ধ ও এরণ্ড তৈল সংযুক্ত করিয়া বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে ॥ ৩০

জীবন্ত্যাদ্য তৈল।

মূল সহিত জীবন্তী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। তৈল ৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, জীবন্তী, শতমূলী প্রত্যেক ১ পল, যষ্টিমধু ৪ পল ; একত্র যথানিয়মে লৌহপাত্রে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে তাহা একমাস লৌহ ভাণ্ডে রাখিবে। এই তৈলের নস্ত লইলে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ বিশেষতঃ বাতপিত্তজ দৃষ্টিগত রোগ সকল নিবারিত হয়। ইহা কেশ মুখ কন্ধরা ও স্কন্ধের পুষ্টিকারক এবং লাবণ্য ও কান্তিপ্রদ ॥ ৩১

শ্বেত এরণ্ডের মূল, বৃহতীর ফল, দেবদারু, বচ, তগরপাদুকা, ঘোষা ও বিল্বমূল এই সকল দ্রব্য এবং দুগ্ধের সহিত যথারীতি তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্ত গ্রহণ করিলে সর্ব্ব প্রকার ঊর্দ্ধজত্রুগত এবং বাতশ্লেষ্মজ পীড়া নিবারিত হয় ॥ ৩২

ব্যাঘ্র কিংবা শূকরের বসা অথবা যষ্টিমধু সংযুক্ত গৃধ্র, সর্প বা কুক্কুটের বসা অঞ্জনে প্রশস্ত ॥৩৩

স্রোতোঽঞ্জন যথাক্রমে মাংসরসে, দুগ্ধে ও ঘৃতে নিষিক্ত করিয়া তাহা পূর্ব্ববৎ প্রত্যঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। ইহা তিমির নাশক। (অঞ্জনের পর যে অঞ্জন দেওয়া যায়, তাহাকে প্রত্যঞ্জন কহে) ॥৩৪

এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা যদি রোগের শমতা না হয়, তাহা হইলে তর্পণ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩৫

শুল্‌ফা, কুড়, বেণার মূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, সরল কাষ্ঠ, পিপুল ও দেবদারু ইহাদের কল্ক ও আট গুণ দুগ্ধের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত শ্রেষ্ঠ তর্পণ ॥ ৩৬

কৃষ্ণসার হরিণের মেদ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া তাড়ু দ্বারা আলোড়িত করিলে তাহা হইতে একপ্রকার তেজঃপদার্থ উদ্ভূত হইবে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া যষ্টিমধু, বেণার মূল ও রক্তচন্দনের সহিত পাক করিবে। ইহাও উৎকৃষ্ট তর্পণ ঔষধ ॥ ৩৭

শল্লাক, শল্যক (শল্লাকভেদ), গোধা, কুক্কুট, তিত্তিরি ও ময়ূর ইহাদের প্রত্যেকের বসারও উপরি কথিত বিধানে কল্পনা করিবে ॥ ৩৮

তর্পণ-পুটপাক-বিধ্যুক্ত প্রসাদন ও স্নেহন পুটপাক ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩৯

বাতজ তিমির রোগে বাতজ পীনসের ন্যায় নিরূহণ ও অনুবাসন ব্যবস্থা করিবে ॥ ৪০

পিত্তজ তিমির রোগে জীবনীয় বর্গ ও ত্রিফলার সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা রোগিকে পান করাইবে। ঘৃত পান করিয়া রোগী স্নিগ্ধ হইলে যথাবিধি তাহার শিরাবেধ করিবে ॥ ৪১

বিরেচনার্থ শর্করা, এলাইচ ও তেউড়ী চূর্ণ মধুতে আপ্লুত করিয়া তাহা রোগিকে সেবন করাইবে ॥ ৪২

পিত্তজ তিমিরে রোগির নেত্রে, মুখে ও মস্তকে অতি শীতল সেক লেপাদি ব্যবস্থা কবিবে॥ ৪৩

অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, মুক্তা, শাবরলোধ ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের বর্ত্তি এবং তেজপত্র, নীলোৎপল, সৌবীরাঞ্জন, নাগকেশর, কর্পূর, যষ্টিমধু ও স্বর্ণগৈরিক ইহাদের অঞ্জন নেত্ররোগে প্রয়োগ করিবে ॥ ৪৪

সৌবীরাঞ্জন ৫ ভাগ, তুঁতে ৫ ভাগ, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী ৩ ভাগ, আমলকী ৩ ভাগ, স্ফটিক ১ ভাগ ও কর্পূর ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্যের অঞ্জন তিমির রোগ নাশক ॥ ৪৫

চতুর্গুণ দুগ্ধ এবং জীবনীয় বর্গ, চিনি ও নীলোৎপলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃতের নস্য গ্রহণ করিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৬

শ্লেষ্মজ তিমির রোগে গুলঞ্চের কাথ এবং ত্রিফলা ও পিপুলের কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃত পান করাইয়া রোগির শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে। পরে বিরেচনার্থ সুপারি, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, তেউড়ী ও দন্তীর কাথ পান করাইবে ॥ ৪৭

দশমূলের কাথ, বালা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও পিপুল ইহাদের কল্ক এবং দুগ্ধ ; এই সকলের সহিত যথারীতি তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য ব্যবস্থা করিবে ॥ ৪৮

বিমলা বর্ত্তি ও কোকিলা বর্ত্তি ।

শঙ্খ, প্রিয়ঙ্গু, নেপালী (মনছাল), ত্রিকটু ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য দ্বারা বিমলা নামক বর্ত্তি ; আর কৃষ্ণ লৌহ চূর্ণ, ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ, ত্রিফলা ও সৌবীরাঞ্জন এই সকল দ্বারা কোকিলা নামক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই উভয়বিধ বর্ত্তিই দৃষ্টির বিমলতা সম্পাদক ॥ ৪৯

শশক গো গর্দ্দভ সিংহ ও উষ্ট্র ইহাদের দন্ত এবং ললাটের অস্থি, শ্বেত বর্ণ গোরুর পুচ্ছ লোম, মরিচ, শঙ্খ, চন্দন ও সমুদ্রফেন, এই সকল দ্রব্য একত্র নারীদুগ্ধে ও ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি তিমির ও শুক্ররোগ নাশক ॥ ৫০

পৈত্তিকতিমিরের ন্যায় রক্তজ তিমিররোগের চিকিৎসা করিবে। এই রোগে শীতবীর্য্য ও শীতলস্পর্শ অন্ন পান ঔষধ সেক ও লেপাদির দ্বারা রক্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে ॥ ৫১

দ্রাক্ষা, বেণার মূল, লোধ, যষ্টিমধু, শঙ্খ, তাম্র, কর্পূর, পদ্ম, পদ্মকাষ্ঠ ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগে আশু রক্তজ তিমিররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫২

কফজ ও সান্নিপাতিক তিমিররোগে দোষের উদ্রেক দেখিয়া চিকিৎসা করিবে ॥ ৫৩

যৌল, বিড়ঙ্গ, মরিচ ও দেবদারু ইহাদের কল্ক এবং দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিবে এবং উক্ত কল্ক দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা মুখে প্রলেপ দিবে ॥ ৫৪

তগরপাদুকা, নীলোৎপল, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও সুষুণিশাক এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল নস্যে ও শিরোবস্তিতে প্রশস্ত ॥ ৫৫

বেণার মূলের কাথে পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে। পরে তাহা পুনরায় ঘৃতের সহিত পাক করিয়া গাঢ় হইলে নামাইবে এবং শীতলাবস্থায় ঘন হইলে তাহাতে মধু মিশ্রিত করিবে। ইহার অঞ্জন সান্নিপাতিক তিমিররোগে হিতকর ॥ ৫৬

রাত্রিচর প্রাণিসমূহের মজ্জপূর্ণ অস্থিবিবরে স্রোতোঽঞ্জন নিহিত করিয়া (অস্থির মুখ এমন করিয়া বন্ধ করিবে, যেন তন্মধ্যে জল প্রবেশ না করে) তাহা কোনও স্রোতোজলে একমাস বা ২০ দিন কাল রাখিবে। তদনন্তর তদন্তর্গত স্রোতোঽঞ্জন সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিবে। পরে তাহার সহিত মেষশৃঙ্গীপুষ্প ও যষ্টিমধুর চূর্ণ সমাংশে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই অঞ্জন সান্নিপাতিক তিমিররোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ॥ ৫৭

কাচরোগেও এই সকল চিকিৎসাই করিবে। কেবল শিরাবেধ করিবে না। কারণ শিরাব্যধোপযোগি-যন্ত্রনিপীড়িত দোষ সকল অন্ধতা উৎপাদন করে। রক্তমোক্ষণ আবশ্যক হইলে জলৌকা দ্বারা রক্ত নির্হরণ করিবে। তথাপি শিরাবেধ করিবে না ॥ ৫৮

গুড়, সমুদ্রফেন, সৌবীরাঞ্জন, পিপুল, মরিচ ও কুঙ্কুম চূর্ণ এই সকল দ্রব্যের রসক্রিয়া মধু সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই রস ক্রিয়াঞ্জন কাচরোগ নিবারক ॥ ৫৯

ত্রিদোষজ নকুলান্ধ্যরোগে তিমিররোগোক্ত চিকিৎসা করিবে ॥ ৬০

রসাঞ্জন, গেরিমাটী ও তালীশপত্র ইহাদের চূর্ণ, ঘৃত মধু ও গোময়রসে মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই রসক্রিয়াঞ্জন রাত্র্যন্ধরোগে হিতকর ॥ ৬১

দধিতে মরিচ ঘষিয়া তাহার অঞ্জন দিলে রাত্র্যন্ধরোগ নিবারিত হয় ॥ ৬২

কাঁটাকরঞ্জ, নীলোৎপল, স্বর্ণগৈরিক ও পদ্মকেশর এই সকল দ্রব্য গোময়রসে বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি রাত্র্যন্ধনাশিনী ॥ ৬৩

রেণুক, পিপুল, স্রোতোঽঞ্জন ও সৈন্ধবলবণ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তির অঞ্জন রাত্র্যন্ধে হিতকর ॥ ৬৪

শৈলজ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, হরিতাল, মনঃশিলা ও সমুদ্রফেন এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তিও রাত্র্যন্ধরোগে হিতকর ॥ ৬৫

গোধাদির যকৃৎ মধ্যে পিপ্পলী সন্নিবেশিত করিয়া তাহা দহন না করিয়া পাক করিবে। পরে সেই পিপ্পলী শুষ্ক ও মধুতে ঘর্ষণ করিয়া রাত্র্যন্ধরোগে অঞ্জন দিবে। ইহা রাত্র্যন্ধরোগের শ্রেষ্ঠ অঞ্জন ॥ ৬৬

মহিষের প্লীহা ও যকৃৎ তৈল ও ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিলে রাত্র্যন্ধরোগ নিবারিত হয় ॥ ৬৭

রাত্র্যন্ধরোগে জীবন্তীর পল্লব কিংবা অতিমুক্তক (মাধবীলতা) পত্র, এরণ্ডপত্র, শেফালিকা পত্র ও শতমূলীপত্র ঘৃতে পাক করিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে। ইহাতে বকপত্রের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান প্রশস্ত ॥ ৬৮

ধূমরা, অম্লবিদগ্ধা, পিত্তবিদগ্ধা ও উষ্ণবিদগ্ধা দৃষ্টি রোগে রোগিকে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া স্নিগ্ধ করিয়া শীতল দ্রব্যের দ্বারা বিরেচন করাইবে এবং সর্ব্বতোভাবে শীতল দ্রব্যের প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৬৯

ইহাতে গোময়রস, দুগ্ধ ও ঘৃত এই সকল দ্রব্যের সহিত পক্ব সৌবীরাঞ্জন অথবা স্বর্ণগৈরিক ও তালীশপত্র চূর্ণ সংযুক্ত রসক্রিয়া হিতকর ॥ ৭০

মেদা, শাবরলোধ, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য এবং আট গুণ দুগ্ধের সহিত, মিলিত তৈল ও ঘৃত একত্র পাক করিবে। ইহার নস্য হিতকর ॥ ৭১

দুগ্ধোত্থিত ঘৃতের দ্বারা তর্পণ ক্রিয়া করিবে। তাহাতে রোগের শান্তি না হইলে শিরাবেধ করিয়া দিবে ॥ ৭২

অতিরিক্ত চিন্তা, অভিঘাত, ভয়, শোক, রুক্ষতা, উৎকটকাসন (উবু হইয়া বসা) এবং বিরেচন, নস্য, বমন ও পুটপাকাদি ক্রিয়ার অযথা প্রয়োগ, বিদগ্ধাহার, বমন এবং ক্ষুৎপিপাসাদির বেগধারণ ও নেত্ররোগের নিবৃত্তি (অবসান) এই সকল কারণে তিমির রোগ না হইলেও নর তিমির রোগির ন্যায় দর্শন করে। এরূপ অবস্থায় দোষ দূষ্যাদি বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৭৩।৭৪

সূর্য্যের উপরাগ, অগ্নি ও বিদ্যুদাদি দর্শন হেতু দৃষ্টি উপহত হইলে তাহাতে স্নিগ্ধশীতাদি সন্তর্পণ কার্য্য করিবে এবং স্বর্ণ ঘৃতে ঘষিয়া তাহার অঞ্জন নেত্রে দিবে ॥ ৭৫

মনুষ্যের যাবজ্জীবন সকল কালেই চক্ষুর রক্ষা বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। অন্ধদিগের রাত্রি ও দিন উভয়ই সমান। প্রচুর অর্থ থাকিলেও তাহাদিগের পক্ষে ইহ লোক ব্যর্থ ॥ ৭৬

ত্রিফলা, রক্তমোক্ষণ, বিরেচনাদি দ্বারা শরীরশুদ্ধি, মনের শান্তি, অঞ্জন ও নস্যগ্রহণ, গরুড়াসনস্থ বিষ্ণুর পাদপূজা, ঘৃত সেবন, সর্ব্বদা অহিতাহার ত্যাগ, অতি উজ্জ্বল, চঞ্চল ও সূক্ষ্মবস্তু না দেখা নিমি মুনি এই গুলি চক্ষুরক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৭৭।৭৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে তিমিররোগ প্রতিষেধ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা লিঙ্গনাশ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

আবর্ত্তক্যাদি ছয়প্রকার উপদ্রব শূন্য সুজাত অর্থাৎ উত্তম ঘনীভূত দৃষ্টিশক্তিহীন কফজ লিঙ্গনাশ বিদ্ধ করিবে। যদি সেই লিঙ্গনাশ অসঞ্জাত (সম্যক্ সঞ্জাত না হয়), বিষমাকৃতি, দধির

মস্ত সদৃশ ও পাত্‌লা হয়, তবে তাহা শলাকা দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধগত হয় এবং তীব্র বেদনা উপস্থিত করে। পুনর্ব্বার বিদ্ধ হইলেও দৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করে। শ্লেষ্মজনক আহার দ্বারা শীঘ্র পূর্ণ হয় এবং বিলম্বে অন্য উপদ্রব যুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২।৩

শ্লেষ্মার শুক্লত্বহেতু শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশ শুক্লবর্ণ হয়। কিন্তু বাতাদি অন্যদোষ কর্ত্তৃক অভিভব হেতু উহা নীলবর্ণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আবর্ত্তকী নামক রোগে দৃষ্টি আবর্ত্তবৎ চঞ্চল, অরুণ বা শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৪।৫

শর্করারোগে দৃষ্টি আকন্দ আঠার কণা দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় এবং উহা অতিঘন হইয়া থাকে ॥ ৬

রাজীমতীরোগে দৃষ্টি শালিধান্যের শূকসদৃশ রাজীসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হয় ॥ ৭

ছিন্নাংশুক নামক দৃষ্টি বিষম, ছিন্ন, দগ্ধাভ এবং বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮

চন্দ্রকী দৃষ্টি কাংস্যতুল্যাভ এবং চন্দ্রকাকার (ময়ূরপুচ্ছ সদৃশ) হয় ॥ ৯

ছত্রকী নীলিকা দৃষ্টি ছত্রাভ ও অনেকবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০

শিরাব্যধের অযোগ্য, দৃষ্টিরোগ, পীনস ও কাসরোগ পীড়িত, অজীর্ণরোগাক্রান্ত, ভীরু, বমিত এবং শিরঃ কর্ণ ও অক্ষিশূলার্ত্ত ব্যক্তিদের লিঙ্গনাশ বিদ্ধ করিবে না ॥ ১১

সাধারণ কালে অর্থাৎ নাত্যুষ্ণ-শীত-বর্ষা সময়ে (অগ্রহায়ণ বা চৈত্র মাসে) রোগিকে কৃত মঙ্গল, বমন বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন ও ভোজন করাইয়া আলোকবিশিষ্ট স্থানে প্রাতঃকালে লিঙ্গনাশ বিদ্ধ করিবে। চিকিৎসক জানুতুল্য উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া শস্ত্র প্রয়োগ করিবেন। রোগী নড়িতে না পারে, এজন্য তাহাকে বসাইয়া যন্ত্রিত করিবে। শস্ত্র প্রয়োগের পূর্ব্বে মুখবায়ুর দ্বারা নেত্র স্বিন্ন করিয়া তাহা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃদিত করিবে। এইরূপে যখন নেত্রমল উদ্ভূত হইবে, তখন উহার মস্তক না নড়ে, এরূপভাবে ধরিবে। রোগী আপন নাসার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকিবে। তদনন্তর বৈদ্য তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা স্থিরহস্তে শলাকা ধরিয়া কৃষ্ণমণ্ডল হইতে অর্দ্ধাঙ্গুল এবং অপাঙ্গ হইতে সিকি অঙ্গুল পরিমিত স্থান ত্যাগ করিয়া দৈবকৃত ছিদ্রের (অপাঙ্গসমীপে ছিদ্রাকৃতি একটি স্থান আছে, তাহাকেই দৈবচ্ছিদ্র কহে) পার্শ্ব হইতে ঊর্দ্ধভাগে আলোড়নপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে বাম নেত্র এবং বাম হস্তে দক্ষিণ নেত্র বিদ্ধ করিবে। তৎপরে এরূপভাবে শলাকাগ্র দ্বারা নেত্রমণ্ডল নির্লেখন করিবে, যেন তাহাতে বেদনা না হয়। পরে শনৈঃ শনৈঃ উচ্ছিঙ্ঘন (নাসা শ্বাসের ঊর্দ্ধাকর্ষণ) দ্বারা দৃষ্টিমণ্ডলগত কফ নাসিকায় টানিয়া আনিয়া তাহা নির্হরণ করিবে। দোষ স্থিরই হউক আর চলই হউক, নেত্রের বহির্ভাগে স্বেদ দিবে। তদনন্তর রূপ সকল দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ চক্ষুতে বস্তু সকল দেখিতে পাইলে ধীরে ধীরে শলাকা বাহির করিয়া লইবে। পরে ঘৃতাপ্লুত বস্ত্র দ্বারা চক্ষু বান্ধিয়া রোগিকে নিবাত স্থানে বিপরীতদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ চক্ষু বিদ্ধ করা হইলে বামদিকে এবং বাম চক্ষু বিদ্ধ করা হইলে দক্ষিণ পার্শ্বে, আর উভয় চক্ষুই বিদ্ধ করা হইলে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। তাহার মস্তক ও পাদদ্বয় তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্ত করিবে এবং হিতজনক আহার বিহারাদি ব্যবস্থা করিবে ॥ ১২

অতঃপর সপ্তাহ কাল রোগী হাঁচিবে না, কাসিবে না, উদ্গার তুলিবে না, টানিয়া থুথু

ফেলিবে না এবং জলপান, অধোমুখে অবস্থিতি, স্নান ও দন্তধাবন ভক্ষণ (দাঁতন) করিবে না। স্নেহপীতবৎ বিধি অবলম্বন করিবে॥ ১৩

শক্তি অনুসারে উপবাস ব্যবস্থা করিবে। বেদনা থাকিলে ঈষৎ উষ্ণ ঘৃতের সেক হিতকর তিন দিন কাল ত্রিকটু ও আমলকীযুক্ত সঘৃত তরল বাট্য (যবমণ্ড) বা বিলেপী খাইতে দিবে তিন দিনের পর চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া বাতঘ্ন (এরণ্ডমূলাদি) দ্রব্যের কাথ দ্বারা নেত্রের পরিষেক করিবে। সপ্তম দিবসে সম্পূর্ণরূপে চক্ষু খুলিয়া দিবে। আর কিছু করিবে না। যে পর্য্যন্ত না দৃষ্টির স্থিরতা হয়, ততদিন নিয়ম সকল পালন করিবে। দৃষ্টি স্থিরীভূত হইলেও সহসা সূক্ষ্ম ও উজ্জ্বল বস্তু দেখিবে না॥ ১৪।১৫

অহিতাচরণ ও বেধদোষ হেতু অধিমন্থ, শোথ, লৌহিত্য ও বেদনাদি জন্মে। যথাবিধি তাহাদের চিকিৎসা করিবে॥ ১৬

দূর্ব্বা, যব, গেরিমাটী ও অনন্তমূল বাটিয়া ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা মুখে প্রলেপ দিলে বেদনা ও লৌহিত্যের প্রশম হয়। এইরূপ সর্ষপ ও তিলের কল্ক টাবালেবুর রসে আপ্লুত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও উক্ত প্রকার ফল হয়। দুগ্ধিকা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়॥ ১৭।১৮

লোধ, সৈন্ধবলবণ, কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া তাহার আশ্চ্যোতন (নেত্রপূরণ বা সেচন) করিলে বেদনা ও রক্তিমা বিনষ্ট হয়। কিংবা যষ্টিমধু নীলোৎপল, কুড়, দ্রাক্ষা, লাক্ষা ও চিনির সহিত ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহার আশ্চ্যোতন করিবে। বাতঘ্ন দ্রব্যের (এরণ্ডমূলাদির) সহিত সিদ্ধ চতুর্গুণ দুগ্ধ (১৬ সের) ও চতুর্থাংশ পদ্মকাদিগণের কল্কের (/১ সের) সহিত ঘৃত (/৪ সের) যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত আশ্চ্যোতনাদি সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত॥ ১৯।২০

এইরূপ চিকিৎসায় রোগের প্রশম না হইলে রোগিকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া তাহার শিরা মোক্ষণ পূর্ব্বক মন্থোক্ত চিকিৎসা করিবে এবং শিরাব্যধ-ক্ষত শুষ্ক হইলে মৃদু অঞ্জন ব্যবস্থা করিবে॥ ২১

অড়হরমূল, মরিচ, হরিতাল, রসাঞ্জন ও গুড় এই সকল দ্রব্যে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা বৃষ্টির জলে পেষণ করিয়া বিদ্ধ চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে॥ ২২

জাতীপুষ্প, শিরীষপুষ্প, ধবপুষ্প, মেষশৃঙ্গীপুষ্প, বৈদূর্য্যমণি (প্রবাল বিশেষ) ও মুক্তা এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া একটী তাম্র পাত্রে পাত্‌লা করিয়া প্রলেপ দিবে। সপ্তাহের পর ইহা পুনর্ব্বার ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে এবং বিদ্ধ নয়নে প্রয়োগ করিবে। এই পিণ্ডাঞ্জন দৃষ্টির প্রসন্নতাজনক ও বলকারক। এইরূপ সৌবীরাঞ্জন, প্রবাল, মনঃশিলা, সমুদ্রফেন ও লৌহ ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ পিণ্ডাঞ্জন প্রস্তুত করিবে। ইহাও উক্তরূপ গুণ বিশিষ্ট॥ ২৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে লিঙ্গনাশ-প্রতিষেধ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা সর্ব্বাক্ষিরোগবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

বাতজ নেত্রাভিষ্যন্দ রোগে নাসানাহ (নাসিকা টানিয়া ধরা), অল্পশোথ, শঙ্খদেশ অক্ষি ভ্রূ ও ললাটে সূচীবেধবদ্ বেদনা, স্ফুরণ (দপ্‌দপানি) ও বিদীর্ণবদ্ বেদনা, নেত্রমল শুষ্ক ও অল্প, নির্ম্মল ও শীতল অশ্রুপাত, বেদনার অনবস্থিততা অর্থাৎ কখনও যন্ত্রণা হয় কখনও বা থাকে না, কষ্টে নেত্রের নিমেষ ও উন্মেষ, পিপীলিকাদি চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ প্রতীতি, চক্ষু যেন স্ফীত এবং উহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টক দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে এইরূপ বোধ, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা উপশম এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাতাভিষ্যন্দ উপেক্ষিত হইলে অধিমন্থ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে কর্ণনাদ ও ভ্রম হয় এবং ললাট অক্ষি ও ভ্রূ প্রভৃতি যেন অরণি (অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ) দ্বারা মথিত হইতে থাকে ॥ ২

অধিমন্থও প্রমাদবশতঃ উপেক্ষিত হইলে হতাধিমন্থ রোগ উপস্থিত হয়। এই রোগে অনেক প্রকার বেদনা ও দৃষ্টিতে দৃষ্টিনাশক ব্রণ হইয়া থাকে ॥ ৩

অন্যতোবাতরোগে বায়ু মন্যা, অক্ষি ও শঙ্খদেশ হইতে বা অন্যস্থান হইতে তীব্রবেদনা উৎপাদন করে এবং নেত্রকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে; কিন্তু নেত্রে পিচ্ছিলতা, রক্তিমা বা শোথ হইতে দেয় না। ইহাতে অশ্রুস্রাব হয়। (বায়ু এক স্থানে অবস্থিত হইয়া অন্যস্থানে বেদনা উৎপাদন করে বলিয়া এই রোগের নাম অন্যতোবাত) ॥ ৪

বাতবিপর্য্যয় রোগে অন্যতোবাতের ন্যায় লক্ষণ হয় এবং নেত্র বক্র ও ক্ষুদ্র হইয়া থাকে ॥ ৫

পিত্তজ অভিষ্যন্দে নেত্রের দাহ ও শোথ, নেত্র হইতে ধূমনির্গমনবৎ প্রতীতি, চক্ষুর পাতার বাহিরে শ্যাববর্ণতা, ভিতরে ক্লেদ, অশ্রু উষ্ণ ও পীতবর্ণ, নেত্রের লৌহিত্য, পীতাভ দর্শন এবং চক্ষুর ক্ষারাক্ত ক্ষতের ন্যায় প্রতীতি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৬

পিত্তজ অধিমন্থে চক্ষু যেন জলন্ত অঙ্গার দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় এবং যকৃৎপিণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণলোহিত বর্ণ হয়।

কফজ অভিষ্যন্দে নেত্রের জড়তা, প্রবল শোথ, কণ্ডূ, নিদ্রা, আহারে অনিচ্ছা, নেত্রমল ও অশ্রু গাঢ়, স্নিগ্ধ, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

কফজ অধিমন্থে কৃষ্ণমণ্ডল নত ও শ্বেতমণ্ডল উন্নত, জলস্রাব, নাসিকার আধ্মান এবং চক্ষু যেন পাংশুদ্বারা পূর্ণ বলিয়া বোধ হওয়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৭

রক্তজ অভিষ্যন্দে অশ্রু, নেত্রের শিরা সমূহ, নেত্রমল, শুক্ল মণ্ডল ও দর্শন রক্তবর্ণ হয়। তদ্ভিন্ন পিত্তজ অভিষ্যন্দের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৮

রক্তাধিমন্থে নেত্রের প্রান্তভাগ তাম্রবর্ণ, অক্ষিতে উৎপাটন তুল্য যন্ত্রণা, নেত্র বাঁধুলিপুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ, গ্লানি, স্পর্শনাসহত্ব, নেত্র রক্ত নিমগ্ন নিষ্কল সদৃশ এবং দর্শন কৃষ্ণবর্ণ ও অগ্নিসদৃশ হয় ॥ ৯

যে অভিষ্যন্দ হইতে যে অধিমন্থ উৎপন্ন হয়, সেই অধিমন্থে সেই অভিষ্যন্দের যন্ত্রণা সকল অধিক পরিমাণে হয়। বিশেষতঃ শঙ্খদেশ, দন্ত, কপোল ও ললাটে অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে॥ ১০

শুষ্কাক্ষিপাক রোগ বাতপিত্তোল্বণ। ইহাতে ঘর্ষ (কর্ করাণি), সূচীবেধবদ্ যন্ত্রণা, ভেদবৎ পীড়া ও মললিপ্ততা, বর্ত্মের কাঠিন্য ও রুক্ষতা, অতিকষ্টে নেত্রের উন্মীলন ও নিমীলন, চক্ষুর সঙ্কোচ, শুষ্কতা, শীতাভিলাষ, শূল ও পাক এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ১১

সশোথ নামক নেত্ররোগ বাতাদি দোষত্রয় ও রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগে শোথ, অতিশয় যন্ত্রণা, দাহ ও ষ্ঠীবনাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ইহাতে শুক্লমণ্ডল পক্বযজ্ঞডুমুর সদৃশ হয় এবং অশ্রু মুহুর্ম্মুহুঃ উষ্ণ বা শীতল, স্বচ্ছ কিংবা পিচ্ছিল, পাত্‌লা বা গাঢ় হইয়া থাকে। অল্পশোথ নামক রোগে—শোথ অল্প হইয়া থাকে।

অক্ষিপাকাত্যয় রোগে—শুষ্কাক্ষিপাক রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। তদ্ভিন্ন ইহাতে শোথ, সংরম্ভ, অশ্রুর আবিলতা, কৃষ্ণমণ্ডল কফলিপ্ত এবং শুক্লমণ্ডল ক্লেদ ও লৌহিত্য যুক্ত হয়। ইহাতে দাহ, দৃষ্টিরোধ ও অনিয়ত বেদনা (অর্থাৎ কখনও বেদনা হয়, কখনও বেদনা থাকে না) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ১২

পিত্তরক্তোল্বণ দোষ হেতু অন্নের সারভাগ অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। পরে তাহা শিরা সমূহ দ্বারা নেত্রে নীত হইয়া নেত্রকে শ্যাবলোহিত বর্ণ এবং শোথ, দাহ, পাক ও অশ্রুযুক্ত করে। দর্শন অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়। ইহার নাম অম্লোষিত রোগ। এই ষোড়শ প্রকার সর্ব্বসর নেত্ররোগ কথিত হইল। ইহাদের মধ্যে হতাধিমন্থ ও অক্ষিপাকাত্যয় রোগ ত্যাগ করিবে॥ ১৩।১৪

রোগী আহার বিহারাদির নিয়ম পালন না করিলে বাতজ অধিমন্থ পাঁচদিনে, শ্লেষ্মজ অধিমন্থ সাতদিনে, রক্তজ অধিমন্থ তিন দিনে এবং পিত্তজ অধিমন্থ সদ্যই দৃষ্টিনাশ করে॥ ১৫

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে সর্ব্বাক্ষিরোগ বিজ্ঞান নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা সর্ব্বাক্ষিরোগ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

বাতজ অভিষ্যন্দ ভিন্ন অন্য সকল অভিষ্যন্দেরই পূর্ব্বরূপাবস্থায় তীক্ষ্ণ গণ্ডূষ ও নস্য এবং উপবাস ব্যবস্থা করিবে॥ ২

দাহ, উপলেপ, লৌহিত্য, অশ্রুপাত ও শোথের শান্তির নিমিত্ত বিড়ালক (পক্ষ্ম ভিন্ন সমস্ত নেত্রে প্রলেপ দেওয়ার নাম বিড়ালক) দিবে। সকল প্রকার অভিষ্যন্দেই তেজপত্র, এলাচ, মরিচ, স্বর্ণগৈরিক, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্যে

কৃত বিড়ালক দিবে। বাতাভিষ্যন্দে ঘৃতমণ্ডে ভৃষ্ট সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ ও রসাঞ্জনের অথবা ঘৃতভৃষ্ট লোধ্রের বিড়ালক; পিত্তাভিষ্যন্দে ও রক্তাভিষ্যন্দে জটামাংসী, পদ্মকাষ্ঠ, কাকোলী ও যষ্টিমধুর বিড়ালক; কফাভিষ্যন্দে মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু ও মধুর বিড়ালক এবং সর্ব্বদোষোৎপন্ন অভিষ্যন্দে উক্ত সৈন্ধবাদি মিলিত সমস্ত দ্রব্যের বিড়ালক ব্যবস্থা করিবে॥ ৩

নেত্র প্রকুপিত হইবামাত্র সিতমরিচ (শজিনাবীজ) ১ ভাগ, মনঃশিলা ৪ ভাগ, শাবরলোধ ১৬ ভাগ; এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ পোট্টলী বদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা নেত্রে অবগুণ্ঠন করিবে অর্থাৎ বুলাইবে॥ ৪

বন্য কুলত্থকলায় পোট্টলীবদ্ধ করিয়া গোময়রসে সুসিদ্ধ করিবে। পরে তাহা নখ দ্বারা নিস্তুষীকৃত অর্থাৎ খোসা হীন করিয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ দ্বারা অর্দ্ধরাত্রে একবার মাত্র অবচূর্ণন করিলে তৎক্ষণাৎ নেত্রকোপের শান্তি হয়॥ ৫

ঘোষাফল, হরীতকী, তুঁতে, যষ্টিমধু ও লোধ ইহাদের সূক্ষ্ম চূর্ণ শিথিলভাবে পোট্টলীবদ্ধ ও তাহা তাম্রপাত্রস্থ কাঁজিতে নিমগ্ন করিয়া নেত্রে ধারণ করিলে অনেক প্রকার যন্ত্রণা নিবারিত হয়॥ ৬

১ পল দারুহরিদ্রা ১৬ পল জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টভাগ অর্থাৎ ২ পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই কাথ মধুসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বদোষপ্রকুপিত নেত্রে সেক দিলে ফল পাওয়া যায়॥ ৭

একমাত্র সজিনাপত্রের রস মধুর সহিত নেত্রে প্রয়োগ করিলে বাতাদি এক দোষজ বা সন্নিপাতজ নানাপ্রকার নেত্রবেদনা আশু নিবারিত হয়॥ ৮

এরণ্ডের কচিপাতা ও মূল কুট্টিত এবং ছাগ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিলে সদ্যো বাতাভিষ্যন্দ বেদনা নিবারিত হয়। দোষাদি বিবেচনা করিয়া উক্ত কুট্টিত এরণ্ড পত্রাদি সিদ্ধ দুগ্ধকৃত শক্তৃপিণ্ড ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলেও পীড়ার শান্তি হয়॥ ৯

এরণ্ডমূল, বৃহতী ও রক্তশজিনার সহিত বিল্বাদি মহৎপঞ্চমূলের কাথ ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে তদ্দ্বারা আশ্চ্যোতন (নেত্রপূরণ) করিবে। ইহা বাতজ অভিষ্যন্দে হিতকর।

বালা, তগরপাদুকা, বৃহৎকরঞ্জ ও যজ্ঞডুমুরছাল (পাঠান্তরে—যজ্ঞডুমুরছাল ও পাকুড়ছাল) ইহাদের কাথের এবং সজল ছাগদুগ্ধের আশ্চ্যোতন শ্রেষ্ঠ নেত্রশূলনিবারক। মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, লাক্ষা, দ্রাক্ষা, জলজ ও স্থলজ ভেদে দুই প্রকার যষ্টিমধু ও নীলোৎপল ইহাদের কাথ শীতল ও চিনি সংযুক্ত করিয়া তাহা নেত্রে সেচন করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়॥ ১০

কেশুর ও যষ্টিমধুর চূর্ণ বস্ত্রে শিথিলভাবে রাখিয়া তাহা বৃষ্টির জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিবে। ইহা রক্তপিত্তজ অভিষ্যন্দে হিতকর॥ ১১

পুণ্ডরিয়া, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা ইহাদের চূর্ণ পোট্টলীবদ্ধ করিয়া তাহা শর্করাসংযুক্ত স্তনদুগ্ধে অথবা ছাগদুগ্ধে আপ্লুত করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে দাহ, বেদনা, লৌহিত্য ও অশ্রুস্রাব নিবারিত হয়॥ ১২

শ্বেতলোধ ও যষ্টিমধু ঘৃতে ভাজিয়া সুচূর্ণিত করিবে। সেই চূর্ণ পোট্টলীবদ্ধ ও স্তনদুগ্ধে মর্দ্দিত করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে পিত্তরক্তজ ও অভিঘাতজ অভিষ্যন্দ নিবারিত হয়॥ ১৩

কফজ অভিষ্যন্দে শুঁঠ, ত্রিফলা, নিমছাল, বাসকছাল ও লোধ ইহাদের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা ঈষদুষ্ণাবস্থায় আশ্চ্যোতন করিবে। সান্নিপাতিক অভিষ্যন্দে বাতজাদি অভিষ্যন্দোক্ত ঔষধ সকল মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ১৪

বাতাভিষ্যন্দে পুরাতন ঘৃত ও পিত্তাভিষ্যন্দে শর্করাসংযুক্ত ঘৃত পান হিতকর। কফাভিষ্যন্দে ত্রিকটুর সহিত ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃতে যবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করাইয়া শোণিত মোক্ষণ করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার স্নিগ্ধ করিয়া বিরেচন দিবে॥ ১৫

অভিষ্যন্দরোগে শূলবদ্ যন্ত্রণা থাকিলে মস্তকে ও বদনে আনূপদেশজাত মাংসের বেসবার উষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। দাহ থাকিলে দুগ্ধ ও ঘৃত সংযুক্ত শীতল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে॥১৬

দোষাদি বিবেচনা করিয়া তিমিররোগের যথাযথ চিকিৎসা করিবে॥ ১৭

মন্থাদিরোগ সমূহেও এই সকল বিধিই প্রশস্ত। এইরূপ চিকিৎসা করিয়াও যদি মন্থরোগের প্রশম না হয়, তবে ভ্রূর উপরিভাগ দগ্ধ করিয়া দিবে॥ ১৮।১৯

রুক্ষ অর্থাৎ উদ্ধৃত-নবনীত গব্যদধি দ্বারা একখানি রূপার পাত প্রলিপ্ত করিবে। যখন সেই দধি নীলবর্ণ ও শুষ্ক হইবে, তখন তাহা দধির মাত দিয়া মাড়িয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি বাতাক্ষিরোগ নাশ করে॥ ২০

জাতীফুলের কুঁড়ি, শঙ্খ, ত্রিফলা, যষ্টিমধু ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্য বৃষ্টির জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি পিত্তরক্তজ নেত্ররোগনিবারিণী॥ ২১

সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, শঙ্খনাভি, সমুদ্রফেন, শৈলজ ও ধূনা এই সকল দ্রব্যের বর্ত্তি (উপরি কথিত বৃষ্টির জলে প্রস্তুতীকৃত) কফজ নেত্ররোগ নাশিনী॥ ২২

পাশুপত-যোগ।

পুণ্ডরিয়া, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ৮ পল পরিমাণে লইয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। এই ক্কাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘন হইলে তাহাতে পুষ্পাঞ্জন ১০ পল ও মরিচ চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। ইহার চূর্ণ অথবা বর্ত্তি সর্ব্বপ্রকার অভিষ্যন্দজাত নেত্রের লৌহিত্য, বেদনা ও ঘর্ষ অর্থাৎ করকরানি নাশ করে এবং দৃষ্টির নির্মলতা সাধন করে। পাশুপত নামক এই যোগ চিকিৎসকদিগের পরম গোপনীয় ঔষধ॥ ২৩

শুষ্কাক্ষিপাকরোগে—ঘৃতপান, জীবনীয়গণের সহিত পক্ব ঘৃতের নেত্রে তর্পণ, অণুতৈলের নস্য ও স-সৈন্ধব ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের পরিসেক প্রশস্ত॥ ২৪

শুঁঠ স্তনদুগ্ধে পেষিত ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তাহার অথবা কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত আনূপ প্রাণির বসার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে॥ ২৫

কতকগুলি কেশ ঘৃতাক্ত ও তাহা দর্পণে ঘর্ষণ করিয়া মল্লকসম্পুটে (নারিকেল মালার মধ্যে রাখিয়া অপর একটি মালা চাপা দিয়া) দগ্ধ করিবে। পরে সেই মসী ঘৃতে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। ইহা নেত্ররোগের উৎকৃষ্ট অঞ্জন॥ ২৬

সশোথ বা অল্প শোথ নামক রোগে—রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া তাহার শিরাবেধ করিয়া দিবে। পরে দ্রাক্ষা ও হরীতকীর ক্কাথে তেউড়ী চূর্ণ ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া এই স্নিগ্ধ ঔষধ দ্বারা বিরেচন করাইবে॥ ২৭

শ্বেতলোধ ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ ও পোট্টলীবদ্ধ করিয়া তাহা উষ্ণজলে মৃদিত করিবে। পরে নেত্রে সেই জলের সেক দিলে শূলবদ্ ব্যথা নিবারিত হয়॥ ২৮

দারুহরিদ্রা ও পুণ্ডরিয়ার কাথের আশ্চ্যোতন হিতকর॥ ২৯

নেত্ররোগে ঘর্ষ (কর্‌করানি), লৌহিত্য, অশ্রুপতন ও বেদনা নিবারক বক্ষ্যমাণ সন্ধাবাখ্য ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে॥ ৩০

লৌহপাত্রে একখণ্ড তাম্র গোমূত্রের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে ঘৃতের ধূপ দিয়া নেত্রে তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে বেদনা নিবারিত হয়। অথবা গব্য দধির সর তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ দিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট বেদনা নাশক সন্ধাব নামক ঔষধ॥ ৩১

তাম্রপাত্রে স্তনদুগ্ধের সহিত শঙ্খ ঘর্ষণ করিয়া তাহা ঘৃতাক্ত শমীপত্র ও যবের দ্বারা ধূপিত করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিবে। এই সন্ধাব ঔষধ ঘর্ষ ও অতিতীব্র বেদনা শীঘ্র নিবারণ করে॥ ৩২

যজ্ঞডুমুরের ফল লৌহপাত্রে স্তনদুগ্ধের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে ঘৃতাক্ত শমীপত্রের ধূপ দিবে। ইহা নেত্রে প্রয়োগ করিলে দাহ, বেদনা, রক্তিমা, জলস্রাব ও নেত্রহর্ষ নিবারিত হয়॥ ৩৩

শজিনাপাতার রস তাম্র সম্পুটে উত্তমরূপে ঘৃষ্ট ও ঘৃতের দ্বারা ধূপিত করিয়া তাহা নেত্রে প্রয়োগ করিলে শোথ, ঘর্ষ, অশ্রুপাত ও বেদনা প্রশমিত হয়॥ ৩৪

একখণ্ড মৃৎকপাল (একটুক্‌রা মাটীর খাপ্‌রা) কাংস্যপাত্রে :তিলের জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে ঘৃতাক্ত নিম্বপত্রের ধূপ দিবে। এই ঔষধ চক্ষুর কর্‌করাণি, ব্যথা, জলপড়া ও রক্তিমা প্রশমিত করে॥ ৩৫

সন্ধাব নামক ঔষধের দ্বারা নেত্র অঞ্জিত করা হইলে পর যখন ঔষধ প্রয়োগ জনিত বেদনাদি দূর হইবে, তখন স্তনদুগ্ধ দ্বারা নেত্রে আশ্চ্যোতন করিবে। তিনবার সন্ধাব দ্বারা অঞ্জন দিবে, ইহার অধিক আর প্রয়োগ করিবে না।

তালীশপত্র, সিদ্ধি, তগরপাদুকা, লৌহচূর্ণ, অঞ্জন, জাতীপুষ্পের মুকুল, হীরাকস ও সৈন্ধব-লবণ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা একটি তাম্রপাত্র প্রলিপ্ত করিয়া সপ্তাহ কাল রাখিবে। তৎপরে উক্ত তাম্রপাত্রস্থ ঔষধ পুনর্ব্বার গোমূত্রে পেষণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত ও ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই গুটিকা স্তনদুগ্ধে ঘষিয়া প্রয়োগ করিলে নেত্রের কর্‌করানি, জল-পড়া, শোথ ও কণ্ডু বিনষ্ট হয়॥ ৩৬

কণ্টকারীর ছাল, যষ্টিমধু ও তাম্রচূর্ণ এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে মৃদিত এবং ঘৃতাক্ত শমী ও আমলকী পত্রদ্বারা ধূপিত করিবে। ইহা নেত্রে প্রয়োগ করিলে শোথ ও বেদনা প্রশমিত হয়॥৩৭

অম্লোষিত নামক নেত্ররোগে পিত্তাভিষ্যন্দের চিকিৎসা করিবে॥ ৩৮

কফ, পিত্ত, রক্ত ও সন্নিপাতজাত সকল প্রকার উৎক্লিষ্ট, কুকুণক, পক্ষ্মরোধ, শুষ্কাক্ষিপাক, পূয়ালস, বিস, পোথকী, অম্লোষিত, অন্নাখ্য অভিষ্যন্দ ও বাতজ ভিন্ন সকল প্রকার মন্থ এই অষ্টা-দশ প্রকার নেত্র রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তাহারা পিল্ল নামে কথিত হইয়া থাকে। এই সকল রোগের স্ব স্ব চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে পিল্লীভূত ইহাদের সাধারণ চিকিৎসা বলা যাইতেছে॥ ৩৯

নেত্ররোগ সকল পিল্লীভূত হইলে রোগিকে স্নেহের দ্বারা স্নিগ্ধ, বমন কারক ঔষধ দ্বারা বান্ত, শিরাবেধ দ্বারা স্রুতরক্ত এবং বিরেচন দ্বারা বিরিক্ত করিয়া পশ্চাৎ বিশুদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্ম লেখন করিবে॥ ৪০

১ পল তুঁতে ও ২০ কুড়িটি সজিনাবীজ ত্রিশ পল কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাম্রপাত্রে স্থাপন করিবে। উক্ত কাঁজীর পরিষেক অতি পুরাতন পিল্লকেও অপিল্ল করে এবং উপদেহ, অশ্রু-পতন, কণ্ডূ ও শোথ বিনষ্ট করে॥ ৪১

করঞ্জবীজ, তুলসীপত্র ও জাতীপুষ্পের কলিকা এই সকল দ্রব্য কুট্টিত ও জলে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। পরে তাহা ছাঁকিয়া তদ্দ্বারা রসক্রিয়া ও অঞ্জন করিবে। ইহা পিল্লরোগের ঔষধ ও নেত্রলোম সকলের প্ররোহণ॥ ৪২

রসাঞ্জন, ধুনা, পুষ্পাঞ্জন, মনছাল, সমুদ্রফেন, সৈন্ধব লবণ, গেরিমাটী ও মরিচ এই সকল দ্রব্যের অঞ্জন মধুতে পেষণ করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে ক্লেদ ও কণ্ডূ নিবারিত হয়॥ ৪৩

হরীতকীর ক্বাথে পেষিত তগরমূল পিল্লনাশক। ছাগমূত্রে ভাবিত দেবদারু স্নেহযুক্ত করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে পিল্ল নষ্ট হয়॥ ৪৪

সৈন্ধব লবণ, ত্রিফলা, পিপুল, কটুকী, শঙ্খনাভী ও তাম্রচূর্ণ এই সকল দ্রব্যের বর্ত্তি (জলে পেষণ করিয়া) প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি পিল্ল ও শুক্ররোগ নাশ করে॥ ৪৫

পুষ্পকাসীস চূর্ণ মূর্ব্বারসে ভাবিত করিয়া তাম্রপাত্রে দশ দিবস স্থাপন করিবে। এই অঞ্জন প্রয়োগে পৈল্ল্য ও পক্ষ্মশাত প্রশমিত হয়॥ ৪৬

হরিতাল ১ ভাগ, সৌবীরাঞ্জন ১ ভাগ, সূক্ষ্ম তাম্রচূর্ণ ২ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাদের অঞ্জন শলাকা দ্বারা একটীবার মাত্র নেত্রে প্রয়োগ করিলে পিল্লরোগে রোম সকল উৎপন্ন হয়॥ ৪৭

লাক্ষা, নিসিন্দা, ভীমরাজ ও দারুহরিদ্রার রসে উৎকৃষ্ট কার্পাস তূলা সাতবার ভাবিত করিয়া তাহার বর্ত্তি (সলিতা) প্রস্তুত করিবে। পরে উক্ত বর্ত্তি দ্বারা ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিবে। সেই দীপোত্থিত মসীর অঞ্জন পিল্ল রোগের শ্রেষ্ঠ রোপণ॥ ৪৮

পিল্লরোগী পুনঃপুনঃ বর্ত্মলেখন, রক্তমোক্ষণ, বিরেচন, আশ্চ্যোতন, অঞ্জন, নস্যগ্রহণ ও ধূম সেবন করিবে। এরূপ চিকিৎসাতেও যদি পুষালস রোগের শান্তি না হয়, তবে সূক্ষ্ম শলাকা দ্বারা বর্ত্মের প্রান্তভাগে দাহ করিয়া দিবে॥ ৪৯

৯৪ চতুর্নবতি প্রকার নেত্ররোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইল। নেত্ররোগে পীড়িত ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ হইলেও নয়নপ্রিয় হইয়া সতত সাবধানে থাকিবে। পুরাতন যব, গোধূম, শালি, ষষ্টিক, কোদোধান্যের অন্ন; প্রচুর ঘৃতসংযুক্ত কফপিত্তনাশক মুদ্গাদির যূষ; এইরূপ কফপিত্তনাশক শাকসমূহ, জাঙ্গল মাংস, দাড়িম, শর্করা, সৈন্ধব লবণ, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, বৃষ্টির জলপান এবং ছত্রধারণ, পাদুকা ধারণ ও যথাবিধি দোষের সংশোধন অর্থাৎ দোষানুসারে বিরেচন, এই সকল সেবন করিবে॥ ৫০

নেত্ররোগমুক্ত ব্যক্তি মল মূত্রের বেগধারণ, অপকভোজন, অধ্যশন, শোক, ক্রোধ, দিবা-নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, বিদাহি ও বিষ্টম্ভ জনক আহার ও ঔষধ সকল পরিত্যাগ করিবে॥ ৫১

পাদদ্বয়ের মধ্যে দুইটি স্থূল শিরা বহুপ্রকারে বিভক্ত হইয়া নেত্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তৈলাদি ম্রক্ষণ, উদ্বর্ত্তন ও লেপনাদি কোনও দ্রব্য পাদে প্রযুক্ত হইলে তাহা শিরাযোগে নেত্রে নীত হইয়া তথায় ক্রিয়া প্রকাশ করে। মল পদার্থ, উষ্ণতা, সংঘট্টন ও আঘাতাদি দ্বারা সেই সকল পাদস্থ শিরা দুষ্ট হইয়া নেত্রকেও দূষিত করে। অতএব সর্ব্বদা দৃষ্টির হিতকর পাদুকা ধারণ তৈল ম্রক্ষণ ও পাদ প্রক্ষালন করিবে॥ ৫২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে সর্ব্বাক্ষিরোগ-প্রতিষেধ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা কর্ণরোগ-বিজ্ঞানীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

প্রতিশ্যায় (মুখ ও নাসা হইতে জলস্রাব), জলক্রীড়া, কর্ণকণ্ডূয়ন ও শব্দের মিথ্যাযোগ (ভীষণ বিকৃতাদি শব্দশ্রবণ প্রভৃতি) এই সকল কারণে এবং অন্যান্য স্বপ্রকোপক হেতুতে কুপিত বায়ু শ্রোত্রগত শিরাসকলকে আশ্রয় করিয়া কর্ণকুহরে অতিপ্রবল বেদনা, অর্দ্ধাবভেদক ও কর্ণের স্তব্ধতা উৎপাদন করে। ইহাতে শীতে অনভিলাষ ও বিলম্বে কর্ণের পাক হয়। পাকিলে অল্প অল্প লসীকা (ত্বকের নিম্নস্থ জলবৎ পদার্থ) স্রাব হইতে থাকে। অকস্মাৎ কর্ণ শূন্য ও বদ্ধ বা মুক্তবৎ প্রতীতি হয়॥ ২

পিত্তজ কর্ণরোগে দাহযুক্ত বেদনা এবং সার্ব্বাঙ্গিক দাহ, শীতাভিলাষ, শোথ, জ্বর ও কর্ণের শীঘ্র পাক হয়। কর্ণ পাকিলে পীতবর্ণ লসীকাস্রাব হইতে থাকে। সেই লসীকা শরীরের যে যে স্থানে লাগে, সেই সেই স্থান পাকে॥ ৩

কফজ কর্ণরোগে মস্তক, হনু ও গ্রীবা প্রদেশের গুরুতা, অল্প বেদনা, কণ্ডূ, শোথ ও উষ্ণাভিলাষ উপস্থিত হয়। কর্ণ পাকিলে শ্বেতবর্ণ ঘন স্রাব হইতে থাকে॥ ৪

অভিঘাতাদি কারণে রক্ত দূষিত হইয়া কর্ণে বেদনা জন্মায়। এই রোগে পিত্তের সমান বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রবল লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়॥ ৫

সন্নিপাতজ কর্ণরোগে কর্ণে শূল এবং শোথ, জ্বর, তীব্রবেদনা, পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ কখনও শীতে কখনও বা উষ্ণে অভিলাষ, স্রাব এবং কর্ণের জড়তা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পাকিলে কর্ণ হইতে শ্বেত, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ ঘন পূয স্রাব হইতে থাকে॥ ৬

প্রকুপিত বায়ু যখন শব্দবাহিনী শিরাসমূহে অবস্থিতি করে, তখন মানব অকস্মাৎ ভেরী মৃদঙ্গাদির শব্দের ন্যায় বিবিধ প্রকার শব্দ অনুভব করে। ইহাকেই পণ্ডিতেরা কর্ণনাদ রোগ কহিয়া থাকেন॥ ৭

বায়ু শ্লেষ্মানুগত হইলে অথবা কর্ণনাদরোগ উপেক্ষিত হইলে রোগী উচ্চশব্দ অতিকষ্টে শ্রবণ করে এবং ক্রমে তাহার বাধির্য্য রোগ জন্মে॥ ৮

বায়ুকর্তৃক শ্লেষ্মা শোষিত হইয়া শব্দবহ স্রোতকে লিপ্ত করে। তাহাতে বেদনা, গুরুতা এবং বদ্ধতা (কাণ বুঝিয়া থাকা) হয়। এই রোগের নাম প্রতীনাহ॥ ৯

কফহেতু কর্ণে স্থির কণ্ডূ ও শোথ হয়। ইহা উক্ত নামেই অর্থাৎ কণ্ডূশোথ নামে কথিত হইয়া থাকে॥ ১০

পিত্তকর্তৃক কর্ণস্রোতঃস্থিত কফ বিদগ্ধ হইয়া কর্ণকে বেদনাযুক্ত বা বেদনাহীন এবং ঘন, পূতি ও বহুক্লেদযুক্ত করে। কর্ণকে পূতিক্লেদান্বিত করে বলিয়া এইরোগের নাম পূতিকর্ণ॥ ১১

বাতাদি দূষিতকর্ণে ক্রিমি জন্মে। সেই সকল ক্রিমি কর্ণকে ভক্ষণ করে; তাহাতে মাংসরক্ত ও ক্লেদজনিত প্রবল বেদনা উপস্থিত হয়। ইহাকে ক্রিমিকর্ণক রোগ কহে॥ ১২

কর্ণকণ্ডূয়ন হেতু ক্ষত উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বকথিত (নিদানস্থানে কথিত) লক্ষণযুক্ত পূর্ব্ববৎ অন্য বিদ্রধি, শোথ, অর্শঃ ও অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয়। ইহারা যথাক্রমে কর্ণবিদ্রধি, কর্ণশোথ, কর্ণার্শঃ ও কর্ণার্ব্বুদ নামে অভিহিত হয়। উক্ত অর্শে ও অর্ব্বুদে বেদনা, পূতিকর্ণত্ব ও বাধির্য্য জন্মে॥ ১৩

বায়ু কর্তৃক কর্ণাভ্যন্তরে শষ্কুলী (কর্ণ ছিদ্র) সঙ্কুচিত হইলে তাহাকে কুচিকর্ণক কহে॥ ১৪

কর্ণগহ্বরে পিপ্পলীপরিমিত, স্থির, বেদনাহীন একটি বা অনেকগুলি মাংসাঙ্কুর জন্মে। তাহাকে কর্ণপিপ্পলী রোগ কহে।

ত্রিদোষহেতু কর্ণে ত্বক্সমান বর্ণ, বেদনাযুক্ত, স্তব্ধ শোথ উৎপন্ন হয়। ইহার নাম বিদারিকা। বিদারিকা—চিকিৎসিত না হইলে পাকে, তাহাতে কর্ণ হইতে সর্ষপতৈলসদৃশ স্রাব নির্গত হয় এবং অতিকষ্টে ইহার রোহণ হয়। রূঢ় হইলেও বিদারিকা কর্ণশষ্কুলীকে নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত করিয়া থাকে॥ ১৫

কুপিত বায়ু শিরাগত হইয়া কর্ণপালীকে (কাণের পাটাকে) শুষ্ক করে। ইহার নাম পালীশোষ॥ ১৬

দুষ্ট বায়ু কর্তৃক কর্ণপালী কৃশ, দৃঢ় ও তন্ত্রীর ন্যায় হয়। ইহাকে তন্ত্রিকা কহে॥ ১৭

কোমল কর্ণ সহসা টানিয়া বাড়াইয়া অনেকক্ষণ পরে ছাড়িয়া দিলে পালীতে অরুণবর্ণ, সবেদন, পরিপোটবিশিষ্ট (ফাটা ফাটা) পরিপোট নামক শোথ জন্মে। ইহা বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন হয়।

ভারবিশিষ্ট অলঙ্কারধারণাদি হেতু পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া কর্ণপালীতে শ্যাববর্ণ, বেদনা দাহ ও পাকান্বিত এবং স্ফোটক পিড়কা লৌহিত্য তাপ ও ক্লেদ সংযুক্ত শোথ উৎপাদন করে। ইহাকে উৎপাতরোগ কহে॥ ১৮

দুষ্ট কফবাত হেতু কর্ণপালীতে সর্ব্বতঃ বেদনা রহিত, স্থির, স্তব্ধ, ত্বক্সমানবর্ণ, কণ্ডূবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয়। ইহাকে উন্মন্থ বা গল্লির কহে॥ ১৯

কর্ণ দুর্ব্বিদ্ধ ও বর্দ্ধিত হইলে ত্রিদোষের প্রকোপে তাহাতে কণ্ডূ দাহ পাক ও বেদনাযুক্ত শোথ জন্মে। এই রোগের নাম দুঃখবর্দ্ধন॥ ২০

কফ রক্ত ও ক্রিমি হইতে উৎপন্ন, কণ্ডূ ক্লেদ ও বেদনাসমন্বিত লেহ্য নামক সূক্ষ্ম পিটিকা সকল কর্ণপালীতে জন্মে। অচিকিৎসিত হইলে কর্ণপালীকে লেহন করে বলিয়া উহারা লেহ্যনামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ২১

এইসকল কর্ণরোগের মধ্যে কর্ণপিপ্পলী, ত্রিদোষজ কর্ণশূল, বিদারী ও কুচিকর্ণক এই চারিপ্রকার কর্ণরোগ অসাধ্য। একমাত্র তন্ত্রিকারোগ যাপ্য। অবশিষ্ট বিংশতি প্রকার সাধ্য। এইরূপ বিভাগানুসারে পঞ্চবিংশতি প্রকার কর্ণরোগ কথিত হইল॥ ২২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে কর্ণরোগ-বিজ্ঞানীয় নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা কর্ণরোগ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

বাতজ কর্ণশূলে মাংসরসের সহিত অন্নভোজন করাইয়া রাত্রিকালে বাতঘ্নদ্রব্যের সহিত প্রস্তুত ঘৃতপান করাইবে। রোগির কর্ণ স্বেদদ্বারা স্বিন্ন করিয়া অশ্বত্থ, বেল, আকন্দ, এরণ্ড, ইহাদের কোনও একটির পত্র তৈল ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা প্রলিপ্ত ও পুটপাকে স্বিন্ন করিয়া তাহার ঈষদুষ্ণ বস্ত্রপূত রস দ্বারা উক্ত কর্ণ পূরণ করিবে। এইরূপে মূলক ও সোনালুর রসও প্রয়োগ করিবে॥ ২

বাতহরগণ, অম্লদ্রব্য ও গোমূত্রে মহাস্নেহ (ঘৃত-তৈল-বসা-মজ্জারূপ স্নেহ) পাক করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে অতি দারুণ বেদনাও আশু প্রশমিত হয়॥ ৩

বিল্বাদি মহৎপঞ্চমূলের কোনও একটির কাষ্ঠখণ্ড ক্ষৌমবস্ত্রে বেষ্টিত এবং তাহা তৈলে সিক্ত করিয়া প্রজ্বালিত করিবে। পরে তাহা অধোমুখে ধরিলে তাহা হইতে যে সকল তৈলবিন্দু নিম্নস্থ পাত্রে পতিত হইবে, সেই তৈল কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণবেদনা সদ্যঃ প্রশমিত হয়। এইরূপ দেবদারু কাষ্ঠে, কুড়কাষ্ঠে ও সরলকাষ্ঠেও তৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হইয়া থাকে। (তন্ত্রান্তরে ইহা দীপিকা তৈল নামে অভিহিত হইয়াছে)॥ ৪।৫

বাতব্যাধি ও প্রতিশ্যায় বিহিত চিকিৎসা সকলও ইহাতে হিতকর॥ ৬

কর্ণরোগে শিরঃস্নান (ডুব্ দিয়া স্নান) ত্যাগ করিবে। দিবাভাগেও শীতল জল পান করিবে না। রাত্রিকালে শীতল জল সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়॥ ৭

পিত্তজ কর্ণশূলে রোগিকে শর্করাসংযুক্ত ঘৃতের দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া বিরেচন করাইবে। ইহাতে দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ স্তনদুগ্ধ দ্বারা কর্ণপূরণ প্রশস্ত॥ ৮

তৈল ৴।৹ সের, যষ্টিমধুর কাথ ৴৪ সের, দুগ্ধ ৴৮সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, অনন্তমূল, চন্দন, বেণার মূল, কাকোলী, লোধ, জীবক, মৃণাল, বিস (মৃণাল ভেদ), মঞ্জিষ্ঠা ও শ্যামালতা যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈলের নস্য গ্রহণ এবং ইহার দ্বারা কর্ণপূরণ ও অভ্যঞ্জন করিলে অথবা কেবল মাত্র মধু প্রয়োগ করিলে কর্ণের শূল দাহ ও তাপ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৯

পূর্ব্বোক্ত যষ্টিমধু প্রভৃতির কল্ক ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণের চতুর্দ্দিকে লেপন করিলেও শূলাদি নিবারিত হয়॥ ১০

কফজ কর্ণরোগে পিপ্পলীর সহিত পক্ক ঘৃত দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া বমন করাইবে। এই রোগে কফনাশক ধূম, নস্য, গণ্ডূষ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে ॥ ১১

রসুন, আদা, সজিনা, গুড়ুচী (অন্যান্য তন্ত্রে গুড়ুচী স্থানে মুরুঙ্গী পাঠ আছে। মুরুঙ্গী—সজিনাবিশেষ বা কাকমাচী), মূলা ও কদলী ইহাদের প্রত্যেকের ঈষদুষ্ণ স্বরস কর্ণপূরণে শ্রেষ্ঠ ঔষধ ॥ ১২

আকন্দের অঙ্কুর কাঞ্জিকে পেষিত ও তৈল লবণ সংযুক্ত করিয়া তাহা একটি মনসাডালের অভ্যন্তর ভাগ কুরিয়া তন্মধ্যভাগে নিহিত করিবে। পরে তাহা মনসাপত্রে বেষ্টিত করিয়া পুটপাক বিধানে পোড়াইবে। অনন্তর উহা নিঙড়াইয়া রস গালিত করিবে। সেই রস ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে কর্ণে দিলে কর্ণের বেদনা প্রশমিত হয় ॥ ১৩

টাবালেবুর রস বা কয়েতবেলের রস দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কিংবা সুক্ত (কাঁজি বিশেষ) দ্বারা কর্ণ পূরণ করিয়া পরে সমুদ্রফেনচূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণন করিলে কর্ণের বেদনা নিবারিত হয় ॥ ১৪

ছাগমূত্র, মেষমূত্র ও বাঁশের নীলের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দ্বারা অথবা হিঙ্গু, তুম্বুরু (ক্ষুদ্র ধনে, ইন্দ্রাম্বুল) ও শুঁঠের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয় ॥ ১৫

রক্তজ কর্ণশূলে পিত্তজ কর্ণশূলের চিকিৎসা করিবে ও শীঘ্র শিরামোক্ষণ করিবে ॥ ১৬

কর্ণ পাকিয়া তাহা হইতে পূযস্রাব হইলে ধূম, গণ্ডূষ ও নস্য এবং নাড়ীব্রণোক্ত ও দুষ্টব্রণ বিহিত চিকিৎসা ব্যবস্থা করিবে ॥ ১৭

পূষলিপ্ত কর্ণস্রোত দিবসে দুইবার পরিষ্কৃত করিয়া কার্পাসতুলার বর্ত্তি দ্বারা পূরণ করিবে পরে গুগ্‌গুলুর দ্বারা ধূপিত করিয়া মধু দ্বারা পূরণ করিবে। সুরসাদিগণের কাথ ও ফাণিত দ্বারা অভ্যক্ত তূলার বর্ত্তি কর্ণবিবরে রাখিবে এবং সুরসাদিগণের সূক্ষ্ম চূর্ণ দ্বারা কর্ণস্রোত অবচূর্ণিত করিবে ॥ ১৮

এই সকল চিকিৎসা বিধি কর্ণের শূল, ক্লেদ ও গুরুত্বের নিবারক ॥ ১৯

প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, আকনাদি, ধাইফুল, পদ্ম, শালপানি, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ ও লাক্ষা এই সকল দ্রব্যের কল্ক ও কয়েতবেলের রসের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে আশু কর্ণের স্রাব নিবারিত হয় ॥ ২০

কর্ণনাদ ও বাধির্য্যরোগে বাতজশূলোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে বমনাদি দ্বারা প্রথমে কফের নাশ করিবে ॥ ২১

এরণ্ড, সজিনা, বরুণ ও মূলক পত্রের চতুর্গুণ রস, আটগুণ দুগ্ধ এবং যষ্টিমধু ও ক্ষীরকাকোলীর কল্ক সহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল নস্য, অভ্যঙ্গ ও কর্ণপূরণ রূপে প্রয়োগ করিলে কর্ণনাদ, বাধির্য্য ও কর্ণশূল নিবারিত হয় ॥ ২২

আতইচ, হিঙ্গু, গুলফা, দারুচিনি, সর্জ্জিকাক্ষার ও মরিচ এই সকল কল্ক দ্রব্য এবং সুক্তের সহিত পরিভাষানুসারে তৈল পাক করিয়া তাহা কর্ণে পূরণ করিলে বেদনা, স্রাব ও কর্ণনাদ নিবারিত হয় ॥ ২৩

কর্ণনাদ রোগে পূরণার্থ সর্ষপ তৈল হিতকর ॥ ২৪

ক্ষারতৈল।

মধুযুক্ত সুক্ত, টাবালেবুর রস ও কদলীর রস প্রত্যেকে তৈলের চতুর্গুণ এবং যথাবিধি প্রস্তুতীকৃত শুষ্ক মূলকখণ্ডের ক্ষার, হিং, শুঁঠ, শুল্‌ফা, বচ, কুড়, দেবদারু, শজিনাছাল, রসাঞ্জন, সচললবণ, যবক্ষার, সর্জ্জিক্ষার, ঔদ্ভিজ্জলবণ, সৈন্ধব লবণ, ভূর্জ্জপত্র, গেঁটেলা, বিট্‌লবণ ও মুস্তা এই সকল কল্ক দ্রব্য তৈলের চতুর্থাংশ পরিমাণে লইয়া সমস্ত একত্র যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে অতি কষ্টসাধ্য কণ্ডু, ক্লেদ, বধিরতা, পূতিকর্ণ, বেদনা ও ক্রিমি শীঘ্র বিনষ্ট হয়। মুখরোগে ও দন্তরোগে এই ক্ষারতৈল উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ২৫

কর্ণদ্বয় সুপ্তবৎ (অসাড়) হইলে রক্তমোক্ষণ করিবে। শোথ ও ক্লেদযুক্ত এবং অল্প স্রাববিশিষ্ট কর্ণরোগির বমন ব্যবস্থা করিবে ॥ ২৬।২৭

বালক ও বৃদ্ধের বাধির্য্য এবং চিরোৎপন্ন বাধির্য্য রোগ ত্যাগ করিবে ॥ ২৮

প্রতীনাহ রোগে স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা কর্ণক্লেদ দ্রব করিয়া কর্ণ-শোধনক দ্রব্য দ্বারা কর্ণক্লেদ রহিত করিবে। পশ্চাৎ সুক্ত, সৈন্ধব লবণ ও মধুযুক্ত তৈলদ্বারা অথবা সুক্তাদিযুক্ত টাবালেবুর রস দ্বারা কর্ণ পূরণ করিবে। শোধন হেতু কর্ণের রুক্ষতা জন্মিলে ঘৃতমণ্ড দ্বারা কর্ণ পূরণ করিবে ॥ ২৯

মল দ্বারা কর্ণ পূর্ণ হইলে প্রতীনাহোক্ত চিকিৎসা করিবে। কর্ণকণ্ডুরোগে ও কর্ণশোথে কফনাশক নস্যাদি ব্যবস্থা করিবে। কর্ণশোথে কটু ও উষ্ণ প্রলেপ হিতকর ॥ ৩০

পূতিকর্ণ ও ক্রিমিকর্ণ রোগে কর্ণস্রাবোক্ত চিকিৎসা করিবে। বিশেষ এই, কৃমিকর্ণরোগে কর্ণ সর্ষপ তৈল দ্বারা পূরণ করিবে ॥ ৩১

কর্ণবিদ্রধি রোগে প্রথমে বমন করাইয়া পরে বিদ্রধিবিধানে চিকিৎসা করিবে ॥ ৩২

ক্ষতজনিত কর্ণবিদ্রধিতে পিত্তজ কর্ণশূলোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য ॥ ৩৩

কর্ণার্শঃ ও কর্ণার্ব্বুদ রোগে নাসারোগবৎ চিকিৎসা করিবে। অপক্ক কর্ণবিদারিকার দোষাধিক্যানুসারে কর্ণবিদ্রধির মত চিকিৎসা করিবে ॥ ৩৪

পালীশোষ রোগে বাতজ কর্ণশূলোক্ত নস্য লেপন ও স্বেদ ব্যবস্থা করিবে। পরে সেই স্নিগ্ধ কর্ণপালী তিল, পিয়াল বীজ, যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা ও যব দ্বারা উদ্বর্ত্তিত করিবে এবং উহাতে পুষ্টিকর স্নেহ দ্বারা প্রত্যহ অভ্যঙ্গ করিবে ॥ ৩৫

শতমূলী, অশ্বগন্ধা, দুগ্ধিকা, এরণ্ডমূল ও জীবক এই সকল কল্ক দ্রব্য এবং দুগ্ধের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈল কর্ণপালীর অতীব পোষক ॥ ৩৬

জীবনীয় গণের কল্ক, দুগ্ধ ও আনূপ মাংসের ক্বাথের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈল কর্ণপালীর পরম পোষক ও বর্দ্ধক ॥ ৩৭

অতি সঙ্কীর্ণ পালীকে ছেদন করিয়া অবশিষ্ট অংশ যুড়িয়া সংবর্দ্ধিত করিবে ॥ ৩৮

তন্ত্রিকা ও পরিপোট উভয় রোগই যাপ্য ॥ ৩৯

উৎপাত নামক রোগে জলোকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিয়া শীতল প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৪০

জাম ও আমের কচিপাতা, বেড়েলা, যষ্টিমধু, লোধ, তিল, পদ্ম, কাঞ্জীক, মঞ্জিষ্ঠা, কদম্ব ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্যের সহিত পক্ক তৈল এবং বিসর্পোক্ত ঘৃত সকল অভ্যঞ্জনে হিতকর॥ ৪১

তালপত্র, অশ্বগন্ধা, আকন্দ, সোমরাজী, তিল ও সৈন্ধব লবণের সহিত তৈল পাক করিয়া এবং উহাতে গোধা (গোসাপ) ও উন্মত্ত কুক্কুরের বসা মিশ্রিত করিয়া সেই তৈল উন্মত্ত রোগে অভ্যঙ্গ করিতে দিবে। আর তুলসী ও ঈশলাঙ্গলার সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ৪২

দুর্ব্বিদ্ধ রোগে অম্লকুচা এবং জাম ও আমের কচি পাতার কাথে কর্ণপালী সেচিত ও তৈল দ্বারা উত্তমরূপে অভ্যক্ত করিয়া পরে যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, পুণ্ডরিয়া ও হরিদ্রার সূক্ষ্ম চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণিত করিবে। ইহাতে লাক্ষা ও বিড়ঙ্গের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহার অভ্যঞ্জন করিবে॥ ৪৩

পরিলেহিকা রোগে উত্তপ্ত গোময় পিণ্ড দ্বারা কর্ণপালীতে পুনঃ পুনঃ স্বেদ দিবে। পরে ঐ কর্ণপালী মেষীমূত্রে পিষ্ট বিড়ঙ্গ তণ্ডুলের কল্ক দ্বারা কিংবা কুড়্চি বীজ, ইঙ্গুদী ফল, করঞ্জ বীজ, ও সোঁদালের ছাল ইহাদের কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। অথবা কুড়্চি ফল প্রভৃতি দ্রব্য সকল এবং নিম্বপত্র, মরিচ ও মদনফল এই সকল দ্রব্যের সহিত কটুতৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা লেহিকা ব্রণ অভ্যক্ত করিবে॥ ৪৪

কর্ণ ছিন্ন হইলে যখন তাহার রক্ত বিশুদ্ধ হইবে, তখন বিবেচনা করিয়া বমনাদি-শুদ্ধরোগির উপযুক্ত বন্ধন দ্বারা উহা বাঁধিয়া দিবে। বন্ধনানন্তর সদ্যশ্ছিন্ন হইলে বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়া করিবে॥ ৪৫

কেশাগ্রভাগ বন্ধনপূর্ব্বক প্রয়োজন মত ছেদন ও লেখন করিয়া সন্ধিস্থান এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত করিবে যেন উহা বিষম, নিম্ন বা উন্নত না হয়। সন্ধানানন্তর মধু ও ঘৃত দ্বারা অভ্যঞ্জন এবং তুলা বা প্লোত (কাপড়ের ফুঁপি) দ্বারা আবেষ্টন করিয়া অতিদৃঢ়ও না হয়, শিথিলও না হয়, এরূপভাবে সূত্রদ্বারা বাঁধিয়া দিবে। পরে যষ্টিমধু গৈরিকাদি রক্তনিবারক দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণিত করিয়া ব্রণহিতকর নিয়ম সকল পালন করিতে উপদেশ দিবে। সপ্তাহানন্তর উক্ত তুলা আমতৈলে সিক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে অপনয়ন করিবে॥ ৪৬

কর্ণের ক্ষত যখন সুরূঢ় (সম্যক্ পুরিয়া শুষ্ক), সঞ্জাতরোম, সুসংলগ্নসন্ধি, সমান (নিম্নোন্নতত্বরহিত), সুরূপ ও সুরাগ হয়, তখন কর্ণপালিকে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিবে॥ ৪৭

জলশূক, আলকুশী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, গজপিপুল, শ্বেতসর্ষপ এবং ঘোষা, করবীর, আকন্দ ও ছাতিমের মূল, যথাসময়ে মৃত (অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত) ছুঁচা, মৌচাক, চামচিকা, জলৌকা ও রসুন এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং হস্তী ও অশ্বের মূত্র সহ স-তৈল মাহিষ ঘৃত খরপাক নিষ্পন্ন করিয়া তদ্দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলে কর্ণপালি বর্দ্ধিত হয়॥ ৪৮

নাসাহীন অথবা কুনাসিক ব্যক্তির নাসা প্রস্তুত করিতে হইলে কৃতমঙ্গলানন্তর বিরেচনাদির দ্বারা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দেহ শুদ্ধ করিয়া নাসিকা ছিন্ন করিবে অর্থাৎ নাসাস্থান হইতে নাসা তুল্য

একখানি পাত্‌লা ছাল তুলিয়া লইবে। অনন্তর তাহার নাসার সমান একটি বৃক্ষপত্র গ্রহণ করিবে এবং গণ্ডপার্শ্ব হইতে সেই পত্রপরিমিত ত্বক্ মাংস উৎকর্ত্তন করিয়া নাসাসমীপে রাখিবে। পরে সেই ছাল্‌কে পাত্‌লা করিয়া এবং নাসাচ্ছেদকে লিখিত করিয়া (শস্ত্রদ্বারা চাঁচিয়া) বিপরীত-ভাবে অর্থাৎ উল্‌টাইয়া নাসার ছাল গণ্ডোপরি স্থাপন পূর্ব্বক পিচুযুক্ত সেবিনী সূচীদ্বারা তাহা সেলাই করিয়া দিবে এবং গণ্ডের মাংস নাসায় স্থাপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক সেলাই করিয়া কপোতবন্ধ নামক বন্ধনে বান্ধিয়া দিবে। সুখে নিশ্বাস প্রশ্বাস নির্গমের জন্য দুইটী নল দুই রন্ধ্রে স্থাপন করিয়া কৃত্রিম নাসিকা উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাখিতে হইবে। অনন্তর কাঁচা তৈল দ্বারা সিক্ত করিয়া রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জনের চূর্ণ দ্বারা এবং শিরাব্যধ বিধ্যুক্ত রক্তনিবারক অন্যান্য সূক্ষ্ম চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণিত করিবে। তাহার পর মধু ও ঘৃত দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া বান্ধিয়া স্নেহবিধানোক্ত করণীয় নিয়ম সকল পরিচারককে উপদেশ দিবে। অবস্থা বুঝিয়া সদ্যোব্রণচিকিৎসা বিধি অবলম্বন করিবে। নাসিকা রূঢ় হইলে যদি নাসা সমীপে মাংস অধিক হয়, তবে তাহা চর্ম্মবৎ ছেদন করিয়া সেলাই করিয়া দিবে এবং ন্যূন হইলে বর্দ্ধিত করিবে। নাসিকা সম্যক্‌ছিন্ন হইলেও যথাযথভাবে সন্নি-বেশিত করিয়া উক্তবিধানে চিকিৎসা করিবে॥ ৪৯।৫০

ছিন্ন নাসিকার সন্ধানবৎ ছিন্ন ওষ্ঠেরও সন্ধান বিধি জানিবে। তবে ইহাতে নলদ্বয় যোগ করিতে হইবে না (কারণ নলদ্বয়ের কোন প্রয়োজন নাই)॥ ৫১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে কর্ণরোগপ্রতিষেধ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা নাসারোগ-বিজ্ঞানীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—এই কথা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

অবশ্যায় (শিশির), প্রবল বায়ু, ধূলি, অধিকভাষণ, অতি নিদ্রা বা জাগরণ, নিম্ন বা উচ্চ বালিশে মস্তক রাখিয়া শয়ন, অন্য (অসাত্ম্য বা দূষিত) জলপান, অধিক জলপান, জলক্রীড়া, বমন ও বাষ্পের বেগরোধ প্রভৃতি কারণে বাতোল্বণ দোষ সকল কুপিত ও নাসিকায় ঘনীভূত হইয়া প্রতিশ্যায় রোগ জন্মাইয়া থাকে। প্রতিশ্যায় বর্দ্ধিত হইলে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয়॥ ২

তন্মধ্যে বাতিক প্রতিশ্যায়ে মুখশোষ, অতিশয় হাঁচি, নাসারোধ (নাক বুজিয়া যাওরা), সূচীবেধবদ্ বেদনা, দন্তে শঙ্খদেশে ও মস্তকে ব্যথা, ভ্রূর চতুষ্পার্শ্বে কীট সকল যেন সঞ্চরণ করিতেছে এইরূপ বোধ, স্বরভঙ্গ, বিলম্বে পাক এবং নাসা হইতে শীতল, স্বচ্ছ কফের স্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৩

পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ে পিপাসা, জ্বর, নাসামধ্যে পিড়কার উদগম, ভ্রম, নাসিকার অগ্রভাগে পাক এবং রুক্ষ, উষ্ণ ও তাম্র বা পীতবর্ণ কফের স্রাব এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৪

শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ে কাস, অরুচি, শ্বাস, বমি, দেহের গুরুতা, মুখের মধুরতা, কণ্ডূ এবং নাসিকা হইতে স্নিগ্ধ, শুক্লবর্ণ ও ঘনস্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৫

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায়ে বাতাদি সকল দোষেরই লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা অকস্মাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা প্রশান্ত হইয়া থাকে॥ ৬

দুষ্ট রক্ত নাসিকার শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে বক্ষঃস্থলের সুপ্ততা, নেত্রের তাম্রবর্ণত্ব, শ্বাসে দুর্গন্ধ, চক্ষুঃ কর্ণ ও নাসিকাতে কণ্ডূ এবং পিত্তজ প্রতিশ্যায়োক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৭

উপেক্ষিত অর্থাৎ অচিকিৎসিত হইলে সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায়ই দুষ্টত্বে পরিণত হইয়া থাকে। সেই দুষ্ট প্রতিশ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত মুখশোষাদি উপদ্রব সকলের আধিক্য হেতু চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহের পীড়া, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, শ্বাস, কাস, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, বিনা কারণে ব্যাধির বারংবার প্রকোপ, মুখের দৌর্গন্ধ্য, শোথ, মুহুর্মুহুঃ নাসিকার ক্লিন্নতা বা শোষ, শুদ্ধি বা রোধ, পূযের ন্যায় শুক্লবর্ণ রক্তগ্রথিত কফের স্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে দীর্ঘ, স্নিগ্ধ, শুক্লবর্ণ ও অতিশয় সূক্ষ্ম ক্রিমি সকল উৎপন্ন হয়॥ ৮

দেহের লঘুতা, হাঁচির শমতা, কফের চিক্কণতা ও পীতবর্ণতা এবং রস ও গন্ধের বোধ এইগুলি পক্ক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ॥ ৯

শ্বেতসর্ষপাদি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের ঘ্রাণ গ্রহণ, সূর্য্যরশ্মি, সূত্র ও তৃণাদি দ্বারা বা বাতপ্রকোপক অন্য ক্রিয়া দ্বারা নাসিকার তরুণাস্থি বিঘট্টিত হইলে বায়ু কুপিত ও রুদ্ধ হইয়া শৃঙ্গাটকে গমন পূর্ব্বক হাঁচি উৎপাদন করে। ইহাকে ভৃশক্ষব রোগ কহে॥ ১০

নাসাশোষ রোগে—বায়ু নাসাস্রোত ও কফকে শোষণ করে। নাসিকা শূক দ্বারা পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে রোগির নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস অতিকষ্টে নির্গত হইয়া থাকে।

নাসানাহরোগে নাসা যেন বদ্ধ হইয়া (বুজিয়া) থাকে। ইহাতে শ্লেষ্মরুদ্ধ বায়ু কর্ত্তৃক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের রোধ হওয়ায় নাসাচ্ছিদ্রদ্বয় যেন সংবৃত হইয়া থাকে॥ ১১

পিত্ত নাসাপুটে ত্বক্‌ ও মাংসকে পচায়। তাহাতে দাহ ও শূলবদ্‌ যন্ত্রণা হয়। ইহার নাম ঘ্রাণপাক রোগ।

ঘ্রাণস্রাব নামক রোগে নাসিকা হইতে সর্ব্বদা বিশেষতঃ রাত্রিতে অজস্র স্বচ্ছ জলবৎ স্রাব হইতে থাকে। এই রোগ কেবল কফ হইতে উৎপন্ন হয়॥ ১২

নাসিকাতে কফ প্রবৃদ্ধ হইয়া স্রোতঃসমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া ঘুরঘুর্ শ্বাসযুক্ত পীনসাপেক্ষা অধিক বেদনাবিশিষ্ট অপীনস নামক রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে রোগির নাসিকা ক্লিন্ন হয় এবং তাহা হইতে মেষের নাসিকার ন্যায় অনবরত পিচ্ছিল, পীতবর্ণ, পক্ক ও ঘন সিঙ্ঘানক (সিক্‌নি) স্রাব হইতে থাকে॥ ১৩

নাসাতে রক্ত বিদগ্ধ হইলে নাসিকার বাহ্য ও অভ্যন্তর ভাগ স্পর্শনাসহ হইয়া থাকে। ধূমের ন্যায় উচ্ছ্বাস হয়; নাসিকা যেন জ্বলিতে থাকে। ইহাকে দীপ্তিনামক নাসারোগ কহে॥ ১৪

তালুমূলে দুষ্ট দোষ কর্ত্তৃক বায়ু ও শ্লেষ্মা পূতিভাবাপন্ন হইয়া মুখ ও নাসিকা দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। ইহার নাম পূতিনাস রোগ॥ ১৫

ত্রিদোষের প্রকোপে অথবা অভিঘাত হেতু (প্রহার পীড়নাদি দ্বারা ললাট দেশে আঘাত পাওয়ায়) নাসিকা হইতে পুয ও রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। এই পূযরক্ত নামক রোগে মস্তকে দাহ ও বেদনা হয়॥ ১৬

বায়ু নাসামধ্যে পিত্ত ও শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া কফকে শোষণ করে। তাহাতে সেই কফ শুষ্ক হইয়া পুটতা প্রাপ্ত হয় (শুকাইয়া ঠোঙ্গার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয়)। ইহার নাম পুটক রোগ॥ ১৭॥

নাসার্শঃ ও নাসার্ব্বুদ রোগে বাতাদি যে দোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, তাহাকে তদ্দোষজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে॥ ১৮

সকলপ্রকার নাসা রোগেই কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস নির্গম, পীনস, অনবরত হাঁচী, সানুনাসিক (নাকীস্বরে) ভাষণ, পূতিনাস ও শিরোব্যথা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ১৯

উপরি কথিত অষ্টাদশবিধ নাসারোগের মধ্যে দুষ্ট পীনস রোগ যাপ্য॥ ২০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে নাসারোগ-বিজ্ঞানীয় নামক উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা নাসারোগ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

সকল প্রকার পীনস রোগে প্রথমে রোগী নিবাত গৃহে অবস্থান করিবে। তাহাকে স্নেহ-ক্রিয়া, স্বেদ, বমন, ধূম পান ও গণ্ডূষ ধারণ ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে মেষাদি লোমজাত বা কৌষের গুরু ও উষ্ণ বস্ত্র পরিধান ও স্থূল উষ্ণীষ ধারণ; অম্ল ও লবণ রস যুক্ত লঘুপাক স্নিগ্ধ উষ্ণবীর্য্য ঘন (তরল নহে) দ্রব্য ভোজন; জাঙ্গল মাংস, গুড়, দুগ্ধ, ছোলা ও ত্রিকটু প্রধান এবং দধি ও দাড়িম রসে সাধিত যব ও গোধূমবহুল আহার, কচিমুলার যূষ ও কুলথ কলায়ের যূষ প্রশস্ত। ইহাতে ঈষৎ উষ্ণ দশমূলের ক্বাথ ও পুরাতন বারুণী নামক মদ্য পান করিবে। পীনসরোগে, চোরপুষ্পী, জয়ন্তী, বচ, জীরা ও কৃষ্ণ জীরা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণের আঘ্রাণ হিতকর॥ ২

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তালীশপত্র, চই, তিন্তিড়ী, অম্লবেতস, চিতা, জীরা, প্রত্যেক ২ পল; দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র প্রত্যেক ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ /৬।০ সের পুরাতন গুড়ের সহিত পাক করিয়া বটক প্রস্তুত করিবে। এই বটক শ্বাস ও কাস নাশক এবং অতিশয় রুচি ও স্বরবর্দ্ধক॥ ৩

শুল্কা দারুচিনি এবং বেড়েলামূল, শোনামূল, এরণ্ডমূল, বিল্বমূল ও সোঁদালমূল এই সকল দ্রব্য বসা, ঘৃত ও মোম সংযুক্ত করিয়া তাহার ধূম অথবা ঘৃত মিশ্রিত শক্তু, মল্লকসম্পুটে (মালার মধ্যে) দগ্ধ করিয়া তাহার ধূম পান করিবে॥ ৪

পীনস প্রভৃতি রোগে স্নান, শোক, ক্রোধ, সর্ব্বদা শয়ন ও শীতল জল ত্যাগ করিবে ॥ ৫

বাতজ প্রতিশ্যায়ে রাম্নাদি বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত অথবা পঞ্চলবণের সহিত কিংবা বিদার্য্যাদিগণোক্ত ঔষধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিতে দিবে। এই রোগে অর্দ্দিত চিকিৎসোক্ত বিধানে স্বেদ নস্যাদি ব্যবস্থা করিবে ॥ ৬

পিত্তজ ও রক্তজ প্রতিশ্যায়ে কাকোল্যাদি মধুর গণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিবে। শীতবীর্য্য দ্রব্যের শীতল পরিষেক ও শীতল প্রদেহ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৭

ধাওয়া ছাল, ত্রিফলা, শ্যামলতা তেউড়ী, গাম্ভারী, যষ্টিমধু, বিম্ব ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্যের কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) এবং দশগুণ দুগ্ধের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে ॥ ৮

কফজ প্রতিশ্যায়ে উপবাস এবং শ্বেতসর্ষপ বাটিয়া তাহার প্রলেপ মস্তকে দিবে। যবক্ষার সংযুক্ত ঘৃত পান করাইয়া রোগিকে বমন করাইবে এবং সৈন্ধব লবণ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব ও জীরা এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে বাটিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে ॥ ৯

কটু ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য সিদ্ধ ঘৃত, নস্য ও কবল প্রয়োগ দ্বারা সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায়ের চিকিৎসা করিবে ॥ ১০

যক্ষ্মনাশক ও ক্রিমিনাশক চিকিৎসা দ্বারা দুষ্ট পীনস রোগকে যাপ্য রাখিবে ॥ ১১ ॥

ত্রিকটু, এরণ্ড, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, আতইচ, কুড়, ঘৃত, বার্ত্তাকুবীজ, তেউড়ী, শ্বেতসর্ষপ, পূতিমৎস্য (পচা মৎস্য), গণিয়ারি পুষ্প, পীলুফল ও শজিনা ফল এই সকল দ্রব্য অশ্ববিষ্ঠার রসে, অশ্বমূত্রে ও হস্তিমূত্রে একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষৌমবস্ত্র প্রলিপ্ত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তির ধূম নাসিকা ও মুখ দ্বারা গ্রহণ করিবে ॥ ১২

পুটপাক নামক ক্ষবথু রোগে মরিচাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্যের প্রধমন নস্য হিতকর ॥ ১৩

শুঁঠ, কুড়, পিপুল, বিড়ঙ্গ ও দ্রাক্ষা এই সকল দ্রব্যের কাথ ও কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলে ক্ষবপুটরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৪

নাসাশোষ রোগে বলাতৈলের পান ও নস্যাদিগ্রহণ, মাংসরসের সহিত ভোজন, স্নিগ্ধ ধূমপান ও স্বেদ হিতকর। নাসানাহরোগেও এইরূপ চিকিৎসা করিবে ॥ ১৫

নাসাপাক ও দীপ্তিরোগে পিত্তঘ্ন চিকিৎসা করিবে। নাসাস্রাবে তীক্ষ্ণ নস্যাদি হিতকর ॥ ১৬

পূতিনস্য ও পূতিপীনসরোগে কফজ পীনসের ন্যায় চিকিৎসা করিবে ॥ ১৭

লাক্ষা, করঞ্জবীজ, মরিচ, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, পিপুল ও গুড় এই সকল দ্রব্য মেষমূত্রে আলোড়িত করিয়া তদ্দ্বারা রোগিকে বমন করাইয়া নস্যপ্রয়োগ করিবে ॥ ১৮

শজিনাবীজ, কণ্টকারীবীজ, দন্তীবীজ, ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ ও সুরস (গন্ধবোল নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ) ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য পূতিনস্য ও পূতিপীনস রোগে হিতকর ॥ ১৯

পূযরক্তনামক রোগ নবোত্থিত হইলে রক্তজ পীনসের ন্যায় এবং অতিপ্রবৃদ্ধ হইলে নাড়ীব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। নাসার্শঃ ও নাসার্ব্বুদ দগ্ধ করিবে। পরে তেউড়ী, দন্তী, সৈন্ধবলবণ, মনছাল, হরিতাল, পিপুল ও চিতামূল এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে

এবং তাহা মধু ঘৃতাক্ত করিয়া নাসিকামার্গে প্রবেশ করাইয়া দিবে। এই রোগে পূতিনাসোক্ত শিগ্রু প্রভৃতির নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ২০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে নাসারোগ-প্রতিষেধ নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা মুখরোগ-বিজ্ঞান নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

মৎস্য, মহিষমাংস, বরাহমাংস, কাঁচা মূলা, মাষকলায়ের যূষ, দধি, দুগ্ধ, শুক্ত, ইক্ষুরস ও ফাণিত (অর্দ্ধপক ঘন ইক্ষুরস, তাড়্রস) এইসকল দ্রব্যের সেবন, নিম্নমস্তক হইয়া শয্যায় শয়ন এবং দন্তধাবন, উচিত ধূমপান, বমন, গণ্ডূষধারণ ও শিরাব্যধে বিদ্বেষ, এই সকল কারণে শ্লেষ্মোল্বণ বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া মুখমধ্যে বহুবিধ রোগ উৎপাদন করে॥ ২

(ওষ্ঠগত রোগ)

তন্মধ্যে (মুখরোগ সমূহের মধ্যে) যাহাতে বায়ুকর্ত্তৃক ওষ্ঠ দ্বিধাকৃত হয়, তাহাকে খণ্ডৌষ্ঠ কহে॥ ৩

বাতজ ওষ্ঠকোপে ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, অতিশয় বেদনাযুক্ত, পরুষ, কর্কশ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। ওষ্ঠদ্বয় যেন দালিত ও পাটিত হইতেছে এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে॥ ৪

পিত্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় মরিচাদি তীক্ষ্ণদ্রব্য সহ্য করিতে অক্ষম, পীতবর্ণ, সর্ষপাকৃতি পিড়কা-সমূহে ব্যাপ্ত ও বহু ক্লেদযুক্ত হয় এবং শীঘ্র পাকে।

কফজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় শীতলদ্রব্যাসহনাক্ষম, গুরু, শোথযুক্ত (স্ফীত) এবং ত্বক্‌সমানবর্ণ পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৫

ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় দুর্গন্ধ-স্রাবযুক্ত, পিচ্ছিল, নানাবিধ পিড়কা দ্বারা আকীর্ণ, সহসা ম্লান, কখনও স্ফীত, কখনও বা বেদনাযুক্ত হয় এবং ইহা বিষমভাবে পাকে॥ ৬

রক্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় রক্তস্রাব করে ও রক্তপ্রভ হয়। রক্ত ক্ষীণ হইলে ওষ্ঠে খর্জ্জুর ফলের ন্যায় অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৭

মাংসদোষজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় মাংসপিণ্ডবৎ হয় এবং ক্রমে ইহাতে ক্রিমি সকল জন্মিয়া থাকে॥ ৮

মেদোদোষজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় তৈলাভ শোথ ও ক্লেদযুক্ত, কণ্ডু বিশিষ্ট এবং কোমল হয়॥ ৯

ক্ষতজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পুনঃ পুনঃ বিদারণবৎ ও কুঠারাঘাতবৎ বেদনা যুক্ত, গ্রথিত ও কণ্ডু সমন্বিত হইয়া থাকে॥ ১০

বাত-কফের প্রকোপে ওষ্ঠে জল বুদ্‌বুদের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট জলার্ব্বুদ নামক রোগ উৎপন্ন হয়॥ ১১

গণ্ডপ্রদেশে (এক গণ্ডে) দাহ ও জ্বর সমন্বিত কঠিন শোথ জন্মে। ইহাকে গণ্ডালজীরোগ কহে॥ ১২

(একাদশ প্রকার ওষ্ঠরোগ কথিত হইল।)

(দন্তগত রোগ।)

বায়ুর প্রকোপহেতু দন্তসমূহে উষ্ণস্পর্শ সহ্য হয়, কিন্তু শীতলস্পর্শে অতীব যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ইহাতে শূলনি হেতু বোধ হয়, যেন দন্ত সকল দলিত (বিদীর্ণ) হইয়া যাইতেছে। এই রোগ শীতদন্ত ও দালন নামে কথিত হয়॥ ১৩

দন্তহর্ষ রোগে দন্ত সকল প্রবল বায়ু এবং অম্ল ও শীতল ভক্ষ্য দ্রব্য সহ্য করিতে পারে না। অম্লদ্রব্য ভোজনে দন্ত সমূহ বেদনান্বিত এবং চলিত বলিয়া বোধ হয়॥ ১৪

দন্তভেদ রোগে দন্ত সকল সূচীবেধবৎ এবং বিদারণবৎ বেদনা যুক্ত ও স্ফুটনবৎ হইয়া থাকে॥ ১৫

দন্তচাল রোগে দন্ত সকল নড়ে এবং কোনও বস্তু ভক্ষণ করিলেই উহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়॥ ১৬

অত্যন্ত বৃহৎ দন্ত সকল উদ্ভূত হইলে তাহাকে করাল রোগ কহে॥ ১৭

অধিদন্ত বা বর্দ্ধন নামক দন্তরোগে একটি অতিরিক্ত দাঁত (আক্কেল দাঁত) উঠে। দন্তের উদ্গম কালে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়; কিন্তু উহা উদ্গত হইলে পর আর কোনও যন্ত্রণা থাকে না॥ ১৮

দন্ত সকল পরিষ্কার না করিলে দন্তগত মল বা কফ বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত ও কঠিনীভূত হয়। উপেক্ষিত হইলে ক্রমে উহা শর্করা নামক রোগে পরিণত হইয়া থাকে॥ ১৯

কপালিকা রোগে দন্তাবয়ব সকল খাপ্‌রার ন্যায় ক্ষুদ্রক্ষুদ্রাকারে খসিয়া পড়ে।

রক্ত, পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ হেতু দন্ত সকল শ্যাববর্ণ হয়। ইহাকে শ্যাবদন্ত রোগ কহে॥ ২০

বাতোল্বণ দোষ সকল মূলের সহিত দন্তকে আশ্রয় করিয়া দন্তমজ্জা শোষিত করে। তাহাতে দন্ত সকল ছিদ্র যুক্ত এবং অন্নমল দ্বারা পূর্ণ হয়। সেই অন্নমল পচিলে দুর্গন্ধতাপ্রযুক্ত তাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিমি সকল উৎপন্ন হয়। এই রোগে দাঁত নড়ে ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহাতে অতিশয় বেদনাযুক্ত শোথ, অকস্মাৎ বেদনার আধিক্য বা হঠাৎ বেদনার প্রশম এবং প্রভূত পরিমাণে পূয ও রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ইহার নাম ক্রিমিদন্তক রোগ॥ ২১

(দশ প্রকার দন্তগত রোগ কথিত হইল।)

শ্লেষ্মা ও রক্তের প্রকোপে দন্ত মাংস সকল পচিয়া দুর্গন্ধ, ক্লেদযুক্ত, কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং বিনা কারণে রক্ত পড়ে, ইহাকে শীতাদ রোগ কহে।

পিত্ত ও রক্তের দুষ্টি হেতু উপকুশ নামক রোগ জন্মে। এই রোগে দন্তমাংস পাকে এবং দাহ যুক্ত, রক্তবর্ণ, স্ফীত ও কণ্ডুবিশিষ্ট হয়। ইহাতে রক্তস্রাব হয়। রক্তস্রাব বন্ধ হইলে ইহা আধ্মাত অর্থাৎ স্ফীত হইয়া থাকে। উপকুশ রোগে দন্ত সকল সচল ও অল্পবেদনা যুক্ত হয় এবং মুখে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে॥ ২২

দন্তপুপ্পুট নামক রোগে দুইটি বা তিনটি দন্তের মূলে কুলের আঁঠির ন্যায় কঠিন শোথ জন্মে। সেই শোথ অত্যন্ত বেদনা যুক্ত হয় ও শীঘ্র পাকে। ইহা কফরক্তজ ব্যাধি ॥ ২৩

প্রদুষ্ট বাতাদি দোষ ও রক্ত কর্তৃক দন্তমাংসের (দন্তবেষ্টের) বাহ্য ও আভ্যন্তর ভাগে বেদনা ও দাহযুক্ত প্রবল শোথ উৎপন্ন হয়। সেই শোথ ভিন্ন হইলে অর্থাৎ ফাটিয়া গেলে তাহা হইতে পূয ও রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। ইহার নাম দন্তবিদ্রধি রোগ ॥ ২৪

যে রোগে দন্তমূলে যন্ত্রণাদায়ক শোথ হয় এবং লালা নির্গত হইতে ও দন্তমাংস খসিয়া পড়িতে থাকে, তাহাকে সুষির রোগ কহে। ইহা পিত্তরক্তজ ব্যাধি ॥ ২৫

মহাসুষির নামক রোগে সান্নিপাতিক জ্বর, পূয ও রক্তের স্রাব এবং দন্তবন্ধন সকল শিথিল হয় ॥ ২৬

শ্লেষ্মপ্রকোপে দন্তসমূহের প্রান্তভাগে (কসে) হনু ও কর্ণের অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কীলসদৃশ শোথ উৎপন্ন হয়। তাহাতে আহারের ব্যাঘাত জন্মে। ইহার নাম অধিমাংসক ॥ ২৭

দন্তকাষ্ঠাদির দ্বারা দন্তমাংস ঘৃষ্ট হইলে তাহাতে প্রবল শোথ হয় এবং দন্ত সকল চলিত হইয়া থাকে। ইহাকে বিদর্ভ রোগ কহে। অভিঘাত হেতু এই রোগ জন্মে ॥ ২৮

যে ব্যক্তি দন্তমাংসাশ্রিত সাধ্যরোগ সমূহকেও উপেক্ষা করে, কুপিত বাতাদি দোষ তাহার দন্তমাংসাভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালী জন্মায়। তাহাতে পুনঃ পুনঃ পূয নির্গত হয় এবং ত্বক্ মাংস ও অস্থি প্রভিন্ন হয়।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতজ ও অভিঘাতজ ভেদে দন্তনালী পাঁচপ্রকার। বাতাদির স্ব স্ব লক্ষণ দ্বারা নালীর দোষ স্থির করিবে ॥ ২৯।৩০

(দন্ত মূলগত ত্রয়োদশ প্রকার রোগ কথিত হইল)।

(জিহ্বাগত রোগ)

বায়ুর প্রকোপে জিহ্বা সেগুন পত্রের ন্যায় খরস্পর্শ, প্রসুপ্ত (স্বাদগ্রহণে অসমর্থ) ও স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) হয়।

পিত্তের প্রকোপে জিহ্বা দাহ ও উষা (তাপ) যুক্ত এবং রক্তবর্ণ মাংসাঙ্কুর সমূহে ব্যাপ্ত হয় ॥ ৩১

কফের প্রকোপে জিহ্বা গুরু, স্থূল এবং শাল্মলীকণ্টকবৎ মাংসাঙ্কুরে আকীর্ণ হয় ॥ ৩২

কফ ও পিত্তের প্রকোপে জিহ্বার অধোদেশে জিহ্বার স্তব্ধতাকারক, উন্নত শোথ উৎপন্ন হয়। উহা পাকিলে মৎস্যের ন্যায় আমগন্ধযুক্ত হয় এবং তাহা হইতে মাংস খসিয়া পড়ে। ইহার নাম অলস রোগ ॥ ৩৩

প্রদুষ্ট কফ পিত্ত ও রক্ত জিহ্বামূলের অধোভাগে লালাস্রাব, সন্তাপ, স্তম্ভ, বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত এবং খরস্পর্শ, জিহ্বাগ্রসদৃশ, মাংসাঙ্কুর ব্যাপ্ত, বাক্য ও আহারের বিনাশকারী শোথ উৎপাদন করে। ইহাকে অধিজিহ্ব রোগ কহে ॥ ৩৪

জিহ্বার উপরিভাগে উক্তরূপ শোথ জন্মিলে তাহাকে উপজিহ্ব কহে ॥ ৩৫

(ছয় প্রকার জিহ্বারোগ কথিত হইল)

(তালুগত রোগ)

বায়ুর প্রকোপহেতু তালুমাংস প্রদুষ্ট হইলে তাহাতে বেদনান্বিত, খরস্পর্শ, বহু, ঘনাবয়ববিশিষ্ট ও স্রাবযুক্ত পিড়কাসমূহ উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে তালুপিটিকা রোগ কহে ॥ ৩৬

দুষ্টকফ ও রক্তহেতু তালুমূলে মৎস্যের বস্তিসদৃশ, কোমল, লম্বমান, পিচ্ছিল যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গলশুণ্ডিকা রোগ কহে। এই রোগে আহারকালে ভোজ্যদ্রব্য নাসা দিয়া নির্গত হইয়া পড়ে। গলশুণ্ডিকা রোগে কণ্ঠরোধ, তৃষ্ণা, কাস ও বমি হয় ॥ ৩৭

তালু মধ্যে যে বেদনাহীন ও সংহত মাংসোপচয় হয়, তাহাকে তালুসংহতি রোগ কহে ॥ ৩৮

রক্তের প্রকোপে তালুমধ্যে পদ্মের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাল্বর্ব্বুদ কহে ॥ ৩৯

শ্লেষ্মার প্রকোপে তালুপ্রদেশে অল্পবেদনাযুক্ত কচ্ছপের ন্যায় পৃষ্ঠোন্নত যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কচ্ছপরোগ কহে। ইহা বিলম্বে বর্দ্ধিত হয়।

প্রদুষ্ট কফ ও মেদ তালুদেশে কুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অবেদন ও কঠিন যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে ॥ ৪০

পিত্ত প্রকুপিত হইয়া তালুদেশে পাক উৎপাদন করে। তালু পাকিলে তাহা পূযস্রাবী ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। ইহা তালুপাক নামে অভিহিত ॥ ৪১

বাত, পিত্ত, জ্বর ও শ্রমহেতু তালু শুষ্ক হইলে, তাহাকে তালুশোষ রোগ কহে ॥ ৪২

(আটপ্রকার তালুরোগ কথিত হইল)

(গলরোগ)

কণ্ঠপ্রদেশে জিহ্বামূলে গলমার্গরোধক, ভয়ঙ্কর মাংসাঙ্কুর সকল উৎপন্ন হয়, ইহাদিগকে রোহিণী কহে। রোহিণী রোগ শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং (গলরোধ হেতু) শীঘ্রই প্রাণ বিনষ্ট করে ॥৪৩

বাতজরোহিণী রোগে কণ্ঠ ও মুখের শোষ এবং হনুপ্রদেশে ও কর্ণদ্বয়ে বেদনা হইয়া থাকে॥৪৪

পিত্তজ রোহিণী রোগে মাংসাঙ্কুর সকল শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন হয় ও শীঘ্র শীঘ্র পাকে এবং তাহারা অতি লোহিত বর্ণ ও স্পর্শনাসহ হয়। এই রোগে জ্বর, সন্তাপ, পিপাসা, মোহ ও কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমনবৎ প্রতীতি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৪৫

কফজ রোহিণী রোগে কণ্ঠাভ্যন্তরস্থ মাংসাঙ্কুর সকল পিচ্ছিল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। রক্তজ রোহিণী স্ফোটকদ্বারা ব্যাপ্ত, তপ্তাঙ্গার তুল্য (বর্ণে বা স্পর্শে), কর্ণে বেদনাপ্রদ ও পিত্তজ রোহিণীর লক্ষণযুক্ত হয় ॥ ৪৬

সান্নিপাতিক রোহিণী গম্ভীরপাকী ও ত্রিদোষলক্ষণাক্রান্ত হয় ॥ ৪৭

কফোল্বণ বাতাদিদোষের প্রকোপে কণ্ঠাভ্যন্তরে কুলের ন্যায় গ্রথিত ও উন্নত, শূকবৎ বা কণ্টকবৎ গলমার্গনিরোধক যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কণ্ঠশালুকরোগ কহে ॥ ৪৮

কণ্ঠপার্শ্বে গোলাকার, সমুন্নত, দাহ ও জ্বরবিশিষ্ট যে শোথ জন্মে, তাহাকে বৃন্দরোগ কহে ॥ ৪৯

কণ্ঠদেশে হনুসন্ধ্যাশ্রিত, কার্পাসীফলসদৃশ, পিচ্ছিল, অল্পবেদনাযুক্ত ও কঠিন যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তুণ্ডিকেরিকা রোগ কহে ৫০

গলৌঘ নামক রোগে গলদেশের বাহিরে ও অভ্যন্তরে গলমার্গের অর্গল সদৃশ (অন্ন জল ও বায়ুর গতিরোধক), দারুণ শোথ উৎপন্ন হয়। ইহাতে মস্তকে ভারবোধ, তন্দ্রা, লালাস্রাব ও জ্বর এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৫১

কণ্ঠদেশে অল্পবেদনান্বিত, আয়ত ও উন্নত বলয়াকৃতি যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলয়রোগ কহে॥ ৫২

বাতাদিদোষের প্রকোপে গলমধ্যে একটি বা অনেকগুলি অল্প বেদনান্বিত, বিস্তীর্ণ-মূল মাংসকীল উৎপন্ন হয়। তাহাতে শ্বাস প্রশ্বাস ও ভোজনকার্য্য অতিকষ্টে হইয়া থাকে। ইহার নাম গলায়ু রোগ॥ ৫৩

কণ্ঠমধ্যে বহুমাংসাঙ্কুর পরিবৃত, অতীব বেদনাদায়ক, শতঘ্নীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে বর্ত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে শতঘ্নী কহে। শতঘ্নী যেমন লৌহকণ্টকে আকীর্ণ, ইহাও তেমনি মাংসাঙ্কুর সমূহে ব্যাপ্ত। ইহাতে প্রবল তৃষ্ণা, জ্বর ও শিরোব্যথা বিদ্যমান থাকে॥ ৫৪

সমস্ত কণ্ঠ ব্যাপিয়া যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। ইহা শীঘ্র জন্মে ও শীঘ্র পাকে। ইহাতে অত্যন্ত বেদনা ও দুর্গন্ধ পূযের ন্যায় স্রাব হইতে থাকে॥ ৫৫

দুষ্ট বাতাদি দোষ জিহ্বার বিরামস্থানে কণ্ঠাদিতে অপাক, কঠিন, রক্তবর্ণ, বেদনাহীন শোথ উৎপাদন করে। তাহাকে গলার্ব্বুদ কহে॥ ৫৬

প্রদুষ্ট বায়ু, শ্লেষ্মা ও মেদ কর্তৃক গলদেশের বহির্ভাগে গলগণ্ড নামক রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মুষ্কবৎ ঝুলিতে থাকে। গলগণ্ড রোগে বেদনা থাকে না॥ ৫৭

বাতজ গলগণ্ড কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, সূচীবেধবদ্ বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ শিরা সমূহে ব্যাপ্ত হয়। ইহা বৰ্দ্ধিত (পরিপুষ্ট) হইলে রোগির তালু ও গলের শোষ ও মুখের বৈরস্য উৎপাদন করে॥ ৫৮

কফপ্রকোপ হেতু জাত গলগণ্ড কঠিন, ত্বক্‌সমানবর্ণ (কেহ কেহ বলেন প্রকৃতিসমবর্ণ অর্থাৎ কফপ্রকৃতি হেতু শ্বেতাভ), কণ্ডুযুক্ত, শীতলস্পর্শ ও গুরু হয়। ইহা বৰ্দ্ধিত হইলে রোগির মুখ মধুর এবং তালু ও গলদেশ কফলিপ্ত হইয়া থাকে॥ ৫৯

প্রবৃদ্ধ মেদোজাত গলগণ্ড কফজ গলগণ্ডের লক্ষণযুক্ত হয়। শরীরের হ্রাসে ইহার হ্রাস ও শরীরের বৃদ্ধিতে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে গলায় শব্দ উৎপাদন করে ও স্বরের অল্পতা জন্মায়॥ ৬০

স্বরঘ্ন নামক রোগে বায়ুর গতি (শ্বাসমার্গ) কফ কর্তৃক রুদ্ধ হওয়ায় রোগির কণ্ঠ শুষ্ক, স্বরভেদ ও মূর্চ্ছা হয় এবং সে নিরন্তর শ্বাস ফেলিতে (হাঁপাইতে) থাকে। ইহা বাতজ ব্যাধি। (অষ্টাদশ প্রকার গলরোগ কথিত হইল)॥ ৬১

(মুখরোগ।)

কুপিত বায়ু মুখ মধ্যে সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইয়া সঞ্চরণশীল, অরুণবর্ণ, রুক্ষ ব্রণসমূহ উৎপাদন করে। ইহাতে ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, চলত্বক্ (ওষ্ঠত্বক্ চঞ্চল) এবং জিহ্বা শীতস্পর্শাক্ষম, গুরু, স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) ও কণ্টকাকীর্ণ হয়। রোগী অতি কষ্টে মুখ বিবৃত (হাঁ) করিতে পারে। ইহার নাম মুখপাক রোগ॥ ৬২।৬৩

অর্শঃ, গুল্ম ও প্রবৃদ্ধ কফাদি কর্ত্তৃক বায়ু অধঃপ্রতিহত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। তাহাতে মুখের দৌর্গন্ধ্য জন্মে। এই রোগকে ঊর্দ্ধগদ কহে॥ ৬৪

পিত্তজ মুখপাক রোগে—দাহ, সন্তাপ, মুখের তিক্ততা এবং ব্রণসকল ক্ষারলিপ্ত ক্ষতের ন্যায় বেদনাযুক্ত হয়। রক্তজ মুখপাকেও এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৬৫

কফজ মুখপাকে মুখের মধুরতা এবং ব্রণসমূহ কণ্ডুবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল হয়॥ ৬৬

প্রবৃদ্ধ শ্লেষ্মা কপোলান্তঃপ্রদেশকে আশ্রয় করিয়া শ্যাব ও পাণ্ডুবর্ণ অর্ব্বুদ জন্মায়। সেই অর্ব্বুদ পাটিত, ছিন্ন বা মৃদিত হইলে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৬৭

বাতাদি ত্রিদোষ ও রক্তের প্রকোপে যে মুখপাক উৎপন্ন হয়, তাহাতে বাতাদি সকল দোষেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৬৮

যে ব্যক্তি দন্তকাষ্ঠাদি দ্বারা দন্ত সকল পরিষ্কার না করে, উক্ত দোষ সমূহ কর্ত্তৃক তাহার পূত্যাস্যতা (মুখদৌর্গন্ধ্য) রোগ জন্মিয়া থাকে॥ ৬৯

ওষ্ঠে একাদশ, গণ্ডে এক, দন্তে দশ, দন্তমূলে ত্রয়োদশ, জিহ্বাতে ছয়, তালুতে আট, গলদেশে অষ্টাদশ এবং মুখে আট প্রকার সাকল্যে ৭৫ প্রকার মুখরোগ বর্ণিত হইল। ইহাদের মধ্যে যে সকল রোগ অসাধ্য, তাহা বলা যাইতেছে।

করাল নামক দন্তরোগ, মাংসজ ও রক্তজ ওষ্ঠরোগ, জলার্ব্বুদ ভিন্ন অন্যান্য অর্ব্বুদ রোগ, কচ্ছপ, তালুপিটিকা, গলৌঘ, মহাসুষির, স্বরঘ্ন, ঊর্দ্ধগদ, শ্যাবদন্ত, শতঘ্নী, বলয়, অলস, দন্তমূলজাত সান্নিপাতিক নালী, সান্নিপাতিক ওষ্ঠরোগ, রক্তজ রোহিণী, সান্নিপাতিক রোহিণী, যাহাতে দন্ত স্ফুটিত হয়, এরূপ দন্তভেদ রোগ, পক্ক উপজিহ্বিকা, গলগণ্ড, স্বরভ্রংশ এবং বৎসরাতিক্রান্ত কৃচ্ছ্রশ্বাস এই সকল রোগ অসাধ্য। দন্তহর্ষ ও দন্তভেদ রোগ যাপ্য। বক্ষ্যমাণ যথাযোগ্য শস্ত্র ও ঔষধ দ্বারা অবশিষ্ট রোগ সকলের চিকিৎসা করিবে॥ ৭০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে মুখরোগ-বিজ্ঞান নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা মুখরোগ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

খণ্ডৌষ্ঠের (ছিন্নৌষ্ঠের) উভয়প্রান্ত স্নিগ্ধ স্বিন্ন ও লিখিত করিয়া ক্ষৌম সূত্রদ্বারা সেলাই করিয়া দিবে। পরে সদ্যোব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে (তদুপরি শতধৌতঘৃতাভ্যক্ত কবলিকা প্রদান করিবে)॥ ২

যষ্টিমধু, লতাফট্কী, লোধ, থুলকুড়ি, অনন্তমূল, উৎপল, পটোলী (স্বাদু পটোল) ও কাকমাচী ইহাদের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া তাহার অভ্যঞ্জন প্রয়োগ করিবে॥ ৩

বাতহর মধুরগণোক্ত ঔষধ সমূহের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য দিবে॥ ৪

ধূনা, মোম, গুগ্‌গুলু ও দেবদারুর সহিত মহাস্নেহ পাক করিবে। সেই মহাস্নেহে তুলা ভিজাইয়া বাতজ ওষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা এই স্নেহচতুষ্টয়কে মহাস্নেহ কহে॥ ৫

উক্ত মহাস্নেহের সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ (অল্পে অল্পে ঘর্ষণ) করিলে বাতজ ওষ্ঠরোগ নিবারিত হয়॥ ৬

বাতজ ওষ্ঠরোগে দুগ্ধের সহিত এরণ্ডপত্র সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা নাড়ীস্বেদ দিবে। খণ্ডৌষ্ঠরোগে কথিত তৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে এবং মস্তকে তাহার তর্পণ (মস্তকের অভ্যঙ্গ) ব্যবস্থা করিবে॥ ৭।৮

পিত্তজ ও অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগে জলৌকা ধরাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। লোধ, ধূনা, মধু ও যষ্টিমধু দ্বারা প্রতিসারণ এবং গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও পত্তঙ্গ (বকম কাষ্ঠ বা রক্তচন্দন) ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ করিবে। উক্ত দ্বিবিধ ওষ্ঠরোগে ও রক্তজ ওষ্ঠরোগে পিত্তবিদ্রধিবৎ সমস্ত ক্রিয়া করিবে।

কফজ ওষ্ঠরোগে প্রথমে রক্তমোক্ষণ করিয়া পরে আকনাদি, যবক্ষার, ত্রিকটু ও মধু দ্বারা প্রতিসারণ করিবে এবং কফনাশক ধূম, নস্য ও গণ্ডূষ প্রয়োগ করিবে॥ ৯—১২

মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে প্রথমে স্বেদ দিবে। পরে পাকিলে ভেদ করিয়া মেদ নিষ্কাশন পূর্ব্বক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। তৎপরে প্রিয়ঙ্গু, লোধ ও ত্রিফলাচূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে॥ ১৩

জলার্ব্বুদ অস্ত্রদ্বারা ভিন্ন ও ক্লেদ নিষ্কাশন পূর্ব্বক শোধিত করিয়া তাহাতে মধুযুক্ত পিপুল মরিচাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। রোগ অবগাঢ় (বদ্ধমূল) বা অতি প্রবল হইলে ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দহন করিবে॥ ১৪

গণ্ডালজী রোগের আমাদি-অর্থাৎ অপকাদি অবস্থায় শোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে॥ ১৫

শীতদন্ত রোগে স্বেদ দিয়া ব্রীহিমুখ শস্ত্রদ্বারা পালী (মাড়ি) বিলিখিত করিয়া (আঁচড়াইয়া) অত্যুষ্ণ তৈল দ্বারা দগ্ধ করিবে। পরে মুতা, সৈন্ধব, দাড়িমের ছাল, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, প্রিয়ঙ্গু, জামের আঁঠি ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষ সকলের কাথে কবল এবং অণুতৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ১৬

দন্তহর্ষ ও দন্তভেদ রোগে সর্ব্বপ্রকার বাতহর কার্য্য হিতকর। এই রোগে তিল ও যষ্টিমধুর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধের গণ্ডূষ ধারণ করিবে॥ ১৭

দন্তচাল রোগে দশমূলের কাথ স্নেহসংযুক্ত করিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ এবং তুঁতে, লোধ, পিপুল, স্থলপদ্ম, বকমকাষ্ঠ ও সৈন্ধব ইহাদের চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্নিগ্ধ নস্য, অন্ন ও কবলাদি অনুশীলন করিবে॥ ১৮

অধিকদন্ত ক্ষার দ্বারা লিপ্ত করিবে। উহা জর্জ্জরিত হইলে ক্রিমিদন্তের ন্যায় তুলিয়া ফেলিবে এবং ক্রিমিদন্ত বিধানে উহার চিকিৎসা করিবে। অধিদন্ত তুলিবার পর যখন দেখিবে তথায় আর রক্তের অবস্থিতি নাই, তখন সেই স্থান দগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে॥ ১৯

দন্তমূল আহত না হয়, এরূপভাবে দন্তলেখনক অস্ত্র দ্বারা দন্ত হইতে শর্করা সকল তুলিয়া ফেলিবে। পরে মধুযুক্ত ক্ষার চূর্ণ দ্বারা শর্করাস্থান ঘর্ষণ করিবে॥ ২০

কপালিকা রোগেও এইরূপ চিকিৎসা এবং দন্তহর্ষোক্ত চিকিৎসা অবলম্বন করিবে॥ ২১

ক্রিমিদন্ত যদি না নড়ে, তাহা হইলে তাহাতে স্বেদ দিয়া রক্তাদি স্রাব করাইবে এবং স্নিগ্ধ বাতঘ্ন প্রলেপ, গণ্ডূষ, নস্য ও আহার ব্যবস্থা করিবে। গুড় অথবা মোমের দ্বারা ক্রিমিকৃত ছিদ্র পূরণ করিয়া তাহা তপ্ত বক্র শলাকাদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। ছাতিম ও আকন্দের আঠা দ্বারা ক্রিমি-ছিদ্র পূরণ করিলে ক্রিমিকৃত শূল নিবারিত হয়॥ ২২

হিঙ্গু, কট্‌ফল, হীরাকস্, স্বর্জিক্ষার, কুড় ও বিড়ঙ্গ ইহাদের চূর্ণ বস্ত্রপোট্টলীস্থ করিয়া তাহা দন্তে ধারণ করিলে ক্রিমিজনিত শূল আশু নিবারিত হয়॥ ২৩

উক্ত হিঙ্গ্বাদি দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহার অথবা এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও ভূকদম্বের (পাঠান্তরে—এরণ্ড, কণ্টকারী, ভূর্জ্জপত্র ও কদম্ব এই সকলের) কাথের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের গণ্ডূষ ধারণ করাইবে॥ ২৪

এইরূপ বহুবিধ চিকিৎসা দ্বারাও যন্ত্রণার উপশম না হইলে মূল হইতে বিমুক্ত সুদৃঢ় দন্তও লঘু সন্দংশক (সাঁড়াশী) বা দন্তনির্ঘাতন যন্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিবে। পরে তৈলের বা মধুর সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া সেই তৈলের বা মধুর গণ্ডূষ ধারণ করিবে॥ ২৫

তদনন্তর ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, পানিফল ও কেশুরের কল্ক এবং দশগুণ দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য প্রদান করিবে॥ ২৬

কৃশ, দুর্ব্বল, বৃদ্ধ ও বাতপীড়িত ব্যক্তিগণের দন্ত এবং উপর পাটীর দন্ত উদ্ধৃত করিবে না। যেহেতু তাহাতে বহু উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাদের দন্ত উদ্ধৃত করা যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে তাহা উৎপাটিত করিবার পর স্নিগ্ধ, স্বাদু ও শীতল ক্রিয়া করিবে॥ ২৭

শীতাদ রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া মুতা, অর্জ্জুনছাল, গুড়ত্বক্, ত্রিফলা, প্রিয়ঙ্গু (পাঠান্তরের অর্থ—নীলীবৃক্ষ), রসাঞ্জন ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। উক্ত মুতা প্রভৃতি দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার কবল ধারণ এবং মধুরগণের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য গ্রহণ করিবে॥ ২৮

উপকুশ রোগে উষ্ণজলের গণ্ডূষধারণ দ্বারা দন্তমাংস সকল স্বিন্ন করিয়া তাহা মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা অথবা গোজিয়া সেগুণ প্রভৃতির কর্কশ পত্রদ্বারা বারংবার লিখিত করিবে। তদনন্তর লাক্ষা, প্রিয়ঙ্গু, বকমকাষ্ঠ, সৈন্ধবলবণ, গেরিমাটী, কুড়, শুঁঠ, মরিচ, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জন ইহাদের চূর্ণ ঘৃতমণ্ড ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। পরে ঈষদুষ্ণ ঘৃতমণ্ডের বা তৈলের কবল ধারণ অথবা মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃতের কবল ও নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ২৯

দন্তপুপ্পুটক স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন এবং অবস্থানুসারে শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন, ভিন্ন বা বিলিখিত করিয়া তাহা যষ্টিমধু, স্বর্জিকাক্ষার, শুঁঠ ও সৈন্ধবচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে॥ ৩০

দন্তবিদ্রধি রোগে কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য ও রূক্ষ দ্রব্যের কবল ও প্রলেপ এবং কট্‌কী, কুড়, বিছাটী ও যবচূর্ণ ইহাদের প্রতিসারণ ব্যবস্থা করিবে। পাক রক্ষা করিবে অর্থাৎ যাহাতে না পাকে,

শীতবীর্য্য ঔষধ দ্বারা তাহা করিবে। পাকিলে অস্ত্র-দ্বারা বিদারিত করিবে। রোগ অবগাঢ় মূল হইলে তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে॥ ৩১

সুষির রোগে ছিন্ন ও লিখিত করিয়া লোধ, মুতা, মৌরি, স্থলপদ্ম, রসাঞ্জন, বকমকাষ্ঠ, পলাশ ও কট্‌ফল ইহাদের চূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রতিসারণ এবং ঐ সকল দ্রব্যেরই কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার গণ্ডুষ ধারণ ব্যবস্থা করিবে। যষ্টিমধু, লোধ, উৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, অগুরু, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, সিতা (শ্বেত কণ্টকারী) ও পুণ্ড্র (পুণ্ডরিয়া) ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য প্রদান করিবে॥ ৩২

অধিমাংস ছেদন করিয়া তাহা বচ, চৈ, আকনাদি, স্বর্জিক্ষার ও যবক্ষার ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। ইহাতে পল্‌তা, নিমছাল ও ত্রিফলার কাথের কবল প্রশস্ত॥ ৩৩

দন্তবিদর্ভরোগে মণ্ডলাগ্রশস্ত্র দ্বারা দন্তমূল চিরিয়া তাহা শোধন করিবে। তৎপরে তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ করিয়া শীতল (শীতবীর্য্যদ্রব্যসাধিত) নস্য ও গণ্ডূষাদি প্রয়োগ করিবে॥ ৩৪

দন্তনালী রোগে অগ্রে বমন বিরেচন দ্বারা কায় শোধন ও নস্যাদি দ্বারা শিরঃ সংশোধন করিবে। পরে দন্ত উদ্ধৃত করিয়া সেই স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। নালী বক্র ও বহুগতি হইলে মোম বা গুড় দ্বারা পূর্ণ করিয়া দগ্ধ করিবে। জাতীপত্র, মদনফল, খদির ও স্বাদুকণ্টক (বৈঁচছাল) ইহাদের কাথে ক্ষত ধৌত করিবে। ক্ষীরিবৃক্ষের কাথে গণ্ডুষ ধারণ ও ক্ষীরিবৃক্ষের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য গ্রহণ করিবে॥ ৩৫

বাতজ ওষ্ঠপ্রকোপ রোগের যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, বাতজ জিহ্বাকণ্টকরোগেও সেই চিকিৎসা করিবে। পিত্তজ জিহ্বাকণ্টক রোগে জিহ্বা বিঘৃষ্ট এবং দুষ্ট শোণিত নিঃসারিত করিয়া মধুরগণোক্ত দ্রব্যের প্রতিসারণ, গণ্ডূষ ও নস্য ব্যবস্থা করিবে। কফজ জিহ্বাকণ্টক রোগেও এইরূপে রক্তস্রাব করাইয়া সর্ষপ, ত্রিকটু প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের প্রতিসারণ, গণ্ডুষ ও নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ৩৬।৩৭

নবোৎপন্ন জিহ্বালসক রোগেও এইরূপ অর্থাৎ তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের প্রতিসারণাদি করিবে। কিন্তু ইহাতে অস্ত্রোপচার করিবে না॥ ৩৮

অধিজিহ্বিকারোগে বড়িশের দ্বারা জিহ্বা আকৃষ্ট ও উন্নমিত করিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে। পশ্চাৎ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্যের দ্বারা ঘর্ষণ করিবে॥ ৩৯

উপজিহ্বা শস্ত্র, কর্কশপত্র বা অঙ্গুলি দ্বারা পরিস্রাবিত করিয়া তাহাতে যবক্ষার ঘর্ষণ করিবে॥ ৪০

কফনাশক নস্য, গণ্ডূষ ও প্রতিসারণ দ্বারা গলশুণ্ডিকার চিকিৎসা করিবে॥ ৪১

গলশুণ্ডিকা প্রবৃদ্ধ হইলে জিহ্বার অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকৃতি কাঁকুড়বীজসদৃশ যে পদার্থ জন্মে, তাহা বড়িশাদি যন্ত্রদ্বারা আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলাগ্রশস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে। অতি প্রান্তভাগে বা একবারে মূলে যেন ছেদন করা না হয়। অতিচ্ছেদে অধিক রক্তস্রাব হেতু মৃত্যু এবং হীনচ্ছেদে ব্যাধির বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৪২

গলশুণ্ডিকা সম্যক্ ছিন্ন হইলে পর মরিচ, আতইচ, আক্‌নাদি, বচ, কুড় ও কৈবর্ত্তমুতা

ইহাদের চূর্ণ সৈন্ধবলবণ ও মধু সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ঘর্ষণ এবং কট্‌কী, আতইচ, আকনাদি, নিম, রাস্না ও বচ ইহাদের কাথের কবল গ্রহণ করিবে ॥ ৪৩

তালুসঙ্ঘাত, তালুপুপ্পুট ও কচ্ছপরোগে উক্তবিধানে শস্ত্রদ্বারা বিলেখন করিয়া চিকিৎসা করিবে ॥ ৪৪

অপক্ব তালুপাকে মধুসংযুক্ত হীরাকস ও রসাঞ্জন চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে এবং শীতল কষায় ও মধুর ঔষধের কাথের কবল ধারণ করিবে ॥ ৪৫

তালুপাক রোগ পাকিলে অষ্টাপদবৎ অর্থাৎ সতরঞ্চ খেলার ঘরের ন্যায় কাটিয়া তাহাতে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ এবং বাসক, নিম, পল্‌তা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্যের (প্রভৃতি শব্দে জাতী, করবী, গুলঞ্চ, কট্‌কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেত্রাগ্র, কণ্টকারী ইহাদের কাথ এবং মধু ও তৈল গ্রহণীয়) কাথের কবল গ্রহণ করিবে ॥ ৪৬

তালুশোষরোগে তৃষ্ণা না থাকিলে ভোজনের শেষে ঘৃতপান, পিপুল ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ জল পান, কাঞ্জিকাদির গণ্ডূষধারণ, স্নিগ্ধ জাঙ্গলদেশজাত মাংসরস আহার এবং দুগ্ধোত্থিত ঘৃতের নস্য ব্যবস্থা করিবে ॥ ৪৭

সর্ব্বপ্রকার কণ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের নস্যাদি ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে দারুহরিদ্রার ত্বক্, নিমছাল, রসাঞ্জন ও ইন্দ্রযবের কাথ অথবা মধু সংযুক্ত হরীতকীর কাথ পান হিতকর ॥ ৪৮

এই রোগে ত্রিফলা, ত্রিকটু, যবক্ষার, দারুহরিদ্রা, চিতা, রসাঞ্জন, আকনাদি, লতাফট্‌কী ও নিম এই সকল দ্রব্য শুক্ত ও গোমূত্রে পাক করিয়া তাহার কবল ধারণ এবং উক্ত দ্রব্যসমূহে প্রস্তুত গুটিকার প্রতিসারণ করিবে ॥ ৪৯

জলবেতস, লতাফট্‌কী, মুতা, দেবদারু, শুঁঠ, বচ, দন্তী ও মূর্ব্বা এই সকল দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দিলে বেদনা ও শোথ নিবারিত হয় ॥ ৫০

বাতজরোহিণীরোগে বাহ্য ও আভ্যন্তর ভাগে স্বেদ দিয়া অঙ্গুলিশস্ত্র বা লবণযুক্ত নখদ্বারা শীঘ্র বিলেখন করিবে। পরে পঞ্চমূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার কবলধারণ এবং তৈলের গণ্ডূষ ও নস্য গ্রহণ করিবে ॥ ৫১

পিত্তজরোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শর্করা ও মধুযুক্ত প্রিয়ঙ্গুচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। উক্ত শর্করা প্রভৃতি দ্রব্য এবং লোধ ও রক্তচন্দনের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার এবং দ্রাক্ষা ও ফল্‌সাফলের কাথের কবল ব্যবস্থা করিবে ॥ ৫২

রক্তসম্ভব রোহিণীরোগে প্রত্যাখ্যান করিয়া (অর্থাৎ ভাল হইতেও পারে নাও পারে, এইরূপ রোগির আত্মীয়বর্গকে বলিয়া) পিত্তজরোহিণীবৎ চিকিৎসা করিবে ॥ ৫৩

কফজ রোহিণীরোগে স্থূল ও কটুবর্গোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। আপাং, মদনফল, অপরাজিতা, দন্তী, বিড়ঙ্গ ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল নস্যে ও গণ্ডূষে প্রয়োগ করিবে ॥ ৫৪

বৃন্দ, কণ্ঠশালূক, তুণ্ডকেরী ও গিলায়ু রোগে কফজরোহিণীবৎ চিকিৎসা করিবে ॥ ৫৫

গলবিদ্রধি রোগে শস্ত্র দ্বারা রক্তস্রাব করাইয়া শ্রেষ্ঠা (ত্রিফলা), গোরোচনা, রসাঞ্জন, গেরিমাটী, লোধ, সৈন্ধব, পত্তঙ্গ (রক্তচন্দন) ও পিপুল ইহাদের ক্বাথের গণ্ডূষ ধারণ এবং এই সকল দ্রব্যের চূর্ণদ্বারা প্রতিসারণ করিবে ॥ ৫৬

বাতজ গলগণ্ড স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া তাহা হইতে রক্ত নির্হরণ করিবে। পরে তাহাতে তিল, নাটাকরঞ্জবীজ, মসিনাবীজ, পিয়ালবীজ ও শণবীজের প্রলেপ দিবে। ব্রণ রূঢ় হইলে অর্থাৎ ক্ষত পুরিয়া উঠিলে শজিনা, লোধ, জয়ন্তী, গজপিপুল, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, গুলঞ্চ, আকন্দমূল, ময়নাফুল ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য সুরায় অথবা কাঞ্জিকে বাটিয়া বারংবার তাহার প্রলেপ দিবে ॥ ৫৭

গুলঞ্চ, নিমছাল, কুড়্চি, হংসপাদী (গোয়ালে লতা), বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা, পিপুল ও ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল গলগণ্ড রোগিকে পান করিতে দিবে ॥ ৫৮

কফজ গলগণ্ডেও বাতজগলগণ্ডোক্ত চিকিৎসা করিবে। তবে কফজ গলগণ্ডে স্বেদ ও বিম্লাপন (অঙ্গুল্যাদি দ্বারা টিপিয়া শোথের বিলয়ন) কার্য্য অধিক করিতে হইবে ॥ ৫৯

কফজ গলগণ্ডে বনযমানী, আতইচ, ঈশলাঙ্গলা, মেড়াশিঙী, কুঁচ, লাউ, কৈবর্ত্তমুতা ও পলাশ ক্ষার এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। কোদ্রবান্নভোজী হইয়া ক্ষারবিধানে পানার ক্ষার গোমূত্রে পাক করিয়া তাহা জলের সহিত পান করিবে। অথবা বৎসকাদিগণের ও পঞ্চলবণের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন এবং কফঘ্ন ধূম, বমন ও নস্যাদি গ্রহণ করিবে ॥৬০।৬১

মেদোজ গলগণ্ডে শিরাবেধ করিবে ও কফহর বিধি অবলম্বন করিবে। ইহাতে প্রাতঃকালে অসনাদির ত্বক্‌চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিতে দিবে ॥ ৬২

উপরি কথিত চিকিৎসায় রোগের শান্তি না হইলে গলগণ্ড শস্ত্র দ্বারা বিদারিত করিয়া ব্রণের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে ॥ ৬৩

সর্ব্বপ্রকার মুখপাক রোগে ত্রিফলা, আক্‌নাদি, কিস্‌মিস্‌ ও জাতীর কচিপাতা ইহাদের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া তদ্দারা মুখ ধাবন করিবে। অথবা উক্ত ত্রিফলাদি দ্রব্য বা কুঠেরাদিগণোক্ত দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া নিষ্ঠীবন করিবে ॥ ৬৪

বাতজ মুখপাকে পিপুল, সৈন্ধবলবণ ও এলাইচ ইহাদের চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে এবং বাতহর দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের কবল ধারণ ও নস্য গ্রহণ করিবে ॥ ৬৫

পিত্তজ ও রক্তজ মুখপাকে রক্তপিত্তনাশক এবং কফজ মুখপাকে কফনাশক চিকিৎসা করিবে ॥ ৬৬

কঠিন ও স্থির পিটিকা সকল শাকাদি (সেগুণ প্রভৃতি) কর্কশপত্র দ্বারা লিখিত করিবে ॥ ৬৭

ত্রিদোষজ মুখপাকে যে দোষের প্রাবল্য দেখিবে, সেই দোষের চিকিৎসা করিবে ॥ ৬৮

নবোৎপন্ন অপ্রবৃদ্ধ অর্ব্বুদ ছেদন করিয়া মধু, স্বর্জ্জিকাক্ষার ও শুঁঠচূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে এবং এই সকল দ্রব্যের ক্বাথের গণ্ডূষ ধারণ করিবে। ইহাতে গুলঞ্চ ও নিমছালের কল্কের সহিত মধু ও তৈল সংযুক্ত করিয়া তাহার গণ্ডূষ এবং তীক্ষ্ণ তৈলের নস্য ও অভ্যঞ্জন ব্যবস্থা করিবে। যবান্ন পথ্য দিবে ॥ ৬৯

পূতিবদন অর্থাৎ মুখদৌর্গন্ধ্য রোগে রোগিকে বমন করাইয়া তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের ধূম ও নস্য প্রদান করিবে। ইহাতে বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা মুখের অভ্যন্তর ভাগ ধৌত করিবে এবং এই সকল দ্রব্যেরই চূর্ণ দ্বারা মুখের ভিতর অবচূর্ণিত করিবে। শীতাদ ও উপকুশ রোগে কথিত নস্যাদি প্রয়োগ করিবে॥ ৭০

ত্রিফলা, চিতা, চিরতা, যষ্টিমধু, শ্বেতসর্ষপ, ত্রিকটু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যবক্ষার, মহাদা, অম্লবেতস, অশ্বত্থছাল, জামছাল, আমছাল, অর্জ্জুনছাল, বিটখদিরের (গুয়েবাব্‌লার) ছাল ও খদিরসার ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া ঘন করিবে এবং তাহাতে এই সকল (ত্রিফলাদি) দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। বিদেহাধিপতি কর্ত্তৃক প্রণীত এই গুটিকা মুখে নিত্য ধারণ করিলে কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তাল্বাদিতে অতি কষ্ট সাধ্য রোগ সকলও বিশেষতঃ রোহিণী, মুখশোষ ও মুখদৌর্গন্ধ্য রোগ প্রশমিত হয়॥ ৭১

খদিরাদি তৈল।

তৈল /৪ সের। কাথার্থ—খদির ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য—চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, কৈবর্ত্তমুতা, বালা, বেণার মূল, দেবদারু, লোধ, দ্রাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, পিড়িং, তগরপাদুকা, নখী, কট্‌ফল, ছোটএলাইচ, গন্ধতৃণ ও পত্তঙ্গ (রক্ত-চন্দন) প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধানে পাক করিবে। এই তৈল পান, নস্য গ্রহণ ও গণ্ডূষ দ্বারা মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ নিবারিত হইয়া গৃধ্রসদৃশ দৃষ্টিশক্তি এবং বরাহতুল্য শ্রুতিশক্তি জন্মে॥ ৭২

চাকুন্দে, লোধ ও দারুহরিদ্রা দ্বারা মুখ উদ্বর্ত্তিত (মর্দ্দন) করিয়া এই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে ব্যঙ্গ (মেচেতা), নীলিমা ও মুখদূষিকাদি বিনষ্ট হয় এবং বদন চন্দ্রতুল্য কান্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৭৩

তৈল /৪ সের। কাথার্থ—নীলঝিণ্টী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য—খদির, জামছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, আমছাল, বিট্‌খদিরের ছাল ও নীলোৎপল প্রত্যেক ৪ তোলা। যথাবিধানে পাক করিয়া এই তৈল মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ নিবারিত হয়। বিশেষতঃ চলদন্ত শ্রেণী (যে সকল দাত নড়ে) দৃঢ় হইয়া থাকে॥ ৭৪

খদির গুটিকা।

২৫ সের খদির ও ১২॥০ সের গুয়েবাব্‌লার ছাল একত্র ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পুনর্ব্বার সেই কাথ অগ্নিসন্তাপে জ্বাল দিবে। কাথ ঘনীভূত হইলে তাহাতে বেণার মূল, বালা, পত্তঙ্গ (বকমকাষ্ঠ), গেরিমাটী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লোধ, পুণ্ডরিয়া, যষ্টিমধু, লাক্ষা, রসাঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন, ধাইফুল, কট্‌ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপাত, এলাইচ, নাগেশ্বর, অগুরু, মুতা, মঞ্জিষ্ঠা, বটাঙ্কুর, জটামাংসী, দুরালভা, পদ্মকাষ্ঠ, এলবালুক ও বরাহক্রান্তা; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ ও কাঁক্‌লা প্রত্যেক ৮ তোলা এবং অর্দ্ধসের পরিমিত স্ফটিকবৎ অতি শুভ্র,

সুগন্ধি কর্পূর মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা সকল বান্ধিবে। এই গুটিকা সর্ব্বদা মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৭৫

খদিরগুটিকার কেবল কাথ্যৌষধের বিপর্য্যয় করিয়া অর্থাৎ খদির ১২॥০ সের ও বিট্‌খদিরের ছাল ২৫ সের পরিমাণে লইয়া অবশিষ্ট চন্দনাদি কল্কদ্রব্য ও জৈত্রী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সকল সহ উপরিউক্ত বিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ দূরীভূত হয়। চলদন্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ॥ ৭৬

এই খদিরাদি গুড়িকা ও বিট্‌খদিরের এই বিখ্যাত তৈল প্রতিদিন ব্যবহার করিলে সুস্থ ব্যক্তিরও দন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে॥ ৭৭

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, জাতীর কচি পাতা, দারুহরিদ্রা, দুরালভা ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ মধু সংযুক্ত করিয়া তাহার কবল গ্রহণ করিলে সকলপ্রকার মুখরোগ নিবারিত হয়॥ ৭৮

আকনাদি, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, কুড়, মুতা, বরাহক্রান্তা, কট্‌কী, হরিদ্রা, লোধ ও চৈ ইহাদের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিলে দন্তমাংসের যন্ত্রণা কণ্ডু পাক ও স্রাব প্রশমিত হয়॥ ৭৯

কালকচূর্ণ।

ঝুল, রসাঞ্জন, আকনাদি, ত্রিকটু, যবক্ষার, চিতা, অগুরু (চরকধৃতপাঠ—লোধ,) ত্রিফলা ও চৈ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ দন্তরোগ ও গলরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা কালকচূর্ণ নামে অভিহিত॥ ৮০

পীতকচূর্ণ।

দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, সৈন্ধব লবণ, মনঃশিলা, যবক্ষার ও হরিতাল ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুতে আলোড়িত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ, মুখরোগ ও গলরোগ নিবারিত হয়। ইহার নাম পীতকচূর্ণ॥ ৮১

রসক্রিয়া।

যবক্ষার, সাচীক্ষার, গৃহধুম, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, গেরিমাটী ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পাক করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই রসক্রিয়া গলরোগনাশিনী॥ ৮২

প্রথমে হরীতকী গোমূত্রকাথে (উষ্ণ গোমূত্রে) ডুবাইয়া পরে বালা, শুল্‌ফা ও কুড় দ্বারা ভাবিত করিবে। হিতবাক্যশ্রবণকারী রাজার যেমন কোনও অনর্থ হয় না, সেইরূপ উক্ত হরীতকী ভোজনকারীকে সামান্য মুখরোগও স্পর্শ করিতে পারে না॥ ৮৩

ছাতিমছাল, বেণার মূল, পটোলপত্র, মুতা, হরীতকী, কট্‌কী, যষ্টিমধু, সোঁদাল ও রক্তচন্দন এই সমুদায় দ্রব্যের ক্কাথ পান করিলে মুখের পাক নিবারিত হয়॥ ৮৪

পটোলপত্র, শুঁঠ, ত্রিফলা, রাখাল শশার মূল, বলাডুমুর, কট্‌কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গুলঞ্চ এই সমুদায়ের ক্কাথ পান বা মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ নষ্ট হয়॥ ৮৫

দারুহরিদ্রার রস পাক করিয়া ঘন করিবে। সেই ঘনীভূত ক্কাথ গেরিমাটী ও মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখপাক ও নাড়ীব্রণ উপশমিত হয়॥ ৮৬

পল্‌তা, নিমছাল, যষ্টিমধু, বাসক, জাতীপত্র, বিট্‌খদির, খদির ও ত্রিফলা ইহাদের প্রত্যেকের এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ কল্পনা করিবে ॥ ৮৭

খদির, অগুরু, ত্রিফলা, অর্জ্জুনছাল, কাঠমল্লিকা ও বিট্‌খদির এই সকল দ্রব্য শৃত অর্থাৎ জলে সিদ্ধ করিয়া মুখে ধারণ করিলে দুর্ব্বল দন্ত দৃঢ় হয় ॥ ৮৮

মুখজ, দন্তমূলজ ও গলজাত রোগ সকল প্রায়ই কুপিত কফ ও রক্তের আধিক্যে জন্মিয়া থাকে। অতএব ঐ সকল রোগে পুনঃপুনঃ দুষ্টরক্ত স্রাবিত করিবে ॥ ৮৯

ঐ সকল রোগে কায়বিরেচন, শিরোবিরেচন, বমন, কটু ও তিক্ত দ্রব্যের কবল এবং কফ-নাশক ও রক্তহর ক্রিয়া সকল বিশেষভাবে হিতকর ॥ ৯০

উক্ত মুখদন্তাদি রোগে যব ও তৃণ ধান্তের ভক্ত, ক্ষারজলসিক্ত মুদ্গাদির ঘৃতাদি স্নেহবর্জ্জিত যুষ এবং অন্যান্য কফনাশক ভক্ষ্য সকল প্রশস্ত ॥ ৯১

প্রাণবায়ুর পথকে আশ্রয় করিয়া কণ্ঠরোগ সকল উৎপন্ন হয়। অনবধান হইলে উহারা শ্বাসকেও অবরুদ্ধ করিয়া থাকে। অতএব ঐ সকল রোগের আশু প্রতিকার করা কর্ত্তব্য ॥ ৯২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে মুখরোগ-প্রতিষেধ নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা শিরোরোগ-বিজ্ঞান নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

ধূম, আতপ, শিশির, জলক্রীড়া, অতি দিবানিদ্রা, অতি রাত্রি জাগরণ, উর্দ্ধস্বেদ, প্রবল বায়ু বা পূর্ব্ব বায়ু, বাষ্প (নেত্রনাসাদিগত জল) নিরোধ, রোদন, অধিক জলপান, অতি মদ্যপান, ক্রিমিদোষ, প্রাপ্তবেগের ধারণ, উপধান গাত্রমার্জ্জন ও অভ্যঙ্গে দ্বেষ (অর্থাৎ বালিশ মাথায় না দিয়া শোওয়া এবং গাত্র পরিষ্কার ও তৈল মর্দ্দন না করা), সর্ব্বদা অধোনিরীক্ষণ, অনভ্যস্ত প্রতিকূল গন্ধ ঘ্রাণ, দুষ্ট আম ও অতি কথনাদি হেতু শিরোগত দোষ সকল নানা প্রকার শিরোরোগ জন্মাইয়া থাকে।

তন্মধ্যে বাতজ শিরস্তাপে শঙ্খদ্বয় সূচীবেধবদ্ বেদনায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়, ঘাড় যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ ও ললাট যেন খসিয়া পড়ে এবং ঐ সকল প্রদেশ অতীব বেদনান্বিত হয়। কর্ণদ্বয়ে শব্দ হইতে থাকে এবং উহারা পীড়িত হয়, নেত্রদ্বয় যেন আকৃষ্ট হইয়া আসে, সমস্ত মস্তক যেন ঘুরিতে থাকে এবং তাহা যেন সন্ধিবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়। শিরাসমূহের অতিশয় স্ফুরণ, গ্রীবা ও হনুদেশের সংগ্রহ অর্থাৎ টানিয়া থাকা, আলোক দর্শনে অসহিষ্ণুতা, নাসিকা হইতে জলস্রাব এবং অকস্মাৎ বেদনার উৎপত্তি ও শান্তি হয়। মর্দ্দন বা মস্তকে স্নেহ স্বেদাদি প্রদান করিলে অথবা বস্ত্রাদি দ্বারা মস্তক বান্ধিলে বেদনার অল্পতা হইয়া থাকে। বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন এই রোগকে শিরস্তাপ কহে।

মস্তকের অর্দ্ধভাগে যে শিরোরোগ হয়, তাহাকে অর্দ্ধাবভেদক কহে। ইহা পক্ষান্তে বা মাসান্তে কুপিত হয় এবং আপনিই অর্থাৎ বিনা চিকিৎসায় শান্ত হয়। অতি প্রবল হইলে এই রোগ চক্ষু বা কর্ণ নষ্ট করে।

পিত্তজ শিরোরোগে বোধ হয় যেন মস্তক হইতে ধূম নির্গত হইতেছে এবং জ্বর, স্বেদ, নেত্র-দাহ ও মূর্চ্ছা হয়। রাত্রিকালে এবং শীতল ক্রিয়ায় পীড়ার হ্রাস হইয়া থাকে॥ ২

কফজ শিরোরোগে অরুচি, মস্তকে ভারবোধ, স্তৈমিত্য ও শীততা, শিরার অস্পন্দন, আলস্য, দিবাভাগে পীড়ার হ্রাস ও রাত্রিতে বৃদ্ধি, তন্দ্রা, অক্ষিকূটে শোথ ও কর্ণ কণ্ডূয়নে বমি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৩

রক্তজ শিরোরোগে পিত্তজ শিরোরোগের লক্ষণ সকলই অধিকভাবে প্রকাশ পায়। ত্রিদোষজ শিরোরোগে উল্লিখিত বাতাদি ত্রিবিধ শিরোরোগেরই লক্ষণ সকল সংঘটিত হইয়া থাকে॥ ৪

মিশ্র ক্লেদজনক ভোজন হেতু শিরঃস্থ রক্ত ও মাংস ক্লেদিত এবং বাতাদি ত্রিদোষ প্রকুপিত হইলে মস্তকে ক্রিমি সকল জন্মে। সেই সকল ক্রিমি মস্তকস্থ রক্ত পান করে এবং চিত্তবিভ্রংশ কারিণী দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত করে। ক্রিমিজ শিরস্তাপে জ্বর, কাস, বলহানি, দেহের রুক্ষতা, শোথ, ব্যধবৎ ছেদনবৎ স্ফুটনবৎ পীড়া, দাহ, পচা গন্ধ, কপালে তালুতে ও মস্তকে কণ্ডূ, শোষ, প্রমীলক (তন্দ্রা), তাম্রবর্ণ অচ্ছ সিঙ্ঘানকস্রুতি ও কর্ণনাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৫

কুপিত বাতপ্রধান দোষ সকল শিরঃকম্প নামক শিরোরোগ উৎপাদন করে, তাহাতে মস্তক কাঁপে॥ ৬

পিত্তপ্রধান বাতাদি দোষ সকল ও রক্ত কুপিত হইয়া শঙ্খদেশে শোথ, তীব্র দাহ, বেদনা, রক্তিমা, প্রলাপ, জ্বর, তৃষ্ণা, ভ্রম এবং মুখের তিক্ততা ও পীতবর্ণতা উপস্থিত করে। শঙ্খক নামক এই রোগ অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারী ; অচিকিৎসায় তিন দিনেই প্রাণ বিনষ্ট করে। শীঘ্র চিকিৎসা করিলে ইহা প্রশমিত হইতে পারে॥ ৭

পিত্তানুগত বায়ু সূর্য্যোদয়ের আরম্ভ হইতে শঙ্খ, অক্ষি, ভ্রূ ও ললাট প্রদেশে বেদনা উপস্থিত ও নেত্রনাসাদি হইতে জল স্রাব করে। মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সূর্য্যের তাপ বৃদ্ধির সহিত সেই জলস্রাব ও বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে (সুতরাং মধ্যাহ্নকালে বেদনা অতি প্রবল হইয়া উঠে)। মধ্যাহ্নের পর হইতে সূর্য্যের তাপ যত ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে, বেদনাও তত মন্দীভূত হইতে থাকে। ক্ষুধিত ব্যক্তির এই রোগ বিশেষভাবে হয়। শীতল ক্রিয়ায় কখনও বা উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা রোগী সুখ পাইয়া থাকে। ইহার নাম সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ। দশপ্রকার শিরোরোগ কথিত হইল॥ ৮

শিরোদেশের ন্যায় কপালেও নয়প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের বিষয় বলা যাইতেছে॥ ৯

বায়ু কপালে দুষ্ট হইলে গর্ভস্থ শিশুরও ত্বক্‌সমানবর্ণ বেদনাবিহীন শোথ জন্মে। ইহাকে উপশীর্ষক রোগ বলিয়া জানিবে॥ ১০

কপালে পিটিকা, অর্ব্বুদ ও বিদ্রধি উৎপন্ন হয়। তাহাতে যে দোষের আধিক্য দেখিবে, তাহাকে তদ্দোষজ বলিয়া স্থির করিবে॥ ১১

পিত্ত, রক্ত, কফ ও ক্রিমিকোপ হেতু ক্লেদবহুল কঙ্গু (কাঙ্‌নী দানা) ও শ্বেতসর্ষপ তুল্য কপালে যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে অরুংষিকা কহে ॥ ১২

বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপে মস্তকের চর্ম্ম অতিসূক্ষ্মরূপে ফাটিয়া যায় এবং তাহাতে কণ্ডু, কেশচ্যুতি (চুল উঠা), স্বাপ (অসাড়ভাব) ও রুক্ষতা হয়। ইহার নাম দারুণক ॥ ১৩

কুপিত পিত্ত বায়ুর সহিত মূর্চ্ছিত ও লোমকূপস্থ হইয়া তত্রত্য কেশ সকলকে উঠাইয়া দেয়। তৎপরে দুষ্ট শ্লেষ্মা ও রক্ত ঐ লোমকূপ সকলকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, সেই হেতু আর ঐ স্থানে অন্য কেশ উঠে না। ইহাকে ইন্দ্রলুপ্ত, রুহ্যা ও চাচা কহে। চলিত ভাষায় ইহার নাম টাক্ ॥ ১৪

খলতি বা খালিত্য রোগও এইরূপে জন্মে। প্রভেদ এই, ইন্দ্রলুপ্তে সহসা চুল উঠিয়া যায়; কিন্তু খলতি রোগে কেশসমূহ ক্রমে ক্রমে উঠে ॥ ১৫

বাতপ্রকোপে খলতি অগ্নিদগ্ধের ন্যায়, পিত্তকোপে যেন স্বিন্নশিরা দ্বারা আবৃত (পাঠান্তরে—পীতবর্ণশিরা দ্বারা আবৃত) এবং কফপ্রকোপে ত্বক্ ঘন হয়। ত্বকের বর্ণ দোষানুরূপ হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ খলতি রোগে সকল দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। নখপ্রভ এবং অগ্নিদগ্ধ সদৃশ লোমশূন্য দাহান্বিত খলতি অসাধ্য ॥ ১৬

ক্রোধ, শোক ও শ্রমোদ্ভব দেহোষ্মা শিরোগমনপূর্ব্বক দোষের সহিত মিলিত হইয়া কেশ সকলকে অকালে পক্ব করে। ইহাকে পলিত বা চুলপাকারোগ কহে। (এই নিদান অকাল পলিতের পক্ষেই জানিবে, বৃদ্ধাবস্থায় পালিত্য বয়সের ধর্ম্মেই হইয়া থাকে) ॥ ১৭

সেই পলিত বাতজ হইলে স্ফুটিত, শ্যাববর্ণ, খরস্পর্শ রুক্ষ ও জলপ্রভ; পিত্তজ হইলে দাহান্বিত ও পীতাভ, কফজ হইলে স্নিগ্ধ, বর্দ্ধনশীল, স্থূল ও শুক্লবর্ণ এবং ত্রিদোষজ হইলে পূর্ব্বোক্ত মিশ্র লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৮

শিরোরোগ হইতে আর এক প্রকার পলিত রোগ হয়, তাহা বিবর্ণ ও স্পর্শাসহ হইয়া থাকে ॥ ১৯

সন্নিপাতোদ্ভব খলতি ও পলিত অসাধ্য। বৃদ্ধাবস্থার পলিত রসায়নাপেক্ষী অর্থাৎ রসায়ন ক্রিয়া দ্বারা তাহা নিবারিত করিবে ॥ ২০।২১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে শিরোরোগ-বিজ্ঞান নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা শিরোরোগ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

বাতাত্মক শিরোরোগে বাতব্যাধির বিধি অবলম্বন করিবে অর্থাৎ বাতব্যাধির বাহ্য ও আভ্যন্তর সকল প্রকার ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে ॥

বাতজ শিরোরোগে মস্তক ঘৃতদ্বারা অভ্যক্ত করিবে এবং রাত্রিকালে ঘৃতপান করিয়া উষ্ণ-দুগ্ধ অনুপান করিবে। অথবা রাত্রিতে ঘৃত মিশ্রিত মাষকলায়, মুগ বা কুলথকলায় ভক্ষণ করিয়া উষ্ণ দুগ্ধ অনুপান করিবে। কিংবা তিলের তৈল বা কল্ক দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ইহাতে মাংসযুক্ত ধান্যকৃত পিণ্ডস্বেদ ও উপনাহ স্বেদ, বাতহর দশমূলাদির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধের পরিষেক, স্নিগ্ধ নস্য ধূম শিরস্তর্পণ ও কর্ণতর্পণ হিতকর॥ ৩

বরুণাদিগণোক্ত দ্রব্যসকলের কল্কসহ অর্দ্ধভাগ জল মিশ্রিত দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে তাহা হইতে নবনীত উদ্ধৃত করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। সেই ঘৃত মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া তাহার নস্য লইবে। ইহা নস্যে পূজিত।

উক্ত বরুণাদিবর্গোক্ত দ্রব্য ও দুগ্ধের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত শর্করা সংযুক্ত করিয়া পান করিবে॥ ৪।৫

কার্পাসের মজ্জা, দারুচিনি, মুতা ও জাতীপুষ্পের কলিকা এই সকল দ্রব্য উষ্ণজলে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে সকল প্রকার শিরোরোগ নষ্ট হয়॥ ৬

পিত্তরক্তজ শিরোরোগে শর্করা ও কুঙ্কুম সিদ্ধ ঘৃত এবং কুড়, তগরপাদুকা, নীলোৎপল ও চন্দনের প্রলেপ হিতকর। ইহাতে রক্তমোক্ষণ করিবে না। কারণ তাহাতে বায়ুর প্রকোপ হইবে।

এই সকল চিকিৎসায় যদি বায়ুর প্রশম না হয়, তবে দহন করিবে। কফে যথোক্ত উষ্ণ ক্রিয়া করিবে॥ ৭

অর্দ্ধাবভেদেও দোষানুসারে এইরূপ চিকিৎসা করিবে। শিরীষবীজ ও আপাঙ্গের মূল বিট্‌লবণ সংযুক্ত করিয়া তাহার অথবা শালপানির রসের নস্য এবং অম্ল-(কাঞ্জিক)-পিষ্ট চাকুন্দে বীজের প্রলেপ উপকারী॥ ৮।৯

সূর্য্যাবর্ত্ত রোগেও এইরূপ চিকিৎসা করিবে। ইহাতে শিরাবেধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে॥ ১০

পিত্তজ শিরোরোগে রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে। ইহাতে মস্তকে ও মুখে শীতল প্রলেপ ও শীতল পরিষেক, শোধন বস্তি এবং জীবনীয়গণের সহিত দুগ্ধ ও ঘৃত পাক করিয়া সেই দুগ্ধ ও ঘৃত পানে ও নস্যে প্রয়োগ করিবে॥ ১১

রক্তজ শিরোরোগেও এইরূপ চিকিৎসা করিবে। শঙ্খক রোগেও আশা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে, এই ভাবিয়া উক্ত বিধানে চিকিৎসা করিবে॥ ১২

শ্লেষ্মজশিরোরোগে পুরাণ ঘৃত দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া তিক্তদ্রব্যের দ্বারা বমন করাইবে। রুক্ষ, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধের স্বেদ, প্রলেপ ও নস্যাদি ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে উপবাস প্রশস্ত।

ত্রিদোষজ শিরোরোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মিলিত চিকিৎসা করিবে॥ ১৩

ক্রিমিজ শিরোরোগে রক্তের নস্য দিবে। শোণিতগন্ধে ক্রিমিসকল মূর্চ্ছিত ও মত্ত হইয়া নাসিকা ও মুখ দিয়া নির্গত হইবে। তদনন্তর অতি তীব্র নস্য ও ধূম প্রয়োগ দ্বারা অবশিষ্ট ক্রিমিসকলকে বাহির করিবে॥ ১৪

ক্রিমিজ শিরোরোগে বিড়ঙ্গ, স্বর্জিক্ষার, দন্তী, হিঙ্গু এবং গোমূত্রের সহিত সর্ষপ তৈল, নিম্ব তৈল, ইঙ্গুদী তৈল কিংবা পীলু তৈল পাক করিয়া তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নস্য গ্রহণ করিবে ॥ ১৫

বিড়ঙ্গচূর্ণ ছাগমূত্রে আপ্লুত করিয়া তাহার নস্যগ্রহণ করিলে শিরঃস্থ ক্রিমিসকল বিনষ্ট হয় ॥ ১৬

নস্যযোগ্য দ্রব্য সকলের সহিত পচা মৎস্য সংযুক্ত করিয়া তাহার ধূম প্রয়োগ করিবে ॥ ১৭

ক্রিমিজ শিরোরোগে ক্রিমি সকল রক্ত পান করিয়া থাকে। অতএব ইহাতে আর রক্ত নির্হরণ করিবে না ॥ ১৮

শিরঃকম্পে বাতাভিতাপ কথিত চিকিৎসা করিবে। কেবল দাহ নিষিদ্ধ ॥ ১৯

ভূমিষ্ঠ হইবার পর নবোৎপন্ন উপশীর্ষক রোগে বাতব্যাধি-বিহিত চিকিৎসা করিবে। পাকিলে বিদ্রধ্যুক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য ॥ ২০

আম ও পক্ক বিদ্রধি, পিটিকা এবং অর্ব্বুদের যথাযোগ্য চিকিৎসা করিবে ॥ ২১

অরুংষিকা রোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া তাহাতে নিমের ক্বাথ সেচন করিবে। পরে অশ্বপুরীষের রস প্রচুর লবণ সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা অরুংষিকা প্রলিপ্ত করিবে। অথবা পল্তা, নিমপাতা ও হরিদ্রা বাটিয়া তাহার কিংবা পুরাতন খৈল ও কুক্কুট বিষ্ঠা গোমূত্রে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে ॥ ২২

কাঠ খোলায় কুড় ভাজিয়া চূর্ণিত করিবে। সেইচূর্ণ তৈলমিশ্রিত করিয়া অরুংষিকায় প্রলেপ দিলে কণ্ডু, ক্লেদ, দাহ ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৩

অরুংষিকা রোগে ক্ষুর দ্বারা মাথা কামাইয়া তাহাতে মালতী, চিতা, করবী ও করঞ্জ ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অভ্যঙ্গ করিবে ॥ ২৪

উপরি উক্ত চিকিৎসায় রোগের প্রশম না হইলে মস্তক শোধনার্থ বমনাদি ব্যবস্থা করিবে ॥ ২৫

দারুণক রোগে ললাটস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে এবং শুদ্ধিক্রিয়া, নস্য ও শিরোবস্তি ব্যবস্থা করিবে। পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলায় ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্যের অথবা লাক্ষা, সোঁদালপত্র, চাকুন্দে ও আমলকী ইহাদের কল্কে মধু সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। কোদ্রব তৃণ দগ্ধ করিয়া তাহা জলে গুলিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্ষারজল দারুণক প্রক্ষালনে প্রশস্ত ॥ ২৬

ইন্দ্রলুপ্ত রোগে সমীপবর্ত্তী স্থানের শিরা :বিদ্ধ করিয়া জলে গাঢ়রূপে মার্জ্জিত (সূচী দ্বারা গাঢ়রূপে ক্ষত বিক্ষত করিবে কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন) করিবে। পরে হীরাকস্, মনঃশিলা, তুঁতে ও মরিচ ইহাদের কল্ক দ্বারা অথবা কৈবর্ত্তমুস্তা ও দেবদারুর কল্ক দ্বারা অথবা কুঁচের মূল ও কুঁচফলের কল্ক দ্বারা অথবা ঈশলাঙ্গলার মূলের কল্ক দ্বারা কিংবা করবীর রস দ্বারা অথবা মধুযুক্ত ক্ষুদ্রবার্ত্তাকুর স্বরস দ্বারা অথবা শালিঞ্চশাকের রস (পাঠান্তরে—ধুতুরাপাতার রস) দ্বারা কিংবা ভেলার রস দ্বারা অথবা মধু ও ঘৃতযুক্ত তিলপুষ্প ও গোক্ষুরের কল্ক দ্বারা ইন্দ্রলুপ্ত প্রলিপ্ত করিবে ॥ ২৭

হস্তিদন্ত মসী (ভস্ম) তৈলাক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ইহা ইন্দ্রলুপ্ত রোগের (টাকের) উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ২৮

টাকে শুক্লবর্ণ রোমের উদ্গম হইলে মেষের শৃঙ্গভস্ম তৈলাক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে ॥২৯

টাকে যত দিন পর্য্যন্ত চুল না উঠে, তত দিন জল সেচন ত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাহাতে জল লাগাইবে না ॥ ৩০

খলতি, পলিত, বলী ও হরিৎবর্ণ লোম এই সকল রোগে—রোগিকে শোধিত করিয়া নস্য এবং মুখে ও মস্তকে অভ্যঙ্গ ও প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩১

বৃহত্যাদি ও জীবনীয়গণের সহিত তৈলপাক করিয়া সেই তৈলের নস্য অথবা একমাসকাল নিমের তৈলের নস্য গ্রহণ করিবে। নস্য গ্রহণ কালে দুগ্ধপায়ী ও ব্রহ্মচর্য্যাপরায়ণ হইবে ॥ ৩২

শেলু (বহুবার) বীজ, বহেড়াবীজ, তিল, গুলঞ্চ ও মহানিম্ববীজ এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ করিবে। পরে তাহা নীল, শিরীষ, নীলঝিণ্টি ও ভীমরাজ ইহাদের স্বরসে ভাবিত ও ছাগদুগ্ধে পেষিত করিয়া তদ্দ্বারা একখানি লোহার পাত প্রলিপ্ত করিবে। সেই ঔষধলিপ্ত পাত সূর্য্যতাপে তাপিত করিলে তাহা হইতে যে তৈল নিঃসৃত হইবে, সেই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে পলিত রোগ নষ্ট হয়। নস্যগ্রহণ কালে দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে ॥ ৩৩

তিল তৈল ১॥০ সের। দুগ্ধ ৪ সের; নীলঝিণ্টীর রস ৪ সের; ভীমরাজের রস ৪ সের; তুলসীর রস ৩ সের। কল্ক—যষ্টিমধু ৮ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্রে বা বা মেষশৃঙ্গনির্ম্মিত পাত্রে স্থাপন করিবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের পক্কতা নিবারিত হয় ॥ ৩৪

পাকা চুল উঠাইয়া সেই স্থানে দুগ্ধপিষ্ট দুগ্ধিকা ও করবীর কল্ক লাগাইলে পলিত বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫

পিয়াল, যষ্টিমধু, জীবনীয়গণ ও কৃষ্ণতিল দুগ্ধে বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত ও বলীরোগ নিবারিত হয় ॥ ৩৬

তিল, আমলকী, পদ্মকেশর, যষ্টিমধু ও মধু এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ মস্তকে দিলে কেশ সকল বর্দ্ধিত ও রঞ্জিত হয় ॥ ৩৭

জটামাংসী, কুড়, কৃষ্ণতিল, অনন্তমূল, নীলোৎপল ও মধু এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে কেশ সকল সম্যক্ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮

লৌহচূর্ণ, ভীমরাজচূর্ণ, ত্রিফলা চূর্ণ ও কৃষ্ণমৃত্তিকা চূর্ণ এই সমস্ত একমাস ইক্ষুরসে স্থাপন করিবে। পরে তদ্দ্বারা মস্তক প্রলিপ্ত করিলে পলিত কেশ মূল পর্য্যন্ত রঞ্জিত হয় ॥ ৩৯

মাষকলায়, কোদধান্য ও কাঞ্জিকে সাধিত যবাগূ তিন দিন পর্য্যুসিত (বাসি) ও লৌহচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বলাকাও রঞ্জিত হইয়া থাকে (পলিতকেশ রঞ্জিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?) ॥ ৪০

(ষড়বিন্দুঘৃত।—যষ্টিমধু, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ ও ভীমরাজ ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহার নস্য লইলে সর্ব্বপ্রকার মূর্চ্ছারোগ নিবারিত হয়। অধিক পাঠের অর্থ।)

পুণ্ডরিয়া কাঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল ইহাদের কল্কে ও আমলকীর রসে তৈল পাক করিয়া তাহার নস্যগ্রহণ বা অভ্যঙ্গ করিলে সমুদায় শিরোরোগ ও পলিত বিনষ্ট হয় ॥ ৪১

শতমূলী-জীবন্তীর কাথ ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত ও তৈল একত্র পাক করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রকার ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ নিবারিত হয় ॥ ৪২

মায়ূর ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। ক্বাথার্থ—পক্ষ, পিত্ত, অন্ত্র, পাদ, পুরীষ ও তুণ্ড (ঠোঁট) বর্জ্জিত ময়ূর মাংস ৩৯ পল (মতান্তরে— একটা তরুণ ময়ূরে যত মাংস থাকে, তাহাই গ্রাহ্য); দশমূল, বেড়েলা, রাস্না ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ৩ পল। এই সকল (৭৮ পল) দ্রব্য ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। কল্কার্থ—মধুরগণোক্ত দ্রব্য সমূহ উপযুক্ত পরিমাণে লইবে। যথাবিধি পাক করিবে। এই মায়ূরাখ্য ঘৃত পান, বস্তি অভ্যঙ্গ ও নস্ত রূপে ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার ঊর্দ্ধগত জক্রুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৪৩

মহামায়ূর ঘৃত।

মায়ূরঘৃতোক্ত দশমূলাদি কষায় ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—জীবন্তী, ত্রিফলা মেদা কিস্‌মিস্ ঋদ্ধি, ফল্‌সা, বরাহক্রান্তা, চৈ, বামুনহাটী, গাম্ভারী ফল, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, আলকুশী, মহামেদা, তালের মাতি, খেজুরের মাতি, মৃণাল, বিস, খর্জ্জুর, যষ্টিমধু, জীবক, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষু, বৃহতী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, দুর্ব্বা, গোক্ষুর, ঋষভক, পানিফল, কেশুর, রাস্না, শালপানি, ভুঁই আমলা, ছোট এলাইচ, শটী, পুষ্করমূল, পুনর্নবা, বংশলোচন, কাকোলী, দুরালভা, মৌলফল, আখরোট, বাদাম, মুঞ্জাতক (উত্তরদেশে প্রসিদ্ধ কন্দবিশেষ) ও অভিষুক (পেস্তা) প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধানে পাক করিবে। এই মহামায়ূর ঘৃত মায়ূর ঘৃত অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট। ইহা ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, স্বরভ্রংশ, শ্বাস, কাস ও অর্দ্দিত রোগ নাশক এবং বন্ধ্যা স্ত্রীর সুতপ্রদ। এই ঘৃত যোনি, রক্ত ও শুক্রদোষে প্রশস্ত॥ ৪৪

মায়ূরঘৃতের বিধানে ইন্দুর, কর্কট, হংস ও শশক ইহাদের প্রত্যেকের মাংসেও ঘৃত পাক করিয়া তাহা প্রয়োগ করিবে।

পরস্পর অসঙ্কীর্ণ অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ দুইশত একত্রিশ প্রকার ঊর্দ্ধজক্রুগত রোগ বিস্তৃতরূপে কথিত হইল॥ ৪৫

ঋষিগণ পুরুষকে ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ * বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব মূলপ্রহারী সেই ঊর্দ্ধজক্রুগত রোগসকলের অতি শীঘ্র প্রতীকার করিবে॥ ৪৬

উত্তমাঙ্গেই সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণ অবস্থিতি করে। সেই কারণে উত্তমাঙ্গ রক্ষা বিষয়ে যত্নবান্ হইবে॥ ৪৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে শিরোরোগ-প্রতিষেধ নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

* ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ গীতা ১৫ অঃ, ১।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ব্রণবিজ্ঞানীয়-প্রতিষেধনামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

ব্রণ দুই প্রকার; যথা—শারীর ও আগন্তু। দুষ্ট ও শুদ্ধ ভেদেও উহা দুই প্রকার হয়। বাতাদি শারীর দোষ হইতে নিজব্রণ এবং অভিঘাতাদি বাহ্য হেতু হইতে আগন্তু ব্রণ উৎপন্ন হয়। দোষাধিষ্ঠিত ব্রণ দুষ্ট এবং দোষ কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অর্থাৎ অসম্বদ্ধ ব্রণ শুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়॥ ২

দুষ্টব্রণের লক্ষণ। সংবৃত (সঙ্কুচিত) বা বিবৃত, কঠিন বা কোমল, অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন, অতি উষ্ণ বা অতি শীতল, রক্ত পাণ্ডু বা কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ পূযপরিস্রাবী, পূতিমাংস শিরা ও স্নায়ু দ্বারা ব্যাপ্ত, কোটরবিশিষ্ট, অতি বেদনাযুক্ত, সংরম্ভ দাহ শোথ কণ্ডূ প্রভৃতি উপদ্রবে উপদ্রুত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী ব্রণকে দুষ্ট ব্রণ বলে॥ ৩

বাতাদি দোষ ও রক্তের প্রকোপ হেতু ব্রণ পঞ্চদশ প্রকার হয়। (তদ্‌যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, রক্তজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, বাতপিত্তশ্লেষ্মজ, বাতরক্তজ, পিত্তরক্তজ, শ্লেষ্মরক্তজ, বাতপিত্তরক্তজ, বাতশ্লেষ্মরক্তজ, পিত্তশ্লেষ্মরক্তজ এবং বাতপিত্তশ্লেষ্ম-রক্তজ)। তন্মধ্যে বাতজব্রণ শ্যাব কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, ভস্ম কপোত (পাণ্ডুধূসর) বা অস্থিবৎ বর্ণবিশিষ্ট; দধির মাত মাংসধোয়া জল বা তুষভিজা বা আগড়া ধোওয়া জলবৎ পাত্‌লা অল্পস্রাবযুক্ত, রুক্ষ, চট্‌চটে ও নির্ম্মাংস হয়। উহাতে তোদ ও ভেদবৎ বেদনা হইয়া থাকে॥ ৪

পিত্তজ ব্রণ শীঘ্র উৎপন্ন, পীত, অল্প নীল, কপিল বা পিঙ্গলবর্ণ হয়। উহা হইতে মূত্র বা পলাশ ভস্ম জলতুল্য অথবা তৈলাভ, উষ্ণ ও বহুস্রাব হয়। উহা ক্ষারলিপ্তক্ষততুল্য ব্যথাযুক্ত, লৌহিত্য, উষ্মা ও পাক বিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫

কফজ ব্রণ কণ্ডূযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ, বহু শ্বেতবর্ণ ঘনস্রাবান্বিত, স্থূলপ্রান্ত, কঠিন, স্নায়ু শিরাজালে ব্যাপ্ত এবং অল্পবেদন হয়॥ ৬

রক্তজ ব্রণ প্রবালসদৃশ রক্তবর্ণ, অশ্বশালার গন্ধের ন্যায় গন্ধযুক্ত এবং পিত্তজ ব্রণের লক্ষণান্বিত হয়। উহা হইতে সরক্ত পূযস্রাব হইয়া থাকে॥ ৭

মিশ্র লক্ষণ দ্বারা সংসর্গজ অর্থাৎ দ্বিদোষজাদি ব্রণ জ্ঞাত হইবে॥ ৮

যে ব্রণ জিহ্বাতলসদৃশ, কোমল, মসৃণ, সমান ও উপদ্রববিহীন, যাহার প্রান্তভাগ ও পিড়কা শ্যাববর্ণ এবং মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত, তাহাকে শুদ্ধ ব্রণ বলিয়া জানিবে॥ ৯

ত্বক্‌, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ ও মর্ম্ম এই আটটি ব্রণের আশয় অর্থাৎ স্থান। এই সকল স্থানে জাত ব্রণ উত্তরোত্তর দুঃসাধ্য অর্থাৎ ত্বগ্‌জাত ব্রণ অপেক্ষা মাংসজ ব্রণ এবং মাংসজ ব্রণ অপেক্ষা শিরাস্থানে জাত ব্রণ দুঃসাধ্য ইত্যাদি॥ ১০

সত্ত্বগুণ, মাংস, অগ্নি, বয়স ও বল সম্পন্ন ব্যক্তির ব্রণ এবং যে ব্রণ গোলাকার বা দীর্ঘ ত্রিপুটক বা চতুরস্র (ত্রিকোণ বা চারিকোণ বিশিষ্ট) এবং যাহা স্ফিকে (পাছায়), গুহ্যদেশে, লিঙ্গে, ওষ্ঠে, পৃষ্ঠে, মুখ মধ্যে ও গণ্ডদেশে উৎপন্ন হয়, তাহা সুসাধ্য ॥ ১১

যে ব্রণ চক্ষুঃ, দন্ত, নাসিকা, নেত্রপ্রান্ত, নাভি, সেবনী (কোষের নিম্নে সেলায়ের ন্যায় স্থান), উদর, কর্ণ, পার্শ্ব, কক্ষা (বগল) ও স্তনদেশে জন্মে, তাহা কষ্টসাধ্য ॥ ১২

যে সকল ব্রণ হইতে ফেনযুক্ত পূয ও বায়ু নিঃসৃত হয়, যে সকল ব্রণের অভ্যন্তরে শল্য নিহিত থাকে এবং যে সকল ব্রণ ঊর্দ্ধনির্বমী অর্থাৎ ঊর্দ্ধস্রাবরহিত (সুশ্রুতে ঊর্দ্ধনির্বাহী পাঠ আছে ; অর্থ—যে সকল ব্রণ অধোভাগগত তাহারা যখন ঊর্দ্ধমুখ হয়, তখন তাহাদিগকে ঊর্দ্ধনির্বাহী বলা যায়), তাহারা এবং অন্তর্মুখবিশিষ্ট ভগন্দর ও কট্যস্থিসংশ্রিত ব্রণ কৃচ্ছ্রসাধ্য। আর কুষ্ঠরোগির, বিষজুষ্টরোগির, শোষরোগির ও মধুমেহাক্রান্ত রোগির ব্রণসমূহ অতি কষ্ট সাধ্য হয়। ব্রণের উপর ব্রণ হইলে তাহাও কৃচ্ছ্রসাধ্য ॥ ১৩

বীসর্প, জ্বর, অতীসার, কাস, পিপাসা, অনিদ্রা, শ্বাস ও অজীর্ণরোগে পীড়িত ব্যক্তিদের ব্রণ অসাধ্য। শিরঃকপাল ভিন্ন হইলে যদি তাহা হইতে মস্তক-মজ্জা নির্গত হয়, তাহা হইলে সেই ব্রণও অসাধ্য জানিবে ॥ ১৪

স্নায়ুক্লেদ, শিরাচ্ছেদ, ব্রণের গভীরতা (অবগাঢ়মূলতা), ক্রিমিকর্তৃক ভক্ষণ, অস্থিভেদ, ব্রণ মধ্যে শল্যের অবস্থান, বিষাক্ততা, অনবধানতা, অযথা বন্ধন, অতি স্নেহপ্রয়োগ বা রুক্ষতা, রোমের অতি ঘট্টন, সঞ্চালন, কোষ্ঠাশুদ্ধি, পথ্যাপথ্যরূপে ভোজন বা উপবাসাদির দ্বারা অতিকর্ষণ, মদ্যপান, দিবানিদ্রা, স্ত্রী সহবাস, রাত্রি জাগরণ ও মিথ্যা চিকিৎসা এই সকল কারণে সাধ্য ব্রণও রূঢ় হয় না অর্থাৎ পূরিয়া উঠে না। ১৫

যে ব্রণ কপোতবর্ণপ্রতিম (পাণ্ডু ধূসর), যাহার প্রান্তভাগ ক্লেদবর্জ্জিত, যে ব্রণ স্থির (অচল, কঠিন ; কেহ বলেন—অদরণ) ও চিপিটিকাবান্ (অম্লানপ্রায়) সেই ব্রণ রূঢ় হইতেছে বলিয়া জানিবে ॥ ১৬

দেহের ঊর্দ্ধভাগে ব্রণশোথ হইলে বমন এবং অধোভাগে হইলে বিরেচন দ্বারা ব্রণের শোথাবস্থায় শোধন করিবে। দেহ শুদ্ধ হইলে শোথ ও ব্রণ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৭

শৈত্য দ্বারা অগ্নি যেমন শীঘ্র প্রশান্ত হয়, সেইরূপ ব্রণের শোথাবস্থায় শীতল ক্রিয়া করিলে দোষাগ্নি সহসা প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৮

যে শোথ ও ব্রণ কঠিন, বিবর্ণ, বেদনান্বিত ও সবিষ তাহাদের জলৌকা বা শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা বিশেষরূপে রক্তমোক্ষণ করিবে। দুষ্ট রক্ত অপনীত হইলে সদ্যঃ শোথ, লৌহিত্য ও বেদনার প্রশম হইবে ॥ ১৯

এইরূপে পুনঃপুনঃ রক্তস্রাব করা হইলে পর দুগ্ধ ও ইক্ষু রস প্রভৃতি দ্রব পদার্থ দ্বারা শীতল স্পর্শ ও শীতলবীর্য্য দ্রব্য উত্তমরূপে বাটিয়া ও তাহা শত ধৌত ঘৃত এবং অন্ত অশোষণকারী যাহা শোষণ করে না) দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া সেই দিনেই (বাসি না হয়) প্রতিলোমভাগে অর্থাৎ লোমের বিপরীত দিকে মুহুর্মুহুঃ ব্রণশোথে প্রলেপ দিবে। এইরূপে উক্ত দ্রব্যাদির সেক ও অভ্যঙ্গও ব্যবস্থা করিবে ॥ ২০

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতসের ছাল পেষিত ও প্রচুর ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ইহা শোথনাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ॥ ২১

বাতপ্রধান, স্তব্ধ, কঠিন, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও ক্ষতরক্ত শোথে এবং এই প্রকারের ব্রণে ঘৃতাদি সংস্কৃত কুট্টিত আনূপ মাংসের বেশবারাদি দ্বারা স্বেদ দিবে। মসিনা ও তিল ভাজিয়া দুগ্ধে নির্ব্বাপিত ও সেই দুগ্ধেই পেষিত করিয়া প্রলেপ দিলে দাহ ও বেদনা নিবারিত হয়॥ ২২

কঠিন, অল্পবেদনাযুক্ত শোথ বাতশ্লেষ্মনাশক স্নেহ দ্বারা অভ্যক্ত ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া বিম্লাপনার্থ (শিথিলভাব পাওয়াইবার জন্য) বংশনাড়ী দ্বারা অথবা হস্ততল বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধীরে ধীরে মর্দ্দিত করিবে। পরে উহাতে যব, গোধূম ও মুগ সিদ্ধ ও পেষিত করিয়া (পাঠান্তরের অর্থ—এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া) তাহার প্রলেপ দিবে॥ ২৩

উপরি কথিত চিকিৎসা দ্বারা যদি শোথ বিলীন না হয়, তবে তাহাতে উপনাহ (পুলটিস্) দিবে। উপনাহ দ্বারা অবিদগ্ধ শোথ প্রশমিত হয় এবং বিদগ্ধ (কিঞ্চিৎ পক্ব) শোথ পাকিয়া থাকে॥ ২৪

কুল, তিল, বেড়েলা, মসিনা, যবশক্তুর পিণ্ডিকা, কিণ্ব (সুরার বীজ বা বাকড়), কুড় ও সৈন্ধবলবণ এই দ্রব্য সমস্ত একত্র অম্ল দধিতে বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার উপনাহ দিবে। ইহা উপনাহে প্রশস্ত॥ ২৫

শোথ সুপক্ব, গ্রথিত এবং মাষাদি পীড়ন দ্রব্যের প্রলেপ দ্বারা উপপীড়িত হইলে দারণ যোগ্য সুকুমার ব্যক্তির শোথ দারণ করিবে অর্থাৎ ফাটাইবে॥ ২৬

গুগ্‌গুলু, মসিনা, হরিতাল, স্বর্ণক্ষীরী, পায়রার বিষ্ঠা, ক্ষারৌষধ সকল (ঘণ্টাপারুলে, পলাশ, অশ্বকর্ণ প্রভৃতি) এবং ক্ষারবিধানে প্রস্তুত ক্ষার সকল পক্ব শোথ বিদারণ করে। (যে দ্রব্য দ্বারা পক্ব শোথ ফাটিয়া যায়, তাহাকে বিদারণ কহে)॥ ২৭

যে সকল ব্রণশোথ পূযগর্ভ, সূক্ষ্মমুখ, কোটরান্বিত বা মর্ম্মস্থানগত সেই সকল ব্রণের চতুষ্পার্শ্ব স্নেহরহিত পীড়ন দ্রব্যের দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে॥ ২৮

পীড়নার্থ প্রযুক্ত প্রলেপ শুষ্ক হইলেও তাহা তুলিবে না। ব্রণের মুখে প্রলেপ দিবে না। তাহা হইলে পূয আপনিই ব্রণমুখ দিয়া নিঃসৃত হইবে॥ ২৯

মটর, যব, গম, মাষকলায়, মুগ ও হরেণু এবং শিমুল, শেলু প্রভৃতি পিচ্ছিল দ্রব্যসমূহের ত্বক্ ও মূল; সংক্ষেপতঃ ইহাদিগকে ব্রণপীড়ন বলিয়া জানিবে। (যে সকল দ্রব্য ব্রণশোথের অভ্যন্তরস্থ পূযরক্তাদি আকর্ষণ করে, তাহাকে পীড়ন দ্রব্য কহে)॥ ৩০

মেহ ও কুষ্ঠ রোগির ব্রণে এবং বিশেষভাবে দুষ্ট ব্রণে প্রক্ষালন, আলেপ, ঘৃত, তৈল, রসক্রিয়া, চূর্ণন ও বর্ত্তি এই সপ্ত প্রকার কার্য্যার্থে সুরসাদি ও আরগ্বধাদি গণ প্রয়োগ করিবে॥ ৩১

অবিশুদ্ধ ব্রণে ক্ষালনার্থ পল্‌তা ও নিমপাতার কাথ এবং বিশুদ্ধ ব্রণে ন্যগ্রোধাদির ত্বকের কাথ হিতকর॥ ৩২

পল্‌তা, তিল, যষ্টিমধু, তেউড়ী, দন্তী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও নিমপাতা পেষিত ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রণের শুদ্ধি হয়॥ ৩৩

তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, ঈশলাঙ্গলা মূল, মধু ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্যে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা সূক্ষ্মমুখ, সন্ধি ও মর্ম্মাশ্রিত ব্রণে প্রণিহিত করিলে ব্রণের বিশুদ্ধি হয় ॥ ৩৪

বাতাভিভূত স্রাবান্বিত ও তীব্র বেদনাযুক্ত [illegible] যব, ঘৃত, ভূর্জ্জপত্র, ময়নাফল, শ্রীবেষ্টক (সরল নির্য্যাস ; কেহ বলেন—[illegible]) [illegible] ধূপ প্রদান করিবে ॥ ৩৫

পিত্ত ও রক্তোল্বণ এবং বিষজ ব্রণ [illegible] প্রশমিত করিবে ॥ ৩৬

যে সকল ব্রণ শুষ্ক (স্রাবরহিত), অল্পমাংসবিশিষ্ট ও গম্ভীর, সেই সকল ব্রণে ন্যগ্রোধাদি ও পদ্মকাদিগণের এবং অশ্বগন্ধা, বেড়েলা ও তিলের উৎসাদন হিতকর। ইহাতে রোগিকে যথাবিধি সংস্কৃত মাংসাশি-জন্তুর মাংস ভোজন করিতে দিবে। কারণ, বিশুদ্ধ মনে (শোক ক্রোধাদি বর্জ্জিত চিত্তে) মাংস ভোজন করিলে সেই ভুক্ত মাংস দ্বারা মাংস বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (নিম্ন ব্রণের উন্নতীকরণের নাম উৎসাদন) ॥ ৩৭

যে সকল ব্রণের মাংস উন্নত ও মৃদু, সেই সকল ব্রণের—জাতীফুলের কুঁড়ি, হীরাকস, মনছাল, হরিতাল, গুগ্‌গুলু ও চিতামূল এই সকল দ্বারা—অবসাদন করিবে। (উন্নত ব্রণের নিম্নত্বকরণের নাম অবসাদন) ॥ ৩৮

উদ্গতমাংস, কঠিন, কণ্ডূযুক্ত, দীর্ঘকালোৎপন্ন এবং দুঃসাধ্য ব্রণসকল ক্ষার দ্বারা শোধিত করিবে ॥ ৩৯

অশ্মরী নির্হরণার্থ যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহা দিয়া যদি মূত্র নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষত এবং যে সকল ক্ষতে সন্ধিস্থান নিঃশেষে ছিন্ন হইয়াছে এবং যে সকল ক্ষত যথোক্ত শোধন দ্রব্য দ্বারা শোধ্যমান হইলেও শোধিত না হয়, সেই সকল ক্ষত অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা শোধিত করিবে অর্থাৎ তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে ॥

উৎসাদনার্থ যে সকল দ্রব্য কথিত হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা শুদ্ধ ব্রণের রোপণ কার্য্য করিবে ॥ ৪০

অশ্বগন্ধা, দূর্ব্বা, লোধ, কট্‌ফল, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা ও ধাইফুল এই সকল দ্রব্য ক্ষতের উৎকৃষ্ট রোপণ অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা ক্ষত পূরিয়া উঠে ॥ ৪১

যে সকল ব্রণের পচামাংস অপগত হইয়াছে, যাহা মাংসমাত্রে অবস্থিত, তাহাদের রোপণ না হইলে যষ্টিমধুসংযুক্ত তিলকল্কের দ্বারা রোপণ করিবে ॥ ৪২

স্নিগ্ধত্ব, উষ্ণবীর্য্যত্ব, তিক্তত্ব, মধুরত্ব ও কষায়ত্বগুণে এই তিলকল্ক সর্ব্বরোগনাশক। ইহা মধু ও নিম্বপত্রের সহিত প্রযুক্ত হইলে ক্ষতের সংশোধন এবং মধু, নিম্বপত্র ও ঘৃতের সহিত প্রযুক্ত হইলে শীঘ্র ক্ষতের রোপণ করে ॥ ৪৩

কোন কোন ব্রণস্বরূপবিৎ চিকিৎসক যবকল্ককেও তিলকল্কের ন্যায় গুণশালী বলিয়া মনে করেন ॥ ৪৪

দুগ্ধ ও রোপণ ঔষধের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত দ্বারা রক্তজনিত, পিত্তজনিত, বিষজ, আগন্তুকারণজনিত, গম্ভীর এবং উষ্মান্বিত ব্রণসমূহের রোপণ করিবে। আর যথোদিত রোপণীয় দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ দ্বারা কফবাতাক্রান্ত ব্রণসমূহের রোপণ করিবে ॥ ৪৫

সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, লোধ, হরীতকী, ধুনা, সিন্দুর, রসাঞ্জন ও তুঁতে ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ মোম ও তৈলের সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ রূঢ় হয়। ইহা উৎকৃষ্ট ব্রণরোপণ ঔষধ॥ ৪৬

যে সকল ব্রণ সম (উচ্চাবচ রহিত), স্থিরমাংস ও ত্বগাশ্রিত, সেই সকল ব্রণে রোপণ চূর্ণ প্রয়োগ করিবে॥ ৪৭

অর্জ্জুন, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, জাম, কট্ফল ও লোধ এই সকল দ্রব্যের ছাল চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা অবচূর্ণিত করিলে অতিশীঘ্র ব্রণে দুষ্ট ত্বক্ নিগৃহীত হয়॥ ৪৮

লাক্ষা, মনছাল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিতাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য পেষিত ও ঘৃত মধু সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ইহা উৎকৃষ্ট ত্বগ্‌বিশুদ্ধিকারক॥ ৪৯

কালীয়ক কাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু (কেহ বলেন—দূর্ব্বা), আমের আঁটি, নাগকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, পারদ, (কেহ বলেন—ঘৃত, চক্রদত্তে ব্রণশোথ চিকিৎসা দেখ) ; এই সকল গোময়রসে পেষণ করিয়া ব্রণে প্রলেপ দিবে। ইহা সবর্ণকারক অর্থাৎ ইহাতে ব্রণস্থান গাত্রসমবর্ণ হয়॥ ৫০

অন্তর্ধূমে হস্তিদন্ত ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম ও রসাঞ্জন একত্র তৈলমর্দ্দিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রণস্থানে লোম জন্মে। এইরূপ চতুষ্পাদ জন্তুর নখ, রোম, অস্থি, ত্বক্, শৃঙ্গ ও খুর ভস্ম করিয়া সেই মসী তৈলপরিপ্লুত করিয়া লেপন করিলেও লোম জন্মিয়া থাকে॥ ৫১

শস্ত্রকর্ম্মবিধিতে কথিত পথ্যাপথ্য সকল ব্রণরোগিকে পালন করিতে উপদেশ দিবে॥ ৫২

বাতদুষ্টব্রণে স্বল্পপঞ্চমূল ও মহৎপঞ্চমূল (দশমূল) ও বাতঘ্নবর্গ, পিত্তদুষ্টব্রণে ন্যগ্রোধাদি ও পদ্মকাদি বর্গ, শ্লেষ্মদুষ্টব্রণে আরগ্বধাদি বর্গ এবং দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক ব্রণে উক্ত বর্গদ্বয় বা বর্গত্রয় শোধনার্থ ও রোপণার্থ প্রক্ষালন, আলেপন, ঘৃত, তৈল, রসক্রিয়া, চূর্ণ ও বর্ত্তি এই সপ্ত উপক্রমে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিবে॥ ৫৩।৫৪

জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পলতা, কটুকী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণার মূল, মোম (ভাবমিশ্র বলেন—পাক শেষে মোম দিবে), তুঁতে, যষ্টিমধু ও ডহরকরঞ্জ বীজ এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত প্রয়োগ করিলে সূক্ষ্মমুখ, মর্ম্মস্থানজাত, ক্লেদ (স্রাব) যুক্ত, অবগাঢ়মূল, বেদনান্বিত ব্রণ ও নাড়ীব্রণ সকল শুদ্ধ এবং রূঢ় হইয়া থাকে॥ ৫৫

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে ব্রণবিজ্ঞানীয়-প্রতিষেধ নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা সদ্যোব্রণ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

অভিঘাত হেতু যে সকল ব্রণ সহসা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সদ্যোব্রণ কহে। সেই সদ্যোব্রণ অনন্ত প্রকার হইলেও সঙ্ক্ষেপতঃ আট প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। তদ্‌যথা—ঘৃষ্ট, অবকৃত্ত, বিচ্ছিন্ন, প্রবিলম্বিত, পাতিত, বিদ্ধ, ভিন্ন, বিদলিত। তন্মধ্যে লসীকা বা ঈষৎ রক্তস্রাবান্বিত এবং ছেদন হেতু উষান্বিত সদ্যোব্রণকে ঘৃষ্ট কহে (ঘষিয়া বা আঁচড়াইয়া যাওয়া)। ঘৃষ্ট অপেক্ষা অবগাঢ় ছিন্নকে অবকৃত্ত এবং তাহা অপেক্ষা অবগাঢ়তর ছিন্নকে বিচ্ছিন্ন কহা যায়। ছেদহেতু

অস্থিমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে তাহাকে প্রবিলম্বি এবং ছেদনে কোন অঙ্গের পতন হইলে তাহাকে পাতিত কহে। আমাশয়াদি কোষ্ঠস্থান ভিন্ন অন্য অঙ্গ যদি সূক্ষ্মমুখ শল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিদ্ধ এবং কোষ্ঠ * বিদ্ধ হইলে তাহাকে ভিন্ন বলা যায়। মুদ্গরাদির প্রহার বা কপাটাদির পীড়নে কোন অঙ্গ অস্থির সহিত চেপ্টাইয়া মজ্জরক্তপরিপ্লুত হইলে তাহাকে বিদলিত ব্রণ কহে॥২

এইরূপে ব্রণের স্বরূপ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তীব্র ব্যথা যুক্ত সদ্যোব্রণ ঈষদুষ্ণ যষ্টিমধুসাধিত ঘৃত দ্বারা অথবা ঈষদুষ্ণ বলাতৈল দ্বারা পুনঃপুনঃ সেচিত করিবে॥ ৩

তৎকালনিঃসৃত ক্ষতজনিত উষ্মার প্রশমার্থ কষায়, শীতল, মধুর ও স্নিগ্ধ প্রলেপাদি হিতকর॥ ৪

সদ্যোব্রণ বিস্তৃত হইলে সংযোজনার্থ মধু ও ঘৃত বিশেষরূপে প্রয়োগ করিবে এবং পিত্ত-নাশক শীতল ক্রিয়া সকল ব্যবস্থা করিবে॥ ৫

সংরম্ভযুক্ত সদ্যোব্রণে ঊর্দ্ধ ও অধঃ শোধন অর্থাৎ বমন ও বিরেচন এবং উপবাস বা অবস্থা বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত (শস্ত্রকর্ম্মোক্ত) ভোজন ও সতত রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করিবে॥ ৬

ঘৃষ্ট ও বিদলিত ব্রণে উক্ত চিকিৎসাই (রক্তমোক্ষণাদি) বিশেষরূপে করিবে। যেহেতু ঐ ব্রণদ্বয় হইতে অল্প অল্প রক্তস্রাব হয়, তাহাতে উহারা শীঘ্রই পাকে॥ ৭

ঘৃষ্ট ও বিদলিত ভিন্ন অন্য ক্ষতে প্রায়ই অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়। অত্যর্থ রক্তক্ষয় হেতু অতি বেদনাদায়ক বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে। তৎস্থানে ঘৃতাদি স্নেহপান, পরিষেক, স্বেদ, প্রলেপ, উপনাহ এবং বাতঘ্ন ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত স্নেহবস্তি ব্যবস্থা করিবে॥ ৮

সদ্যোব্রণ-হিতকর সাপ্তাহিক বিধি কথিত হইল। অর্থাৎ প্রথম সাতদিন সদ্যোব্রণের এইরূপ নিয়মে চিকিৎসা করিবে। সপ্তাহের পর রোগের হ্রাস হইলে পূর্ব্বোক্ত (ব্রণচিকিৎসিতোক্ত) বিধানে চিকিৎসা করিবে॥ ৯

সদ্যোব্রণের এই সাধারণ চিকিৎসা। এক্ষণে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা বিশেষরূপে বলিব। ঘৃষ্টব্রণে শীঘ্র বেদনা নিবারণ করিয়া পরে তাহাতে চূর্ণ প্রয়োগ করিবে॥ ১০

অবকৃত্ত ব্রণে কল্কাদি প্রয়োগ করিবে। বিচ্ছিন্ন ও প্রবিলম্বি ব্রণ যথাবিধানে সেলাই করিয়া পশ্চাৎ বন্ধন ও পীড়ন করিবে॥ ১১

নেত্র স্ফুটিত হইলে তাহা অসাধ্য। কিন্তু যদি স্ফুটিত না হইয়া ঝুলিয়া পড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহাকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে,যেন শিরা সকল ব্যাকুলিত না হয় অর্থাৎ যেখানে যে শিরা যেরূপ ভাবে ছিল, ঠিক্ সেইস্থানে সেইরূপ ভাবেই যেন থাকে। তৎপরে পদ্মপত্রান্তরিত হস্তদ্বারা অর্থাৎ চক্ষুর উপর পদ্মপত্র স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে হস্ততল দ্বারা চাপ দিবে॥ ১২

তদনন্তর যষ্টিমধু, জীবক, ঋষভক ও নীলোৎপল ইহাদের কল্ক এবং দুগ্ধের সহিত যথাবিধি ছাগঘৃত পাক করিয়া তাহা নেত্রের সেচনে, তর্পণে (পূরণে) এবং নস্যে প্রয়োগ করিবে। এই ঘৃত সকল প্রকার নেত্রাভিঘাতনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ১৩

---

* আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক (পুরীষাধান) ও ফুসফুস এই গুলিকে কোষ্ঠ কহে।

গলপীড়া হেতু নেত্র অবসন্ন হইলে বমন, উৎক্লেশ (বমনের ভাব), হাঁচী অথবা প্রাণায়াম করিবে। ইহাতে ক্ষত-নেত্রের চিকিৎসা ব্যবস্থেয়॥ ১৪

কর্ণ ছিন্ন হইয়া স্বস্থান হইতে চ্যুত হইলে তাহাকে যথাস্থানে যথাবৎ স্থাপিত করিয়া সেলাই করিয়া দিবে এবং তৈল দ্বারা কর্ণস্রোত পূরণ করিবে॥ ১৫

কৃকাটিকা (শিরোগ্রীবা সন্ধি) ছিন্ন হইলে এবং বায়ু নির্গত হইলেও (যদিও বায়ুনির্ব্বাহী স্রোত অভিহত হইলে অসাধ্য হয়, তথাপি এস্থলে তাহার অপবাদ জানিবে) সমভাবে সন্নিবেশিত করিয়া ফাঁক না থাকে, ঐরূপ ভাবে সেলাই করিবে এবং বান্ধিয়া দিবে। ইহাতে ছাগঘৃতের পরিষেক প্রশস্ত। রোগী চিৎ হইয়াই অন্নভোজন করিবে (মলমূত্রাদিও ত্যাগ করিবে)। মস্তকাদি সঞ্চালন করিতে না পারে, এরূপভাবে যান্ত্রিত করিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখিবে॥ ১৬ ১৭

শাখা দেশে অর্থাৎ হস্ত পদে তির্য্যক্ অস্ত্রাঘাত হইলে আহত .অংশ সকল যথাযথ সন্নিবেশিত করিয়া সেলাই করিয়া দিবে এবং মোটা বস্ত্রে বেল্লিতক নামক বন্ধন দ্বারা বান্ধিয়া দিবে। ক্ষত সঙ্গত না হইলে (না যুড়িলে) চর্ম্মদ্বারা গোফণা বন্ধনে বদ্ধ করিবে॥ ১৮

মুষ্ক (অণ্ডকোষ) বাহির হইয়া পড়িলে আতুরের পদদ্বয় ও নেত্রদ্বয় জলে প্রোক্ষিত করিয়া অণ্ডদ্বয় যথাস্থানে প্রবেশিত করিবে এবং তুন্নসংজ্ঞক সেবনী দ্বারা সেলাই করিয়া দিবে। তদনন্তর (নড়া চড়া নিবারণার্থ) কটিদেশে বস্ত্রখণ্ড সন্নিবেশিত করিয়া গোফণা বন্ধনে মুষ্ককে বদ্ধ করিয়া রাখিবে। ব্রণে স্নেহ সেক করিবে না, কারণ স্নেহ সেকে ব্রণ ক্লেদযুক্ত হইয়া থাকে॥ ১৯

শৈলজ, অগুরু, এলাইচ, জাতীপত্র, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, মনঃশিলা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ ও তুঁতে এই সকলের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণের রোপণ করিবে॥ ২০

হস্ত বা পদ নিঃশেষে ছিন্ন হইলে অত্যুষ্ণ তৈল দ্বারা ক্ষত স্থান দগ্ধ করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক কোশবন্ধনে তাহা বান্ধিবে এবং ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে॥ ২১

মস্তক শল্যদ্বারা গুরুতররূপে বিদ্ধ এবং সেই শল্য যদি বহির্গত হয় কিংবা যদি মস্তক ভাঙ্গিয়া বিদলিত হয়, তথাপি তাহার চিকিৎসা কর্ত্তব্য। মস্তক হইতে শল্য অপহৃত হইলে ক্ষতমুখে কেশরচিত বর্ত্তি প্রবেশিত করিয়া দিবে। তাহা না করিলে ব্রণমুখ দিয়া মস্তুলুঙ্গ (মস্তকের ঘৃতবৎ পদার্থ) নিঃস্রুত হইয়া পড়িবে এবং মস্তুলুঙ্গক্ষয়ে বায়ু প্রকুপিত হইয়া আতুরকে বিনষ্ট করিবে। ব্রণ পূরিয়া আসিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তির কেশ এক একটি করিয়া অপনীত করিবে। মস্তুলুঙ্গ স্রাব হইলে অন্য প্রাণির মস্তিষ্ক রোগিকে খাইতে দিবে॥ ২২

অন্য কোন অবয়বের শল্য উদ্ধৃত হইলে পর ব্রণমুখে স্নেহান্বিত বর্ত্তি অর্থাৎ তৈলাদিযুক্ত পলিতা প্রবেশিত করিয়া দিবে॥ ২৩

যে সকল ব্রণ দূরানুপ্রবিষ্ট (গভীর), সূক্ষ্মমুখ ও স্রুতরক্ত তাহাদিগকে সূক্ষ্মনেত্র দ্বারা (ব্রণ প্রক্ষালন নল দ্বারা) চক্রতৈল * প্রয়োগে সেচিত করিবে॥ ২৪

শস্ত্রাদি দ্বারা কোষ্ঠ ভিন্ন হইলে উহা রক্তপূর্ণ হয়। তাহাতে মূর্চ্ছা, হৃদয় ও পার্শ্বে বেদনা,

---

* তৈল নিষ্পীড়ন মাত্র অর্থাৎ ঘানিগাছ হইতে তৎক্ষণাৎ যে তৈল নির্গত হয় তাহাকে অথবা অণুতৈল বিধানে ঘানির কাঠ হইতে যে তৈল বাহির করা যায়, তাহাকেও চক্রতৈল বলে।

জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, উদরাধ্মান, অন্নে অরুচি, মলমূত্র ও বায়ুর নিরোধ, শ্বাস, স্বেদনির্গম, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখে রক্তগন্ধ ও গাত্রে দুর্গন্ধ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ২৫

আমাশয় ভিন্ন হইয়া রক্তপূর্ণ হইলে রক্তবমন, (রক্ত বমন হইলেও) অতীব আধ্মান এবং অতি দারুণ বেদনা হইয়া থাকে॥ ২৬

পক্বাশয় ভিন্ন হইয়া রক্তপূর্ণ হইলে অত্যন্ত বেদনা, গুরুতা, নাভির অধোভাগে শীতলতা এবং রক্তবাহি স্রোতঃ সকল দিয়া রক্ত নির্গম হয়॥ ২৭

যেমন পার্শ্ববর্তী স্রোত হইতে ক্ষরিত মূত্র কর্ত্তৃক বস্তি পূর্ণ হয়, সেইরূপ আশয় ভিন্ন না হইলেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহ দ্বারা ক্ষরণশীল রক্ত কর্ত্তৃক উহা পরিপূর্ণ হয়॥ ২৮

কোষ্ঠে রক্ত সঞ্চয় হেতু যদি ব্রণরোগির হাত পা মুখ উচ্ছ্বাস শীতল, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ এবং আনাহ পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে॥ ২৯

কোষ্ঠবেধে রক্ত আমাশয়গত হইলে বমন এবং পক্বাশয়গত হইলে বিরেচন ও স্নেহবর্জ্জিত উষ্ণ শোধন দ্রব্য (গোমূত্রাদি) দ্বারা নিরূহণ হিতকর॥ ৩০

স্নেহবর্জ্জিত যব, কুল ও কুলত্থের যূষসহ অন্নভোজন করিবে অথবা সৈন্ধবসংযুক্ত যবাগূ পান করিবে॥ ৩১

কোষ্ঠ ভিন্ন হওয়ায় রক্ত অতিনিঃসৃত হইলে (জীবের অনুবন্ধনার্থ) রক্ত পান করিতে দিবে॥ ৩২

ক্লিন্নান্ত্র ও ভিন্নান্ত্র ভেদে কোষ্ঠভেদ দুইপ্রকার। ক্লিন্নান্ত্রভেদে মূর্চ্ছাদি উপদ্রব সকল অল্পভাবে এবং ভিন্নান্ত্রভেদে অধিক মাত্রায় প্রকাশ পায়। ক্লিন্নান্ত্ররোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু ভিন্নান্ত্র রোগী কদাচ রক্ষা পায় না॥ ৩৩

কোষ্ঠ ভিন্ন হইলেও যদি মল মূত্র ও বায়ু নিজ নিজ পথে উপস্থিত হয় এবং জ্বর আধ্মানাদি কোন উপদ্রব না ঘটে, তাহা হইলে সে রোগী বাঁচে॥ ৩৪

কোষ্ঠ ভিন্ন হওয়ায় অন্ত্র যদি অভিন্ন অবস্থায় নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যথাস্থানে প্রবেশিত করিবে। কিন্তু ভিন্নান্ত্র নহে। কেহ কেহ বলেন—অন্ত্র যদি ভিন্নও হয়, তাহা হইলে সেই ভিন্নস্থানে কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ পিপীলিকা বিশেষ ধরাইয়া দিবে, তাহারা যখন তৎস্থানে কামড়াইয়া ধরিবে, তখন তাহাদিগকে শিরোদেশে ছিন্ন করিবে। তৎপরে পিপীলিকা শিরোগ্রস্ত সেই অন্ত্র যথাস্থানে যথাবৎ সন্নিবেশিত করিবে॥ ৩৫

তৃণ, শোণিত ও পাংশু দ্বারা প্রলিপ্ত বহির্নিষ্ক্রান্ত অন্ত্রকে জলে ধৌত এবং ঘৃত দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া ছিন্ননখ (নখাঘাত নিবারণার্থ) হস্তে ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইয়া দিবে॥ ৩৬

শুষ্ক অন্ত্র দুগ্ধে সিক্ত ও প্রচুর পরিমিত ঘৃতে পরিপ্লুত করিবে। পরে রোগির কণ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা ধীরে ধীরে প্রমর্দন করিবে, শীতল জলের ঝাপ্টা দিয়া তাহাকে উদ্বেজিত করিবে। সেই সময় তাহাকে নানারূপে পীড়িত করিবে। এইরূপ করিলে অন্ত্র সকল উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে॥ ৩৭

ক্ষতমুখের অল্পত্ব বা বহুত্ব হেতু যদি নিষ্ক্রান্ত অন্ত্রকে অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে উদরকে অন্ত্রপ্রবেশোপযোগী করিয়া চিরিয়া উহাতে প্রবেশিত

করিবে এবং অন্ত্র যথাস্থানে নিবিষ্ট হইলে ক্ষতমুখ সেলাই করিয়া দিবে। অন্ত্র স্বস্থান হইতে অপগত হইলে প্রাণ নাশ করে। সেই কুপিত অন্ত্রকে বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেষ্টন করিয়া ঘৃত দ্বারা পরিষেক করিবে। তদনন্তর মলের মৃদু রেচনার্থ ও বায়ুর অনুলোমনার্থে রোগিকে চিত্রাতৈল (এরণ্ড তৈল) সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করাইবে। এক বৎসরকাল ব্রণ হিতকর নিয়ম সকল পালন করিতে উপদেশ দিবে॥ ৩৮

উদর হইতে মেদের বর্ত্তি নির্গত হইলে তাহা ভস্ম মৃত্তিকা বা কষায়রসবিশিষ্ট কোন মূলের সূক্ষ্মচূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণিত করিয়া এবং সূত্রদ্বারা মূলের সহিত দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া নিপুণ চিকিৎসক অগ্নি প্রতপ্ত তীক্ষ্ণ শস্ত্রদ্বারা একেবারে ছেদন করিবে। অন্য প্রকারে ছিন্ন হইলে অর্থাৎ একবারে ছেদন না করিলে বেদনা, আটোপ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। তদনন্তর ক্ষত মধুলিপ্ত করিয়া বান্ধিয়া দিবে। এই ক্ষত বদ্ধ ও ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে ঘৃত পান করিতে দিবে। অথবা চিত্রা, লাক্ষা, গোক্ষুর ও যষ্টিমধুর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া চিনির সহিত তাহা পান করিতে দিবে। ঘৃত বা এই শৃতক্ষীর বেদনা ও দাহনাশক। অনন্তর পূর্ব্বকথিত চিকিৎসা সকল ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে মেদোগ্রন্থিচিকিৎসিতে উক্ত তৈলের অভ্যঞ্জন হিতকর॥ ৩৯

তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, জটামাংসী, হরেণু (রেণুক), অগুরু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পদ্মবীজ, বেণার মূল ও যষ্টিমধু এই সকল কল্কদ্রব্যসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল সদ্যোব্রণের উৎকৃষ্ট রোপণ॥ ৪০

অদৃশ্যমান (লাথি, ঘুষা প্রভৃতি) প্রহার দ্বারা অভিহত অথবা বিষমভাবে পতিত কিংবা কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলে বাতরক্তনাশক চিকিৎসা, তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন এবং মর্দ্দন ও অভ্যঞ্জনাদি কার্য্যসকল করিবে॥ ৪১

বিশ্লিষ্টাঙ্গ (যাহার কোন অঙ্গ সরিয়া গিয়াছে), মথিত, ক্ষীণ ও মর্ম্মাহত ব্যক্তিকে মাংসরস পথ্য দিয়া তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে বসাইয়া রাখিবে॥ ৪২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে সদ্যোব্রণ-প্রতিষেধ নামক ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ভঙ্গ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

পতন ও অভিঘাতাদি কারণভেদে অস্থির ভঙ্গ দ্বিবিধ; তদ্‌যথা—সন্ধিভঙ্গ ও কাণ্ডভঙ্গ। তন্মধ্যে সন্ধিভঙ্গে প্রসারণ ও আকুঞ্চন ক্রিয়ায় অশক্ততা ও সন্ধির বিচ্যুতি এবং কাণ্ডভঙ্গে প্রবল শোথ, শয়ন উপবেশনাদি সকল অবস্থাতেই অতিবেদনা বোধ, সামান্য চেষ্টিতেও অসামর্থ্য এবং ভগ্নস্থান টিপিলে তাহাতে শব্দোৎপত্তি—সঙ্ক্ষেপতঃ এই সকল লক্ষণ হয়। ভঙ্গভেদে তাহা বহুপ্রকার হয়। সেই ভঙ্গের যেরূপ চিকিৎসা উপযোগী, তাহা বলা যাইতেছে॥ ২

যে অস্থি বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিদারণ বিশিষ্ট, যে অস্থি স্পর্শ করিলে শব্দের উৎপত্তি হয়, যে অস্থির

মধ্যে পাটিত অস্থির টুক্‌রা প্রবেশ করে, যে অস্থি অভিঘাতাদি দ্বারা ভগ্ন হইয়া অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকে, যে অস্থি উন্নম্যমান (উঁচু) হইয়া ক্ষতের মত দেখায়, যে অস্থি মজ্জার মধ্যে মগ্ন হয়, সেই ভগ্ন অস্থি এবং কৃশ, দুর্ব্বল, বাতল ও অল্পাশী ব্যক্তিদের ভগ্নাস্থি দুঃসাধ্য ॥ ৩

কটিদেশের কপালাস্থি ভগ্ন, সন্ধিমুক্ত ও চ্যুত (অধঃক্ষিপ্ত) হইলে তাহা অসাধ্য। জঘনদেশ প্রতিপিষ্ট হইলে সে ভগ্নও অসাধ্য। ললাটের কপালাস্থি অসংশ্লিষ্ট বা চূর্ণিত হইলে এবং শঙ্খদেশের, মস্তকের, পৃষ্ঠের ও স্তনান্তরের (বক্ষের) অস্থি ভগ্ন হইলে, তাহারও চিকিৎসা করিবে না। ভগ্ন অস্থি সম্যক্ যোজিত (বদ্ধ) হইলেও যদি স্থাপন ও বন্ধন ভাল না হয় এবং সংক্ষোভ হেতু (নড়া চড়াতে) বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে ভগ্ন বর্জ্জনীয়। যে অস্থি বা অস্থিসন্ধি উৎপত্তি হইতেই দুর্জ্জাত হয়, তাহাও বর্জ্জনীয় ॥ ৪—৬

তরুণাস্থি (নাসিকা, কর্ণ ও অক্ষিপুটে তরুণাস্থি থাকে) বাঁকিয়া যায়; নলকাস্থি (নলবৎ ছিদ্রবিশিষ্ট অস্থি) ভাঙ্গিয়া যায়, কপালাস্থি খণ্ড খণ্ড হইয়া বিদীর্ণ হয়, অন্য রুচকাদি অস্থি সকল বহুলরূপে স্ফুটিত হয় ॥ ৭

অনন্তর উক্ত ভঙ্গ সকলের অবস্থান বুঝিয়া নামিয়া পড়িলে তুলিয়া দিবে এবং উন্নত হইয়া উঠিলে চাপিয়া নামাইয়া দিবে। অধিক সরিয়া গেলে টানিয়া সংযোজিত করিয়া দিবে। অধঃক্ষিপ্ত অর্থাৎ নিম্নে আসিয়া পড়িলে উপরে তুলিয়া দিবে ॥ ৮

আঞ্ছন (টানিয়া সংযোজিত করা), উৎপীড়ন, উন্নমন, চর্ম্মসঙ্ক্ষেপ ও বন্ধন এই সকল স্থাপনোপায় দ্বারা বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক শরীরের চল বা অচল সকল প্রকার সন্ধিই সম্যক্‌রূপে নিশ্চলভাবে সংস্থাপিত এবং তাহা প্রচুর ঘৃতসিক্ত সুখজনক বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বেষ্টিত করিয়া তদুপরি কদম্ব, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, সাল, অর্জ্জুন বা পলাশের বিস্তীর্ণ পাত্‌লা মসৃণ বল্কল অথবা বাঁশের চেয়াড়ী সুনিবেশিত এবং উত্তম প্রতিস্তম্ভযুক্ত করিয়া সমানভাবে বান্ধিয়া দিবে। এইরূপ বন্ধনকে কুশা নামক বন্ধন কহে ॥ ৯

ভগ্নের বন্ধন শিথিল হইলে সন্ধির (সংযোগস্থলের) স্থিরতা জন্মে না। গাঢ় বন্ধন হইলেও অতিশয় বেদনা, দাহ, পাক ও শোথ হইয়া থাকে। অতএব সমভাবে ভগ্নস্থান বান্ধিবে ॥ ১০

উষ্ণ ঋতুতে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে তিন দিন অন্তর, শীতঋতুতে সাত দিন অন্তর এবং সাধারণ অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ ঋতুতে (শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে) পাঁচ দিন অন্তর অথবা ভঙ্গের অবস্থানুসারে বন্ধন মুক্ত করিবে ॥ ১১

বন্ধন মুক্ত করিয়া ন্যগ্রোধাদিগণের শীতল কষায় ভগ্ন স্থানে সেচন করিবে। অধিক বেদনা থাকিলে পঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধের পরিষেক করিবে ॥ ১২

বিজ্ঞ-চিকিৎসক দেশ কালাদি বিবেচনা করিয়া বাতঘ্ন ঔষধ সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ চক্রতৈল প্রয়োগ করিবে ॥ ১৩

অতি শীতল প্রলেপ ও পরিষেক নিরন্তর প্রয়োগ করিবে ॥ ১৪

মধুর ঔষধের (কাকোল্যাদির) সহিত একবার মাত্র প্রসূতাগাভীর দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত ও লাক্ষাচূর্ণ সংযুক্ত করিবে। সেই দুগ্ধ শীতল হইলে ভগ্ন রোগিকে প্রতি দিন প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে ॥ ১৫

ভগ্ন ক্ষতবিশিষ্ট হইলে ঘৃত ও মধুযুক্ত কষায় দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। পরে ভগ্নোক্ত অবশিষ্ট চিকিৎসা সকল করিবে॥ ১৬

ব্রণের মাংস লম্বমান হইলে তাহা মধু ও ঘৃত দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া সংযোজিত করিবে। পরে যথাযোগ্য বন্ধন দ্বারা বান্ধিয়া দিবে॥ ১৭

ব্রণ সুস্থিত ও সমান হইলে তাহা প্রিয়ঙ্গু, লোধ, কট্‌ফল, বরাহক্রান্তা ও ধাইফুল ইহাদের চূর্ণ দ্বারা অথবা ধাইফুল ও লোধ্রের চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণিত করিবে। তাহাতে ব্রণ সকল শীঘ্র পূরিয়া উঠিবে॥ ১৮

স্থিরধাতু, মাংসবিশিষ্ট দেহ ও অল্পদোষান্বিত ব্যক্তির শীতঋতুতে উৎপন্ন ভগ্ন ব্রণ এইরূপে চিকিৎসিত হইলে সুখসাধ্য হয়। ইহার বিপরীত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হয়॥ ১৯

উপরি কথিত বিধানে চিকিৎসা করিলে প্রথম বয়স্ক ব্যক্তির ভগ্নসন্ধির স্থিরতা যত মাসে হয়, মধ্যম বয়স্কের তাহার দ্বিগুণ এবং শেষ বয়স্কের তিনগুণ সময়ে উহা হইয়া থাকে॥ ২০

কটী, জঙ্ঘা ও উরু ভগ্ন হইলে আতুরকে কপাটে অর্থাৎ কাষ্ঠফলকে শয়ন করাইবে এবং তাহাকে স্থির রাখিবার জন্য পাঁচটি কীলকে সম্বদ্ধ করিবে। যথা – দুই জঙ্ঘার পার্শ্বে দুইটি, দুই উরুর পার্শ্বে দুইটি এবং পদতলে একটি এইরূপে পাঁচটি যোজনা করিবে। কটী বা পৃষ্ঠবংশ (মেরুদণ্ড) অথবা মুখ কিংবা অক্ষক (অংসসন্ধির উপরিভাগ) ভগ্ন হইলেও পাঁচটি কীলক যোজনা করিবে। ভগ্ন বা সন্ধি বিমোক্ষে এই প্রকার বিধি অবলম্বন করিবে॥ ২১।২২

সন্ধিবিশ্লেষ দীর্ঘকাল হইয়া থাকিলে সেই সন্ধিকে স্নেহ প্রয়োগে স্নিগ্ধ এবং স্বেদ প্রয়োগে স্বিন্ন ও মৃদু করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক উক্ত বিধানে তাহাকে যথাস্থানে স্থাপিত করিবে॥ ২৩

কাণ্ডভগ্ন প্ররূঢ় হইলেও যদি কাণ্ডের অস্থি অতি বিষমভাবে সংযোজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া সমানভাবে স্থাপন পূর্ব্বক ভগ্নবৎ চিকিৎসা করিবে। (দুই সন্ধির মধ্যস্থিত আস্থকে কাণ্ড কহে)॥ ২৪

ভগ্ন যাহাতে না পাকে, ভিষক্ তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবেন। কারণ সন্ধির (ভগ্নের) মাংস, শিরা ও স্নায়ু পাকিলে সংশ্লিষ্ট হয় না (যোড়া লাগে না)॥ ২৫

ভগ্নে বাতব্যাধি কথিত বলকর স্নেহ সকল পানে, নস্যে, অভ্যঙ্গে ও অনুবাসনে প্রয়োগ করিবে এবং বস্তিকর্ম্ম অভ্যাস করাইবে॥ ২৬

শালিতণ্ডুলের অন্ন, ঘৃত, মাংস রস ও দুগ্ধাদি পুষ্টিকর অন্নপান এবং অবিদাহী ও সন্ধির সংযোজনকারী ভোজ্য সকল উপযুক্ত মাত্রায় আহারার্থ ভগ্ন রোগিকে দিবে। ভগ্নে রোগির গ্লানি হওয়া ভাল নহে। কারণ গ্লানি হইলে সন্ধির বিশ্লেষ হইয়া থাকে॥ ২৭

লবণ, কটু, ক্ষার, অম্ল, মৈথুন, আতপ, ব্যায়াম ও রুক্ষ আহার এই সমস্ত ভগ্ন রোগী ত্যাগ করিবে॥ ২৮

গন্ধতৈল।

কতকগুলি পরিষ্কৃত কৃষ্ণতিল দৃঢ়রূপে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া রাত্রিকালে স্রোতোজলে স্থাপন করিবে এবং দিবাভাগে রৌদ্রে বিছাইয়া শুষ্ক করিবে। এইরূপ সাত রাত্রি সাত

দিন করিবে। পরে উক্তরূপে গব্যদুগ্ধে সাতরাত্রি সাত দিন এবং যষ্টিমধুর ক্বাথে সাতরাত্রি সাত দিন ভিজাইয়া রাখিবে এবং শুকাইবে। তৎপরে পুনর্ব্বার উহা দুগ্ধে ভিজাইয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিবে। অনন্তর সেই সকল শুষ্ক তিল তুষ (খোসা) ও ধূলি রহিত করিয়া চূর্ণিত করিবে। এই তিলচূর্ণ এবং বেণার মূল, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, নখী, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, কুড়, বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, অগুরু, চন্দন, কুঙ্কুম, অনন্তমূল, সরলকাষ্ঠ, ধূনা ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের এবং পদ্মকাদিগণোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। (সুশ্রুতে তিলচূর্ণ ৩ ভাগ এবং উক্ত দ্রব্য সকলের চূর্ণ ১ ভাগ লইবার বিধি আছে)। তদনন্তর চোরকাদি সমস্ত গন্ধৌষধের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধের সহিত উক্ত তিলকল্ক নিষ্পীড়িত করিয়া তৈল নিষ্কাশিত করিবে। সেই তৈল শৈলেয়, রাস্না, শালপানি, কেশুর, শৈলজ, তগরপাদুকা, তেজপত্র, লোধ ও দূর্ব্বা এবং উপরি কথিত বেণারমূল প্রভৃতি দ্রব্যের কল্ক, দুগ্ধ এবং জলের সহিত যথাবিধানে পাক করিবে। ইহার নাম গন্ধতৈল। এই অতিবীর্য্যশালী তৈল পান নস্য ও অভ্যঙ্গাদি রূপে প্রযোজিত হইলে অস্থির স্থিরতা সম্পাদন এবং সমস্ত দেহব্যাপী অতি প্রবল বায়ুপিত্তজনিত ব্যাধি সকলও আশু নিবারিত করে॥ ২৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে ভঙ্গ-প্রতিষেধ নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ভগন্দর-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে গমন, কঠিন আসনে বা উবু হইয়া উপবেশন, অর্শোনিদানোক্ত কারণ বা তদ্বিধ অন্যান্য কারণ, অশুভ অদৃষ্ট এবং সদ্যঃ সজ্জন নিন্দা এই সকল কারণে গুহ্যদেশের চতুর্দ্দিকে এক বা দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে দুষ্টরক্ত ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া অন্তর্বাহ্য (অর্থাৎ ভিতরে ও বাহিরে) ব্রণ উৎপন্ন হয়। ব্রণ হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই পিড়কা জন্মিয়া থাকে; পরে সেই পিড়কা পাকিয়া ভগন্দরে পরিণত হয়। বস্তি ও মূত্রাশয়ের সমীপে অবস্থিত বলিয়া ইহা ক্ষরণশীল হয়। প্রথমে চিকিৎসিত না হইলে সর্ব্বপ্রকার ভগন্দরই ভগ, বস্তি ও গুহ্যদেশ বিদারিত করে। উক্ত ভগাদি দীর্য্যমাণ হইলে তাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু ছিদ্র হয় এবং ক্রমে সেই ছিদ্র সমূহ দ্বারা বায়ু মূত্র শুক্র ও পুরীষ নির্গত হইতে থাকে॥ ২

বাতাদি পৃথক্ দোষে তিন প্রকার, দ্বন্দ্বজ দোষে তিন প্রকার, ত্রিদোষজ একপ্রকার এবং আগন্তুজ একপ্রকার, সমুদায়ে এই আটপ্রকার ভগন্দর॥ ৩

গুহ্যদেশের অপক্ব শোথকে পিড়কা এবং সেই শোথ পাক প্রাপ্ত হইলে তাহাকে ভগন্দর কহে॥ ৪

অবগাঢ়মূল, প্রবল শোথযুক্ত, বেদনাবহুল, রূঢ়মাত্র কোপনস্বভাব পিড়কাকেই ভগন্দরজনক পিড়কা বলিয়া জানিবে। ইহার অন্যথা হইলে পিড়কামাত্র মনে করিবে॥ ৫

তন্মধ্যে বাতজ পিড়কা শ্যাব বা অরুণবর্ণ এবং তোদ, ভেদ ও স্পন্দনরূপ বেদনাদায়ক হয়। পিত্তজ পিড়কা উষ্ট্রগ্রীবের ন্যায় উন্নত, লোহিতবর্ণ, পাত্‌লা, উষ্মবহুল ও জ্বরযুক্ত হয়। ইহাতে পিড়কা হইতে যেন ধূম নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। কফজ পিড়কা কঠিন, স্নিগ্ধ, গম্ভীরমুল, পাণ্ডুবর্ণ ও কণ্ডুযুক্ত হয়॥ ৬।৭

বাতপিত্তজ পিড়কা শ্যাব বা তাম্রবর্ণ, দাহ ও সন্তাপযুক্ত ও ঘোর বেদনান্বিত হয়। কফ-বাতজ পিড়কা কিঞ্চিৎ পাণ্ডুরবর্ণ ও ঈষৎ শ্যাববর্ণ হয় এবং কষ্টে পাকে॥ ৮।৯

ত্রিদোষজ পিড়কা পদাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ নানাবিধ ব্যথান্বিত এবং শূল, অরুচি, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর ও বমন প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত হয়॥ ১০

অনবধানতাপ্রযুক্ত প্রথমে চিকিৎসিত না হইলে এই সকল পিড়কা পাকিয়া সত্বই ব্রণে পরিণত হয়। তন্মধ্যে বাতজ পিড়কা বিদীর্ণ হইয়া ক্রমে শতপোনকের ন্যায় (চালনীর ন্যায়) সূক্ষ্মমুখ বহুচ্ছিদ্রবিশিষ্ট হয় এবং সেই সকল ছিদ্র হইতে নিরন্তর পাত্‌লা ফেনযুক্ত স্রাব নির্গত হইতে থাকে। ইহাকে শতপোনক ভগন্দর কহে। পিত্তপ্রকোপে উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দর উৎপন্ন হয়। কফপ্রকোপে পরিস্রাবী নামে ভগন্দর জন্মে। তাহা হইতে বহু পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়॥ ১১।১২

বাতপিত্তজ ভগন্দর পরিক্ষেপী নামে অভিহিত হয়। পুরপ্রাচীরের চতুর্দ্দিকে যেমন পরিখা (গড়) থাকে, এই ভগন্দর নালীও সেইরূপ গুহ্যদেশের চতুর্দ্দিক বেষ্টিত করিয়া উৎপন্ন হয়॥ ১৩

বাতকফের প্রকোপে ঋজু নামক ভগন্দর জন্মে। ইহাতে গুহ্যদেশ ঋজুগতিতে বিদীর্ণ হয়॥ ১৪

কফ ও পিত্ত পূর্ব্বোৎপন্ন অর্শকে আশ্রয় করিয়া কুপিত হয়। সেই প্রকোপহেতু অর্শোমূলে কণ্ডু ও দাহাদিযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়। সেই শোথ পক ও ভিন্ন হইয়া (পাকিয়া ও ফাটিয়া) শীঘ্রই অর্শোমূল ক্লিন্ন করে এবং নাড়ীদ্বারা অজস্র স্রাব নিঃসারিত করে। ইহাকে অর্শোভগন্দর কহে॥ ১৫

বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপে শম্বুকাখ্য শঙ্খাবর্ত্তবৎ শম্বুকাবর্ত্তসংজ্ঞক ভগন্দর উৎপন্ন হয়। ইহাতে নালীসকল তীব্র বেদনা ও বেগের সহিত গুহ্যনাড়ীকে বিদীর্ণ করে॥ ১৬

মাংসলুব্ধব্যক্তি মাংসের সহিত অস্থিকণা (বা মৎস্যের কাঁটা) আহার করিলে সেই অস্থি যখন বক্র ও উন্মার্গগতিতে আসিয়া গুহ্যদেশকে ক্ষত করে, তখন সেই ক্ষত হইতে নালী হয়। পরে সেই নালী পূযান্বিত হইলে পচা মাংসহেতু তাহাতে ক্রিমি জন্মে। সেই সকল ক্রিমি গুহ্যমার্গকে এবং গুহ্যপার্শ্বকে অচিরে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। ইহাকে উন্মার্গী বা ক্ষতজ ভগন্দর কহা যায়॥ ১৭

এইসকল ভগন্দরে ব্রণপ্রতিষেধাধ্যায়ে কথিত বেদনা, দাহ ও কণ্ডু প্রভৃতি হয়॥ ১৮

একদোষজ তিনপ্রকার ও দ্বিদোষজ তিনপ্রকার এই ছয়প্রকার ভগন্দর কৃচ্ছ্রসাধ্য। ত্রিদোষজ ও ক্ষতজ ভগন্দর এবং যাহা প্রবাহণী বলিকে প্রাপ্ত হইয়াছে কিংবা সেবনীকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল ভগন্দর পরিত্যাগ করিবে॥ ১৯

অনন্তর ভগন্দরের পিড়কাবস্থাতেই শোধন, রক্তমোক্ষণ এবং পরিষেকাদি দ্বারা যত্ন-পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে, যাহাতে উহা না পাকে॥ ২০

ভগন্দর পাকিলে রোগিকে স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ এবং অবগাহ স্বেদ দ্বারা স্বেদিত করিবে (উষ্ণোদকপূর্ণ দ্রোণীতে বসাইবে)। পরে অর্শোরোগির ন্যায় যন্ত্রিত করিয়া উত্তমরূপে ভগন্দর দেখিবে যে, উহা অধোমুখ কি ঊর্দ্ধমুখ কিংবা অন্তর্মুখ কি বহির্মুখ। এইরূপে নিরূপণ করিয়া অন্তর্মুখ ভগন্দর এষণী (শলাকা) দ্বারা এষণ করিয়া শস্ত্রদ্বারা সম্যক্‌রূপে পাটিত করিবে (চিরিয়া দিবে)। বহির্মুখ ভগন্দর নিঃশেষরূপে বিদারিত করিয়া ক্ষার বা অগ্নিপ্রয়োগ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। চিকিৎসক উষ্ট্রগ্রীব ভগন্দরে শস্ত্রপাত করিয়া ক্ষারদ্বারাই উহার চিকিৎসা করিবে, অগ্নিপ্রয়োগ করিবে না ॥ ২১।২২

শতপোনক ভগন্দরে একটি অন্তর একটি করিয়া নালী চিরিয়া দিবে। যেটি কাটিবে, সেটি শুকাইলে পর অপর একটি কাটিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত নালী কাটিবে। একবারে সমস্ত নালী কাটিলে গুহ্যদেশ পাটিত হওয়ায় রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ২৩

নাড়ীব্রণ-চিকিৎসিতে কথিত ক্ষারসূত্রদ্বারা এইরূপ ক্রমে পরিক্ষেপী ভগন্দরেরও চিকিৎসা করিবে ॥ ২৪

অর্শোভগন্দরে প্রথমে অর্শের চিকিৎসা করিবে। ক্ষতজ ভগন্দর প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক অর্থাৎ নিশ্চিত সিদ্ধির আশা পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। উহাতে শল্য থাকিলে প্রথমে শল্য আহরণ করিয়া ক্রিমিনাশক লেপ ও ভোজন দিবে। যন্ত্রণা থাকিলে সুস্নিগ্ধ পিণ্ডস্বেদ ও নাড়ীস্বেদাদি ব্যবস্থা করিবে ॥ ২৫

বহুচ্ছিদ্রযুক্ত সকলপ্রকার ভগন্দরেই গোতীর্থ, সর্ব্বতোভদ্র, অর্দ্ধলাঙ্গলক ও লাঙ্গলক এই চারিপ্রকার ছেদনের যে কোন প্রকার ছেদ যেখানে উপযোগী, সেখানে সেইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ২৬

পার্শ্বগত শস্ত্রদ্বারা যে ছেদ করা যায়, তাহাকে গোতীর্থক ছেদ বলিয়া জানিবে। সর্ব্বদিকে (সেবনীকে পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে) যে ছেদ, তাহাকে সর্ব্বতোভদ্র ; একপার্শ্বে যে ছেদ, তাহাকে অর্দ্ধলাঙ্গল এবং উভয়পার্শ্বে যে ছেদ করা যায়, তাহাকে লাঙ্গল (সম্পূর্ণ লাঙ্গলাকার) ছেদ কহে। ছেদানন্তর যে সকল মার্গ দিয়া স্রাব নির্গত হয়, তৎসমুদায় অগ্নিদ্বারা নিঃশেষরূপে দগ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে ক্ষত আর পুনর্ব্বার বিকারপ্রাপ্ত হইবে না ॥ ২৭

মধ্যে মধ্যে ভগন্দররোগির কোষ্ঠশুদ্ধি যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে চিকিৎসক যত্ন করিবেন ॥ ২৮

ত্রিফলার কাথে বিড়ালের অস্থি বাটিয়া তাহার লেপ ভগন্দরে দিবে ॥ ২৯

লতাফট্‌কী, কাকডুমুরমূল, ঈশলাঙ্গলা, শেলু (বহুবার), আক্‌নাদি, দন্তী, চিতা, ধূনা, করবী, বচ, মনসার আটা ও আকন্দের আটা ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল ভগন্দরে অভ্যঙ্গ করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার ভগন্দরের পরম হিতকর ॥ ৩০

যষ্টিমধু, লোধ, পিপুল, ছোটএলাইচ, রেণুক, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পলতা, অনন্তমূল, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, ধাইফুল, মোম, ধূনা, কুড়, লোধ ও মাতুলুঙ্গ পত্র ; এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল ভগন্দর, অপচী, কুষ্ঠ, মধুমেহ ও ব্রণ বিনষ্ট করে ॥ ৩১

বিড়ঙ্গতণ্ডুল, ত্রিফলা ও পিপ্পলীতণ্ডুল ইহাদের চূর্ণ মধু ও তৈল যুক্ত করিয়া লেহন করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর, প্রমেহ, ক্ষত ও নাড়ী ব্রণের রোপণ হয় ॥ ৩২

গুলঞ্চ ১ ভাগ, ছোটএলাচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, ইন্দ্রযব ৪ ভাগ, বহেড়া ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলকী ৭ ভাগ ও গুগ্‌গুলু ৮ ভাগ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুতে আপ্লুত করিয়া সেবন করিলে পিড়কা, স্থৌল্য ও ভগন্দর নিবারিত হয়।

পিপুল, চিতা, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ ও বিল্বমূত প্রত্যেক ১ পল, ত্রিফলা ৬ পল এবং সকলের সমান গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য মধুযুক্ত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥৩৩

স্বায়ম্ভুব গুগ্‌গুলু। গুগ্‌গুলু ৫ পল, পিপুল ও ত্রিফলা প্রত্যেক ১ পল, দারুচিনি ২ তোলা ও ছোটএলাইচ ২ তোলা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে কুষ্ঠ, ভগন্দর, গুল্ম ও নাড়ীব্রণ নিবারিত হয় ॥ ৩৪

উক্ত গুগ্‌গুলু প্রভৃতি দ্রব্য ও শুঁঠ চূর্ণ দশমূলের ক্বাথে সুভাবিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষরূপে বাতরোগ প্রশমিত হয় ॥ ৩৫

ত্রিফলা ও খদিরের চূর্ণ অসনের (পিয়াশালের) ক্বাথে উত্তমরূপে ভাবিত করিয়া তাহা সমপরিমাণে মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ও মধু সংযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ, মেহ, পিড়কা ও ভগন্দর বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬

সকল প্রকার ভগন্দরের এই বিশেষ চিকিৎসা কথিত হইল। অবশিষ্ট অন্য ব্রণের লক্ষণ ও চিকিৎসা ব্রণাধিকার ও ব্রণানুশীলন হইতে বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া তাহাদের যথাযোগ্য চিকিৎসা করিবে ॥ ৩৭

ভগন্দর ক্ষত শুষ্ক হইবার পরেও এক বৎসর বা তাহার অধিক কাল পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে গমন, বায়ুরোধ (বেগরোধ), মদ্য, মৈথুন, অজীর্ণ ও অসাত্ম্য ভোজন এবং নানাপ্রকার সাহসের কার্য্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে ভগন্দর-প্রতিষেধ নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর আমরা গ্রন্থি-অর্ব্বুদ-শ্লীপদ-অপচী-নাড়ীবিজ্ঞান নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

কফপ্রধান দোষ সকল মেদঃ, মাংস ও রক্তকে আশ্রয় করিয়া বৃত্তোন্নত (গোলাকার) যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে গ্রন্থি কহে। গ্রথন হেতু ইহাকে গ্রন্থি কহা যায় ॥ ২

বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, শিরা ও ব্রণ এই নয় পদার্থ হইতে নয়প্রকার গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩

তন্মধ্যে বাতজগ্রন্থিতে গ্রন্থি যেন আকৃষ্ট হইয়া দীর্ঘীকৃত হইতেছে, যেন সূচী দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে, যেন ভিন্ন হইতেছে—এইরূপ বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। ইহা কৃষ্ণবর্ণ, বস্তির ন্যায় কোমল ও

আনাহযুক্ত হয় এবং একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে, হঠাৎ হ্রাস হয় ও হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। এই গ্রন্থি বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে নির্ম্মল রক্ত নির্গত হয়॥ ৪

পিত্তজ গ্রন্থি দাহযুক্ত, পীতাভ বা রক্তবর্ণ হয় ও শীঘ্র পাকে। বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে উষ্ণ রক্ত নিঃসৃত হয়।

কফজগ্রন্থি বেদনাহীন, নিবিড়াবয়ব, শীতলস্পর্শ, ত্বক্‌সমানবর্ণ ও কণ্ডুবিশিষ্ট হয়। পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে ঘন পূয নির্গত হয়॥ ৫

বাতাদি দোষ কর্তৃক রক্ত দুষ্ট হইলে রক্তজগ্রন্থি উৎপন্ন হয়। ইহাতে শিরা ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া ক্রিমি সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গ্রন্থি প্রসুপ্ত (অসাড়) ও পিত্তজ গ্রন্থির লক্ষণ যুক্ত হইয়া থাকে॥ ৬

মাংসল (মাংসপ্রধান বা মাংসবৃদ্ধিকারক) আহার হেতু মাংস দুষ্ট হইলে মাংসগ্রন্থি উৎপন্ন হয়। মাংসজ গ্রন্থি স্নিগ্ধ, মহান, কঠিন, শিরাব্যাপ্ত ও কফজগ্রন্থিলক্ষণান্বিত হয়॥ ৭

মেদুর (অতিস্নিগ্ধ) ভোজনহেতু মেদ প্রবৃদ্ধ হইয়া বায়ু কর্তৃক মাংসে অথবা ত্বকে নীত হইলে সেই মেদ গ্রন্থি উৎপাদন করে। মেদোজগ্রন্থি অত্যন্ত স্নিগ্ধ, কোমল, চঞ্চল ও কফজ গ্রন্থিতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট হয়। শরীরের বৃদ্ধিতে ইহার বৃদ্ধি এবং শরীরের হ্রাসে ইহার হ্রাস হইয়া থাকে। এই গ্রন্থি ভিন্ন হইলে তাম্র, কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণ ঘনস্রাব নির্গত হয়॥ ৮

অস্থিভঙ্গ বা অভিঘাত হেতু অস্থিতে উন্নত বা অবনত যে গ্রন্থি হয়, তাহাকে অস্থিগ্রন্থি কহে। পথ পর্য্যটন বা ব্যায়াম করিয়া ক্লান্ত অবস্থায় সহসা জলে অবগাহন করিলে বায়ু কুপিত হইয়া সরক্ত শিরা সমূহকে পীড়িত, সঙ্কুচিত, বক্রীকৃত ও বিশুষ্ক করিয়া শিরাগ্রন্থি উৎপাদন করে। ইহা স্পন্দন ও বেদনা রহিত হইয়া থাকে॥ ৯

ক্ষত রূঢ় হইতে না হইতেই অথবা রূঢ় হইবামাত্র রোগী যদি অহিত ভোজন করে, কিংবা আর্দ্রব্রণ বন্ধন করা না হয় অথবা প্রস্তরদ্বারা গাত্র অভিহত হয়, তাহা হইলে বায়ু অক্ষত দুষ্ট রক্তকে সংশোষিত করিয়া ব্রণকে গ্রথিত করে। এই গ্রথিতব্রণ ব্রণগ্রন্থিনামে অভিহিত এবং দাহ ও কণ্ডুযুক্ত হয়॥ ১০

বাতাদিদোষজ, রক্তজ ও মেদোজ গ্রন্থি সাধ্য। কিন্তু স্থূল, খর, চল এবং মর্ম্মস্থানে, কণ্ঠে ও উদরে জাত গ্রন্থি অসাধ্য।

(অর্ব্বুদরোগ)

গ্রন্থি অপেক্ষা বৃহৎ মাংসোপচয়কে অর্ব্বুদ কহে। সেই অর্ব্বুদ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মাংসজ ও মেদোজভেদে ছয়প্রকার হয়। মেদ ও কফের আধিক্য এবং শোথের স্থিরত্ব প্রযুক্ত অর্ব্বুদ প্রায়ই পাকে না॥ ১১

বায়ু, পিত্ত বা কফ শিরাস্থ রক্তকে অভ্যন্তরে সঙ্কুচিত ও প্রপীড়িত করিয়া পাক করে। তাহাতে সেই পক্ক শোণিত আনদ্ধ, স্রাবসম্পন্ন, মাংসদ্বারা পিণ্ডিত ও মাংসাঙ্কুরে ব্যাপ্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে নিরন্তর প্রচুর পরিমাণে দুষ্টরক্ত নির্গত হইতে থাকে। ইহাকে শোণিতার্ব্বুদ কহে॥ ১২

(মাংসগ্রন্থি ও মেদোগ্রন্থির লক্ষণ প্রায় তুল্য বলিয়া মাংসার্ব্বুদ ও মেদোঽর্ব্বুদের লক্ষণ এস্থলে আর পৃথক্ করিয়া বলা হইল না)।

সেই সকল অর্ব্বুদের মধ্যে রক্তজ ও মাংসজ অর্ব্বুদ ত্যাজ্য। অবশিষ্ট চারি প্রকারের চিকিৎসা করিবে॥ ১৩।১৪

(শ্লীপদ বা গোদরোগ)

কফপ্রধান দোষসকল মাংস ও রক্তগত হইয়া বঙ্ক্ষণ উরু প্রভৃতি অধোদেহে গমন করে এবং কালে পাদদ্বয়কে (বা একটি পাদকে) আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে নিবিড়াবয়ব শোথ উৎপাদন করে। ইহাকে শ্লীপদরোগ (গোদ্) কহে। বায়ুর প্রকোপে শ্লীপদ পরিপোটযুক্ত (ফাটা ফাটা), কৃষ্ণবর্ণ, বিনাহেতুতে বেদনান্বিত, খরস্পর্শ ও রুক্ষ; পিত্তের প্রকোপে পীতবর্ণ, দাহ ও জ্বরান্বিত এবং কফের প্রকোপে গুরু, স্নিগ্ধ, বেদনারহিত মাংসাঙ্কুরে ব্যাপ্ত ও বৃহদাকার হয়॥ ১৫

যে শ্লীপদ একবৎসরের অধিক কাল জন্মিয়াছে, যাহা অতিবৃহৎ, যাহা হইতে অত্যন্তস্রাব নিঃস্রুত হয়, সে শ্লীপদকে পরিবর্জ্জন করিবে॥ ১৬

কেহ কেহ বলেন—পাদদ্বয়ের ন্যায় হস্তদ্বয়ে এবং ওষ্ঠে ও কর্ণেও শ্লীপদ জন্মিয়া থাকে। এইরোগ অনূপদেশেই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়॥ ১৭

(গণ্ড গণ্ডমালা ও অপচীরোগ)

মেদঃস্থ এবং কণ্ঠ মন্যা অক্ষ কক্ষা ও বঙ্ক্ষণগত দোষ সকল গাত্রসমবর্ণ, কঠিন, স্নিগ্ধ, বার্ত্তাকু ও আমলকীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অবগাঢ়মূল, বিলম্বে পাকশীল ও বহুপরিমিত গণ্ড উৎপাদন করে। ইহাদিগকে গণ্ডমালা কহে। তন্মধ্যে কতকগুলি অল্পবেদনান্বিত হইয়া পাকে, কতকগুলি স্রাব করে, কতকগুলি অতিকণ্ডূযুক্ত হয়, কতকগুলি নাশপ্রাপ্ত হয়, আবার কতকগুলি উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। এইরূপ গণ্ডমালাকে অপচী কহে। অপচী দূর্ব্বার ন্যায় ক্ষয় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৮

সেই গণ্ডমালা, জ্বর, বমন, পার্শ্ববেদনা, কাস ও পীনস এই সকল উপদ্রবযুক্ত হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে॥ ১৯

(নাড়ীব্রণ)

পক্কশোথ বিদারিত না করিলে এবং ব্রণাবস্থায় অপথ্য সেবন করিলে রোগির ব্রণস্থ পূয মাংসাদিতে প্রবেশ করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করে। দূরগমনহেতু গতি এবং নাড়ীর (নলের) ন্যায় ছিদ্রপথ দিয়া পূয নির্গত হয় বলিয়া উহা নাড়ীনামে কথিত হইয়া থাকে। অন্যমতে—নাড়ী যদি একটীও বক্র হয় তবে নাড়ী এবং বহুমুখে গতি হইলে তাহাকে গতি কহা যায়॥ ২০

নাড়ী পাঁচপ্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও শল্যজ॥ ২১

বাতজনাড়ী বেদনাযুক্ত, সূক্ষ্মমুখ, বিবর্ণ ও ফেনিলস্রাবী হয়। রাত্রিকালে ইহা হইতে অধিক পরিমাণে স্রাব হয়।

পিত্তজনাড়ী তৃষ্ণা, জ্বর ও দাহযুক্ত এবং পীতবর্ণ উষ্ণ দুর্গন্ধ পূযস্রাব বিশিষ্ট হয়। দিবসে ইহা হইতে অধিক মাত্রায় স্রাব নির্গত হয়।

কফজনাড়ী কণ্ডুযুক্ত ও কঠিন হয়। ইহা হইতে ঘন ও পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়। রাত্রিকালে ইহা হইতে অধিক পরিমাণে ক্লেদ নিঃসৃত হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজনাড়ী বাতজাদি ত্রিবিধ নাড়ীব্রণের লক্ষণযুক্ত হয়। ইহা ত্যাজ্য।

শরীরমধ্যে স্থিত শল্য বহিস্কৃত না করিলে তাহা (পূর্ব্বোক্তরূপে মাংসাদি বিদীর্ণ করিয়া) নাড়ী উৎপাদন করে। ঐ শল্যজ নাড়ী হইতে ফেনযুক্ত, পাত্লা, অল্পপরিমিত, উষ্ণস্পর্শ, রক্তমিশ্রিত বেদনান্বিত পূয নিরন্তর নির্গত হইতে থাকে॥ ২২।২৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে গ্রন্থ্যর্ব্বুদশ্লীপদাপচীনাড়ীবিজ্ঞান নামক উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

(গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ চিকিৎসা)

অনন্তর আমরা গ্রন্থ্যর্ব্বুদশ্লীপদাপচীনাড়ী-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

দোষানুসারে অপক্ব গ্রন্থির শোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে॥ ২

বৃহতী, চিতা, কণ্টকারী ও পিপুল ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃত পান করাইয়া শোধনার্হ রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া বমন বিরেচনদ্বারা শুদ্ধ করিবে। শোধনানন্তর অপক্বগ্রন্থিতে তীক্ষ্ণদ্রব্যের প্রলেপ দিবে॥ ৩

গ্রন্থি স্বেদদ্বারা সম্যক্ স্বেদিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদিদ্বারা পুনঃপুনঃ মর্দ্দিত করিবে॥ ৪

বাতজ গ্রন্থিতে এই চিকিৎসাই বিশেষরূপে করিবে। পিত্তজ ও রক্তজ গ্রন্থিতে জলৌকা দ্বারা রক্তনির্হরণ এবং সর্ব্বদা শীতল প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে। কফজ গ্রন্থিতে বাতিক গ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে॥ ৫

এইরূপ চিকিৎসাতেও যদি গ্রন্থি না পাকে, তবে অপক্ব গ্রন্থি নিঃশেষে ছেদন করিবে। রক্ত নিবৃত্ত হইলে পর তৎস্থান অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। যেহেতু, গ্রন্থির শেষ থাকিলে নিশ্চয়ই উহা পুনরায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে॥ ৬

মাংসজ এবং ব্রণজ গ্রন্থিও এইরূপে বিদারিত করিবে॥ ৭

মেদোজ গ্রন্থিতেও এইরূপ চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ প্রথমে শস্ত্রদ্বারা কাটিবে। পরে তিলকল্কদ্বারা একখানি বস্ত্রখণ্ড (ন্যাক্ড়া) প্রলিপ্ত ও তাহা মুড়িয়া দ্বিগুণীকৃত করিবে এবং বস্ত্রাভ্যন্তরীকৃত সেই কল্ক মেদোজ গ্রন্থির উপর ন্যস্ত করিয়া তদুপরি তপ্তফালাদি স্পর্শ করাইবে। কিংবা শস্ত্রদ্বারা গ্রন্থি বিপাটিত করিয়া উত্তমরূপে মেদ নিষ্কাশন পূর্ব্বক তৎস্থান দগ্ধ করিবে॥ ৮

নবজাত শিরাগ্রন্থি রোগে সহচর তৈলপান, বাতহর দ্রব্যের প্রলেপ এবং বস্তিকর্ম্ম ও শিরাব্যধ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৯

অর্ব্বুদরোগে গ্রন্থিবৎ যথাযথ চিকিৎসা করিবে। এই চিকিৎসাই ইহাতে বিশেষ হিতকর॥ ১০

(শ্লীপদ চিকিৎসা)

বাতজ শ্লীপদ স্নেহ, স্বেদ এবং উপনাহদ্বারা স্নিগ্ধ, স্বিন্ন ও উপনাহিত করিয়া গুল্‌ফের দুই অঙ্গুলি উপরে শিরা বিদ্ধ করিবে। রোগিকে একমাসকাল গোমূত্রের সহিত এরণ্ডতৈল পান করাইবে। তৈল জীর্ণ হইলে পর যথাবিধানে শুঁঠের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধসহ পুরাণ শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। কিংবা ত্রৈবৃত (বাতব্যাধ্যুক্ত) ঘৃত পান করাইবে। এইরূপ চিকিৎসায় রোগের প্রশম না হইলে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে এবং গুল্‌ফের অধোভাগস্থ শিরা মোক্ষণ করিবে।

পিত্তজ শ্লীপদে পিত্তহর ক্রিয়াসকল ব্যবস্থা করিবে॥ ১১

কফজ শ্লীপদে অঙ্গুষ্ঠের শিরা বিদ্ধ করিবে এবং যবান্ন পথ্য দিবে। ইহাতে মধুযুক্ত কষায়গুণবিশিষ্ট দ্রব্যসকল হিতকর। ক্রমশঃ (অর্থাৎ ১।২।৩টি ইত্যাদি ক্রমে) বর্দ্ধিত করিয়া হরীতকী ভক্ষণ করিবে। সর্ষপমূলের, বার্ত্তাকুমূলের অথবা ধান্যার (দুরালভা বা শুঁঠ) প্রলেপ দিবে॥ ১২

(অপচী-চিকিৎসা)

অপচীরোগে দন্তী, দ্রবন্তী, তেউড়ী, কোষাতকী ও ঘোষা ইহাদের কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে বমন ও বিরেচন হইয়া ঊর্দ্ধ ও অধঃ শোধিত হয়। কফমেদোহর ধূম, গণ্ডূষ ও নস্য অভ্যাস করিবে। শিরাবেধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে এবং রসাঞ্জন গোমূত্রে আলোড়িত করিয়া পান করিবে॥ ১৩

অপক্ক গ্রন্থি রাস্না, লবণ ও শুঁঠের কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। কঠিন গ্রন্থি লবণের পোট্টলী দ্বারা স্বিন্ন করিয়া পশ্চাৎ অঙ্গুষ্ঠাদি দ্বারা মর্দ্দিত করিবে॥ ১৪

শাঁই বীজ, মূলাবীজ, শণবীজ, যব ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য অম্লতক্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে গ্রন্থি ও গণ্ডরোগ বিলীন হয়॥ ১৫

পাকোন্মুখ গ্রন্থির রক্ত নির্হরণ করিয়া পিত্তশ্লেষ্মনাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অথবা অপক্কাবস্থাতেই গ্রন্থি শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া সেই স্থান ক্ষার ও অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে॥ ১৬

করঞ্জতৈল।

করঞ্জতৈল ৴৪ সের। নিসিন্দার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—শ্বেতকুঁচ, ঈশলাঙ্গলা, করঞ্জফল, জীমূতক (ঘোষাবিশেষ), কাঁকরোল, রাখালশসা, কৃতবেধন (শ্বেতঘোষা বা সোঁদাল) ও আকনাদি প্রত্যেক ৪ তোলা; বিষ ২ তোলা। যথাবিধানে পাক করিবে। পান, অভ্যঞ্জন ও নস্যরূপে এই তৈল ব্যবহার করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন, পূযবাহী অসাধ্যপ্রায় গণ্ডমালাও প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৭

চতুর্থাংশ ঈশলাঙ্গলামূলের কল্ক ও চতুর্গুণ নিসিন্দার রসের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহা নস্যাদিরূপে প্রয়োগ করিলে অপচী রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮

সর্ষপতৈল /৪ সের। ব্রাহ্মীরস, আকন্দআঠা ও গোময়রস মিলিত ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—গোমূত্রে পেষিত চন্দন, দেবদারু, মরিচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুতা, মনছাল, হরিতাল, বেণার মূল, রাখাল শসা ও করবীমূল প্রত্যেক ১ পল ও বিষ ৪ তোলা; যথানিয়মে পাক করিয়া এই তৈল পানাভ্যঞ্জনাদিরূপে অভ্যাস করিলে কুষ্ঠ, দুষ্টনাড়ীব্রণ ও অপচীরোগ আশু নিবারিত হয় ॥ ১৯

বচ, হরীতকী, লাক্ষা, কট্‌কী ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহা পান করিলে অপচীরোগ সমূলে বিনষ্ট হয় ॥ ২০

শরপুঙ্খার মূল তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলে ও প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণ অপচী, বিষ ও ক্রিমি নষ্ট হয় ॥ ২১

উত্তম অরণির (রাখালশশার) মূল, পীলুমূল, ঝিণ্টীমূল, লোধ, বেণার মূল, যষ্টিমধু, শুল্‌ফা, চিতামূল ও দেবদারু এই সকল কল্ক দ্রব্যের ও সমপরিমিত দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য ও অভ্যঙ্গ অপচীরোগে প্রশস্ত ॥ ২২

গো, মেষ, ছাগ ও অশ্বের খুর দগ্ধ করিবে। সেই ভস্ম সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অপচীতে প্রলেপ দিবে। অথবা কৃষ্ণসর্প কিংবা স্বয়ংমৃত কাক দগ্ধ করিয়া ইঙ্গুদীতৈলের সহিত সেই ভস্মের প্রলেপ দিবে ॥ ২৩

এইরূপ চিকিৎসায় রোগের শান্তি না হইলে রোগের অপর পার্শ্বস্থ জঙ্ঘাশ্রিত মেদ বস্তির ঊর্দ্ধ বা অধোদেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া অগ্নি দ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিয়া দিবে ॥ ২৪

রোগিকে বসাইয়া তাহার ঊর্দ্ধপদ ভেদ করিয়া পার্ষ্ণি প্রদেশ (গুল্‌ফের পশ্চাদ্‌ভাগ) হইতে সেই পরিমাণে ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধগ্রন্থি সকল আহরণ করিবে—ইহা ভগবান্ নিমি কহিয়াছেন ॥ ২৫

ইন্দ্রবস্তিকে পরিহার করিয়া পার্ষ্ণি হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি স্থানে রোগের অপর পার্শ্বে বিদারিত করিয়া তন্মধ্য হইতে মৎস্যাণ্ডনিভ মেদোজাল বহিষ্কৃত করিবে—ইহা সুশ্রুত কহিয়াছেন ॥ ২৬

অপরে বলেন—যথাপরিমিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ণ হইতে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত দেহের পরিমাণ যত, তাহার আটভাগ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রবস্তির অধোদেশে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত (দেহের নবম ভাগ) ভেদ করিয়া মেদ নিষ্কাশিত করিবে ॥ ২৭

বাতজনাড়ীতে উপনাহ (পুলটিস্) দিয়া তাহা (যতদূর পূষের গতি আছে, ততদূর পর্য্যন্ত) বিদারিত করিবে এবং অপামার্গ ফল (আপাংবীজ), তিল ও সৈন্ধব লবণ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণে প্রলেপ দিবে ॥ ২৮

পিত্তজ নাড়ী বিদারিত করিয়া তাহাতে তিল, মঞ্জিষ্ঠা, নাগদন্তী (স্থূলমূলা দন্তী—চক্রটীকা) ও শিলাজতুর প্রলেপ দিবে ॥ ২৯

শ্লেষ্মজ নাড়ী পাটিত করিয়া তাহাতে তিল, সৌরষ্ট্রমৃত্তিকা, দন্তী, নিমপাতা ও সৈন্ধব লবণ বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে ॥ ৩০

শল্যজ নাড়ী ছিন্ন করিয়া (শল্যনির্হরণ পূর্ব্বক) শোধিত করিবে। পরে ঘৃত ও মধুযুক্ত তিলের কল্ক দ্বারা তাহা প্রলিপ্ত দিবে॥ ৩১

শস্ত্রপাতের অযোগ্য নাড়ী (কৃশ দুর্ব্বলাদি ব্যক্তির নাড়ী এবং মর্ম্মস্থানজাতনাড়ী) এষণীদ্বারা সম্যক্ রূপে এষিত করিয়া অর্থাৎ শলাকা চালাইয়া তাহার প্রান্তভাগে ভেদ করিবে। পরে একগাছি ক্ষারম্রক্ষিত সূত্র পুনঃপুনঃ নালীর মধ্যে প্রবেশিত ও প্রান্তস্থ ছিদ্র দিয়া বহির্গত করিয়া উহা বিদারিত করিবে॥ ৩২

দুষ্ট, সূক্ষ্মমুখ ও গম্ভীরাদি ব্রণে যে চিকিৎসাবিধি, যে সকল বর্ত্তি এবং যে সকল তৈল কথিত হইয়াছে, নাড়ীব্রণেও সেই সকল প্রয়োগ করিবে॥ ৩৩

চঞ্চুফল (নালিতাবীজ) পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ইহা উৎকৃষ্ট নাড়ীব্রণ নাশক ঔষধ॥ ৩৪

শেয়াকুলের ত্বক্ ও ফল, সৈন্ধব লবণ, লাক্ষা ও এরণ্ডপত্র ইহাদের কল্ক—স্তনদুগ্ধ, মনসার আঠা ও আকন্দ আঠায় মর্দ্দিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে শীঘ্র নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হয়॥ ৩৫

সামুদ্র লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, সৈন্ধবলবণ, সুপক শেয়াকুলফল, গৃহধূম (ঝুল), আমড়ার ও খদিরের কচিপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য কল্ক, অভ্যঙ্গ, চূর্ণ ও বর্ত্তিরূপে প্রয়োগ করিলে নাড়ী এত শীঘ্র আরোগ্য হয়, যেন তাহার কখনো ঐ রোগ ছিল না বলিয়া প্রতীতি জন্মে। চঞ্চলমতির চঞ্চলা সম্পত্তির ন্যায় উক্ত ঔষধে অচিরে নাড়ীব্রণ নষ্ট হয়॥ ৩৬

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে গ্রন্থ্যাদি-প্রতিষেধ নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ক্ষুদ্ররোগ-বিজ্ঞানীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

মুগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, চিক্কণ, ত্বক্‌সমানবর্ণ, গ্রন্থিল ও বেদনারহিত যে পিড়কা বালকদিগের জন্মে, তাহাকে অজগল্লিকা কহে॥ ২

যবাকৃতি অর্থাৎ যবের ন্যায় মধ্যস্থূল এবং কঠিন ও মাংসাশ্রিত যে পিড়কা, তাহার নাম যবপ্রখ্যা। ইহাও কফবাতজ ব্যাধি॥ ৩

অবক্ত্র (অল্পমুখ), অলজীবৎ বর্ত্তুল, অল্পপূযযুক্ত, নিবিড়াবয়ব ও উন্নত যে পাঁচ ছয়টি গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কচ্ছপী কহে। কচ্ছপী কচ্ছপের ন্যায় পৃষ্ঠোন্নত॥ ৪

কর্ণের উপরিভাগে বা চতুর্দ্দিকে কঠিন, উগ্রবেদনান্বিত, শালূকবৎ যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে পনসিকা কহে।

হনুসন্ধিতে অল্পবেদনান্বিত যে স্থির শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পাষাণগর্দ্দভ কহে। ইহা কফবাতজ ব্যাধি ॥ ৫

বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে যুবকদিগের মুখে শিমুল কাঁটার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, বেদনাযুক্ত, ঘনাবয়ব, মেদোগর্ভ যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে মুখদূষিকা (বয়োব্রণ) কহে ॥ ৬।

পদ্ম যেমন কণ্টক দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ শরীর—বেদনারহিত শ্বেতবর্ণ মাংসকণ্টক দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে পদ্মকণ্টক (পদ্মকাঁটা) রোগ কহে। ইহাও কফবাতজ ॥ ৭

পিত্তপ্রকোপে পক্ব যজ্ঞডুমুর সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, অত্যন্ত দাহান্বিত, জ্বরকর, গোলাকার ও বিবৃত-মুখ যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বিবৃতা কহে ॥ ৮

দেহের কোনস্থানে এবং মুখাভ্যন্তরে মসূরের আকৃতি ও মসূরের বর্ণবিশিষ্ট নিবিড়াবয়ব এবং দাহ, জ্বর ও বেদনান্বিত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে মসূরিকা কহে। আর মসূরিকা অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক, অত্যন্ত বেদনান্বিত যে সকল স্ফোটক জন্মে, তাহাদিগকে বিস্ফোটক কহে ॥ ৯

পিড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত পদ্মকর্ণিকাকার (পদ্মবীজকোষসদৃশ) যে পিড়কা, তাহাকে বিদ্ধা (ইন্দ্রবিদ্ধা) বলিয়া জানিবে। ইহা বাতপিত্তজ ব্যাধি। আর উক্ত বাতপিত্তেরই প্রকোপে মণ্ডলাকার, বিস্তীর্ণ, উন্নত এবং রক্তবর্ণ পিড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে গর্দ্দভী কহে ॥ ১০

এই গর্দ্দভী প্রায়ই কক্ষার (বগলের) নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্মিলে উহাকে কক্ষা কহা যায়। ইহা বাতজরোগ ॥ ১১

উক্ত কক্ষাদেশে পিত্তপ্রকোপে সূক্ষ্ম, স্থূলাবয়ব, লাজাকৃতি (পাঠান্তরে—জালাকৃতি) যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকেও কক্ষা কহে ॥ ১২

লাজাকৃতি (খৈএর ন্যায়) একটিমাত্র বৃহৎ পিড়কাকে গন্ধনাম্না কহে।

ঘর্ম্মক্লেদযুক্ত শরীরে বেদনান্বিত, নিবিড়াবয়ব, সর্ষপের ন্যায় বর্ণ আকার ও পরিমাণবিশিষ্ট যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে রাজিকা কহে ॥ ১৩

অপ্রবল পিত্তপ্রধান বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক যে শোথ বিসর্পবৎ পরিসর্পণ করে, যাহা পাতলা, তাম্রবর্ণ ও দাহজ্বরকর এবং যাহা পাকে না (কাহারও মতে অল্প পাকে) তাহাকে জালগর্দ্দভ কহে ॥ ১৪

পিত্তোল্বণ দোষকর্ত্তৃক কক্ষাভাগে জ্বরকারক, মাংসবিদারক, অগ্নিসদৃশ যে সকল স্ফোটক জন্মে, তাহাদিগকে অগ্নিরোহিণী কহে। এইরোগে পাঁচদিন, সাতদিন বা একপক্ষের মধ্যে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে। (যথাক্রমে বাত, পিত্ত ও কফের আধিক্যে এইরূপ সময়ের তারতম্য হয়) ॥ ১৫

জত্রুর অর্থাৎ গ্রীবা ও বক্ষঃসন্ধির উপরিভাগে ত্রিদোষলক্ষণান্বিত গোলাকার যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইরিবেল্লিকা কহে ॥ ১৬

[illegible] ও বক্ষ[illegible]প্রদেশে [illegible]র ন্যায় কঠিন যে পিড়কা জন্মে, তাহার নাম চিকাকী ॥ ১৭

[illegible] বায়ু ও কফ ইহারা [illegible] মাংস ও শিরাকে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থি উৎপাদন করে। [illegible] বিদীর্ণ হইলে বসা, ঘৃত ও মধু সদৃশ স্রাব নির্গত হয়। তাহাতে ([illegible]) বায়ু

অধিক কুপিত হইয়া মাংসকে বিশোষিত ও গ্রথিত করিয়া শর্করা জন্মাইয়া থাকে। তদনন্তর বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক সেই সঞ্চিত শর্করা হইতে দুর্গন্ধ পচা নানাবর্ণ বিশিষ্ট রক্ত নিঃস্রুত হইতে থাকে। ইহাকে শর্করার্ব্বুদ কহে ॥ ১৮

হস্ততলে, পদতলে, সন্ধিস্থলে বা জত্রুর উর্দ্ধ অবয়বে বল্মীকবৎ যে গ্রন্থি ক্রমে ক্রমে উপচিত হইয়া বহুসূক্ষ্মমুখবিশিষ্ট এবং বেদনা, দাহ, কণ্ডূ ও ক্লেদ সমন্বিত হয়, তাহাকে বল্মীকরোগ কহে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি ॥ ১৯

পদতল শর্করা (কাঁকর) দ্বারা উন্মথিত বা কণ্টকাদি দ্বারা ক্ষত হইলে কুলসদৃশ উন্নত যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কদররোগ (জামুড়া বা কুলআঁটি) কহে ॥ ২০

মূত্র-পুরীষবেগধারণহেতু অপান বায়ু কুপিত হইয়া অপানাশ্রিতমার্গকে (মলমার্গকে) বাহ্য ও অভ্যন্তরভাগে অতিসূক্ষ্ম করে। মলমার্গের দ্বার সূক্ষ্ম হওয়ায় অতি কষ্টে মলনির্গম হয়। এই ব্যাধি রুদ্ধগুদ নামে অভিহিত ॥ ২১

বায়ু ও পিত্ত নখমাংস দূষিত করিয়া বেদনা ও জ্বরবিশিষ্ট পাক উৎপাদন করে। ইহাকে চিপ্প, অক্ষত বা উপনখ কহে ॥ ২২

আঘাতপ্রাপ্তিহেতু নখ কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ ও খর হইলে তাহাকে কুনখ কহা যায় ॥ ২৩

দুষ্ট কর্দ্দম সংস্পর্শে পাদাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যভাগ কণ্ডূ ও ক্লেদান্বিত হয়। ইহাকে অলস (পাঁকুই) রোগ কহে।

ত্বকের উপর কৃষ্ণবর্ণ তিল সদৃশ অবেদন যে সকল চিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহাকে তিলকালক বলে। সেই তিলকালক কিঞ্চিৎ উন্নতাকৃতি হইলে তাহাকে মাষক এবং সেই মাষক অধিকতর উন্নত হইলে তাহাকে চর্ম্মকীল কহা যায়। চর্ম্মকীল শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥ ২৪

জতুমণিও (জড়ুলও) উক্তরূপ হইয়া থাকে। ইহা সহজ অর্থাৎ শরীরের সহিত জাত এবং লোহিতবর্ণ হয় ॥ ২৫

ত্বকের উপর সমতল, কৃষ্ণ বা শুক্লবর্ণ, মণ্ডলাকার সহজাত যে চিহ্ন হয়, তাহাকে লাঞ্ছন কহে ॥ ২৬

শোক ও ক্রোধাদি হেতু কুপিত বাতপিত্ত জন্য মুখে পাতলা, শ্যামবর্ণ, মণ্ডলাকার যে চিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্যঙ্গ কহে। মুখ ভিন্ন অন্য স্থানে জন্মিলে উহাকে নীলিকা কহে ॥ ২৭

বায়ুর প্রকোপে ব্যঙ্গ পরুষচ্ছবি, খরস্পর্শ ও শ্যাববর্ণ; পিত্তের প্রকোপে তাম্রবর্ণপ্রান্ত এবং ঈষৎ নীলবর্ণ; কফের প্রকোপে শ্বেতবর্ণপ্রান্ত ও কণ্ডূসমন্বিত এবং রক্তপ্রকোপে রক্তবর্ণপ্রান্ত, ঈষৎ তাম্রবর্ণ, শোষান্বিত এবং চিমি চিমি বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৮

বায়ুপ্রেরিত কফ ত্বক্ আশ্রয় করিয়া শুষ্ক হয়। তাহাতে ঐ ত্বক্ পাণ্ডুবর্ণ এবং ক্রমে ক্রমে বিচেতন (অসাড়), অল্পকণ্ডূযুক্ত ও ক্লেদহীন হইয়া থাকে। ত্বকের প্রসুপ্তি (স্পর্শানভিজ্ঞতা) হয় বলিয়া ইহাকে প্রসুপ্তিরোগ কহে ॥ ২৯

বমন ক্রিয়া দ্বারা সম্যক্‌রূপ বমি না হওয়ায় বহির্গমনোন্মুখ পিত্ত ও শ্লেষ্মার এবং ভুক্তান্নের অনির্গম হেতু শরীরে রক্তবর্ণ, অতিশয় কণ্ডূবিশিষ্ট, মণ্ডলাকার, বহুসংখ্যক যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে উৎকোঠ কহে (উৎকোঠ নিরনুবন্ধ অর্থাৎ উদগত হইবার কিছুক্ষণ পরেই বিলয়

প্রাপ্ত হয়, আর পুনরুদ্গত হয় না)। সেই উৎকোঠ অনুবন্ধযুক্ত অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উদ্ভূত ও পুনঃপুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে কোঠ নামে অভিহিত হয়।

এইরূপ বিভাগানুসারে ৩৬ প্রকার ক্ষুদ্ররোগ কথিত হইল॥ ৩০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে ক্ষুদ্ররোগ-বিজ্ঞানীয় নামক একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ক্ষুদ্ররোগ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১॥

অপক্ব অজগল্লিকায় জোঁক্ ধরাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে॥ ২

যবপ্রখ্যা রোগে প্রথমে স্বেদপ্রদান করিয়া উহার বিলয়নার্থ দেবদারু, কুড়, মনছাল ও হরিতাল ইহাদের প্রলেপ দিবে। পনসিকা, কচ্ছপী এবং পাষাণগর্দ্দভেরও এইরূপ চিকিৎসাবিধি। অজগল্লিকা প্রভৃতি পাষাণগর্দ্দভ পর্য্যন্ত রোগ সকল পাকিলে উহাদের ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে॥ ৩

মুখদূষিকারোগে (বয়োব্রণে) লোধ, ধনে ও বচের প্রলেপ দিবে অথবা বটের কচি পাতার সহিত নারিকেলশুক্তি বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ইহাতে রোগের প্রশম না হইলে বমন, নস্য ও ললাটের শিরাবেধ ব্যবস্থা করিবে॥ ৪

পদ্মকণ্টক রোগে নিমছালের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে এবং নিমছালের কাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা মধুর সহিত খাইতে দিবে। ইহাতে নিমছাল ও সোঁদাল বাটিয়া তাহার প্রলেপ হিতকর॥ ৫

বিবৃতা হইতে জালগর্দ্দভ পর্য্যন্ত রোগসকলের এবং ইরিবেল্লিকা রোগের পিত্তবীসর্পবৎ চিকিৎসা করিবে। অগ্নিরোহিণী রোগে—সিদ্ধির আশা ত্যাগ করিয়া এইরূপই অর্থাৎ পিত্ত-বীসর্পবৎ চিকিৎসা করিবে॥ ৬

জালগর্দ্দভরোগে উপবাস, রক্তমোক্ষণ, রুক্ষক্রিয়া, বমন বিরেচনাদির দ্বারা শরীর শোধন, আমলকীপ্রয়োগ ও শীতল প্রলেপ এইসকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা ব্যবস্থা করিবে॥ ৭

বিদারিকা রোগে রক্তনির্হরণ করিয়া কফগ্রন্থিবৎ চিকিৎসা করিবে॥ ৮

শর্করার্ব্বুদ রোগে মেদোজ অর্ব্বুদের চিকিৎসাই বিশেষভাবে করিবে॥ ৯

প্রবৃদ্ধ, বহুচ্ছিদ্রসমন্বিত, শোথযুক্ত বল্মীক এবং মর্ম্মস্থানে, হস্তে ও পদে জাত বল্মীক ত্যাগ করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য বল্মীকরোগে বমন বিরেচনাদি দ্বারা রোগিকে শুদ্ধ করিয়া বল্মীক হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে তাহাতে সৈন্ধবলবণ, সোঁদাল মূল, গুলঞ্চ, তেউড়ীমূল, কুলথিকামূল, দন্তীমূল, তিলকল্ক ও যবশক্তু, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে॥ ১০

বল্মীক পাকিলে বা তাহাতে নালী হইয়াছে, বুঝিতে পারিলে দুষ্টমাংস ও গতিসকল শস্ত্রদ্বারা সম্যক্‌রূপে শোধিত করিয়া পশ্চাৎ ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া দিবে॥ ১১

কদর শস্ত্রদ্বারা নিঃশেষে উদ্ধৃত করিয়া সেই স্থান অগ্নিতপ্ত স্নেহদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। নিরুদ্ধমণির ন্যায় রুদ্ধগুদরোগের চিকিৎসা করিবে॥ ১২

চিপ্পরোগে (আঙুলহাড়ায়) বিরেকাদি শোধন ক্রিয়া দ্বারা উহার উষ্মা অপগত হইলে শস্ত্রকর্ম্ম করিবে॥ ১৩

দুষ্ট কুনখ রোগেও এইরূপ (চিপ্পরোগোক্ত) চিকিৎসা করিবে। অলসরোগে পদদ্বয় কাঁজীতে সিক্ত করিয়া তাহাতে হীরাকস, পল্‌তা, গোরোচনা, তিল ও নিমপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। তিলকালক ও মাষরোগ তপ্ত সূর্য্যকান্তমণি, ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে॥ ১৪

চর্ম্মকীল ও জতুমণি শস্ত্রদ্বারা উৎকর্ত্তন করিয়া উক্তরূপে সূর্য্যকান্তাদি দ্বারা দগ্ধ করিবে॥ ১৫

লাঞ্ছন, ব্যঙ্গ ও নীলিকা রোগে সমীপস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া পীড়িত স্থানে দুগ্ধপিষ্ট বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্ ও অঙ্কুরের প্রলেপ দিবে॥ ১৬

ব্যঙ্গরোগে অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল বা মঞ্জিষ্ঠা মধুর সহিত পেষণ করিয়া কিংবা শ্বেতাশ্বের খুর ভস্ম নবনীতের সহিত মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিবে॥ ১৭

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর (কেহ বলেন—বটের নূতন পত্র ও মুকুল) এবং মসুর দাইল এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া মুখে লেপন করিলে ব্যঙ্গ (মেচেতা) নষ্ট হইয়া মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়॥ ১৮

জীরা, কৃষ্ণজীরা, কৃষ্ণতিল ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখচন্দ্র ব্যঙ্গ-রূপ কলঙ্করহিত হইয়া থাকে॥ ১৯

ভৃষ্ট ও তুষরহিত মসুর দাইল দুগ্ধে পেষিত ও ঘৃত মধু সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা তীক্ষ্ণাগ্র শিমুলকাঁটা দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা অম্লকুলের আঁটির মজ্জা শশকের রক্ত ও মধুর সহিত পেষিত এবং গুড় সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা টাবানেবুর মধ্যে সপ্তাহকাল কুড় নিহিত করিয়া তাহা মধুর সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা শিমুলমূল ছাগদুগ্ধে পেষিত ও মধুযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা গোরুর অস্থি ও তালমূলীমূল ঘৃত ও মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২০

জামের ও আমের কচি পাতা, দধির মাত, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও নূতন গুড় এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা গাবেরই রসে গাব বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে মুখ সবর্ণতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুখের বর্ণ পূর্ব্বের মত হয়॥ ২১

পদ্মপত্র, তগরপাদুকা, প্রিয়ঙ্গু, কালীয়ক (সুগন্ধি কাষ্ঠ বিশেষ) ও কুলের আঁটির শস্ত ইহাদের উদ্বর্ত্তন করিলে মুখ পদ্মের ন্যায় শোভাসম্পন্ন হয়॥ ২২

উপরি কথিত ঔষধ দ্রব্য সকলের কল্ক এবং যষ্টিমধুর কাথ সহ দোষ ও ঋতুর উপযোগী ঘৃত তৈলাদি পাক করিয়া তদ্দ্বারা মুখাভ্যঙ্গ করিবে॥ ২৩

যব, ধূনা, লোধ, বেণার মূল, চন্দন (পাঠান্তরে—বোষ), মধু, ঘৃত ও গুড় এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া হাতায় লাগিতেছে এইরূপ ঘন হইলে নামাইবে। ইহার অভ্যঙ্গে নীলিকা, ব্যঙ্গ ও মুখদূষিকা আশু নিবারিত হয় এবং মুখ কমলসদৃশ ও পদ্মদলতুল্য হয়॥ ২৪

কুঙ্কুমাদ্য তৈল।

তৈল /॥০ অর্দ্ধসের। ছাগদুগ্ধ /১ সের। কাথার্থ—কুঙ্কুম, বেণার মূল, কালীয়ক কাষ্ঠ, লাক্ষা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বটের নূতন ঝুরি, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, নীলোৎপল ও মঞ্জিষ্ঠা প্রত্যেক একপল; জল ১৬ সের; শেষ ৪ সের। কল্ক দ্রব্য—লাক্ষা, পত্তঙ্গ (রক্তচন্দন বা বকম কাষ্ঠ), যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও কুঙ্কুম প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধানে পাক করিবে। নিয়মিতরূপে এই তৈলের নস্য লইলে নীলিকা, পলিত (চুলপাকা), ব্যঙ্গ, বলী, তিল ও দুষিকা (বয়োব্রণ) বিনষ্ট হয়। ইহা মুখের উপচয়কারক ও বর্ণপ্রসাদক ॥ ২৫

মঞ্জিষ্ঠা, শবর লোধ, তুবরিকা (মসূর কলায় বা সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা), লাক্ষা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, মনছাল, হরিতাল, কুঙ্কুম, কুড়, গোরোচনা, গেরিমাটী, বটের পাণ্ডুবর্ণ (পাকা) পত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, কালীয় কাষ্ঠ, পারদ, বকম, পলাশ ছাল, পদ্মবীজ, পদ্মকেশর, মোম, ভূঁকুড়, পদ্মকাদিগণ, বসা, ঘৃত, মজ্জা, দুগ্ধ, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের কাথ এই সকল দ্রব্য অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা ব্যঙ্গ ও নীলিকাদি নাশে সিদ্ধফল ঔষধ। এই তৈল ব্যবহারে মুখ চন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন হয় ॥ ২৬

ভীমরাজের রস, দুগ্ধ ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্য লইবে ॥ ২৭

প্রসুপ্তি (অসাড়) রোগে বাতকুষ্ঠবিহিত চিকিৎসা করিবে এবং পীড়িত স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে ॥ ২৮

উৎকোঠ রোগে কফপিত্ত-বিহিত চিকিৎসা এবং কোঠ রোগে কুষ্ঠোক্ত চিকিৎসা সকল করিবে ॥ ২৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে ক্ষুদ্ররোগ-প্রতিষেধ নামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা গুহ্যরোগ-বিজ্ঞান নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

একবারে মৈথুন ত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ মৈথুন সেবা করিলে; কিংবা বাতাদি দোষ কর্তৃক দুষিত, সঙ্কীর্ণ, মলিন, অল্পদ্বার যোনিতে মৈথুন করিলে; অথবা নারীযোনি ভিন্ন গোমহি-ষ্যাদির যোনিতে গমন করিলে; কিংবা অনভিলাষা, অগম্যা (গুরুপত্ন্যাদি) ও নবপ্রসূতা স্ত্রীতে গমন করিলে; কিংবা সবিষপ্রাণি প্রভৃতি দ্বারা দূষিত জল লিঙ্গে লাগিলে; কিংবা মৈথুনান্তে জলদ্বারা লিঙ্গপ্রক্ষালন না করিলে; অথবা লিঙ্গবর্দ্ধনার্থ লিঙ্গে তীক্ষ্ণ প্রলেপ-সেকাদি দিলে; কিংবা কামোন্মত্ততাবশতঃ লিঙ্গে মুষ্ট্যাঘাত, দন্তাঘাত ও নখাঘাত অথবা সবিষ শুক পাতন করিলে; কিংবা বেগ (শুক্রের ও মূত্রের) ধারণ করিলে; অথবা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অতি খরস্পর্শ যোনিতে লিঙ্গ বিঘট্টন করিলে বাতাদি দোষসকল

দূষিত হইয়া গুহ্যদেশ (লিঙ্গ বা যোনি) আশ্রয় করিয়া তথায় উপদংশাদি ত্রয়োবিংশতি প্রকার রোগ উৎপাদন করে। তন্মধ্যে উপদংশ পাঁচপ্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ ও ত্রিদোষজ। বাতজ উপদংশে লিঙ্গে শোথ, বিবিধ বেদনা, স্তব্ধতা ও ত্বকের পরিপোটন অর্থাৎ লিঙ্গত্বক্ ফাটা ফাটা হয় ॥ ২

পিত্তজ উপদংশে জ্বর এবং লিঙ্গে পাকা যজ্ঞডুমুরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শোথ হয় ॥ ৩

শ্লেষ্মজ উপদংশে—লিঙ্গশোথ কঠিন, চিক্কণ, কণ্ডূযুক্ত, শীতস্পর্শ ও গুরু হয় ॥ ৪

রক্তজ উপদংশে—কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটোৎপত্তি, রক্তস্রাব ও জ্বর হয় ॥ ৫

ত্রিদোষজ উপদংশে ত্রিদোষেরই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। মুষ্কদ্বয়ে শোথ, তীব্র বেদনা, শীঘ্র পচন, দরণ (লিঙ্গ বিদীর্ণ হওয়া) ও লিঙ্গে ক্রিমির উৎপত্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৬

ইহাদের মধ্যে রক্তজ উপদংশ যাপ্য এবং ত্রিদোষজ উপদংশ মৃত্যুজনক ॥ ৭

কুপিত বাতাদি দোষসকল গুহ্যদেশের (লিঙ্গের বা যোনির) রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া লিঙ্গের ভিতরে বা বাহিরে কণ্ডূযুক্ত, পিচ্ছিল, রক্তস্রাবী মাংসকীলক উৎপাদন করে। যোনিতে ইহা ছত্রাকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ মাংসাঙ্কুরকে লিঙ্গার্শঃ কহে। চিকিৎসিত না হইলে ইহা পুরুষের পুরুষত্ব এবং স্ত্রীর রজোনাশ করে ॥ ৮

কফ ও রক্তের প্রকোপে গুহ্যের অভ্যন্তরে বা বহির্ভাগে সর্ষপাকৃতি ও সর্ষপপরিমিত, কঠিন যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে সর্ষপিকা কহে ॥ ৯

কফরক্তের প্রকোপে দীর্ঘাকার, বহুসংখ্যক যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অবমন্থক কহে। এই সকল পিড়কা মধ্যভাগে বিদীর্ণ হয়। ইহাতে রোগির বেদনা ও রোমাঞ্চ হইয়া থাকে ॥ ১০

রক্তপিত্তের প্রকোপে জামের আঁটির ন্যায় যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে কুম্ভীকা কহে। ইহা শীঘ্র উৎপন্ন হয় । ১১

প্রমেহে অলজী যেরূপ কথিত হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ জানিবে।

রক্তপিত্ত প্রকোপে মেঢ্রে, মাষ বা মুগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে উত্তমা কহে।

পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত পদ্মবীজকোষসদৃশ যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে পুষ্করিকা কহে ॥ ১২।১৩

হস্ত দ্বারা লিঙ্গ অত্যন্ত সংব্যূঢ় (ঘর্ষিত বা টেপাটিপি) করিলে, যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে সংব্যূঢ়পিটিকা কহে ॥ ১৪

লিঙ্গ মলিত বা বস্ত্র দ্বারা ক্ষোভিত (ঘর্ষিত) হইলে বায়ু কুপিত হইয়া মৃদিত রোগ উৎপাদন করে॥ ১৫

বায়ু কর্তৃক বিষমান্ত, কঠিন ও কুটিল যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অষ্ঠীলিকা কহে ॥ ১৬

লিঙ্গের মর্দনাদি হেতু বায়ু কুপিত হইয়া মেঢ্রের চর্ম্মকে নি (বি) বর্ত্তিত করে অর্থাৎ উল্টাইয়া ফেলে। তাহাতে ঐ চর্ম্ম সবেদন ও সদাহ হয় এবং কদাচিৎ পাকে। উহা পিণ্ডিত ও গ্রন্থিত হইয়া লিঙ্গমণির অধোভাগে লম্বমান হয়। এই রোগকে নি (বি) বৃত্ত কহে। ইহা কফানুগ হইলে কণ্ডূযুক্ত ও কঠিন হয় ॥ ১৭

লিঙ্গচর্ম্ম স্ফুটিত এবং তাহা অতি কষ্টে শুষ্ক হইলে তাহাকে অবপাটিকা কহে ॥ ১৮

বায়ু কর্ত্তৃক মেঢ্র চর্ম্ম দূষিত ও মণিতে লগ্ন হইয়া যদি মূত্রপথ রুদ্ধ করে, তাহা হইলে মন্দধার ও অল্প বেদনার সহিত মূত্র প্রবর্ত্তিত হয়। চর্ম্ম রুদ্ধ হওয়ায় মণির বিকাশ হয় না অর্থাৎ উহা খোলা যায় না। ইহার নাম নিরুদ্ধমণি রোগ ॥ ১৯

গ্রথিতনামকরোগে লিঙ্গ যেন শূক দ্বারা (যবাদির শুঁয়া দ্বারা) ব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীতি হয়। ইহা কফজ ব্যাধি ॥ ২০

শূকদূষিত রক্ত স্পর্শশক্তির নাশ করিলে, তাহাকে স্পর্শহানি কহা যায় ॥ ২১

বায়ু ও রক্তের প্রকোপে সূক্ষ্মমুখ ছিদ্র সমূহ দ্বারা লিঙ্গের সমস্ত ভাগ ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে শতপোনক কহে ॥ ২২

জ্বর ও দাহের সহিত লিঙ্গের ত্বক্ পাকিলে তাহাকে ত্বক্‌পাক কহে। ইহা পিত্তরক্ত কৃত ব্যাধি ॥ ২৩

মাংসপাক নামক রোগে মেঢ্রের মাংস গলিয়া খসিয়া পড়ে এবং বাতাদি দোষত্রয়ের বেদনা উপস্থিত হয়। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি ॥ ২৪

লিঙ্গ ঈষৎ লোহিত কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক ও পিড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে এবং উগ্র বেদনাযুক্ত হইলে তাহাকে রক্তার্ব্বুদ কহে ॥ ২৫

মাংসার্ব্বুদ (গ্রন্থ্যাদিবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে) এবং বিদ্রধি (বিদ্রধ্যাদিবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে) পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে আর তাহা পৃথক্‌রূপে বলা হইল না। ইহারা ত্রিদোষজ ব্যাধি ॥ ২৬

তিলকালকরোগে লিঙ্গের চতুর্দ্দিকস্থ মাংসসমূহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পাকিয়া গলিয়া পড়ে। ইহা ত্রিদোষজ রোগ ॥ ২৭

উক্তরোগ সকলের মধ্যে মাংসার্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক এই চারি প্রকার রোগ ত্যাগ করিবে অর্থাৎ ইহারা অসাধ্য। অবশিষ্ট রোগ সকলের শীঘ্র প্রতীকার করিবে ॥ ২৮

অতঃপর যোনিব্যাপদ্ সকল বর্ণন করা যাইতেছে—

দুষ্ট ভোজন হেতু যোনিতে বিংশতি প্রকার রোগ জন্মে ॥ ২৯

বিষমস্থানে অঙ্গস্থাপন ও বিষমভাবে শয়ন, অতিমৈথুন, দুষ্ট শোণিতের প্রবৃত্তি, অহিত দ্রব্য ভোজন, মাতা পিতার বীজ দোষ অথবা প্রাক্তন অধর্ম্ম এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া যোনিতে বেদনা, তোদ, আয়াম (দীর্ঘীকরণবৎ পীড়া), সুপ্ততা (অসাড়ভাব), পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ পীড়া, স্তব্ধতা, কর্কশতা ও শব্দ এবং ফেনিল অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ অল্প পাত্‌লা রুক্ষ ঋতুশোণিত স্রাব, বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্‌কি স্থান) ও পার্শ্বাদি স্থানের শিথিলতা ও ব্যথা এই সকল পীড়া এবং ক্রমে গুল্ম ও অন্যান্য বাতজ পীড়া সকল উৎপাদন করে। ইহাকে বাতিকী যোনিব্যাপৎ বলিয়া জানিবে ॥ ৩০

অতিমৈথুন হেতু সেই যোনি শোথান্বিত হইলে তাহাকে অতিচরণা কহে ॥ ৩১

অতি অল্পবয়স্কা স্ত্রীর মৈথুন হেতু বায়ু কুপিত হইয়া পৃষ্ঠ, জঙ্ঘা, উরু ও বঙ্ক্ষণ দেশে বেদনা উৎপাদন পূর্ব্বক যোনিকে দূষিত করিয়া থাকে। সেই যোনি প্রাক্‌চরণা বলিয়া কথিত ॥ ৩২

বেগে উদাবর্ত্তন করিলে (অধোবেগ ধারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবেগ প্রদান করিলে). বায়ু কুপিত হইয়া যোনিকে প্রপীড়িত করে। তাহাতে সেই যোনি অতি কষ্টে উদাবর্ত্তিত ফেনিল রজঃ বিসর্জ্জন করে। (রজের ঊর্দ্ধগমন হেতু) ইহা উদাবর্ত্তা যোনিব্যাপৎ নামে কথিত হইয়া থাকে।

রুক্ষতা হেতু বায়ু কুপিত হইয়া দুষ্টার্ত্তবজাত সন্তানকে পুনঃপুনঃ বিনষ্ট করে অর্থাৎ যতবার গর্ভ উৎপন্ন হয়, বায়ু ততবারই বিনষ্ট করিয়া থাকে। এই যোনিব্যাপৎ জাতঘ্নী নামে অভিহিত॥ ৩৩

অতিভোজনের পর স্ত্রী বিষমভাবে (অনুপযুক্তভাবে) শয়ন করিয়া মৈথুন করাইলে বায়ু অন্নপীড়িত হইয়া যোনিস্রোতে অবস্থানপূর্ব্বক যোনিমুখকে বক্র করিয়া থাকে। তাহাতে যোনির অস্থি ও মাংস অতি বেদনান্বিত হয়। ইহার নাম অন্তর্মুখী যোনিব্যাপৎ॥ ৩৪

মাতার বাতবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন হেতু বায়ু প্রকুপিত হইয়া গর্ভস্থ কন্যার যোনিকে সূক্ষ্মদ্বার করে। এইরূপ যোনিব্যাপৎ সূচীমুখী নামে অভিহিত॥ ৩৫

ঋতুকালে মলমূত্রের বেগ ধারণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া মলমূত্রের রোধ ও যোনির শোষ উৎপাদন করে। ইহাতে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। ইহাকে শুষ্কা যোনিব্যাপৎ কহে॥ ৩৬

কুপিত বায়ু গর্ভগ্রহণের ছয়দিন বা সাতদিন পরে বেদনার সহিত বা বিনা বেদনায় গর্ভাশয় হইতে শুক্রস্রাব করায়। এই যোনিব্যাপৎকে বামিনী বলা যায়॥ ৩৭

যোনি (গর্ভাশয়) বায়ুকর্ত্তৃক উপতপ্ত হইলে সেই গর্ভে যে কন্যা জন্মে, বীজদোষহেতু সে পুরুষদ্বেষিণী ও স্তনরহিতা হয়। ইহাকে ষণ্ডী কহে। ষণ্ডীর চিকিৎসা নাই॥ ৩৮

দুষ্টবায়ু যোনিমুখ ও গর্ভাশয়কে বিষ্টব্ধ করিয়া যোনিকে বিবৃতমুখ, স্রস্ত এবং বাতিকী যোনিবৎ তোদাদি পীড়াযুক্ত, উদ্গতমাংস ও অত্যন্ত বেদনান্বিত করে। ইহাকে মহাযোনি কহে॥ ৩৯

পিত্ত নিজপ্রকোপণ হেতুতে প্রকুপিত হইয়া যোনিকে আশ্রয় করে। তাহাতে যোনিতে দাহ, পাক, সন্তাপ ও পচাগন্ধ হয়। ইহাতে জ্বর হয় এবং যোনি হইতে অত্যন্ত উষ্ণ, শব-দুর্গন্ধি, নীল, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ আর্ত্তবশোণিত প্রচুর পরিমাণে স্রাব হইয়া থাকে। ইহাকে পৈত্তিকী যোনিব্যাপৎ কহে।

যোনি হইতে অতিরক্ত স্রুত হইলে তাহাকে রক্তযোনি কহে॥ ৪০

[illegible] দ্রব্য সেবন হেতু কফ কুপিত হইয়া যোনিকে অল্পবেদনান্বিত, শীতস্পর্শ, কণ্ডু-[illegible] পাণ্ডুবর্ণ ও পিচ্ছিল করে। ইহাকে শ্লৈষ্মিকী যোনিব্যাপৎ কহে। এই রোগে যোনি [illegible] পাণ্ডুবর্ণ ও পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হইতে থাকে॥

বাতপিত্তের প্রকোপে রজঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে দাহ এবং দেহের কৃশতা ও বিবর্ণতা হয়। [illegible] লোহিতক্ষয়া যোনিব্যাপৎ কহে॥ ৪১

[illegible] প্রকৃতি স্ত্রী [illegible] উদ্গারের বেগ ধারণ করিলে তাহার বায়ু পিত্তযুক্ত [illegible] যোনিকে দূষিত করে। তাহাতে যোনি শোথযুক্ত, স্পর্শাসহ ও বেদনান্বিত হয় এবং যোনি [illegible] নীল বা পীতবর্ণ রক্তস্রাব হইতে থাকে। রোগিণীর বস্তি ও কুক্ষিদেশে গুরুতা,

অতীসার, অরুচি, শ্রোণি ও বঙ্ক্ষণ দেশে বেদনা ও তোদ এবং জ্বর হইয়া থাকে। এই যোনি পরিপ্লুতা নামে অভিহিত ॥ ৪২

উপপ্লুতা নামক রোগে যোনি বাতশ্লেষ্মজ রোগে আক্রান্ত হয় এবং উহা হইতে শ্বেতবর্ণ পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে ॥

যোনি ধৌত না করিলে কীট ও কণ্ডূ জন্মে। সেই কণ্ডূ হেতু নারী অত্যন্ত রতিপ্রিয়া হয়। ইহাকে বিপ্লুতা নামক যোনিব্যাপৎ কহে ॥ ৪৩

অকালে অর্থাৎ বেগ উপস্থিত না হইলেও বেগ প্রদান করিলে বায়ু কুপিত এবং শ্লেষ্মা ও রক্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া যোনিতে কর্ণিকা (পদ্মকর্ণিকাবৎ চক্রিকা) উৎপাদন করে। তাহাতে রজোমার্গ রুদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ যোনিকে কর্ণিনী কহে ॥

বাতাদি দোষত্রয় যোনি ও গর্ভাশয়কে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ উপদ্রব সকল উৎপাদন করে। ইহাকে সান্নিপাতিকী যোনিব্যাপৎ কহে ॥ ৪৪।৪৫

এইরূপে যোনিব্যাপৎ সকল কথিত হইল। এই সকল রোগ হেতু নারী শুক্রধারণে সমর্থা হয় না। সুতরাং সেই স্ত্রীর গর্ভ হয় না এবং সে দারুণ রক্তপ্রদর, অর্শঃ, গুল্মাদিরোগে ও বাতাদিজনিত নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৬

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে গুহ্যরোগ-বিজ্ঞান নামক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা গুহ্যরোগ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

অচিরোদ্ভূত উপদংশে লিঙ্গমধ্যে শিরা বেধ ও শীতল প্রলেপ সেকাদি ব্যবস্থা করিবে এবং বিরেচন দ্বারা বিশেষরূপে শোধন ক্রিয়া করিবে। উপদংশ পাকিলে বিদারিত করিয়া উহাতে ঘৃত ও মধু সংযুক্ত তিল কল্কের প্রলেপ দিবে ॥ ২

জাম, আম, জাতী, কদম্ব ও শ্বেতকুঁচ ইহাদের অঙ্কুর, শল্লকী, কুল, বেল, পলাশ, তিনিশ ও বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষ সকলের ত্বক্ এবং ত্রিফলার কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা উপদংশ প্রক্ষালন করিবে। আর সেই কাথের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহা উপদংশক্ষতে রোপণার্থ প্রয়োগ করিবে ॥ ৩

তুঁতে, গেরিমাটী, লোধ, এলাইচ, মনছাল, হরিতাল, রসাঞ্জন, রেণুক, পুষ্পকাশীশ (হীরাকশ বিশেষ), সৌরাষ্ট্রী (সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, মতান্তরে বনমল্লিকার মূল) ও সৈন্ধব ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে উপদংশক্ষত নিবারিত হয় ॥ ৪

কপালে (মাটীর খোলায়) ত্রিফলা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম ঘৃতের সহিত ক্ষতে লাগাইবে। ইহা উপদংশ ক্ষতের উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ৫

উপদংশের সাধারণ চিকিৎসা কথিত হইল। বিশেষ চিকিৎসা দোষানুসারে শোথের ন্যায় করিবে ॥ ৬

উপদংশ যাহাতে না পাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে। কারণ স্নায়ু, শিরা ও মাংস পাকিলে প্রায়ই লিঙ্গক্ষয় প্রাপ্ত হয়॥ ৭

লিঙ্গার্শঃ ছিন্ন ও দগ্ধ করিয়া উপদংশবৎ তাহার চিকিৎসা করিবে॥ ৮

সর্ষপিকা কর্কশপত্রাদি দ্বারা লিখিত (ঘর্ষণ) করিয়া উপরি কথিত জাম প্রভৃতি কষায় দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণিত করিবে এবং ঐ কষায় দ্রব্যেরই কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া তাহা ক্ষত রোপণার্থ অভ্যঙ্গ করিবে॥ ৯

অবমন্থ রোগেও এইরূপ (সর্ষপিকাবৎ) চিকিৎসা করিবে। অবমন্থ ও সর্ষপিকা উভয় রোগেই রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য॥ ১০

কুম্ভীকারোগে রক্ত নির্হরণ করিবে। পাকিলে শোধন করিয়া গাব্ছাল, ত্রিফলা ও লোধ ইহাদের প্রলেপ দিবে এবং এই সকল দ্রব্যেরই সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগে ব্রণ রোপণ করিবে॥ ১১

অলজীতে রক্তস্রাব করিয়া এইরূপ চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিবে॥ ১২

উত্তমা নামক পিড়কা বড়িশ দ্বারা উদ্ধৃত ও নিঃশেষরূপে ছিন্ন করিয়া তাহাতে কষায় দ্রব্যের কল্ক ও চূর্ণ মধুসহ প্রয়োগ করিবে॥ ১৩

পুষ্করিকা ও সংব্যূঢ় পিড়কায় পিত্তজবীসর্পোক্ত চিকিৎসা করিবে॥ ১৪

ত্বক্‌পাক ও স্পর্শহানি রোগে (দুগ্ধ, ইক্ষুরস, ঘৃত প্রভৃতি শীতল দ্রব্যের) পরিষেচন করিবে। মৃদিত রোগে বক্ষ্যমাণ ঈষদুষ্ণ বলা তৈল সেচন করিবে এবং মধুরগণের কল্ক ঘৃতে অভ্যক্ত ও অগ্নিতে সুখোষ্ণ করিয়া তাহার উপনাহ দিবে॥ ১৫

অষ্ঠীলিকা রোগে রক্তনির্হরণ করিয়া কফজ গ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে॥ ১৬

নি (বি) বৃত্তকে ঘৃতাভ্যক্ত ও স্বিন্ন করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাতে তিন দিন বা পাঁচ দিন সুস্নিগ্ধ শাল্বনাদি স্বেদ * প্রয়োগ করিবে। তৎপরে অধিকতররূপে স্বেদ দিয়া লিঙ্গচর্ম্ম স্নিগ্ধ হইলে ক্রমে ক্রমে মণিকে টিপিয়া যথাস্থলে আনিবে। মণি চর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাতে উপনাহ দিবে এবং রোগিকে স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন করিতে দিবে॥ ১৭

অবপাটিকাতেও এইরূপ চিকিৎসা করিবে॥ ১৮

নিরুদ্ধমণি রোগে একটি লৌহের বা কাষ্ঠের দ্বিমুখ নল জতুদ্বারা লিপ্ত ও স্নেহাভ্যক্ত করিয়া তাহা লিঙ্গস্রোতে প্রবেশিত করিয়া দিবে এবং ঐ নল দিয়া বাতঘ্ন তৈলাদি লিঙ্গমধ্যে সেচন করিবে। তিন তিন দিন অন্তর ক্রমশঃ স্থূলতর নল প্রবেশিত করিবে। এইরূপে লিঙ্গস্রোত বাড়াইবে। ইহাতে কার্য্যসিদ্ধি না হইলে বিদ্বান্ চিকিৎসক সেবনী ত্যাগ করিয়া শস্ত্র দ্বারা লিঙ্গ কাটিয়া সদ্যঃক্ষত বিধানে চিকিৎসা করিবে॥ ১৯

গ্রথিত নামক রোগে নাড়ীস্বেদ দ্বারা স্বেদিত করিয়া স্নেহযুক্ত ঈষদুষ্ণ উপনাহ প্রয়োগ করিবে॥ ২০

শতপোনক রোগ লিখিত করিয়া (রোগস্থান চাঁচিয়া) মধুসংযুক্ত কষায় দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে॥ ২১

শোণিতার্ব্বুদ নামক লিঙ্গরোগে রক্তবিদ্রধিবৎ চিকিৎসা করিবে॥ ২২

* ইহার বিশেষ বিবরণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহে বাতব্যাধি অধিকারে দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার লিঙ্গরোগে অবস্থা বুঝিয়া ব্রণের চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ অন্তঃশুদ্ধি, কষায়, প্রলেপ, ঘৃত, তৈল, রসক্রিয়া, চূর্ণপ্রয়োগ, শোধন ও রোপণ কার্য্য করিবে ॥ ২৩

যোনিব্যাপচ্চিকিৎসা কথিত হইতেছে—

যোনিরোগ সমূহে স্নেহ স্বেদ ও বস্তি প্রয়োগাদি বাতহর কর্ম্ম সকল বহুলরূপে প্রশস্ত। বাতজ যোনিরোগে উক্ত ক্রিয়া সকল বিশেষরূপে কর্ত্তব্য ॥ ২৪

যেহেতু বায়ুর প্রকোপ ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগের যোনি দুষ্ট হয় না, অতএব অগ্রে বায়ুর প্রশমন করিয়া পশ্চাৎ অন্য দোষের ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ॥ ২৫

যোনিরোগগ্রস্ত নারীকে বলাতৈল, মিশ্রকতৈল বা সুকুমারক তৈল পান করাইবে।

দুঃস্থিত অর্থাৎ অপ্রকৃতভাবে অবস্থিত যোনিকে স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া সমভাবে অর্থাৎ যথাযথভাবে স্থাপিত করিবে। বক্র বা কুটিল যোনিকে হস্ত দ্বারা সরল করিবে। নিঃসৃত যোনিকে অন্তঃপ্রবেশিত করিবে এবং বিবৃতযোনিকে পরিবর্ত্তিত (যথোচিত সংবৃত) করিবে। কারণ, স্ত্রীলোকের স্থানচ্যুত যোনি শল্যস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ২৬

যোনিরোগ গ্রস্ত সকল স্ত্রীকেই মৃদু বমনাদি পঞ্চকর্ম্ম প্রয়োগ করিবে। বমন বিরেচনাদি দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃ সংশুদ্ধ হইলে পর অবশিষ্ট কর্ম্ম অর্থাৎ বস্তি, অভ্যঙ্গ, পরিষেক, প্রলেপ ও পিচুধারণ ব্যবস্থা করিবে ॥ ২৭

ঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ—গাম্ভারীফল, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কালকাসুন্দা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, শ্বেতঝিণ্টী, শতমূলী, শুকনাসা (কেওঠুটী), পুনর্নবা ও ফলসা প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত যোনিবাতনাশক এবং গর্ভপ্রদ উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ২৮

বচ, স্থূলজীরা, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, বাসক, সৈন্ধব লবণ, বনযমানী, যবক্ষার, শর্করা ও চিতা এই সকল দ্রব্য পেষণ, প্রসন্নায় (সুরা বিশেষে) আলোড়ন ও ঘৃতে সন্তলন করিয়া পান করিলে যোনিবেদনা, পার্শ্ববেদনা, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শঃ প্রশমিত হয় ॥ ২৯

বাসক ছাল, টাবালেবুর মূল ও মল্লিকা মূল অথবা পিপুল ও স্থূল জীরা মদ্যে পেষিত ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া পান করিবে ॥ ৩০

দুগ্ধপাক বিধানে রাস্না, গোক্ষুর ও বাসক ছালের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা পান করিলে যোনিশূল নিবারিত হয় ॥ ৩১

গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তীর ঈষদুষ্ণ ক্বাথের পরিষেচন যোনিশূলে হিতকর ॥ ৩২

তগরপাদুকা, বৃহতী, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে পিচু (কার্পাস তুলা) সিক্ত করিয়া ধারণ করিলে যোনির বেদনা নিবারিত হয় ॥ ৩৩

পিত্তজ যোনিরোগে পিত্তনাশক শীতল সেক, অভ্যঙ্গ ও পিচুধারণ এবং স্নেহনার্থ ঘৃত সকল ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩৪

শতাবরী ঘৃত।

৫০ সের শতমূলী, পেষণ করিয়া ও নিঙড়াইয়া রস বাহির করিবে। সেই রস ও রসের সমান দুগ্ধ লইবে। কল্কার্থ—জীবনীয়গণোক্ত দশটি দ্রব্য, শতমূলী, কিস্‌মিস্‌, ফলসা,

পিয়াল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। উক্ত শতমূলীর রস, দুগ্ধ ও কল্ক দ্রব্যসহ ১৬ সের ঘৃত পাক করিবে। পাক শেষে ঘৃত নামাইয়া ছাঁকিবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু ৮ পল, পিপুলচূর্ণ ৮ পল ও চিনি ১০ পল মিশাইবে। এই ঘৃত যোনিরোগার্ত্ত স্ত্রীকে ২ তোলা পরিমাণে খাইতে দিবে। ইহা দ্বারা যোনিদোষ, শোণিতদোষ, শুক্রদোষ, ক্ষত, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, হলীমক, কামলা, বাতরক্ত, বীসর্প, হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, অপস্মার, অর্দ্দিত, আয়াম (আক্ষেপ), মদরোগ ও উন্মাদ নিবারিত হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ বৃষ্য ও পুংসবন ঔষধ॥ ৩৫

এই প্রকারে জীবনীয়গণোক্ত কল্ক দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ বা ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা পিত্তজ রোগ সকলের উত্তম ঔষধ ও গর্ভপ্রদ॥ ৩৬

মিলিত ঘৃত-তৈল ১৬ সের। বেড়েলার কাথ দুই দ্রোণ (১২৮ সের)। দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, কাকনাসা (কেওঠুঁটী), শ্বেতকণ্টকারী, জীবন্তী, ক্ষীরকাকোলী, শালপাণি, চাকুলে, ঋদ্ধি, জীরা, দুগ্ধিকা, থুলকুড়ি, মুগানী, পীলু ও মাষাণী মিলিত /৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা যথোপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বাতপিত্তকৃত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। ইহা গর্ভজনক॥ ৩৭

রক্তযোনিতে রক্তের বর্ণ দেখিয়া তাহাতে বাতাদি কোন্ দোষের অনুবন্ধ আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া যথাদোষ রক্তস্থাপক ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ৩৮

পুষ্যানুগ চূর্ণ।

আকনাদি, জামের ও আমের আঁটির শস্য, পাথরকুচি, রসাঞ্জন, আকনাদি (কেহ বলেন লজ্জ্বণা), মোচরস, বরাহক্রান্তা, কুড়চিছাল, কুঙ্কুম, বেলশুঁঠ, আতইচ, লোধ, মুতা, গেরিমাটী, শুঁঠ, মৌল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, কট্‌ফল, শোনাছাল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল; এই সকল দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মধু ও চালুনি জলের সহিত পান করিলে অর্শঃ, অতীসার, রক্তভেদ, বালকগণের ক্রিমিজনিত দোষ (চরকে "দোষাগন্তুকৃতা যে চ" পাঠ আছে, অর্থ—দোষজ ও আগন্তুজ পীড়াসকল), যোনিদোষ, রজোদোষ অর্থাৎ শ্যাব শ্বেত অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ রজঃস্রাব নিবারিত হয়। এই চূর্ণের নাম পুষ্যানুগ চূর্ণ। ইহা কৃষ্ণাত্রেয় পূজিত ঔষধ॥ ৩৯

শ্লেষ্মদুষ্ট যোনিরোগে সর্ব্বপ্রকার রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ হিতকর॥ ৪০

তৈল /৪ সের। ছাগমূত্র /৮ সের। গোদুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ—ধাইফুলগাছের ও আমলকীর পত্র, স্রোতোঞ্জন, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, জামের আঁটি, আমের কেশী, হীরাকস, লোধ, কট্‌ফল, পাব, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, দাড়িমছাল ও যজ্ঞডুমুর শুঁঠ (শুষ্ক অপক যজ্ঞডুমুর) প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধানে পাক করিবে। এই তৈল অভ্যঞ্জনে, পিচুধারণে ও বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শূন (স্ফীত), উত্তান, উন্নত, স্তব্ধ, পিচ্ছিল, স্রাবশীল, বিপ্লুত, উপপ্লুত, স্ফোটযুক্ত ও বেদনান্বিত যোনি প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে॥ ৪১

যোনিরোগার্ত্তা নারী যবান্ন, অভয়ারিষ্ট, শীধু ও তৈল এবং মধুর সহিত পিপুলচূর্ণ, লৌহচূর্ণ বা হরীতকী চূর্ণ সতত সেবন করিবে॥ ৪২

যোনির পিচ্ছিলতা থাকিলে হীরাকস, ত্রিফলা, কাজ্জী (অড়হর মূল বা সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা), আমের ও জামের আঁটির শস্য ও ধাইফুল ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া তাহা সেই পিচ্ছিলা যোনিতে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা যোনি বিশদ (পিচ্ছিলতারহিত) হইবে॥ ৪৩

দুর্গন্ধ, পিচ্ছিল ও পরিক্লিন্ন যোনিতে পলাশছাল, ধাইফুল, জামছাল, বরাহক্রান্তা, মোচরস ও ধুনা ইহাদের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ইহা স্তম্ভন অর্থাৎ স্রাবাদি নিবারক। অথবা আরগ্বধাদি-বর্গের কাথে পরিষেচন করিবে॥ ৪৪

শুষ্কতা ও কর্কশতা নিবারণার্থ যোনিতে বেশবার (কুট্টিত স্বিন্ন সংস্কৃতমাংসবিশেষ), কৃশরা ও পায়স ধারণ করিলে যোনি কোমল হয়॥ ৪৫

সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্যের কষায়, কল্ক, চূর্ণ এবং উক্ত গন্ধদ্রব্যসমূহের সহিত পক্ক তৈল দুর্গন্ধ যোনিতে প্রয়োগ করিবে। তদ্দ্বারা পূতিগন্ধ নিবারিত হইবে॥ ৪৬

শ্লেষ্মদুষ্ট যোনিতে কটুদ্রব্যবহুল গোমূত্রের বস্তি, পিত্তলযোনিতে যষ্টিমধু ও দুগ্ধ সংযুক্ত বস্তি এবং বাতদুষ্ট যোনিতে তৈল ও কাঞ্জীকাদি অম্লসংযুক্ত বস্তি হিতকর॥ ৪৭

সন্নিপাতদুষ্ট যোনিতে বাতাদিজ যোনিরোগোক্ত সাধারণ চিকিৎসা কর্ত্তব্য॥ ৪৮

উক্তরূপ চিকিৎসা দ্বারা স্ত্রীলোকের যোনি বিশুদ্ধ হইলে এবং পুরুষের অদুষ্ট ও প্রাকৃতবীজ (শুক্র) নিষিক্ত হইলে ও জীব গর্ভাশয়ে প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকেরা গর্ভধারণ করে॥ ৪৯

পুরুষেরও শুক্রদোষ বর্ণানুসারে পরীক্ষা করিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ শুক্রে বাতাদি যে দোষের বর্ণ লক্ষিত হইবে, তাহার শুক্রকে তদ্দোষদুষ্ট স্থির করিয়া প্রথমে সেই পুরুষকে দোষানুরূপ পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা বিশোধিত করিয়া পরে তদ্দোষনাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে॥ ৫০

ফলঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, তগরপাদুকা, ত্রিফলা, শর্করা, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, মেদা, যমানী, কটুকী, দুগ্ধিকা, হিঙ্গু, কাকোলী, অশ্বগন্ধা ও শতমূলী প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার যোনিদোষে ও শুক্রদোষে প্রশস্ত, আয়ুর হিতকর, পুষ্টিজনক, মেধাবর্দ্ধক, ধন্য ও উৎকৃষ্ট পুংসবন ঔষধ। ঋতুকালে এই ঘৃত পান করিলে নিশ্চয়ই ফল লাভ হয় (গর্ভ উৎপন্ন হয়) বলিয়া ইহা ফলঘৃত নামে খ্যাত হইয়াছে। মৃতবৎসা ও গর্ভিণীদের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং বালকদিগের উৎকৃষ্ট দেহবর্দ্ধক ও গ্রহদোষনাশক॥ ৫১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে গুহ্যরোগ-প্রতিষেধ নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বিষ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—এই কথা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

অমৃতলাভার্থ দেবাসুরগণ কর্তৃক সমুদ্র মথ্যমান হইলে অমৃতোৎপত্তির পূর্ব্বে ভীমদর্শন, দীপ্ত-তেজা, চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট, হরিৎকেশ, অগ্নিতুল্য প্রজ্বলিত নেত্র এক পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া সমস্ত জগৎ বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া উহা বিষ নামে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত বঞ্চন স্বভাব পুরুষ ব্রহ্মার হুঙ্কারে স্বীয় রূপ ত্যাগ করিয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করে ॥ ২

যে বিষ কন্দ সমূহে অবস্থিত ও অতি উগ্রবীর্য্য, তাহাকে স্থাবর বিষ কহে। এই স্থাবর বিষ কালকূট, ইন্দ্রবৎস, শৃঙ্গী ও হলাহল প্রভৃতি নামে অভিহিত ॥ ৩

জঙ্গম বিষ সর্প মাকড়সা প্রভৃতির দংষ্ট্রাতে অধিষ্ঠিত ও অতিদারুণ। এ স্থলে দংষ্ট্রা শব্দ উপলক্ষণ মাত্র ; এতদ্দ্বারা উহাদের নখ-শৃঙ্গ-মূত্রাদিতেও বিষ অবস্থিতি করে, বুঝিতে হইবে ॥ ৪

স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ বিষ স্বাভাবিক। গর নামক বিষ কৃত্রিম। ইহা নানা ঔষধের সংযোগে প্রস্তুত হয়। সংযোগের তারতম্যে গরবিষ শীঘ্র বা অতি দীর্ঘকালে প্রাণ নাশ করে এবং শোথ, পাণ্ডু, উদর, উন্মাদ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে ॥ ৫

সর্ব্বপ্রকার বিষই তীক্ষ্ণ (মরিচাদিবৎ), উষ্ণ, রুক্ষ, বিশদ (যাহা ক্লেদ নাশ করে, অপিচ্ছিল), ব্যবায়ী (যাহা সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া ক্রিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পরে পরিপাক প্রাপ্ত হয়), আশুকর (শীঘ্র হননকারী), লঘু, বিকাশী (যাহা সন্ধিবন্ধনকে শিথিল করে ও হিংসনশীল), সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম-স্রোতোগামী), অব্যক্তরস ও অপাকী (জীর্ণ হয় না) ॥ ৬

বিষ ওজোগুণের বিপরীত। উহা তীক্ষ্ণাদিগুণবিশিষ্ট বলিয়া বাতপিত্তোল্বণ ব্যক্তির সদ্যঃ প্রাণ বিনাশ করে ॥ ৭

বিষ দেহগত হইয়া প্রথমে সর্ব্বশরীরস্থ রক্তকে দূষিত করে। পশ্চাৎ কফ, পিত্ত ও বায়ুকে এবং উহাদের আশয় সকলকে দূষিত করিয়া উক্ত কফাদির সহিত হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক দেহের উচ্ছেদ করিয়া থাকে ॥ ৮

স্থাবর বিষ ভক্ষিত হইলে তাহার প্রথম বেগে জিহ্বার শ্যাবতা ও জড়তা এবং মূর্চ্ছা, ভয়, ক্লান্তি ও বমি হয়। দ্বিতীয় বেগে কম্প, স্বেদ, দাহ ও কণ্ঠদেশে বেদনা জন্মে। বিষ আমাশয় প্রাপ্ত হইলে হৃদয়ে বেদনা আনয়ন করে। তৃতীয় বেগে তালুশোষ ও আমাশয়ে অত্যন্ত শূলনি এবং নেত্রদ্বয় দুর্ব্বল, হরিতবর্ণ ও স্ফীত হয়। উহা পক্বাশয়গত হইলে তোদ, হিক্কা, কাস ও অন্ত্রকূজন হয়। চতুর্থ বেগে মস্তকের অতিগুরুতা হয় (মূলে "চ" শব্দ থাকায় পূর্ব্বোক্ত জিহ্বা শ্যাবতাদি লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়, বুঝিতে হইবে)। পঞ্চম বেগে কফপ্রসেক, বিবর্ণতা, পর্ব্বভেদ, সকল দোষের প্রকোপ এবং পক্বাশয়ে বেদনা হয়। ষষ্ঠ বেগে সংজ্ঞানাশ ও অত্যন্ত তরল মল নিঃসরণ হয়। সপ্তম বেগে স্কন্ধ পৃষ্ঠ ও কটীদেশের ভঙ্গ এবং মৃত্যু হয় ॥ ৯-১৫

প্রথম বিষবেগে রোগিকে বমন করাইয়া শীতল জলে সেচিত করিবে। পরে ঘৃত ও মধুর সহিত অগদ (বিষনাশক ঔষধ) শীঘ্র পান করাইবে। দ্বিতীয় বিষবেগে রোগিকে পূর্ব্ববৎ বান্ত ও

শীতাম্বুসেচিত করিয়া বিরেচন প্রয়োগ করিবে। পশ্চাৎ অগদ পান করাইবে। তৃতীয় বিষবেগে অগদ পান, বিষঘ্ন নস্য ও বিষঘ্ন অঞ্জন হিতকর। চতুর্থবেগে গব্যঘৃতাদি স্নেহ সংযুক্ত অগদ পান করাইবে। পঞ্চম বেগে যষ্টিমধুর কাথ ও মধু সংযুক্ত অগদ পান করিতে দিবে। ষষ্ঠ বিষবেগে অতিসারবৎ চিকিৎসা করিবে। সপ্তম বিষবেগে রোগানুৎপাদনীয়োক্ত অবপীড় (নস্য বিশেষ) প্রয়োগ করিবে। অথবা মস্তকে কাকপদাকারে শস্ত্রপাত করিয়া সরক্ত মাংস ক্ষেপণ করিবে॥ ১৬-২১

প্রথমাদিবেগে উপদিষ্ট ক্রিয়াসকল কৃত হইলে ঘোষালতা, চিতা, আকনাদি, সূর্য্যবল্লী (ইহার পুষ্প করবীপুষ্পের ন্যায়। সুশ্রুত টীকাকার বলেন ইহার পত্র পটোলপত্রসদৃশ, পত্ররসে মাংস আক্ত হইলে সিদ্ধবৎ হয়।), গুলঞ্চ, হরীতকী, শেলু, শিরীষ, শ্বেতাপরাজিতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বটমাক্ষিক, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, ত্রিকটু, বৃহতী, কণ্টকারী, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও বেড়েলা ইহাদের কাথে যবাগূ প্রস্তুত ও তাহা ঘৃত মধু সংযুক্ত করিয়া বেগান্তরে (উভয় বেগের মধ্যে) রোগিকে পান করাইবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষনাশক।

এইরূপ মৌল, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথে যবাগূ প্রস্তুত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে॥ ২২

চন্দ্রোদয় অগদ।

পুষ্যা নক্ষত্রে কৃতোপবাসা একটি কুমারী স্নানানন্তর শুক্ল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া রসাঞ্জন, তগরপাদুকা, কুড়, হরিতাল, মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিকটু, স্পৃক্কা (পিড়িং), নাগকেশর পুষ্প, হরেণু, যষ্টিমধু, জটামাংসী, গোরোচনা, কাকমালিকা, সরল কাষ্ঠ, ধূনা, শুল্‌ফা, কুঙ্কুম, বেড়েলা, তমালপত্র, তালীশপত্র, ভূর্জ্জপত্র, বেণার মূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিবে। তৎকালে বৈদ্য সংযতাত্মা হইয়া "নমঃ পুরুষসিংহায়" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। পেষণ করা হইলে পর দ্বিতীয় মন্ত্র "হরিমারি স্বাহা" ইত্যাদি পাঠ করিবে। ইহা পানে, নস্যে, অঞ্জনে, আলেপনে ও মণিবন্ধাদি স্থানে প্রয়োগ করিবে। এই চন্দ্রোদয় নামক অগদ পরম শান্তিকারক ও স্বস্ত্যয়ন। ইহা দ্বারা বিবিধ বিষ এবং মরক দুর্ভিক্ষ বজ্রপাতাদি নানাবিধ অশুভ নিবারিত হয়॥ ২৩।২৪

যে বিষ অতি পুরাতন হইয়াছে অথবা বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারা হতবীর্য্য হইয়াছে কিংবা দাবাগ্নি বাতাতপ দ্বারা শোষিত হইয়াছে অথবা স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট গুণ (তীক্ষ্ণাদি) যুক্ত নহে, তাহাকে দূষীবিষ কহে। অল্পবীর্য্যত্ব প্রযুক্ত ইহার ক্রিয়া স্পষ্টরূপে লক্ষ্য হয় না। দূষীবিষ শ্লেষ্মাবৃত হইয়া বহুবর্ষ অর্থাৎ দীর্ঘকাল দেহে অবস্থিতি করে। দূষীবিষাক্রান্ত ব্যক্তির মল ভিন্ন (ভাঙ্গা), দেহ বিবর্ণ এবং রক্তদুষ্টি, পিপাসা, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমি, গদগদবচনতা ও মোহ এই সকল লক্ষণ এবং দূষ্যোদরের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। দূষীবিষ আমাশয়স্থ হইলে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ এবং পক্বাশয়স্থ হইলে বাতপৈত্তিক রোগ জন্মে এবং মস্তকের কেশ ও দেহের লোম সকল উঠিয়া যায়, তাহাতে রোগী দেখিতে পক্ষহীন পক্ষির ন্যায় হইয়া থাকে। দূষীবিষ রসরক্তাদি ধাতুগত হইলে নানাবিধ ধাতুপ্রভব রোগসমূহ উৎপাদন করে॥ ২৫।২৬

পুরোবায়ু, অজীর্ণ, শৈত্য, মেঘ, দিবানিদ্রা ও অহিত ভোজনহেতু দূষিত হইয়া রসরক্তাদি ধাতু সকলকে দূষিত করে বলিয়া ইহা দূষীবিষ নামে অভিহিত হয়॥ ২৭

দূষীবিষার্ত্ত রোগীকে স্বেদযুক্ত করিয়া শির ও বমন বিরেচন দ্বারা সংশুদ্ধ করিয়া দূষীবিষারি নামক অগদ মধুর সহিত লেহন করাইবে। অগদ যথা—পিপুল, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, লোধ, এলাইচ, সুবর্চ্চিকা (সর্জ্জিক্ষার), কৈবর্ত্তমুস্তা, তগরপাদুকা, কুড়, যষ্টিমধু, চন্দন ও গেরিমাটী এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অগদ প্রস্তুত করিবে। এই দূষীবিষারি নামক অগদ অন্যত্রও (জঙ্গমবিষেও) পরাভূত হয় না অর্থাৎ ইহাদ্বারা স্থাবর জঙ্গম উভয় বিষই নষ্ট হয়॥ ২৮।২৯

বিষদিগ্ধ শস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে রোগী মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যায়, বিবর্ণ হয় এবং শীঘ্র বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। ইহার গাত্র পিপীলিকাদি কীট সমূহদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় এবং চিমি চিমি করিতে থাকে। কটী, পৃষ্ঠ, মস্তক, স্কন্ধ ও সন্ধিদেশে বেদনা হয়। কৃষ্ণবর্ণ দুষ্ট রক্তস্রাব হইতে থাকে। তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর ও দাহ হয় এবং ক্ষণকালের মধ্যে দৃষ্টির কলুষতা, বমন, শ্বাস ও কাস উপস্থিত হয়। ব্রণের প্রান্তভাগ ঈষৎরক্তপীতবর্ণ ও মধ্যভাগ শ্যাবরর্ণ হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা জন্মে। ক্ষত ম্লান হয় ও পাকে। মাংস সত্বই কৃষ্ণবর্ণ ও প্রক্লিন্ন হইয়া গলিয়া পড়ে। সর্ব্বদা সেই স্থান হইতে পিচ্ছিল স্রাব হইতে থাকে। মর্ম্মস্থানভিন্ন অন্যস্থানে বিদ্ধ ব্যক্তির হৃদয় অতি শীঘ্র রক্ষা করা কর্ত্তব্য॥ ৩০

বিষদিগ্ধশল্য উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাৎ তপ্ত লৌহদ্বারা ক্ষতস্থান দগ্ধ করিয়া দিবে। কিংবা ঘণ্টাপারুলি, কাষ্ঠপাটলা, শ্বেতখদির, মঞ্জিষ্ঠা, শিরীষ, কালিয়াকড়া ইহাদের কোন একটির ক্ষারদ্বারা ব্রণ প্রতিসারিত করিয়া সেইস্থানে শোনাছাল, আতইচ ও কণ্টকারীমূল বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে॥ ৩১

বিষদিগ্ধশল্যবিদ্ধ ব্যক্তির যথাযোগ্য কীটদষ্ট-চিকিৎসা করিবে॥ ৩২

ব্রণের মাংস পচিয়া দুর্গন্ধ হইলে পিত্তবিসর্পের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে॥ ৩৩

স্ত্রীলোকগণ নিজসৌভাগ্যার্থ স্বামিকে বশীভূত করিবার জন্য অথবা বৈরসাধনার্থ শত্রুগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নিকটবর্ত্তী পাচক পরিচারকেরা রাজাকে অন্নের সহিত গরবিষ প্রদান করিয়া থাকে॥ ৩৪

নানা জন্তুর অঙ্গ ও মল, বিরুদ্ধ ওষধি সমূহের ভস্ম এবং অল্পবীর্য্যবিষ এই সকল দ্রব্যের যে সংযোগ, তাহাকে গরবিষ কহে॥ ৩৫

গর অর্থাৎ সংযোগজ বিষে আক্রান্ত ব্যক্তির পাণ্ডুরোগ, কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য কাস, শ্বাস, জ্বর, বায়ুর প্রতিলোমতা, নিদ্রালুতা, চিন্তাপরায়ণতা, জঠরের বৃদ্ধি, যকৃৎ, প্লীহা, বাক্যের অল্পতা, দৌর্ব্বল্য, অলসতা, শোথ, মলের উদরাধ্মান, হস্ত ও পাদের শুষ্কতা ও ক্ষয় এই সকল পীড়া সমুদ্ভূত হয় এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নে প্রায়ই শৃগাল, বিড়াল, নকুল, সর্প, বানর, শুষ্ক বৃক্ষ ও শুষ্ক জলাশয় দর্শন করে। যে গৌরবর্ণ হইলে আপনাকে কৃষ্ণবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে গৌরবর্ণ দেখে এবং নিজে হতেন্দ্রিয় না হইলেও আপনাকে কর্ণ, নাসা ও নয়নহীন দর্শন করে॥ ৩৬

এইরূপ ও অন্যান্য বহুবিধ দারুণ উপদ্রবে পীড়িত হইয়া কোনও গররোগী যদি অচিকিৎসিত হয়, তবে সত্বই তাহার বিনাশ হইয়া থাকে॥ ৩৭

গরবিষাক্রান্ত ব্যক্তিকে বমন করাইয়া পূর্ব্বোক্ত হিতকর পান ভোজন ব্যবস্থা করিবে। এইরূপে হৃদয় শুদ্ধ হইলে সে সূত্রস্থানোক্ত বিধি অনুসারে (শুদ্ধে হৃদি ততঃ শাণং হেমচূর্ণস্য দাপয়েৎ) সুবর্ণভস্ম (আধতোলা পর্য্যন্ত) সেবন অভ্যাস করিবে॥ ৩৮

স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণচূর্ণ শর্করা ও মধুর সহিত লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার অত্যুগ্র সংযোগজ বিষ বিনষ্ট হয়॥ ৩৯

মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, তগরপাদুকা, পিপুল, পটোলী (স্বাদুপটোল নামক শাকবিশেষ), চৈ, চিতা, বচ, মুতা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য তক্র, ঈষদুষ্ণজল, দধির মাত বা টাবালেবু প্রভৃতির অম্লরসের সহিত সেবন করিলে গরবিষজনিত অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়॥ ৪০

কপোতমাংস, শটী ও কুড় এই সকলদ্রব্য যথাবিধানে শৃত (সিদ্ধ) ও শীতল করিয়া সেই জল পান করিলে গরবিষ এবং তৃষ্ণা, বেদনা, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও জ্বর প্রশমিত হয়॥ ৪১

বিষরোগী যদি পিত্তপ্রকৃতিক হয়, বর্ষাকালে যদি সে বিষার্ত্ত হয়, সর্ষপাদি দ্রব্য যদি ভোজন করে এবং তাহার দোষ যদি পিত্ত এবং দূষ্য যদি রক্ত হয়, তাহা হইলে এরূপ সমাবেশকে বিষসঙ্কট কহে। বিষসঙ্কট হইলে একশত জনের মধ্যে একজনমাত্র বাঁচে॥ ৪২

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলতা, ক্রোধ, শোক, ভয়, শ্রম, অজীর্ণমলভেদ, পিত্ত ও বায়ুর বৃদ্ধি, তিলপুষ্পের ও তিলফলের ঘ্রাণ, ভূবাষ্প, মেঘগর্জ্জন, হস্তী মূষিক ও বাদ্যের ধ্বনি, উপরি কথিত বিষসঙ্কট, পুরোবায়ু, পদ্ম, ভদ্রমুতা ও মদন (কামবেগ) এই সকল কারণে বিষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥৪৩

অম্বুযোনিত্বহেতু অর্থাৎ জল হইতে বিষের উৎপত্তি হয় বলিয়া বর্ষাঋতুতে বিষ স্বভাবতঃ গুড়বৎ সংক্লেদ প্রাপ্ত হইয়া শরীরে বিসর্পিত হয়। বর্ষাত্যয়ে (শরৎকালে) অগস্ত্য স্বভাবতঃ উহাকে অল্পশক্তি করে। সেই হেতু বর্ষান্তে বিষ অল্পবীর্য্য হয়॥ ৪৪

এইরূপে প্রকৃতি, সাত্ম্য, ঋতু, স্থান, বিষবেগের বল ও অবল বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া তদনন্তর বুদ্ধিপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে॥ ৪৫

উষ্ণ, রুক্ষ, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের বমন ও প্রলেপ এবং কষায়, কটু ও তিক্তরস বিশিষ্ট ভোজনদ্বারা শ্লৈষ্মিক বিষের শমতা করিবে॥ ৪৬

বিরেচন, সুশীতল পরীষেক ও সুশীতল প্রলেপ এবং ঘৃতযুক্ত কষায় তিক্ত ও মধুর ভোজন দ্বারা পৈত্তিক বিষ নাশ করিবে॥ ৪৭

মধুর, অম্ল ও লবণ রস বিশিষ্ট সঘৃত স্নিগ্ধ দ্রব্যের ভোজন ও প্রলেপ এবং কষায় তিক্ত ও মধুর রসান্বিত ঘৃতযুক্ত মাংসভোজন দ্বারা বাতিক বিষ নষ্ট করিবে॥ ৪৮

বিষে ঘৃতহীন বিরেচন, প্রলেপ, ভোজ্য বা কোন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে না। উক্ত সমস্তই ঘৃত সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কারণ সর্ব্বপ্রকার বিষে এবং সকল অবস্থাতেই ঘৃতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ বাতোল্বণ বিষে ঘৃত বিশেষ উপকারী॥ ৪৯

কফগত বিষ অল্প যত্নে সাধ্য, পিত্তাশয়াশ্রিত বিষ যত্নসাধ্য এবং বাতাশয়গত বিষ সুদুঃসাধ্য বা অসাধ্য॥ ৫০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে বিষ-প্রতিষেধ নামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা সর্পবিষ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

দর্ব্বীকর, মণ্ডলী ও রাজীমান্ ভেদে সর্প সকল সঙ্ক্ষেপতঃ তিন প্রকার। ইহারা গর্ত্তের মধ্যে থাকে। তাহারা যোনিভেদে অনেকপ্রকার হইলেও অনাবশ্যক বোধে এস্থলে কথিত হইল না॥ ২

দর্ব্বীকরাদি সর্প সমূহের বিষ যথাক্রমে রুক্ষ ও কটু, অম্ল ও উষ্ণ এবং মধুর ও শীতবীর্য্য বলিয়া ইহারা যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ জন্মায় অর্থাৎ দর্ব্বীকরের বিষ কটু রুক্ষ বলিয়া বায়ুর, মণ্ডলির বিষ অম্ল ও উষ্ণবীর্য্য বলিয়া পিত্তের এবং রাজীমানের বিষ মধুর ও শীতল বলিয়া কফের প্রকোপ জন্মাইয়া থাকে॥ ৩

দর্ব্বীকর যৌবনে, মণ্ডলী মধ্যবয়সে এবং রাজীমান্ বৃদ্ধাবস্থায় বিষোল্বণ হয়। এইরূপ বর্ষা (শ্রাবণাদি চারিমাস), শীত (অগ্রহায়ণাদি চারি মাস) ও উষ্ণ ঋতুতে (চৈত্রাদি চারি মাস) ও যথাক্রমে বিষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিজাতি অর্থাৎ সঙ্কর সর্প সকলের বিষ ঋতুসন্ধিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥ ৪

যে সকল সর্পের গাত্রে রথাঙ্গ (চক্র), লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক (তণ্ডুলচূর্ণাদিকৃত ত্রিকোণাকার বিশিষ্টাধিবাস দ্রব্য) ও অঙ্কুশ এইরূপ আকৃতি আছে এবং যাহাদের ফণা আছে ও যাহারা শীঘ্র গমন করে, তাহাদিগকে দর্ব্বীকর বলিয়া জানিবে॥ ৫

যে সকল সর্প অল্পফণাধারী, বিবিধ মণ্ডলচিহ্নে ব্যাপ্ত, দীর্ঘাকৃতি ও মন্দগামী তাহাদিগকে মণ্ডলী বলিয়া জানিবে। আর যে সকল সর্প চিক্কণ এবং ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ বিবিধবর্ণের রেখা সমূহ দ্বারা চিত্রিত, তাহাদিগকে রাজীমান্ কহে॥ ৬

গৌধের (গোসাপ) গোধার পুত্র। ইহার বিষ দর্ব্বীকর বিষের তুল্য। গৌধের চতুষ্পাদ-বিশিষ্ট। দর্ব্বীকরাদির সঙ্করে যে সকল সর্প জন্মে, তাহাদিগকে ব্যন্তর কহে। ব্যন্তর সর্প মিশ্রলক্ষণান্বিত। ইহাদের বিষ ত্রিদোষপ্রকোপক॥ ৭

সর্প আহারার্থী, ভীত, পাদস্পৃষ্ট, অতিবিষ বা ক্রুদ্ধ হইলে দংশন করিয়া থাকে। অথবা পাপাচরণ, শত্রুতাসাধন কিংবা দেব ঋষি বা যমের প্রেরণ হেতু দংশন করে। ঐ সকল সর্পের মধ্যে যথোত্তর অর্থাৎ যথাক্রমে পর পরটি অধিকতর বিষধর বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৮

দংশনের কথিত কারণ সকল জ্ঞাত হইয়া যথাযথ চিকিৎসা করিবে॥ ৯

সঙ্কর সর্প পাপপ্রকৃতিপ্রযুক্ত পথকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে॥ ১০

যদি গাত্রে কেবলমাত্র লালাস্বেদ দেখা যায়, দংষ্ট্রাকৃত দংশন দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহাকে তুণ্ডাহত কহে। গাত্রে এক বা দুইটি দংষ্ট্রাপদ যদি দেখা যায় (দাড় ফোটে) এবং সেই স্থান হইতে রক্তপাত না হয়, তবে তাহাকে ব্যালীঢ় দংশন কহা যায়। যদি দুইটি দংষ্ট্রাপদ হয় ও তাহা হইতে রক্ত পড়ে, তবে তাহাকে ব্যালুপ্ত কহে। আর যদি তিনটি দংষ্ট্রাপদ হয় এবং

মাংসচ্ছেদ হইয়া দষ্টস্থান হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে শোণিত নির্গত হইতে থাকে, তবে তাহাকে দংষ্ট্রক দংশন কহে। এইরূপ যদি চারিটি দংষ্ট্রাপদ দেখা যায় ও মাংসচ্ছেদ হইয়া রক্ত পড়িতে থাকে, তবে তাহাকে দষ্টনিপীড়িত কহে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুই প্রকার (তুণ্ডাহত ও ব্যালীঢ়) দংশন নির্ব্বিষ। শেষপ্রকার অর্থাৎ দষ্টনিপীড়িত অসাধ্য। আর ব্যালুপ্ত ও দংষ্ট্রক দংশন কষ্টসাধ্য॥ ১১

সর্পবিষ রক্তকে প্রাপ্ত না হইলে শরীরকে দূষিত করে না। কিন্তু তৈল যেমন জলসংযোগে চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হয়, সেইরূপ সর্পবিষও অতি অল্পমাত্র রক্ত পাইয়া তৎসহযোগে সমস্ত শরীরে প্রসৃত হইয়া থাকে॥ ১২

ভীরু ব্যক্তি সর্পস্পৃষ্ট হইলে, ভয়হেতু বায়ু কুপিত হইয়া তাহার স্পৃষ্টস্থানে কখনও কখনও শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে সর্পাঙ্গাভিহত বলিয়া জানিবে॥ ১৩

গাঢ় অন্ধকারে কোন প্রাণীতে এমন কি নির্ব্বিষ প্রাণীতে দংশন করিলেও বিষ শঙ্কা উপস্থিত হয়, এবং সেই বিষোদ্বেগে জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, দাহ, গ্লানি, মোহ ও অতিসার জন্মে। ইহা শঙ্কাবিষ নামে অভিহিত॥ ১৪

দষ্টস্থানে সূচীবেধবৎ ব্যথা, কণ্ডু, শোথ, বেদনা ও দাহ থাকিলে এবং তাহা গ্রথিত হইলে সেই দংশকে বিষযুক্ত এবং ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ দংশে তোদব্যথাদি না থাকিলে উহাকে নির্ব্বিষ বলিয়া জানিবে॥ ১৫

সকল সর্পেরই বিষের সাতটি বেগ আছে। তন্মধ্যে দর্ব্বীকর সর্পের বিষের প্রথম বেগে রক্ত দূষিত হইয়া শ্যাববর্ণ হয়। তাহাতে দষ্টব্যক্তির মুখ ও নয়নাদি শ্যাববর্ণ হয় এবং শরীরে পিপীলিকাদি কীট সঞ্চলনবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বেগে গ্রন্থিসমূহের উৎপত্তি; তৃতীয়বেগে মস্তকের গুরুত্ব, গাত্রে দুর্গন্ধ এবং দংশস্থানে ক্লেদ; চতুর্থ বেগে প্রসেক, বমি, সন্ধি সমূহের বিশ্লেষ ও তন্দ্রা; পঞ্চমবেগে পর্ব্বভেদ, দাহ ও হিক্কা; ষষ্ঠবেগে হৃৎপীড়া, গাত্রের গুরুতা, মূর্চ্ছা, অবিপাক ও অতীসার হয়। সপ্তম বেগে বিষ শুক্রগত হইয়া স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও কটীদেশে ভঙ্গবৎ পীড়া জন্মায় এবং সর্ব্বপ্রকার শারীর ও মানসক্রিয়া নাশ করে॥ ১৬।১৭

মণ্ডলী সর্পের বিষের প্রথমবেগে রক্ত দূষিত হইয়া পীতবর্ণ হয়। তদ্দ্বারা দষ্টব্যক্তির গাত্র পীতবর্ণ ও দাহযুক্ত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বেগে শোথোৎপত্তি, তৃতীয় বেগে দংশবিক্লেদ, স্বেদ ও তৃষ্ণা, চতুর্থ বেগে জ্বর ও দাহ পঞ্চম বেগে সর্ব্বশরীরে দাহ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে মূর্চ্ছা, প্রসেক ও শরীরে স্পর্শশক্তি হীনতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রাজীমান্ সর্পের দংশনে বিষের প্রথম বেগে রক্ত দূষিত হইয়া পাণ্ডুবর্ণ হয়, সেই জন্য রোগির গাত্র পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়বেগে গাত্রের গুরুতা; তৃতীয়বেগে দংশবিক্লেদ, নাসাস্রাব, অক্ষিস্রাব ও মুখস্রাব; চতুর্থ বেগে মস্তকের গুরুত্ব ও মন্যাস্তম্ভ; পঞ্চম বেগে গাত্রভঙ্গ (পাঠান্তরের অর্থ—দৃষ্টিরোধ) ও শীতজ্বর হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ দর্ব্বীকরসর্পদষ্ট ব্যক্তির ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ১৮

এই তিন প্রকার দষ্ট ব্যক্তির প্রথম হইতে পঞ্চম বেগ পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিবে। তাহার পর অসাধ্য ॥ ১৯

যে সকল সর্প জলে আপ্লুত, রতিক্রিয়ায় ক্ষীণ, ভীত ও নকুল কর্ত্তৃক নির্জ্জিত; যাহারা শীত, বাত, আতপ, রোগ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রমে পীড়িত; যাহারা অন্যদেশ হইতে দ্রুত আগত; যাহারা খোলস ত্যাগ করিয়াছে; যাহারা কুশ ওষধি ও কণ্টকযুক্ত বনেই বিচরণ করে এবং যাহারা দেবতাদি দ্বারা অধ্যুষিত স্থানে বাস করে, সেই সকল সর্প অল্পবিষ হয় ॥ ২০

শ্মশানে, চিতি (ইটের পাঁজা) ও চৈত্য প্রভৃতি স্থানে, পক্ষসন্ধিতে (শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের সন্ধি সময়ে); পঞ্চমী অষ্টমী ও নবমী তিথিতে; সন্ধ্যাকালে, দিবা ও রাত্রির মধ্যভাগে; ভরণী, কৃত্তিকা, মঘা, অশ্লেষা, বিশাখা, পূর্ব্বফল্গুনী ও মূলা নক্ষত্রে; নৈর্ঋতাখ্য মুহূর্ত্তে (অস্ত ও উদয়কালে) ও মর্ম্মস্থানে সর্পে যে ব্যক্তিকে দংশন করে, তাহাকে ত্যাগ করিবে ॥

দংশনমাত্র যদি রোগির মুখ ও নেত্র শুক্লবর্ণ হয়, চুল উঠিয়া যায় এবং জিহ্বার জড়তা, মুহুর্ম্মুহুঃ মূর্চ্ছা ও শীতল উচ্ছ্বাস হয়, তাহা হইলে সে রোগী রক্ষা পায় না ॥ ২১

দংশন করিবামাত্র সর্পদষ্ট ব্যক্তির এককালে যদি হিক্কা, শ্বাস, বমি, কাস ও হৃৎপীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেও বাঁচে না ॥ ২২

বিষপীত, সর্পদষ্ট অথবা বিষলিপ্ত শল্য দ্বারা বিদ্ধ ব্যক্তির ফেনবমন, সংজ্ঞানাশ, হস্ত পদ ও মুখের শ্যাবতা, নাসিকা বসিয়া যাওয়া, অঙ্গভঙ্গ, মলভেদ ও সন্ধি সকলের শিথিলতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে বুঝিবে যে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩

তীক্ষ্ণ নস্য দ্বারা যদি চৈতন্য না হয়, ক্ষতস্থান হইতে যদি রক্ত নির্গত না হয় এবং দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার করিলেও যদি দাগ না পড়ে, তাহা হইলে বুঝিবে এরূপ বিষপীড়িত ব্যক্তি যমসমীপে গমন করিতেছে। ইহার বিপরীত হইলে চিকিৎসক প্রদীপ্ত গৃহবৎ ত্বরায় কণ্ঠাগত প্রাণকে রক্ষা করিয়া বিষের শান্তি করিবে ॥ ২৪।২৫

সর্পদষ্ট প্রাণির দংশস্থানে বিষ শতমাত্রা কাল (একশত লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ) অবস্থান পূর্ব্বক রক্তাদি ধাতু সমূহকে দূষিত করিয়া সমস্ত দেহে বিসর্পিত হয়। এই অবসরে দংশস্থানের উৎকর্ত্তনাদি কার্য্যসকল এরূপ শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদন করিবে, যাহাতে বিষরূপ লতা উৎপন্ন হইতে না পারে ॥ ২৬।২৭

সর্পে দংশন করিবামাত্র সেই সর্পকে ধরিয়া দষ্টব্যক্তি দংশন করিলে কিংবা লোষ্ট্র বা ভূমি দন্তদ্বারা ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ নিষ্ঠীবন (থুথু) দ্বারা বা কর্ণমল দ্বারা দষ্টস্থান প্রলিপ্ত করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় ॥ ২৮

সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞ বৈদ্য দংশস্থানের চারি অঙ্গুল উপরে ক্ষৌম বস্ত্রাদি বা বেণিকা দ্বারা অরিষ্টা (তাগা) বন্ধন করিবেন। সেতু বন্ধনদ্বারা যেমন জলের গতির রোধ হয়, সেইরূপ মন্ত্রপুরস্কৃত অরিষ্টাবন্ধন দ্বারা বিষ স্তম্ভিত হইয়া থাকে। বিষ বন্ধন দ্বারা অভিপীড়িত শিরা পথে গমন করিতে পারে না। পরে মর্ম্মসন্ধি ত্যাগ করিয়া নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক দংশস্থান উদ্ধৃত করিয়া ফেলিবে। বীজের নাশ হইলে যেমন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ দষ্টস্থান উৎকর্ত্তিত করিলে বিষের আবেগ হইতে পারে না ॥ ২৯।৩০

মণ্ডলিসর্প পিত্তপ্রকৃতি বলিয়া উহাদের দংশস্থান দগ্ধ করিবে না। মণ্ডলির দংশস্থান ভিন্ন অন্য দংশস্থান উত্তপ্ত স্বর্ণ বা লৌহাদি দ্বারা আশু দগ্ধ করিয়া দিবে। অগ্নি সত্বই সমস্ত বস্তুকে ভস্মসাৎ করে, সুতরাং ক্ষণমধ্যে ক্ষতস্থ বিষকে যে দগ্ধ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? ॥ ৩১

যদি পিত্তোল্বণ সর্পে দংশন করে, তবে অরিষ্টামধ্যস্থ দষ্টস্থান অল্প অল্প চিরিয়া মাংসল স্থান হইলে বিশেষরূপে চিরিয়া মৃত্তিকা, পাংশুভস্ম, বিষনাশক অগদ বা গোময় দ্বারা মুখ পূর্ণ করিয়া দংশস্থান হইতে বিষ চুষিয়া হইবে। দষ্টস্থান ও তৎপার্শ্বস্থ স্থানে বিষনাশক অগদের প্রলেপ পুনঃপুনঃ দিবে এবং চন্দন ও বেণার মূলের কল্কযুক্ত জলের পরিষেক করিবে ॥ ৩২

বিষ দেহে ব্যাপ্ত হইলে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত নির্হরণ করিবে। এরূপ অবস্থায় উহাই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। কারণ রক্ত নির্হ্রিয়মাণ হইলে সমস্ত বিষও নির্হৃত হইবে ॥ ৩৩

বিষযুক্ত রক্ত দুর্গন্ধ হয় এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে চট্ চট্ শব্দ করে। শিরাব্যধ বিধিতে দোষানুসারে কথিত লক্ষণ দ্বারা বিশুদ্ধ রক্তকে লক্ষ্য করিবে ॥ ৩৪

শিরাসমূহ শোথাদি দ্বারা অদৃশ্যমান হইলে শৃঙ্গ ও জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে ॥ ৩৫

বিষের উষ্মা কর্তৃক স্রুতাবশিষ্ট রক্ত প্রবিলীন হইলে পুনঃ পুনঃ অতি শীতল প্রলেপ ও অতি শীতল পরীষেক প্রয়োগ করিবে। তাহাতে উহা স্তম্ভিত হইবে ॥ ৩৬

অস্রস্র অর্থাৎ তরল বিষাক্ত রক্ত স্রুত না হইলে বিষবেগে মূর্চ্ছা, মত্ততা ও হৃদয়ে বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শীতল প্রলেপ পরিষেকাদি দ্বারা উহাদের প্রশম করিবে। যে পর্য্যন্ত শীতে রোমাঞ্চ না হয়, তাবৎ শীতল ব্যজন করিবে ॥ ৩৭

শীতল ক্রিয়া দ্বারা রক্ত গাঢ়ীভূত হইলে সদ্যই বিষের বেগ অপগত হইয়া থাকে ॥ ৩৮

তীক্ষ্ণত্বগুণে বিষ হৃদয়কে কর্ষণ করে। অতএব হৃদয় রক্ষার্থ ঘৃত, ঘৃত ও মধু অথবা ঘৃতাপ্লুত বিষনাশক অগদ পান করাইবে। হৃদয় রক্ষিত হইলে হৃদয়স্থ শ্লেষ্মাও উপচিত হয় ॥ ৩৯

বিষপীড়িত ব্যক্তির গুরুতা, বমনবেগ ও হৃল্লাস উপস্থিত হইলে তাহাকে কাঁজী, কুলত্থযূষ, তৈল ও মদ্যাদি ব্যতীত দ্রবদ্রব্য পান করাইয়া কিংবা বিষনাশক ঔষধ সেবন করাইয়া বমন করাইবে। তাহাতে বিষ আর দেহে ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না ॥ ৪০

সর্পের জাতি, বাতাদিদোষ, বিষার্ত্তব্যক্তির প্রকৃতি, দংশনস্থান ও বিষের বেগ এই সকল সূক্ষ্ম ভাবে সম্যক্ আলোচনা করিয়া বিশিষ্ট চিকিৎসা করিবে ॥ ৪১

দর্ব্বীকর সর্পে দংশন করিলে নিসিন্দামূলের ছাল ও শ্বেতাপরাজিতার মূল জলে পেষণ করিয়া তাহা পান করিলে এবং কুড় চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় ॥ ৪২

কৃষ্ণসর্পে দংশন করিলে রক্তমোক্ষণ করিয়া দষ্টস্থানে কুঁচ ও নাকুলীর (রাস্না বিশেষ) প্রলেপ অথবা তীব্র মূলবিষের প্রলেপ দিবে এবং রোগিকে মধু, মঞ্জিষ্ঠা ও ঝুল সংযুক্ত ঘৃত পান করাইবে ॥ ৪৩

কাঁটানটে, গাম্ভারীছাল, আপাং, শ্বেতাপরাজিতা, টাবালেবু, চিনি ও শেলু (চাল্‌তা) এই সকল দ্রব্যে অগদ প্রস্তুত করিবে। এই অগদের পান নস্য ও অঞ্জন দর্ব্বীকর ও রাজিল সর্পের দারুণ বিষে হিতকর ॥ ৪৪

সুগন্ধা (শল্লকী), দ্রাক্ষা, শ্বেতাপরাজিতা ও গজদন্তিকা (বরাহক্রান্তা) প্রত্যেক সমানভাগ; তুলসীপত্র, কয়েতবেলের পত্র, বেলের পত্র ও দাড়িমের পত্র প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া মধু সংযুক্ত করিবে। এই অগদ মণ্ডলিসর্পের বিষে বিশেষ হিতকর॥ ৪৫

হিমবান্ অগদ।

শিরীষ, অশ্বত্থ, বট, পাকুড় ও বেতস এই পঞ্চ বৃক্ষের ত্বক্, ত্রিফলা (পাঠান্তরে হরিদ্রা), যষ্টিমধু, নাগেশ্বর, এলবালুক, জীবক, ঋষভক, বেণার মূল, চিনি, পদ্মকাষ্ঠ ও পদ্ম এই সকল দ্রব্যের অগদ প্রস্তুতীকৃত ও তাহা মধু সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিলে মণ্ডলিবিষ নষ্ট হয়। ইহার নাম হিমবান্ অগদ। এই অগদের প্রলেপে শোথ, বীসর্প, বিস্ফোট, জ্বর ও দাহ নিবারিত হয়॥ ৪৬

মণ্ডলিদষ্ট ব্যক্তি গাম্ভারীছাল, বটের শুঙ্গা, জীবক, ঋষভক, চিনি, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া পান করিবে॥ ৪৭

বংশের ত্বক্ (বাঁশের নীল) ও বীজ, কট্‌কী, পারুলবীজ, শুঁঠ, শিরীষবীজ, আতইচ, গবেধুক (দেধানের মূল) ও বচ এই অষ্ট দ্রব্য একত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে গোনস সর্পের বিষ নষ্ট হয়॥ ৪৮

কট্‌কী, আতইচ, কুড়, ঝুল, হরেণু, ত্রিকটু ও তগরপাদুকা এই সমুদায় দ্রব্য পেষণ করিয়া মধুর সহিত পান করিবে। ইহা রাজীল সর্পের বিষ নাশ করে॥ ৪৯

কাণ্ডচিত্রা নামক সর্পে দংশন করিলে দষ্টস্থান দুই প্রহরকাল ভূমিমধ্যে নিখাত করিয়া (পুঁতিয়া) রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া সেই স্থানে ঘৃত ও ধান্যমূলস্থ মৃত্তিকার প্রলেপ দিবে। দষ্টব্যক্তিকে ত্রিফলাচূর্ণের সহিত পুরাতন ঘৃত পান করাইবে। উহা জীর্ণ হইয়া বিরেচন হইলে যূপ-সংস্কৃত যবান্ন ভোজন করিতে দিবে॥ ৫০

করবী ও আকন্দের পুষ্প ও মূল, ঈশলাঙ্গলা, পিপুল, আকনাদি ও মরিচ এই সকল দ্রব্য কাঁজীর সহিত পেষণ করিবে। এই অগদ ব্যন্তর অর্থাৎ সঙ্করসর্পদষ্টব্যক্তির পান নস্যাঞ্জনাদি সর্ব্বকার্য্যে বিশেষ প্রশস্ত॥ ৫১

শজিনাবীজ শিরীষপুষ্পের রসে সাতদিন ভাবিত করিয়া তাহা পানে নস্যে ও অঞ্জনে প্রয়োগ করিলে সর্পদষ্টব্যক্তির বিশেষ উপকার হয়॥ ৫২

তগরপাদুকা ১ পল ও কুড় ১ পল এবং ঘৃত ২ পল ও মধু ২ পল এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দিত করিয়া সেবন করিলে তক্ষকদষ্টব্যক্তিও বিষবিমুক্ত হয়॥ ৫৩

দর্ব্বীকর সর্পের প্রথম বিষবেগে অগ্রে শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া শীঘ্র ঘৃত ও মধুর সহিত অগদ প্রয়োগ করিবে। দ্বিতীয় বেগে বমন করাইয়া উক্তরূপে ঘৃত মধুর সহিত অগদ পান করাইবে। তৃতীয়বেগে বিষনাশক অঞ্জন ও নস্য দিবে। চতুর্থবেগে বমন করাইয়া পূর্ব্বোক্ত (স্থাবরবিষোক্ত) যবাগূ পান করাইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠবেগে শীতল প্রলেপ ও পরীষেক দ্বারা মুহুর্ম্মুহুঃ প্রলিপ্ত ও পরিষিক্ত করিয়া তীব্র বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং বিষঘ্ন ঔষধের সহিত যবাগূ প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করিতে দিবে। সপ্তমবেগে তীক্ষ্ণ অগদের অঞ্জন ও নস্য

প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর শস্ত্র দ্বারা তাহার মস্তকে গভীর কাকপদাকার (ত্রিকোণাকৃতি) ক্ষত করিয়া তাহাতে সরক্ত মাংস বা চর্ম্ম নিক্ষেপ করিবে॥ ৫৪—৫৭

মণ্ডলিসর্পের তৃতীয় বিষবেগে বমন করাইয়া পেয়া পান করিতে দিবে। ষষ্ঠবেগে অতীক্ষ্ণ (মৃদু) অগদ ও পদ্মকাদিগণ ব্যবস্থা করিবে॥ ৫৮।৫৯

রাজীমান্ সর্পের প্রথম বিষবেগে দষ্টস্থান গাঢ়রূপে চিরিয়া অলাবুযন্ত্রদ্বারা রক্তনির্হরণ করিবে এবং পূর্ব্ববৎ অগদ ব্যবস্থা করিবে। ষষ্ঠবেগে অতিতীক্ষ্ণ অঞ্জন ও নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ৬০।৬১

মণ্ডলী ও রাজীল সর্পের অনুক্ত বেগ সমূহে (যে সকল বিষবেগের চিকিৎসা কথিত হইল না, সেই সকল বেগে) দর্ব্বীকরোক্ত চিকিৎসা করিবে॥ ৬২

সর্পদষ্ট গর্ভিণী, বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃদু চিকিৎসা করিবে। শিরাবেধ করিবে না॥ ৬৩

দারুচিনি, মনছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগরপাদুকা, শিলারস, ব্যাঘ্রনখ, তমাল ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য চালুনি জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। ইন্দ্রের বজ্র যেমন সমস্ত অসুরকে নষ্ট করে, সেইরূপ ইহা সকল প্রকার বিষ নাশ করে॥ ৬৪

বিল্বমূল, তুলসী মঞ্জরী, করঞ্জফল, তগরপাদুকা, দেবদারু, ত্রিফলা, ত্রিকটু, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অঞ্জন, পান ও নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে সর্প মাকড়সা ইন্দুর ও বৃশ্চিকাদির বিষ, বিসূচিকা, অজীর্ণ ও গরজনিত জ্বর এবং ভূতাবেশ নিবারিত হয়॥ ৬৫

প্রলেপাদি দ্বারা দংশস্থান এবং সমস্ত শরীর হইতে নিঃশেষরূপে বিষ নির্হরণ করিবে। কারণ, বিষের শেষ থাকিলে তাহা পুনর্ব্বার প্রবল হয় কিংবা দূষীবিষে পরিণত হয়॥ ৬৬

এইরূপ ক্রিয়াক্রম দ্বারা শরীর হইতে বিষ অপগত হইলে পর যদি বায়ু কুপিত হয়, তাহা হইতে তৈল, মস্ত, কুলথকলায় ও অম্ল ভিন্ন অন্য বাতনাশক স্নেহাদি দ্বারা সেই বিষকুপিত বায়ুর চিকিৎসা করিবে। পিত্তজ্বরহর কষায় ও স্নেহবস্তি দ্বারা কুপিত পিত্তের প্রশম করিবে। মধু সংসৃষ্ট আরগ্বধাদিগণের কষায় দ্বারা কফের শান্তি করিবে॥ ৬৭

চিনি, ইঙ্গুদী, দ্রাক্ষা, দুগ্ধিকা, যষ্টিমধু ও মধু এই সকল দ্রব্য সংযুক্ত মন্ত্রপূত জল পান, এই জলের প্রোক্ষণ, সান্ত্ববাদ ও হর্ষোৎপাদন এই সকল সর্পাঙ্গাভিহতে ও শঙ্কাবিষে ব্যবস্থা করিবে॥ ৬৮

কর্কেতন মণি, মরকত মণি, হীরক, গজমুক্তা, বৈদূর্য্যমণি, গর্দ্দভমণি, পিচুকমণি, হিমালয়োৎপন্ন বিষমূষিকা, সোমরাজী, পুনর্নবা, দ্রোণী (দ্রোণপুষ্পী), মহাদ্রোণা (মহাদ্রোণপুষ্পী), মানসী ও সর্পমণি এই সকল বীর্য্যশালী বিষ পদার্থ বিষশান্তির নিমিত্ত ধারণ করিবে॥ ৬৯

সকল সময়েই বিশেষতঃ রাত্রিকালে ছত্র এবং ঝর্ ঝর্ শব্দ কারক কোন বস্তু হস্তে ধারণ করিয়া গমনাগমন করিবে। কারণ, সর্পগণ ছত্রের ছায়া দর্শনে এবং ঝর্ঝর শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া পলায়ন করিবে॥ ৭০

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তর স্থানে সর্পবিষ-প্রতিষেধ নামক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর আমরা কীট-লূতাদিবিষ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

সর্পদিগেরই বিষ্ঠা, মূত্র, শুক্র, অণ্ড ও মৃতদেহ পচন হইতে যে সকল কীট জন্মে, তাহারা বাতাদি পৃথক্ দোষে ও মিলিত ত্রিদোষে চারি প্রকার হইয়া থাকে॥ ২

এই সমস্ত কীটের মধ্যে বায়ব্য (বাতাধিক) কীটে দংশন করিলে দষ্টস্থানে প্রবল তোদ ও বেদনা হইয়া থাকে। আগ্নেয় (পিত্তাধিক) কীটে দংশন করিলে দষ্টস্থান অল্পস্রাব, দাহ, লৌহিত্য ও বিসর্পযুক্ত হয় এবং উহা পক্ক পীলু বা খর্জ্জুর ফল তুল্য হইয়া থাকে। কফপ্রকৃতিক কীটে দংশন করিলে দষ্টস্থান অল্প বেদনাযুক্ত ও পক্ক যজ্ঞডুমুর সদৃশ হইয়া থাকে। ত্রিদোষাধিক কীটে দংশন করিলে দষ্টস্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে স্রাব হয় এবং বাতাদি ত্রিদোষেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা ত্যাজ্য॥ ৩-৬

সর্পদংশনবৎ কীটদংশনেও বেগজ্ঞান, বর্দ্ধনশীল শোথ, রক্তের দুর্গন্ধতা, মস্তক ও নেত্রের গুরুত্ব, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্বাস ও অত্যন্ত বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৭

সর্ব্ব প্রকার দংশনেই কর্ণিকা (বিষোৎপন্ন মাংসকন্দী, উহা পদ্মের কর্ণিকা-(কোষা)-কৃতি হয় বলিয়া কর্ণিকা নামে কথিত), শোথ, জ্বর, কণ্ডূ ও অরুচি হয়॥ ৮

বৃশ্চিকের বিষ অতি তীক্ষ্ণ। ইহা দংশন মাত্রেই অগ্নিদাহবৎ জ্বালা উপস্থিত করে এবং অতি শীঘ্রই ঊর্দ্ধে গমন করিয়া পশ্চাৎ দংশস্থানে আসিয়া অবস্থিতি করে। দংশস্থানে সত্বই অত্যন্ত বেদনা, শ্যাববর্ণতা, তোদ ও স্ফুটনবৎ পীড়া হইয়া থাকে॥ ৯

মন্দবিষ, মধ্যবিষ ও মহাবিষ ভেদে বৃশ্চিক সকল তিন প্রকার। তন্মধ্যে যাহারা গবাদির পচা পুরীষ হইতে উৎপন্ন, তাহারা মন্দবিষ; যাহারা বিষলিপ্ত বা বিষদষ্ট প্রভৃতি কোন পচা বস্তু হইতে উৎপন্ন, তাহারা মধ্যবিষ; আর যাহারা পচা সর্প হইতে সমুদ্ভূত (অথবা অন্য বিষ হইতে উৎপন্ন) তাহারা মহাবিষ বলিয়া অভিহিত॥ ১০

মন্দবিষ বৃশ্চিক সকল পীত, শ্বেত, শ্যাব, রুক্ষ কৃষ্ণ, লোহিত বা নানাবর্ণ, রুক্ষ, লোমশ, বহু পর্ব্বযুক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ উদর বিশিষ্ট (পাঠান্তরের অর্থ—বিচিত্রবর্ণ উদর বিশিষ্ট, পাণ্ডুরোগজনক)॥ ১১

মধ্যবিষ বৃশ্চিক সকল ধূম্রোদর, ত্রিপর্ব্ববিশিষ্ট, কপিল ও অরুণবর্ণ।

মহাবিষ বৃশ্চিক সকল পিঙ্গল, নানা বিচিত্রবর্ণ, লোহিতাভ বা অগ্ন্যাভ, দুই বা এক পর্ব্ব বিশিষ্ট, রক্তোদর, কৃষ্ণোদর বা শ্বেতোদর॥ ১২

মহাবিষ বৃশ্চিকে দংশন করিলে জিহ্বার শোথ (পাঠান্তরে—মুখে যন্ত্রণা), গাত্রের স্তব্ধতা, জ্বর, মুখ নাসাদি স্রোত দিয়া কৃষ্ণবর্ণ রক্তের নির্গমন, ইন্দ্রিয় সকলের রূপাদি গ্রহণে অসামর্থ্য, স্বেদ, মূর্চ্ছা, মুখের শুষ্কতা, বিহ্বলতা, বেদনা ও মাংস গলিয়া পড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাতে রোগী প্রায়ই প্রাণত্যাগ করে॥ ১৩

উচ্চিটিঙ্গ নামক বৃশ্চিকে মুখ দিয়া দংশন করে। সাধ্য (অল্পবিষ) বৃশ্চিকে দংশন করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, ইহাতে তদপেক্ষা অত্যধিক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। উচ্চিটিঙ্গের বিষে লিঙ্গের স্তব্ধতা ও রোমাঞ্চ হয়। দষ্ট ব্যক্তির বোধ হয়, যেন তাহার অঙ্গ শীতল জলে পরিষিক্ত হইয়াছে। ইহার নাম উষ্ট্রধূম। রাত্রিতে বিচরণ করে বলিয়া ইহাকে রাত্রিকও বলে॥ ১৪

কীট সকল বাতপিত্তোল্বণ ; কণভ (ভ্রমর বিশেষ) ও ইন্দুর সকল শ্লেষ্মোল্বণ এবং বৃশ্চিক ও উষ্ট্রধূমকগণ প্রায়ই বাতোল্বণ হইয়া থাকে॥ ১৫

যে যে দোষের লক্ষণাধিক্য দেখিবে, তত্তদ্‌দোষের বিপরীতগুণবিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা সেই সেই দোষের চিকিৎসা করিবে॥ ১৬

বাতিক বিষে—হৃৎপীড়া, উর্দ্ধ বায়ুর রোধ, শিরায়াম (শিরাসকল যেন বিস্তৃত হইতেছে, এইরূপ প্রতীতি), অস্থি ও পর্ব্ব স্থানে বেদনা, ঘূর্ণন, উদ্বেষ্টন (দণ্ডাদি দ্বারা তাড়নবদ্ ব্যথা) ও গাত্রের শ্যাববর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ১৭

পৈত্তিক বিষে—সংজ্ঞানাশ, নিশ্বাসের উষ্ণতা, হৃদয়ের দাহ, মুখের তিক্ততা, মাংসের অবদরণ (কাটিয়া যাওয়া) এবং রক্ত বা পীত বর্ণ শোথ (পাঠান্তরে শোথ ও রক্তপিত্ত) এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ১৮

শ্লৈষ্মিকবিষে—বমি, অরুচি, হৃল্লাস, প্রসেক (মুখ দিয়া জল উঠা), উৎক্লেশ (বমনের ভাব), পীনস, শীততা ও মুখের মাধুর্য্য এই সকল লক্ষণ দেখা যায়॥ ১৯

বাতিক বিষে ব্রণে পিণ্যাকের (তিলকল্কের) প্রলেপ, তৈলাভ্যঙ্গ, পুলাকাদি (তুচ্ছতৃণ, আগ্‌ড়া প্রভৃতি) দ্বারা নাড়ীস্বেদ ও পুষ্টিজনক কার্য্য সকল হিতকর॥ ২০

অতিশীতল পরীষেক ও প্রলেপ দ্বারা পৈত্তিক বিষ স্তম্ভিত করিবে॥ ২১

লেখন, ছেদন, স্বেদ ও বমন প্রয়োগ দ্বারা শ্লৈষ্মিক বিষের শমতা করিবে। উক্ত তিনপ্রকার কীটের বাতাদি দোষানুসারে যথাযথ চিকিৎসা করিবে। ইহাতে ঈষদুষ্ণ স্বেদ, প্রলেপ ও পরীষেক বহুলরূপে ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু মূর্চ্ছায় দংশপাকে ও দংশ পচনে উক্ত স্বেদাদি সকল প্রয়োগ করিবে না॥ ২৩

মনুষ্যের কেশ, শ্বেতসর্ষপ ও পুরাতন গুড় ইহাদের ধূপ সর্ব্বপ্রকার বিষদংশের পরম ঔষধ—ইহা কাশ্যপ মুনি কহিয়াছেন॥ ২৪

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বিষনাশক কার্য্য ও বমন বিরেচনাদি সংশোধন ব্যবস্থা করিবে॥ ২৫

তীক্ষ্ণবিষ কীট বা বৃশ্চিকে দংশন করিলে সর্পদষ্টবৎ চিকিৎসা করিবে॥ ২৬

তণ্ডুলীয়ক (চাঁপানটের) মূল ও তেউড়ীচূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া ঘৃতের সহিত পান করিবে বায়ু যেমন কৈলাসপর্ব্বতকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ এই ঔষধপানে কীটবিষে রোগিকে ক্ষোভিত করিতে সমর্থ হয় না॥ ২৭

কীটদষ্ট রোগিকে বমনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া দষ্টস্থানে বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বকের প্রলেপ দিলে কীটবিষ নষ্ট হয়॥ ২৮

মুক্তার প্রলেপ কীটবিষজনিত শোথ, তোদ, দাহ ও জ্বর নাশ করে॥ ২৯

দশাঙ্গ অগদ।

বচ, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, গজপিপুল, আকনাদি, আতইচ ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্যের অগদ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার কীট-বিষ নষ্ট হয়। এই দশাঙ্গ অগদ কাশ্যপমুনি নির্ম্মিত॥ ৩০

বৃশ্চিকের দংশে সদ্য চক্র তৈল (ঘানিগাছ হইতে সদ্যোনিস্রুত তৈল) সেচন করিবে। অথবা শালপানি সিদ্ধ কিংবা কেবল ঈষদুষ্ণ চক্রতৈল সেচন করিবে। অথবা সৈন্ধবান্বিত ঘৃত কিংবা দুগ্ধ ও সৈন্ধব সংযুক্ত সুখোষ্ণ কাঁজীদ্বারা পুনঃপুনঃ সেচন করিবে॥ ৩১।৩২

জীরার কল্ক সৈন্ধবসংযুক্ত ও ঘৃতভৃষ্ট করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে॥ ৩৩

দংশস্থানে ও তাহার চতুর্দ্দিকে স্বেদ দিবে। পরে সেই স্বেদিত দংশস্থান প্রচ্ছিত করিয়া (অল্প অল্প চিরিয়া) তাহাতে হরিদ্রা, সৈন্ধব, ত্রিকটু এবং শিরীষের ফল ও পুষ্প এই সকলের চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে॥ ৩৪

তুলসীর পুষ্প (মঞ্জরী) টাবালেবুর রসে ও গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ অথবা সুখোষ্ণ তিলকল্কের বা গোময়ের প্রলেপ দিবে। রোগিকে মধুযুক্ত ঘৃত বা প্রচুর শর্করান্বিত দুগ্ধ পান করিতে দিবে॥৩৫

কপোতবিষ্ঠা, হরীতকী, তগরপাদুকা ও শুঁঠ টাবালেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ইহা বৃশ্চিক দংশের উৎকৃষ্ট ঔষধ। শৈবাল ও উষ্ট্রদংষ্ট্রার প্রলেপেও বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৬

হিঙ্গু ও হরিতাল টাবালেবুর রসে বাটিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকার প্রলেপ ও অঞ্জন বৃশ্চিক বিষের পরম ঔষধ॥ ৩৭

করঞ্জ, অর্জ্জুন, শেলু, কটভী (কাঁটা শিরীষ), কুড়চি ও শিরীষ ইহাদের পুষ্প দধির মাতের সহিত বাটিয়া বৃশ্চিক দংশে প্রলেপ দিবে॥ ৩৮

যে ব্যক্তি দংশনের প্রবল যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মূর্চ্ছা যায়, হাঁপাইতে থাকে এবং প্রলাপ বলে তাহার দষ্টস্থানে হরীতকী, হরিদ্রা, পিপুল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ, মরিচ ও অলাবুবৃন্ত (লাউএর বোঁটা) এই সকল দ্রব্য বার্ত্তাকুরসে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে॥ ৩৯

সর্ব্বপ্রকার উগ্র বৃশ্চিক বিষে দধি ও ঘৃত পান করাইবে। শিরা বিদ্ধ করিবে। বমন, অঞ্জন ও নস্য এবং বায়ুনাশক উষ্ণ স্নিগ্ধ অম্ল ও মধুর ভোজন ব্যবস্থা করিবে॥ ৪০

শুঁঠ, গৃহকপোতের বিষ্ঠা, টাবালেবুর রস, হরিতাল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্যের অগদ সর্ব্বপ্রকার বৃশ্চিক বিষ আশু নিবারণ করে॥ ৪১

বৃশ্চিক দংশনের অন্তে বিষ অত্যন্ত প্রবল হইলে দষ্টস্থান বিষদ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। উচ্চিটিঙ্গ বিষেও এই ব্যবস্থা॥ ৪২

হস্তিপুরীষসম্ভূত ছত্র ও গন্ধতৃণমূল শেলুর (চালিতার) রসে বাটিয়া গুটিকা করিয়া দষ্টস্থানে তাহার প্রলেপ দিবে। এই গুটিকা উৎকৃষ্ট বৃশ্চিকবিষনাশিনী॥ ৪৩

আকন্দের আঠায় শিরীষবীজ তিনবার ভাবিত করিয়া তাহা পিপুলচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। এই অগদ কীট, সর্প, লূতা (মাকড়সা), ইন্দুর ও বৃশ্চিকের বিষ নষ্ট করে॥ ৪৪

শিরীষপুষ্প (পাঠান্তরে—শিরীষবীজ), করঞ্জবীজ, কুঙ্কুম, কুড় ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের অগদ রাত্রিক বৃশ্চিকের বিষ নষ্ট করে—ইহা জিনদেব কহিয়াছেন ॥ ৪৫

কীট সমূহের মধ্যে লূতাসকল অতি ভয়ঙ্কর। কেহ বলেন—ইহারা ষোড়শ প্রকার; কেহ বলেন অষ্টাবিংশতি প্রকার; অন্যে বলেন ইহারা বহুসংখ্যক। কাহারও মতে সূর্য্যাদ্রুচর মাকড়্সা সকল সহস্র প্রকার। ফলতঃ যত প্রকারেরই হউক্ না কেন, লূতাজাতি বিষাত্মক ও বহু উপদ্রবজনক ॥ ৪৬

অতিসঙ্কর হেতু লূতাজাতির প্রকারভেদ করা দুঃসাধ্য। ইহাদের অবস্থিতিরও কোনও ব্যবস্থা নাই। অতএব দোষানুসারে উহাদের বর্ণন করিব ॥ ৪৭

বাতাদি পৃথগ্‌দোষজাত লূতা কষ্টসাধ্য; ত্রিদোষজ লূতা অসাধ্য ॥ ৪৮

পৈত্তিক দংশে দাহ, পিপাসা, স্ফোটক, জ্বর ও মূর্চ্ছা হয়। দংশস্থান অত্যন্ত উষ্ণযুক্ত, রক্তপীতাভ, ক্লেদযুক্ত ও দ্রাক্ষাফল সদৃশ হইয়া থাকে ॥ ৪৯

শ্লৈষ্মিক দংশ কঠিন, পাণ্ডুবর্ণ ও ফলসার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয়। ইহাতে অধিক নিদ্রা, শীতজ্বর, কাস ও অত্যন্ত কণ্ডু হইয়া থাকে ॥ ৫০

বাতিক দংশ পরুষস্পর্শ (খস্‌খসে) ও শ্যাববর্ণ হয় এবং ইহাতে পর্ব্বদেশে ভঙ্গবৎ পীড়া ও জ্বর হইয়া থাকে ॥ ৫১

বাতাদি দোষের লক্ষণানুসারে লূতাসকলের বিভাগ যথাযথ লক্ষ্য করিবে ॥ ৫২

অসাধ্য লূতার দংশন করিলে হৃদয়ের মোহ, শ্বাস, হিক্কা, মস্তকে বেদনা, শোথোদ্ভব শ্বেত পীত কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ পিড়কা সমূহের উৎপত্তি, কম্প, বমি, দাহ, তৃষ্ণা, অন্ধতা, নাসার বক্রতা, ওষ্ঠ মুখ ও দন্তের শ্যাববর্ণতা, পৃষ্ঠে ও গ্রীবাদেশে ভঙ্গবৎ পীড়া এবং দংশস্থান হইতে পাকা জামের বর্ণের ন্যায় রক্তস্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৫৩

প্রায় সকল লূতাই ত্রিদোষজ। কেবল দোষের আধিক্যানুসারে তাহাদের বাতিকাদিভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে ॥ ৫৪

তীক্ষ্ণবিষ মধ্যবিষ ও মন্দবিষভেদে লূতা ত্রিবিধ। অচিকিৎসিত হইলে তীক্ষ্ণবিষ লূতা সাতদিনে, মধ্যবিষ লূতা দশ দিনে এবং মন্দবিষ লূতা পনের দিনে প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৫৫

সর্ব্বপ্রকার লূতা দংশই দদ্রুমণ্ডলাকৃতি, শ্বেত কৃষ্ণ অরুণ পীত বা শ্যাববর্ণ, কোমল, উন্নত, মধ্যভাগে কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণ, অন্তভাগে জালকাবৃত এবং বিসর্প, শোথ, তাপ, নানাবেদনা, জ্বর, শীঘ্রপাক, বিক্লেদ, কোথ (পচন) ও অবদরণ (ফাটা ফাটা) যুক্ত হয়। ইহার ক্লেদ যে অঙ্গে লাগে, সেই স্থানেই ক্ষত হয় ॥ ৫৬

লূতা—শ্বাস, দংষ্ট্রা (দাড়্), পুরীষ, মূত্র, শুক্র, লালা, নখ ও আর্ত্তব এই অষ্ট পদার্থ দ্বারা বিশেষতঃ মুখ দ্বারা বিষ পরিত্যাগ করে ॥ ৫৭

লূতা নাভির ঊর্দ্ধভাগে এবং কীট সকল ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে দংশন করে। লূতাবিষ দূষিত-বস্ত্রাসনাদি গাত্রে লাগিলে সেই স্থানে পীড়া জন্মে ॥ ৫৮

লূতায় দংশন করিলে শরীর প্রক্ষিপ্ত লূতাবিষ প্রথম একবেলা (৪ প্রহর) অনুভব করিতে পারা যায় না। পরে সূচীবিদ্ধ চিহ্নের ন্যায় প্রতীতি হয়। তৎপরে প্রথম দিনে দংশ অস্পষ্টবর্ণ

প্রচলশীল (একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়), ঈষৎ কণ্ডুযুক্ত ও বেদনান্বিত হয়। দ্বিতীয় দিনে দংশের প্রান্তভাগ উন্নত ও মধ্যভাগ নত, পিড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত এবং ব্যক্তবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত ও গ্রন্থিসদৃশ হয়। তৃতীয় দিনে জ্বর, রোমাঞ্চ, রোমকূপ হইতে স্রাব নির্গম এবং দংশ রক্তমণ্ডলবর্ণ, শরাবাকৃতি ও অতি বেদনান্বিত হয়। চতুর্থ দিবসে বিষ প্রবল শোথ, তাপ, শ্বাস ও ভ্রম উৎপাদন করে। পঞ্চম দিবসে পূর্ব্বোক্ত বিষকোপজ বিকার সকল উপস্থিত হয়। ষষ্ঠ দিবসে বিষ মর্ম্ম সকলে ব্যাপ্ত হয় এবং সপ্তমাদি দিবসে প্রাণ নাশ করিয়া থাকে। এইরূপে বিষের তীক্ষ্ণ-মধ্য-হীনত্ব বিভাগ করিবে। একবিংশতি রাত্রিতে বিষ সর্ব্বপ্রকারে প্রশমিত হয়॥ ৫৯-৬৬

লতায় দংশন করিবামাত্র আশু শস্ত্র দ্বারা দষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিক কাটিয়া দংশ উৎপাটিত করিবে এবং জাম্ববৌষ্ঠাদি যন্ত্র দ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু পিত্তোল্বণ দংশ দগ্ধ করিবে না॥ ৬৭

দংশ কর্কশ, ভিন্নরোম, মর্ম্ম ও সন্ধ্যাদি স্থানে জাত ও সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইলে তাহা ছিন্ন বা দগ্ধ করিবে না॥ ৬৮

দাহ করিবার পর মধু ও সৈন্ধব সংযুক্ত অগদ দ্বারা সেই স্থান প্রলিপ্ত করিবে। পরে তাহাতে ক্ষীরিবৃক্ষ সমূহের কাথ সেচন করিবে॥ ৬৯

শৃঙ্গাদি দ্বারা বা শিরাবেধ করিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্তমোক্ষণ করিবে। পশ্চাৎ অশ্বত্থ, বহুবার ও বহেড়ার ছালের সুশীতল প্রলেপ দিবে ও তাহাদের সুশীতল কাথে পরিষেক করিবে॥ ৭০

পদ্মকাগদ।

প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মধু ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য দ্বারা অগদ প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার লতা ও কীটের উৎকৃষ্ট ঔষধ। পদ্মক নামক এই অগদ প্রলেপ নস্যাদি সর্ব্বকর্ম্মে উপযোগী॥ ৭১

চম্পকাগদ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পত্তঙ্গ (রক্তচন্দন), মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, নাগকেসর, ঘৃত ও মধু দ্বারা অগদ প্রস্তুত করিবে। এই চম্পক নামক অগদ পদ্মকাগদ অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট॥ ৭২

গোময় নিষ্পীড়িত রস, শর্করা, ঘৃত ও মধু দ্বারা প্রস্তুত অগদও পূর্ব্ববৎ গুণশালী॥ ৭৩

মন্দরাগদ।

আপাং, মনছাল, হরিতাল, দারুহরিদ্রা, গন্ধতৃণ, গেরিমাটী, তগরপাদুকা, এলাইচ, কুড়, মরিচ, যষ্টিমধু, ঘৃত ও মধু এই সকল দ্রব্যে নির্ম্মিত অগদও মন্দর নামে কথিত।

গন্ধমাদন অগদ।

তগরপাদুকা, লোধ, বচ, কট্‌কী, আকনাদি, এলাইচ, তেজপত্র ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্যে প্রস্তুত অগদকে গন্ধমাদন কহে॥ ৭৪

বহুদোষাক্রান্ত বিষপীড়িত ব্যক্তিকে বিষঘ্ন বমন-বিরেচনাদি শোধন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে॥ ৭৫

কফাধিক্যে রোগিকে যষ্টিমধু, ময়নাফল, আঁকোড়, ঘোষা ও নিসিন্দা এই সকল দ্রব্য অথবা শিরীষের পত্র ত্বক্ মূল ও ফল এবং আঁকোড় মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পান করাইয়া আশু বমন করাইবে আর ত্রিফলা, নীল ও তেউড়ী প্রভৃতি দ্বারা বিরেচন করাইবে॥ ৭৬।৭৭

দাহ ও শোথাদি নিবৃত্ত হইলে ব্রণ হইতে কর্ণিকা পাতন করিবে। (কর্ণিকা—বিষোৎপন্ন মাংসকন্দী, উহা পদ্মের কর্ণিকাকৃতি (বীজকোষাকৃতি) হয়, বলিয়া কর্ণিকা নামে অভিহিত)। কর্ণিকাপাতন দ্রব্য যথা—কুসুম্ভফুল, গোদন্ত, স্বর্ণক্ষীরী (শিয়াল কাঁটা, সোনাখিরুই), পায়রার পুরীষ, তেউড়ী, সৈন্ধব ও দন্তী এই সকল দ্রব্যের বা রাখালশশার মূল ও বাঁশের নীলের প্রলেপে কর্ণিকা পাতন হয় ॥ ৭৮।৭৯

সৈন্ধব, কুড়, দন্তী, কটুকী, তুম্বিকা ও রাজকোষাতকীর মূল কিংবা তক্রোদ্ভব কিণ (ফেনবৎ পদার্থ) প্রয়োগ করিলেও কর্ণিকা পাতন হয় ॥ ৮০

কর্ণিকা পাতন সময়ে বিষঘ্ন পুষ্টিকর দ্রব্য দ্বারা বৃংহণ ক্রিয়া করিবে ॥ ৮১

লূতাবিষে ঘৃতের দ্বারাই সমস্ত স্নেহকার্য্য সম্পাদন করিবে। কারণ, উলুপতৃণ দ্বারা যেমন অগ্নির বৃদ্ধি হয়, তৈল দ্বারাও সেইরূপ বিষের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৮২

(১) বালা, বৈঁচ, অনন্তমূল, মুতা, শাঁই, রক্তচন্দন, শোনা, শৈবাল, নীলপদ্ম, তগরপাদুকা, যষ্টিমধু, দারুচিনি, নাকুলী, (রাস্নাবিশেষ), পদ্মকাষ্ঠ ও মদনফলের মজ্জা।

(২) হরিদ্রা, মুতা, গন্ধনাকুলী (গন্ধরাস্না), পিপুল, শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতা, বরুণছাল, অগুরু, বিল্ব, পারুল, নিম, বেণার মূল, শেলু (চাল্‌তা) ও নাগকেসর।

(৩) বিল্ব, চন্দন, তগরপাদুকা, উৎপল, শুঁঠ, পিপুল, হিজলবীজ, বেতস, কুড়, শুক্তি, শাক (সেগুণ), গুগ্‌গুল, পারুল, বামুনহাটী, নিসিন্দা, ময়নাফল ও দারুচিনি।

সদ্‌বৃত্তস্থ ব্যক্তিগণ যেমন কুমতি নষ্ট করে, সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ত্রিবিধ সদ্বৃত্তে স্থিত (উৎকৃষ্ট ছন্দে গ্রথিত) এই তিন প্রকার অগদ পানে, অঞ্জনে, নস্যে, প্রলেপে ও পরিষেকে প্রযোজিত হইলে যথাক্রমে পিত্তোল্বণ, কফোল্বণ ও বাতোল্বণ লূতাবিষ নাশ করিয়া থাকে ॥ ৮৩

লোধ, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মরেণু, কালীয় চন্দন, রক্তচন্দন, প্রিয়ঙ্গুপুষ্প, তুম্বিকা ও মৃণাল এই সকল দ্রব্য পান নস্যাদি সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজিত হইলে সর্ব্বপ্রকার লূতাবিষ নষ্ট হয় ॥ ৮৪

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরস্থানে কীটলূতাদিবিষ-প্রতিষেধ নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা মূষিকালর্কবিষ-প্রতিষেধ নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

নামভেদে মূষিক অষ্টাদশ প্রকার, যথা—লালন, চপল, পুত্র, হসির, চিক্কির, অজির, কষায়দন্ত, কুলক, কোকিল, কপিল, অসিত, অরুণ, শবল, শ্বেতকাপোত, পলিতোন্দুর, ছুছুন্দর ও রসাল ॥ ২

শরীরের যে স্থানে ইহাদের শুক্র পতিত হয় অথবা শুক্রলিপ্ত অঙ্গদ্বারা ইহারা যে অঙ্গ স্পর্শ করে, সেই স্থানের রক্ত দূষিত হইয়া পাণ্ডুবর্ণ হয়। তাহাতে সেই অঙ্গে গ্রন্থি, শোথ, পচন,

মণ্ডল, ভ্রম, অরুচি, শীতজ্বর, তীব্রবেদনা, অবসাদ, কম্প, পর্ব্বভেদ, রোমহর্ষ, স্রাব, মূর্চ্ছা, দীর্ঘকাল ব্যাধির স্থিতি এবং কফানুগত বহু মূষিক পোতক বমন ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে ॥ ৩

মূষিক বিষ ব্যাবারি অর্থাৎ সকল শরীর ব্যাপনশীল ও কষ্টসাধ্য। ইহা পুনঃপুনঃ কুপিত হয় ॥ ৪

মূর্চ্ছা, শোথ, বিবর্ণতা, ক্লেদ, শব্দাশ্রুতি (শ্রবণশক্তিহীনতা), জ্বর, শিরোগুরুত্ব, লালাস্রাব ও রক্তবমন এইগুলি মূষিক বিষের অসাধ্য লক্ষণ ॥ ৫

বস্তির স্ফীততা, ওষ্ঠের বিবর্ণতা, গাত্রে মূষিকাকৃতি গ্রন্থির উৎপত্তি এবং ছুঁচার গন্ধের ন্যায় গন্ধনির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে মূষিকবিষদূষিত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবে ॥ ৬

কুক্কুরের শ্লেষ্মোল্বণ বাতাদি দোষ সকল (প্রদুষ্ট হইয়া) সংজ্ঞাবহ ধমনীসমূহকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানকে নষ্ট করিয়া ফেলে এবং ধাতু সমূহের অতি দারুণ ক্ষোভ উৎপাদন করে। তখন তাহার লালা পড়িতে থাকে, সে অন্ধ ও বধির হয় অর্থাৎ সে তখন কিছুই দেখে না বা শুনে না। তাহার লাঙ্গুল, হনু (চোয়াল), স্কন্ধ ও মস্তক স্রস্ত (শিথিল) হইয়া পড়ে। অত্যন্ত যন্ত্রণায় সে অধোমুখে চতুর্দ্দিকে দৌড়াইতে থাকে ॥ ৭

সেই কুক্কুর কর্তৃক যে ব্যক্তি দষ্ট হয়, তাহার দংশস্থান স্পর্শশক্তিহীন হয় এবং দংশ হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নির্গত হইতে থাকে। পশ্চাৎ হৃদয়ে ও মস্তকে পীড়া, জ্বর, স্তব্ধতা, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয় ॥ ৮

এতদ্দ্বারা দংষ্ট্রাপ্রহারি ক্ষিপ্ত শৃগাল, তরক্ষু (নেক্‌ড়েবাঘ), দ্বীপী (চিতাবাঘ), ব্যাঘ্র ও বৃকাদি হিংস্র পশু সকলকেও অবগত হইবে ॥ ৯

কণ্ডূ, সূচীবেধবদ্‌ যন্ত্রণা, বিবর্ণতা, স্পর্শানভিজ্ঞতা, ক্লেদ, জ্বর, ভ্রম, বিদাহ, লৌহিত্য, বেদনা, পাক, শোথ, গ্রন্থিসঙ্কোচ, দংশের অবদরণ (ফাটা ফাটা হওয়া), স্ফোটক, কর্ণিকা ও মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন এই সকল লক্ষণ সর্ব্বত্র সবিষ দংশে প্রকাশ প্রায়। নির্ব্বিষ দংশে ইহার বিপরীত লক্ষণ হয় ॥ ১০

কুক্কুরাদি যে জন্তুতে দংশন করে, দষ্ট মানব সেই জন্তুর ক্রিয়া ও শব্দ অনুকরণ করিতে করিতে এবং দর্পণ সলিলাদিতে সেই জন্তুর রূপ দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ১১

অদষ্ট ব্যক্তিও যদি ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদির শব্দ শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শন হেতু জল দেখিয়া ভীত হয়; তবে তাহাকে ত্যাগ করিবে। ইহাকে জলসন্ত্রাস রোগ কহে। দষ্ট ব্যক্তির জলসন্ত্রাস হইলে তাহাকেও ত্যাগ করিবে ॥ ১২

ইন্দুরে দংশন করিবামাত্র দষ্টস্থান উত্তপ্ত কাণ্ড দ্বারা অথবা দর্পণ দ্বারা দগ্ধ করিবে। তাহা না করিলে অত্যন্ত বেদনা ও কর্ণিকা জন্মিবে ॥ ১৩

দষ্টস্থান দগ্ধ ও প্রচ্ছিত করিয়া (অল্প অল্প চিরিয়া) রক্ত নির্হরণ করিবে। পরে তাহাতে শিরীষবীজ, হরিদ্রা, তগরপাদুকা, কুঙ্কুম ও গুলঞ্চ ইহাদের কল্কের প্রলেপ দিবে ॥ ১৪

ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব ইহাদের প্রলেপ দিলে ইন্দুর বিষ নষ্ট ও কর্ণিকার পাতন হয় ॥ ১৫

অনন্তর দষ্টস্থান অম্লরসের (কাঞ্জীকাদি) দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া জলে ধৌত করিবে। পরে পালিন্দী (মালবদেশীয় তেউড়ী), শ্বেতকটভী (কাঁটাশিরীষ), বিল্বমূল ও গুলঞ্চের এবং অন্যান্য বিষ ও শোথনাশক দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। অথবা সত্বর শিরাবেধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে ॥ ১৬

নীলের কাথ অথবা শিরীষ ও ধলা আঁকড়ার কাথ সেবন করাইয়া বমন করাইবে। কোষাতকীর ফল, শিরীষবীজ, ঘোষাফল ও ময়না ফলের চূর্ণ দধির সহিত পান করিয়া বিষ বমন করিবে ॥ ১৭।১৮

বচ, ময়নাফল, ঘোষাফল ও কুড়চূর্ণ গোমূত্রে পেষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ দধির সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার ইন্দুর বিষ নষ্ট হয় ॥ ১৯

ইহাতে তেউড়ীমূল, নীল ও ত্রিফলার কল্ক দ্বারা বিরেচন করাইবে ॥ ২০

শিরীষের সার ও বীজ শিরোবিরেচনে হিতকর। ত্রিকটুর সূক্ষ্মচূর্ণ গোময় রসে মর্দ্দিত করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে ॥ ২১

কয়েতবেল ও গোময় রস মধুর সহিত অবলেহন করিবে ॥ ২২

চাঁপানটের মূলের সহিত অথবা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটভী (কাঁটাশিরীষ), মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও গুলঞ্চের সহিত কিংবা আকন্দমূলের সহিত বা কয়েতবেলের মূল, ত্বক্, পত্র, পুষ্প ও ফলের সহিত পক্ব ঘৃত পান হিতকর ॥ ২৩

মূষিক-বিষপীড়িত ব্যক্তি নিসিন্দা, তগরপাদুকা, শজিনাবীজ, বিল্বমূল, শ্বেতপুনর্নবা, বচ, গোক্ষুর ও ঘোষা ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিবে। পরে দধির সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে ॥ ২৪

অথবা শরপুঙ্খার বীজচূর্ণ তক্রের সহিত পান করিবে ॥ ২৫

ধলা আঁকোড়ের মূলের কল্ক ছাগমূত্রের সহিত বাটিয়া তাহা পান করিলে বা তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার ইন্দুর বিষ নষ্ট হয় ॥ ২৬

কয়েৎবেলের মজ্জা এবং তিলক (লোধ), তিল ও ধলা আঁকোড়ের মূল গোমূত্রে অথবা লোধের মঞ্জরী দুগ্ধে বাটিয়া পান করিবে ॥ ২৭

শ্বেতঝিণ্টীমূল মধুমিশ্রিত করিয়া চালুনি জলের সহিত সেবন করিবে ॥ ২৮

তিতলাউএর মধ্যে রাত্রিকালে জল রাখিয়া পরদিন সেই জল পান করিলে ইন্দুর বিষ নষ্ট হয় ॥ ২৯

নিসিন্দার মূল, বিড়ালের অস্থি, বিষ (মিঠা) ও তগরপাদুকা এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিবে। এই অগদ নস্যাদিরূপে প্রয়োগ করিলে ইন্দুরবিষ নষ্ট হয় ॥ ৩০

ইন্দুরবিষের কিঞ্চিৎ শেষ থাকিলে সেই অবশিষ্ট বিষ মেঘোদয়ে প্রকুপিত হয়, অথবা যে মূষিকবিষ যে দোষাধিক, সেই দোষের সময়ে তাহা প্রকুপিত হইয়া থাকে ॥ ৩১

এরূপ স্থলে অবস্থা বুঝিয়া সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা করিবে এবং দূষীবিষনাশক যে সকল চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, সে সকলও যথাযথ ব্যবস্থা করিবে ॥ ৩২

ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিলে দষ্ট স্থান অগ্নিসন্তপ্ত ঘৃত দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত অগদাদিদ্বারা সেইস্থান প্রলিপ্ত করিবে ও দষ্টব্যক্তিকে পুরাতন ঘৃত পান করাইবে ॥ ৩৩

ইহাকে আকন্দআটাযুক্ত বিরেচন শীঘ্র প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪

ধলা আঁকড়ের মূলের ও রাখালশশার মূলের রস ৩ পল, ১ পল ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই ঘৃত অথবা ধুতুরার ফল ও শ্বেতপুনর্নবা একত্র বাটিয়া তাহা জলের সহিত পান করিবে ॥ ৩৫

বায়ু কর্ত্তৃক যেমন মেঘমালার অপগম হয়, সেইরূপ ভৃষ্টতিলচূর্ণ, তিলতৈল, আকন্দ আটা ও গুড় এই সকল একত্র জলের সহিত পান করিলে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের বিষ নষ্ট হয় ॥ ৩৬

"অলর্কাধিপতে" ইত্যাদি বৈদিকমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক রত্নৌষধি সমন্বিত জলে কুক্কুরদষ্ট রোগিকে স্নান করাইবে ॥ ৭

হস্ত্যশ্ব প্রভৃতি চতুষ্পাদ অথবা মনুষ্য, কুক্কুট ময়ূরাদি দ্বিপদ প্রাণির নখ ও দন্ত দ্বারা ক্ষত হইলে সেই স্থান স্ফীত, রক্তবর্ণ, স্রাব ও বেদনাযুক্ত হয়, পাকে এবং রোগির জ্বর হইয়া থাকে ॥ ৩৮

খদির, অশ্বকর্ণ (সাল বিশেষ), গোজিহ্বা (গোজিয়া শাক), হংসপাদিকা (গোয়ালে লতা), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গেরিমাটী এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে নখবিষ ও দন্তবিষ নষ্ট হয় ॥ ৩৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরতন্ত্রে মূষিকালর্কবিষ-প্রতিষেধ নামক অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

এ নচত্বারিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা রসায়নাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

রসায়ন হইতে মানব দীর্ঘ আয়ুঃ, স্মৃতি, মেধা, অরোগিতা, তরুণাবস্থা, প্রভা, বর্ণ, স্বরের পুষ্টি, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল, বাক্‌সিদ্ধি, বৃষতা ও কান্তি এই সমস্ত লাভ করিয়া থাকে। প্রশস্ত রসাদি ধাতু সমূহের অয়ন অর্থাৎ লাভোপায় বলিয়া ইহার নাম রসায়ন ॥ ২

জিতাত্মা, স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ, স্রুতরক্ত ও বমন বিরেচন দ্বারা বিশুদ্ধ শরীর পুরুষের প্রথম বয়সে (যৌবনের প্রারম্ভে) বা মধ্য বয়সে (যৌবনের শেষে) রসায়ন প্রয়োগ করিবে ॥ ৩

সর্ব্বথা অবিশুদ্ধ শরীরে প্রযুক্ত রসায়ন বা বাজীকরণ মলিন বস্ত্রে রঙ্গ প্রদানের ন্যায় নিষ্ফল হয় ॥ ৪

ঋষিগণ রসায়নে দুই প্রকার প্রয়োগ কহিয়া থাকেন। যথা—কুটীপ্রাবেশিক, ইহা মুখ্য-প্রয়োগ ; অপর বাতাতপিক ইহা গৌণ প্রয়োগ। (বাতাতপরহিত গৃহকে কুটী কহে) ॥ ৫

প্রথমে কুটী প্রাবেশিক বিধির উপদেশ দিতেছেন—দুর্ভিক্ষ মরকাদি রহিত দেশে উত্তরদিকে (পাঠান্তরে—ঈশানকোণে) এমন একটি স্থান স্থির করিবে, যে খানে রসায়নোপযোগী উপকরণ অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। এই রূপ স্থানে একটি নির্ব্বাত, ভয়হীন বাটীতে একটি কুটী নির্ম্মাণ করাইবে। গৃহটি যেন ত্রিগর্ভ (প্রথম গৃহ, তদভ্যন্তরে দ্বিতীয় গৃহ, তদভ্যন্তরে যে গৃহ, তাহাই ত্রিগর্ভ) হয়, গৃহভিত্তির উপরিভাগে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ থাকে, গৃহটি যেন গোময়াদি লেপন দ্রব্য দ্বারা উত্তমরূপে মার্জ্জিত করা হয়, গৃহ মধ্যে যেন ধূম, আতপ, ধূলি, হিংস্রজন্তু, স্ত্রীলোক বা মূর্খাদি প্রবেশ করিতে না পারে এবং উপকরণ সামগ্রী স ল ও বৈদ্য যেন তথায়

থাকেন। তদনন্তর শুভদিনে পবিত্র হইয়া মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক পূজ্যগণের পূজা করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিবে। তথায় বমন বিরেচনাদি সংশোধন দ্বারা শুদ্ধদেহ ও চ্যবনপ্রাশাদি ঔষধ দ্বারা অরোগী ও পুনঃ সম্প্রাপ্তবল হইবে। তৎপরে ব্রহ্মচারী (স্ত্রীসঙ্গত্যাগী), ধৈর্য্যশালী, শ্রদ্ধাবান্, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল, দয়া সত্যব্রত ও ধর্ম্ম পরায়ণ, দেবতাভক্ত, যথোচিত নিদ্রা জাগরণশীল (যে উপযুক্ত সময়ে নিদ্রিত ও জাগরিত হয়), ঔষধানুরাগী ও মধুরভাষী হইয়া রসায়ন সেবন করিবে॥ ৬।৭

স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন হইয়া প্রথমে হরীতকী, আমলকী, সৈন্ধব, শুঁঠ, বচ, হরিদ্রা, পিপুল, বিড়ঙ্গ ও গুড় ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে; তাহাতে উৎকৃষ্টরূপে বিরেচন হইবে॥ ৮

বিরেচনাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধ হইলে পেয়াদিক্রমে পথ্য দিবে। তদনন্তর তিন দিন, পাঁচ দিন বা সাত দিন অথবা যে পর্য্যন্ত পুরাতন পুরীষের শুদ্ধি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যবের যবাগূ ঘৃতের সহিত খাইতে দিবে॥ ৯

এইরূপে যখন দেখিবে কোষ্ঠ শুদ্ধ হইয়াছে, তখন সাত্ম্যজ্ঞ চিকিৎসক বয়স ও প্রকৃত্যাদি বিবেচনা করিয়া যাহার পক্ষে যে রসায়ন উপযোগী, তাহাকে সেই রসায়ন ব্যবস্থা করিবে॥ ১০

ব্রাহ্মরসায়ন।

হরীতকী একসহস্র; আমলকী তিন সহস্র; পাঁচপ্রকার পঞ্চমূলের (শালপানি, বৃহতী, চাকুলে, কণ্টকারী ও গোক্ষুর—স্বল্পপঞ্চমূল; বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারছাল, গণিয়ারিছাল ও পারুলছাল—মহৎ পঞ্চমূল; পুনর্নবা, মুগানী, মাষাণী, বেড়েলা ও এরণ্ডমূল—পুনর্নবাদি পঞ্চমূল; জীবক, ঋষভক, মেদা, জীবন্তী ও শতমূলী—জীবকাদি পঞ্চমূল; ইক্ষুমূল, কুশমূল, কাশমূল, শরমূল ও শালিমূল—তৃণ পঞ্চমূল; এই পাঁচ প্রকার পঞ্চমূল।) প্রত্যেকের দশপল করিয়া সমুদায়ে ২৫০ পল। হরীতকী ও আমলকী পোট্টলী বদ্ধ করিয়া দিবে। এই সমস্ত দ্রব্য দশগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া দশভাগের ১ ভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। হরীতকী ও আমলকী গুলি বীজ রহিত করিয়া শিলায় পেষণ করিবে। এই কল্ক এবং দারুচিনি, এলাইচ, মুতা, হরিদ্রা, পিপুল, অগুরু, রক্তচন্দন, মণ্ডুকপর্ণী, নাগেশ্বর, শঙ্খপুষ্পী, বচ, কৈবর্ত্তমুতা, যষ্টিমধু ও বিড়ঙ্গচূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধসের; চিনি ১১ তুলা (১৩৭৷৷০); ঘৃত তিন আঢ়ক (৪৮ সের); তৈল দুই আঢ়ক (৩২ সের); এই সমস্ত দ্রব্য উক্ত কাথে গুলিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। লেহবৎ গাঢ় হইলে নামাইবে। শীতল হইলে উহাতে ৩২০ পল (৪০ সের) মধু মিশ্রিত করিয়া হাতা দ্বারা নাড়িবে। পরে উক্ত ঔষধ ঘৃতভাবিত কলসীতে রাখিয়া দিবে। যে মাত্রায় সেবন করিলে সন্ধ্যাকালীন আহারের ব্যাঘাত না হয়, তাহাই এই ঔষধের মাত্রা জানিবে। (ইহাতে দিবাভাগের আহারের অবশ্য বাধা হইবে)। ঔষধ পরিপাক পাইলে দুগ্ধের সহিত ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে দিবে। বৈখানস, বালখিল্য ও অন্যান্য তপোধনগণ ব্রহ্মানির্ম্মিত এই রসায়ন সেবন করিয়া তন্দ্রা শ্রম ক্লান্তি [illegible] পলিত রোগ রহিত এবং মেধা-স্মৃতি ও বল সম্পন্ন হইয়া অপরিমিতায়ুঃ লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ধন্য (ধনবর্দ্ধক)॥ ১১

উৎকৃষ্ট হরীতকী ও আমলকী এক সহস্র ও পিপুল একসহস্র একটী পাত্রে তরুণ পলাশক্ষারের জলে ডুবাইয়া রাখিবে। ক্ষারজল শোষিত হইলে ঐ সকল দ্রব্য ছায়ায় শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। পরে ঐ চূর্ণের সহিত চতুর্থাংশ চিনি এবং চতুর্গুণ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেই সমস্ত দ্রব্য একটি ঘৃতকুম্ভে (যাহাতে পূর্ব্বে ঘৃত ছিল) রাখিবে এবং ভূমিতে একটি গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তে ঐ কলস ছয়মাস পুঁতিয়া রাখিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া প্রাতঃকালে অগ্নিবলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। সতত যথোচিত হিতকর দ্রব্য ভোজন করিবে। যথানিয়মে এই ঔষধ সেবন করিলে নর নিরাময় ও জরারহিত হয়, এবং বিশেষরূপে বল, পুষ্টি, সুন্দর দেহ, স্মৃতি ও মেধাযুক্ত হইয়া শতবর্ষ কাল জীবিত থাকে॥ ১২

কীটাদি দ্বারা অভক্ষিত কাঁচা পলাশবৃক্ষের মস্তক (অগ্রভাগ) ছিন্ন করিয়া (পাঠান্তরে—চাঁচিয়া) তাহাতে দুই হস্ত পরিমিত একটি গর্ত্ত করিবে। সেই গর্ত্ত নূতন আমলকী দ্বারা পূর্ণ করিয়া উহা আমূল কুশপত্র দ্বারা বেষ্টিত ও পদ্মমূলস্থ মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া নির্ব্বাত স্থানে বনঘুঁটের অগ্নিতে স্বিন্ন করিবে। সেই স্বিন্ন আমলকী মধু ও ঘৃতের সহিত তৃপ্তিপূর্ব্বক (পর্য্যাপ্ত) ভোজন করিয়া শেষে ইচ্ছানুরূপ আবর্ত্তিত (জ্বাল দেওয়া) দুগ্ধ পান করিবে এবং একমাসকাল কেবল দুগ্ধ পান করিয়াই থাকিবে। রসায়নসেবির ক্ষারাদি যে সকল দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। শীতল জল হস্তদ্বারাও স্পর্শ করিবে না। একাদশ দিন অতীত হইলে তাহার কেশ, দন্ত ও নখ সকল পতিত হইবে। পরে অল্প দিনের মধ্যেই সুন্দর কেশাদি উৎপন্ন হইবে। এই রসায়ন সেবনে মনোহর কান্তি, স্ত্রীগমনে অপরিমিত শক্তি, হস্তিতুল্য বল এবং বিশিষ্ট মেধা, বল, বুদ্ধি, সত্ত্ব ও সহস্রবর্ষ পরিমিত দীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে॥ ১৩

চ্যবনপ্রাশ।

দশমূল, বেড়েলা, মুতা, জীবক, ঋষভক, নীলোৎপল, মুগানী, মাষাণী, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মেদা, ভুঁই আমলা, ছোট এলাইচ, জীবন্তী, অগুরু, দ্রাক্ষা, কুড়, রক্তচন্দন, শটী, শ্বেতপুনর্নবা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কাকনাসা (কেওঠুঁটী), গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও বাসকমূল প্রত্যেক ১ পল; শ্লথ পোটুলী বদ্ধ আমলকী ৫০০ শত। এই সমস্ত দ্রব্য ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পোটুলীবদ্ধ আমলকীর আঁটিগুলি ফেলিয়া শক্ত ক্ষৌমবস্ত্রে ছাঁকিবে এবং সেই আমলকীর শস্য ১২ পল ঘৃতে ও তৈলে (৬ পল ঘৃত ও ৬ পল তৈল একত্র মিশ্রিত) অল্প ভাজিয়া লইবে। পরে ঐ আমলকী, কাথজল ও ৫০ পল মিছরী এই সমস্ত একত্র করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া তাহাতে বংশলোচন ৪ পল, পিপুল চূর্ণ ২ পল এবং দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে। শীতল হইলে ইহাতে ৬ পল মধু মিশাইবে। ইহার নাম চ্যবনপ্রাশ। জরাজর্জ্জরিত চ্যবন মুনি এই রসায়নৌষধ সেবন করিয়া অঙ্গনাগণের আনন্দবর্দ্ধক হইয়াছিলেন। কুটীপ্রবিষ্ট ও পথ্যভোজী হইয়া ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, শোষ, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত, মূত্রদোষ, শুক্রদোষ ও স্বরের বিকৃতি নিবারিত এবং মেধা স্মৃতি কান্তি, অরোগিতা, বায়ুর অনুলোমতা, দীর্ঘায়ুঃ, মৈথুনে [illegible]র্য্য, ইন্দ্রিয়ের বল ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়। চ্যবনপ্রাশ বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ ও কৃশ ব্যক্তিগণের দেহের পুষ্টিকারক॥ ১৪

যষ্টিমধু, বংশলোচন, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, জারিত লৌহ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা, রঙ্গ, সুবর্ণ, বচ, মিলিত ঘৃত মধু বা চিনি ইহাদের প্রত্যেকের কিংবা মিলিত সকল দ্রব্যের সহিত সমপরিমিত ত্রিফলা (চূর্ণীকৃত বা কল্কীকৃত) সেবন করিবে। এই ত্রিফলা রসায়ন সর্ব্বব্যাধিনাশক এবং মেধা, স্মৃতি, বুদ্ধি ও আয়ুঃপ্রদ ॥ ১৫

মেধাকর রসায়ন।

অগ্নিবলানুসারে মণ্ডুকপর্ণীর স্বরস বা দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধুর চূর্ণ কিংবা গুলঞ্চের রস অথবা মূল ও পুষ্প সহ শঙ্খপুষ্পীর কল্ক প্রয়োগ করিলে রসায়ন হয়। এই সকল রসায়ন প্রত্যেকেই আয়ুঃপ্রদ, রোগনাশক, বল বর্ণ স্বর ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং মেধাজনক। বিশেষতঃ শঙ্খপুষ্পী অতিশয় মেধাজনক ॥ ১৬

ঘৃত ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। শঙ্খপুষ্পীর রস ৪৮ সের। কল্কার্থ—বেণার মূল, কট্‌কী, দুগ্ধিকা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, বচ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পল্‌তা ও সৈন্ধব লবণ মিলিত ⁄৪ সের। যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে জড় ব্যক্তিও বাগ্মী, শ্রুতধারী, প্রতিভাসম্পন্ন ও অরোগী হয় ॥ ১৭

পঞ্চারবিন্দ রসায়ন।

পদ্মের মৃণাল, বিস (নাল), কেশর, পত্র ও বীজ এই পঞ্চাঙ্গ কল্কের ও দুগ্ধের সহিত যথা-বিধানে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সুবর্ণভস্ম সংযুক্ত করিয়া পান করিলে নষ্ট পৌরুষ, বল ও প্রতিভা পুনরাগত হয় ॥ ১৮

চতুষ্কুবলয় রসায়ন।

নীলোৎপলের নাল, মূল, পত্র ও কেশর এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের কল্কের ও দুগ্ধের সহিত পূর্ব্ববৎ ঘৃতপাক করিয়া তাহা সুবর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গোগণেরও মেধা বৃদ্ধি হয়, মনুষ্যগণের যে হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? ॥ ১৯

ব্রাহ্মী, বচ, সৈন্ধব, শঙ্খপুষ্পী, মৎস্যাক্ষক (পত্তঙ্গ), ব্রহ্মসুবর্চ্চলা (ওষধি বিশেষ) পদ্মপত্রাকৃতি পত্র, আঠা সুবর্ণবৎ), রাখাল শশার মূল ও পিপুল প্রত্যেক তিন যব পরিমাণ, স্বর্ণভস্ম ২ যব, বিষ ১ তিল, ঘৃত ১ পল ; এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া যথাবিধানে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে মধু ও প্রভূত ঘৃত সহ শাল্যন্ন ভোজন করিবে। এই রসায়ন এক বৎসরকাল নিয়মিতরূপে সেবন করিলে বুদ্ধি, স্মৃতি ও মেধাশক্তি বর্দ্ধিত, জরা, ব্যাধি, তন্দ্রা আলস্য, শ্রান্তি ও ক্লান্তি অপগত এবং শ্রী, তেজঃ, কান্তি, দীপ্তি ও পূর্ণ শতবর্ষ পরমায়ুঃ লাভ হয়। বিশেষতঃ কুষ্ঠ, শ্বিত্র, গুল্ম, বিষজ্বর, উন্মাদ, সংযোগজ বিষ, উদররোগ এবং অথর্ব্বমন্ত্রাদিকৃত কৃত্যা (অলক্ষ্মী) ও অতি প্রবল বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২০

শরতের প্রারম্ভে পুষ্যানক্ষত্রে নাগবলা নামক ঔষধি উদ্ধৃত করিবে। দুই তোলা পরিমিত উহার মূল চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান বা ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিবে। অন্নাহার না করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। এই নিয়মে এক বৎসরকাল এই রসায়ন সেবন করিলে মানব বলবান হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে ॥ ২১

মূলসমেত ফলোন্মুখ গোক্ষুরবৃক্ষ উদ্ধৃত ও ছায়াতে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া সুচূর্ণিত করিবে। সেই চূর্ণ গোক্ষুরেরই রসে ভাবিত করিয়া তাহার একপ্রসৃতি (২ পল) দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। ইহাই শ্রেষ্ঠমাত্রা। (অবস্থা বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে)। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধের সহিত শাল্যন্ন ভোজন করিবে। ক্রমে ক্রমে ২ তুলা (২৫ সের) পর্য্যন্ত এই ঔষধ উক্ত নিয়মে সেবন করিলে নর কার্য্যদক্ষ, সুরূপ, সৌভাগ্যযুক্ত, শতায়ুঃ ও গোষ্ঠস্থ বৃষভের ন্যায় বলশালী হয়॥ ২২

বারাহীর (বীজতাড়কের) অতি আর্দ্র (কাঁচা) মূল দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে অন্নভোজন না করিয়া মাত্র দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। প্রথম একমাস এই নিয়মে থাকিবে। দ্বিতীয় মাসে দুগ্ধান্ন পথ্য করিবে। ইহাতে জরা নিবারিত হইবে॥ ২৩

বীজতাড়কের মূল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহা বীজতাড়কেরই রসে সুভাবিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে। কিংবা বীজতাড়কের মূলের কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিবে॥ ২৪

এইরূপে ভূমিকুষ্মাণ্ড, অতিবলা (শ্বেতবেড়েলা), বেড়েলা, যষ্টিমধু, কাকমাচী, পিপ্পলী (পাঠান্তরে—জীবন্তী) মিলিত পিপ্পলী ও হরীতকী, আমলকী, শালপানি, গুলঞ্চ, মণ্ডূকপর্ণী, শঙ্খপুষ্পী, অশ্বগন্ধা, শতমূলী—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বয়সের স্থিরতা ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ২৫

পীতপুষ্প, শুক্লপুষ্প ও কৃষ্ণপুষ্প চিতা বিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে রসায়ন হয়। ইহাদের পর পরটি যথাক্রমে অধিকতর গুণশালী॥ ২৬

চিতামূল ছায়াতে শুষ্ক ও তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃতের বা ঘৃতমধুর সহিত একমাস কাল লেহন করিবে। অথবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত কিংবা হিতভোজী হইয়া জলের সহিত সেবন করিবে। তাহাতে নর অরোগী, শতায়ুঃ, মেধাবী, বলবান্, কান্তিযুক্ত, সুন্দর দেহ ও দীপ্তাগ্নি হয়॥ ২৭

চিতামূল চূর্ণ তৈলের সহিত একমাস লেহন করিলে দুঃসাধ্য বাতরোগ, গোমূত্রের সহিত পান করিলে শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগ এবং তক্রের সহিত সেবন করিলে অর্শোরোগ নিবারিত হয়॥ ২৮

কতকগুলি পরিপুষ্ট (পূর্ণরস) ভেলা গ্রীষ্মকালে সংগ্রহ করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। হেমন্তকালে ঐ সকল ভেলা ধান্যমধ্য হইতে উদ্ধৃত করিবে। ভল্লাতক সেবনের পূর্ব্বে মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতল দ্রব্য আহার দ্বারা শরীরকে উপস্কৃত করিবে। প্রথমদিন আটটি ভেলা আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। শীতল হইলে দুগ্ধের সহিত সেই কাথ পান করিবে। দ্বিতীয় দিন হইতে এক একটি করিয়া একবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত বাড়াইবে। তৎপরে প্রত্যহ তিনটি করিয়া চল্লিশটি পর্য্যন্ত বাড়াইয়া ঐ নিয়মে আবার হ্রাস করিয়া আনিবে। এইরূপে সাত সপ্তাহে এক সহস্র ভল্লাতক সেবন করিবে। (প্রথমে প্রত্যহ এক একটি বাড়াইয়া একবিংশতি দিবসে ৩৭৮টি, তৎপরে প্রত্যহ তিনটি তিনটি বাড়াইয়া ৯ দিনে ১৪২টি, তৎপরে প্রত্যহ তিনটি তিনটি হ্রাস করিয়া ৪ দিনে ১৩০টি, তৎপরে প্রত্যহ একটি একটি হ্রাস করিয়া ২০ দিনে ৩৫০টি—এইরূপে ৪৯ দিনে সহস্র ভল্লাতক সেবন করিবে)। ঔষধ

জীর্ণ হইলে সংযতচিত্ত হইয়া ঘৃত, দুগ্ধ, শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে। ভল্লাতক সেবনের পরও একবিংশতি সপ্তাহ পর্য্যন্ত উক্ত পথ্যাদির নিয়ম পালন করিবে। এই ভল্লাতক রসায়ন সেবনে রতিশক্তির বৃদ্ধি, অগ্নির দীপ্তি এবং প্রমেহ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও মেদোদোষ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২৯

কতকগুলি কঠিন ভেলা সূক্ষ্মবংশাগ্রভাগ দ্বারা জর্জ্জরিত করিয়া একটি পিষ্টস্বেদন ভাণ্ডে (যে ভাণ্ডে শালিতণ্ডুল চূর্ণ সিদ্ধ করা হয়) স্থাপন করিবে। সেই ভাণ্ডের নিম্নভাগে ছিদ্র করিবে। পরে অপর একটি কলস ভূমিমধ্যে নিহিত করিয়া তদুপরি ভল্লাতকপূর্ণ ভাণ্ডটি স্থাপিত করিয়া কৃষ্ণ-মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। তৎপরে ভাণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুঁটের মৃদু অগ্নি জ্বালিবে। অগ্নিসন্তাপে উপরিতন ভাণ্ডের ছিদ্রপথ দিয়া রস নিঃস্রুত হইয়া নিম্নস্থ কলসে পতিত হইবে। পরদিন সেই স্বরস অষ্টম ভাগ মধু ও দ্বিগুণ ঘৃত সহ পূর্ব্বোক্ত বিধানে সংযতাত্মা হইয়া সেবন করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ৩০

অমৃতরসপাক।

যে সকল ভেলা পরিপুষ্ট ও সুপক্ব হইয়া বৃক্ষ হইতে আপনি পতিত হইয়াছে,সেই ভেলা ৮ সের লইয়া ইষ্টকচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ পূর্ব্বক জলে ধৌত ও বাতাসে শুষ্ক করিবে। তৎপরে ঐ সকল ভেলা খণ্ড খণ্ড করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ১৬ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে ঐ কাথ পুনর্ব্বার ৬৪ সের দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ১৬ সের দ্রব্যের সহিত ১৬ সের ঘৃত পাক করিবে। পাকশেষে উহাতে উপযুক্ত মাত্রায় (ঘৃতের অর্দ্ধভাগ ⁄৮ সের) চিনি মিশ্রিত করিয়া হাতা দ্বারা নাড়িবে। পরে উহা একটি কলসের মধ্যে রাখিয়া সাত দিন সেই কলস ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে এই অমৃতরসপাক সেবন করিয়া যথেচ্ছ জল, দুগ্ধ বা মাংসরস অনুপান করে, সে স্মৃতি, বুদ্ধি, বল, মেধা, সত্ত্বসার ও দীর্ঘজীবন লাভ করে এবং তাহার দেহ সুবর্ণরাশির ন্যায় গৌরবর্ণ হয়॥ ৩১

৩০০ তিন শত সুপক্ব ভেলা জর্জ্জরিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে ও ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ ১৬ সের, তিলতৈল ১৬ সের এবং কল্কদ্রব্য—কটুকী, আতইচ (২ পল), ত্রিফলা, শিলাজতু ও রসাঞ্জন প্রত্যেকের ১ পল মাত্রায় লইয়া একত্র পাক করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠনাশক সিদ্ধফল ঔষধ॥ ৩২

আমলকীর ত্বক্, দধির সর, তৈল, গুড়, দুগ্ধ, ঘৃত, যবশক্তু, তিল, মধু, মাংসরস বা মুগাদির যূষ ইহাদের কোনো একটির সহিত ভেলা (শোধিত) সেবন করিলে দেহের সৌন্দর্য্য, মেধা ও আয়ুর বৃদ্ধি হয়॥ ৩৩

(ভল্লাতকের প্রভাব কথিত হইতেছে)—ভল্লাতক অগ্নিবৎ তীক্ষ্ণ ও পাচক। কিন্তু ইহা যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে অমৃততুল্য গুণকারক হয়॥ ৩৪

এমন কফজ রোগ নাই, এমন কোন বিবদ্ধতা নাই, যাহা ভল্লাতকে নষ্ট না হয়। ভল্লাতক শীঘ্র অগ্নিবল প্রদান করে॥ ৩৫

বাতাতপবিধানেও ভল্লাতক সেবন বিষয়ে কুলত্থ, দধি, শুক্ত (কন্দাদিকৃত সন্ধানবিশেষ), তৈলম্রক্ষণ ও অগ্নিসেবন বিশেষরূপে বর্জ্জন করিবে॥ ৩৬

পশ্চিম সমুদ্রের তীরে তুবরক নামে যে সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, যাহাদের পল্লব সকল বীচিতরঙ্গ বিক্ষোভ জনিত মারুতবেগে আন্দোলিত হইতে থাকে, তাহাদের সুপক্ব ফল সকল বর্ষাগমে সংগ্রহ করিবে এবং সেই সকল ফল হইতে মজ্জা (শাঁস) নিষ্কাশিত করিয়া শুষ্ক ও চূর্ণ করিবে। তৎপরে তিলবৎ দ্রোণীতে পীড়ন করিবে অথবা কুসুমফুলবৎ কাথ করিয়া তাহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিবে। সেই তৈল অগ্নিতে চাপাইবে, যখন তৈলসংযুক্ত জল শুকাইয়া যাইবে, তখন উহা নামাইয়া এক পক্ষকাল শুষ্ক গোময় রাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। (ঘানিগাছে নিপীড়িত করিয়া তৈল বাহির করিলে আর অগ্নিতে চাপাইবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু উহাতে জল থাকে না)। এক পক্ষের পর উদ্ধৃত করিবে। পরে রোগী স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ, স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন ও বিরেচনাদি দ্বারা হৃতমল হইয়া শুভ দিনে চতুর্থ ভোজনের পর অর্থাৎ তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে সেই তৈল "মজ্জসার মহাবীর্য্য" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে পান করিবে। (এইরূপে হৃতমল হইতে হইবে যথা—প্রথমে বমন দ্বারা কফহরণ, বমনের একপক্ষ পরে বিরেচন দ্বারা পিত্তহরণ করিবে এবং বিরেচনেরও একপক্ষ পরে ঐ তৌবর তৈল পান করিবে। কারণ তৌবর তৈলও সংশোধক অর্থাৎ বামক ও বিরেচক—ইতি সুশ্রুত টীকা)। এই তৌবর তৈল পানে রোগির দোষ (কফ ও পুরীষ) ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দ্বারা বারংবার নির্গত হইবে। তৈল পানানন্তর সন্ধ্যাকালে অল্প স্নেহ লবণযুক্ত (কেহ বলেন—স্নেহ লবণ রহিত) শীতল যবাগূ পান করিবে। এইরূপে পঞ্চাহ তৈল পান করিবে এবং এক পক্ষকাল ক্রোধাদি অহিতকর বিষয় সকল পরিহার পূর্ব্বক মুদ্গযূষের সহিত অন্ন পথ্য করিবে। এই নিয়মে তৈল পান করিলে রোগী সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ হইতে বিমুক্ত হইবে॥ ৩৭

এই তৌবর তৈলই তিনগুণ খদির কাথে যথাবিধি পাক করিয়া এক পক্ষকাল শুষ্ক গোময় রাশির মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। পরে উহা উদ্ধৃত করিয়া সুযন্ত্রিতাত্ম হইয়া একমাসকাল পান করিবে এবং এই তৈল দ্বারা শরীর অভ্যক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মুদ্গযূষের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা (অধিক পাঠের অর্থ—ভিন্নস্বর, রক্তনেত্র, গলিতাঙ্গ ও ক্রিমিভক্ষিত) কুষ্ঠ রোগী আশু রোগমুক্ত হইয়া থাকে॥ ৩৮

খদির না দিয়া কেবল ঘৃত ও মধুর সহিত এই তৈল একপক্ষকাল পান করিয়া মাংসরস আহার করিলে দুইশত বৎসর পরমায়ুঃ লাভ করিতে পারা যায়। (তন্ত্রান্তরে "খদিরাম্বুনা" পাঠ আছে ; অর্থ—খদিরের কাথের সহিত তৈল পান করিবে)॥ ৩৯

পঞ্চাশৎ দিবস এই তৈলের নস্য লইলে রোগী সুন্দরদেহ ও শ্রুতিধর হইয়া তিনশত বৎসর জীবিত থাকে। (অধিক পাঠের অর্থ—ইহাতে বলীপলিত নাশ, দন্তের দৃঢ়তা ও শ্রুতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়)॥ ৪০

যিনি রসায়ন গুণ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রতিদিন পাঁচটি, সাতটি, আটটি বা দশটি পিপুল ঘৃত ও মধুর সহিত এক বৎসর কাল নিয়ত সেবন করিবেন॥ ৪১

কতকগুলি পিপুল পলাশক্ষারোদকে ভাবিত এবং তাহা ঘৃতে ভর্জ্জিত করিবে। পরে প্রতিদিন

প্রাতঃকালে, ভোজনের পূর্ব্বে এবং ভোজনের পরে দিবসে তিনবার সেই পিপুল তিনটি করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে রসায়নের ফল লাভ হয় ॥ ৪২

প্রথম দিন ১০টি পিপ্পলী দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া দশদিন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রতিদিন দশটি করিয়া বর্দ্ধিত করিবে এবং দশ দিনের পর হইতে প্রত্যহ দশ দশটি করিয়া কমাইয়া আনিবে। এইরূপে উনবিংশতি দিবসে সহস্রটি পিপ্পলী সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃত সহ ষষ্টিকান্ন ভোজন করিবে। বলবান্ ব্যক্তিগণ ঐ সকল পিপ্পলী (দুগ্ধের সহিত) পেষণ করিয়া এবং মধ্যবল ব্যক্তিগণ ক্বাথ করিয়া সেবন করিবে। এই নিয়মেই ছাগ দুগ্ধের সহিত দুই সহস্র পর্য্যন্ত পিপ্পলী সেবন করিবে।

উক্তবিধানে পিপ্পলীরসায়ন সেবন করিলে কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, যক্ষ্মা, মেহ, গ্রহণী, অর্শঃ, পাণ্ডুরোগ, বিষমজ্বর, শোথ, বমি, হিক্কা, প্লীহা ও বাতরক্ত নিবারিত হয় ॥ ৪৩।৪৪

৪ তোলা পিপ্পলী বাটিয়া তদ্দ্বারা একটি লোহার পাত রাত্রিকালে প্রলিপ্ত করিবে। পর দিবস প্রাতঃকালে সেই পিপ্পলী ৮ পল জলের সহিত সেবন করিবে। এই রূপ এক বৎসর খাইবে। এই ঔষধ সেবন কালে ইচ্ছানুরূপ পান ভোজনাদি করিতে পারা যায়। এই পিপ্পলীরসায়নও পূর্ব্ববৎ গুণকারী ॥ ৪৫

শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, অতিবলা (শ্বেত বেড়েলা), মুতা, দেবদারু, অগুরু, চিতা, সৌগন্ধিক (কহলার), পদ্ম, নীলোৎপল, ধব (ধাওয়া), অশ্বকর্ণ (লতাসাল), ও অসন ইহাদের কোন একটির কচি পাতার কল্ক দ্বারা পূর্ব্ববৎ রাত্রিতে লোহার পাত প্রলিপ্ত করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেই কল্ক জলের সহিত গুলিয়া এক বৎসর কাল সেবন করিলে অরোগ ও অজর হইয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায় ॥ ৪৬

লৌহ-লিপ্ত উক্ত রসায়ন সকল ৮ পল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পূর্ব্বোক্ত রসায়নগুণ অধিক পরিমাণে হয় এবং দ্বিগুণ পরমায়ুঃ লাভ হয় ॥ ৪৭

অসন ও খদিরের ক্বাথে সোমরাজী ভাবিত ও তাহা মধু, ঘৃত, চিতা, হরীতকী ও লৌহ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া এক বৎসর কাল সেবন করিলে বার্দ্ধক্যজনিত রোগ সকল এবং পরিমিত ও হিতভোজী হইলে আহারজাত ব্যাধি সমূহ নিবারিত হয় ॥ ৪৮

তীব্র কুষ্ঠে ব্যাপ্তদেহ ব্যক্তি যদি নিয়মিতরূপে সোমরাজী ও কৃষ্ণতিল একত্র এক বৎসর ভক্ষণ করে, তবে তাহার দেহ চন্দ্রের ন্যায় লাবণ্যময় হয় ॥ ৪৯

সোমরাজী তুষরহিত করিয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দধি পাতিবে। উক্ত দধি হইতে নবনীত উদ্ধৃত করিয়া তাহা মধুর সহিত লেহন করিয়া পশ্চাৎ ঐ দধিজাত তক্র পান করিবে। যে কুষ্ঠরোগির অঙ্গ সকল গলিত হইয়াছে, সেও উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া নবজাত পল্লবে পল্লবিত বৃক্ষের ন্যায় পুনর্ব্বার নাসাঙ্গুলিসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫০

যাহাদের দেহ শীতল বায়ু ও হিমে পীড়িত এবং স্তব্ধ, ভগ্ন ও কুটিল এবং যাহাদের অস্থি ব্যথিত এরূপ বাতপীড়িত ব্যক্তিদের পক্ষে রসোন সেবন বিধি বলিব ॥ ৫১

অমৃত চুরি করিয়া ভক্ষণ কালে চৌর্য্যাপরাধে ভগবান্ যখন রাহুর গলচ্ছেদ করেন, সেই সময়ে উহার গল হইতে যে অমৃতবিন্দু সকল ভূমিতে পতিত হয়, তাহারাই রসোন রূপে

পরিণত হয়। দৈত্য দেহ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় দ্বিজগণ ঐ রসুন ভক্ষণ করেন না; কিন্তু সাক্ষাৎ অমৃতসম্ভূত বলিয়া উহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন ॥ ৫২

শীতকালে (হেমন্ত ও শীত ঋতুতে) রসুন সেবন করিবে। কফাধিক ব্যক্তি বসন্তকালেও লশুন ভক্ষণ করিবে। বাতপীড়িত ব্যক্তি বর্ষাকালেও সেবন করিবে। অথবা স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া বাতপ্রধান ব্যক্তি শীতল ও মধুর ভোজন দ্বারা কোষ্ঠ সংস্কৃত করিয়া গ্রীষ্ম ঋতুচর্য্যা বিধানে সকল সময়েই রসুন সেবন করিবে। তাহার অনুচরগণ রসুনের শিরোভূষণ ও কর্ণভূষণ ধারণ করিয়া প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিবে ॥ ৫৩

বসন্ত ঋতুজাত, শীতলদেশসম্ভূত বা শকদেশজ রসুনের খোসা ছাড়াইয়া রাত্রিতে মদ্য বা টাবালেবু প্রভৃতির রসে ভিজাইয়া ক্লিন্ন করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে সেই রসুন ছেঁচিয়া পরিষ্কৃত বস্ত্রে নিষ্পাড়িত করিয়া তাহা হইতে রস বাহির করিবে। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেই রস উক্ত সুজাত মদ্য অথবা অন্য মদ্য কিংবা তৈল দধির মাত্ বা কাঁজীর তিন ভাগের সহিত সংযুক্ত করিয়া অথবা সেই সময়ে (পান কালে) মদ্যাদির সহিত যুক্ত করিয়া কিংবা তৈল, ঘৃত, বসা, মজ্জা, দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত বা ব্যাধি অনুসারে উপযুক্ত দ্রব্যের কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা বা কেবল রস প্রথমে গলনালীর বিশোধনার্থ গণ্ডূষমাত্র পান করিবে ॥ ৫৪

বেদনাতে ইহার সতত স্বেদ প্রশস্ত। বমি ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে শীঘ্র মুখে শীতল জল সেচন করিবে ॥ ৫৫

ক্লান্তি অপগত এবং ওজের (বলের) স্থিরতা হইলে অবশিষ্ট রস পান করিবে ॥ ৫৬

দাহনাশার্থ—চন্দনাদি শীতল দ্রব্যের অনুলেপন এবং জলকণসম্পৃক্ত মুক্তার মালা ও কর্পূরের মালা ধারণ করিবে ॥ ৫৭

সুরা সমেত রসুন রসের শ্রেষ্ঠমাত্রা এক কুড়ব অর্থাৎ অর্দ্ধসের; কেবল রসুন রসের পূর্ণ মাত্রা ৪ পল; পিষ্ট রসুন শস্যের উৎকৃষ্ট মাত্রা ১ পল বা ৮ তোলা। আহারের পূর্ব্বে খাদ্য দ্রব্যের সহিত ভক্ষণ করিবে ॥ ৫৮

ঔষধ জীর্ণ হইলে শঙ্খ কুন্দেন্দুবৎ শুভ্র পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন অভ্যাসানুসারে মুদ্গাদির যুষ, দুগ্ধ বা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত ভোজন করিবে ॥ ৫৯

পিপাসা উপস্থিত হইলে কেবল মদ্য জলসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। অমদ্যপায়ী রোগী কাঞ্জী বা কলায়ু পরিসিক্থিকা (অম্লকলাদি দ্বারা প্রস্তুত সট্টক বিশেষ) পান করিবে। (পাঠান্তরের অর্থ—অমদ্যপ ব্যক্তি দধির মাত্, কলায়ু, তক্র, কাঁজি, জীরা চূর্ণের সহিত জাঙ্গল মাংসের রস, তুষোদক বা পরিসট্টক পান করিবে) ॥ ৬০

রসুনের কল্ক সমভাগ ঘৃতের (পাঠান্তরে—গুড়ের) বা বসার (পাঠান্তরে—দুগ্ধের) সহিত হাতা দ্বারা আলোড়িত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে স্থাপন করিবে। দশদিন পরে তাহা সেবন করিবে ॥ ৬১

অগ্নুরহিত প্রচুর রসোনযুক্ত শূল্যমাংসবিশিষ্ট বিবিধ উপদংশ (চাটনি) এবং ঘৃতগুড়-সংবিত বিমর্দ্দক নামক খাদ্য বিশেষ অল্প অল্প মাত্রায় যথেচ্ছ ভোজন করিবে ॥ ৬২

পিত্ত ও রক্ত ভিন্ন অন্য সমস্ত আবরণে আবৃত বাতে বা কেবল শুদ্ধ (আবরণ হীন) বাতে রসুনের তুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই॥ ৬৩

জল গুড় ও দুগ্ধাভিলাষী, মাংস মদ্য ও অম্লদ্বেষী এবং অজীর্ণাসহিষ্ণু ব্যক্তির রসুন নিশ্চিতই রোগ জন্মায়॥ ৬৪

পিত্তপ্রকোপের আশঙ্কায় লশুন প্রয়োগের পর মৃদু বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে রসায়নের সম্পূর্ণ ফললাভ হইয়া থাকে॥ ৬৫

(অধিক পাঠার্থ—রসুনসেবী অপক্ক জল, মিষ্টদ্রব্য, মৎস্য, যান, পথপর্য্যটন, বাত, আতপ, অতিভাষণ, চিন্তা, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, পিষ্টক, মৈথুন ও দধি বর্জ্জন করিবে)।

শিলাজতু রসায়ন।

গ্রীষ্মকালে পর্ব্বত সকল সূর্য্যসন্তাপে উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে জতুর (লাক্ষার) ন্যায় স্বর্ণাদি ছয় প্রকার ধাতুর যে রস নিঃস্রুত হয়, তাহাকে শিলাজতু কহে॥ ৬৬

সর্ব্বপ্রকার (ছয়প্রকার) শিলাজতুই তিক্ত ও কটুরস, অনতি উষ্ণ, কটুবিপাক এবং অতিশয় ছেদন অর্থাৎ গাঢ়পদার্থের নাশক। ইহাদের মধ্যে লৌহজাত শিলাজতুই শ্রেষ্ঠ॥ ৬৭

(অধিক পাঠার্থ—শিলাজতু সর্ব্বদোষপ্রশমক ও সর্ব্বরোগনাশক। ইহা যে ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়, সেই ধাতুর গুণযুক্ত হইয়া থাকে)।

যে শিলাজতু গোমূত্রের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, গুগ্‌গুলাভ, শর্করা (কাঁকর প্রভৃতি) রহিত, মৃৎস্ন (আঠাবৎ), স্নিগ্ধ, ঈষৎ অম্ল ও কষায় রসযুক্ত, কোমল ও গুরু তাহাই শ্রেষ্ঠ॥ ৬৮

প্রথমে শিলাজতু জলে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইবে। পশ্চাৎ রোগ ও রোগী। উভয়ের হিতকর হয়, এরূপ ঔষধ দ্রব্যের কাথ দ্বারা তাহা লৌহপাত্রে ভাবিত করিবে॥ ৬৯

শিলাজতুর সমপরিমিত কাথ্য দ্রব্য আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমভাগাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ উষ্ণকাথে শিলাজতু প্রক্ষেপ করিবে। উহা কাথের সহিত একীভূত হইলে শুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার কাথে প্রক্ষেপ করিবে। এইরূপে নিজ নিজ (অর্থাৎ যে রোগ ও যে রোগির জন্য শিলাজতু ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তদুপযোগী) কাথ দ্বারা সাতবার ভাবনা দিবে॥ ৭০

অনন্তর স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও বমন বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধ করিয়া রোগিকে তিক্ত দ্রব্যে প্রস্তুত ঘৃত তিন দিন পান করাইবে। পরে পূর্ব্বোক্ত বিধানে ভাবিত শিলাজতু ত্রিফলা কাথের সহিত তিন দিন, পটোলীর (স্বাদু পটোল) কাথের সহিত তিন দিন ও যষ্টিমধুর কাথের সহিত তিন দিন প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর উপযুক্ত যোগ কালাদি বিবেচনা করিয়া শিলাজতু ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ নিয়মে প্রযুক্ত শিলাজতু দেহের অতি উপকার করে, সমগ্র গুণ বিধান করে এবং হঠাৎ কোনও রোগ জন্মায় না॥ ৭১

শিলাজতুর প্রয়োগ ত্রিবিধ; যথা—হীন, মধ্য ও উত্তম। এক সপ্তাহ হীন প্রয়োগ, তিন সপ্তাহ মধ্যপ্রয়োগ ও সাত সপ্তাহ উত্তম প্রয়োগ। ইহার মাত্রাও ত্রিবিধ—হীন মাত্রা ২ তোলা; মধ্য মাত্রা ৪ তোলা ও উত্তম মাত্রা ৮ তোলা॥ ৭২

স্নেহন ও শোধন দ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া বাতাদি দোষহর দ্রব্যে ভাবিত শিলাজতু তাম্র, লৌহ, রৌপ্য ও স্বর্ণভস্ম ইহাদের প্রত্যেকটির বা মিলিত সকলের সহিত দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র রসায়নের ফল পাওয়া যায়। কুলথ কলায়, কাকমাচী ও কপোত সদা ত্যাগ করিবে (কুলথ যাবজ্জীবন বর্জ্জনীয়)। (অধিক পাঠের অর্থ—শিলাজতু সেবনের পর মহেন্দ্রপর্ব্বতোদ্ভব উদক, কূপোদক বা প্রস্রবণের জল পান করিবে) ॥ ৭৩

পৃথিবীতে এমন কোন সাধ্যভাবাপন্ন রোগ নাই, যাহা শিলাজতু শীঘ্র ও নিশ্চয়ই নাশ করিতে না পারে। যথাকালে যথাবিধি প্রযোজিত হইলে ইহা স্বস্থ ব্যক্তিরও বলবিক্রম প্রদান করে ॥ ৭৪

কুটীপ্রবেশ ব্যাপার করণে সমর্থ এবং সহায় ও পরিচ্ছদ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে কুটীপ্রবেশ হিতকর। অন্যলোকের পক্ষে বাতাতপিক বিধিই বিহিত ॥ ৭৫

অতঃপর সুখে পালনীয় বাতাতপিক যোগ সকল বর্ণন করিব। ইহারা সম্পূর্ণরূপে আচরিত না হইলেও দেহের বাধা জন্মায় না ॥ ৭৬

শীতলজল, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত ইহাদের এক একটি বা যে কোন দুইটি বা যে কোন তিনটি অথবা সমস্তগুলি আহারের পূর্ব্বে পান করিলে বয়স স্থাপিত (যৌবন রক্ষিত) হয় ॥ ৭৭

গুড়, মধু, শুঁঠ, পিপুল বা সৈন্ধবলবণ ইহাদের কাহারও সহিত প্রতিদিন দুইটি করিয়া হরীতকী ভক্ষণ করিলে মানব অরোগী হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকে ॥ ৭৮

হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া তাহা ভোজন ও ভর্জ্জনাবশিষ্ট ঘৃত পান করিলে, কৃতজ্ঞ নরে এক বার কৃত উপকারের মত দেহে বল চিরস্থায়ী হয় ॥ ৭৯

পথ্যাশী হইয়া আমলকীর রস, মধু, চিনি ও ঘৃত লেহন করিলে বিপুল গ্রন্থসকল দুষ্পাঠিত হইয়া যেমন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ জরা ও ব্যাধি সকল নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৮০

আমলকী, বিড়ঙ্গ, অসনসার ইহাদের চূর্ণ ও লৌহভস্ম, তৈল ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে যৌবন ও লাবণ্য নষ্ট হয় না ॥ ৮১

জারিত লৌহ ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া অসনসারের সম্পুটকে (ঠুলির মধ্যে) একবৎসর কাল রাখিবে। পরে উহা সেবন করিলে মনুষ্য বলবান্ ও কৃষ্ণবর্ণ কেশযুক্ত হইয়া বহুবর্ষ জীবিত থাকে ॥ ৮২

বিড়ঙ্গ, ভেলা ও শুঁঠ চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে মানব রোগরূপ তরঙ্গযুক্ত জরারূপ নদী অতিক্রম করিয়া লাবণ্যযুক্ত হয় ॥ ৮৩

খদির ও অসনের কাথে ভাবিত ত্রিফলার চূর্ণ ঘৃত ও মধুতে আপ্লুত করিয়া নিয়মিত রূপে সেবন করিলে নর নিশ্চয়ই নিরাময় হইয়া থাকে ॥ ৮৪

পিয়াসালের গাঢ়রস, চিনি, মধু, ঘৃত ও ত্রিফলা একত্র করিয়া নিত্য সেবন করিলে আগত জরাও অপগত হয় ॥ ৮৫

দেশকালাদি বিবেচনা করিয়া নূতন পুনর্নবার ৪ তোলা কল্ক দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধ মাস, দুইমাস, ছয়মাস বা এক বৎসর কাল সেবন করিলে জীর্ণ দেহ ব্যক্তিও পুনর্ব্বার নূতন কলেবর প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৬

মূর্ব্বা, বৃহতী, শালপানি, বেড়েলা, বেণার মূল, আকনাদি, পিয়াসাল, অনন্তমূল, কালীয়ক, অগুরু ও রক্তচন্দন, ইহাদের কল্পনাও উক্ত পুনর্নবা কল্পের ন্যায় জানিবে॥ ৮৭

শতমূলীর কল্ক ও রসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা চিনির সহিত পান করিলে জীবনরূপ পথে প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে বিকাররূপ চোর সকল নষ্ট করিতে পারে না॥ ৮৮

সুবর্ষণে যেমন বালশস্যের পোষণ হয়, সেইরূপ দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল কিংবা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত অশ্বগন্ধা একপক্ষ কাল সেবন করিলে কৃশ শরীরের পুষ্টি হয়॥ ৮৯

প্রতিদিন ৮ তোলা পরিমাণে কৃষ্ণতিল ভক্ষণ করিয়া শীতল জল অনুপান করিলে শরীরের পুষ্টি হয় ও মরণকাল পর্য্যন্ত দন্ত সকল দৃঢ় থাকে॥ ৯০

গোক্ষুর, আমলকী ও গুলঞ্চ ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে নর বর্দ্ধিতশুক্র, দৃঢ়শরীর, রোগরহিত ও কৃষ্ণকেশ হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে॥ ৯১

কৃষ্ণতিলের সহিত আমলকী, বিভীতকী বা হরীতকী কুট্টিত করিয়া ভক্ষণ করিলে মানব ময়ূরের ন্যায় পরিণত বয়সেও দেহের রমণীয়তা লাভ করে॥ ৯২

শিলাজতু, মধু, বিড়ঙ্গ, ঘৃত, লৌহ, হরীতকী, রসসিন্দুর ও স্বর্ণমাক্ষিক একত্র করিয়া সেবন করিলে চন্দ্রের ন্যায় এক পক্ষের মধ্যে দুর্ব্বলদেহ ও দুর্ব্বল ধাতুর পূরণ হয়॥ ৯৩

যে ব্যক্তি একমাস কাল প্রতিদিন ভীমরাজের স্বরস পান ও দুগ্ধ পথ্য করে, সে বলবীর্য্য যুক্ত হইয়া শতবৎসর পরমায়ু লাভ করে॥ ৯৪

একমাস কাল দুগ্ধ, তৈল বা ঘৃতের সহিত বচ ভক্ষণ করিলে মানব রক্ষোভয়নির্ম্মুক্ত, মেধাবী ও নির্ম্মলশুদ্ধভাষী হয়॥ ৯৫

মণ্ডূকপর্ণী ঘৃতে ভাজিয়া একমাস সেবন করিলে নর প্রতিভান্বিত এবং তারুণ্য ও লাবণ্য যুক্ত হইয়া বহুকাল জীবিত থাকে। ঔষধ সেবনকালে অন্নভোজন করিবে না॥ ৯৬

ঈশলাঙ্গলা, ত্রিফলা ও জারিত লৌহ মিলিত ৫০ পল; এই সমস্ত ভীমরাজের রসে ভাবিত করিয়া ৩৬০টি গুটিকা প্রস্তুত করিবে ও সেগুলি ছায়ায় শুকাইবে। প্রথমে অর্দ্ধগুটিকা পরে একটি করিয়া গুটিকা ভক্ষণ করিবে। ঔষধ সেবনে বিরেচন হইলে ক্রমশঃ মণ্ড, পেয়া, বিলেপী ও রসৌদন (মাংসরসযুক্ত অন্ন) পথ্য করিবে এবং সংযতচিত্ত হইয়া ঘৃতযুক্ত স্নিগ্ধ অন্ন একমাস কাল আহার করিবে। একমাসের পর যথেচ্ছ ভোজন করিবে। সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক অপকভোজন ত্যাগ করিবে। এইরূপে একবৎসরে সমস্ত গুটিকা সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে অসাধ্যরোগার্ত্ত ব্যক্তিও রোগমুক্ত এবং বৃদ্ধও প্রবল পুরুষকারসম্পন্ন যুবার ন্যায় পরিপুষ্টদেহ ও শ্রবণনয়নাদিযুক্ত হইয়া পাঁচশত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে॥ ৯৭

নারসিংহ ঘৃত।

খদির, চিতা, শিংশপা (শিশু), অসন, হরীতকী, বিড়ঙ্গ, বহেড়া ও ভেলা এই সমস্ত দ্রব্য, অষ্টাদশগুণ জলের সহিত একটি লৌহপাত্রে রাখিয়া ও তাহাতে কতিপয় লৌহখণ্ড দিয়া সূর্য্যের উত্তাপে তিন দিন আলোড়িত করিবে। পরে ইহা মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। উক্ত কাথ, সমপরিমিত দুগ্ধ, দ্বিগুণ ভীমরাজের রস, তিনগুণ

ত্রিফলার কাথ ও চতুর্গুণ ঘৃত সহ একত্র কৃষ্ণলোহপাত্রে পাক করিবে। পরিষ্কৃত খাঁড়, চিনি বা মধুর সহিত অথবা কেবল এই ঘৃত ১ পল মাত্রায় সেবন করিবে। ঘৃত সেবন কালে ইচ্ছানুরূপ পানভোজনাদি করিতে পারা যায়। একমাস মাত্র এই ঘৃত সেবন করিলে দেহের শ্রীবৃদ্ধি, পাপ অপগত, বন্যমহিষের তুল্য বল, অশ্বের ন্যায় বেগ, অঙ্গের স্থিরতা, ভ্রমরবৎ কেশের কৃষ্ণবর্ণতা, মধুর ন্যায় মুখে সুগন্ধ, বহুস্ত্রীগমনে সামর্থ্য, বাক্য মেধা ও বুদ্ধির পটুতা, অগ্নির তীক্ষ্ণতা, নরসিংহের ন্যায় শরীরের দার্ঢ্য এবং তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ হয়। অসুরগণ যেমন চক্রধারী নরসিংহ দেবকে দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, সেইরূপ এই নারসিংহঘৃতসেবিকে ব্যাধিসকল স্পর্শ করিতেও পারে না॥ ৯৮

যে ব্যক্তি সংযতাত্মা হইয়া ভীমরাজের কচিপাতা সকল উক্ত ঘৃতে ভাজিয়া একমাসকাল ভোজন করে, পরে শুদ্ধকোষ্ঠ হইয়া অসনসারের সহিত যথাবিধি সিদ্ধ দুগ্ধ অনুপান করিয়া সেই দুগ্ধই পথ্য করে, সে অরোগী হইয়া দুইশত বৎসর জীবিত থাকে এবং স্মৃতি ও ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন হইয়া একবার শুনিবামাত্র ধারণা করিতে পারে॥ ৯৯

যে মানব উক্ত বিধানে তৈল পান করে, সেও পূর্ব্বকথিত ফললাভ করে এবং তাহার কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ হয়॥ ১০০

ফলপ্রদ, সুখাচরণীয়, কালোপযোগী রসায়ন সকল বর্ণিত হইল। মহাফলপ্রদ হইলেও যে সকল যোগ দুষ্প্রাপ্য, সে সকল এস্থলে উক্ত হইল না॥ ১০১

রসায়নবিধি পালন করিতে না পারিলে, যদি সেই অপালন হেতু কোন ব্যাধি জন্মে, তাহা হইলে রসায়ন ত্যাগ করিয়া সেই রোগের যে ঔষধ, তাহাই সেবন করিবে॥ ১০২

যে ব্যক্তি সত্যবাদী, অক্রোধ, অধ্যাত্মপ্রবণেন্দ্রিয় (আধ্যাত্মিক বিষয়ে যাঁহার ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা আছে), শান্ত ও সদাচারপরায়ণ, তাঁহাকে নিত্য রসায়নসেবী বলিয়া জানিবে॥ ১০৩

উক্ত সমুদায় গুণসম্পন্ন হইয়া যে ব্যক্তি রসায়ন সেবন করেন, তিনি নিবৃত্তচিত্ত ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া ইহ ও পরলোকে আনন্দ লাভ করেন॥ ১০৪

পূর্ণরসায়ন ফলপ্রাপ্ত হইলে মানবের চেষ্টা শাস্ত্রানুসারিণী হয়, পার্শ্ববর্ত্তিব্যক্তির চিত্তজ্ঞানে শক্তি জন্মে এবং বিষয়কার্য্যে বুদ্ধি অকুণ্ঠিত হইয়া থাকে॥ ১০৫

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরতন্ত্রে রসায়নাধ্যায় নামক উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বাজীকরণাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়া ছিলেন॥ ১

বিষয়ী পুরুষ সতত বাজীকরণ অন্বেষণ করিবেন। কারণ—তুষ্টি, পুষ্টি ও গুণবান্ অপত্য বাজীকরণে আশ্রিত। ইহা অপত্যের বিস্তৃতি ও স্থিতিকর এবং সন্ত আনন্দদায়ক॥ ২

যদ্দ্বারা পুরুষ বাজিবৎ (অশ্বের ন্যায়) অতি বলবান্ ও অপ্রতিহতশক্তি হইয়া স্ত্রীগমনে সমর্থ হয়, যদ্দ্বারা অঙ্গনাগণের অতি প্রিয় হয়, এবং যদ্দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাকে বাজীকরণ কহে। বাজীকরণ দেহের অত্যন্ত বলকর ॥ ৩

ব্রহ্মচর্য্য,—ধর্ম্মযুক্ত, যশস্কর, আয়ুষ্য, ইহ ও পরলোকে সদা উপকারক এবং সর্ব্বথা নির্ম্মল বলিয়া ইহা আমরা অনুমোদন করি। কিন্তু অল্পবল, বৈষয়িক ক্লেশে পীড্যমান কামিব্যক্তির শরীরক্ষয় নিবারণার্থ বাজীকরণ বলিব ॥ ৪।৫

সমর্থ, তরুণবয়স্ক এবং বাজীকরণৌষধসেবী পুরুষের পক্ষে সকল ঋতুতে প্রতিদিন মৈথুন নিষিদ্ধ নহে। অর্থাৎ উক্তগুণসম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যহ মৈথুন করিতে পারে ॥ ৬

মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক বাজীকরণার্থিকে স্নিগ্ধ ও বিশুদ্ধ করিয়া দুগ্ধ ও মাংসরস পথ্য দিবে। পরে যোগবিদ্ চিকিৎসক ঘৃত, তৈল, মাংসরস, দুগ্ধ, শর্করা ও মধুসংযুক্ত নিরূহ ও অনুবাসন বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর বিশেষরূপে শুক্র ও অপত্যবর্দ্ধক বাজীকরণ যোগ সকল ব্যবস্থা করিবে ॥ ৭

ছায়াহীন দুর্গন্ধপুষ্প ফলরহিত একশাখ বৃক্ষ যেমন, অপত্যবিহীন পুরুষও সেইরূপ জানিবে ॥ ৮

স্খলদ্‌গতি, অস্পষ্টভাষী, ধূলিধূসরিত, লালাবিলমুখ, হৃদয়ের আহ্লাদজনক অপত্য, দর্শন-স্পর্শনাদি বিষয়ে কোন্ পদার্থের সমান হইতে পারে ? আবার যে অপত্য যশঃ, ধর্ম্ম, মান, শ্রী ও কুলের বর্দ্ধক, তাহার তুলনা কোথায় ? ॥ ৯

সংশোধনাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধ করিয়া অগ্নিবলানুসারে বৃষ্যযোগ সকলের ব্যবস্থা করিবে ॥ ১০

শরমূল, ইক্ষুমূল, কুশমূল, কাসমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বেণার মূল, কণ্টকারীমূল, জীবক, ঋষভক, বেড়েলা, মেদা, মহামেদা, কাকেলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশী, পুনর্নবা, ভুঁই আমলা, দুগ্ধিকা, জীবন্তী, ঋদ্ধি, রাস্না, গোক্ষুর, যষ্টিমধু ও শালপানি প্রত্যেক ৩ পল, মাষকলাই /৮ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র ১২৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। উক্ত কাথ ১৬ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ১৬ সের, আমলকীর রস ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের ও ঘৃত ১৬ সের। কল্কার্থ—ভুঁই আমলা, আলকুশী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, কাকডুমুর, পিপুল, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, খর্জ্জুর, মৌলফুল ও শতমূলী মিলিত /৪ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র যথাবিধি পাক করিবে। পাকশেষ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে চিনি /২ সের, বংশলোচন /২ সের, পিপুল চূর্ণ ৪ পল, মরিচ চূর্ণ ৪ পল, দারুচিনি এলাইচ ও নাগকেশর চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা এবং মধু ১ সের দিয়া একত্র আলোড়িত করিবে। এই ঘৃত প্রত্যহ প্রাতঃকালে ১ পল (ব্যবহার—২ তোলা) মাত্রায় সেবন করিবে। পথ্য—মাংসরস ও দুগ্ধ। ইহা সেবনে অশ্বের ন্যায় এবং চটকের ন্যায় মৈথুনশক্তি হয় ॥ ১১

ভূমিকুষ্মাণ্ড, পিপুল, শালিতণ্ডুল, পিয়াল, কুলেখাড়া, আলকুশীমূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধসের, মধু অর্দ্ধসের, চিনি ৫০ পল, নূতন ঘৃত /২ সের। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র আলোড়িত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে শতস্ত্রী গমনে শক্তি জন্মে ॥ ১২

আলকুশীবীজ ও গোধূমচূর্ণ দুগ্ধে পাক করিয়া শীতল হইলে আহার করিবে। অথবা মাষকলাই

ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ঔষধ সেবনের পর একবার মাত্র প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহা সেবনে নর সমস্ত রাত্রি স্ত্রীসঙ্গম করিয়াও খিন্ন হয় না বরং স্ত্রীলোককে কাতর করে॥ ১৩

ছাগের অণ্ডকোষের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধে কৃষ্ণতিল পুনঃপুনঃ ভাবিত করিবে। এই তিল চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে পুরুষ শতস্ত্রীতে অপূর্ব্ববৎ গমন করিতে পারে অর্থাৎ সে প্রথমগমনবৎ সকল স্ত্রীতে সমান হর্ষ উপভোগ করে॥ ১৪

ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডেরই রসে বহুবার ভাবিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে শতস্ত্রীগমনের সামর্থ্য জন্মে॥ ১৫

এইরূপ পিপুল ও আমলকীচূর্ণ আমলকীর রসে ভাবিত করিবে। পরে তাহা চিনি, ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন এবং লেহনানন্তর দুগ্ধ পান করিলে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধও যুবার ন্যায় স্ত্রীতে হর্ষ অনুভব করে॥ ১৬

যে ব্যক্তি ২ তোলা যষ্টিমধু চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিয়া পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করে—সে ব্যক্তি সতত মৈথুনবেগসম্পন্ন হয়॥ ১৭

কাঁকড়াশৃঙ্গীর কল্ক দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া তাহা পান এবং পশ্চাৎ ঘৃত, দুগ্ধ ও শর্করাযুক্ত অন্ন পথ্য করিলে অত্যন্ত মৈথুনসামর্থ্য হয়॥ ১৮

ক্ষীরকাকোলী দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ও তাহা ঘৃত মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিয়া পশ্চাৎ চিরপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ পান করিলে শুক্রক্ষয় হয় না॥ ১৯

আলকুশী ও কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ, চিনি সংযুক্ত করিয়া ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে গর্দ্দভের ন্যায় মৈথুনবেগ হয়।

শতমূলী ও উচ্চটাচূর্ণও এইরূপ দুগ্ধের সহিত পান করিবে॥ ২০।২১

চন্দ্রমরীচিবৎ শুভ্র দধির সর, চিনি ও যষ্টিকান্ন একত্র করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া ভোজন করিলে বৃদ্ধও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয়। গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়াবীজ, মাষকলায়, আলকুশীবীজ ও শতমূলী এই সকল দ্রব্য দুগ্ধসহ পান করিলে প্রাচীন ব্যক্তিও শতস্ত্রীগমনে সমর্থ হয়।

যে কোন বস্তু মধুর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক এবং মনের হর্ষজনক, তৎসমুদয়ই বৃষ্য বলিয়া কথিত। এবংবিধ বৃষ্যদ্রব্য সেবনে ও আত্মবেগে দর্পিত এবং লাবণ্যকোমলতাদি নারীগুণে প্রহৃষ্ট হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিবে॥ ২২—২৪

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সুখকর, ধর্ম্মরূপকল্পবৃক্ষের অঙ্কুরস্বরূপ এবং পুষ্পধনু কামদেবের পঞ্চবাণস্বরূপ অতিমনোহর শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ সেবন করিবে। যখন রূপরসাদি এক একটি সেবিত হইয়া মানবের অতীব হর্ষ ও প্রীতি উৎপাদন করে, তখন স্ত্রীলোকের দেহে অবস্থিত উক্ত সমুদয় বিষয়গুলি যে কত আনন্দ ও প্রীতি জন্মায়, তাহা কি আর বলিতে হইবে? ২৫।২৬

যে স্ত্রীর নামমাত্রে হৃদয় উৎফুল্ল হয়, যাহাকে দেখিলে অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি জন্মে, যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আকর্ষণরজ্জুস্বরূপ, যে প্রিয়ের চিত্তানুবর্ত্তন ব্রতে দীক্ষিতা, যাহার নৃত্যগীতাদি কলা অঙ্গভঙ্গ্যাদি বিলাস ও যৌবনই ভূষণস্বরূপ, যে বাহ্যে ও অন্তরে পবিত্র, যে লজ্জান্বিতা কিন্তু রহস্যে (মৈথুনকার্য্যে) প্রগল্ভা, যে প্রিয়ভাষিণী এবং যাহার মন্মথভাব সমান, সেই স্ত্রীই পুরুষের শ্রেষ্ঠ বৃষ্য॥ ২৭

কামশাস্ত্রবিহিত, অনিন্দিত, বৈদ্যশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ সকল রতিচর্য্যা দেশ, কাল, বল ও শক্তি অনুসারে আচরণ করিবে॥ ২৮

বিবিধ অভ্যঞ্জন, উদ্বর্ত্তন, পরীষেক, গন্ধদ্রব্য, মালা, পত্র, বস্ত্র ও ভূষণ এবং গীতকাব্যাদি বিষয়ে কুশল তুল্যস্বভাব বশবর্ত্তী বয়স্যগণ, স্বভবনের সমীপস্থিত পদ্মের রেণু ও মধুতে মত্ত বিহঙ্গম-যুক্ত ক্রীড়াপুষ্করিণী, নগর সমীপে হরিতবর্ণ সমভূভাগ শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতনিতম্বস্থ কানন সকল, নয়নাভিরাম নানাবিধ বৃক্ষসমূহ, শ্রবণসুখজনক কোকিলের কলধ্বনি, ঋতুর উপযোগী অঙ্গ-সুখপ্রদ অলঙ্কার, চিত্তসুখ পরিবার, তাম্বূল, অচ্ছ মদিরা, প্রিয়তমা প্রিয়া, চন্দ্রশোভিতা রজনী এবং যে সকল বিষয় মনের প্রিয়, তৎসমুদয়ই বাজীকরণ জানিবে॥ ২৯

প্রিয়ার মুখপদ্মসদৃশ সোৎপল মদ্য, কান্তার ন্যায় কলনাদিনী বীণা, পল্লববিশিষ্টা কুসুম-প্রধানা লতার ন্যায় কুসুমচয়রমণীয়া শয্যা, দেশে ও দেহে পীড়ার অভাব এবং কোন বিষয়ে অল্পও মনোবিঘাত না হওয়া—এই সকল বাজীকরণ যোগ যে স্থানে থাকে, তথায় কামের কামনা পূর্ণ হয়॥ ৩০

প্রধান সংগ্রহ। মুতা ও ক্ষেতপাপড়া জ্বরে উৎকৃষ্ট ঔষধ। মৃত্তিকার লোষ্ট্র উত্তপ্ত করিয়া জলে নির্ব্বাপিত করিবে, সেই জল পিপাসা প্রশমনের পরম ভেষজ। এইরূপ বমন রোগে—খৈ, বস্তিজ রোগে—শিলাজতু, মেহে—আমলকী ও হরিদ্রা, পাণ্ডুরোগে—লৌহ, বাত কফে—হরীতকী, প্লীহরোগে—পিপ্পলী, উরঃসন্ধানে—লাক্ষা, বিষে—শিরীষ, মেদে ও অনিলে—গুগ্গুলু, রক্তপিত্তে—বাসক, অতিসারে—কুড়চি, অর্শোরোগে ভেলা, গর (সংযোগজ) বিষে—স্বর্ণ, স্থৌল্যে—রসাঞ্জন, ক্রিমিরোগে—বিড়ঙ্গ, শোষে—সুরা ছাগদুগ্ধ এবং মাংসরস, নেত্ররোগে—ত্রিফলা, বাতরক্তে—গুলঞ্চ, গ্রহনীরোগে—মথিত (নির্জ্জলদুগ্ধোৎপন্ন ঘোল), কুষ্ঠে—খদিরসার এবং সকল প্রকার রোগে শিলাজতু শ্রেষ্ঠ ঔষধ। পুরাতন ঘৃত শোক ও মদ্য উন্মাদরোগ, ব্রাহ্মী—অপস্মার, দুগ্ধ—নিদ্রানাশ এবং রসালা প্রতিশ্যায় নিবারণ করে। মাংস—কৃশতারোগ, লশুন—বাতরোগ, স্বেদ—স্তব্ধগাত্রতা, কৃষ্ণশাল্মলীরসের নস্য—সন্ধি অংস ও বাহুদেশের বেদনা, নবনীত ও খণ্ড (খাঁড়) মর্দ্দিত উষ্ট্রমূত্র ও উষ্ট্রদুগ্ধ—উদররোগ, নস্য—শিরোরোগসমূহ, রক্তমোক্ষণ—নূতন বিদ্রধি, নস্য ও কবল—মুখজরোগ, নস্য অঞ্জন ও তর্পণ—নেত্ররোগ সমূহ, দুগ্ধ ও ঘৃত—বার্দ্ধক্য এবং শীতল জল বায়ু ও ছায়া মূর্চ্ছা নাশ করে। অগ্নিমান্দ্যে—সমপরিমিত শুক্ত ও আর্দ্রক, শ্রমে—সুরা ও স্নান, দুঃখসহত্বে ও স্থৈর্য্যে ব্যায়াম, মূত্রকৃচ্ছ্রে—গোক্ষুর, কাসে—কণ্টকারী, পার্শ্ববেদনায়—পুষ্করমূল, বয়ঃস্থাপনে—আমলকী ও ত্রিফলা এবং ব্রণে—গুগ্গুলু হিতকর। বস্তি—বাতজ-বিকার সমূহ, বিরেচন—পৈত্তিকরোগ সকল এবং বমন—কফোদ্ভব রোগনিচয় নাশ করে। মধু—কফ, ঘৃত—পিত্ত ও তৈল—বায়ু প্রশমন করে। এইরূপে রোগভেদে শ্রেষ্ঠ ঔষধ সকল কথিত হইল। এই সকল ঔষধ দেশ কাল ও বল বিবেচনা করিয়া যথাযথ প্রয়োগ করিবে॥ ৩১

ভেড় জতুকর্ণাদি পুনর্ব্বসু শিষ্য সকলের সম্মত ভক্তিনম্র অগ্নিবেশ উক্ত প্রকারে আত্রেয় ভগবান্ পুনর্ব্বসুর নিকট হইতে অভিধেয়তত্ত্ব অবগত হইয়া স্নেহে মধুর সুভাষিত

অর্থসূত্রে আকাঙ্ক্ষাধিক্য হেতু তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া আরও অধিক জানিবার অভিলাষে বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন॥ ৩২

হে ভগবন্ পুনর্ব্বসো! দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি লোক হিতজনক আহার বিহার করিয়াও পীড়িত হয়, কতকগুলি ঔষধ-পরিচারকসম্পন্ন ও বৃদ্ধবৈদ্যমতানুবর্ত্তী হইয়া মরিয়া যায় বা রোগমুক্ত হইয়া থাকে, আবার কতকগুলি বিপরীতাচারী হইয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে বা বিনষ্ট হয়, অতএব হিতাহিত বিভাগের ফল অনিশ্চিত। ফলের নিশ্চয়তা না থাকায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র কি বা শাসন করিবে আর কিই বা শিক্ষা দিবে? সুতরাং কাকদন্তপরীক্ষাবৎ ইহার আরম্ভ নিষ্ফল।

কিই বা শাসন করিবে আর কিই বা শিক্ষা দিবে—এইরূপ প্রশ্নকারী অগ্নিবেশপ্রমুখ শিষ্যগণকে ভগবান্ পুনর্ব্বসু প্রকৃততত্ত্ব সাকল্যভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন॥ ৩৩

চিকিৎসা (উপযুক্ত ঔষধাদিচতুষ্পাৎষোড়শগুণাত্মিকা) ও অচিকিৎসা (হিতাহিত-বিভাগরহিত যৎকিঞ্চনকারিতা) কখন তুল্য হইতে পারে না। চিকিৎসা বিনা যেখানে রোগের প্রশম হইতে দেখা যায়, সেখানে চিকিৎসা করিলে সত্বর রোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আরও চিকিৎসাসাধ্য রোহিণিকাদি রোগ সকল চিকিৎসা ব্যতীত কখনই প্রশমিত হয় না। সুতরাং চিকিৎসা ও অচিকিৎসা কখনই সমান নহে।

আতঙ্করূপ পঙ্কে নিমগ্ন ব্যক্তিদের ঔষধ হস্তাবলম্বস্বরূপ, অর্থাৎ পঙ্কপতিত ব্যক্তিকে যেমন হস্তে ধরিয়া টানিয়া তোলা যায়, সেইরূপ সাধ্যরোগ সকলও ঔষধদ্বারা আশু প্রশমিত হইয়া থাকে। অসাধ্যরোগ সকল চিকিৎসাকে অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ চিকিৎসা দ্বার তাহাদের নিবারণ হয় না। কিন্তু রোহিণ্যাদি যে সকল রোগ সাধ্য, তাহারা চিকিৎসা ব্যতিরেকে কিছুতেই প্রশমিত হয় না। কারণ, হেতু (কারণ) কখনও হেতুমান্ (কার্য্য) হইতে পারে না। তুমি যে বলিয়াছ দ্রব্যাদি সর্ব্বসম্পত্তিসমাবেশেও মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা, উপায়ে অনুপায়তা নাই, অর্থাৎ যে যাহার উপায়, সে কখনও তাহার অনুপায় হইতে পারে না। যেমন মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্রাদি সামগ্রী সকল কখনই ঘটের অনুপায় হইতে পারে না, সেইরূপ চিকিৎস্য রোগেরও চিকিৎসা অনুপায় হয় না॥ ৩৪—৩৬

উপায়সমন্বিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরও ষোড়শগুণাত্মিকা চিকিৎসা দৈববৈগুণ্য বশতঃ কদাচিৎ বিফল হইয়া থাকে॥ ৩৭

অগ্নি কাহার স্বেদকার্য্যে এবং জলাদি কাহার স্তম্ভাদি কার্য্যে অসিদ্ধ হইয়াছে? দুগ্ধ কাহার প্রীণন এবং গবেধুক (ধান্যবিশেষ) কাহার কর্শন করে না? মাষকলাই ও আলকুশীবীজ প্রভৃতির বৃষ্যত্বে কাহার অনিশ্চয়তা? যবভোজনে মলমূত্রের উৎপাদন ও প্রবর্ত্তন বিষয়ে কাহার সংশয় আছে? মন্ত্রগ্রহীন বিষ কাহার পরিপাক পাইয়াছে? রোহিণিকাদি রোগে পথ্য ব্যতিরেকে কে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে? অতএব চিকিৎসা নিশ্চিতফলা এবং ইহার আরম্ভও সফল জানিবে॥ ৩৮

অপিচ সকলসিদ্ধান্তনিশ্চিত অকালমৃত্যু চিকিৎসা ব্যতীত অতি যত্ন দ্বারাও কিরূপে নিবারিত হইবে? ৩৯

চন্দনাদি দ্রব্য যে দাহাদি নিবারণ করিয়া থাকে, তাহা শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে, জানিবে। আর চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারেই লঙ্ঘন ও বৃংহণ ব্যবস্থা দ্বারা জ্বরের প্রশম হইয়া থাকে। সুতরাং চিকিৎসা ও অচিকিৎসা তুল্য নহে।

চিকিৎসা যদি চতুষ্পাদ্‌গুণান্বিত হয় এবং তাহা যদি দেশকালাদি অনুসারে সম্যক্ প্রযোজিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রোগ নিবারিত হইবে, এবিষয়ে সংশয় করিবে না।

অকালে যে সকল মৃত্যুপাশরূপ জ্বরাদি রোগ উপস্থিত হয়, এই চিকিৎসাশাস্ত্রই তাহাদের দৃঢ়চ্ছেদক এবং ইহাই সমুৎপন্ন রোগে ভীত ব্যক্তিগণের সূত্রহীন রক্ষাসূত্র। অতএব চিকিৎসা শাস্ত্র অবশ্য পঠিতব্য॥ ৩৯-৪২

জগতে মৃত্যুঞ্জয়ে এই চিকিৎসাশাস্ত্র আয়াসবর্জ্জিত সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ (আয়াসবর্জ্জিত— অর্থাৎ সমুদ্রমথন কালে দেবাসুরের পরিশ্রমে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু এই চিকিৎসাশাস্ত্র অনায়াসলভ্য)। কিন্তু ইহা অযোগ্য চিকিৎসকের হস্তে পতিত হইলে সদ্য হলাহলত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উহা বিষের ন্যায় মারক হয়॥ ৪৩

যে সকল চিকিৎসক মাত্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পাঠ করিয়াছে, কিন্তু উহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারে নাই, সেই সকল যমপাশস্বরূপ কুচিকিৎসককে দূর হইতে ত্যাগ করিবে॥ ৪৪

যাঁহারা শাস্ত্রের পরমার্থ অবগত আছেন, পুনঃপুনঃ ঘৃত তৈল লেহাদি প্রস্তুত ও অনুবাসন নিরূহাদি প্রয়োগ করিয়াছেন, সচ্চরিত এবং সর্ব্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই সকল চিকিৎসকের ইহ ও পরলোকে সর্ব্বত্র মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে॥ ৪৫

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ব্রহ্মপ্রোক্ত বা অগ্নিবেশাদি প্রণীত অখিল চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক যোগাধিকরণহেত্বাদি তন্ত্রগুণান্বিত, অপ্রসিদ্ধশব্দাদিতন্ত্র-দোষরহিত মুনিগণের মতানুগ, মহাসাগরবৎ গভীর সংগ্রহার্থের উপায়ভূত এবং শল্য শালাক্যাদি অষ্টাঙ্গসম্পন্ন বৈদ্যকশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন দ্বারা প্রাপ্ত অষ্টাঙ্গসংগ্রহরূপ মহামৃতরাশি হইতে পৃথক্ এই অষ্টাঙ্গহৃদয়তন্ত্র অল্পোদ্যম ব্যক্তিগণের প্রীত্যর্থ উদিত হইল। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সিদ্ধ ও প্রত্যক্ষফলপ্রদ বলিয়া এই তন্ত্র মন্ত্রবৎ প্রয়োগ করিবে, ফল হইবে কি না এইরূপ কোন মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই॥ ৪৬

অষ্টাঙ্গহৃদয়ের পাঠ, জ্ঞান এবং তদুক্ত বিষয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবন, আরোগ্য, ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ ও যশ লাভ হইয়া থাকে॥

অষ্টাঙ্গহৃদয় অধ্যয়নপূর্ব্বক তাহার অর্থাববোধ ও তদনুযায়ী কর্ম্ম সকল ভালরূপ অভ্যাস করিলে কোন চিকিৎসক নিজে ত কম্পিত হন্ না, বরং চরকাদি বিশালগ্রন্থাধ্যায়ি চিকিৎসকগণকে যে কম্পিত করিয়া থাকেন, তাহা বিচিত্র নহে।

গ্রন্থ বিশাল হইলেই তাহাতে সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে থাকে না। যদি কেহ চরক অধ্যয়ন করেন, তবে অবশ্যই সুশ্রুতোক্ত নেত্ররোগ সমূহের নাম মাত্রই অবগত হইতে পারিবেন, ব্যাধির হেতু লক্ষণ ও চিকিৎসার অনভিজ্ঞ থাকিবেন। আর যিনি চরক অধ্যয়ন না করিয়া কেবল সুশ্রুত পাঠ করিবেন, তিনি দোষদূষ্যকালশরীরসত্ত্বসাত্ম্যাদি ব্যাপারে পারগ হইয়াও কাস শ্বাসাদি চিকিৎসায় কি করিবেন? এই অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে, ইহাই পঠিতব্য॥ ৪৭—৪৯

যে অতিমূঢ় আর্ষতন্ত্রে পক্ষপাত প্রবৃত্ত অধুনাতন কবিকৃত সুভাষিত গ্রন্থে অনাদর করে, সে অনির্ব্বেদ হইয়া ব্রহ্মোক্ত শত সহস্র আদ্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যত্নপূর্ব্বক পাঠ করুক! অর্থাৎ সমস্ত জীবন পাঠ করিতে করিতেই তাহার বুদ্ধি মেধা ও জীবিত ক্ষয় হইবে, শাস্ত্র চিন্তা বা তদনুষ্ঠানাদি করিবার আর সময় থাকিবে না।

বাতে তৈল, পিত্তে ঘৃত এবং কফে মধু হিতকর—ইহা ব্রহ্মাই বলুন বা তৎপুত্র সনৎকুমারাদিই বলুন, বক্তৃবিশেষের উক্তিতে উহাদের শক্তির কখনও অন্যথা হইবে না অর্থাৎ যাহার যাহা স্বাভাবিক শক্তি, তাহা তাহাতে অবশ্যই থাকিবে। অতএব বক্তৃভেদে যখন দ্রব্যের শক্তির বিশেষ হয় না, তখন বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া মাধ্যস্থ্য অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ যাহাতে সমস্ত বিষয় সুন্দররূপে বর্ণিত আছে এবং যাহা অল্পায়াসসাধ্য এরূপ গ্রন্থ অবশ্য অধ্যয়ন করিবে।

ঋষিপ্রণীত বলিয়াই যদি গ্রন্থ পঠিতব্য হয়, তবে চিকিৎসকগণ চরক সুশ্রুত ত্যাগ করিয়া ভেড় ভালুকি জতুকর্ণাদির গ্রন্থ অধ্যয়ন করে না কেন? অতএব যাহা সুভাষিত, তাহাই গ্রাহ্য, অর্থাৎ এই অষ্টাঙ্গহৃদয় ঋষিপ্রণীত না হইলেও সুভাষিত ও বহুগুণান্বিত বলিয়া বুদ্ধিমান্ বৈদ্যগণের আদরণীয় হওয়া উচিত॥ ৫০-৫৩

হৃদয় যেমন শরীরের একদেশ হইলেও দশটি মূল শিরা দ্বারা অখিল দেহে ব্যাপ্ত হইয়াছে; সর্ব্বায়ুর্ব্বেদশাস্ত্ররূপ পয়োনিধির হৃদয়স্বরূপ এই অষ্টাঙ্গহৃদয়ও সেইরূপ সূত্রশারীরনিদানাদি ছয়টি স্থান ও শল্য শালাক্যাদি অষ্টাঙ্গসমন্বিত অখিল আয়ুর্ব্বেদে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এবংবিধ অষ্টাঙ্গহৃদয় দ্বারা যে পরম কল্যাণ হইয়াছে, তাহা হইতে জগতের শুভ উৎপন্ন হউক॥ ৫৪

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উত্তরতন্ত্রে বাজীকরণাধ্যায় নামক চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥